বসুমতী-গ্রন্থাবলী-সিরিজ

যদুনাথ গ্রন্থাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

যদুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ-মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

গ্রন্থাবলী-সিরিজ

যদুনাথ গ্রন্থাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

১। বঙ্গবিজয়, ২। রাজা শচীপতি রায়, ৩। স্ত্রী।

যদুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ-মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মুদ্রণ-যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায দ্বারা মুদ্রিত।
১৩৬৭

[মূল্য ১৲ এক টাকা।

বঙ্গ-বিজয়

যদুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

বঙ্গ-বিজয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজ-অন্তঃপুরে।

"জয়ন্তি! তুমি যে একেবারে পড়াশুনা ছেড়ে দিলে!" এক ব্রাহ্মণ-যুবক এই কথাগুলি বলিলেন।

জয়ন্তী উত্তর করিলেন, "আমি ত আপনাকে কতবার বলেছি, আমি আর আপনার কাছে পড়ব না। পড়তে হয় বুড়ো সার্ব্বভৌম মহাশয়ের কাছে পড়ব। আপনাকে আমি কতবার বলেছি, আপনি সময়-অসময় আমার ঘরে আসবেন না। এখন আপনি যুবক, আমি যুবতী। এখন আপনার নিকট পড়া আমার ভাল দেখায় না। এরূপ সময়-অসময় আমার ঘরে আপনার আসাও ভাল নয়।"

যুবক হাসিয়া কহিলেন,—"তোমাকে যে আমার ইচ্ছানুরূপ গ'ড়ে তুলতে হবে। তুমি নিতান্তপক্ষে রামায়ণ হ'তে সীতার বনবাস অংশ, মহাভারত হ'তে সাবিত্রী-দময়ন্তীর উপাখ্যান ও মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বটি পড়।"

জয়ন্তী। আপনার মত আমাকে গ'ড়ে উঠ্তে হবে—এর অর্থ কি?

যুবক। তুমি কি জান না যে, তোমার পিতা আমার সহিত তোমার বিবাহ স্থির করেছেন?

জয়ন্তী। তিনি এ কথা কখন নিজের মুখে বলেছেন?

যুবক। তিনি স্পষ্ট না বলুন, প্রকারান্তরে বলেছেন। প্রজাগণ ও রাজকর্ম্মচারিগণ এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলে। কেহ কেহ আমাকে রাজ-জামাতা ব'লেও ডাকে।

জয়ন্তী। রাজকর্ম্মচারী বা প্রজা আমার বিবাহের কর্ত্তা নয়। আমার বিবাহের একমাত্র কর্ত্তা আমার পিতা, তিনি কখনও আপনার সহিত আমার বিবাহের কথা বলবেন না। ষোড়শীও পিতার পালিত-কন্যা। ষোড়শীর সহিত আপনার বিবাহের প্রস্তাব হয়েছে। এই জন্য প্রজা ও রাজকর্ম্মচারিগণ আপনাকে রাজ-জামাতা বলতে পারে। পূর্ব্বে যে লোকে আপনাকে পিতার পোষ্যপুত্র বা পালিত-পুত্র বলত, তার কি কোন ভিত্তি ছিল?

যুবক। তুমি কি আমাকে তোমার অযোগ্য বর মনে কর?

জয়ন্তী। আমায় ক্ষমা করুন। আমার মুখ দে সে কথা নাই শুনলেন।

যুবক। তোমার মুখেই আমি শুনতে চাই।

জয়ন্তী। পিতার মুখে, মাতার মুখে ও পিতার মন্ত্রীর কাছে এ কথা শুনলে হয় না?

যুবক। না জয়ন্তি! আমি তোমার মুখেই এ কথা শুনতে চাই। তোমার মত কি?

জয়ন্তী। আপনি যখন প্রথম এ বাটীতে প্রবেশ করেন, তখন আপনাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভক্তিস্নেহ করেছি। যখন আপনি আমাকে পড়াতে আরম্ভ করলেন, তখন আপনাকে গুরু ব'লে ভক্তি করেছি।

যুবক। সম্বন্ধের ত বেশী বিপর্য্যয় হচ্ছে না। পতিও গুরু-স্থানীয়।

জয়ন্তী। জ্যেষ্ঠভ্রাতা গুরু, পতি গুরু ও স্বামী গুরুতে অনেক প্রভেদ।

যুবক। এ ত প্রভেদের কথা নয়, এ যেন তোমার মতের কথা।

জয়ন্তী। হ'ল, আমার মতের কথাই হ'ল।

যুবক। কিসে আমি তোমার অনুরূপ পাত্র হলেম না?

জয়ন্তী। আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি, আমায় ক্ষমা করুন। আমি সে কথা বলব না।

যুবক। রাঢ়িশ্রেণী ব্রাহ্মণের আদিবাসস্থান রাঢ়-দেশে আমার জন্ম। পবিত্র শাণ্ডিল্যবংশে পঞ্চ-ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভট্টনারায়ণের বংশে আমার উৎপত্তি। কৌলীন্যপ্রথানুসারে আমি পরম কুলীন। আমি বহুশাস্ত্রজ্ঞ ও নানা অস্ত্রবিশারদ।

তাতেই ত বলি, আমি শাস্ত্রজ্ঞও নহি, নহি। আমি অপবিত্র ভরদ্বাজ-বংশে জন্মেছি। মূর্খ শ্রীহর্ষ আমার পূর্ব্বপুরুষ। বঙ্গীয়

কুলীন-সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার পিতা বড় হীন। এই জন্যই আমি আপনার অযোগ্যা পাত্রী।

যুবক। এ কি জয়ন্তি! এত শ্লেষ কেন? তুমি কি জান না যে, তোমার পিতৃরাজ্য এখন আমার ভুজবলের উপর নির্ভর করে?

জয়ন্তী। আপনাকে আপনি যাহা ইচ্ছা হয় বলুন,—কিন্তু আমার পিতার বাহু এখনও এত হীনবল নয় যে, এক জন অজ্ঞাত-কুলশীল সন্ন্যাসীর অনুচর যুবকের বাহুবলের উপর পিতৃরাজ্য নির্ভর করে। আমার পিতা এক জন দয়াবান্ স্নেহশীল লোক। তাই এক জন অজ্ঞাতকুলশীল যুবককে আশ্রয় দিয়া ও অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা দিয়া সৈন্যদলে স্থান দিয়েছেন। পিতৃ-অনুগ্রহ লাভ ক'রে তাঁকে অবজ্ঞা করা ও এত স্পর্দ্ধা করা ঠিক নয়!

যুবক। সত্য বললে যদি অবজ্ঞা করা বা স্পর্দ্ধা করা হয়, তবে আর কি বলব?

জয়ন্তী। সত্য কি? কোন যুদ্ধ জয় ক'রে আপনার এত স্পর্দ্ধা হ'ল? পিতৃ-রাজ্যের কি শ্রীবৃদ্ধি আপনা কর্ত্তৃক সাধিত হয়েছে?

যুবক। রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যের সকল শ্রীবৃদ্ধিই আমা কর্ত্তৃক সাধিত হচ্ছে।

জয়ন্তী। কিছু না।

যুবক। অকৃতজ্ঞ।

জয়ন্তী। চুপ কর। তুমি পূর্ব্বে নিরাশ্রয় বালক ছিলে, এক্ষণে পিতৃ-অনুগ্রহে পালিত যুবক। পিতার অনুগ্রহ লাভ ক'রে তোমার স্পর্দ্ধা বড় বেড়েছে। বঙ্গের রাজকুলভূষণ নরনারায়ণ রায়ের কন্যা কখনও এক জন অজ্ঞাতকুলশীল আশ্রয়হীন যুবকের সহিত পরিণীতা হবে না। তোমার মত শত পণ্ডিত পিতার সভায় আছেন। তোমার মত শত অস্ত্রবিদ্ পিতার সেনাদলে অবস্থিতি করছেন, আমি তোমাকে সন্ন্যাসীদিগের পরিচারকরূপে এ স্থানে আসতে দেখেছি। তুমি পীড়িত হ'লে সন্ন্যাসিগণ তোমাকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যায়, তাহাও আমি জানি। পিতার অনুগ্রহে তুমি যে জীবন লাভ কর, তাহাও আমার অবিদিত নাই। এই স্থানেই তোমার অস্ত্র ও শস্ত্র-শিক্ষা। আমি তোমার সহধর্ম্মিণী হব, এ আশা তুমি কিরূপে হৃদয়ে পোষণ কল্লে, তা আমার বুদ্ধির অগোচর। পিতার যদি এরূপ বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে থাকে, তবে দড়ি, বিষ, বা ছুরি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সময়সাপেক্ষ হবে না।

যুবক। আচ্ছা জয়ন্তি, দেখা যাবে। তুমি অকারণ আমাকে কটু বলছ—বড় বাড়াবাড়ি করছ।

জয়ন্তী। তুমি যা দেখতে পার, দেখ। আমি কিছুই বাড়াবাড়ি করি নাই। তোমারই বেশী স্পর্দ্ধা হয়েছে। আজ হ'তে আমার হুকুম, তুমি আমার ঘরে আসতে পারবে না—রাজ-অন্তঃপুরে আসতে পারবে না।

যুবক। তুমিই এ রাজবাটীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী না কি?

জয়ন্তী। তবে আর কে?

কলহের এ পর্য্যন্ত হইতে না হইতে রাজমহিষী কাত্যায়নী দেবী রাজনন্দিনীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজমহিষী কলহের সমস্ত কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি যুবক কৃষ্ণবল্লভকে বহির্ব্বাটীতে গমন করিতে বলিলেন। তিনি রাজকন্যাকে নিরস্ত হইতে আদেশ করিলেন। রাজমহিষীর সন্দর্শনে রাজনন্দিনীর ক্রোধ শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। তাঁহার রসনা সংযত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার নয়নাশ্রুপাতে ক্রোধ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

রাজা নরনারায়ণ রায় বঙ্গের এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ জমীদার। পদ্মা হইতে খরস্রোতা চন্দনা নদী যে স্থান হইতে বাহির হইয়াছে, সেই স্থানে নারায়ণপুরে রাজা নরনারায়ণের সমাষ্টকোণ দুর্গ। দুর্গের বহির্ভাগে বিস্তৃত গভীর পরিখা। পরিখার উপর কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতু। রাজ-অনুজ্ঞায় পরিখা মুহূর্ত্তমধ্যে চন্দনা বা পদ্মার জলে পূর্ণ করা যায়। রাজার বিবিধ সৈন্যের প্রবল বাহিনী রাজদুর্গের এক পার্শ্বেই অবস্থিতি করে। রাজদুর্গে সর্ব্ববিধ যুদ্ধোপকরণ প্রচুররূপে সঞ্চিত আছে। তৎকালে শঙ্কর রায় ভিন্ন রাজা নরনারায়ণের সমকক্ষ জমীদার বঙ্গে আর কেহ ছিলেন না।

রাজা নরনারায়ণের একমাত্র কন্যা জয়ন্তী। জয়ন্তীর বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ হইয়াছে। রাজকন্যা রূপে-গুণে যেরূপ অনুপমা, সেইরূপ তেজস্বিনী। কৃষ্ণবল্লভ রাজার পালিত ব্রাহ্মণসন্তান। কোন সময়ে এক তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসীর সহিত সে রাঢ়দেশ হইতে আসিয়াছিল। বালক কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলে সন্ন্যাসীর দল তাহাকে ফেলিয়া তীর্থে চলিয়া যায়। রাজা নরনারায়ণ বিশেষ যত্ন ও চিকিৎসা দ্বারা ব্রাহ্মণবালকের জীবন রক্ষা করেন। রাজ-অনুগ্রহে বালক রাজ-অন্তঃপুরে স্থানলাভ করে। রাজযত্নে বালক কোন কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে ও শস্ত্রচালনায় দক্ষ হইয়াছে। এই বালক জয়ন্তীকে কিছু দিন চাণক্য শ্লোক, মোহমুদ্গর, শান্তিশতক ও রামায়ণের কিয়দংশ পড়াইয়াছিল। প্রথমে প্রকাশ

হইয়াছিল, রাজা এই বালককে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবেন। এক্ষণে প্রকাশ, এই ব্যক্তি রাজার জামাতা হইবেন। সেই বালক এক্ষণে যুবক হইয়াছেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণবল্লভ।

রাজ-অন্তঃপুরে রাজমহিষী, রাজকন্যা, সহচরী ও পরিচারিকাগণ ভিন্ন রাজার ষোড়শী নাম্নী একটি পালিত-কন্যা আছেন। এই কন্যার বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ। ষোড়শী রূপবতী ও গুণবতী।

রাজ-অনুগ্রহে কৃষ্ণবল্লভ রাজার সৈন্যদলে উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণবল্লভ মনে করেন, তিনি অসাধারণ বীর ও কৌশলী যোদ্ধা। তাঁহাকে রাজার পুত্রস্থানীয় দেখিয়া রাজসেনাপতিও তাঁহাকে সম্মান করেন। এই সম্মানে কৃষ্ণবল্লভ আত্মজ্ঞান হারাইয়া, তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। রাজা নরনারায়ণেরও এ বিষয়ে একটু দোষ আছে। তিনি স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণবল্লভকে সুপণ্ডিত ও রণকুশল যোদ্ধা মনে করেন। এইরূপ সুপাত্রেই কন্যাদান করিতে হয়, রাজা এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করেন। অভিমত হইতেই অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কৃষ্ণবল্লভ রাজ-জামাতা হইবেন। বাস্তবিক কৃষ্ণবল্লভকে কন্যা দান করিবার রাজার কোন ইচ্ছা নাই। কৃষ্ণবল্লভ রাজার নিতান্ত স্নেহাস্পদ হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার শিক্ষার এরূপ খ্যাতি হইয়াছে। দরিদ্রের ঘরের পুত্র হইলে এরূপ শিক্ষার এমন খ্যাতি বাহির হইত না।

রাজা ও রাজমহিষীর আদরে কৃষ্ণবল্লভের স্পর্দ্ধা বর্দ্ধিত হইয়াছে। তিনি মনে করেন, রাজদম্পতি তাঁহাকে জামাতা অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। তিনি আরও মনে করেন, তাঁহার বাহুবলের যশশ্চন্দ্রমার বিমল ভাতিতেই রাজার রাজ্যের সর্ব্বত্র সুখশান্তি বিরাজ করিতেছে। রাজা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। রাজা নরনারায়ণ বার্দ্ধক্যে তাঁহার করতলগত হইয়াছেন। পাঠক ইহার আভাস জয়ন্তীর সহিত তাঁহার কলহকালে পাইয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রণাঙ্গনে।

রামশঙ্কর রায় বঙ্গদেশের মধ্যে এক জন মান্যগণ্য জমীদার। শঙ্করপুরে তাঁহার রাজপ্রাসাদ। রামশঙ্করের রাজধানী এক সমষড়্‌বাহু দুর্গমধ্যে অবস্থিত। দুর্গের সর্ব্বদিকে গভীর পরিখা জলে পূর্ণ। রাজা রামশঙ্করের দশ সহস্র বেতনভুক্ সৈন্য সর্ব্বদা দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করে। তিনি তাঁহার গোপজাতীয় প্রজা হইতে দশ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন। রামশঙ্করের বয়স পঞ্চাশৎ বৎসর হইলেও তিনি প্রজাবৎসল নরপতি ও সবলকায় সাহসী বীর।

রামশঙ্করের একমাত্র পুত্রের নাম উমাশঙ্কর। উমাশঙ্করের বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর। উমাশঙ্কর অতি সুশ্রী যুবক। তিনি নানা ভাষা ও নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। উমাশঙ্কর পিতার ন্যায় সাহসী, বীর ও শস্ত্রকুশল যোদ্ধা।

গত পৌষমাসে রামশঙ্কর পুত্র-কলত্রের সহিত নৌকাপথে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার জমীদারীর শাসন ও পালনের ভার তাঁহার দেওয়ান বরদাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত ছিল। তাঁহার রাজ্যে শান্তিরক্ষার ভার তাঁহার সেনাপতি গোবিন্দচন্দ্র ভট্ট মহাশয়ের উপর অর্পিত ছিল। রাজা নরনারায়ণের সহিত রাজা রামশঙ্করের সদ্ভাব ছিল না। উভয়ের জমীদারীর সীমা লইয়া সর্ব্বদা বিবাদ হইত। পরিশেষে অনেক বিবাদের পর রামশঙ্করের নামানুসারে রামনগর তাঁহার জমীদারীর পশ্চম সীমানা হইয়াছিল।

সপুত্রক রাজা রামশঙ্কর রায় তীর্থযাত্রা করিয়াছেন অবগত হইয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা নরনারায়ণ সসৈন্যে রামশঙ্করের জমীদারীমধ্যে প্রবেশ করেন এবং চাঁদপুর পর্য্যন্ত জয় করিয়া লয়েন। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা রামশঙ্করের সেনাপতি গোবিন্দচন্দ্র ভট্ট পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য লইয়া নরনারায়ণ রায়ের গতিরোধ করেন। চাঁদপুরের নিকটবর্ত্তী দুধসরের বিস্তৃত মাঠে উভয় পক্ষের ভীষণ যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষের বহু সৈন্য সেই যুদ্ধে নিহত হয়। প্রভুর অনুপস্থিতিকালে বহু সৈন্য ক্ষয় করা যুক্তিসঙ্গত মনে না করিয়া গোবিন্দচন্দ্র সন্ধি করিতে অভিলাষী হন। রাজা নরনারায়ণও গোবিন্দচন্দ্রের শৌর্য্যবীর্য্য দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে সাহসী হন না। চাঁদপুরে উভয় পক্ষের সন্ধি হয়। এই সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে চাঁদপুর রাজা নরনারায়ণের রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমা নিরূপিত হয়।

খৃষ্টীয় ১১৯৬ অব্দের ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে রাজা রামশঙ্কর রায় তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া বাটী আসিলেন। তিনি গোবিন্দচন্দ্রের শৌর্য্যবীর্য্যের কথা শুনিলেন। তিনি রাজা নরনারায়ণ কর্ত্তৃক তাঁহার রাজ্য আক্রমণ ও কতকাংশ গ্রহণের বিষয় অবগত হইলেন। রাজা রামশঙ্কর নরনারায়ণের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার যুবকপুত্র ক্রোধে অধীর হইলেন। অবিলম্বে

বিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া রাজা রামশঙ্কর, তদীয় পুত্র ও গোবিন্দচন্দ্র ভট্ট চাঁদপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন।

এই সময়ে চাঁদপুরে দিলীপসিংহ নামক এক জন সেনানায়কের অধীনে দশ সহস্র সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। দিলীপ অসাধারণ ভুজবলসম্পন্ন সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি রামশঙ্করের গতিরোধ করিলেন এবং নারায়ণপুরে রাজা নরনারায়ণের নিকট দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈনিকের দ্বারা রামশঙ্করের সসৈন্য আগমন-বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন।

রাজা নরনারায়ণ রায় অতি বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি রাজমহিষীর নিকট কৃষ্ণবল্লভ ও জয়ন্তীর কলহের কথা অবগত হইয়াছিলেন। রাজার ইচ্ছা ছিল, ষোড়শীর সহিত কৃষ্ণবল্লভের বিবাহ দিবেন। এই কলহের পর তিনি এ বিষয়েও ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। তিনি এখন কৃষ্ণবল্লভের শৌর্য্যবীর্য্য পরীক্ষার সুন্দর অবসর পাইলেন। তিনি কৃষ্ণবল্লভকে দশ সহস্র সৈন্যের নেতা করিয়া চাঁদপুরে পাঠাইয়া দিলেন।

দিলীপসিংহ কৃষ্ণবল্লভের শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা জানিতেন। তিনি জানিতেন, কেবল অসি-চর্ম্ম ধারণ করিলেই যোদ্ধা হয় না। তিনি জানিতেন, কৃষ্ণবল্লভ অস্ত্রকুশল বটে, কিন্তু সাহসী ও সমর-কুশল নহে। কৃষ্ণবল্লভের সেনানায়করূপে আগমন হেতু দিলীপসিংহ কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন।

যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। দুধসরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইল। দিলীপ দুই দিনের যুদ্ধে বহুকষ্টে বহু যত্নে রামশঙ্করের গতিরোধ করিলেন। তৃতীয় দিন অপরাহ্নকালে দিলীপ রামশঙ্করের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিলেন। উমাশঙ্কর বেগে অশ্বচালনা করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে কৃষ্ণবল্লভের সম্মুখীন হইলেন। তিনি প্রথমে পলায়নের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নরনারায়ণের নমঃশূদ্রজাতীয় পদাতিক সৈন্য তাঁহার পলায়নের পথ রোধ করিল। উমাশঙ্কর ও কৃষ্ণবল্লভে ভীষণ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ বাধিল। দুই দণ্ডকাল যুদ্ধ হইতে না হইতে উমাশঙ্করের অপূর্ব্ব অসিচালনাকৌশলে প্রথমে কৃষ্ণবল্লভের অসি ভগ্ন হইল, পরে চর্ম্ম কর্ত্তিত ও অশ্ব আহত হইল। কৃষ্ণবল্লভ দ্রুতবেগে রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বহু সৈন্য পলায়নপর হইল। পলায়নপর সৈন্যের গতিরোধ করিতে গিয়া দিলীপকেও পশ্চাৎ সরিয়া আসিতে হইল। যুদ্ধে রামশঙ্করের জয় হইল। দিলীপ পলায়নপর সৈন্যের গতিরোধ করিতে অকৃতকার্য্য হইলেন এবং বাধ্য হইয়া তিনি কালীগঞ্জে সরিয়া আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন তিন দিন যুদ্ধ বন্ধ থাকিল। দ্রুতগামী অশ্বারোহী পত্রবাহক পরাজয়-সংবাদ নারায়ণপুরে লইয়া আসিল রামশঙ্কর কালীগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন কৃষ্ণবল্লভ পীড়ার ব্যপদেশে রণাঙ্গনে যাইতে অসম্মত হইলেন। একাকী দিলীপ সসৈন্যে কালীগঞ্জের প্রাঙ্গণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এ যুদ্ধেও দিলীপের পরাজয় হইল। দিলীপ সরিয়া আসিয়া মহারাজপুরের মাঠে শিবির সংস্থাপন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যুদ্ধ-সংবাদে।

রাজা নরনারায়ণ রায় যুদ্ধের দুঃসংবাদ জানিতে পারিয়াছেন। রাজা তত দুঃখিত বা বিমর্ষ হন নাই। তিনি যুদ্ধের এইরূপ ফলই আশা করিয়াছিলেন। রাজা নরনারায়ণ রাজা রামশঙ্করকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার গুণের জন্য মনে মনে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। নরনারায়ণেরও অনেক সদ্গুণ ছিল। রাজা রামশঙ্করেরও নরনারায়ণের প্রতি মনের ভাব সেইরূপ। নরনারায়ণ কৃষ্ণবল্লভের প্রতি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি কৃষ্ণবল্লভকে অতি লজ্জাহীন ও উচ্চাভিলাষী মনে করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহার যত্ন ও আদরেই কৃষ্ণবল্লভের স্পর্দ্ধা এত বাড়িয়াছে।

ষোড়শী রাজা নরনারায়ণের পালিত-কন্যা। কৃষ্ণবল্লভ যেরূপ সন্ন্যাসিগণের অনুচর হইয়া আসিয়া নারায়ণপুর দুর্গে পীড়িত অবস্থায় সন্ন্যাসিগণ দ্বারা পরিত্যক্ত হন, ষোড়শীর ঘটনাও সেইরূপ। কোন সময়ে এক কুলীন ব্রাহ্মণ বিধবা নিরাশ্রয়া হইয়া রাজা নরনারায়ণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার একটি দুই বৎসরের কন্যা ছিল। বিধবা পরমা রূপবতী ছিলেন। দয়ালু রাজা অনাথাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। অনাথা ব্রাহ্মণী ছয় মাস পরেই হৃদ্‌রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং শিশুকন্যাটিকে রাজমহিষীর করে অর্পণ করিয়া যান। সেই দিন হইতেই সেই কন্যা রাজার পালিত-কন্যা হয় এবং ষোড়শী নামে রাজবাটীতে পরিচিত হয়। এই পালিত কন্যার সহিত নরনারায়ণ কৃষ্ণবল্লভের বিবাহ দিবেন প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজা ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে কিছু ভূ-সম্পত্তি দান করিবেন।

নরনারায়ণ পূর্ব্বে কৃষ্ণবল্লভের যেরূপ প্রশংসা শুনিতেন, চাঁদপুর ও কালীগঞ্জের যুদ্ধের পর এক্ষণে সেইরূপ নিন্দা শুনিতে লাগিলেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণবল্লভকে কেহ ভাল চক্ষে দেখিত না। ইহার কারণ ছিল। প্রথমতঃ অজ্ঞাতকুলশীল বালক রাজ-অনুগ্রহে প্রতিপালিত হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াই রাজ-অনুগ্রহে উচ্চপদে সমারূঢ় হইয়া বহু প্রবীণ কর্ম্মচারীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। ইহা অনেকের অপ্রীতিকর হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণবল্লভ অহঙ্কারী ও অভিমানী।

নরনারায়ণ দিলীপের বহু প্রশংসা শুনিতে লাগিলেন। তিনি শুনিলেন, কৃষ্ণবল্লভের ভীরুতা ও কাপুরুষতাতেই চাঁদপুরের যুদ্ধে পরাজয় হইয়াছে। তিনি শুনিলেন, কৃষ্ণবল্লভ বিনা কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে না যাওয়াতেই কালীগঞ্জের যুদ্ধে প্রতিপক্ষ জয়লাভ করিয়াছে। তিনি শুনিলেন, কৃষ্ণবল্লভের মনের ভাব ভাল নয়—এমন কি, তাঁহার দশ সহস্র সৈন্যের সহিত তিনি বিপক্ষ-দলে যোগ দিতেও পারেন।

নরনারায়ণ একা কৃষ্ণবল্লভকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আনয়ন করিলেন। কৃষ্ণবল্লভ, মকরন্দ ঘোষ, পুণ্ডরীকাক্ষ সর্দ্দার দশ সহস্র সৈন্যসহ নারায়ণপুরের দুর্গে থাকিলেন। রাজা নরনারায়ণ দশ সহস্রমাত্র সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন।

যৎকালে রামনগর রাজা রামশঙ্করের রাজ্যের সীমা ছিল, তৎকালে রামনগরের নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীতে তাঁহার একটি রাজবাড়ী ছিল। মহারাজার বাড়ী ছিল বলিয়া গ্রামের নাম মহারাজপুর হইয়াছিল।

রাজা রামশঙ্কর তীর্থযাত্রা করিলে, রাজা নরনারায়ণ যখন কালীগঞ্জ পর্য্যন্ত জয় করিলেন, তখন এই রাজ-প্রাসাদ নরনারায়ণ দখল করিয়া করিয়া লন। এক্ষণে কালীগঞ্জ ও মহারাজপুরের মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত প্রাঙ্গণে দিলীপসিংহের সহিত রাজা রামশঙ্করের যুদ্ধ হইতেছে।

রাজা নরনারায়ণ পুররলনাগণের সহিত সন্ধ্যার সময় মহারাজপুর প্রাসাদে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি রজনীতে সেনানিবাস পরিদর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার বিংশতি সহস্র সৈন্যমধ্যে হতাহত বাদে এক্ষণে অষ্টাদশ সহস্র সৈন্য আছে, তিনি দশ সহস্র সৈন্য লইয়া আসিয়াছেন। সুতরাং অষ্টাবিংশতি সহস্র সৈন্য তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করিতে সমর্থ এবং তিনি জানিলেন, রামনগরের সৈন্য বিংশতি সহস্রমাত্র।

নরনারায়ণ আগমনের পরদিন আবার সমরানল প্রজ্বলিত হইল। বেলা এক প্রহরের সময় হইতে সূর্য্য অস্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইল। রামশঙ্কর, উমাশঙ্কর, গোবিন্দ ভট্ট প্রভৃতি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সৈন্যচালনা করিলেন। যুদ্ধে জয়পরাজয় কিছুই স্থির হইল না। ঘোরাহবে বহু সৈন্য, হয়, হস্তী ধরাশায়ী হইল। সূর্য্যাস্তগমনকালে গাঢ় মেঘোদয় হইল এবং সন্ধ্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হইল। হস্তি-অশ্বপৃষ্ঠে টেকা দায় হইল। একসঙ্গে রাজা নরনারায়ণ ও রামশঙ্কর যুদ্ধ বন্ধ করিবার তূর্য্যধ্বনি করিলেন। চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার বাদ্য বাজিল। সে দিনের মত যুদ্ধ বন্ধ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চুরি।

কৃষ্ণবল্লভ, মকরন্দ ঘোষ ও পুণ্ডরীকাক্ষ সর্দ্দার বিশেষ যত্নসহকারে নারায়ণপুর-দুর্গ রক্ষা করিতেছেন। পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বদা পদ্মা ও চন্দনা নদীতে শত্রু-তরী আসিতেছে কি না, তাহাই অনুসন্ধান করিতেছেন। মকরন্দ ঘোষ দিবারাত্র পাহারার সুবন্দোবস্ত করিতেছেন এবং দুর্গের চারিদিকে প্রধান প্রধান রাজপথে প্রহরী রাখিতেছেন। কৃষ্ণবল্লভ ধনাগার-রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। পাঁচ সহস্র সৈন্য পুণ্ডরীকাক্ষের অধীনে, চারি সহস্র সৈন্য মকরন্দের অধীনে, সহস্র সৈন্য কৃষ্ণবল্লভের অধীনে আছে।

আমরা এখান হইতে প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। তখন বঙ্গের ধনরক্ষা করা সহজ ব্যাপার ছিল না। বঙ্গ তখন বৈদেশিক আক্রমণের রঙ্গালয় ছিল। প্রত্যেক আক্রমণ ও যুদ্ধের পর দেশলুণ্ঠন সৈনিকদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। সে কালে মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ ভূগর্ভে ধন প্রোথিত করিয়া রাখিতেন। বড়লোকেদিগের দুইটি করিয়া ধনাগার ছিল। তৎকালে রাজগণ সঞ্চিতধন অন্তঃপুরের কোন গুপ্তকক্ষ ও তাঁহার দীর্ঘিকা বা পুষ্করিণীর মধ্যে রাখিতেন। বিশ্বস্ত আত্মীয় ভিন্ন কেহই তাহা জানিত না। নিত্যব্যয়ের টাকা-পয়সা, শাল, বনাত ও স্বর্ণ-রৌপ্যের তৈজসপত্র প্রভৃতি ধনাগারে রক্ষিত হইত। এই ধনাগারের দরজা লৌহনির্ম্মিত হইত ও তাহার মধ্যে দুই তিনটি গুপ্ত প্রকোষ্ঠ থাকিত।

রাজা নরনারায়ণেরও এইরূপ দুইটি ধনাগার ছিল। রাজ-অন্তঃপুরে দুইটি ধনরক্ষার স্থান ছিল। রাজ-অন্তঃপুরের পুষ্করিণীটি, দুর্গে প্রাচীর থাকা সত্ত্বেও, দ্বিতীয় প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

জ্যৈষ্ঠমাসের শেষভাগ। অনেক দিন হইতে আকাশমণ্ডল মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন ছিল। এক দিন প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। আজ কয়েক দিন প্রায় সর্ব্বদা বৃষ্টি হইতেছে। মেঘমালায় দামিনী প্রায় সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছে। এই বাদলবৃষ্টির মধ্যেও সৈনিক ও সেনানায়কগণের কার্য্যের বিরাম নাই। অদ্য বৈকালে প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত হইতেছে। রাজসভায় অনেক সম্ভ্রান্ত সৈনিক ও সেনানায়ক সমবেত।

সে কালে ও এ কালে বিষম প্রভেদ। এক্ষণে আমরা কেবল সামান্য শিক্ষা লইয়া আছি। আমাদের দৈহিক বল নাই বলিলেও চলে। এক্ষণে যে একটু বলবান্ হয় ও যে একটু সাহসী হয়, তাহাকে লোকে গোঁয়ার বা গুণ্ডা বলে। সে কালে দৈহিক বলের আদর ছিল। সে কালে অস্ত্রশিক্ষায় সম্মান ছিল। সাহস ও বীরত্বের আদর ছিল। সে কালে রণবিজয়ী যোদ্ধার পূজা ও যত্ন ছিল। সে কালে বাঙ্গালায় বীর ছিল। সে কালে সকল বাঙ্গালী আত্মরক্ষায় সমর্থ ছিল। সে কালে বাঙ্গালী রাজার দুর্গ বাঙ্গালী সৈন্যে পূর্ণ থাকিত। সে কালের সকল বাঙ্গালী প্রজা নির্ভীক, বীর ও সমরকুশল ছিল। সে কালের বাঙ্গালী মরিতে ও মারিতে জানিত। সে কালের বাঙ্গালী স্বজাতির জন্য, রাজার জন্য, দেশের জন্য, সমাজের জন্য, স্বধর্ম্মের জন্য ও দেবদেবীর জন্য অনায়াসে রণাঙ্গনে আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিতে পারিত। সে কালে কাপুরুষ ও ভীরু ব্যক্তির বড় নিন্দা ছিল।

কৃষ্ণবল্লভ চাঁদপুর ও কালীগঞ্জের যুদ্ধে ভীরুতা প্রদর্শন করিয়া নারায়ণপুর দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ঠাট্টা, বিদ্রূপ, রহস্য সকল সমাজেই আছে। নারায়ণপুরের রাজসভায় সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে রাজার পালিত পুত্র কৃষ্ণবল্লভ আছেন। সম্ভ্রান্ত সৈনিক সদানন্দ সিংহ কহিলেন,—"অসুস্থ না হ'লে কালীগঞ্জের যুদ্ধে রাজজামাতা নিশ্চয়ই জয়ী হইতেন।" অপর সৈনিক পরমানন্দ কহিলেন,—"চাঁদপুরের যুদ্ধেও রাজ-জামাতার নিশ্চয় জয় হ'ত। তবে তরওয়ালখানা ভেঙ্গে গেল, ঢালখানা কেটে গেল, বল্লমটা হাত থেকে ছুটে গেল, দুষ্ট ঘোড়াটা যুদ্ধের মাঠেতে দৌড়াল, তাই ত রাজ-জামাতা হারলেন।"

"কৃষ্ণবল্লভ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—"তোমরা জান, আমি কে? আমাকে এরূপ ভাবে ঠাট্টা করা উচিত নয়।"

সদানন্দ। আমরা ত আপনাকে ঠাট্টা করছি না। আমরা আপনার প্রশংসাই করছি।

পরমানন্দ। আজ্ঞে, আমরা ত আপনার বিদ্রূপ করি নাই, সুখ্যাতিই করছি।

কৃষ্ণ। আমি কি সুখ্যাতি অখ্যাতিও বুঝি না? রাজ-জামাতা কে? আমি পাগলও নই, উন্মাদও নই। তোমাদের বড় স্পর্দ্ধা হয়েছে।

সদা। আজ্ঞে, আমার বড় ভুল হয়েছে। রাজপুত্র বলতে রাজ-জামতা ব'লে ফেলেছি।

পরমা। আজ্ঞে, আমার বড় ভুল হয়েছে। তরওয়ালখানা পুরাতন ছিল, ঢালখানা পচা ছিল, বল্লমটা পিচ্ছিল ছিল এবং ঘোড়াটা ভীরু ছিল।

কৃষ্ণ। দেখ সদানন্দ! দেখ পরমানন্দ! তোমাদের বড় স্পর্দ্ধা হয়েছে। তোমরা বুঝতে পারছ না, আমি কে? রাজার অনুপস্থিতিতে আমিই এই দুর্গ-রক্ষক। তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমিই এই দুর্গের অধিপতি। তোমাদের জীবন-মরণ আমার হাতে। তোমাদের পদচ্যুতি বা প্রাণদণ্ড আমার কটাক্ষে হ'তে পারে।

সদা ও পরমা। আজ্ঞে না, আমরা কিছুই বলি নাই। আমাদের সকল কথাই মনে আছে। আপনি কে, অমরা বেশ জানি। এই যে সে দিন আপনি তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসীর চেলা হয়ে এখানে এসেছিলেন।

কৃষ্ণবল্লভ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—"দেখ পরমানন্দ! দেখ সদানন্দ! আমি এখনই তোমাদিগকে এই দুর্গ হ'তে গলাধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দেব।

সদা। অপরাধ?

পরমা। তার দেরী আছে।

কৃষ্ণ। তোমাদের যা মুখে আসে, তাই বল। ঘোষ মহাশয়, সর্দ্দার মহাশয়, এ দুটো পাজি বেল্লিকের কথা শুনেছেন?

সদা। কেন বাপ! তুমিই ত দুর্গের অধিপতি।

পরমা। কেন বাবা! ঘোষ-সর্দ্দার দিয়ে কাজ কি? দেও না—আমাদিগকে বের ক'রে দাও।

মকরন্দ ঘোষ দেখিলেন, কলহ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, তিনি মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। কৃষ্ণবল্লভ কম্পিতকলেবরে সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে রাজসভায় সমবেত জনমণ্ডলী তাঁহার চরিত্র সমালোচনা করিলেন।

অপরাহ্নকালে যে বৃষ্টি নামিল, রজনীতে আর সে বৃষ্টি থামিল না। এরূপ দুর্য্যোগের রাত্রেও সমান

যত্নসহকারে দুর্গরক্ষা করা হইল। পরদিন প্রাতে দেখা গেল, ধনাগার-পুষ্করিণীর প্রাচীরে এক বৃহৎ সিঁদ হইয়াছে, পুষ্করিণীর জল আবিল হইয়াছে। জল হইতে একটি মুদ্রাধার তুলিয়া লইবার চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। প্রাচীরের বাহিরে সেই চিহ্ন কিছু দূর লক্ষিত হইতেছিল। অর্থ যে ধনাগার-পুষ্করিণী হইতে অপহৃত হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ রহিল না। কে অপরাধী? কিরূপে অপহরণ করিল? কোথায় অপহৃত ধন? মকরন্দ এই সব সন্ধানে নিরত রহিলেন। তিনি ধনাগারের প্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। তিনি তাঁহার নিজ সৈন্য হইতে আরও ৫০০ সৈন্য ধনাগারের প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তিনি ধনাগার-পুষ্করিণীর সিঁদের সংস্কার করিলেন। অপহৃত ধনের সন্ধান করা রাজার আগমন পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রণক্ষেত্র।

উপর্য্যুপরি তিন দিন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কালীগঞ্জ ও মহারাজপুরের মধ্যবর্ত্তী ময়দানের নিম্নস্থান সকল জলে পূর্ণ হইয়াছে। অদ্য ২৫শে জ্যৈষ্ঠ মধ্যাহ্ন হইতে আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড নভোমণ্ডলে উদিত হইয়াছেন। রাজা নরনারায়ণের সৈন্যশিবিরে কোন যুদ্ধায়োজন নাই, অকস্মাৎ মহারাজপুরের প্রান্তর মধ্যে ভীষণ রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। নরনারায়ণের শিবির হইতে সে বাদ্যের উত্তর দান করিল। অবিলম্বে নরনারায়ণের দশ সহস্র সৈন্য রামশঙ্করের বিংশতি সৈন্যের সম্মুখীন হইল। রামশঙ্কর ভাবিলেন, অদ্য তিনি যুদ্ধে নিশ্চয় জয়লাভ করিবেন। হঠাৎ তিনি নরনারায়ণকে আক্রমণ করায় তাঁহার সকল সৈন্য যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে পারে নাই।

কিছু কাল দুই দলে তুমুল সংগ্রাম চলিল। নরনারায়ণের সৈন্যগণ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পশ্চাৎ সরিতে লাগিল। নরনারায়ণের সৈন্যদল আজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক দল সৈন্য মহারাজপুরে আছে। এক দল সৈন্য দিলীপসিংহের অধীনে বেগবতী ও চিত্রানদী দিয়া কালীগঞ্জের দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। ইহা নরনারায়ণের কৌশল। আজ তিনি রামশঙ্করকে চারিদিক দিয়া আক্রমণ করিবেন। কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর রামশঙ্কর দেখিলেন, তিনি চতুর্দ্দিকে নরনারায়ণের সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। অভিজ্ঞ যোদ্ধা রামশঙ্করের মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল।

যুদ্ধকালে রামশঙ্কর ও তদীয় পুত্র উমাশঙ্কর দুই জনে সৈন্যসমূহের দুই প্রান্তে ছিলেন। উমাশঙ্কর মুহূর্ত্তকালের মধ্যে বিপদ বুঝিলেন। তিনি দ্রুতবেগে অশ্বচালনাপূর্ব্বক পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পিতাকে বলিলেন,—"পিতঃ! আজ যুদ্ধে জয়ের আশা নাই। আজ সৈন্যরক্ষা করিয়া আমাদিগের সৈন্যগণকে শিবিরে লইতে পারিলেই আমাদিগের যুদ্ধজয় হয়।"

রামশঙ্কর উত্তর করিলেন,—"বাপ! সৈন্যরক্ষা কারও কঠিন।"

উমা। সৈন্যরক্ষা করা কঠিন হইবে না। আমি মুহূর্ত্তমধ্যে কীলক ব্যূহ রচনা করিতেছি। আমি কীলকের সম্মুখে থাকিব, আপনি কীলকের প্রশস্ত দিকে দণ্ডায়মান হউন।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রাজা নরনারায়ণের প্রাসাদ বেশী দূর নহে। রাজ-অন্তঃপুরচারিণীগণ প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিয়া প্রতিদিন যুদ্ধ অবলোকন করিতেন। অদ্যও রাজমহিষী কাত্যায়নী দেবী, রাজকন্যা জয়ন্তী, রাজার পালিত-কন্যা ষোড়শী ও অনেক রাজপুরমহিলা যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, এক কুমারতুল্য যোদ্ধা পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্ব্বদিকে এক প্রবীণ পুরুষের নিকট আসিল। তাহারা দুই জনে ক্ষণকালের জন্য কি কথাবার্ত্তা কহিল। অত্যল্পসময়ের মধ্যে তাহারা ব্যূহরচনা করিল। দক্ষিণদিকের কীলকাগ্রভাগে সেই কার্ত্তিকেয় তুল্য বীর অশ্বারোহণে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে নরনারায়ণ রায়েরই সৈন্যগণের জয়োল্লাস একটু হ্রাস হইল। রাজপুর-ললনাগণ পরিচয়ে জানিলেন, সেই কার্ত্তিকেয় তুল্য বীর রাজা রামশঙ্করের পুত্র উমাশঙ্কর এবং সেই প্রবীণ পুরুষ রাজা রামশঙ্কর স্বয়ং।

তাঁহারা দেখিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে রাজা নরনারায়ণের সেই বৃত্তাকার ব্যূহ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইল এবং সেই কীলক দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিল। রাজপুর-ললনাগণ দেখিলেন, উমাশঙ্কর মহাদেব শঙ্করের ন্যায় অতুল বিক্রমশালী পরম যোদ্ধা। তিনি বজ্রপাণি ইন্দ্রের ন্যায় বা শূলপাণি শিবের ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে সেই বৃত্তব্যূহ কাটিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। ক্রমে সমস্ত কীলক বাহির হইয়া গেল। নরনারায়ণের সৈন্যগণমধ্যে কেহই সে কীলকের গতিরোধ করিতে পারিল

না। যেন কোন মায়া-বিদ্যাবলে বা কোন ইন্দ্রজালবলে অপূর্ব্ব কৌশলে, উমাশঙ্কর তাহার কীলক-ব্যূহ বাহির করিয়া লইয়া গেল। অন্তকার যুদ্ধে রাজা নরনারায়ণ এমন কৌশল করিয়াছিলেন যে, তিনি ভাবিয়াছিলেন, অদ্য চক্রব্যূহে ফেলিয়া রামশঙ্করের সকল সৈন্য বিনাশ করিবেন, এবং রাজা রামশঙ্কর ও তদীয় পুত্র উমাশঙ্করকে বন্দী করিবেন। অদ্য নরনারায়ণের চিন্তাপূর্ণ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল।

বুঝি না, প্রেম বা প্রণয় কি ভাবে কোন্ ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয়। স্থানভেদে উৎপন্ন দ্রব্যের বিচার করা যায় না। শৈবালপূর্ণ পঙ্কিল সলিলে রূপের আধার, সুগন্ধের আধার নীলোৎপল রক্তোৎপল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। সুশীতল পর্ব্বতপার্শ্বে ও শৈলশিখরে সুরসাল আপেল ও আঙ্গুরের ক্ষেত্র লক্ষিত হয়। মরুভূমির পার্শ্বস্থিত বালুকাময় প্রান্তরে দাড়িম্বতরুর উদ্যান দৃষ্ট হয়। প্রেমও কি ভাবে কোথায় উৎপন্ন হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। কোন কবি বলেন, বাসন্তী পূর্ণিমার রজতধবল চন্দ্রমায়, বিকশিত সুগন্ধময় কুসুমোদ্যানে মলয়মারুত সেবন করিতে করিতে রূপবান্ যুবকের সহিত রূপবতী যুবতীর সন্দর্শনে প্রেমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কোন কবি বলেন, যুবক বা যুবতী বন্দিগৃহে বা শত্রুশিবিরে আহত বন্দী-অবস্থায় আছেন, যুবক বা যুবতী দয়া করিয়া তাহার সেবায় রত হইয়াছেন। সেই বিপন্ন যুবক বা যুবতীর নিঃসহায় অবস্থা ও ক্লিষ্ট মলিন মুখ সন্দর্শনে প্রণয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে কোন কবি বলেন, যুবতী কোন যুবকের অসাধারণ গুণ শুনিয়া তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, অকস্মাৎ উভয়ের মিলনে প্রেমনদী প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইয়া পড়িল। গুণজ মোহ হইতে প্রেমসঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু গুণজ মোহমাত্রই প্রেম নহে। গুণজমোহে কেহ কাহার দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সে মোহ দূর হইলেই প্রেমের উচ্ছ্বাস মরিয়া যায়। প্রেম গুণজ মোহ অপেক্ষা গাঢ় ও স্থায়ী দ্রব্য, গুণজ মোহ ক্ষণস্থায়ী, প্রেম দীর্ঘকালস্থায়ী। প্রেম অবস্থার দিকে দৃষ্টি করে না, বিপদের আশঙ্কা রাখে না, শত্রুমিত্র বিচার করে না। প্রেমের গতি দুর্দ্দমনীয় —প্রেমের বেগ অনিবার্য্য।

অদ্য রণক্ষেত্র হইতে পুত্রসহ রামশঙ্কর পলায়ন করিলেন বটে, কিন্তু রামশঙ্করের পুত্র উমাশঙ্কর নরনারায়ণের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিলেন। জয়ন্তী নরনারায়ণের যথাসর্ব্বস্ব—জয়ন্তী অনিমেষ লোচনে যুদ্ধ দর্শন করিতেছিল। জয়ন্তী একটি সুন্দর অশ্বারোহীকে দেখিল। পরিচয়ে জানিল, সেই যুবক রামশঙ্করের একমাত্র পুত্র উমাশঙ্কর। জয়ন্তী দেখিল, যুবক সুশ্রী। জয়ন্তী দেখিল, যুবক সুন্দর অশ্বারোহী। জয়ন্তী দেখিল, যুবক প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন ও কৌশলী যোদ্ধা। জয়ন্তী দেখিল, যুবক এক শ্বেত-পতাকা সঞ্চালন করিল ও তাহাতে যে কীলকব্যূহ অঙ্কিত ছিল, তাহা মুহূর্ত্তমধ্যে রচনা করিল। জয়ন্তী দেখিল, সেই তরুণ অশ্বারোহী উন্মুক্ত অসি-করে সেই কীলকের মুখে দণ্ডায়মান হইল। জয়ন্তী দেখিল, সেই যুবক চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া সসৈন্য বাহির হইয়া পড়িল। বালিকা জয়ন্তীর আর বিচারশক্তি রহিল না। সে ভাবিল না, উমাশঙ্কর পিতার দৃঢ়ব্যূহ কাটিয়া ফেলিল; সে ভাবিল না যে, পিতার চিন্তান্বিত কৌশল ব্যর্থ করিল; সে ভাবিল না, উমাশঙ্কর পরমগুরু পিতাকে পরাজয় করিল; সে ভাবিল না, তাহার পিতার অনভিমতে সে কি কাজ করিয়া ফেলিল। জয়ন্তী মনে মনে পিতার পরমশত্রু রামশঙ্করের পুত্র উমাশঙ্করের গলদেশে বরমাল্য দান করিয়া ফেলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

— * —

সন্ধি।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ মধ্যরাত্র হইতে আবার আকাশে মেঘের সঞ্চার হইল। রজনীশেষে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তিন দিন নিয়ত বৃষ্টিপাত হইল। মাঠ জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বেগবতী ও চিত্রা নদীর জল বাড়িয়া উঠিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল দিয়া ঐ দুই নদীর জলপ্রবাহ প্রবাহিত হইল। রাজা রামশঙ্কর রাজা নরনারায়ণ রায় অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, অধিকতর বিচক্ষণ। তিনি দেখিলেন, সৈন্য-শিবিরে নানা প্রকার পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইল। বর্ষাকালে শিবিরে অবস্থিতিও কঠিন হইয়া উঠিল। মাঠ-সকল জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল, এখন আর যুদ্ধ করিবার সময় নহে। এ কাল পর্য্যন্ত যে সকল যুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে রামশঙ্কর জয়ী হইয়াছেন। শেষ যুদ্ধে যদিও রামশঙ্করকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে হইয়াছে, তথাপি তাঁহার পক্ষে অপমানজনক হয় নাই। তিনি যেরূপ সুকৌশলে সম্পাদিত চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া নিরাপদে শিবিরে গমন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার রণকৌশল ও বীরত্বই প্রকাশ পাইয়াছে।

যুবক উমাশঙ্কর এখন সন্ধি করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার ইচ্ছা, রাজা নরনারায়ণকে রামনগর হইতেও উত্তরদিকে সরাইয়া লইয়া যান। এক দিন অপরাহ্নে রামশঙ্কর নিজ শিবিরে পাদচারণ করিতে করিতে সঙ্কল্প করিলেন, এক্ষণে সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ। তিনি পুত্র উমাশঙ্করকে নিকটে ডাকাইলেন এবং বলিলেন —"দেখ বাপু! যুদ্ধের উদ্দেশ্য—লাভ করা, লোকসান দেওয়া আমাদের অভিমত নহে। আমি বিশ হাজার প্রজা লয়ে এই যুদ্ধে এসেছি। ইহার পাঁচ শত লোক যদি যুদ্ধক্ষেত্রে রেখে যেতে হয়, তবে আমাদের দুঃখের সীমা থাকিবে না।"

উমাশঙ্কর উত্তর করিলেন, "বাবা! যে নীচাশয় দস্যু আমাদের অনুপস্থিতিকালে আমাদের রাজ্যে প্রবেশ ক'রে আমাদের রাজ্য অনেকটা জয় ক'রে নিয়েছে, তাহার শাস্তি হ'ল কৈ? আমাদের সকল গ্রামই বা উদ্ধার হ'ল কৈ?"

রাম। আমরাও ভাল কাজ করি নাই। আমরাও অকস্মাৎ নরনারায়ণের সেনাপতি দিলীপকে আক্রমণ করেছি। আমাদের সকল গ্রামই ত উদ্ধার হয়েছে এবং নরনারায়ণ যেরূপ চতুর সুকৌশলী যোদ্ধা, তাহাতে এখন কি আমরা জয়ের আশা ক'রতে পারি?

উমা। উভয় শিবিরে পীড়া সমানভাবে প্রাদুর্ভূত। সৈন্য মরিলে উভয় শিবিরে সমানসংখ্যক সৈন্য মরিবে। বর্ষার জন্য অসুবিধা দুই দিকেই সমান। আমি সম্পূর্ণ জয়ের আশা করি। আমার বড় ইচ্ছা আছে, এক দিন সম্মুখ-সমরে নরনারায়ণকে শিক্ষা দিব।

রাম। তুমি এখনও বালক। নরনারায়ণ দুর্ব্বল হস্তে অসি ধরে না। যুদ্ধে সৈন্যের মৃত্যু অনিবার্য্য এবং তার জন্য পাপ হয় না, ইহা শাস্ত্রের বিধান। আমার বুদ্ধির দোষে বাসের অসুবিধায় জলে ভিজিয়া আহারের ক্লেশে সৈন্য মরিলে আমি ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইব। আমাপেক্ষা বিপক্ষের বাসের সুবিধা আছে। মহারাজপুরে বিপক্ষের বৃহৎ বাড়ী আছে। আমার সৈন্যগণ শিবিরে যেমন জলে ভিজে, তাঁহার সৈন্যগণ তেমন জলে ভিজে না। যেরূপ শুনতে পাচ্ছি, তাহাতে তার শিবিরে পীড়া খুব কম।

এইবার উমাশঙ্করের পরাজয় হইল। পিতা-পুত্র উভয়েই সমান ধর্ম্মভীরু। সৈন্যদল উভয়েরই নিকট তুল্য প্রিয়। উমাশঙ্কর বলিলেন, "বাবা! আমি কিছু বুঝি না। আপনি যা ভাল বুঝেন, তাই করুন। আপনি যাহা আজ্ঞা করবেন, তাই করব।"

রাম। বেশ বাবা! বড় সুখী হলেম। সন্ধি করতে আর কালবিলম্ব করা যায় না। তুমি, ভট্ট-মহাশয় ও আর ছয় জন প্রধান সৈনিক সন্ধির সাদা নিশান হাতে ক'রে, সাদা ঘোড়ায় চ'ড়ে নরনারায়ণের শিবিরে যাও। আমার জমীদারীর যে অংশ নরনারায়ণ আমার অনুপস্থিতিতে জয় করিয়া লইয়াছিলেন, তার প্রায়ই আমি উদ্ধার করেছি। কেবল ছয়খানি গ্রাম নরনারায়ণের দখলে আছে। যুদ্ধের ব্যয় যার যার, তার তার। সেই ছয়খানি গ্রাম নরনারায়ণেরই দখলে থাকবে। তাহাতে যদি নরনারায়ণ সন্ধি করেন, তবে আমরা সন্ধি করতে প্রস্তুত আছি। সন্ধির মোটামুটি সর্ত্ত এই। যদি কোন নূতন কথা উঠে, তা তোমরা বিবেচনাপূর্ব্বক স্থির করবে।

উমা। যে আজ্ঞা। কখন্ নরনারায়ণের শিবিরে যেতে হবে?

রাম। কল্য গুরুবার, কল্য উষাই যাত্রার উৎকৃষ্ট সময়। সেই সময়েই তোমরা যাত্রা করিবে।

পরদিনের উষা আসিল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। মেঘ গর্জ্জন করিতেছে। হুড়্ হুড়্ করিয়া বায়ু বহিতেছে। আটটি বীরপুরুষ আটটি শ্বেত পতাকা হস্তে করিয়া আঁকা-বাঁকা পথ দিয়া বৃষ্টির জল অতিক্রম করিয়া রাজা নরনারায়ণের শিবিরাভিমুখে ধাবিত হইতেছেন। রাজা নরনারায়ণ আজ শিবিরে নাই। অপরাহ্নে রাজকন্যা জয়ন্তীর অনুরোধে রাজা নরনারায়ণ তাঁহার মহারাজপুরের প্রাসাদে গমন করিয়াছেন। নরনারায়ণের শিবিরে অল্প অল্প পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পীড়িত সৈনিকগণ মহারাজপুরের প্রাসাদে প্রেরিত হইয়াছে। অভিজ্ঞ কবিরাজ দয়ানন্দ কবিকঙ্কণ ও তাঁহার ছাত্রগণের চিকিৎসায় পীড়িত সৈনিকগণ অল্পদিনেই রোগমুক্ত হইতেছে।

রাজা নরনারায়ণ কল্য মহারাজপুরের প্রাসাদে উপনীত হইয়াছেন বটে, কিন্তু রাজপুরললনাগণের সহিত তাঁহার কোন কথা হয় নাই। অদ্য প্রাতে রাজা নরনারায়ণ তাঁহার সুরম্য বৈঠকখানা-গৃহে উপবেশন করিয়াছেন। তাঁহার সেই গৃহ নানা চিত্রপট ও বিবিধ মূল্যবান্ বসনে সজ্জিত। কোন পুরুষ কর্ম্মচারী সে ভবনে উপস্থিত নাই। রাজকুলকামিনীগণ আদিষ্ট হইয়া সেই গৃহে আগমন করিয়াছেন। রাজা নরনারায়ণ জয়ন্তীকে কহিলেন, "মা! তুমি কি বিশেষ কথার জন্য আমাকে এখানে এনেছ বল শুনি।" জয়ন্তী উত্তর করিলেন, "বাবা! আমি বলব না, মা বলবেন।"

রাণী কাত্যায়নী উত্তর করিলেন, "আমি বলব কি, খোকাই বলুক।"

যোড়শী কহিল, "আমি কি অত কথা বলতে পারি, মা-ই বলুন।"

রাজার দূরসম্পর্কে এক ভ্রাতৃবধূ ছিলেন। রাণী তাঁহাকে বলিলেন, "দিদি! তুমি বল।"

রাজার ভ্রাতৃবধূ কহিলেন, "আমি কি অত কথা বলতে পারি? সন্ধি, বিগ্রহ, পীড়া, ধনক্ষয়, রোগী, রোগীর যন্ত্রণা, এ সব কথা আমি গুছিয়ে বলতে পারব না। সুখদা, জয়মণি, সারদা ওরা অনেক কথা বলতে পারে, ওরাই বলুক।"

রাণীর সখা সুখদা বলিলেন, "বড়মা আমাদের হু দে ঠিক করেছেন—আমরা সব কর্ত্তে পারি। আমরা কি রাজকার্য্যের কথা বলতে পারি?"

রাজা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এত ভাব দেওয়া-দিয়ি কেন? এক জনে বল না।"

জয়ন্তী। মা বল।

রাণী কাত্যায়নী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"দেখ রাজা, তোমার রাজ্য কম নয়। শুনেছি, তোমার রাজ্যের চারিপাশ ঘুরে আসতে তের দিন লাগে। তোমার ছেলে নাই যে, রাজ্য ভোগ করবে। একটা মেয়ে, তার আজও বে হ'ল না। তুমি ত পাত্রই পাও না। জানি না, ঈশ্বর মেয়ের ভাগ্যে কি লিখেছেন! যদি একটা হবা-গবা ছেলের হাতে মেয়েটা পড়ে, তবে তোমার অভাবে এই সোনার রাজ্য ছারেখারে যাবে। অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে, মাঠে-ঘাটে জল বেধে গিয়েছে, তাহাতে সেনাদের জ্বর হচ্ছে। এই বাটীতে যারা জ্বর হয়ে এসেছে, তাদের মা-রে বাবা-রে চীৎকারে টেঁকা দায়। দয়ানন্দ কবিরাজ ও তাঁহার চারি জন ছাত্র দিবারাত্র ঔষধ দিয়েও কিছু করতে পারেন না। ও দিকে রাজধানীর কি হ'ল, তা বলা যায় না। কৃষ্ণবল্লভের আজকাল রকম-সকম ভাল নয়। শঙ্কর রায় ও তাঁর ছেলে তীর্থে গেলে যেন ডাকাতের মত প'ড়ে তাঁর রাজ্যের খানিকটা জয় ক'রে নিয়েছ। এই যুদ্ধে মারামারি কাটাকাটি আমার এখন একটুও ভাল লাগে না। বয়স আর এখন কম নাই। তুমি ত আমার বড় বৈ ছোট নও। এখন ভগবানের নাম করার দিন। যেরূপ বৃষ্টি, তাতে যুদ্ধ করাও চলে না। আমি বলি, চল, সন্ধি ক'রে বাড়ী যাই। শঙ্করের রাজ্য শঙ্করের থাক্। তোমার রাজ্য তোমার থাক।"

নরনারায়ণ। সন্ধি কর্ত্তে আমার অমত নাই। সত্য, আমি এবার শঙ্কর রায় তীর্থে গেলে তাঁর রাজ্যের কিয়দংশ জয় ক'রে নিয়েছি। তোমার কি মনে নাই, শঙ্কর আমার প্রতি কত অন্যায় অত্যাচার করেছে?

যৎকালে রাজা ও রাজপুরমহিলাগণের কথোপকথন হইতেছিল, তৎকালে উমাশঙ্করপ্রমুখ আটটি বীরপুরুষ শিবির হইতে দিলীপসিংহকে সঙ্গে করিয়া মহারাজপুরের প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, রাজার নিকট সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে। বাদীদল অন্তঃপুরে যাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন, যোদ্ধৃগণ রাজার নিকট আসিবার আদেশ পাইয়াছেন। রাজপুরললনাগণ অন্তঃপুরে চলিয়া গিয়াছেন। ভ্রমক্রমে রাজমহিষী রাজকন্যার একগাছা মূল্যবান্ মালা বৈঠকখানায় ফেলিয়া গিয়াছেন। রাণী সেই মালাগাছটি গাঁথিতে গাঁথিতে রাজসকাশে আসিয়াছিলেন। মাতার আদেশে জয়ন্তী যখন পিতার নিকট হইতে মালা লইয়া কক্ষান্তরে গমন করেন, উমাশঙ্করপ্রমুখ যোদ্ধৃগণ তখন রাজসকাশে প্রবেশ করিলেন। উমাশঙ্কর জয়ন্তীকে ও জয়ন্তী উমাশঙ্করকে দেখিলেন।

উমাশঙ্কর কি দেখিলেন? উমাশঙ্কর দেখিলেন, একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া সর্ব্বাভরণভূষিতা তন্বঙ্গী বালিকা। বালিকার দীর্ঘ কেশপাশ জানু চুম্বন করিতেছে। বিশাল নয়নযুগল হইতে সরলতা ও পবিত্রতার তেজোরাশি বিকীর্ণ হইতেছে। বালিকারূপে স্থিরা সৌদামিনী; বালিকার সর্ব্বশরীর ও সর্ব্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনুপমেয়। রাজপুত্র উমাশঙ্কর কত বালিকা দেখিয়াছেন, কত যুবতী দেখিয়াছেন, কিন্তু এরূপ রূপের খনি কখন দেখেন নাই। কত ছবি দেখিয়াছেন, এমন জীবিত মূর্ত্তি কখন দেখেন নাই। কত চিত্রপট দেখিয়াছেন, এমন গতিশীল নারীমূর্ত্তি কখন দেখেন নাই। তিনি অনেক গতি দেখিয়াছেন, এমন সুন্দর গতি কখন দেখেন নাই। আজ উমাশঙ্কর ভাবিলেন, দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কুম্ভকারগণ যে সকল দেবী মূর্ত্তি গড়িয়া থাকে, তাহারা এই বালিকাকে দেখিলে তাহাদের দেবীমূর্ত্তির উন্নতিসাধন করিতে পারিত। তিনি ভাবিলেন, দেশের চিত্রকরগণ যে উর্ব্বশী, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি বিদ্যাধরী, দেবী ও পরীর মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়া থাকে, তাহারা বালিকাকে দেখিলে তাহাদের চিত্রবিদ্যার উৎকর্ষসাধন করিতে পারিত। উমাশঙ্কর আরও ভাবিলেন, এ দেবীমূর্ত্তি না নারীমূর্ত্তি? আমি কি ভাগ্যবলে রাজা নরনারায়ণের চঞ্চলা ভাগ্যলক্ষ্মী দেখিলাম? তিনি ভাবিলেন, ইনি চঞ্চলা ভাগ্যলক্ষ্মী নহেন, ইনি স্থিরা ভাগ্যলক্ষ্মী। তিনি ভাবিলেন, স্থিরা ভাগ্যলক্ষ্মী এই রাজার গৃহে আছেন বলিয়াই পিতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সন্ধি করিতেছেন।

তিনি ভাবিলেন, এইরূপ স্থিরা ভাগ্যলক্ষ্মী যে রাজার গৃহে বিদ্যমান, তাঁহার পরাজয় কোথায়? তিনি ভাবিলেন, আমি মানবী দেখি নাই, রাজার স্থিরা রাজলক্ষ্মী দেখিয়াছি। তিনি আমার সন্ধি-বাসনা প্রবল করিবার জন্য আমাকে দেখা দিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, আমি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া মায়া-মূর্ত্তি দেখিয়াছি, মানবমূর্ত্তি দেখি নাই। দেব-লোকে বা নরলোকে এরূপ অনিন্দনীয় সুন্দরী জন্মে না। মায়াময়ী রাজলক্ষ্মী মায়াপ্রভাবে অপূর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার ক্ষুদ্র মতিকে চঞ্চল করিয়া তুলিলেন।

উমাশঙ্কর নিজের মনে ভাবিতে থাকিলেন। গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। তিনি রাজা রামশঙ্কর কথিত সন্ধির চুক্তিগুলি বলিলেন। উমাশঙ্কর শত্রুপুত্র হইলেও তাহার প্রতি রাজা নরনারায়ণের কেমন স্নেহ জন্মিল। সন্ধির প্রস্তাবে নরনারায়ণ সম্মত হইলেন। তিনি সন্ধির চুক্তি বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন করিলেন না। তিনি রামশঙ্করের রাজ্য হইতেই ছয়খানি গ্রাম লইয়া সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। তিনি নূতন চুক্তির মধ্যে এই বলিলেন, উভয় রাজ্যের সীমানায় একটি সুগভীর খাল কর্ত্তন করিতে হইবে। তিনি আরও বলিলেন, সন্ধির চিহ্নস্বরূপ রামশঙ্করের পুত্র উমাশঙ্করের একখানি চিত্রপট তাঁহাকে দিতে হইবে এবং তাঁহার কন্যা ও পালিত-কন্যার দুইখানি চিত্রপট রামশঙ্করকে দিবেন। সেই দিন রাত্রেই দুইখানি সন্ধিপত্র লিখিত, পঠিত ও স্বাক্ষরিত হইল। পরদিন প্রাতে উভয় রাজা সৈন্যশিবির ভঙ্গ করিয়া স্ব স্ব দুর্গে গমন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নারায়ণপুরে।

রাজা নরনারায়ণ রায় রামশঙ্করের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া, অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য দিলীপ সিংহের অধীনে রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য সহ নারায়ণপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জয়োল্লাসে প্রথম দিন কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় দিন যুদ্ধের কথায় অতীত হইল। উভয় দলের বীরগণের বীরত্ব ও রণকৌশলের সমালোচনা হইল। সকলেই কুমার উমাশঙ্কর রায়, সেনাপতি গোবিন্দ ভট্ট, সেনানায়ক প্রভৃতির প্রশংসা করিলেন। কুমার উমাশঙ্করের বহু প্রশংসা হইল। কুমার রূপবান্, বিনয়ী, সুবক্তা ও মিষ্টভাষী। তৃতীয় দিনে রাজা নরনারায়ণ রাজধানীর সংবাদ শুনিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি শুনিলেন, ধনাগার-পুষ্করিণীর প্রাচীরে সিঁদ হইয়াছিল, পুষ্করিণীর জল ঘোলা হইয়াছিল, পুষ্করিণী হইতে প্রাচীরের সিঁদের স্থান পর্য্যন্ত একটি মুদ্রাধার উঠাইয়া লইয়া যাইবার চিহ্ন পর্য্যন্ত লক্ষিত হইয়াছিল। অন্তঃপুর ও ধনাগার-পুষ্করিণীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাজার পালিত-পুত্র কৃষ্ণবল্লভের উপর অর্পিত ছিল। রাজা ধনাগার পুষ্করিণীর কথা গম্ভীরভাবে শ্রবণ করিলেন।

সেই তৃতীয় দিন রাত্রেই রাজা সেই ধনাগার-পুষ্করিণীর সন্ধান লইলেন। তিনি এই দিন প্রাতে রাজসভায় সমাসীন হইয়া প্রকাশ করিলেন যে, যুদ্ধযাত্রাকালে ধনাগার-পুষ্করিণী হইতে নব লৌহাধারে রক্ষিত দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা অপহৃত হইয়াছে।

অধুনা সুশিক্ষিত ইংরাজ রাজ্যে যেরূপ ডিটেক্টিভ পুলিশের বন্দোবস্ত আছে, প্রাচীনকালে সেরূপ ডিটেক্টিভ পুলিশ ছিল না বটে, কিন্তু প্রত্যেক রাজধানীতে দুই তিনটি করিয়া ডিটেক্টিভের গুণসম্পন্ন লোক থাকিত। ইংলণ্ডের রাজকার্য্য পার্লামেণ্ট সভার মত লইয়া পরিচালিত হয়। প্রাচীন কালে বঙ্গদেশের রাজগণের পার্লামেণ্ট ছিল না বটে, কিন্তু একটি করিয়া মন্ত্রিসভা ছিল। বিলাতের কমন্স সভার ন্যায় সাধারণ প্রজার মাতব্বরগণের মত লইয়া রাজকার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। মন্ত্রিসভায় দেশের প্রধান প্রধান লোক স্থান লাভ করিতেন। ইংলণ্ডের রাজসভায় পোয়েট লরিয়েট আছেন, বঙ্গীয় ক্ষুদ্র রাজগণের দুই চারি জন রাজকবি থাকিতেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের কথা সকলেই অবগত আছেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, রসসাগর ও রামপ্রসাদ সেনের নাম বাঙ্গালীমাত্রেই শ্রুত আছেন, বঙ্গের প্রত্যেক রাজসভা সর্ব্বপ্রকার গুণী, জ্ঞানী লোকের আশ্রয় ছিল। দুই জন বিচক্ষণ লোকের উপর এই চুরির সন্ধানের ভার অর্পিত হইল।

কৃষ্ণবল্লভ রাজার নিকট অনেক অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। তিনি অভিযোগ করিলেন, কতিপয় সৈন্য তাঁহাকে উপহাস করিয়াছে, তাঁহার বহু সৈন্য তাঁহার আজ্ঞা পালন করে নাই। মকরন্দ ঘোষ ও পুণ্ডরীকাক্ষ সর্দ্দার বোধ হয় সৈন্যগণকে এইরূপ প্রশ্রয় দিয়াছিলেন।"

রাজা নরনারায়ণ স্থিরচিত্তে কৃষ্ণবল্লভের অভিযোগগুলি শুনিলেন। তিনি কৃষ্ণবল্লভের অভিযোগের কোন বিচার করিলেন না। তিনি কৃষ্ণবল্লভকে বলিলেন, "বাবা কৃষ্ণবল্লভ! বলপ্রয়োগে সম্মান

আদায় করা যায় না। ভালবাসা-লাভ গুণের দ্বারা হয়, শাসনের দ্বারা হয় না। লোকে ক্ষমতা দেখিয়া আজ্ঞাপালন করে না। অক্ষমের আজ্ঞা কেহই পালন করে না। তুমি নির্গুণ, গুণবান্ হও, সকলেই তোমার চরণে শঙ্কিত হইবে। তুমি নির্গুণ হও, তোমাকে সকলের চরণ শিরে ধারণ করিতে হইবে। গুণ মানব-হৃদয়ের ঐশ্বরিক বল, ভক্তি শ্রদ্ধা অধীনতা আনুগত্য সেইরূপ পূজার উপকরণ। হীরক স্বর্ণের ভূষণ, মানব হৃদয়ের ভূষণও বটে, কিন্তু মানব-চরিত্রের অলঙ্কার নহে। চরিত্রের ভূষণ সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরতা নিরপেক্ষপাতিতা, বিনয়, নম্রতা, শিষ্টাচার প্রভৃতি। রাজ্যের বল সেনাগণকে সংক্ষুব্ধ করিতে নাই। যাহারা আমার কাজে জীবন দিতে এসেছে, তাদের প্রতি আমার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সকল সৈনিক চরিত্রবান্ ও শিক্ষিত নহে, কিন্তু সকলেই সদ্গুণের দাস। অনেক সময়ে প্রহার খাইয়া প্রহার গোপন করিতে হয়। তুমি সেনাপতি, তুমি সৈন্যগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত, বিদ্রূপিত, অবজ্ঞাত হয়েছ ব'লে সৈন্যদিগকে শাস্তি দিলে, সৈন্যদলে তোমার পদ একেবারে নষ্ট হইবে। তাহারা তোমাকে অধিক উপেক্ষা, অধিক বিদ্রূপ করিবে এবং তোমার কথা তাহারা আদৌ গ্রাহ্য করিবে না। অন্য সেনাপতিগণ তোমাকে বিদ্রূপ করবেন, ঘৃণার চক্ষে দেখবেন।"

রাজার এই সারগর্ভ উপদেশ কৃষ্ণবল্লভ বুঝিলেন না। তিনি নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার প্রতি রাজার ভালবাসা ও আদর হ্রাস হইয়া আসিতেছে। তিনি মনে মনে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার কত উচ্চ আশা মরীচিকাবৎ বোধ হইতে লাগিল।

রাজধানীর চুরির সন্ধানের ভার জনার্দ্দন মিশ্র ও পূর্ণানন্দ ঘটকের প্রতি অর্পিত হইয়াছে। রাজধানীর প্রধান জ্যোতিষী প্রেমনারায়ণ জ্যোতিষকল্পদ্রুম। মিশ্র ও ঘটক বুদ্ধিবলে চুরির সন্ধান যাহা করিবেন, তাহার অভিসন্ধি তাঁহারা স্থির করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রকাশ্যে বলিলেন, "কল্পদ্রুম মহাশয়, আপনি ত এক জন বড় জ্যোতির্ব্বিদ। আপনি ত তিন হাজার সাত শত বাইশটি চোরের নাম ব'লে দিয়েছেন, চোরাধন রক্ষার স্থান ব'লে দিয়েছেন। কাল রাজধানীর চোরের নাম ব'লে দিতে হবে।" প্রেমনারায়ণ জ্যোতিষকল্পদ্রুম উৎফুল্লচিত্তে উত্তর করিলেন, "এ চোরের নাম বলা কিছুই কঠিন হবে না। অন্যদিনের চুরি—রাজ-অন্তঃপুরে চুরি। কাল সকালে আমি তিনটি নীলপদ্ম, ৭০ রক্তজবা, সাতটি কাল অপরাজিতা ও বারশটি রক্ত-করবী চাই। সে দিন গুণ্‌তে গুণ্‌তে বেলা হয়ে গেল। এ পর্য্যন্ত ঠিক হ'ল যে, নামগুলি কবর্গ, তবর্গ ও পবর্গের মধ্যে পড়েছে।

জনার্দ্দন। হাঁ হাঁ, আপনি অনায়াসে বলতে পারবেন। আপনার মত গণক বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, আসাম, মিথিলা, এমন কি, কাশীতে নাই।

পূর্ণানন্দ। আপনি অদ্বিতীয় লোক। আপনার জ্যোতিষজ্ঞান অসীম থাকায় সে দিন আপনি যে ভয়ঙ্কর ডাকাতের নাম বললেন, তা আমি শুনে অবাক্।

প্রেমনারায়ণ। তবে কি জানেন ঘটক মহাশয়, মিশ্র মহাশয়, আমরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত লোক। পরের খেয়ে মানুষ—বয়সও হয়েছে। কার নাম ক'রে বিরাগভাজন হব?

জনার্দ্দন। তা কল্পদ্রুম মহাশয়! কি করবেন? এ রাজবাড়ীর চুরি, নাম করতেই হবে।

প্রেম। এ যেমন রাজবাড়ীর চুরি, তেমনি বড় চোর। এ ত দুই এক জনের চুরি নয়। নাম বলা ত কঠিন নয়, ভয়টাই বড়।

পরিশেষে রাজা বলিলেন, "আপনি নির্ভয়ে চোরের নাম বলবেন। এ চোরের এক জনকেও আমি জীবিত রাখব না। এ চোরদিগকে মাজা পর্য্যন্ত পুঁতে শেয়াল-কুকুর দিয়ে খাওয়াব। হিন্দু-রাজা যাহা কখন করেন নাই—কোন রাজধানীতে যাহা কখনও হয় নাই—আমি এমন কঠিন শাস্তি দিব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গণক-গৃহে।

প্রেমনারায়ণ কল্পদ্রুম মহাশয় বড় দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছেন। এত কাল নিরাপদে জন্মপত্রিকা লিখিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন। নানা দূর দেশ হইতে আগত লোকদিগের নানাবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিতেছিলেন। বহু অর্থবোধক উত্তরে সকলেই সন্তুষ্ট হইতেছিল। এবার রাজবাড়ীর চুরি—চোরের নাম বলিতে হইবে, অপহৃত ধনরক্ষার স্থান দেখাইয়া দিতে হইবে। এবার বিষম বিপদ—ঘোর সঙ্কট!

প্রেমনারায়ণ রাজ-সভায় যতই আস্ফালন করুন, তাঁহার বিদ্যায় সত্য সত্য চোরের নাম বলা

কুলাইতেছে না। তিনি গৃহে আসিয়া রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত জ্যোতিষের পুথি সকল অনুসন্ধান করিতেছেন। প্রশ্নগণনার নানা নিয়ম দেখিতেছেন। যদি বা নিয়ম পান, সে নিয়মেও গণনার ভ্রম হওয়া সম্ভব। নানা চিন্তায় কল্পদ্রুম ব্যাকুল হইতেছেন। রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতি সুন্দরী সন্তানের সুষুপ্তি হেতু বিশ্রামের অবসর পাইয়া কুসুম-গন্ধময় মলয়-মারুত সেবন করিতেছেন এবং ঝিল্লীরবে গুন গুন করিয়া গান করিতেছেন।

কল্পদ্রুমের সহধর্ম্মিণী প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন সম্মুখে করিয়া কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিলেন, কিছুকাল নিদ্রা-তন্দ্রার সেবা করিলেন ও পরিশেষে কিছুকাল গাঢ় নিদ্রা-সুখোপভোগ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী জাগরূক হইয়া দেখিলেন, প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ—অন্ন-ব্যঞ্জন শীতল এবং রজনী গম্ভীরা। তিনি বুঝিলেন, রজনী অধিক হইয়াছে। তিনি প্রদীপে তৈল দানপূর্ব্বক প্রদীপকে প্রজ্বালিত করিয়া রাখিলেন। তিনি ধীরে ধীরে পতির প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন তাঁহার স্বামী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন, চিন্তায় তাঁহার স্বামীর ললাটদেশ কুঞ্চিত হইতেছে। তিনি দেখিলেন, হৃদয়ের আবেগে তাঁহার পতির আঁখিযুগল তেজোহীন হইয়াছে। তিনি দেখিলেন, গভীর চিন্তায় তাঁহার হৃদয়েশ্বর বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, রজনীর আতিশয্য হেতু স্বামীকে তিরস্কার করিবেন, কিন্তু স্বামীর অবস্থা দর্শনে তিনি তিরস্কারের পরিবর্ত্তে মিষ্টবচনে বলিতে লাগিলেন, "আজ তুমি এত চিন্তা-ব্যাকুল কেন? ভ্রূ কুঞ্চিত করছ, চোখ যেন গর্ত্তে পড়েছে, বাহ্যজ্ঞান একেবারে নাই, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ছ, বল দেখি, ব্যাপারটা কি?"

কল্পদ্রুম উত্তর করিলেন—"জনার্দ্দন মিশ্র ও ঘটক মহাশয় রাজ-বাটীর চুরি আবিষ্কারের ভার পেয়েছেন, তাঁহারা চোরের নাম আমাকে বলিতে কহিয়াছেন। চোরাধনরক্ষার স্থান দেখাইতে বলিয়াছেন।"

ব্রাহ্মণী। তুমি কি ব'লে এসেছ?

ক। আমি কয়েকটি নীলপদ্ম, রক্তজবা প্রভৃতি ফুল চেয়েছি। নীলপদ্ম সংগ্রহ করিতে একটু সময় লাগিবে। আমি সেই সময়টুকু পাব।

ব্রাহ্মণী। সময় যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন আর গণনা ক'রে বলতে ভয় কি? রাজবাড়ীর চুরি, কৃষ্ণবল্লভ অন্তঃপুর-রক্ষার কালে চুরি, চোর কে, সাধারণ লোকে একরূপ স্থির ক'রে নিয়েছে।

ক। কা'কে চোর ঠিক করেছে?"

ব্রা। চোর কৃষ্ণবল্লভ ও তার কয়েক জন সঙ্গী, তাতে আর ভুল নাই।

ক। কৃষ্ণবল্লভ রাজার এত প্রিয়পাত্র, সেই রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী, সে চুরি করবে কেন?

ব্রা। আঃ আমার পোড়াকপাল! তুমি বুঝি সকল কথা শোন নি? কৃষ্ণবল্লভের আর সে আশা নাই—রাজকন্যা জয়ন্তী ও কৃষ্ণবল্লভে তুমুল ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। সে ঝগড়ার কথা রাজা শুনেছেন। অনেকে বলে, সেই ঝগড়ার জন্যই কৃষ্ণবল্লভ চাঁদপুরের যুদ্ধে তত যত্ন করেন নাই।

ক। সে অর্থ কৃষ্ণবল্লভ কোথায় রাখল?

ব্রা। সে অর্থ রাজদুর্গের বাহিরে যায় নি। দুর্গের চারিদিকে ঘোষ মহাশয় যেরূপ পাহারার বন্দোবস্ত করেছিলেন, তাহাতে সে অর্থ কিছুতেই কৃষ্ণবল্লভ বাহিরে নিতে পারে নাই। এখন খেতে এস, খেতে খেতে সব কথা হবে। আমি তোমার সাহায্য করব। আমি তিন দিন রাজবাটী গেলে সব কথা জেনে আসতে পারব। রাজবাটী একেবারে স্ত্রীলোকশূন্য হয়েছিল না? সকলেই ভয়ে ভয়ে রাজবাটীতে বাস করত। চুরির কিছু না কিছু সন্ধান মেয়ে-মহলে পাওয়া যাবেই যাবে।

জ্যোতিষ-কল্পদ্রুম মহাশয় অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া আহার করিতে বসিলেন। তাঁহার বুদ্ধিমতী গর্ব্বিতা সহধর্ম্মিণী সবিস্তারে নানাপ্রকারে রূপান্তরিতভাবে কৃষ্ণবল্লভ ও জয়ন্তীর কলহ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণী কহিলেন—"আঃ আমার পোড়াকপাল! রাজবাড়ীতে সর্ব্বদা যাতায়াত কর, সকল সময় রাজসভায় থাক, আজও কৃষ্ণবল্লভ ও জয়ন্তীর ঝগড়ার কথা শোন নি? কেষ্টার বড় অহঙ্কার, বড় গর্ব্ব, বড় দেমাক হয়েছে। কেষ্টা না কি এক দিন জয়ন্তীকে বললে—'আমি তোমায় নিশ্চয় বে করব।' জয়ন্তী নম্রভাবে উত্তর করলে,—'তা কি হয়? তুমি দাদা, তুমি গুরু।' ছোঁড়াটা বল্লে—'তা কে জানে কে শুনে, তোমার আশাতেই আছি, তুমি নিশ্চয়ই বে করবে।' ছোঁড়াটা ক্রমে ক্রমে কত কি লজ্জার কথাও বললে। জয়ন্তী রাজার মেয়ে, বড় মন, বড় ভাল স্বভাব। অবশেষে সে রাগে জ্ব'লে উঠে সর্পের মত গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে বলতে লাগল, 'তুই দূর হ, তুই দূর হ, তোর মুখ আর দেখব না, তুই আর আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করবি না। তোর বড় স্পর্দ্ধা হয়েছে—বড় বড়াই হয়েছে—তুই বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চাস্, তোর মনে নাই, তুই

সন্ন্যাসীদের চাকর ছিলি—বাবার ফুল-তোলা বামুন ছিলি। রাজকন্যা কখন চাকর বা ফুল-তোলা বামুনের সঙ্গে বে বস্‌বে না।"

এইরূপ কথা হইতে হইতে এক বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণ-কন্যা আসিয়া কল্পদ্রুমের গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ব্রাহ্মণী তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন। এই ব্রাহ্মণীর নাম কৃপাময়ী দেবী। ইনি দূর-সম্পর্কে রাণীর পিতৃস্বসা। এই প্রাচীনা ব্রাহ্মণী নানা সদ্‌গুণে বিভূষিতা, ইনি রাজমহিষীকে আপন কন্যা অপেক্ষা স্নেহ করেন। ইনি জয়ন্তী, ষোড়শী ও কৃষ্ণবল্লভকে অতিশয় ভালবাসিতেন। রাজা ও রাজমহিষী ইঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন, ইনি এ পর্য্যন্ত কখন কোন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেন নাই। কৃপাময়ী আজ বড় ভীত হইয়া কল্পদ্রুম মহাশয়ের দ্বারস্থ হইয়াছেন। তিনি শুনিয়াছেন, গণক মহাশয় তস্কর ও সহায়তাকারিগণের নাম গণিয়া বাহির করিয়াছেন ও তাঁহাদের নাম কবর্গ, তবর্গ ও পবর্গের মধ্যে পড়েছে। তাঁহার নাম প্রকাশ পাইলে বৃদ্ধবয়সে তাঁহার লজ্জা ও অপমানের বিষয় হইবে। স্নেহবশে অজ্ঞানতাবশতঃ তিনি এই চৌর্য্যে সহায়তা করিয়াছেন।

গণকের আহার হইলে তিনি তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"প্রেমনারায়ণ! তুমি না কি সকল চোরের নাম গণে ঠিক করেছ?"

প্রেমনারায়ণ সগর্ব্বে উত্তর করিলেন—"হাঁ, তা করেছি।"

কৃপা। আমার নামটা কি প্রকাশ করবে?

প্রেম। আপনি সব কথা সত্য সত্য বললে করব না।

কৃপা। বাবা! প্রতিজ্ঞা কর, আমার নাম প্রকাশ করবে না? আমি সব কথা ঠিক ঠিক বল্‌ছি।

কল্পদ্রুম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কৃপাময়ী বলিতে লাগিলেন, "আমি কেষ্টাকে আপন নাতি-ছেলের মত ভালবাসি। রাজবাড়ীর যেখানে যা আছে, সব আমি জানি। রাজা যুদ্ধে গেলে কেষ্টা আমায় এক দিন জিজ্ঞাসা করলে—'দিদিমা! খিড়কির বড় পুকুরটিকে ধনাগার-পুকুর বলে কেন?' আমি না বুঝে ব'লে ফেল্লেম, ধন থাকে ব'লে ধনাগার-পুকুর বলে। ক্রমে ক্রমে কত কি জিজ্ঞাসা করলে এবং না বুঝে আমি ব'লে ফেল্লেম। সে দিন ধনাগার-পুকুরে একটা লোহার ভাণ্ডের মধ্যে ১০০০০ মোহর রাখা হইয়াছে, তা-ও ব'লে ফেল্লেম। এই কথার দুই দিন পরে এক দিন দেখি, কেষ্টা ভিজে ভিজে ধনাগার-পুকুরের দিকে আসছে। দেখে আমার ভাল লাগল না, আমি চুপে চুপে পিছু পিছু গেলাম। আমি দেখি খগা ভুঁইমালী, গগন বেহারা, সনাতন বাগ্‌দী, দায়ে চাঁড়াল, নবীন, হলধরপ্রসন্ন কাপালী, জনা তাঁতি, বরদা ডোম ও ভুবন চুনে সেই পুকুরের প্রাচীরে সিঁদ কেটে পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। কেষ্টা নিকটে গেলে সকলে জলে নামল। অনেক ডুবোডুবির পর সেই লোহার চোঙটি উঠালে, আমার বড় ভয় হ'ল। আমি তাড়াতাড়ি দোতালার ছাদে উঠলাম। আমি তথা হইতে বিদ্যুতের আলোকে দেখলেম, কেষ্টা ও তার দলের লোকেরা সেই লোহার চোঙটাকে খিড়্‌কির পুকুরের বাহিরে অন্তঃপুরের দক্ষিণের ফুলবাগানের মধ্যে যে স্থানে কয়েকটি ফুলগাছ নূতন পোতা হয়েছে, সেই স্থানে পুতে রাখলে। আমি বাবা! চুরীর এই সাহায্য করেছি। আমি ভয়ে এ কথা কারও কাছে বলি নাই। ভেবেছি রাজা বাড়ী এলেই একটা কিনারা হবে। ধন ত বাড়ার মধ্যেই থাকলো। আমি নাম ব'লে চুরীর কথা প্রকাশ ক'রে কতকগুলা লোকের সর্ব্বনাশ করতে চাই না। কেষ্টাকে বড় ভালবাসি। তাকেও বিপদে ফেলতে চাই না। তা বাবা, তুমি যখন সব জেনেছ, তোমাকে সব বলতে হয়, তাই মুখে বল্লেম। আমার মাথা খেও না, আমার শত শত মাথার দিব্য।"

কল্পদ্রুম মহাশয় কৃপাময়ীকে খুব সাহস-ভরসা দিলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে রাজদুর্গে প্রবেশ করিলেন। প্রেমনারায়ণের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না; তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর আহ্লাদিতা হইলেন। কৃপাময়ীর গমনের পর তাঁহারা দুই জনে বহুক্ষণ হো হো করিয়া হাসিলেন। কল্পদ্রুমের সকল দুশ্চিন্তা দূর হইল। কল্পদ্রুম রজনীতে নিদ্রিত অবস্থায় কত পুরস্কারলাভের স্বপ্ন দেখিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মণী স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি নিমন্ত্রণে রাজবাড়ীতে গিয়াছেন এবং রাজমহিষী স্বয়ং তাঁহাকে বহুমূল্য বসন ও হীরকখচিত স্বর্ণাভরণে ভূষিত করিতেছেন। যে গৃহে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে দুশ্চিন্তায় ললাটকুঞ্চন ও ভ্রূভঙ্গী ছিল, সেই গৃহ এখন আনন্দের হাস্যে পূর্ণ হইল। বিধির বিধান বুঝে কে?

———

নবম পরিচ্ছেদ

নিভৃত কক্ষে।

নারায়ণপুরের দুর্গে রাজসভাগৃহে প্রাতঃকালে যথাসময়ে রাজা নরনারায়ণ রায় অমাত্য ও সভাসদ্‌গণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন। পণ্ডিতগণ, অমাত্যগণ ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিয়াছেন। বৃহৎ সভাগৃহ নানাবিধ মুল্যবান্ উপকরণে সজ্জিত। গৃহের স্থানে স্থানে মর্ম্মর প্রস্তর ও পিত্তলময় মূর্ত্তি স্থাপিত, গৃহের প্রাচীরের গাত্রে বৃহৎ বৃহৎ চিত্রপট দোলায়মান, অধিকাংশ ক্ষোদিত বা গঠিত মূর্ত্তি—বীরমূর্ত্তি। প্রাচীরের গাত্রের চিত্রপটসমূহের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ ও রাজসভার চিত্রপট। রাজার মূর্ত্তি গম্ভীর। রাজ-অন্তঃপুরের চৌর্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী জনার্দ্দন ও পূর্ণানন্দের মুখশ্রীও গম্ভীর। তাঁহারা এক দিন অনুসন্ধানের ফলে যত দূর যাহা জানিতে পারিয়াছেন এবং সেই সন্ধানফলে তাঁহাদের যেরূপ সন্দেহ জন্মিয়াছে, তাহা তাঁহারা প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন।

আজ প্রেমনারায়ণ জ্যোতিষ-কল্পদ্রুমের রাজসভায় আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে। গণকমহাশয়ের আজ বেশ-বিন্যাসে বড় আড়ম্বর। কল্পদ্রুম গরদবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, তাঁহার স্কন্ধোপরি কালীতারামহাবিদ্যা নামাঙ্কিত গরদের নামাবলি প্রলম্বিত। তাঁহার চরণে উড়িষ্যাদেশের অন্তর্গত কটকে নির্ম্মিত নূতন চটিজুতা শোভমান। তাঁহার মস্তকের দীর্ঘ শিখায় বৃহৎ বিকসিত জবাকুসুম আর তাঁহার অষ্টাঙ্গে বৃহৎ বৃহৎ মৃত্তিকার তিলক। আজ তাঁহার কান্তি প্রফুল্ল ও চক্ষুর্দ্বয় তেজঃপূর্ণ। আজ তাঁহার ললাটে চিন্তার রেখামাত্র নাই। আজ আনন্দে যেন তাঁহার হৃদয় স্ফীত। তিনি ধীরে ধীরে রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পাঁচ রকম কথার পর রাজভবনের চৌর্য্যের কথা উঠিল। রাজা জনার্দ্দন ও পূর্ণানন্দকে চৌর্য্যের সন্ধানে কৃতকার্য্য বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। মিশ্র ও ঘটক রাজপ্রশ্নের উত্তর দিয়া কল্পদ্রুম মহাশয়কে তাঁহার গণনার ফল বলিতে অনুরোধ করিলেন। কল্পদ্রুম মহাশয় অহংকারে বলিলেন,—"তোমাদের নিকট কয়েকটা ফুল চাইলাম, তাই তোমরা দিতে পারিলে না। কয়েকটা শুক ফুল ঘরে ছিল, তাহা দ্বারা কাজ ক'রে কাল মধ্যরাত্রে চুরীর ফলাফল গণনা করেছি। এ কার্য্যে অনুসন্ধানের ভার মহারাজ দুই সম্প্রদায়ের উপর না দিলেও পারতেন। জ্যোতিষ বিশ্বাস করলে আর সন্ধানের আবশ্যকতা থাকে না। আর সন্ধান শুভ ফল প্রসব করলে কষ্টসাধ্য জ্যোতিষগণনার প্রয়োজন থাকে না। ফল গণনায় যে কি ক্লেশ পেয়েছি, তা বলতে পারি না। রাজবাড়ীর চুরী, বহুকাল রাজার নিমক খেয়ে আস্‌ছি, দুই এক দিন একটু ক্লেশ না করলে হবে কেন ?"

রাজা কহিলেন, "কল্পদ্রুম মহাশয়! আপনার গণনার ফল কিরূপ, বলতে পারেন কি ?" কল্পদ্রুম উত্তর করিলেন, "আমরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, পরভাগ্যজীবী। আমরা পরের খেয়েই মানুষ, আমরা সকলকেই ভয় করি। মহারাজ হইতে রাজবাড়ীর সামান্য ঝাড়ুদারকে পর্য্যন্ত আমাদিগকে সম্মান করতে হয়। আমার গণনার ফল মহারাজকে কোন নিভৃত কক্ষে বলতে চাই।" সে কাল আর এ কালে অনেক প্রভেদ। সে কালে এক সংস্কৃত বিদ্যার বিশেষ প্রচলন ছিল, তৎকালে সর্ব্বসাধারণ লোকে শিক্ষালাভ করে নাই। তৎকালে শাস্ত্রে, জ্যোতিষবচনে ও আর্য্যগণিতে লোকের বিশ্বাস ছিল। তৎকালে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন দূরে থাকুক, আরবী ও পারসী ভাষাশিক্ষা প্রচলিত হয় নাই। তৎকালে কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়া হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিতেন। বাঙ্গালা কবিতায় অনেক অনেক হিন্দী শব্দ ব্যবহৃত হইত। তৎকালে জ্যোতির্ব্বিদগণের উপর সাধারণ লোকের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। অনেক লোকেরই জ্যোতিষিগণের কৌশলবাক্য বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না। সে কালে অন্ধ-বিশ্বাসের দিন ছিল। সে কালে ভক্তি-শ্রদ্ধার আড়ম্বর ছিল। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মনিষ্ঠা ছিল এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির ব্রাহ্মণে ভক্তি-বিশ্বাস ছিল।

রাজা নরনারায়ণ রায়, তাঁহার দুই মন্ত্রী জনার্দ্দন এবং পূর্ণানন্দ রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া নিভৃত মন্ত্রণাগৃহে গমন করিলেন। তাঁহারা সেই গৃহে গমন পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিলেন। প্রেমনারায়ণ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "গণনায় একটি গল্প বা উপাখ্যানের মত গণিত বিষয় জানা যায় না, এক একটি প্রশ্ন করিয়া বহু ক্লেশে তাহার উত্তর বাহির করিতে হয়। আমি যাহা জানিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ মধ্যরাত্রে বৃষ্টির মধ্যে এই চৌর্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। একটি ধাতুনির্ম্মিত চুঙির মধ্যে রক্ষিত দশ হাজার পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা অপহৃত হইয়াছে। অর্থ ধনাগারের উত্তরদিকে

ছিল। চৌর্য্যে কৃষ্ণবল্লভ, খগেন, গগন, তনু, দ্বারিক, নবীন, প্রসন্ন, ফেলারাম, বন্ধা ও ভুবন ছিল। অপহৃত অর্থ রাজদুর্গের বাহিরে যায় নাই। অন্তঃপুরের দক্ষিণের পুষ্পোদ্যানের নবরোপিত পুষ্পতরুর মধ্যে এক হাত মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত রহিয়াছে—এই আমার গণনার ফল। মহারাজ, পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমরা সকলকেই ভয় করি। আমার গণনার ফল যেন প্রকাশ হয় না। রাজধানীতে শত্রু হ'লে মহারাজের অনুগ্রহ পর্য্যন্ত নষ্ট হ'তে পারে।

রাজা স্থিরচিত্তে জ্যোতিষীর কথাগুলি শুনিলেন। তিনি কোন উত্তর করিলেন না, কেবল তিনি জ্যোতিষীকে কয়েকটি আশ্বাসবাক্য বলিলেন। তিনি পরে জনার্দ্দন ও পূর্ণানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের সন্ধানের ফল কি?" জনার্দ্দন উত্তর করিলেন, "মহারাজ, কল্পদ্রুম মহাশয়ের কথার পরে আমাদের সন্ধানের ফল প্রকাশ করতে বড় ভয় হচ্ছে না। আমরা সন্ধানে যত দূর জেনেছি, তাহাতেও আমাদের সন্দেহ, এ চুরীতে কৃষ্ণবল্লভ লিপ্ত আছেন। খগা, গগন, নবীন, ভুবন যে এই চুরীতে লিপ্ত, তাহাও বোধ হয়। অর্থ দুর্গ হইতে দূরে যায় নাই, তাও আমার বোধ হয়।" রাজা অন্যমনস্কতার সহিত বলিলেন, "কৃষ্ণবল্লভ চোর! আমি কি তবে দুধকলা দিয়া বিষধর পুষেছি? আমি ত তাকে বঞ্চনা করতে ইচ্ছা করি নাই, আমি ত সঙ্কল্প করেছি যে, যোড়শীর সঙ্গে তার বে দিয়ে তাকে কিছু জমীদারী ও অর্থ দিব। সে এ কাজ কল্লে?"

পূর্ণানন্দ বলিলেন, "মানবচরিত্র বোঝা বড় কঠিন। কৃষ্ণবল্লভ মহারাজের যত আদরেই পালিত হউক, তাহার জন্ম নীচগৃহে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সন্ন্যাসীর অনুচর বড় লোকের ছেলে হয় না। আমরা যা শুনেছি, তাতে তার বড় আশা ভঙ্গ হয়েছে।"

রাজা। কি আশা ভঙ্গ হয়েছে?

জনার্দ্দন। কৃষ্ণবল্লভ আশা করেছিল যে, রাজকন্যা জয়ন্তীর সহিত তাহার বিবাহ হবে। সেই আশা তার ভঙ্গ হয়েছে।

রাজা। সে ত তার দুরাশা। এরূপ স্পর্দ্ধা তার কিসে হ'ল? সে যদি সেরূপ আশা ক'রে থাকে, তা হ'লে সে নিতান্ত নির্ব্বোধ—নিতান্ত মূর্খ।

জনার্দ্দন। মহারাজ! আমাদের বলতে ভয় হয় যে, আপনার নিতান্ত আদরের পাত্র কৃষ্ণবল্লভের সুবুদ্ধি যত থাকুক বা না থাকুক, তাহার দুষ্ট বুদ্ধি খুব আছে। তার ভাবভঙ্গীতে বোধ হয় আজকাল সে বড় ষড়যন্ত্র করছে।

রাজা। সে আর ষড়যন্ত্র ক'রে কি করবে, তার সম্বল আমার অনুগ্রহ। গেলেই সে পথের ফকির।

জনার্দ্দন। কৃষ্ণবল্লভ আর আজকাল পথের ফকির নয়। সে যুদ্ধে যেয়ে লুঠপাট ক'রে কিছু ধন সঞ্চয় করেছে। তিনি একটি দল গ'ড়ে বসেছেন।

রাজা। বটে, বটে, বটে, আচ্ছা, দেখা যাবে। ফুল-বাগানে ভাল প্রহরীর বন্দোবস্ত কর, যেন সেই ফুলবাগানের অর্থ সে নিয়ে যেতে না পারে। আমি একটু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে বিবেচনা ক'রে দেখি।

দশম পরিচ্ছেদ

রাজ-অন্তঃপুরে

রাজা নরনারায়ণ রায়ের অন্তঃপুরস্থিত সুধাধবলিত শয়নগৃহে সুবিস্তৃত কক্ষ। বৃহৎ বৃহৎ বাতায়ন। গৃহের তলদেশ পর্য্যন্ত প্রস্তর-বিনির্ম্মিত। গৃহের প্রাচীর ও স্তম্ভগুলি নানা কারুকার্য্য-সম্বলিত ও সুন্দরভাবে চিত্রিত। গৃহ নানাবিধ বহুমূল্য উপকরণে সজ্জিত। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি প্রস্তর ও ধাতুময় দেবদেবীর মূর্ত্তি গৃহমধ্যে সযত্নে রক্ষিত। গৃহের প্রাচীরের গাত্রে বহুসংখ্যক মূল্যবান্ সুচিত্রিত চিত্রপটে দেবীযুদ্ধ, কোন চিত্রপটে প্রভাসযজ্ঞ, কোন চিত্রপটে কংসবধ, কোন চিত্রপটে হিরণ্যকশিপুবধ, কোন চিত্রপটে রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভা, কোন চিত্রপটে ভগীরথের গঙ্গানয়ন প্রভৃতি সুন্দররূপে চিত্রিত রহিয়াছে।

গৃহমধ্যে এক বৃহৎ রৌপ্যময় পর্য্যঙ্কে বসিয়া রাণী কাত্যায়নী, রাজকন্যা জয়ন্তী ও রাজার পালিত কন্যা যোড়শী, কৃপাময়ী ঠাকুরাণীর নিকট দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর উপাখ্যান শ্রবণ করিতেছেন। এমন সময়ে রাজা নরনারায়ণ সেই কক্ষে আগমন করিলেন। জয়ন্তী পিতাকে দর্শনমাত্র বলিয়া উঠিলেন—"বাবা, তোমার কাজ আর রাত্র আড়াই প্রহরের মধ্যেও সারা হয় না?"

যোড়শী কহিলেন, "বাবা! তোমাকে আজ এক মাসের মধ্যে হাসতে দেখি নাই।"

কৃপাময়ী বলিলেন, "বাবার মুখ যেন সকল সময় মলিন থাকে। বাবার শরীরও কাবু হচ্ছে।"

রাজা তিন জনের কথার উত্তরে বলিলেন,

বাস্তবিক কাজ আমার দিন দিন বাড়ছে, নানারূপ অশান্তির মধ্যে আছি, দুশ্চিন্তার সীমা নাই। মনের সহিত মুখের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, দুশ্চিন্তাপূর্ণ লোকের মুখে হাসি থাকে না। চিন্তাজ্বর সকল ব্যাধির বড়। চিন্তাজ্বরে শরীর কাবু করে, মুখ বিবর্ণ করে।"

জয়ন্তী। আবার কি অশান্তি বাবা?

রাজা। সে এখন বলবার সময় নয় মা।

রাজা শয়নগৃহ হইতে কৃপাময়ী, ষোড়শী ও জয়ন্তীকে সঙ্গে লইয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন। রাজা-রাণীতে কথা আরম্ভ হইল। রাজা কহিলেন, "চুরী ত একরূপ ঠিক হয়েছে, আমি দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষেছি। কল্পদ্রুমের গণনায় এবং মিশ্র ও ঘটকের অনুসন্ধানে স্থির হয়েছে, চোর—কৃষ্ণবল্লভ ও তার কয়েকটা ছোট লোক সঙ্গী। অর্থ অন্তঃপুরের ফুলবাগানের মধ্যেই আছে। কৃষ্ণকে আমি মৃত্যু হ'তে বাঁচাইয়াছি। পুত্রাধিক স্নেহে পালন ক'রে শিক্ষা দিয়েছি। ভেবেছিলাম, ষোড়শীর সহিত তার বে দিয়ে কিছু ভূসম্পত্তি ও নগদ অর্থ দিব। শুনতে পেলেম, সে না কি কি ষড়যন্ত্র করেছে।"

রাণী। আগে দেখ, গণনার ফল সত্য কি না, অর্থ সেই উদ্যানে আছে কি না।

রাজা। ভাল কথা বলেছ।

অনন্তর রাজা কতিপয় অনুচরের সহিত রাজোদ্যানে গমন করিলেন। গণকের কথিত স্থান খনন করিলেন এবং তথায় মুদ্রাধার পাইলেন, তিনি অর্থসহ মুদ্রাধার রাজকোষে রাখিলেন এবং উদ্যানের সেই স্থান মৃত্তিকাপূর্ণ করিলেন।

রাজা পুনর্ব্বার শয়নকক্ষে আসিয়া রাণীকে কহিলেন—"ধন গণকের কথিত স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এ কাজ কৃষ্ণের, তাতে আর সন্দেহ নাই।"

রাণী। এই কাজ যদি কৃষ্ণ ক'রে থাকে, তবে সে না করতে পারে, এমন কাজ নাই। সে রাজধানীতে থাকলে জয়ন্তীর, তোমার ও আমার মঙ্গল নাই। তার স্পর্দ্ধা বড় বেড়েছে, তার লজ্জা ভয় নাই। সে জয়ন্তীকে ভয় দেখাতেও ত্রুটি করে নাই। তা ত তোমাকে বলেছি।

রাজা। কৃষ্ণকে ত্যাগ করি কি উপায়ে?

রাণী। এই চুরী তার কাজ—প্রমাণ ক'রে তাড়িয়ে দাও।

রাজা। কলঙ্ক দিয়ে তাড়িয়ে দিলে সে আমার পরম বৈরী হবে। পাঠান যোদ্ধা দ্বারে সুসজ্জিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। সে হয় ত তাদের দলে যোগ দিবে ও প্রথমে আমার উপর, পরে দেশের সর্ব্বনাশ করবে। কোন কৌশলে বিদায় করতে পারলে ভাল হয়।

রাণী। তার মত লোককে বিদায় করার কৌশলেরই বা অভাব কি? তাকে কালই বল, দুই চারিটা লোক লয়ে রাঢ়দেশে যাউক। তথা হ'তে তার দুই এক জন জ্ঞাতি লয়ে আসুক। সুব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে ষোড়শীকে বে করুক, তার বাড়ী-ঘর জমীদারী পরে ক'রে দেওয়া যাবে। সঙ্গে যে লোক যাবে, রাঢ়ে পৌঁছিলে কৃষ্ণকে কিছু টাকা দিয়ে ব'লে আসে যে, সে যেন আর এ দেশে আসে না।

রাজা। এ ত বড় ভাল কৌশল হ'ল না। অন্য কৌশল হ'লে ভাল হয়।

রাণী। তবে কৃষ্ণকে কাশী পাঠিয়ে দেও। কিছু টাকা দিয়ে ব'লে দাও, সে কাশীতে একটু ভাল বাড়ী করুক, হয় ত সে এই টাকা লয়েই পালাবে, না হয় কিছু দিন ত কাশীতে থাকবে। তথা হ'তে দেশে আমার অনুমতি না দিলে, সেই দেশেই বে ক'রে থাকবে।

রাজা। এ ত বড় পাকা ও স্থায়ী কৌশল হ'ল না।

রাণী। তবে তোমার রাজ্যের মধ্যে কোন এক পরগণার নায়েব ক'রে পাঠিয়ে দাও। নামে নায়েবী করবে, ও যেন টাকাকড়ি হাতে না পায়। সেখানে সর্ব্বদা ওকে এত কাজের ফরমাস ক'র যে, ও দেশে ফিরতে না পারে।

রাজা। না, এ ও ঠিক হ'ল না।

রাণী। তবে আর আমার বুদ্ধিতে কুলাইল না। তোমার মন্ত্রীদের সহিত এখন পরামর্শ ঠিক কর।

রাজা। বিশেষ বিবেচনা করেই কিছু করতে হবে। কৃষ্ণকে লইয়া আমি কি বিপদেই পড়লেম! আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কৃষ্ণবল্লভকে পুত্রাধিক বাৎসল্য করতে, এত অল্পসময়ে তোমার সে বাৎসল্য কি হ'ল?

রাণী। কৃষ্ণবল্লভকে আমি এখনও বাৎসল্য করি, কিন্তু আঙ্গুল যে প্রিয় বস্তু, তাও সাপে কামড়ালে কেটে ফেলতে হয়। লোকে আপনার দিকে আগে চায়, পরে পতি-পুত্র প্রভৃতি বাহিরের লোকের প্রতি স্নেহ-মমতা করে। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হ'লে ক্ষুধার যন্ত্রণায় লোকে যখন ছট্‌ফট্ করতে থাকে, তখন পতি ও পুত্রের সম্মুখের খাদ্য কেড়ে খেতে হয়। প্রেম, বাৎসল্য, স্নেহ, ভালবাসা সুখ ও সম্পদের দ্রব্য, অসময়ের দ্রব্য নয়। কৃষ্ণবল্লভ পুত্রস্থানীয় ছিল, সে এখন সর্প হয়েছে। সে প্রাণাধিকা কন্যা জয়ন্তীকে কামড়াইয়াছে। সে

বিষে আমার শরীর জর্জ্জরিত হয়েছে। শুনতে পাই, সে ইচ্ছা ক'রে চাঁদপুরের যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করেছে। সে যে রাজকোষ হ'তে অর্থ চুরী করেছে, তা ত ধরাই পড়েছে। এমন কাল-সাপকে কি ক'রে ভালবাসি ?

রাজা। আমার এখনও একটা সন্দেহ যাচ্ছে না। তুমি ও আমি তাকে ভালবাসি ব'লে এ তার বিরুদ্ধের কোন ষড়যন্ত্র না হয়।

রাণী। আমি স্বকর্ণে শুনেছি যে, সে জয়ন্তীকে বিবাহ করতে চেয়েছে। আমি স্বকর্ণে শুনেছি যে, সে জয়ন্তীকে গালি দিয়াছে। যুদ্ধে পরাজয় শত্রুতার কথা হ'তে পারে। রাজকোষ হ'তে অর্থ চুরী, এতে ত কোন ষড়যন্ত্র নাই।

রাজা নরনারায়ণ দীর্ঘকাল চিন্তা করিলেন। তিনি কতবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, মনে মনে কত যুক্তিতর্ক করিলেন। তিনি নূতন সূত্র ধ'রে চিন্তা করিয়া দেখিলেন, প্রকৃতই কৃষ্ণবল্লভ দোষী। রাজা প্রকাশ্যে বলিলেন—"রাণি। আমি চিন্তা ক'রে দেখলেম্, কৃষ্ণবল্লভ দোষী, সে আপন ইচ্ছাতেই রাজবাড়ী ছাড়বে। তার এখানে থাকার ইচ্ছা থাকলে সে অর্থ চুরী করত না।"

দম্পতির মধ্যে কথা মুহুর্মুহুঃ বিষয়ান্তরে গমন করে। অনন্তর রাজা-রাণীর মধ্যে জয়ন্তীর বিবাহের কথা উঠিল। রাণী একে একে কত রাজপুত্র, কত পণ্ডিত ও কত কুলীনের কথা বলিলেন। রাজা কাহাকেও কন্যার অনুরূপ পাত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন না। পরে রাণী বলিলেন—"রামশঙ্করের পুত্র উমাশঙ্করের সহিত জয়ন্তীর বিবাহ হইতে পারে কি ?"

রাজা সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "রামশঙ্কর আমার চিরবৈরী। উমাশঙ্কর সেই বৈরিপুত্র। সে দিন আমি তার সঙ্গে একরূপ পরাজয় হয়ে সন্ধি করেছি। উমাশঙ্করকে কন্যাদান করলে লোক আমাকে ভীরু, কাপুরুষ ও অপদার্থ বলবে। সর্ব্বাগ্রে নিজের মান, সম্ভ্রম, শৌর্য্য, বীর্য্য—পরে অন্য কথা। আমি যদি যুদ্ধে রামশঙ্করকে বন্দী ক'রে আনতে পারতেম এবং পুত্র উমাশঙ্কর আমার করুণার প্রার্থী হইত, তবে এ বিবাহ হ'লেও হ'তে পারত।

রাণী। জয়ন্তী সব বুঝে, সে আর এখন একটি ছোট মেয়ে নয়। আত্মাদর, আত্মসম্মান তার জ্ঞান আছে। সে কি তোমার করুণাপ্রার্থীর গলে বরমাল্য দান করত ?

রাজা নিস্তব্ধ, চিন্তাশীল হইয়া বসিয়া রহিলেন। রাণীও কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নিভৃত কক্ষে

আষাঢের প্রথম ভাগ। অল্প কয়েক দিন বৃষ্টি হয় নাই। গ্রীষ্মাতিশয্যে লোক ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। দুই পহর রাত্রের মধ্যে অনেকেই নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারে নাই। রজনী তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। নারায়ণপুরের রাজদুর্গ নিস্তব্ধ হইয়াছে, কেবল গন্ধবহ গ্রীষ্মকালোচিত কুসুম-গন্ধ বহন করিয়া অতি ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। দুই একটি লোকের রব, বাজোদ্যানে বাদুড়গণের ধ্বনি, দূরে দূরে ফেরুপালগণের ডাক, ভীত সারমেয়দলের চীৎকার ও রাজদুর্গের প্রহরিগণের সতর্কতাব্যঞ্জক বাক্য ব্যতীত জগতে আর শব্দ নাই। রাজদুর্গের মধ্যস্থিত একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে সুগন্ধি তৈলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। গৃহে একটি যুবক পাদচারণ করিতেছেন ও কখন কখন শয্যার উপরে উপবেশন করিতেছেন। দ্বারে দুই তিনবার শিঞ্জনধ্বনি উত্থিত হইল, যুবকের সে শব্দে কর্ণপাত নাই। পরে একটি যুবতী সশব্দে গৃহে প্রবেশ করিলেন। যুবক যুবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"এত রাত্রে তুমি ?"

যুবতী। বিশেষ কথা আছে।

যুবক। কি কথা ?

যুবতী। বলি, রাজকন্যার সহিত বিবাহ কবে হবে ?

যুবক। এই বিদ্রূপটুকু করবার জন্য কি এত রাত্রে আমার ঘরে এসেছ ?

যুবতী। তুমি যদি রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে গিয়ে নিজের পায়ের আঘাতে নিজের আশ্রম ভাঙতে পার, তবে আমি কি রাত্র জেগে সে শুভ সংবাদটি জান্‌তে আস্‌তে পারিনে ?

যুবক। আশ্রম ভাঙ্গিলাম কিসে ?

যুবতী। তুমি কি চারিদিকের ভাব কিছু দেখ না, চারিদিকের কথা কিছু শুন না ?

যুবক। কি ভাব ? কি কথা ?

যুবতী। এত নেকা হও না। আমাকে এত বোকা ভেব না। যে চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে এত রাত পর্য্যন্ত জেগে আছ, বাহিরের শব্দ যেন কানে যায় না, আর এত নেকা সাজলে চলে না।

যুবক। তুমি আমাকে তিরস্কার করতে এসেছ, না কোন কথা বলতে এসেছ? যদি কথা বলতে এসে থাক, তবে আমার প্রতি এত দয়া কেন?

যুবতী সজলনয়নে বলিলেন, "আমি তোমারই মত নিরাশ্রয়, তোমারই মত পরগৃহবাসী ও পর-অন্ন-ভোজী। তাই তোমার দুঃখে দুঃখিত।"

যুবক। তবে কি বলবে বল, বল।

যুবতী। তোমার আর এক মুহূর্ত্ত রাজবাড়ীতে থাকা উচিত নয়। তুমি জয়ন্তীকে বে করতে চেয়ে বাকে চটিয়েছে, চাঁদপুরের যুদ্ধে হেরে তুমি সকলের ঘৃণার পাত্র হয়েছ। রাজকোষ পুকুর হ'তে মোহরের সোনার বাজু চুরী ক'রে তোমার এ বাড়ী পরিত্যাগের পথ প্রশস্ত ক'রে নিয়েছ। তোমার চুরী ধরা পড়েছে। সে অর্থ রাজার হস্তগত হয়েছে। সকলেই তোমার উপর বিরূপ। বাবা তোমার উপব বিরূপ।

যুবক কোন উত্তর করিলেন না, চিন্তাশীলভাবে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ চিন্তার পর কৃত্রিম হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তোমাকে এ সংবাদ দিতে কে পাঠালে?"

যুবতী। যদি কেহ পাঠাত, তবে আর এ শেষ-রাত্রে চোরের মত বলতে আসব কেন? প্রায় এক-সঙ্গেই তুমি ও আমি রাজবাটীতে প্রবেশ করেছি। রাজা-রাণীর হৃদয়ের গুণেই হউক, বা তাঁহাদের সন্তানসন্ততি অধিক না থাকাতেই হউক, তুমি তাঁহা-দের পুত্রস্থানীয় ও আমি তাঁহাদের কন্যাস্থানীয় হয়ে উঠেছি। সে আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা। বুদ্ধির দোষে সে সৌভাগ্যে নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

যুবক। আমি কোন দোষের কাজ করি নাই। চাঁদপুরের যুদ্ধে আমাদের জয়-পরাজয় ঠিক হয় নাই। নানা অসুবিধায় আমরা কালীগঞ্জ হ'তে স'রে মহারাজপুরে এসেছিলাম, অসুখ হ'ল, কি করব। রাজকোষ-পুকুর হ'তে অর্থ চুরী একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র। আমাকে বিপদে ফেলবার জন্য কয়েক জন দুষ্টলোকে এ কাজ করেছে।

যুবতী। বাবার নিকট সকল কথা অকপটে ব'লে নির্দোষিতা প্রমাণ কর। বাবার সে সন্দেহ এখনও আছে। বাবার ইচ্ছা ছিল, তোমাকে কিছু জমীদারী, কিছু অর্থ ও একখানি বাড়ী ক'রে দিয়ে তোমার সঙ্গে—

যুবক। কি, আর যে বললে না?

যুবতী। আর বলব কি। আমার কথা শেষ হয়েছে।

যুবক। না না, শেষ হয় নি। 'তোমার সঙ্গে' ব'লে থামলে যে?

যুবতী। তোমার সঙ্গে কোন ব্রাহ্মণ-কন্যার বিবাহ দিয়ে দিবেন।

যুবক। আচ্ছা, তাই হবে। আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করব। কথাটা কি—জয়ন্তীর সহিত সে দিনকার কলহই আমার এ সমস্ত বিপদের মূল। আগে লোকে ভাবত, আমি রাজজামাতা হব, সকলেই আমাকে খাতির করত। এখন প্রকাশ হয়ে পড়েছে, সে বিবাহ হবে না। রাজা-রাণী আমার উপর বিরূপ। তাই নানা ষড়্‌যন্ত্র হচ্ছে। দেখো, কাল আমি সব প্রকাশ ক'রে দেব।

যুবতী। তুমি নির্দোষ প্রমাণ হয়ে এখানে থাকলেই বাঁচি। তোমার আমার দশা একরূপ।

যুবক। আচ্ছা, তুমি যাও। রাত্রি প্রায় শেষ হ'ল, বিশ্রাম কর গে। দেখো, কাল কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

যুবতী বিদায় হইয়া নিজ কক্ষে গমন করিলেন। যুবক চিন্তাশীলভাবে পাদচারণ করিতে লাগিলেন এবং নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন,—"আমি কি একা চার হাজার সৈন্য নিয়ে যাব? ধনটা সরাতে পারি নি, একটা ব্যাকুবি করেছি। জয়ন্তীর অহঙ্কার, জয়ন্তীর দর্প ভাঙ্গব—ভাঙ্গব। নরনারায়ণের সমকক্ষ রাজা হব, জয়ন্তীকে বলপূর্ব্বক হরণ করব, তবে আমি কৃষ্ণবল্লভ শর্ম্মা। বাঙ্গালায় রাজ্যস্থাপন এখন ছেলেখেলা। প্রশস্ত বাদাবন প'ড়ে আছে, দশ বিশ ক্রোশ সাফ ক'রে এক রাজ্য স্থাপন করলেই হ'ল। মুসলমান বঙ্গে আসে আসে। হিন্দুরাজা সেই ভয়ে ব্যাকুল। এই ত সুন্দর সময়, উত্তম অবসর। যদি কিছু নাই করতে পারি, পাঠানের চর হয়ে পাঠানকে বাঙ্গালায় নিয়ে আসব। এ দুর্গ ছারেখারে দিব অথবা এই দুর্গেই আমি জয়ন্তীকে বে ক'রে রাজা হব। দেখব, তখন জয়ন্তীর অহঙ্কার কোথায় থাকে। পুরুষের দশ দশা। যে সুখভোগ করতে পারে, সে বিপদও আলিঙ্গন করতে পারে। আজ নয় সুখে আছি, কাল হয় ত নিরাশ্রয় হ'তে হবে। ক্লেশ না পেলে সুখ হয় না। এখানে আমার পদ কি, আমি পরান্নভোজী কুকুর, স্বোপার্জ্জিত শাকান্নও মধুর। নব রাজ্য স্থাপন করব এবং সেই রাজ্যে গর্ব্বিতা জয়ন্তীকে রাজমাহষী করব। এই আমার পণ—এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বৃষ্টিহীন আষাঢের প্রাতঃকাল। খরকর বিভাকর পূর্ব্বগগনে উদিত হইয়া বসুধাকে দগ্ধ করিতে বসিয়াছেন। অসংখ্য গ্রীষ্মের ফুল ফুটিয়া পুষ্প-কাননের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। গন্ধবহ তীক্ষ্ণতেজার ক্রোধ-লোহিত নয়ন দেখিয়া আর গন্ধ লইয়া ধরাবাসীকে দান করিতে পারিতেছেন না। বিভাকরের বৈতালিক বিহঙ্গকুল সপ্তাশ্ববাহনের প্রীতিকর গীত গাইয়া এক্ষণে প্রাতর্ভোজনে রত রহিয়াছে। বায়স অগ্রে বৈতালিকগণকে বিরক্ত করিয়াছে, এক্ষণে ধরাবাসিগণকে কর্কশ রবে বিরক্ত করিতেছে। নারায়ণপুরের বৃহৎ দুর্গের রাজা নরনারায়ণ রায় রাজসভায় সিংহাসনে আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে রাজসভাসদ্ পণ্ডিতগণ সভার শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মচারিগণ সভা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। রাজার সম্মুখে দর্শনপ্রার্থী, বিচারপ্রার্থী, ধনপ্রার্থী বহু লোক আগমন করিয়াছেন। সভার শান্তিরক্ষকগণ বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া সভার শান্তিরক্ষা করিতেছে।

রাজকার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রেমনারায়ণ জ্যোতিষকল্পদ্রুম মহাশয় বলিলেন—"মহারাজ! আমার গণনার সত্যাসত্য পরীক্ষা করেছেন কি?"

রাজা স্মিতমুখে উত্তর করিলেন, "পরীক্ষা করি আর না করি, আপনার গণনায় আমি দৃঢ়বিশ্বাস করি। আপনার গণনা প্রত্যক্ষ দর্শনবৎ মনে করি। আপনার ন্যায় জ্যোতির্বিদ্যাবিৎ বঙ্গদেশে অতি অল্পই আছেন। এই গণনার জন্য আমি আপনাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া সন্তুষ্ট করব।"

প্রেম। তা মহারাজ, যা বলেন, যা করেন। আপনারই আশ্রিত—আপনারই প্রতিপালিত।

গঙ্গাধর সার্ব্বভৌম বলিলেন, "কল্পদ্রুম দাদার বিদ্যা অসাধারণ। জন্ম-পত্রিকাগুলি অতি চমৎকার করেন। প্রশ্নগণনায়ও কল্পদ্রুমের সমকক্ষ লোক আর নাই।" রামনারায়ণ তর্কবাগীশ কোন কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় সভাদ্বারে চীৎকার উঠিল—"মহারাজ, আমি দূরদেশবাসী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, রাজদর্শনের অভিলাষী। আমি রাজার হিতবাক্যই বলিতে আসিয়াছি। প্রহরিগণ আমার গতিরোধ করিতেছে, আমাকে রাজদর্শনের অনুমতি দিন।"

রাজা স্বকর্ণে এই চীৎকার শুনিলেন এবং সসম্ভ্রমে ব্রাহ্মণকে সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ রাজসকাশে আনীত হইলেন। তিনি যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন। ব্রাহ্মণের, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, দীর্ঘশ্বাস বহিতেছিল। রাজা তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। রাজ-ভৃত্য তাল-বৃন্ত ব্যজন করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ কিছুকাল বিশ্রামের পর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"আমার নাম জটাধর ন্যায়পঞ্চানন। রাঢ়দেশের বিষ্ণুপুর অঞ্চলে আমার বাস। আমরা দুই ভাই ছিলাম। আমি কনিষ্ঠ, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাধর স্মৃতিভূষণ ছিলেন। আমরা রাঢ়িশ্রেণী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। আমরা দুই ভাই এক অন্নভুক্ত ছিলাম। আমাদের বৃহৎ চতুষ্পাঠী ছিল। দাদা স্মৃতি ও আমি ন্যায় পড়াইতাম। দাদা এক বিধবা ব্রাহ্মণীর কন্যা বিবাহ করেন। সে ব্রাহ্মণীর জীবিকানির্ব্বাহের কোন উপায় ছিল না। দাদার বিবাহের অল্পদিন পরেই দাদার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁহার শাশুড়ী ও এক বিধবা শ্যালিকা আমাদিগের সংসারভুক্ত হন। আমাদের সংসারে অধিক লোক ছিল না। আমাদের দেশে সকল ব্রাহ্মণের চাষ আছে। তিনটি লোক এক সঙ্গে পাইয়া, আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। ছয় বৎসর তাঁহারা আমাদের সংসারে থা'কলেন, আমাদের সংসারের বেশ উন্নতি হইল। সপ্তম বৎসরে বিসূচিকারোগে প্রথমে ভ্রাতৃবধূ ও পরে দাদার শাশুড়ীর মৃত্যু হইল।

পাপের গতি বড় বেগবতী। প্রলোভনের আকর্ষণ অতি ভয়ঙ্কর। পাপের নিকটে পণ্ডিত মূর্খ নাই। দাদা মহাপাপে পতিত হইলেন। দাদার বিধবা শ্যালিকা দাদার পত্নীস্থানীয়া হইলেন। সমাজে দাদার কলঙ্ক হইল। দাদা অম্লানবদনে কলঙ্কের বোঝা শিরে বহিতে লাগিলেন। তাঁহার পাপ-তরু ফলবান্ হইয়া উঠিল। দাদার শাশুড়ীর মৃত্যুর পরে তিন বৎসরের মধ্যে দাদার সেই বিধবা শ্যালিকার গর্ভে এক পুত্র জন্মিল। আমি তাহার নাম কীর্ত্তিচন্দ্র রাখিলাম, দাদা তাহাকে কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতেন। ছেলেটির নবম বৎসর বয়সে দাদা তাহার উপনয়ন দিলেন। উপনয়ন দিবার এক বৎসর পরেই দাদার মৃত্যু হয়।

ছেলেটি প্রথম বয়সে লেখাপড়ায় বেশ ভাল ছিল। দাদার মৃত্যুর পরে আর পড়াশুনা করতে চায় না। তার মা ও আমি পড়াশুনার জন্য শাসন করতে লাগ্‌লেম। অবশেষে সে আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রে পালিয়ে গেল।

আমাদের ঘরে অসময়ের সম্বল পাঁচ শত মোহর

ছিল, বিষ্ণুপুরের রাজার দত্ত নিষ্করের দুইখানি সনন্দ ছিল। কীর্ত্তির মাতাই আমাদের সংসারের কর্ত্রী ছিলেন। দাদার মৃত্যুর পরেও তিনি কর্ত্রী। আমার ব্রাহ্মণী অতি সরল-প্রকৃতির লোক, সে সংসারের কাজ ও সন্তান-প্রতিপালন লইয়াই ব্যস্ত। সংসারের গৃহিণী হওয়ার বাসনা তাহার নাই। কীর্ত্তি যে দিন পলায়, সেই দিন সঞ্চিত অর্থ ও সনন্দ দুইখানি নিয়ে আসে। তাহার মাতার হাতে সেই মোহর ও সনন্দ ছিল। সে জানিত, কাগজপত্র ও টাকাকড়ি কোথায় থাকিত। সে সেই মোহর ও সনন্দ লইয়া পলায়। আমি তাহার বহু অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, সন্ধানে জানিয়াছি, সে দুই জন ভণ্ড সন্ন্যাসীর চেলা হইয়া বাহির হইয়াছিল। অল্পদিন হইল, আপনার রাজ্যের প্রান্তে এক যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে আমাদের দেশের অনেক ডোম বাগ্দী রাজা রামশঙ্করের সৈন্য হয়ে এসেছিল। তাদের মুখে শুনেছি, সেই বালক আপনার যত্নে প্রতিপালিত হয়েছে। সে আপনার সেনাপতি। তার নাম এখন কৃষ্ণবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহাকেই না কি আপনি জামাতা করবেন স্থির করেছেন।

সেই হতভাগার বৃদ্ধা মাতা অদ্যাপি আমার সংসারে জীবিত আছেন। তিনি তাহার জন্য নিতান্ত ব্যাকুলা হইয়া উঠিয়াছেন। তাকে দেশে হইতে এবং মহারাজের জাতিরক্ষা করিতে আমি এখানে এসেছি। যদি আমার সনন্দ দুইখানি ও মোহরগুলি পাই, তবে আমার বড় সৌভাগ্যের কথা।

সে হতভাগা আমার ভ্রাতুষ্পুত্র বটে, তথাপি তাহার মঙ্গল ও সুখের জন্য আমি কোন সুব্রাহ্মণের জাতি নষ্ট করিতে চাই না, এই জারজ শ্রেণীর ব্রাহ্মণে কন্যাদান করিবেন না।"

রাজা ও রাজসভাসদ্‌গণ অতি মনোযোগের সহিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথার উত্তরে বলিলেন—"ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়! কৃষ্ণবল্লভ নামে এক ব্রাহ্মণসন্তান প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে দুই সন্ন্যাসীর সহিত আমার এখানে আসে। সে কঠিন রোগাক্রান্ত হ'লে সন্ন্যাসীরা তাকে ফেলে পলায়। আমি বালকের চিকিৎসা করাই, আজ দশ বৎসর তাকে পুত্রভাবে পালন করেছি। তাকে শাস্ত্র ও অস্ত্রশিক্ষা দেওয়াইয়াছি। সে সেনাবিভাগে কাজ করে বটে, তবে তাকে সেনাপতি করি নাই। আমি অজ্ঞাতকুলশীল যুবকের সহিত আমার নিজ কন্যার বিবাহ দিবার সংকল্প কখনও করি নাই। আমার গৃহে একটি পালিতা অজ্ঞাতকুলশীলা বালিকা আছে, তাহার সহিত কৃষ্ণের বিবাহ দিব ইচ্ছা ছিল। এখন কৃষ্ণের নানা গুণের কথা শুন্‌তে পাচ্ছি।"

রাজা এই কথা বলিবার পর সকল সভাসদ্‌গণের মতে কৃষ্ণবল্লভকে সেই স্থানে ডাকাইয়া আনিবার মত হইল। চারিদিকে ভৃত্যগণ কৃষ্ণবল্লভকে ডাকিবার জন্য ছুটিল। দৌবারিক ও বিশ পঁচিশ জন সৈন্য তাহার সন্ধান করিতে ছুটিল। হরি! হরি!! কৃষ্ণবল্লভ নারায়ণপুর সহরে নাই। বিশেষ সন্ধানের পর জানা গেল, আজ তিন দিন হইল, কৃষ্ণবল্লভ শীকারে যাইবে মনে করিয়া তিনি শত সৈনিক ও পঞ্চাশটি অশ্ব দক্ষিণ অঞ্চলে পাঠাইয়া দিয়াছেন। নিজের গমনের জন্য তিনি ঘোড়ার ডাক বসাইয়া রাখিয়াছিলেন, অদ্য প্রত্যুষে কৃষ্ণবল্লভও শীকারে চলিয়া গিয়াছেন। রাজা ও প্রধান প্রধান সভাসদ্‌গণ বুঝিলেন, কৃষ্ণবল্লভ পলায়ন করিয়াছে। সভাসদগণের মধ্যে সকলেই তাহার সন্ধান করিতে বলিলেন। রাজা তাহার সন্ধান করিলেন না। রাজা রাঢ়দেশ হইতে আগত ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন ও প্রচুর অর্থ দিলেন। ব্রাহ্মণ সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে গমন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দিল্লীর শিবিরে

আসুন পাঠক-পাঠিকাগণ! আমরা একবার দিল্লী যাত্রা করি। বাঙ্গালার আর্দ্র মৃত্তিকায় আর আমরা অবস্থিতি করিব না। বঙ্গের বাষ্পপূর্ণ জলীয় বায়ু আর আমরা সেবন করিব না। আকাশে সর্ব্বদা মেঘ, রাস্তাপথ সর্ব্বদা জলে ও কর্দ্দমে পূর্ণ। খাল, বিল সব জলে পূর্ণ হইতেছে। এ সময় শুষ্ক পশ্চিমদেশে যাওয়াই ভাল।

১১৯১ খৃষ্টাব্দে ইতিহাস-বিখ্যাত থানেশ্বরে দ্বিতীয় যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এ যুদ্ধ থানেশ্বর হইতে চতুর্দ্দশ মাইল দূরবর্ত্তী তৈরাবরি ক্ষেত্রে সংঘটিত হইলেও ইহাকে 'থানেশ্বরের দ্বিতীয় যুদ্ধ' কহে। এই যুদ্ধে দিল্লীর শেষ ক্ষত্রবীর বীরেন্দ্রকেশরী পৃথ্বীরায় অস্তমিত হইয়াছেন। এই যুদ্ধে তাঁহার সহধর্ম্মিণী মহিষী সংযুক্তা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া পতির অনুগমন করিয়াছেন। বীর-দম্পতি এক চিতানলে ভস্মীভূত হইয়াছেন। ভারত-কলঙ্ক ভারত-বিভীষণ জয়চাঁদ সোনার ভারত মুসলমানকরে তুলিয়া দিয়া নিজের অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে বিফলমনোরথ হইয়াছেন। দেশদ্রোহী রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের

ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া থাকে, জয়চাঁদের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। দিল্লী-অঞ্চলের স্বাধীনতাপ্রিয় ক্ষত্রিয়গণ জন্মভূমি ও বাসস্থানের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়ের বীরধর্ম্ম স্বাধীনতা রক্ষার জন্ম আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণদিক্‌স্থিত আরাবলি পর্ব্বতের উত্তরপার্শ্বস্থিত বিশাল মরুভূমি অতিক্রম করিয়া ভীল প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির সহিত সখ্যস্থাপনপূর্ব্বক কেহ বা তুঙ্গশৃঙ্গে কঠিন দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, কেহ বা মরুপার্শ্বস্থিত দ্বীপপুঞ্জে আশ্রয় লইয়া, স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। চিতোর, জয়পুর, যোধপুর, বিকানির, কোটা, বুঁদি, শিকাবতী, নিমচ প্রভৃতি বিখ্যাত নগর সেই সকল স্বাধীনতাপ্রিয় বীরবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল দেশের যশ—এই সকল রাজ্যের যশ কত কবি গাহিয়া গিয়াছেন, কত কবি গাহিবেন। এই সকল প্রদেশেই ভারতের 'ম্যারাথন' ও 'থার্ম্মপলি' বিদ্যমান আছে।

১১৯১ খৃষ্টাব্দের পর হইতে কুতবুদ্দীন, মহম্মদ ঘোরী বিজিত আর্য্যাবর্ত্ত-অংশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন। পঞ্জাব প্রদেশ তাঁহার রাজধানী হইয়াছে। গত ১৬ বৎসর মহম্মদ ঘোরী বহুবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছেন, ভারতের কত ধন লুণ্ঠন করিয়াছেন। ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে ঘোরী, সেনাপতি কুতবুদ্দীন ও বক্তিয়ার-খিলিজিকে সঙ্গে করিয়া দিল্লী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন। এবার ঘোরী কাশী, মিথিলা ও বঙ্গ জয় করিবেন। অকস্মাৎ ঘোর হইতে সংবাদ আসিল, তথায় অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে, গৃহযুদ্ধ এ অশান্তির কারণ। ঘোরী স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

মহম্মদ ঘোরী বাঙ্গালা-বেহার জয়ের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কুতবুদ্দীন ও বক্তিয়ার পরম উৎসাহের সহিত বাঙ্গালা জয় করিতে যাইতেছেন। মহম্মদ ঘোরী বড় বিপদে পড়িয়াছেন, তিনি বক্তিয়ার, কুতব কাহাকেও তুষ্ট বা কাহাকেও রুষ্ট করিতে পারেন না। তাঁহারা দুই জনেই সমান কৌশলী, বীর ও বাঙ্গালা-বিজয়ে সমর্থ। এক জনকে বঙ্গবিজয় করিতে পাঠাইলে অন্য জন অবশ্য রুষ্ট হইবে। বাঙ্গালা-বেহার জয় করা যেমনই প্রয়োজন, বিজিত রাজ্য রক্ষা করাও তেমনই আবশ্যক।

দিল্লীর প্রান্তরস্থিত পটাবাসসমূহের মধ্যে সম্রাটের শিবির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। সেই শিবিরের শিরোদেশে অতি উচ্চ কিংশুক-বসনের রাজপতাকা সগর্ব্বে উড্ডীন হইতেছে। শিবির-মধ্যে উচ্চ শুভ্র তৃণরাজির উপর মখমল-বসন বিস্তৃত রহিয়াছে। তদুপরি রৌপ্য স্বর্ণ ও বহুমূল্য প্রস্তরসমূহের বহু উপকরণ যথাযোগ্য স্থানে সজ্জিত রহিয়াছে। সেই বিচিত্র বস্ত্রাবাসের দক্ষিণপার্শ্বে পারস্যরাজ জ্যারক্‌সিজের মূর্ত্তির চিত্রপট। বামদিকে বুকিফ্যালার অশ্বে আরূঢ় ভারতবিজয়ী আলেকজেণ্ডারের চিত্রপট। দ্বারের শিরোদেশে মহম্মদ ও তাঁহার প্রথমা সহধর্ম্মিণী খোদেজার চিত্রপট। মহম্মদ তাঁহার প্রথমা সহধর্ম্মিণী খোদেজাকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছেন। সেই বস্ত্রাবাসের অন্যান্য তিন দিকে বড় বড় যুদ্ধের চিত্রপট। কোথাও মামুদ সোমনাথের মূর্ত্তি ধ্বংস করিতেছেন, কোথাও নির্ভীক মামুদ সমবেত রাজসৈন্যগণের বিরুদ্ধে সৈন্য-চালনা করিতেছেন। এই বিচিত্র শিবিরে চিন্তাশীলভাবে বিচরণ করিতে করিতে মহম্মদ অভীপ্সিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। তিনি নিকটস্থ ভৃত্যের দ্বারা কুতব ও বক্তিয়ারকে ডাকাইলেন।

অবিলম্বে কুতব ও বক্তিয়ার যথাবিধি অভিবাদন পূর্ব্বক প্রভুসমীপে আগমন করিলেন। মহম্মদ তাঁহাদিগকে বসিতে আদেশ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"তোমরা দুই জনে আমার হৃদয় ও মন—তোমরা দুই জনেই আমার বাহু ও বল—তোমরা দুই জনেই আমার শরীর ও বুদ্ধি—তোমরা দুই জনেই আমার শৌর্য্য ও যশ, তোমাদের কাহাকেও আমি তুষ্ট বা রুষ্ট করিতে পারি না। আমি যখন দিল্লী হইতে আসাম জয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তখন তাহা করিতেই হইবে। আমি তোমাদের কাহাকেও বাঙ্গালা-বিজয়ের ভার দিব না। আমি দৈবের উপর নির্ভর করিতেছি। অদ্য মেঘাবৃত অমানিশা। তোমরা রাত্রি এক প্রহরের পর দুই জনে অশ্বারোহণে বহির্গত হইবে। কেহই কোন অনুচর বা সহচর সঙ্গে লইতে পারিবে না। যে কোন কিছু শীকার করিতে পারিবে, সে পূর্ব্বদেশ জয়ের ভার পাইবে ও যে শীকার করিতে পারিবে না," সে এ দেশের শাসনকর্ত্তা থাকিবে।"

কুতব। কিস্মৎ, কিস্মৎ! জাঁহাপনা যেরূপ বিশাল রাজ্যের অধিপতি, সেইরূপ প্রত্যুৎপন্নমতি-সম্পন্ন। জাঁহাপনা, উত্তম সিদ্ধান্ত করেছেন।

বক্তিয়ার কহিলেন—"জাঁহাপনা! এই দুনিয়ার মালিক আল্লা। আল্লা যাঁহাকে এই জাঁহানের অধিপতি করেন, তাঁহাকে সেইরূপ গুণেই অলঙ্কৃত করেন। জাঁহাপনার সিদ্ধান্ত বড় সুন্দর হয়েছে। আমার মন বলছে, আমি ইতিহাসের পত্রে জাঁহাপনার দয়ায় বঙ্গ-বিজেতা বলিয়া লিখিত হইব।"

মহম্মদ। আচ্ছা, রাত্রি এক প্রহরের পর যখন

তোমরা শীকারে যাবে, আমার সহিত দেখা ক'রে যাবে।

কুতব পুনরপি বলিলেন,—"যদি আমরা দুই জনে শীকার করিতে পারি বা কেহই না পারি, তবে বঙ্গ-বিজয়ের কি হইবে ?"

মহম্মদ ঘোরী বলিলেন—"যদি দুই জনেই শীকার করিতে পার, তবে যাহার শীকার বড় ও ভাল হইবে, সেই বঙ্গ বিজয় করবে। যদি কেহই শীকার করিতে না পার, তবে আমি পুনরায় কল্য রাত্রে ঐরূপ শীকারে পাঠাব।"

কুতব ও বক্তিয়ার যথাবিধি অভিবাদন পূর্ব্বক স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

শীকারে

রজনী এক প্রহর অতীত হইয়াছে। আজ প্রকৃতিসুন্দরী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার নীলাম্বরী সদৃশ মেঘমালায় দামিনী মুহুর্মুহুঃ ঝিকিমিকি করিতেছে। জীমূত কড়কড় করিতেছে,—তাহার দীর্ঘ নিশ্বাসে তরুলতা কম্পিত হইতেছে। আজ তিনি রোষভরে গলদেশে তারা হার খুলিয়া ফেলিয়াছেন এবং তাহার মধ্যমণি সোমরত্নের আজ আর কোন দ্যুতি লক্ষিত হইতেছে না। আজ তাঁহার চরণ-ভূষণ কুঙ্কুমও নাই। মানিনী প্রকৃতি সুন্দরীর নেত্র-জলে বসুধা মধ্যে মধ্যে সিক্তা হইতেছেন। এই ভীষণ নিশাকালে অশ্বারোহণে সুসজ্জিত হইয়া কুতব ও বক্তিয়ার মহম্মদ ঘোরীর শিবিরে আগমন করিলেন। মহম্মদ দীপালোকে উভয়ের মূর্ত্তি দর্শন করিলেন।

কুতব জিজ্ঞাসা করিলেন,—জাঁহাপনা! আমরা যদি দুই জনই শীকার করিতে পারি, তবে বাঙ্গালা জয় করিতে কে যাইবে ?"

মহম্মদ ঘোরী বলিলেন, "যাহার শীকার বড় ও ভাল হইবে, সেই যাইবে।"

বক্তিয়ার। জাঁহাপনা আদেশ করুন, আমি কোন্ দিকে শীকারে বাহির হইব ?

মহম্মদ। শীকারের দিকও আমি বলিয়া দিব না। এই চামড়ার থলির মধ্যে দু'টি গোলাপফুল আছে, একটি রাঙা গোলাপ ও একটি সাদা গোলাপ। তোমরা এক জন হাত দাও, যদি রক্তফুল বাহির করিতে পার, তবে পূর্ব্বদিকে যাইবে, অপরে পশ্চিম দিকে যাইবে।

সম্রাটের এই কথার পর বক্তিয়ার থলির ভিতর হাত দিলেন এবং রক্ত গোলাপ বাহির করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বক্তিয়ার পূর্ব্বদিকে এবং কুতব পশ্চিমদিকে শীকারে বাহির হইলেন।

কিয়দ্দূর গমনের পর বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বক্তিয়ার রাজপথের পার্শ্বস্থিত ঘন-পল্লব একটি অশ্বথতরুর তলে আশ্রয় লইলেন এবং একাকী বলিতে লাগিলেন—"যেমন ভয়ঙ্কর রাত্রি, তেমনই বাতাস। কোন জীবের সাড়াশব্দ নাই। আজ কুকুরও ডাকে না, কুকুর একটি মারলেও ত হবে না, মারতে হবে,—একটি বন্য জন্তু বা পাখী। ভয় কারে বলে, তা ত আমি জানি না—ভয়ও করি না। তবে কি না, এই অন্ধকারে শীকারের সন্ধান পাই কি না কথা! কুতব ভাগ্যবান্ পুরুষ, অনায়াসে শীকার পাবে। যে ক্রীতদাস হ'তে একটি বিস্তীর্ণ দেশের অধিপতি হ'তে পারে, তাহার ভাগ্যে সকলই সম্ভব। কুতবের সঙ্গে আমার ভাগ্য-তুলনা করিলে আমি কিছুই করিতে পারলাম না। আমি যুদ্ধব্যবসায়ীর পুত্র, আজীবন যুদ্ধই ক'রে গেলাম। কোন রাজ্যও পেলাম না, রাজাও হ'লেম না। বীরের ধর্ম্ম রক্ষা করব - বিশ্বাসঘাতকতা করব না। দুর্গম পথে আমি পথপ্রদর্শক, কঠিন দুর্গ-জয়ে আমিই অগ্রগামী—ভীষণ যুদ্ধের মধ্যস্থলে আমি—এত ক'রেও ত কিছু করতে পারলাম না। আগুন, জল, ঝড়, অন্ধকার, আলোক, ভূত, প্রেত, পিশাচ, দস্যু, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার, সর্প, কুম্ভীর কিছুই ভয় করি না, তবু ত কিছুই করতে পারলাম না। এ কি! মুহুর্মুহুঃ ধরণী যে কাঁপছে। ভূমিকম্প না কি ? ভূমিকম্প! এই যে আমার সম্মুখে গাছের উপর আগুন! আগুন! আগুন! দামিনীর খেলা—বিদ্যুতের খেলা—আগুন ত নয়, ক্রমে এক ভুবন-মোহিনী মূর্ত্তি। কে তুমি মা ? আমাকে ভয় দেখাইবে ? বীরের হৃদয়ে ভয় নাই। জীব-সংহার যার ব্যবসায়, রণাঙ্গন যার রম্য নিকেতন, মৃতদেহ যার উপধান, শবস্তূপ যার উপাদেয় শয্যা, সে কি মা তোমার মোহিনী মূর্ত্তি দেখে ভয় পায় ? তুমি কে, শীঘ্র বল, নচেৎ এক গুলীতে আজ তোমাকেই শীকার ক'রে নিয়ে যাব।"

বৃক্ষশিরঃস্থিত সেই মোহিনী মূর্ত্তি বক্তিয়ারকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"ক্ষান্ত হও বীরবর, আমারে বধিতে।
তিন লোক-মাঝে নাহি কেন সৃষ্ট জীব।

আমি দৈববাণী, মোর দয়ামূর্ত্তি এই।
কোন অস্ত্রাঘাতে আমি হব না নিধন।
অবধান কর আমি কহি যে বচন।
অগ্রসর হও আরো সম্মুখে কাননে,
বনমাঝে শিবা এক করিবে চীৎকার,
লক্ষ্য করি সেই দিকে হান অস্ত্র বীর।
শৃগাল হইবে হত তব অস্ত্রাঘাতে,
অনায়াসে বঙ্গ তুমি করিবেক জয়।
ইতিহাস-পত্রে রবে স্বর্ণ অক্ষরে
লিখিত তোমার নাম 'বঙ্গের বিজেতা'!"

বক্তিয়ার কহিলেন, "আচ্ছা মা, বন্দেগী! আপনার বাণী সফল হউক। আমি বীর, এক দেশের অধিপতি হয়ে যত না সুখী হব, এক দেশ জয় করতে পারলে তদপেক্ষা অধিক সুখী হব—

"কৈ, সে মূর্ত্তি ত আর দেখি না। যে আঁধার সেই আঁধার, সেই মেঘ, সেই বিদ্যুতের খেলা, সেই মেঘগর্জ্জন, সেই হুড়হুড়ে বাতাস, সেই বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাত, সত্য সত্য কোন মূর্ত্তি দেখলাম, না আমার চিত্তের বিকার? ভয় না হইলে চিত্তবিকার ঘটে না, আমার ভয় নাই। দৈব, দৈববাণী আছে না কি? না, প্রবল আশার মরীচিকা, অথবা প্রবল মস্তিষ্ক-চিন্তার জাগ্রৎ স্বপ্ন। যাহা হউক, আমি আরও পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হই।"

অনন্তর বক্তিয়ার পূর্ব্বদিকে অধিকতর অগ্রসর হইলেন। সম্মুখে ভীষণ বন দেখিতে পাইলেন। কিয়ৎক্ষণ বনের নিকট দণ্ডায়মান রহিলেন। কিছু কাল পরে একটি শৃগাল ডাকিল। তিনি লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। আহত শিবা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ভূপতিত হইল। বিদ্যুতালোকে তিনি সেই শৃগালকে দেখিতে পাইলেন। পূর্ব্ব-গগন লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, বক্তিয়ারও মৃত শৃগালকে অশ্বে উঠাইয়া লইয়া শিবিরাভিমুখে অশ্বচালনা করিলেন।

অন্যদিকে কুতব পশ্চিমদিকে বহুদূর গমন করিলেন। প্রবলবেগে বৃষ্টি নামিয়া পড়িল। কুতব বৃহৎ এক শ্রেণীবদ্ধ নিম্বতরুর তলে আশ্রয় লইলেন। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "বাঙ্গালা! সোনার বাঙ্গালা! আমার জন্মভূমি, এমন সুন্দর দেশ আর পৃথিবীতে দেখি নাই। এ দেশে অন্নকষ্ট নাই। এ দেশের ভূমিতে শস্য, ফল; জলেতে মৎস্য। আমি যদি এ দেশ জয় করিতে পারি—আমি যদি এ দেশের রাজা হইতে পারি, তবে বাঙ্গালার যে কুপ্রথা জাতিভেদ, সেই কুপ্রথা সমূলে বিনষ্ট করিব।

"আমি বহুবিবাহ নিবারণ করব। আমি বিধবা-বিবাহ চলন করব। আমার মা বঙ্গীয় কুলীন ব্রাহ্মণ-কন্যা, দুঃখের সাগরে ভেসে কূল না পেয়ে নমঃশূদ্র সহিত সোনারগাঁয়ে এলেন। নমঃশূদ্র কি মানুষ নয়? চণ্ডাল আর ব্রাহ্মণ কি ভিন্ন? ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডালের ঔরসে আমার জন্ম হয়। আমাকে সকলে ঘৃণা করতে লাগল। কেন আমাকে ঘৃণা করিবে? ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-সংযোগ যদি বিধির বিধানের ব্যতিক্রম হয়, তবে এ সংযোগে পুত্র-কন্যার জন্ম হবে কেন? বিধাতা সকল নরনারীকে একরূপ করেছেন। জাতিভেদ মনুষ্যের অহঙ্কারের ফল, আমি বাঙ্গালা পদদলিত করব। জাতিভেদ উঠাব। ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে যদি এক করতে পারি, তবে মানব-জীবন সফল জ্ঞান করিব।

"এ কি! দূরাগত মধুর সঙ্গীত! এই ঘোরা অমানিশা-মধ্যসময়ে এমন মধুর সঙ্গীত কে করে? এ কি! এ কি! নিম্ববৃক্ষশিখরে এক অপূর্ব্ব দেব-মূর্ত্তি—লোহিত ও হরিদ্রা রঙের স্থির বিচিত্র মূর্ত্তি! দেবী যেন আলোকমধ্য হইতে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছেন! মা অভয়ে! আমি হিন্দুই ছিলাম। বল মা বল, আমায় কি বলবে বল; আমি সকল দেবদেবীর চরণে প্রণাম করি।"

সেই নিম্বতরুশিখরস্থিত দেবমূর্ত্তি ধীরে ধীরে মনুষ্য-স্বরে কুতবকে বলিলেন,—

"কেন বৎস, করিতেছ এ হেন নিশায়
একাকী তুরঙ্গ-পৃষ্ঠে মিছা ছুটাছুটি।
কি কাজ শীকারে তব, কেন বঙ্গে যাবে?
বঙ্গ-বিজয়ের ভার তোমা পরে নাই।
সুখে সুশাসন কর এই রম্য দেশ।
দিল্লীর সিংহাসনে তুমি হবে রাজা।
মুসলমানগণ-মাঝে তুমিই ভূপতি
হইবে প্রথমে এই ভারত-ভিতরে।
তব বংশে বহু জন হবে ভূমিপাল,
তোমার রহিবে কীর্ত্তি চিরকাল তরে।
তব নামে অট্টালিকা হবে বিনির্ম্মিত,
রবে এ সোনার দেশে কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রায়।"

এই কথা শেষ হইতে না হইতে কুতব ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দেখিল, সে মূর্ত্তি নাই, সে অপূর্ব্ব সঙ্গীত নাই। কুতব আবার একা একা বলিতে লাগিলেন, "এ কি দেখিলাম? এ কি মনের বিকার? আমি রাজপদের লোভ করি বটে, কিন্তু সে আশা আমার কোথায়? বিধির বিধানে সকলই সম্ভব। বাঙ্গালার

মজুরের জারজপুত্র ছিলাম, দুই লোকে চুরী ক'রে হাবসী বণিকের নিকট আমায় বিক্রয় করিল। তিনবার বিক্রয়ের পর ঘোরদেশে আসিলাম। অশ্ব-রক্ষক হইতে অশ্বশালার কর্ত্তা হইলাম, সৈনিক হইতে সেনাপতি হইলাম। এখন বিস্তীর্ণ দেশের শাসন-কর্ত্তা। বিশ্বাসঘাতকতা করব না, ধর্ম্মপথ ছাড়ব না, তাহাতে ভাগ্যে যা হয়। ব্রাহ্মণশোণিত আমার দেহে, বঙ্গীয় কৃষক আমার পিতা, ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমি এ দেশের অধিপতি হইতে পারি।" এই চিন্তায় কুতব বহুক্ষণ মগ্ন রহিলেন। তিনি পূর্ব্বাস্য হইয়া দেখিলেন, অরুণ উদয়াচলে উদয় হইয়াছেন। তিনি সবেগে শিবিরাভিমুখে অশ্বচালনা করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আবার শিবিরে।

অমানিশার ঘোর দুর্য্যোগের প্রাতঃকালে প্রতি-পদের সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। আজ আর দুর্য্যোগ নাই, মেঘবৃষ্টি নাই। বিমল সূর্য্যকিরণে আর্দ্রবসনা ধরিত্রী হাস্য করিতেছেন। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া মহম্মদ ঘোরী নিজ শিবিরে পাদচারণ করি-তেছেন এবং নিজে নিজে বলিতেছেন,—"বক্তিয়ার ও কুতবের মধ্যে যে শীকার লাভ করিতে পারিবে, সেই বাঙ্গালা জয় করিতে প্রেরিত হইবে। কিন্তু যদি কেহই শীকার করিতে না পারে, তবে আমাকে আরও এক দিন বিলম্ব করিতে হইবে। গৃহ-বিবাদ আমার জয়-বিজয়ের বিষম অন্তরায় হইল। মামুদ দেবমূর্ত্তি-ভগ্নকারী ও দেবমন্দির-ভগ্নকারী নাম পাইয়া মুসলমান জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। আমা-রও সে প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছে। এক্ষণে দেশের অধিপতি হওয়াই আমার উচ্চ আশা। শুনিয়াছি, বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের শিরোভূষণ, শুনিয়াছি, সেরূপ সুজলা, শস্য-শ্যামলা দেশ জগতে আর নাই। সে দেশে সুরসাল ক্ষুদ্র বৃহৎ কত ফল, সে দেশে নানা-জাতীয় শস্য, সে দেশের জলে মৎস্য, বনে শীকার। সে দেশে না কি ফলাহার ক'রেই বেঁচে থাকা যায়। শুনেছি, ফলাহার সে দেশের প্রধান নিমন্ত্রণ। আহা! প্রকৃতির সেই রম্যস্থান আমার ভাগ্যে দর্শন করা হইল না।"

আজ আর দুর্য্যোগ নাই, উজ্জ্বল সূর্য্য উদয় হইয়াছেন। মহম্মদ ভাবিতেছেন, "বক্তিয়ার ও কুতব বহুদূর চলিয়া গিয়াছে, বোধ হয়, কেহ কোন শীকার করিতে পারে নাই।"

এমন সময়ে শিবির-দ্বারে অশ্বখুর-ধ্বনি শ্রুত হইল। এক অশ্বারোহী একটি মৃত শৃগাল সহ যুগপৎ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। অশ্বারোহী মৃত শৃগালটি শিবিরদ্বারে রাখিয়া যথাবিধি অভিবাদন করিতে করিতে মহম্মদ ঘোরীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

ঘোরী সহাস্য বদনে কহিলেন, "বুঝেছি, বক্তিয়ার! তুমি একটি শৃগাল শীকার করেছ। ধূর্ত্ত শৃগাল শীকার করা সহজ ব্যাপার নহে। বাঙ্গালা-বেহারের লোক বোধ হয় শৃগালের ন্যায় ধূর্ত্ত। দেখা যাউক, কুতব কি ক'রে আসে।"

এই কথা হইতে না হইতে অন্য অশ্বারোহী আসিয়া শিবিরদ্বারে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি বিরস-বদনে আসিয়া ঘোরীর নিকট উপস্থিত হইলেন। মহম্মদ সহাস্য-মুখে কহিলেন, "বুঝেছি, কুতব, তুমি কোন শীকার লাভ করিতে পার নাই। এতে তোমার বিমর্ষ হবার কোন কারণ নাই।

"এক দেশ কয়জনে জয় করবে? বক্তিয়ার বাঙ্গালা জয় করিতে যাউন, তুমি এ দেশ শাসন কর। দু'জনের উপরই গুরু কার্য্যের ভার পড়িল। উভয়ে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন ক'রে ঈশ্বরের করুণা লাভ কর। যাও,তোমরা দুই জনেই এখন শ্রান্ত, বিশ্রাম কর গে।"

কুতব। জাঁহাপনা! আমি যে দিকে গিয়াছি-লাম, সে দিকে বনজঙ্গল কিছুমাত্র নাই, কেবলই বিশাল প্রান্তর। সেই প্রান্তরের মধ্যে দুই চারিটি নিম্ববৃক্ষ আছে মাত্র। এই তিন প্রহর রাত্রের মধ্যে একটি পাখীর শব্দও শুনিতে পাই নাই। বক্তিয়ার যে দিকে গিয়াছিলেন, সে দিকে বোধ হয় বন-জঙ্গল আছে।

মহম্মদ। তুমি শীকার না পাওয়ায় আমি কিন্তু দুঃখিত হই নাই। তুমি একটি শীকার ক'রে এলে ছোট শীকার বড় শীকার বিচার করতে হ'ত। কাজটি বড় নির্বিঘ্নে হয়ে গেল।

অনন্তর বক্তিয়ার ও কুতব মহম্মদ ঘোরীকে যথা-বিধি অভিবাদন করত স্ব স্ব শিবিরে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন। ঘোরী তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া পুনঃ পুনঃ ঘণ্টা বাজাইতে লাগিলেন। ঘণ্টার ধ্বনি শুনিয়া ভৃত্যগণ তাঁহার সমীপে আগমন করিলে ঘোরী ভৃত্যগণকে প্রধান প্রধান সৈনিক, সেনাপতি ও রসদদাতাকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। রাজার আজ্ঞা শ্রবণমাত্র সকলেই তাঁহার নিকট আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। সম্রাট মহম্মদ ঘোরী আদেশ করিলেন, "দ্বাদশ সহস্র সৈন্য, চারি সহস্র অশ্ব, চারি সহস্র উষ্ট্র এবং উহাদের বাসোপযোগী বস্ত্রাবাস ও খাদ্য লইয়া কল্য প্রত্যুষে আমি ঘোর যাত্রা করিব। সুবিধা ও সুযোগ বুঝিয়া অবশিষ্ট সৈন্যসামন্ত লইয়া বক্তিয়ার পূর্ব্বদেশ জয় করিতে যাইবেন।" সেনানায়ক ও রসদদাতৃগণ সম্রাটের আদেশে সম্মত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতে গমন করিলেন।

অপরাহ্নকালে মহম্মদ ঘোরীর শিবিরে আবার কুতব ও বক্তিয়ার উপস্থিত হইলেন। মহম্মদ ঘোরী তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, "আমি গৃহ-বিবাদে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতেছি। রাজ্য-শাসন ও দেশ-জয় সহজ কার্য্য নহে। কুতব আমার প্রতিনিধিস্বরূপ এ দেশের শাসনকর্ত্তা রহিলেন। প্রজাগণকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিবেন। দেশের সর্ব্বপ্রকার চোর-দস্যু নিবারণ করিবেন। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। এ দেশে নানাজাতীয় লোক। তন্মধ্যে বিশেষতঃ বিজিত হিন্দু ও জেতা মুসলমান। দেশ-জয়ের পূর্ব্বে হিন্দু-মুসলমানে প্রভেদ ছিল। দেখিও, যেন জেতা মুসলমান বিজিত হিন্দুগণের উপর অত্যাচার না করে। ধর্ম্ম, ন্যায়, অপক্ষপাতিতা রাজার প্রধান গুণ। মুষ্টিমেয় মুসলমান এ দেশ শাসন করিতে পারিবে না। হিন্দুগণকে বিশ্বাস করিয়া তাহাদিগকে বিশ্বাসী করিতে হইবে। রাজস্ব-সংগ্রহে হিন্দুকর্ম্মচারী মুসলমানগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। হিন্দুদিগের বিচার-বুদ্ধিও প্রশংসনীয়। শৌর্য্যবীর্য্যে হিন্দুর তুল্য জাতি জগতে আর নাই। হিন্দুর পদতলে বসিয়া পাঠান ও আফগানগণ দীর্ঘকাল বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে। তবে প্রশ্ন হইতে পারে, হিন্দুর পরাজয় হইল কেন? ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ, এ দেশে অসংখ্য প্রদেশ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজা। সেই রাজগণের মধ্যে একতা নাই, বরং বৈরভাব আছে। এ দেশ যদি এক রাজচক্রবর্ত্তীর অধীনে থাকিত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ তাঁহার অধীন হইতেন, তবে আমরা এ দেশ জয় করিতে পারিতাম না। তাঁহারা প্রত্যেকে অন্যের শ্রীতে এত কাতর যে, তাঁহারা বিশ্বাসঘাতকতা পর্য্যন্ত করেন। নিজের দেশে বৈরী নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। এই একতার অভাবেই মামুদ দেশ লুণ্ঠন করিতে ও দেবমন্দির ভাঙ্গিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং আমি জয়চাঁদকে হাতে পেয়েই বীরকেশরী মহারাজ পৃথ্বীরাজকে পরাজয় করিতে পেরেছি।

বক্তিয়ারকেও বলি, তুমি নূতন দেশ জয় করিতে যাইতেছ, সে দেশের পথ-ঘাট লোকজন কিছুই জান না—কেবল সাহসে ও অস্ত্রচালনার কৌশলে দেশ জয় করা যায় না। যে দেশ জয় করিতে যাইবে, আগে তথায় গৃহ-বিচ্ছেদ ঘটাইবার চেষ্টা করিবে। এক ঘর ভাঙ্গিয়া দুই ঘর হইলে জয় করা সহজ হয়। ভেদনীতি সম্বন্ধে একটি গল্প বলি—'এ দেশে সুন্দর ইক্ষু জন্মে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কুম্ভকার, নাপিত, ও চণ্ডাল এক কৃষকের ক্ষেত্র হইতে ৭খানি ইক্ষু ভাঙ্গিয়া লইয়াছেন। কৃষক দূর হইতে তাহার ইক্ষু চুরী দেখিয়াছিল। সে সাত জনকে দণ্ড দিবে মনে করিয়া নিকটে আসিল এবং প্রকাশ্যে বলিল, 'দেখ ব্যাটা চাঁড়াল, তুই আখ চুরী করিস্ কেন? আর সকলে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু, তাঁহারা আমার ইক্ষু লইয়া পবিত্র করেছেন।' এই কথা শুনিয়া অন্য সকলে চুপ করিয়া থাকিলেন। তখন কৃষক চণ্ডালকে খুব প্রহার করিল, এইরূপে একে একে সাত জনকে প্রহার করিল। ভেদনীতির এইরূপ গুণ। মামুদ অনেকটা এইরূপে দেশ লুণ্ঠন করেছেন! যে দেশ জয় করিবে, তাহার কয়েকটা লোককে হাত করিবে। ছল-চাতুরী তরোয়াল-বন্দুক অপেক্ষা ভাল অস্ত্র। তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে কেশ পলিত করেছ। কর্ত্তব্যজ্ঞানে তোমাকে দুই একটি কথা বল্লেম। তোমাকে আমার আর বেশী কিছু বলবার প্রয়োজন নাই।"

কুতব ও বক্তিয়ার সমস্বরে বলিলেন,—"জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য্য।"

পরদিন প্রাতেই মহম্মদ ঘোরী স্বদেশযাত্রা করিলেন। কুতবুদ্দীনও তাঁহার সহিত লাহোর পর্য্যন্ত আসিলেন। বক্তিয়ার কিছু দিনের জন্য দিল্লীতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বক্তিয়ারের কার্য্য।

বক্তিয়ার রণকুশল অভিজ্ঞ সেনাপতি। তিনি বহু যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন ও বহু দেশ জয় করিয়াছেন। বক্তিয়ার এ দেশীয় ভাষায় কথোপকথন করিতে পারেন, এইরূপ কয়েক জন বুদ্ধিমান্ সৈনিক বাছিয়া লইলেন। তাহাদিগকে হিন্দুভাবে কথা বলিতে ও হিন্দুবেশ পরিতে শিক্ষা দিলেন। তিনি তাহাদিগকে হিন্দুপূজা-অর্চনা ও যাগ-যজ্ঞ করিতে শিক্ষা দিলেন এবং কয়েক জনকে তীর্থযাত্রিবেশে প্রয়াগ,

বারাণসী, গয়া, সীতাকুণ্ড ও বৈদ্যনাথতীর্থ যাইবার ব্যপদেশে ঐ সকল দেশের পথ-ঘাট, দেখিতে ও দেশের অবস্থা জানিতে পাঠাইলেন। বক্তিয়ার প্রকাশ করিলেন, কোন্ দেশ জয় করিতে যাইবেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই, বিশেষতঃ তাঁহার রসদ ও যুদ্ধ-উপকরণের অভাব আছে। সম্ভবতঃ বর্ষান্তে তিনি মরুভূমি অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের চির-প্রাচীরস্বরূপ স্বাধীনতাপ্রিয় সমরকুশল রাজপুতনার রাজপুত রাজগণকেই জয় করিতে যাইবেন। এই সংবাদে পূর্ব্বদেশীয় রাজগণ অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

দিল্লীতেই বর্ষা অতীত হইল, ক্রমে শরৎ আসিয়া ধরারাজ্য আধিপত্য গ্রহণ করিলেন। নূতন ধরণে রাজমহিষী সাজাইবার মানসে প্রকৃতিদেবী ধরাবাসীকে সাজাইতে বসিলেন। তিনি সবুজ রঙ্গে ধরাবাসীকে চিত্রিত করিলেন। কি দূর্ব্বাদল, কি পত্র-পুঞ্জ, কি শস্যক্ষেত্র সকলই ধরিত্রী রাণীর সবুজ রঙ্গে স্ব স্ব শরীর রঞ্জিত করিল। প্রকৃতি জলপদ্ম, স্থলপদ্ম, কুমুদ, কহ্লার, বক, শেফালিকা, জবা, অপরাজিতা, দশবাইচণ্ডী, করবী, টগর, দোমুখী, রজনীগন্ধা প্রভৃতি ফুলের মালা রাণীর গলায় পরাইয়া দিলেন। গাঢ় নীল সূতায় গাঁথিয়া তারাহার রাণীর মাথার উপর রাখিলেন। উজ্জ্বল শশাঙ্কের সিন্দুরের বিন্দু রাণীর সীমন্তে পরাইয়া দিলেন। নব রাজ্যের বৈতালিক বিহঙ্গকুল নবরাগে গীত ধরিয়া দিল, নবরাজ্যে রাস্তাঘাট পরিষ্কৃত হইল। নদ-নদীর প্রচণ্ড গর্জ্জি হ্রাস হইল, দশ দিক যেন আমোদের হাসি হাসিতে লাগিল।

বক্তিয়ারের পূর্ব্বদেশগামী হিন্দুতীর্থযাত্রী ও সন্ন্যাসিবেশধারী দূতগণ আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ জানাইল। বক্তিয়ার ত্বরিতগমনে প্রয়াগে আসিয়া উপনীত হইলেন। প্রয়াগের ক্ষুদ্র রাজা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। বক্তিয়ার তথা হইতে নৌকাপথে বারাণসীক্ষেত্রে আসিয়া কাশীরাজের রাজধানী অবরোধ করিলেন। কাশীরাজ অনন্যোপায় হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেও নগরবাসীদিগের প্রতি অত্যাচার হইতে লাগিল। পৃথ্বীরাজের পরাজয়েই আর্য্যাবর্ত্তের রাজন্যবর্গের ভয়ানক ভীতি-সঞ্চার হইয়াছে। বক্তিয়ার খিলিজিরও ইচ্ছা, কাশী ও বেহারে অধিক সময় অতীত করিবেন না। বাঙ্গালা ও আসাম জয় করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। খিলিজি সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কাশীরাজ অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক বার্ষিক কর দিতে সম্মত হইলেন। বক্তিয়ার কিছু নগদ অর্থ ও নানা উপঢৌকন লইয়া কাশীনগর পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

খরস্রোতা ভাগীরথীর প্রবল স্রোতে বক্তিয়ার অতি অল্পসময়ের মধ্যেই বেহারের প্রাচীন রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যপূর্ণ তরীশ্রেণী পাটলীপুত্রে আসিবার পূর্ব্বেই বেহার অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ তাঁহাদের সৈন্য লইয়া পাটনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

নৌকা হইতে তীরে উঠিবার কালেই বক্তিয়ার বিশেষ বাধা পাইলেন। তরণী হইতে অবতরণ কঠিন দেখিয়া বক্তিয়ার সৈন্য লইয়া জাহ্নবীর অপর পারে চলিয়া গেলেন।

এ দিকে বেহারের রাজগণ দিবারাত্র গঙ্গাতীরে সৈন্য রাখা উচিত স্থির করিলেন। সর্ব্বদা স্ব স্ব সৈন্য গঙ্গাতীরে বিচরণ করে, সকলের ইহাই মত হইল। যে গৃহ-বিবাদে ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, মিথিলার রাজগণমধ্যেও সেই গৃহ-বিবাদ বাধিয়া উঠিল। যুদ্ধের ব্যয় লইয়া এই গৃহ-বিচ্ছেদের সূত্রপাত হইল। বেহারের অন্যান্য অঞ্চলের রাজগণ প্রস্তাব করিলেন, তাঁহারা পাটলীপুত্র-রক্ষায় আসিয়াছেন। পাটলীপুত্রের অধিপতি সকল সৈন্যের রসদ দিবেন, রাজগণ স্ব স্ব সৈন্যের বেতনমাত্র দিবেন। পাটলীপুত্ররাজ দীর্ঘকাল রসদ দিতে সমর্থ হইবেন না, জানাইলেন। তখন অন্য রাজগণ পাটলীপুত্র ছাড়িয়া স্ব স্ব রাজ্যে যাইবেন প্রচার করিলেন। বিবাদানল দিন দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতররূপে জ্বলিয়া উঠিল। সৈন্যগণ সুবিধা পাইয়া পাটলীপুত্ররাজের সযত্নে প্রদত্ত আহারীয়ের নানা দোষ বাহির করিতে লাগিল। রাজগণ পাটলীপুত্র ত্যাগ করাই অভিমত করিলেন। তাহারা পাটলীপুত্র ছাড়িয়া তথা হইতে বারো মাইল দূরে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

বেহারের রাজগণ, তোমরা কি সর্ব্বনাশ করিলে! যে গৃহবিচ্ছেদে দিল্লী ধ্বংস হইয়াছে, যে গৃহ-বিচ্ছেদে হস্তিনাপুর লয় পাইয়াছে, যে গৃহ-বিচ্ছেদে যদুবংশ প্রভাসে ধ্বংস হইয়াছে, যে গৃহ-বিচ্ছেদে সেকন্দর ভারতে প্রবেশলাভ করিয়াছেন, যে গৃহ-বিচ্ছেদে সস্ত্রীক পৃথ্বীরাজ রণক্ষেত্রে জীবনপাত করিয়াছেন, তোমরা সেই সর্ব্ব অনর্থকর গৃহ-বিচ্ছেদে মাতৃভূমি মুসলমান-করে তুলিয়া দিলে! তোমাদের দেবমন্দিরের দেবমূর্ত্তিসকল মুসলমানের উপহাসের সামগ্রী হইল! তোমাদের মাতা, ভগিনী, বনিতা ও কন্যার ধর্ম্ম মুসলমান-করে তুলিয়া দিতেছ! তোমরা সামান্য অর্থের জন্য কলহ করিয়া অমূল্য স্বাধীনতা চিরকালের জন্য মুসলমান-করে তুলিয়া দিলে! তোমাদের পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি নষ্ট করিলে ও নিজের মান ডুবাইলে।

তোমরা সিংহবৃত্তি ছাড়িয়া সারমেয়-বৃত্তি ধরিলে! তোমরা দৃঢ়ভাবে অসি-চর্ম্ম ধারণের পরিবর্ত্তে যুক্ত করে বিধর্ম্মীর পদানত হইবে? তোমাদের সোনার বেহার রসাতলে চলিল। সামান্য রসদ লইয়া কলহ করিয়া তোমরা দেশে ভীষণানল জ্বালিলে। নিজের অন্ন-ব্যঞ্জন পরের ভোজ্য করিয়া দিলে! হায়! হায়! তোমরা কি মূর্খতার, কি নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করিলে! তোমরা এই দাসত্বের কঠিন নিগড় পরিলে। তোমাদের শতপুরুষ, সহস্রপুরুষ এই অধীনতার কঠিন নিগড়ে ছট্‌ফট্ করিয়া কত বিলাপ, কত রোদন করিবে। তোমরা হৈম অট্টালিকায় অনল সংযোগ করিলে।

বক্তিয়ার খিলিজী সন্ন্যাসিদূতমুখে গৃহ-বিচ্ছেদের কথা শুনিলেন। তিনি সেই রাত্রেই গঙ্গা পার হইয়া পাটলীপুত্রে আসিয়া অবতরণ করিলেন। তিন দিন পাটলীপুত্রের রাজার সহিত খিলিজির তুমুল সংগ্রাম চলিল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যাকালে পাটলীপুত্ররাজ যুদ্ধে আহত হইয়া রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন। পাটলীপুত্রের হিন্দু-সূর্য্য অস্তমিত হইল! দেশীয় স্বাধীন রাজবংশ লোপ হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বেহারের দ্বিতীয় যুদ্ধ

পাটলীপুত্র জয় করার পর বক্তিয়ার খিলিজি তথায় প্রায় এক মাস অবস্থিতি করিলেন। তিনি মৃত রাজার উত্তরাধিকারীর সহিত সন্ধি করিলেন। তিনি ভদ্রতা ও সদ্ব্যবহারে নূতন রাজাকে সন্তুষ্ট করিলেন। নূতন রাজা মহম্মদ ঘোরীর অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক বার্ষিক কর দিতে সম্মত হইলেন। তিনি খিলিজিকে নানা উপহার প্রদান করিলেন এবং যুদ্ধের ব্যয়-স্বরূপ প্রচুর নগদ অর্থ প্রদান করিলেন।

এক মাসকাল পাটলীপুত্রে অবস্থিতি করায় সমবেত রাজগণ ও তাঁহাদের অধীন সৈন্যগণ মনে করিলেন, বক্তিয়ার তাঁহাদের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করিতে ভয় করিতেছেন, এ কারণ তাঁহারা একরূপ যুদ্ধবিষয়ে উদাসীন হইয়া যথেচ্ছ পানভোজনে রত হইলেন। ধূর্ত্ত বক্তিয়ার তাহাই চাহেন। এক দিন নিশীথসময়ে বক্তিয়ার সমবেত সৈন্য আক্রমণ করিলেন এবং সেই রাজগণকে দুই ভাগ করিয়া ফেলিয়া মধ্যস্থলে নিজ শিবির সংস্থাপন করিলেন। তিনি এমন ভাবে শিবির সংস্থাপন করিলেন যে, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বের সৈন্য বাম পার্শ্বে যাইতে না পারে, এইরূপে তিনি রাজসৈন্য দ্বিখণ্ড ও হীনবল করিয়া ফেলিলেন।

প্রায় এক মাসকাল খণ্ডযুদ্ধ চলিল। ক্রমে রাজশক্তি হীনবল হইয়া আসিল। ক্রমেই রাজগণের মধ্যে মনোমালিন্য বাধিয়া উঠিল। এক জন এক জন করিয়া সকলেই সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। বক্তিয়ারও সকলের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। সকল হিন্দুরাজা মহম্মদ ঘোরীকে বার্ষিক কর দিয়া সামন্তরাজা হইলেন। বক্তিয়ার যথেষ্ট অর্থ ও প্রচুর উপঢৌকন পাইলেন। বেহারভূমি আফগানের পদানত হইল। বেহারীগণ অমূল্য স্বাধীনতা-ধন চিরকালের জন্য হারাইলেন। বেহারী নরনারীগণ দুঃখ-পারাবারে ভাসিলেন। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণ দুঃখের ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বেহারীগণের যশঃ, শৌর্য্য, বীর্য্য চিরকালের জন্য রাহুগ্রাসে পতিত হইল। বক্তিয়ার বহুসংখ্যক সৈন্য, প্রচুর যুদ্ধসম্ভার ও রসদ নৌকাপথে রাজমহলে পাঠাইলেন এবং নিজ অগণিত সৈন্য লইয়া নূতন প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত করিতে করিতে রাজমহলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজমহলে আসিয়া বক্তিয়ার শিবির সংস্থাপন করিলেন। তিনি বাঙ্গালার অবস্থা বিশেষভাবে সন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার ছদ্মবেশী সন্ন্যাসিগণ ও যাত্রী সকল নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময়ে বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে নব রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক সুখে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সময়ে নবদ্বীপে অনেক দেব-দেবীর মন্দির সংস্থাপিত হইতেছিল। এ সময়ে গুণী, জ্ঞানী, শিল্পী আসিয়া নবদ্বীপের শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছিলেন। তখনও নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন নাই। এ সময়ে নবদ্বীপে তান্ত্রিক ও শাক্তগণের সংখ্যাই অধিক ছিল।

রাজমহলে থাকিয়াই বক্তিয়ার জানিতে পারিলেন, বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন সাক্ষিগোপালমাত্র। রাজ্যের শাসন ও পালনের ভার মন্ত্রী পশুপতির হস্তে অর্পিত রহিয়াছে। রাজধানীতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিশেষ প্রাদুর্ভাব আছে।

নবদ্বীপে আগত পণ্ডিতগণ পণ্ডিত বটেন, কিন্তু নিরন্ন। তাঁহারা মন্ত্রীর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া নবদ্বীপে আসিয়াছেন। পশুপতি তরুণ যুবক, জীবনের বহু আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অপূর্ণ রহিয়াছে। তিনি উচ্চপদাভিলাষী—উচ্চপদাকাঙ্ক্ষী।

বক্তিয়ার রাজমহলে আসিয়া এই সংবাদ পাইয়া

আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তিনি পশুপতিকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন, তাঁহার চেষ্টা সফল হইল। বিশ্বাসঘাতক অজ্ঞান পশুপতি বক্তিয়ারের প্রলোভনজালে আবদ্ধ হইলেন। বক্তিয়ার ও পশুপতির গোপনে বন্দোবস্ত হইয়া গেল। ক্ষুদ্রাশয় ব্রাহ্মণগণ সামান্য অর্থে পশুপতির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা সামান্য অর্থে খুশী হইয়া ও শান্তিতে থাকিবার বাসনায় শাস্ত্রের বচন প্রক্ষেপ করিলেন। এই সময়ে অর্থাৎ কলিকালে বঙ্গ মুসলমানপদানত হইল।

পশুপতি বৃদ্ধ রাজার একমাত্র সচিব ছিলেন না, তাঁহার আরও অনেক সচিব ছিল। শাস্ত্রের প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন আরও অনেক নির্ভীক পণ্ডিত লক্ষ্মণসেনের সভা অলঙ্কৃত করিতেন। তাঁহারা বলিলেন, শাস্ত্রে ওরূপ কোন কথা নাই এবং বিনা যুদ্ধে সোনার বঙ্গ মুসলমান-করে তুলিয়া দেওয়া হইবে না। রাজা লক্ষ্মণসেন উভয় দলের কথা শুনিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। তিনি বীরভূম মানভূম প্রভৃতি সপ্তভূমের রাজগণকে এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ভূপালগণকে তাঁহার সভায় আহ্বানার্থ দূত প্রেরণ করিলেন। যদিও এ কার্য্য পশুপতির অনিচ্ছা সত্বে হইল, তথাপি পরামর্শের জন্য রাজগণকে আহ্বান করা হইয়াছে বুঝিয়া, পশুপতি কোন বাধা জন্মাইতে পারিলেন না।

পশুপতি, তুমি বড় মূর্খের কাজ করিলে। তুমি বড় বিশ্বাসঘাতক। তুমি রাজ্যের কাণ্ডারী হইয়া তরণী ডুবাইতে চলিলে। তোমার বাণিজ্যদ্রব্য কতক সমুদ্রজলে ডুবিয়া যাইবে—কতক জলে ভাসিয়া যাইবে। নিজের গৃহে নিজে অগ্নিসংযোগ করিতে নাই। বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া সেই শাখা কর্ত্তন করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য। পণ্যদ্রব্যের কর্ত্তা হইয়া তরী ডুবান গর্হিত কার্য্য।

পশুপতি তুমি অন্যায় লোভে মুগ্ধ হইয়া বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী জাতিকে ডুবাইতে চলিলে। তুমি মাতা-ভগিনীকে বিধর্ম্মীর হাতে সমর্পণ করিলে। তোমার ধর্ম্ম রসাতলে চলিল, তোমার দেবদেবী নষ্ট হইল। তুমি বাঙ্গালী জাতির কলঙ্ক, ব্রাহ্মণজাতির পাপস্বরূপ, বলিয়া নিন্দিত হইতে চলিলে। লোভ সংবরণ কর, দুরাশা সংযত কর। লোভ ও দুরাশা সর্ব্বনাশের মূল। ন্যায়ের ক্ষেত্রে ধর্ম্মরৌদ্রে লোভ ও আশা যতটুকু বলবান্ হয় হউক, এই দুই তরুলতা পাপের ক্ষেত্রে যাইতে দিও না; ইহাতে অধর্ম্মের রৌদ্র যেন স্পর্শ না করে। নূতন ক্ষেত্রে নূতন রৌদ্রে ইহারা বিষময় ফল ধারণ করিবে। হলাহলে বাঙ্গালীর সুখ-শান্তি অনন্তকালের জন্য অপহৃত হইবে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নবদ্বীপে বৃহতী সভা।

বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন সভামণ্ডপে আসীন। পূর্ব্ব-পশ্চিম বাঙ্গালা ও উত্তর-বাঙ্গালার রাজন্যগণ সমাগত। দেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ সমাগত। দেশের প্রধান প্রধান বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি উপস্থিত। সভা বিচিত্র উপকরণে সজ্জিত—সভা জনে জনাকীর্ণ। রাজসিংহাসনের নিকটে দুই রাজদণ্ড হস্তে দুই নকীব আসিল। নকীবদ্বয় নিম্নের ক্ষুদ্র কবিতায় রাজ-আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিল;—

"আসিছেন সভাস্থলে, ভাসিয়া আঁখির জলে,
লক্ষ্মণ মহারাজ চিন্তায় ব্যাকুল।
যায় বঙ্গসিংহাসন, যায় স্বাধীনতা-ধন,
দুয়ারে এসেছে দেখ ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল॥
যজ্ঞ দান করি কত, এ বংশের রাজা যত,
সুন্দর যশের ধ্বজা দেছেন উড়ায়ে।
ফুল দিয়া দ্বিজগণে, বাড়ায়ে শাস্ত্রের জ্ঞানে,
নানা দেশ হ'তে শাস্ত্র আনেন কুড়ায়ে॥
সাধিতে দেশের হিত, কার্য্য করি সমুচিত,
আসিছেন নবদ্বীপে পণ্ডিতের দলে।
বাণিজ্য হইতে দেশে, শস্যে কৃষিক্ষেত্র হাসে,
শিল্পিগণ শিল্পকর্ম্ম করে কুতূহলে॥"

অবিলম্বে বৃদ্ধ মহারাজ লক্ষ্মণসেন সভামণ্ডপে আগমন করিলেন। উপস্থিত রাজন্যবর্গ ও উপস্থিত জনগণ যথাবিধানে মহারাজের অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা আসন পরিগ্রহ করিয়া সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিলেন,—"আমি এখন অশীতিপর বৃদ্ধ। এখন আমার শরীরে বল নাই, মনে শান্তি নাই। এখন আমি চার দণ্ডকাল কোন বিষয়ে চিন্তা করিতেও সমর্থ নহি। এখন আমার রাজ্যের শাসন ও পালন-ভার অমাত্যগণের প্রতি ন্যস্ত রহিয়াছে। বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের ভূষণ, দেশের পণ্ডিতগণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণকে আমি আহ্বান করিয়াছি। আমি যখন আপনাদের কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া সভামণ্ডপে উপবেশন করি, তখন এই বৃদ্ধবয়সেও আমার বক্ষঃস্থল স্ফীত হইয়া উঠে, কিন্তু বোধ হয়, এই আমার

জীবনের সে সুখের শেষ দিন। এ জীবনে বোধ হয়, আপনাদের লইয়া বসিবার অবসর আর হইবে না।

আপনারা শুনিয়াছেন, বক্তিয়ার খিলিজি বহুসংখ্যক সৈন্ত লইয়া বাঙ্গালার দ্বারে উপস্থিত। আমার প্রধান অমাত্য ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ বলিতেছেন, শাস্ত্রে লিখিত আছে,বঙ্গ এখন মুসলমানপদানত হইবে, যুদ্ধের আয়োজন বিফল। এখন এই বিপৎসময়ে আপনারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করুন।"

রাজা নিস্তব্ধ হইতে না হইতে রাঢ়দেশীয় মল্লভূমের রাজা গোপীনাথ রায় সক্রোধে বলিতে লাগিলেন—"মহারাজ! আমি আপনার প্রধান অমাত্য ও নবদ্বীপের কোন কোন পণ্ডিতগণের কথায় বড় রুষ্ট হইয়াছি। আমি যদি কোন অন্যায় কথা বলি, তবে আমাকে ক্ষমা করিবেন। নবদ্বীপ পূর্ব্বে পণ্ডিতের স্থান ছিল না, আপনার আগমনে কয়েক জন নিরাশ্রয় পণ্ডিত এখানে আশ্রয় লইয়াছেন। রাঢ়দেশ পণ্ডিতের আদি স্থান। আমি আমার রাজ্য হইতে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ চারিজন পণ্ডিত আনিয়াছি। তাঁহারা বলেন, বঙ্গ মুসলমানপদানত হইবে, এরূপ কোন কথা হিন্দুশাস্ত্রে নাই। আমি নিজেও অবকাশসময় শাস্ত্রালোচনায় অতীত করি, কিন্তু কোন শাস্ত্রে ওরূপ কাপুরুষতার পরিচয় নাই। ঐরূপ শাস্ত্র অধম কাপুরুষের শাস্ত্র; আমি সে শাস্ত্রের বচন অগ্রাহ্য করি এবং সে শাস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করি। মহারাজ! আমার মতে প্রিয় জন্মভূমি, পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম, শান্তিময় দেবমন্দিরসমূহ ও প্রসন্ন দেবমূর্ত্তিসকল আমাদের দেবীসদৃশ। ললনাকুলকে আমরা কখনও মুসলমান করে তুলিয়া দিতে পারিব না। যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ। খিলিজি কয়েক সহস্র মুসলমান সৈন্ত লইয়া আসিয়াছে। আমরা দেশে কত কোটি লোক আছি। আমরা মাতঙ্গ হইয়া ভেকভয়ে পলায়ন করিব? আমরা কি সমুদ্র হইয়া গোষ্পদে ডুবিব? হিমাদ্রি কি গোষ্পদের জলে ভাসিয়া যাইবে? লোষ্ট্রপ্রহারে আজি বিন্ধ্যগিরি চূর্ণীকৃত হইবে?"

রাজা গোপীনাথের বাক্য শেষ হইতে না হইতে মধ্যবঙ্গের শঙ্করপুরের রাজা রামশঙ্কর রায় ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"মহারাজ! উপস্থিত সভাসদ্‌গণ! রাঢ়দেশীয় রাজা গোপীনাথ রায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম কথা। আমার রাজ্যেও অনেক সুপণ্ডিত আছেন, আমার সহিতও দুই জন প্রাচীন পণ্ডিত আসিয়াছেন। আমি অগ্রে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের নিকট জানিতে চাই, কোন্ শাস্ত্রের কত অধ্যায়ে কোন্ শ্লোকে বাঙ্গালা মুসলমান-পদানত হবে, এ কাপুরুষোক্তি আছে।"

নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্য হইতে উত্তর হইল, "শ্রীমদ্ভাগবতের শেষ অধ্যায়ে ও পদ্মপুরাণের শেষ অধ্যায়ে লিখিত আছে।" রাজা রামশঙ্কর পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "মিথ্যা কথা। যে শ্রীমদ্ভাগবতে বা পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, তাহা পুরাণ নয়। আমি অল্পদিন হইল ৮ কাশীধামে গিয়াছিলাম। কাশীর প্রাচীন চতুষ্পাঠী হইতে রামায়ণ, মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ ও দ্বাদশ উপপুরাণ বড় বড় পণ্ডিতের দ্বারা বাঙ্গালা অক্ষরে নকল করাইয়া আনিয়াছি। আমি ও আমার পণ্ডিতগণ সে সকল শাস্ত্র তন্নতন্ন ক'রে পাঠ করেছি, তাহার কোথাও এ কথা নাই। আমাদের মুনি-ঋষিগণ কাপুরুষ ছিলেন না, তাঁহারা দেশদ্রোহী ও রাজদ্রোহী ছিলেন না। আমাদের মুনিঋষিগণের মধ্যে পরশুরাম, দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি বীর, বাল্মীকি, ব্যাস প্রভৃতি কবি ছিলেন। শাস্ত্রে ওরূপ কথা নাই, থাকিতেও পারে না, যদি থাকে, সে শাস্ত্র নয়। সে শাস্ত্র বঙ্গসাগরের জলে ভাসাইয়া দিউন। যিনি যুদ্ধে বিমুখ হন, তাঁহার যুদ্ধ ক'রে কাজ নাই। বাঙ্গালায় বহু লক্ষ যোদ্ধা মিলবে। হিন্দুশাস্ত্রের দোহাই দিয়া শাস্ত্র কলঙ্কিত করবেন না। আমি বীরবর রাজা গোপীনাথের সহিত সম্পূর্ণ একমত হইয়া বলি, এই সোনার বাঙ্গালা কিছুতেই মুসলমান-করে তুলিয়া দিব না। আমরা যুদ্ধ করিলে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হইব।"

চারিদিক হইতে শব্দ উঠিল, "যুদ্ধ করিব, যুদ্ধ করিব।" রামশঙ্কর বলিতে লাগিলেন,—"এই বিচিত্র কৃষি-ভাণ্ডার, এই শিল্পের বাজার, এই বাণিজ্য-হাট, এই বাণিজ্যের আগার, এই হাস্যময়ী রম্যদেশ—ধমনীতে এক বিন্দু রক্ত থাকিতে কি বিদেশীর করে তুলিয়া দেওয়া যায়? এ দেশ কি বীরের দেশ নয়? এ দেশে কি যযাতি, রাম, ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জ্জুন জন্মগ্রহণ করেন নাই? আর্য্য-প্রাচীর শক, গ্রীক, হূন, পারসিক প্রভৃতির প্লাবনে ক্ষয় ও স্থানে স্থানে ধ্বংস হইয়াছে বটে; কিন্তু ভূতলশায়ী হয় নাই। আমরা পবিত্র আর্য্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আর্য্য কবি গাহিয়াছেন—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' সেই জননী ও জন্মভূমি আফগানের হাতে তুলিয়া দিব? অসভ্য আফগান আজ মাতৃবক্ষে বসিয়া মাতৃশোণিত পান করিবে? রাজা গোপীনাথ যথার্থ বলিয়াছেন, ভেকে সিংহের মুণ্ড ভাঙ্গিবে, মূষিক সিংহের মস্তকে নৃত্য করিবে। আফগান ভারতে রাজা হইবে আর আমরা

পাঁচ কোটি বাঙ্গালী চিত্রিত পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিব, এই কি মানুষের কার্য্য? মানুষ মানুষ নামের যোগ্য কিসে? যে পিতা-মাতা হইতেও গরীয়সী পরমপূজ্য জন্মভূমি রক্ষা করে—স্বধর্ম্ম ও স্বজাতিকে ভালবাসে, দয়াদি বৃত্তির পরিচালনা করে, দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করে, সেই ত মনুষ্য নামের যোগ্য। আমরা মনুষ্যত্বের পরিচয় দিব ও যুদ্ধ করিব।"

রাজা রামশঙ্করের বাক্য শেষ হইবামাত্র মধ্যবঙ্গের নারায়ণপুরের রাজা নরনারায়ণ রায় জলদগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন—"আমার সঙ্গেও চারি জন অভিজ্ঞ পণ্ডিত আছেন। আমি নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে বিচারার্থ আহ্বান করিয়া বলিতেছি যে, তাঁহারা শাস্ত্র দেখাইয়া শাস্ত্র-বচন ব্যাখ্যা করিয়া আমার পণ্ডিতগণের নিকট দেখান যে, শাস্ত্রের উক্তি বঙ্গ মুসলমান-পদানত হইবে।" নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ উত্তর করিলেন না। নরনারায়ণ পুনরপি বলিতে লাগিলেন, "অনেক নিরাশ্রয় পণ্ডিত নবদ্বীপে আসিয়া রাজাশ্রয় পাইয়াছেন সত্য। বখ্‌তিয়ার-খিলিজি কি তাঁহাদিগের চতুষ্পাঠীর জন্য বড় বৃত্তির বন্দোবস্ত করিবে? যুদ্ধে ভয় হয়, পণ্ডিতগণ অন্যত্র যাইতে পারেন। অদ্রি হিমালয় তপঃসিদ্ধ পবিত্র ভূমি, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, কেদারনাথতীর্থ প্রভৃতি তথায় বিরাজমান। যুদ্ধভয়ে ভীত দ্বিজগণ এই সকল শান্তিময় স্থানেও গমন করিতে পারেন। মাতাকে বিধর্ম্মীর করে সমর্পণ করার উপদেশ দেওয়া কি ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম? পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের ন্যায় আমারও যুদ্ধ করা অভিমত। যাহার জন্ম আছে, তাহারই মরণ আছে; যাহার জন্ম নাই তাহার মরণও নাই। আমরা মরিবার জন্যই জন্মিয়াছি। এ কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি এই দুই ধন আমরা সম্বল করিতে পারি। কীর্ত্তি ইহজগতে রাখিয়া যাইব, ধর্ম্ম পরলোকেও লইয়া যাইতে পারিব। শ্রবণহীন, দর্শনহীন প্রাণ লইয়া শক্তিহীন, পলিত কেশ, লোলচর্ম্ম, কম্পিতাঙ্গ বৃদ্ধ হইয়া, অশেষ পীড়ায় যন্ত্রণাভোগ করিয়া, শত শোকে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করিয়া, সহস্র দুশ্চিন্তায় মস্তক বিঘূর্ণিত করিয়া অসংখ্য অভাব, অনাটন, দারিদ্র্যভয়ে ভীত হইয়া, নিভৃত প্রদেশে পর্ণকুটীরে মৃত্যু অপেক্ষা প্রশস্ত রণাঙ্গনে বৈরিনিপাত করিয়া, স্বদেশ রক্ষা করিয়া, জীবন ক্ষয় কর। বিভাকরের প্রচণ্ড করমধ্যে মধুর রণবাদ্য শ্রবণ করিতে করিতে সুন্দর যোদ্ধ‍ৃবেশ ধারণ করত অসংখ্য যোদ্ধগণে পরিবৃত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্ম্ম রক্ষায় অনন্ত ধর্ম্ম লাভ করিয়া অরাতিবধ করিতে করিতে দেশের জয়—রাজার জয়—দেশীয় দেবদেবীর জয়নাদ উচ্চারণ করিতে করিতে শত সহস্র জন একসঙ্গে প্রাণত্যাগ করা কি সুখের নয়? আমি আর কথা জানি না, এই জানি যে, নিশ্চয় মরিব। যদি মরিতেই হইল, তবে স্বদেশ—স্বধর্ম্ম—স্বজাতি রক্ষার জন্য মরিব এবং ধর্ম্মধন সম্বল করিয়া হাসিতে হাসিতে পরলোকে চলিয়া যাইব। যদি স্বদেশ, স্বজাতি রক্ষা করিতে পারিলাম, তবে এ জন্মে কীর্ত্তির ধ্বজা উড়াইয়া দিলাম এবং পরকালের জন্য ধর্ম্ম ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিলাম। জিজ্ঞাসা করি, সভাসদ্‌গণ কি এ কার্য্যে রাজি?" চারিদিক হইতে শব্দ উঠিল, "হাঁ হাঁ, যুদ্ধ করিব।"

পশুপতির ইঙ্গিতে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ কোন বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। অধিকাংশ রাজন্যবর্গের মতে বখ্‌তিয়ারের সহিত যুদ্ধ করাই মত হইল। পশুপতি তখন মনের ভাব গোপন করিয়া যুদ্ধের সপক্ষেই মত দিলেন। রাজগণ একপক্ষমধ্যে যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইয়া আসিবেন, স্থির হইল। রাজমহলেই বখ্‌তিয়ারকে আক্রমণ করিতে হইবে স্থির হইল। বঙ্গের রাজগণ সার্দ্ধদ্বিলক্ষ সৈন্য লইয়া আসিবেন, স্থির হইল। রাজগণ স্ব স্ব অধীনস্থ সৈনিকগণের ও যুদ্ধার্থ আনীত পশুগণের খোরাকী, বাসস্থান ও বেতন দিবেন নিরূপিত হইল। মহারাজ লক্ষ্মণসেন সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন স্থির হইল। নানা বেশে খিলিজির গতি পর্য্যবেক্ষণার্থ দূত প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত হইল। রাজগণ সে দিনের সভা অন্তেই ত্বরিতগমনে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার জন্য স্ব স্ব রাজধানীতে গমন করিলেন। রামশঙ্কর ও নরনারায়ণের যুদ্ধ বিষয়ে একমত হওয়ায় পূর্ব্বের বৈরিভাব ভুলিয়া যাইয়া দুই জনে প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

পশুপতি

ইতিহাস-পাঠকমাত্রই অবগত আছেন, বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রীর নাম পশুপতি। পশুপতি যুদ্ধ করা শ্রেয়ঃ; এই মত প্রকাশ করিয়া গৃহে আসিয়াছেন। বাঙ্গালা বিনা যুদ্ধে বখ্‌তিয়ার খিলিজির হস্তগত করিয়া দিয়া আফগানের অধীনস্থ বঙ্গেশ্বর হইবেন, খিলিজির সহিত তাঁহার এইরূপ গোপনীয় বন্দোবস্ত। এক্ষণে পশুপতি কোন্ দিক্ রক্ষা করিবেন, ভাবিয়া ব্যাকুল হইলেন।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে চিরকাল দ্বন্দ্ব। ঈশ্বরের সহিত সয়তানের দ্বন্দ্ব, আলোকের সহিত অন্ধকারের দ্বন্দ্ব। এইরূপ দ্বন্দ্ব চিরকাল হইয়া আসিতেছে। সুযোগ ভেদে একের জয় ও অন্যের পরাজয় হইয়া থাকে। যে বিষলতা শক্তিশালিনী হইয়া সর্ব্বক্ষেত্র অধিকার করিয়াছে, তথায় অমৃতময় ফলদাতা সহকারতরু আর জন্মিতে পারে না। পশুপতির হৃদয়ক্ষেত্রে উচ্চাশার বা দুরাশার, বিষবল্লরী এত শক্তিশালিনী হইয়াছে যে, তথায় বুদ্ধরূপ রসাল তরু জন্মিবার স্থান নাই। পশুপতি গৃহে আসিয়া একাকী চিন্তা করিতেছেন, "রাজগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক। স্বদেশ স্বধর্ম্ম, দেব-মন্দির ও দেবমূর্ত্তি বিধর্ম্মীর অনুগ্রহের উপর ছাড়িয়া দেওয়া অধর্ম্মজনক সন্দেহ নাই। এই সোনার দেশ যবনের হাতে গেলে দেশীয় শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য যে নষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি পরম বিশ্বাসঘাতকের কাজ করিতেছি, তাহাও ঠিক। অশীতিপর বৃদ্ধ রাজা আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন, আমার কথায় তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। আমি সেই রাজার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছি। একটু ধর্ম্মপথ না ছাড়িলে কে কবে বড় হ'তে পারিয়াছে? এ দেশ লক্ষ্মণসেনেরও নয় আমারও নয়। ঈশ্বর কাহাকেও রাজা করিয়া পাঠান নাই। যে রাজগুণসম্পন্ন, যাহার শাসনশক্তি, পালনশক্তি ও শৌর্য্য বীর্য্য আছে, সেই ত রাজা। লক্ষ্মণসেন বৃদ্ধ, এখন তাঁহার কোন গুণ নাই। এখন তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন লইয়া থাকাই ভাল। এখন তাঁহার ধর্ম্মপথের পথিক হওয়াই উচিত। আমি তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিয়া পুরুষোত্তমে পাঠিয়ে দিব। অধিকাংশ রাজাই কৌশলে রাজ্যলাভ করেছেন। চন্দ্রগুপ্ত যে চাণক্যের কৌশলে রাজ্য-লাভ করেন, তাহাতে কি বিশ্বাসঘাতকতা ছিল না? স্বর্গরাজ ইন্দ্র গৌতমগৃহে, দেবতা চন্দ্র গুরু বৃহস্পতি-গৃহে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির গুরু দ্রোণাচার্য্য-বধে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করে-ছেন। ভগবান কৃষ্ণ জরাসন্ধ-বধে অন্যায় উপায় অবলম্বন করেছেন। দেব-দেব মহাদেবও বৃত্র-বধে অন্যায় করেছেন। বড় হ'তে হ'লেই একটু অন্যায় করিতে হয়। সংসারের গতিই এই। আমি বক্তি-য়ার খিলিজীকে উপলক্ষ্য ক'রে এই দেশের অধিপতি হইতেছি। বক্তিয়ারকে নগদ টাকা ও উপহার দিয়া দেশে প্রেরণ করিব। পরে বার্ষিক কর বন্ধ ক'রে একেবারে স্বাধীন হইব, বঙ্গের সকল রাজগণ আমার অধীন হইবে। বার্ষিক কর না পাইয়া বক্তিয়ার পুনর্ব্বার এ দেশে আসিবে। তখন আমি পাঁচ লক্ষ সৈন্য লইয়া তাহাকে যুদ্ধে পরাভব করতঃ আমিই তাহারও নিধনসাধন করিব। বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন আমাকে বিশ্বাস করেন, আমি তাঁহাকে প্রচুর বৃত্তি দান করিব। এ সুযোগ আমি কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না। সংসারে বড় হ'তে হ'লে পাপপুণ্যের বিচার করা চলে না। যত বড় বড় রাজা জ্যারাক-সিজ, হানিবল, আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি সকলেই ছলে বলে পরের রাজ্য নিয়েছেন। পরের রাজ্য বলপূর্ব্বক লওয়া অপেক্ষা একটা কৌশলে হস্তগত করা বেশী পাপের নয়। এখন যুদ্ধ নিবারণ করি কি উপায়ে? রাজগণ ত এক পক্ষ মধ্যে সসৈন্য আসিবেন। ইহার মধ্যে সৈন্যগণের সহিত বক্তিয়ারের নবদ্বীপ আক্রমণ করা আবশ্যক। মহারাজ পলায়ন করিলে, রাজগণ আর কাহার জন্য যুদ্ধ করিবে। বঙ্গ অনা-য়াসে বক্তিয়ারের হইবে। বক্তিয়ারের হইলেই আমার হইল। বক্তিয়ারের নিকট এক জন বিশ্বাসী অনুচরের দ্বারা একখানি পত্র প্রেরণ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।"

পশুপতি এইরূপ চিন্তা করিয়া কিছুক্ষণ গৃহমধ্যে পাদচারণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ ইষ্টদেবতার নাম জপ করিলেন। একবার ভগবানের চরণে প্রণাম করিলেন। পাপের প্রলোভন অতি প্রবল, এই প্রলোভনে অনেক দুর্ব্বলচিত্ত লোক পতিত হয়, সন্দেহ নাই। পতিত হইবার পূর্ব্বে ধর্ম্মবুদ্ধি ও বিবেক তাহাকে বহুক্ষণ বিরক্ত করে, তাহারা তাহাকে বহু ক্লেশ দান করে। তাহাদের উপদ্রবে পাপজনিত সুখ দুঃখে পরিণত হয়। তাই বলি মানব পাপ-প্রলো-ভনে পড়িও না। ধর্ম্মবুদ্ধি বিবেকের অনুজ্ঞা শুনিয়া চলিলে সংসারে তুমিই সুখী হইবে।

পশুপতি অনেক বিবেচনা করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানি এইরূপ,—

মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত বক্তিয়ার খিলিজী সাহেব সমীপেষু—
সেনাপতে!

আপনার বিশ্বস্ত দূতের নিকট যাহা বলিয়া দিয়াছি, তাহা করাই আমার নিতান্ত ইচ্ছা। বিনা-যুদ্ধে আপনি বঙ্গ জয় করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। যদিও আমি মহারাজের প্রধান মন্ত্রী, তথাপি তাঁহার আরও অমাত্য ও কর্ম্মচারী আছেন। আমি প্রকাশ্যে তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি না। আমাকে কৌশলে সকল কার্য্য করিতে হইবে। অন্য অন্য সচিব মহারাজের মতানুসারে বঙ্গের রাজগণকে নব-দ্বীপে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা পনর দিন

মধ্যে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছেন। আপনি দয়া করিয়া বার দিনের মধ্যে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। নবদ্বীপে আপনার সকল সৈন্য আনিবার প্রয়োজন নাই। কতক সৈন্য নবদ্বীপের নিকট আসিলেই হইবে। একদল দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈন্য আসিলেই চলে। আপনি ও দশ পনরটি অশ্বারোহী সৈন্য রাজধানীতে উপস্থিত হইলেই আমি কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দিব। আমাকে অবিশ্বাস করিবেন না। কার্য্যে বিলম্ব করিবেন না। বার দিনের পরে আসিলে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। সকল বুঝিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিতে আজ্ঞা হয়। ১১৯৮ খৃঃ অব্দ। তারিখ ২৩শে ফাল্গুন।

একান্ত অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীপশুপতি শর্ম্মা।

পশুপতি পত্র লিখিয়া শেষ করিয়া বার বার পাঠ করিলেন। পত্রের শিরোনামা লিখিলেন ও পত্র আঁটা দিয়া আঁটিলেন এবং নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন—"বক্তিয়ার! তোমাকে দিয়া মহারাজকে সরাইয়া দিব। বারান্তরে তোমাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিব। বঙ্গেশ্বর আমিই হইব। আসমুদ্র হিমাচল বাঙ্গালা দেশের উন্নতি করিব।"

রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, পশুপতির নিদ্রা নাই। পশুপতির এক মাতৃস্বসা ছিলেন। তিনি পশুপতির কক্ষে আলোক দেখিয়া তাঁহার দ্বারে আসিয়া করাঘাত করিলেন। পশুপতি ভয়ে কম্পিতাঙ্গ হইলেন। কিছুক্ষণ পরে পশুপতি মাসীমাতার কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"মাসীমা ডাকছ কেন?"

মাসী। তুই দরজা খোল, কথা আছে।

পশুপতি দ্বার মুক্ত করিলেন। বর্ষীয়সী রমণী আসিয়া বসিলেন ও বলিলেন—"দেখ পশু! আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক উত্তর দিবি কি?"

পশু। তা—মাসী—ঠিক উত্তর দিব।

মাসী। তুই কি পাপ কার্য্য করছিস্ বল দেখি? তোর মুখের শ্রী, চোখের শ্রী, তোর বড় বড় নিঃশ্বাস দেখে আমার বোধ হয়, তুই বড় একটা পাপে লিপ্ত হ'য়ে যাচ্ছিস্। আমি স্বপ্নও ভাল দেখছি না। আমি কয়দিন ধ'রে দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছি। আমি প্রথম স্বপ্ন দেখি—আমরা যেন গঙ্গাসাগরে গিয়েছি। ধীর, স্থির, ভীষণ নীল সমুদ্র। একখানা বড় নৌকার তুই কাণ্ডারী। হঠাৎ ঝড়ের শব্দ শুনা গেল। তুই নৌকাখানা বাতে ঝড়ে ডুবে—সেইভাবে রাখলি। নৌকাখানা ঝড়ে ডুবে গেল। কত লোক ম'ল। কত কান্নাকাটি উঠল। আর এক দিন স্বপ্ন দেখলেম—নবদ্বীপে আগুন লেগেছে। আগুনের শিখা আকাশে উঠেছে। সকলে যেন তোকে গালি দিচ্ছে। এই মাত্র স্বপ্ন দেখে এলেম, এক পরম-সুন্দরী দেবী, তিনি ধান, যব, গম, কলাই, মসুর, টাকা, কড়ি, মোহরের উপর ব'সেছিলেন। মহারাজ দেবীকে চামর দিয়ে বাতাস দিতেছিলেন, কোথা হ'তে এক নেকড়ে বাঘ হাঁক্ ক'রে এসে পড়ল। তুই রাজাকে মেরে গঙ্গার জলে ফেলে দিলি, বাঘটা তোর ঘাড় ভেঙ্গে দেবীর গলা কামড়িয়ে ধরল। এই স্বপন দেখে আমি বাহিরে এলেম। বাবা আমার, ধন আমার, গোপাল আমার, বাপ কিছু ক'রো না। আমাদের জাতির ধর্ম্মনাশ করো না।"

পশুপতি। আমি কোন পাপ করছি না মাসীমা! দুয়ারে শত্রু, তাই সর্ব্বদা দুঃশ্চিন্তা, তাই তাহার নিদ্রা নাই, কত ভাবি। তুমিও দিনের বেলায় কত ভাব, তাই ওরূপ স্বপ্ন দেখ।

মাসীমা। বাবা! এখন যা হয়েছে, মা সরস্বতীর কৃপায়। লেখাপড়া শিখেছ, মা দুর্গা, মা কালীর ইচ্ছায় একটু কাজ পেয়েছ. মা লক্ষ্মীর দয়ায় এখন আর অন্নকষ্টও নাই। বাবা! আর আমাদের পরামর্শ দিবার সময় নাই। বুঝে কাজ ক'রো, ধর্ম্ম ছেড়ো না। দেবদেবীর কৃপা নষ্ট ক'রো না।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বঙ্গ বিজয়।

পুণ্যাত্মার হৃদয় বসন্তের প্রাতঃকাল আর পাপীর হৃদয়ে শ্রাবণের অমাবস্যার মেঘময়ী নিশীথিনী। প্রথম হৃদয়ে হর্ষরূপ সূর্য্য স্নিগ্ধরশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে, মনের সুখরূপ বিবিধ কুসুম-সুষমা মুখে বিরাজ করিতেছে ও পরোপকার রূপ বিহঙ্গ-ঝঙ্কার তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছে।

পাপীর অন্তঃকরণে সর্ব্বদা বিমর্ষতার অন্ধকার বিরাজ করিতেছে। শান্তি-সুবাতাস প্রবাহিত হইতেছে না। হাস্যের কুসুমসুষমার বিকাশ তাহার মুখে লক্ষিত হয় না এবং পরোপকার রূপ বিহগ-ঝঙ্কার তাহার দ্বারা কখনও সম্পাদিত হয় না। পুণ্যাত্মা লোক জগতের সকলকে অকপটে বিশ্বাস করিতেছেন, পাপী সকলের হৃদয়কেই আপনার হৃদয়ের ন্যায় কলুষিত মনে করিতেছে। পুণ্যাত্মা

শত্রু-ভয়ে ভীত—কম্পিতাঙ্গ নহেন, পাপীলোক সর্ব্বদা শঙ্কিত, শত্রু-ভয়ে কম্পিত কলেবর। পুণ্যাত্মা ও সাধু জগতের অলঙ্কার, পাপী ও দস্যু সংসারের নরক। সরল শিশু হাস্যময় প্রফুল্লমুখ সাধুকে দেখিয়া তাঁহার অঙ্কে আসিতেছে। আবার সেই সরল শিশু গম্ভীর মুখকান্তি বিরস বদন অসাধুকে দেখিয়া ভয়ে জড়সড় হইতেছে। পশু-পক্ষীও পুণ্যাত্মাকে সম্বর্দ্ধনা করে এবং পাপীকে দেখিলে পলাইয়া যায়।

বক্তিয়ার খিলিজী পশুপতির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বিরস বদনে কালাতিপাত করিতেছেন। অকস্মাৎ পশুপতির পত্র পাইলেন। খিলিজীর হৃদয় পাপের হৃদয়। তাঁহার মন নানা চিন্তায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"এ কি পশুপতির সরল ভাবের পত্র নাকি? না কোন অভিসন্ধি? অভিসন্ধি হ'তে পারে না। তাহাকে যে লোভের জালে ফেলিয়াছি, তাহা ছিন্ন করা তাহার ন্যায় বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য নয়। দীনের সন্তানের মন্ত্রিত্বপদ—তার পর বঙ্গের মহারাজ চক্রবর্ত্তীর পদ। পত্র সরল—সরল—অকপট—অকপট। সেই ঘোর নিশীথে তরু-শিরে আলোকমালার বিকাশ। আলোকমালার মধ্যে সেই ভুবনমোহিনী দেবীমূর্ত্তি। সেই দেবীর দৈববাণী এখনও আমার কর্ণে ঝঙ্কার করিতেছে। "... ... ইতিহাস-পত্রে রবে বাঙ্গালা-বিজয়ী।" আমি ভীরু কাপুরুষ নহি। এ আমার দুর্ব্বল চিত্তের প্রলাপ নহে। তার পর সেই ঘোরা অমানিশীথিনীতে শৃগাল-শীকার। সে কি দৈবের ভবিষ্যদ্বাণী নয়? পশুপতি বিশ্বাসী হউক, আর অবিশ্বাসী হউক, তাহার পত্র কপট হউক, আর অকপট হউক, আমার আর গত্যন্তর নাই। আমি আট শত অশ্বারোহী সৈন্যসহ অদ্য হইতে নবম দিনে যেরূপেই হউক না কেন নবদ্বীপে উপস্থিত হইব। যদি পশুপতির পত্র অকপটে লেখা হয়, তবে বাঙ্গালা-বিজয় বড় সোজা হ'ল। কি আনন্দ! কি আনন্দ! বাঙ্গালা-জয় সম্মুখযুদ্ধে অসম্ভব। আমার সঙ্গে এক্ষণে মাত্র পঁচিশ হাজার সৈন্য, ইহার মধ্যে সাত হাজার সৈন্য রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য। শুনেছি, বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের বেতনভুক্ সুশিক্ষিত ত্রিশ হাজার সৈন্য আছে। সাতটি মল্লভূমি হ'তে তিনি এক লক্ষ কুড়ি হাজার সৈন্য পাইবেন। তিনি মধ্য ও পূর্ব্ববাঙ্গালা হইতে দেড়লক্ষ সৈন্য সমবেত করিতে পারেন। উত্তরবাঙ্গালা হ'তেও তাঁহার সাহায্যার্থ দেড় লক্ষ সৈন্য আসিতে পারে। প্রায় পাঁচ লক্ষ প্রবল বাহিনীর সম্মুখে আমার পঁচিশ হাজার সৈন্য কিছুই নয়। মত্ত মাতঙ্গের সম্মুখে ক্ষুদ্র বরাহ! আমি পশুপতির পত্রানুযায়ী কার্য্যই করিব। তবে কি না দোষটা একার শিরে রাখা ভাল নয়। পীরবক্স, আহম্মদ খাঁ, সুলতান খাঁ, জোনাব খাঁ প্রভৃতিকে ডেকে একবার পরামর্শ করি। যদি পশুপতির চক্রান্ত হয় এবং আমরা সে চক্রান্তে পড়ি, তবে আমার সহচরগণ আমাকে মূর্খ ও নির্ব্বোধ বলিতে না পারে।"

বক্তিয়ার এইরূপ চিন্তা করিয়া পীরবক্স, আহম্মদ খাঁ, সুলতান খাঁ, প্রভৃতি সেনানায়ক ও প্রধান প্রধান সৈনিকগণকে ডাকাইলেন। তাঁহারা একে একে বক্তিয়ার খিলিজীর শিবিরে আগমনপূর্ব্বক যথাবিধানে খিলিজীকে অভিনন্দনপূর্ব্বক যথাস্থানে উপবেশন করিলে খিলিজী পশুপতির পত্রখানি তাঁহাদের সম্মুখে রাখিলেন। তাঁহারা একে একে সকলেই পত্রখানি পাঠ করিলেন। আমরা বঙ্গানুবাদ দিয়াছি, কিন্তু পত্রখানি পারসীক ভাষায় লিখিত ছিল। পত্র পাঠ শেষ হইলে যুবক পীরবক্স কটিদেশ হইতে অসি নিষ্কাশনপূর্ব্বক উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "মূষিক জালে পড়িয়াছে। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। অদ্য মধ্যাহ্নেই আমরা নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করি।" আহম্মদ খাঁ বলিলেন—"আমারও সেই মত। পদাতিক ও অকর্ম্মণ্য সৈন্য পশ্চাতে আসুক, আমরা এক দল অশ্বারোহী সৈন্য ল'য়ে অগ্রে যাই।"

সুলতান খাঁ। বেছে বেছে ভাল ঘোড়া ও অস্ত্র নিতে হবে। উটের পিঠে রসদ এখনি রওনা করা হউক। গো-যানে রসদ পশ্চাতে যাইতে থাকুক।

জোনাব খাঁ বলিলেন, "সর্ব্বাগ্রে তাঁবু রওনা উচিত।" কিছু রসদ ও তাঁবু এখনই রওনা করা কর্ত্তব্য।" প্রাচীন যোদ্ধা নাজীরউদ্দীন কহিলেন,—"আপনারা ত পত্র দেখে সকলেই নাচছেন, বিশ্বাসঘাতক কাফেরের কথা কি সহজে প্রত্যয় করা যায়? এ কোন অভিসন্ধি বা ষড়যন্ত্র কি না, তাহা কি একবার বিবেচনা ক'রে দেখা উচিত নয়?"

বক্তিয়ার উত্তর করিলেন—"আপনি যেরূপ অভিজ্ঞ সেনানায়ক, সেইরূপ বুদ্ধিমানের মতই সারগর্ভ কথা বলেছেন। আমাদের সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য বিষয়—এ কোন অভিসন্ধি কি না?"

পীরবক্স বলিলেন—"এই বাঙ্গালায় নিয়ম আছে, যাহারা মন্ত্রীর বংশ তাহাদিগকেই মন্ত্রী করতে হয়। নূতন বংশের নূতন লোককে মন্ত্রী করতে নাই। পশুপতি গরীবের ছেলে, খেতে পেত না। বঙ্গেশ্বর প্রাচীন প্রথা অবহেলা করে, এই নূতন বংশের নূতন

লোককে মন্ত্রী করেছেন। মন্ত্রিত্ব পদ পাইয়া পশুপতি মত্ত হয়েছে। রাজাকে বৃদ্ধ দেখে সে সর্ব্বদা রাজা হওয়ার সুযোগ সন্ধান করছে। আমরা তাহাকে যে রাজা হওয়ার লোভ দেখাইয়াছি, তাতে তা'র আর ষড়যন্ত্র করবার সাধ্য নাই।"

আহাম্মদ। খিলিজী সাহেব! আমি এ দেশে কম দিন নাই। আমি যত দূর হিন্দুচরিত্র জানি, তাহাতে অধিকাংশ হিন্দুই সরল, অকপট, সত্যবাদী। যদি দুই একটা হিন্দুকাফের মন্দ হয়, সে অতি মন্দই হয়ে থাকে। সুলতান সাহেব জয়চাঁদকে হাতে পেয়েই তিরোরীর যুদ্ধ ফতে করেন। আমরা যাই করি, জয়চাঁদ আমাদের সহিত কপটতা করে নাই। আমি তিরোরীর মাঠেও যুদ্ধ করেছি। পশুপতি নূতন বংশের নূতন মন্ত্রী, রাজসভায় অনেকেই তাহাকে ঘৃণা করেন। রাজপদ তা'র অতি লালসার দ্রব্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইহা পশুপতির কপটতা নহে।

সুলতান। পশুপতির কপটতাই হউক, আর সরলতাই হউক, তা'র সহিত ষড়যন্ত্ররূপ সুবাতাসের উপর নির্ভর ক'রে তরী ছাড়তে হইবে। আমাদের আর অন্য উপায় নাই। হয় বাঙ্গালা-জয়ের আশা করা, না হয় পশুপতির কথা বিশ্বাস করা।

অনন্তর সকলের মতেই পশুপতিকে বিশ্বাস করা স্থিরীকৃত হইল। তখনই কিছু রসদ ও বস্ত্রাবাস দ্রুতগামী উষ্ট্রপৃষ্ঠে প্রেরণের বন্দোবস্ত করা হইল।

ভাল ভাল অশ্ব নির্ব্বাচন করা হইল। সেই দিনই আট সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ খিলিজী নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্থিরীকৃত হইল, মহম্মদ-তোরাপ্ খাঁ অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া অবিলম্বে যাত্রা করিবেন।

বক্তিয়ার সসৈন্যে নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে যৎসামান্য রসদ ছিল, এ কারণ অন্যান্য সামগ্রী বঙ্গের হাট-বাজার হইতে ক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কতক সৈন্য বস্ত্রাবাসে ও কতক সৈন্য বৃক্ষমূলে রজনী যাপন করিতে লাগিল। পথিমধ্যে বিপক্ষ সৈন্যের এক জনের সহিতও দেখা হইল না। গ্রামবাসী কোন লোক তাহাদিগকে বাধা দিল না। বক্তিয়ার দেখিলেন, বঙ্গের সকল লোকই তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভীত, অধিকাংশ লোকই তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিল। তিনি পথিমধ্যে কোন গ্রাম বা নগরবাসীর প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিলেন না। এক দিন অতিশয় বৃষ্টি হওয়ায় বক্তিয়ারের সৈন্যগণের বিশেষ ক্লেশ হইল ও এক বেলা তাহারা পথ চলিতে পারিল না।

পশুপতির লিখিত দ্বাদশ দিন অতীত হয়, নবদ্বীপ এখনও ৮ ক্রোশ দূরে। সকল সৈন্যসহ নবদ্বীপে যাইতে হইলে নির্দ্দিষ্ট দিনে বক্তিয়ার নবদ্বীপে যাইতে পারেন না। সকল সৈন্যগণকে দ্রুতগমনে নবদ্বীপাভিমুখে যাইবার আদেশ করিয়া বক্তিয়ার প্রমুখ অষ্টাদশ জন বীরপুরুষ অষ্টাদশটি শ্রমশীল দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র সঙ্গে লইয়া, ভগবানের নাম স্মরণ করত নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সার্দ্ধ-দ্বিপ্রহর বেলার সময় সেই অষ্টাদশ বীরপুরুষ "আল্লা হো আকবর" রবে দিগন্ত কম্পিত করিয়া লক্ষ্মণসেনের রাজসভা-প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ অন্তঃপুরে ভোজনে বসিয়াছিলেন। পশুপতি বক্তিয়ারের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মধ্যবঙ্গের রাজসৈনিকগণকে গঙ্গাপার করিবেন, প্রকাশ করিয়া কয়েকখানি বৃহৎ তরী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পশুপতি অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক মহারাজা লক্ষ্মণসেনকে বলিলেন,—"মহারাজ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত। বক্তিয়ার খিলিজী সসৈন্যে রাজধানী আক্রমণ করিয়াছেন। আমি গঙ্গার ঘাটে নৌকা সংগ্রহ করিয়াছি, আপনি সপরিবারে অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া নৌকায় আরোহণ করুন, রাজকোষের যত অর্থ পারেন লইয়া যাউন। বঙ্গের রাজগণের সাহায্যে আমি বক্তিয়ারকে দূর করিয়া অবিলম্বে আপনাকে নবদ্বীপে আনয়ন করিব।"

বৃদ্ধ মহারাজ আর চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন না। তিনি মন্ত্রীর কথানুসারে কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া পুরললনাগণের সহিত নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং ভাগীরথীর খরস্রোতে তরণী দক্ষিণ দিকে চালাইয়া দিলেন, পশুপতির পাপময় সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল।

অতঃপর বাঙ্গালা বিজয় হইল। পশুপতির কি হইল? নবদ্বীপের কি হইল? তাহা আর বর্ণনা করিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিতে চাহি না। যে কথা কল্পনায় আনিয়া লেখনীমুখে অঙ্কিত করিতে মস্তক বিঘূর্ণিত হয় ও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া থাকে, যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য বিস্মৃতির সুন্দর যবনিকার অন্তরালে রহিয়াছে, তাহা উত্তোলনপূর্ব্বক নিজ হৃদয়ে ও পাঠকগণের হৃদয়ে বেদনা দিতে ইচ্ছা করি না। ইতিহাস-পাঠকগণ ইতিহাসপাঠেই বঙ্গ-বিজয়ের ইতিবৃত্ত অবগত আছেন। ইতিহাসে পশুপতির ভাগ্য উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয় নাই। বঙ্গের লেখক-চূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মধুময়ী লেখনী দ্বারা "মৃণালিনী" উপন্যাসে পশুপতির ভাগ্য অঙ্কন করিয়াছেন।

যে সকল বিষয় পাঠকগণ অবগত আছেন, তাহা আর পুনরুক্তি করিয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিতে চাহি না। পাঠকগণ অনেক বিষয় অবগত থাকিলেও বঙ্গ-বিজয়ের যে অংশ এই পুস্তকে প্রয়োজন, তাহা না লিখিয়া নিরস্ত থাকিতে পারি না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বঙ্গের রাজসৈন্যগণ।

লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় প্রতিশ্রুতি-অনুসারে বঙ্গের রাজগণ স্ব স্ব ব্যয়ে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। উত্তরবঙ্গের রাজগণের এক লক্ষ সৈন্য সভার পর ত্রয়োদশ দিনে কাটোয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং ৫০ সহস্র সৈন্য পদ্মা পার হইয়া হস্তী তুরঙ্গ লইয়া পশ্চাৎ আসিতেছে। সপ্ত মল্লভূমের দেড় লক্ষ সৈন্য দ্বাদশ দিনে বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত। রাজা গোপীনাথ এই বাহিনীর নেতা। মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গের এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য চতুর্দ্দশ দিনে শান্তিপুরে উপনীত হইল। এই প্রদেশের আর পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য প্রচুর খাদ্যসামগ্রী ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পশ্চাৎ আসিতেছে। সকল রাজগণই উৎসাহে পূর্ণ —সকল সৈনিকগণই সমরোল্লাসে উৎফুল্ল। রাজা হইতে সামান্য পদাতিক সৈন্য পর্য্যন্ত সকলেরই দৃঢ়-পণ স্বর্গ অপেক্ষা গরীয়সী জন্মভূমি, কিছুতেই বিধর্ম্মী মুসলমানের পদানত হইতে দিব না।

তিন দিকের রাজগণ উপরি উক্ত স্থানসমূহে উপস্থিত হইয়া নবদ্বীপের দুর্গতি ও মহারাজ লক্ষ্মণের পলায়ন-সংবাদ শ্রবণ করিলেন। তাঁহাদিগের শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল। তাঁহাদিগের দুঃখ-মনস্তাপের সীমা রহিল না। রাজা হইতে সামান্য সৈনিক পর্য্যন্ত হাহাকার করিতে লাগিলেন। শকটচালক ও অশ্বরক্ষকগণও শোকসন্তপ্ত বামাকুলের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। সমগ্র বঙ্গদেশ যেন শোকের রাহুতে গ্রাস করিয়া ফেলিল, সর্ব্বত্র হাহাকার ধ্বনি উঠিতে লাগিল। কেহ রাজা লক্ষ্মণসেনকে, কেহকে পশু-পতিকে এবং কেহ কেহ বঙ্গের ভূস্বামিগণকে গালি দিতে লাগিলেন। বঙ্গ বিষম ভয়ের তরঙ্গে প্লাবিত হইল।

অন্য রাজগণের কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আসুন পাঠক! আমরা শান্তিপুরে রাজা নরনারায়ণ রায় ও রাজা রামশঙ্কর রায়ের শিবিরে গমন করি। লক্ষ্মণের পলায়ন-সংবাদ পাইয়া রাজা রামশঙ্করেরও শোকের পরিসীমা নাই। তিনি মনের কষ্টে কিছুক্ষণ নিজ শিবিরে পাদচারণ করিলেন। হৃদয়-বেগ কিছু পরিমাণে নির্গত করিতে পারিলে হৃদয় কিছু আশ্বস্ত হয়। রাজা নরনারায়ণের মনের অবস্থাও ঠিক সেই-রূপ। তাঁহাদের উভয়ের শিবিরই শান্তিপুরে। তাঁহারা ঠিক একই সময়ে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহির হইলেন। মধ্যপথে দুই জনের সাক্ষাৎ হইল। দুই জনেই রোদন করিতে করিতে রাজা রামশঙ্করের শিবিরে গমন করিলেন। কিছুক্ষণ দুই জনেই হৃদয়-আবেগে কথা বলিতে পারিলেন না। পরে রামশঙ্কর বলিলেন—"শুনেছেন, রাঢ় দেশের দেড় লক্ষ সৈন্য বর্দ্ধমানে উপস্থিত। উত্তর-বঙ্গের লক্ষ লক্ষ সৈন্য কাটোয়ায় আগত। দুই স্থানেই পত্র প্রেরণ কর্ত্তব্য। আমরা তিন দিক হইতে বক্তিয়ার খিলিজীকে আক্রমণ করিয়া তাহার বিজয়-ক্ষেত্রকে সসৈন্যে সমাধিক্ষেত্র করিয়া দিব।"

নরনারায়ণ উত্তর করিলেন—"আমারও সেই মত। আমার আপাদমস্তক জ্'লে যাচ্ছে। মাতার এমন কুসন্তানও থাকে? হায়! হায়! কি সর্ব্ব-নাশ হয়েছে। এমন কাজও মানুষে করতে পারে? বিশ্বাসঘাতক! পিশাচ! রাক্ষস! আমরাও বড় নির্ব্বোধের কাজ করেছি। তিন দিন আগে এলে এ সর্ব্বনাশ হ'ত না।"

রাম। বুঝব কেমন ক'রে।

তন্মুহূর্ত্তেই দুই জন বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান দূত কাটোয়া ও বর্দ্ধমানে প্রেরিত হইল। চতুর্থ দিনে দূতগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যে দূত রাজা গোপীনাথের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন— "রাজা গোপীনাথের মত নয় যে, বক্তিয়ারকে নব-দ্বীপে আক্রমণ করেন। নবদ্বীপের এক্ষণে আর সে শ্রী-সমৃদ্ধি নাই। বক্তিয়ারকে সসৈন্যে নিধন করা সহজ বটে। কিন্তু বক্তিয়ারকে নিধন করিলে মহম্মদ-ঘোরীকে বঙ্গে আনয়নের পথ পরিষ্কার করা হইবে। বঙ্গের রাজগণের উচিত, তাঁহারা স্ব স্ব রাজ্য রক্ষা করেন এবং প্রয়োজন হইলে পরস্পরকে সাহায্য করেন। বক্তিয়ার যদি সমগ্র বঙ্গ অধিকার করিতে না পারেন, তবে এক নবদ্বীপ লইয়া থাকিলে চলিবে না। তিনি আপনা আপনি বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।"

কাটোয়ার দূত ফিরিয়া আসিয়া জ্ঞাপন করিল যে, উত্তরবঙ্গের সেনাপতি গঙ্গানারায়ণ বলিয়াছেন,

"খিলিজীর সৈন্য সুশিক্ষিত ও যুদ্ধ তাহাদের ব্যবসায়। বঙ্গের রাজগণের সৈন্যসংখ্যা অধিক হইলেও তাহারা শিক্ষিত নহে। দ্বিতীয়তঃ মহারাজের সৈন্য এক্ষণে বক্তিয়ারের। আমরা তিন দিক হইতে বক্তিয়ারকে আক্রমণ করিতে পারি বটে, কিন্তু আমাদের সকলকে একত্র হইয়া আক্রমণ করিতে হইবে। শেষে হয় ত প্রাধান্য লইয়া গোলযোগ হইতে পারে। নবদ্বীপই বা উদ্ধার করিব কার জন্য? মহারাজ লক্ষ্মণসেন পলায়ন করিয়াছেন। রাজা হইবার উপযুক্ত লোক সে বংশে আছেন এরূপ শুনিতেছি না। বক্তিয়ারের হাত হইতে রাজ্য দখল করিলেও বঙ্গেশ্বর কে হইবে, এ বিষয় লইয়াও আমরা মারামারি করিতে পারি। বক্তিয়ার স্বয়ং রাজা নহেন। বক্তিয়ার নিহত হইলেও আমাদের শত্রু শেষ হয় না। আমাদের স্ব স্ব রাজ্য রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। আমাদের একের বিপদে অন্যে সাহায্য করেন, এই মর্ম্মে সন্ধি হওয়া উচিত।"

রাজা রামশঙ্কর ও নরনারায়ণ চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, রাজা গোপীনাথ ও গঙ্গানারায়ণের কথা অসার নয়। তাঁহারা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই সান্ধর পরই বঙ্গের রাজন্যবর্গ স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিলেন।

রাজা রামশঙ্কর ও নরনারায়ণে এতকাল বিবাদ ছিল। এক্ষণে তাঁহাদের উভয়ের মনের ভাব একরূপ, উভয়ে এক সঙ্গে কথোপকথন ও একরূপ ক্ষেত্রে সংবদ্ধ থাকায় পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সর্ব্বদাই উপবেশন করিতে লাগিলেন। উভয়ে অনেক কথোপকথন হইতে লাগিল। উভয়েই উভয়কে সাহসী, বীর, স্বদেশহিতৈষী ও প্রজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মনে করিতে লাগিলেন।

মিত্রতা কি? এক অবস্থাপন্ন একরূপ চিত্তভাবসম্পন্ন দুই জনের পরস্পরের প্রতি আসক্তি ও অনুরাগের নাম মিত্রতা।

এক্ষণে রামশঙ্কর ও নরনারায়ণের একরূপ মনের ভাব—একরূপ অবস্থা। এক্ষণে উভয়ে উভয়ের অনেক গুণ দেখিতে লাগিলেন। এক্ষণে উভয়ের মিলনে সুখ-শান্তিলাভের আশা পাইলেন। মিত্রতা আর যায় কোথায়? পূর্ব্বের বৈরতা বিস্মৃত হইয়া তাঁহারা উভয়ে মৈত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

রামশঙ্কর মনে মনে বলিলেন, রাজা নরনারায়ণ এক জন বহু সদ্‌গুণসম্পন্ন বঙ্গের উপযুক্ত ভূস্বামী। নরনারায়ণও সেইরূপ ভাবিলেন যে, রামশঙ্কর নানা সদ্‌গুণসম্পন্ন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃস্থানীয়, বঙ্গের এক জন ক্ষমতাশালী নরপতি। উভয়ে মৈত্রতা হইল। মৈত্রভাব-সূত্র দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য দুই জনেই মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। রামশঙ্কর কিছু মণি-মুক্তা-সম্বলিত ভূষণ নরনারায়ণের স্ত্রী কন্যাকে দিবেন স্থির করিলেন। নরনারায়ণও স্থির করিলেন যে, তিনি পাঁচ খানি গ্রাম উমাশঙ্করকে যৌতুক দিবেন।

রামশঙ্কর ভাবিতে লাগিলেন, নরনারায়ণের কন্যাটি কেমন?

নরনারায়ণ ভাবিতে লাগিলেন, রামশঙ্করের পুত্রটি বেশ সাহসী যোদ্ধা, সুন্দর বক্তা, শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত ও সুশ্রী যুবক। উভয়েরই হৃদয়-ক্ষেত্র কর্ষিত ও সলিল-সিক্ত হইয়া থাকিল, এক্ষণে বীজ বপন করিলেই হয়।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

উমাশঙ্করের শিবিরে।

পিতা রাজা রামশঙ্করের সহিত তদীয় পুত্র সাহসী ও কৌশলী যোদ্ধা বীরবর উমাশঙ্কর শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন। নবদ্বীপের দুর্গতিতে তিনি যারপরনাই মনঃপীড়া পাইয়াছেন। কয়েক দিন তাঁহার শিবিরে কোন আমোদ-উৎসব ছিল না। এক্ষণে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করা ঠিক হইয়াছে। কাহারও কোন বিষাদ বা কষ্ট চিরকাল থাকে না। শোক-বিষে লোকের জীবনীশক্তি নষ্ট করে, হর্ষ নরের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে। মানুষের মধ্যে হর্ষ-বিষাদে নিয়ত তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে।

আজ উমাশঙ্করের শিবিরে তাঁহার চারিটি বয়স্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। প্রথম বয়স্যের নাম হরিচরণ। হরিচরণকে উমাশঙ্কর গ্রাম-সম্পর্কে "হরিদাদা" বলিয়া ডাকেন। হরি বলিলেন, "শান্তিপুরের কথা বড় মিষ্ট। শান্তিপুরের অনেক মেয়েই বেশ সুন্দরী। উমাশঙ্কর ভায়াকে শান্তিপুর হ'তে বিয়ে দিয়ে নিতে পারলে হ'ত।"

তাঁহার দ্বিতীয় বয়স্যের নাম কালীচরণ। কালীচরণ বলিলেন—"আমারও সেইরূপ বড় ইচ্ছা ছিল।" উমাশঙ্করের তৃতীয় সহচর মাখনলাল বলিলেন—"উমাশঙ্কর রাজপুত্র, শান্তিপুরে রাজা কই?" তাঁহার চতুর্থ সঙ্গী ক্ষৌণীশ বলিলেন, "সুন্দর সুবংশজাত ব্রাহ্মণ-কন্যা হ'লেই হয়।"

উমাশঙ্কর সকলের কথায় উত্তর করিলেন, "আমার কি বিয়ে বাকী আছে? শঙ্করী দিদির সঙ্গে যে বে' হ'য়ে গিয়েছে। বে'র যৌতুক শঙ্করী দিদির একটি ভাঙা চরকা, তাঁর দধি-বিড়ালীর একটি ছানা, শঙ্করী দিদির গড়া বড় বড় তিনটি পুতুল ও সেই পুতুলকে পরানর যোগ্য তিনখানা নেকড়া।"

শঙ্করী ঠাকুরাণী বিধবা কুলীন-কন্যা। গ্রাম-সম্পর্কে তিনি রামশঙ্করের পিসীমা হন। উমাশঙ্করের বাল্যকালে শঙ্করী তাঁহার সহিত বিবাহে বসিতে চাহিতেন। উমাশঙ্কর শঙ্করীর ভয়ে পলাইয়া যাইতেন। কোন সময়ে শঙ্করীর দধি নাম্নী বিড়ালীর একটি ভাল ছানা হয়। উমাশঙ্কর সেই ছানাটি লইবার জন্য ব্যাকুল হন। তখন তিনি বিবাহে সম্মত হন। শঙ্করী উমাশঙ্করের গলায় একটি মালা দিয়া বলেন, "আমাদের বে হ'ল; আমার ভাঙ্গা চরকা, দধি-বিড়ালীর ছানা ও তিনটি পুতুল তোমাকে যৌতুক দিলাম।" উমাশঙ্কর সন্তুষ্ট চিত্তে তাহা গ্রহণ করেন।

বয়স্যগণ হো হো করিয়া হাসিয়া সমস্বরে বলিলেন, "হাঁ হাঁ হাঁ, খুব মনে পড়েছে। আমাদের ভাবী রাজমহিষী খুব রূপবতী হয়েছেন। তাঁহার চুলগুলি ভাদুরে পাট, দাঁত এখনও উঠে নাই। চোক দুটি আজও গর্ত্তের মধ্যে আছে। সকল দেহের চামড়া ঝুলে পড়েছে। বাহবা! বাহবা! উত্তম রাজমহিষী।"

উমা। তবে জেনেশুনে আবার বে'র কথা বল কেন?"

হরি। সে ত বাল্যবিবাহ, যৌবনে যে আর একটা বে' করতে হবে।

কালী। শুনেছি নরনারায়ণ রায়ের কন্যা পরম রূপবতী, তাঁর সঙ্গে বে হ'লে হয় না?

উমা। পরম রূপবতীই বটে। আমি সে মেয়ে স্বচক্ষে দেখেছি। তা'র একখানা ছবিও আমাদের ঘরে আছে। যখন সন্ধি হয়, তখন আমার ছবি নরনারায়ণ লন ও বাবা নরনারায়ণের কন্যার ছবি লয়েন।

কালী। সে কন্যার বয়স কত হবে?

উমা। এখন বোধ হয় ১৫।১৬ হবে। আমি এক বৎসর পূর্ব্বে দেখেছি। আমি যখন সন্ধির প্রস্তাব করতে নরনারায়ণের নিকট যাই, তখন সে মেয়েটি দ্রুতগতিতে তাহার পিতার নিকট হইতে অন্তঃপুরে যায়। আমি মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে দেখেছি। সেরূপ সুন্দরী পাত্রী আমি কখনও দেখি নাই।

ক্ষৌ। তবে সেই বিবাহের প্রস্তাব করা যাউক।

উমা। সুন্দরী মেয়ে হ'লেই কি আমার সঙ্গে বে হবে? রাজা নরনারায়ণের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা। শত্রুকন্যা বে' করা উচিত নয়।

হরি। সময়ের কাছে শত্রু মিত্র নাই। আজ যে পরম শত্রু, কাল সে পরম মিত্র। "প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশীর রাজার সহিত রাজার, এক গ্রামবাসীর সহিত অন্য গ্রামবাসীর আজ বিবাদ হচ্ছে, কাল মিটে যাচ্ছে। কাকা ও নরনারায়ণের মধ্যে আজ কাল অসদ্ভাব নাই। উভয়ে এক সঙ্গে বসেন, উভয়ে এক সময়ে এক সঙ্গে আহার করেন। উভয়ে সময়ে সময়ে পুত্রকন্যার বিবাহের কথা উঠান। আমি এই বিবাহের প্রস্তাব ক'রে দেখব।

উমা। না না, তুমি আমার সঙ্গে থাক, আমার অনেক মনের কথা তুমি জান। তুমি এ প্রস্তাব করলে বাবা ও নরনারায়ণ ভাববেন, আমি বুঝি সে কন্যার জন্য পাগল হয়েছি। দেখ, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। বিবাহ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। তোমার কথায়ও হবে না, আমার কথায়ও হবে না। প্রজাপতি যাহা লিখেছে, তাহাই হইবে। আমাদের পক্ষ হ'তে কোনরূপ লঘুতা প্রকাশ করা উচিত নয়।

হরি। আমি তোমার দাদা, তোমার সঙ্গে থাকি। রাজসভায় চিরকাল কাটালেম। আমি কি কথাটি বল্‌তে জানি না। আমি এমনভাবে কথাটি পাড়ব, যাতে কাকা ও নরনারায়ণ উভয়েই ভাবিবেন যে, আমি অতি ভাল প্রস্তাবই করছি।

কালী। হাঁ হাঁ, হরিদার সে গুণ আছে।

উমা। আমি জানি, হরিদা মনের ভাব গোপন করিয়া বেশ ন্যাকার মত পরের উপকারের ভান দেখাইয়া নিজের কাজ হাঁসিল করিয়া নিতে পারে।

ক্ষৌ। আমিও তা জানি। এই সে দিন রাজা নরনারায়ণকে খাওয়াবার জন্য চাষাপাড়ায় আমরা কয়েকটা পাঁঠা কিনতে গেলাম। হরি দাদা পাঁঠা কেনার কথা না তুলে এক দুঃখিনীর চারটা পাঁঠা ছিল, তার দুঃখের কথা শুনতে লাগল। শেষে বললে, আমরা তোমার দুই এক টাকার উপকার করতে পারি, তাতে তোমার কত দিন চলবে। তোমার উপকারার্থ তোমার চারটে পাঁঠাও আমরা কিনতে প্রস্তুত আছি। চারটি পাঁঠা বেচে একটি ছোট গরু বা বুড়া গরু কিনতে পারলে তবে তোমার সেই দুধ বেচে একটু উপকার হ'তে পারে। বুড়ী বড় বড় চারটি পাঁঠা চার টাকায় বিক্রী করলে। আর

আমরা দুই টাকা তাকে সাহায্যার্থ দিয়ে এলাম। বুড়ী কত আশীর্ব্বাদ করতে লাগল। আর বললে যে, দুয় টাকায় একটা বুড়া দোয়া গাই কিনতে পারবে।

উমা। তা ভাই তোমরা যাই বল, আমাকে কোন লজ্জায় ফেলো না। আমার যে কররার আদৌ ইচ্ছা নাই। তবে পিতা-মাতার কথা শুনা সন্তানের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাঁহাদের অনুরোধে বিবাহ করতে হবে। তাঁহারা যে স্থানে যে পাত্রী মনোনীত করেন, সেই ভাল।

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে কুমারের বয়স্তগণ গা-টেপাটেপি করিলেন, কুমারের মনোভাব বুঝিতে আর বাকী থাকিল না।

যুবকদলের মধ্যের কথা—কথা শত বিষয়ান্তরে যাইতে লাগিল। কত দেশের কত রমণীর রূপের সমালোচনা হইল। কত দেশের কত রমণীর গুণাগুণের আলোচনা হইল। বর্ত্তমান যুগ ছাড়িয়া যুগান্তরের নারী-চরিত্রের সমালোচনা আরম্ভ হইল। কেহ কহিলেন, সীতা বড়, সতী ছোট। কেহ কহিলেন, সতীর মত সতী জগতে নাই। কেহ পঞ্চকন্যার নাম করিয়া হো হো করিয়া হাসিলেন। কেহ তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। কেহ কহিলেন, অহল্যা প্রকৃতপক্ষে সতী। ইন্দ্রের চতুরতায় তাঁহার সতীত্ব নষ্ট হয় নাই। দ্রৌপদী গুরুজনের আদেশ অনুসারে পঞ্চস্বামী গ্রহণ করিয়াছেন। এক স্বামীর সেবা করা অসাধ্য, পঞ্চস্বামীকে সমভাবে তুষ্ট রাখা প্রধান সতীর লক্ষণ। কুন্তী সতীত্বনাশের অব্যর্থ মন্ত্র হাতে পাইয়া বাল্যবুদ্ধিতে একবার ও স্বামীর অনুমত্যনুসারে তিনবার সেই মন্ত্র পাঠ করেন, তাহাতেও তিনি সতীই আছেন। বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে সতী বলিতে পারি না। বালির স্ত্রী তারা ও মন্দোদরী ভগবান্ রামের অনুমত্যনুসারে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করায় তাঁহারাও সতী। আরও এক কথা, বোধ হয়, প্রাচীনকালে দাক্ষিণাত্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলন ছিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

পথি-মধ্যে।

মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গের রাজগণ অতি দুঃখিতভাবে রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। রজনীতে তাঁহারা শিবিরে বাস করিতেছেন ও দিবাভাগে পথ চলিতেছেন। অদ্য গোপালনগরে তাঁহাদের শিবির সংস্থাপিত হইয়াছে। রাজগণ সন্ধ্যাবন্দনাদি সারিয়া রাত্রি এক প্রহরের সময়ে রামশঙ্করের শিবিরে সমবেত হইয়াছেন। তাঁহারা স্ব স্ব গৃহের কথা তুলিয়াছেন। কেহ প্রিয় ভার্য্যার প্রশংসা করিতেছেন, কেহ নিজ গুণহীন পুত্রকন্যাকে গুণবান্ বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন।

রামশঙ্কর বলিলেন, "তিনি তাঁহার পুত্র উমাশঙ্করের বিবাহ সম্বন্ধ দিবেন।" নরনারায়ণ কহিলেন, "তিনি তাঁহার কন্যার পাত্রের সন্ধান করিতেছেন।" উমাশঙ্করের সহচর হরিচরণ অতি সুন্দর সুযোগ পাইলেন। তিনি কহিলেন—"কাকা মহাশয় ও নারায়ণপুরের রাজার মধ্যে পূর্ব্বে বিবাদ ছিল, এক্ষণে মৈত্রতা হইয়াছে। আমাদের একটি মেয়ে রাজা মহাশয়ের ঘরে বা তাঁহার একটি মেয়ে আমাদের ঘরে এলে এই মৈত্রতা দৃঢ় হয়।"

পূর্ব্ববঙ্গের রাজা রামোত্তম কহিলেন, "উত্তম প্রস্তাব।"

নরনারায়ণ। উমাশঙ্কর যে প্রশংসনীয় পাত্র, তাহার আর সন্দেহ নাই। সে সাহসী, যোদ্ধা, সদ্বক্তা ও বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত।

রামশঙ্কর। আপনার কন্যা জয়ন্তীও পরমা সুন্দরী। তা'র যে চিত্রপট দেখেছি, সে ত অতি উত্তম। শুনেছি, আপনার পুত্র নাই। আপনি জয়ন্তীকে উত্তমরূপে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। শুনেছি, কৃষ্ণবল্লভ নির্লজ্জভাবে তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করে। মেয়েটি নাকি তা'কে যারপরনাই তিরস্কার করে ও সেই দিন হ'তে তার মুখ দেখে না। বাঙ্গালীঘরের বধূর এর চেয়ে আর অধিক গুণ চাই না।

রামোত্তম। শুধু গুণবর্ণনা ক'রে কি হবে। কাজের কথা বলুন।

হরি। থামুন মহাশয়! কথা ক্রমে এগিয়ে আসছে।

নরনারায়ণ। এ সম্বন্ধ করতে আমার কিছু অমত নাই। তবে সকলের মত ল'য়ে করাই ভাল।

রামশঙ্কর। আমার এ সম্বন্ধ করতে কোন আপত্তি নাই। আমার মতও ল'তে হবে না। বৈবাহিক মহাশয় বুঝি বেয়ানের বিনা অনুমতিতে কিছুই করতে পারেন না?

নর। কাজ হয়ে গিয়েছে। বেয়াই সম্বোধন পর্য্যন্ত হয়ে গেল।

হরি। আমি ও ডাকাডাকিতে ভুলি না। পাকস্পর্শের নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ী গেলে এ কাজ বিশ্বাস কর্‌ব।

রাম। এত অবিশ্বাস কেন?

হরি। পূর্ব্বের বিবাদ মনে ক'রে।

নর। তা বেয়াই যা বলছেন, সেই বা মিছে কথা কি? ব্রাহ্মণীর মত ল'য়ে কাজ করায় ক্ষতি কি? আপনারও সে মত লওয়া উচিত।

রাম। আমার সে মত এক বৎসর হ'ল লওয়া হয়েছে। যে দিন আপনার মেয়ের ছবি ঘরে এনেছি, সেই দিনই তিনি বলেছেন, 'আমি কিন্তু এই বউ ঘরে নিলাম।'

নর। আমার ব্রাহ্মণীর ইচ্ছা যে, বড় পৃথক তা নয়। তিনি আপনার পুত্রের ছবি দেখে বলেছিলেন, সেইরূপ সুন্দর একটি রাজপুত্র তাঁহার জামাতা হ'লে ভাল হয়।

রাম। তবে আবার মত লওয়া-কয়ি কেন?

হরি। তা মত লওয়ায় ক্ষতি কি? সর্ব্ববাদি-সম্মতক্রমে কোন কাজ করাই ভাল। তবে দিনটা স্থির ক'রে গেলেই ভাল হ'ত। এই যে পঞ্জিকা আমার হাতে। ১৫ই বৈশাখ বিবাহের অতি শুভ দিন।

নর। হাঁ, ১৫ই বৈশাখই হ'তে পারে।

প্রাণোত্তম। তবে পত্রটা ক'রে গেলে হ'ত না?

নর। দু দিন পরে হ'লেই বা ক্ষতি কি? আমার ব্রাহ্মণীর মত লওয়া তত প্রয়োজন নাই, তবে আমার মেয়েটিরও বয়স হয়েছে, সেও বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী---কৌশলে মেয়ের মত লওয়া আমার উদ্দেশ্য।

রাম। সে খুব ভাল কথা। মেয়ের একটু বয়স হ'লে তাদের মত লওয়া আবশ্যক।

নর। আপনারও কি একবার উমাশঙ্করের মত লওয়া উচিত নয়?

রাম। উমাশঙ্করের মত আর ল'তে হবে না। হরিচরণ বাবাজী যখন এ বিবাহে মত দিয়াছেন, তখন বাবাজীর যে অমত হবে, এমন মনে হয় না।

রামশঙ্কর এই কথা বলিবার পর সকলেই একবার হো হো করিয়া হাসিয়া লইলেন। হরিচরণ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হাস্য করিলেন। বুদ্ধিমান্ রাজা রামশঙ্করের আর কিছুই বুঝিতে বাকী ছিল না। রামশঙ্করের শিবিরে বিশেষ জলযোগের আয়োজন হইল। জলযোগকালেও অনেক রহস্যবিদ্রূপ চলিল। রাজগণের বিষণ্ণ হৃদয় এই পরিণয়ের প্রস্তাবে কথঞ্চিৎ উৎফুল্ল হইল। রজনী দুই প্রহর পর্য্যন্ত রাজা রামশঙ্করের শিবিরে রহস্যবিদ্রূপ চলিল।

সে সময়ে ধূমপান এ দেশে প্রচলিত হয় নাই। ধূমপান প্রচলিত হইলে আমার পাঠক-পাঠিকাগণ প্রশ্ন করিতে পারিতেন যে, সে রাত্রিতে রাজা রামশঙ্করের শিবিরে কয় সের তামাক পুড়িয়াছিল? তাম্বুল এ দেশে বহুকাল প্রচলিত আছে। কলম হাতে করিলেই লেখকগণ ত্রিকালদর্শী হইয়া থাকেন। যদিও ক্ষুদ্র গ্রন্থকার তাম্রকূটের হিসাব দিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তথাপি তিনি তাম্বুলের হিসাব দিয়া বলিতেছেন যে, এই মজলীসে ৮ পণ ১৬ গণ্ডা ৩টা পান খরচ হইয়াছিল। কেহ যদি এই হিসাবে ভ্রম প্রদর্শন করিতে পারেন, তবে তাঁহাকে ৫০ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

বক্তিয়ার খিলিজির শিবিরে।

বক্তিয়ার খিলিজি নবদ্বীপ অধিকারের পর দিল্লী ও লাহোর হইতে কিছু নূতন সৈন্য আনাইয়াছেন। তিনি পীড়িত, অকর্ম্মণ্য সৈন্যদিগকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিয়াছেন। বক্তিয়ার ও বঙ্গের রাজগণের রাজনীতি একরূপ নয়। বঙ্গীয় রাজগণ ভাবিয়াছিলেন, স্ব স্ব গৃহ ঠিক থাকিলেই বক্তিয়ারের চেষ্টা বিফল হইবে। বক্তিয়ার স্থির করিয়াছেন, বঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিদ্বন্দ্বী রাজশক্তি একমত থাকা অসম্ভব। খিলিজি আসাম ও কোচবেহার জয় করিবার মানস করিয়াছেন। তিনি এক দল সৈন্য ও এক জন মুসলমান শাসনকর্ত্তা নবদ্বীপে রাখিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছেন। শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বক্তিয়ার শাসনকর্ত্তাকে ডাকাইয়া আনিলেন। তিনি শাসনকর্ত্তাকে বলিলেন—"আপনি সসৈন্যে নবদ্বীপে বসিয়া থাকুন, শীঘ্র এদেশীয় রাজগণকে বশে আনিবার প্রয়োজন নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রাজা এ দেশে আছেন, তাঁহারা পরস্পরের শ্রীতে পরস্পর কাতর। এক্ষণে দেশবৈরী মুসলমান উপস্থিত, তাই তাঁহারা একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই একতা অধিক দিন থাকিবে না।

"অল্পদিনের মধ্যেই রাজগণ পুনরায় পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইবেন। তখন আপনি এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া অন্যের উচ্ছেদসাধন করিবেন।

যাহার উচ্ছেদসাধন করিবেন, তাহার রাজ্য আমাদের হইবে। যাহাকে সাহায্য করিবেন, সে আমাদের অধীনতা স্বীকার করিবে। এইরূপে চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাঙ্গালা আমাদের পদানত হইবে। দেশীয় রাজগণের সৈন্যবল নিতান্ত কম নহে। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক সুশিক্ষিত সৈন্যও আছেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিলে আমরা কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। রাজনীতির অর্থই কৌশলে রাজ্য হস্তগত করা। যুদ্ধ করিয়া অর্থ ও জীবন নষ্ট করিয়া রাজ্য বিস্তার করা অপেক্ষা কৌশলে রাজ্য হস্তগত করা আমাদের সুলতানের অভিপ্রায়। থানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী টিরৌরী যুদ্ধে যেরূপে জয়ী হইয়াছি এবং গৌড় হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত প্রদেশ যে ভাবে আমাদের অধীন হইয়াছে, তাহা আপনি অবগত আছেন। যে ভাবে আমি নবদ্বীপ অধিকার করিয়াছি, তাহাও আপনার জানিতে বাকী নাই। পশুপতির সহিত ষড়যন্ত্র না করিলে আমরা আঠার জন মাত্র সৈনিক আসিয়া নবদ্বীপ দখল করা সম্ভবপর হইত না। কুটিল রাজনীতি অবলম্বন করিবেন, কৌশলে দেশ হস্তগত করিবেন। আল্লার মরজি, আমরা এই ভাবেই এ দেশের অধিপতি হইতে পারিব।"

শাসনকর্ত্তা উত্তর করিলেন—"যে আজ্ঞা জাঁহাপনা! আমিও আপনার সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সাদা চুল করিলাম। প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের রাজনীতি আমার বুঝিতে বাকী নাই। খোদার মরজি। তাঁহার মরজি যাহা, তাহাই হইবে, আমি উপলক্ষ মাত্র।"

বক্তিয়ার। আপনি অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ, সাহসী যোদ্ধা। এই জন্তই আপনার উপরে গুরুভার অর্পণ করিলাম। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, আপনি গুরুকার্য্য যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিতে পারিবেন।

শা। আপনি কোন্ পথে আসাম যাত্রা করিবেন?

বক্তি। আমি বরেন্দ্রভূমের মধ্য দিয়া আসাম যাইব।

অনন্তর বক্তিয়ার খিলিজি রসদ ও ভারবাহী পশু সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সৈনিকগণকে যাত্রা করিবার জন্ত আদেশ করিলেন। তাহারা শয্যাবসনাদি সংগ্রহপূর্ব্বক নূতন দেশ জয় করিবার উল্লাসে মত্ত হইয়া উঠিল। বক্তিয়ারের সৈন্যগণের মধ্যে কতক নবদ্বীপে থাকিবে ও কতক আসাম জয় করিতে যাইবে স্থিরীকৃত হওয়ায়, যে সকল সৈনিকেরা নবদ্বীপে থাকিল, তাহারা অপর সৈনিকগণকে বিজয়ভোজ দিতে লাগিল। নবদ্বীপে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণ ব্লক।

গঙ্গাসাগরসঙ্গম-স্থান হইতে যশোহর, খুলনা ও বরিশাল জেলার কতকাংশের দক্ষিণভাগ হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত স্থানকে বাদা কহে। এই বাদা পূর্ব্বে বহু বিস্তৃত ছিল। বাদা জঙ্গলময় প্রদেশ। এখানে সুন্দরী প্রভৃতি নানা জাতীয় বন্য-বৃক্ষ জন্মে এবং নল, হোগলা প্রভৃতি অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ জন্মে। উৰ্দ্ধে আকাশ পর্য্যন্ত অনেক বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পশ্চিমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরু ও চতুষ্পার্শ্বে হোগলা, বনুজা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ থাকায় বাদা বৃহৎ অরণ্যে পরিণত।

এই প্রদেশে অনেক খাল ও নদী প্রবাহিত। খাল ও নদী দ্বারা স্থানগুলি এরূপভাবে সমাচ্ছন্ন যে, এক একটি বন এক একটি দ্বীপের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই দ্বীপসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ইহার বৃহত্তম দ্বীপেও ৫০০ বিঘা জমী নাই। এই সকল খাল ও নদীতে জোয়ার ভাটা আছে। এখানে বৃহৎ বৃহৎ ব্যাঘ্র, তরক্ষু, ভল্লুক, হরিণ, বৃহদাকার বরাহ, নানাজাতীয় বিষধর এবং বিষহীন ক্ষুদ্র বৃহৎ ভুজঙ্গম বাস করে। নদীখালে কুম্ভীর-হাঙ্গরের সংখ্যা নাই। লোকে এ অঞ্চলকে ভীষণ স্থান মনে করে।

অধুনা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শাসনকালে এই অঞ্চলে কোন কোন প্রদেশে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল রক্ষিত হইতেছে। সেই বৃক্ষাদিসমাচ্ছন্ন বনপ্রদেশকে রিজার্ভ ফরেষ্ট বা রক্ষিত বন বলে। ঐ বনের বৃক্ষসকল গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট থাকার কারণ, আদেশ না করিলে কর্ত্তিত হয় না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শাসন-পালন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে। সেইরূপ অরণ্যবিভাগ বা Forest Department আছে। কনসারভেটার, ডেপুটী কনসারভেটার, রেনজার ও ফরেষ্টার প্রভৃতি এই বিভাগের কর্ম্মচারীর নাম। বাদা-অঞ্চল এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের অধীন।

বনবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রদেশের কর্ত্তা। ইঁহারাই সংরক্ষিত বন পর্য্যবেক্ষণ করেন ও অন্য বনের বৃক্ষাদি, হোগলা, বনুজা প্রভৃতি কাটিয়া বিক্রয় করেন। পরিষ্কৃত বাদা বিলি করা হয় এবং দেশীয় লোকেরা তাহা ক্রয় করিয়া কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করে এবং প্রজা-পত্তন করে। কৃষিকার্য্যের যোগ্য বাদাকে আবাদি বাদা বলে। এখানে প্রচুর ধান্য, নারিকেল, সুপারি, তুলা ও অন্যান্য সমস্ত বস্তু জন্মিতেছে।

প্রাচীনকালে বাদা বর্ত্তমান সময়ের বাদা অপেক্ষা শতগুণ ভয়ঙ্কর স্থান ছিল। বাদার নামে লোকের হৃৎকম্প হইত। প্রাচীনকালে সমাজতাড়িত, দেশ-তাড়িত, পলায়িত ও দোষী ব্যক্তিগণ এই অঞ্চলে গৃহাদি নির্ম্মাণ করত বাস করিত। প্রায়শঃ তাহাদিগকে কর দিতে হইত না এবং যে যতটুকু জঙ্গল কাটিয়া লইতে পারিত, তাহার ততটুকু জমীদারী হইত।

আমরা নরনারায়ণের পালিত পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে অনেক দিন ছাড়িয়া আসিয়াছি। পাঠকপাঠিকাগণ কৃষ্ণবল্লভের জন্য একটু উৎকণ্ঠিত হইতে পারেন। আসুন পাঠক-পাঠিকাগণ! আমরা একবার কৃষ্ণবল্লভের সন্ধান লইয়া আসি। কৃষ্ণবল্লভ পাঁচ শত অনুচরসহ বাদায় যাইবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু পাঁচ শত লোক তাঁহার সঙ্গে যায় নাই। কৃষ্ণবল্লভ যে প্রকৃতির লোক, তাঁহার সঙ্গে সেই প্রকৃতির এক শত ষোল জন লোক ও ৫০টি অশ্ব বাদা অঞ্চলে গিয়াছে। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছয়টি দ্বীপ পরিষ্কার করিয়াছেন ও ১২০০ প্রজা পত্তন করিয়াছেন। তিনি নিজের বাসের জন্য একটি ক্ষুদ্র গড়বেষ্টিত দুর্গ করিয়াছেন। তাঁহার চারি শত অশ্বারোহী ও ছয় শত পদাতিক সৈন্য হইয়াছে। তিনি বাল্যকাল হইতেই কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতেন। তিনি তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যের পাঁচ শত স্বর্ণ-মুদ্রা চুরি করিয়া আনিয়াছিলেন। চাঁদপুরের যুদ্ধকালে তিনি প্রচুর অর্থ লুণ্ঠন করেন। সর্ব্বসমেত তিনি ৪ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লইয়া বাদায় আইসেন। এক্ষণে এই অর্থ দ্বারাই প্রজাপত্তন ও বনকর্ত্তন প্রভৃতি করিয়াছেন। তিনি বাদায় তাঁহার মাতা ও পিতৃব্যকে স্থান দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি কৃষ্ণবল্লভের আর তেমন শ্রদ্ধা নাই। তাঁহার পিতৃব্যপত্নী কখনও বাদায় আসেন না এবং পিতৃব্য কখনও বাদা, কখনও রাঢ়দেশে অবস্থান করেন। কৃষ্ণবল্লভ অল্পদিন হইল দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি দিন দিন তাঁহার জমীদারী বাড়াইতেছেন। তিনি দুর্গের নিকট হাট-বাজার বসাইয়াছেন।

ভাল-মন্দ লোক চিরকালই সমাজে আছে। কৃষ্ণবল্লভের জননীর ইচ্ছা, কৃষ্ণবল্লভ যেরূপভাবে জন্মিয়াছেন, সেইরূপ ভাবে জাত একটি কন্যার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দেন। কৃষ্ণবল্লভ সেরূপ বিবাহ করিতে সম্মত নহেন। কৃষ্ণবল্লভ প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি বাদা-অঞ্চলের স্বাধীন রাজা। তিনি কোন রাজকন্যা ভিন্ন অন্য কাহারও পাণিপীড়ন করিবেন না।

কৃষ্ণবল্লভ বাদা-অঞ্চল হইতেই জানিয়াছেন, বক্তিয়ার খিলিজি নবদ্বীপ জয় করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি অবিলম্বে কোচবেহার ও আসাম জয় করিতে বহির্গত হইবেন। কৃষ্ণবল্লভ ভাবিলেন, তাঁহার উত্তম অবসর, তিনি দুইটি অনুচরের সহিত নবদ্বীপে যাইবেন মনস্থ করিলেন। তিনি তাঁহার এক জন বিশ্বস্ত বন্ধুর উপর তাঁহার নবদুর্গের শাসন ও পালনভার ন্যস্ত করিলেন। তিনি অশ্বারোহিবেশে দুইটি অনুচরের সহিত নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কয়েক দিনের পর বক্তিয়ারের সহিত দেখা করিবার সুবিধা করিয়া উঠিলেন। তিনি বক্তিয়ারের সৈনিকগণের নিকট পরিচয় দিলেন যে, তিনি নারায়ণপুরের রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা গঙ্গাধর রায়ের পুত্র। তাঁহার পিতাই তাঁহাদের বিশাল জমীদারীর রাজা ছিলেন। তাঁহার শৈশবে তাঁহার খুল্লতাত বিষ-প্রয়োগে তাঁহার পিতার প্রাণনাশ করেন। তাঁহার খুল্লতাত অপুত্রক ছিলেন। খুল্লতাত পুত্রনির্ব্বিশেষে তাঁহাকে পালন করেন এবং শাস্ত্র ও শস্ত্র-শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার খুল্লতাতের যত্নেই এক সম্ভ্রান্ত ঘরের ব্রাহ্মণ-কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। কৃষ্ণবল্লভ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বিষয়ের অর্দ্ধেক চাহিয়াছিলেন। খুল্লতাত তাঁহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন এবং তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রীকে পর্য্যন্ত লইতে দেন নাই।

কৃষ্ণবল্লভের নবদ্বীপে আসার পক্ষমধ্যে বক্তিয়ার সৈনিকগণের মুখে কৃষ্ণবল্লভের সংবাদ জানিতে পারিলেন। তিনি তৎকালে গৃহচ্ছিদ্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সুতরাং তিনি সহজেই কৃষ্ণবল্লভের সহিত দেখা করিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ আদর-অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিয়া দিবেন আশা দিলেন। কথোপকথনান্তে তিনি কৃষ্ণবল্লভকে তাঁহার সৈনিক-দলে অন্তর্ভুক্ত করিতে বলিলেন।

কৃষ্ণবল্লভ অতি চতুর লোক। তিনি তোষামোদ করিতে বিলক্ষণ পটু। বক্তিয়ারের আদেশে তিনি এক পক্ষকাল বক্তিয়ারের সৈন্য-দলে থাকিয়া, তাঁহার অতি প্রিয় হইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণবল্লভ যাদা-অঞ্চলে বাস করিলেও নারায়ণপুরে তাঁহার দুই জন অনুচর ছিল। তাহারা যথাসময়ে কৃষ্ণবল্লভকে নারায়ণপুরের সংবাদ দিত, তজ্জন্য কৃষ্ণবল্লভও তাহাদিগকে বেতনস্বরূপ কিছু কিছু অর্থ দিতেন। কথা ছিল যে, কৃষ্ণবল্লভের সকল আশা পূর্ণ হইলে তিনি তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন। রাজা নরনারায়ণ এ সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না।

কৃষ্ণবল্লভ অশ্বারোহণ, অসিচালন ও কুস্তি প্রভৃতি প্রদর্শন করায় বক্তিয়ার তাঁহাকে ভাল লোক মনে করিয়াছিলেন। যদিও বক্তিয়ারের সহিত দুই চার জন এ দেশের পথঘাট জানে ও বাঙ্গালায় কথা কহিতে পারে, এরূপ লোক ছিল, তথাপি তাঁহার আরও এই শ্রেণীর লোক রাখার ইচ্ছা ছিল। তিনি কৃষ্ণবল্লভের বাঙ্গালা, হিন্দী ও পারসিক কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বক্তিয়ার যখন কোচবেহার ও আসাম জয় করিতে চলিলেন, তখন তিনি অনেক আশা-ভরসা দিয়া কৃষ্ণবল্লভকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। বক্তিয়ার কৃষ্ণবল্লভকে স্পষ্ট বলিলেন যে, কোচবেহার ও আসাম জয়ের পর কৃষ্ণবল্লভ নারায়ণপুরের রাজা হইবেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

নারায়ণপুর দুর্গে।

রাজা নরনারায়ণ রায় সসৈন্যে বিষণ্ণ চিত্তে তাঁহার রাজধানী নারায়ণপুর দুর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারায়ণপুর ও তন্নিকটস্থ গ্রামসমূহে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। পবিত্র বঙ্গভূমি মুসলমানের পদানত হইল এবং বৃদ্ধ ধর্ম্মশীল রাজা লক্ষ্মণসেন ভয়ে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়াছেন—এই সংবাদ শ্রবণে হিন্দুমাত্রেরই দুঃখের সীমা থাকিল না। যখন মহারাজ লক্ষ্মণ বক্তিয়ার খিলিজির ভয়ে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আর যে কোন রাজা স্বরাজ্য রক্ষা করিতে পারিবেন, এ ভরসা কাহারও থাকিল না। বঙ্গদেশ আতঙ্কে পূর্ণ হইল।

মানব যখন যে অবস্থাতেই থাকুক, কতকগুলি অপরিহার্য্য কার্য্য আছে, যাহা তাহারা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না। সকল অবস্থাতেই আহার করিতে হয় ও নিদ্রা যাইতে হয়। বিশুদ্ধ হিন্দু পূজা-অর্চ্চনা না করিয়া থাকিতে পারে না। পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধ ও পুত্র-কন্যার বিবাহ বিপদ-আপদের মধ্যেও সম্পন্ন করিতে হয়। রাজা নরনারায়ণ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রথম দিন পুরললনাগণের সহিত কথোপকথনে দুঃখপরিতাপই করিয়াছেন।

দ্বিতীয় দিন রাজা নরনারায়ণ আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন, রাজমহিষী তালবৃন্ত হস্তে রাজার পরিচর্য্যা করিতেছেন, এমন সময় রাজা স্মিতমুখে কহিলেন—"রাণি!" মেয়ের ত একরূপ বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করেছি, এ সম্বন্ধে তোমার মত আছে জানি। মেয়ের আমার বয়স হয়েছে, সে সুন্দররূপ লেখা পড়াও শিখেছে। সে বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী। সে কৃষ্ণবল্লভকে যাহা বলিয়াছে, তাহা শুনিয়া আমার ভয় হইয়াছে, তাহার মনোমত পাত্র পাইব কি না?"

রাণী। কোথায় সম্বন্ধ স্থির করলে?

রাজা। রাজা রামশঙ্করের সহিত আমার এতকাল বিবাদ ছিল সত্য, এক্ষণে তাঁহার সহিত আমার বেশ সদ্ভাব হয়েছে। রামশঙ্করের পুত্র উমাশঙ্কর সুশ্রী, সুশিক্ষিত ও সাহসী বীর। তাহার সহিত বিবাহ দিব স্থির করেছি। তোমারও এ সম্বন্ধে মত আছে জানি। রামশঙ্করও এ কার্য্য করিতে সম্মত হয়েছেন। এক্ষণে জয়ন্তীর মত হলেই হয়।

রাণী। আমি যত দূর বুঝি, তা'তে এ সম্বন্ধে জয়ন্তীর অমত হবে না। জয়ন্তী বেয়াড়া মেয়ে নয়। কৃষ্ণবল্লভের প্রতি তার শ্রদ্ধা হবে কেন? তার কুলশীল কিছুই জানা ছিল না। সে দিন সে সন্ন্যাসীর চেলা হয়ে এ সহরে এসেছিল, রাস্তায় প'ড়ে মরছিল, তোমার মত রাজার মেয়ে এমন পাত্র পছন্দ করবে কেন? তার পরে জয়ন্তী বুঝিত, লোকে কৃষ্ণবল্লভকে যত পণ্ডিত বলে, বাস্তবিক কৃষ্ণবল্লভ সেরূপ পণ্ডিত নয় এবং যেরূপ যোদ্ধা বলে, সেরূপ যোদ্ধাও নয়। আচ্ছা, আজই আমি তার মত জেনে দিচ্ছি।

রাজা। কি ক'রে জানবে?

রাণী। তার মত জানা বড় কঠিন হবে না। কৃপাপিসী, ষোড়শী, বরদা, মোক্ষদা, এলোকেশী, সারদা ও সাবিত্রীকে লাগিয়ে দিলে দু কথায় তারা তার মত জেনে ফেলবে।

রাজা। পিসীমাকে ডাক দেখি। বরদা, ষোড়শীকেও ডাক।

অনন্তর রাণীঠাকুরাণী "রামার মাসী—রামার মাসী"—বলিয়া ডাক ছাড়িলেন। রামার মাসী রাণী ঠাকুরাণীর এক জন প্রিয় পরিচারিকা। সকলেই পরিচারিকাকে নাম ধরিয়া ডাকে। শ্যামী, রামী, পুঁটী, ফেণী প্রভৃতি রাজবাটীতে অনেক পরিচারিকা আছে।"

রামার মাসীর প্রতি রাণীঠাকুরুণের বিশেষ সুদৃষ্টি পড়ায় কেহ তাহার নাম চাঁদমণি ওরফে চাঁদী বলিয়া ডাকিতে সাহস করে না। রাম বলিয়া চাঁদমণির কোন ভগিনীপুত্র ছিল কি না, জানি না। আমরা বেশ জানি, চাঁদীর কোন সহোদরা ছিল না। রাম নামে চাঁদীর কোন মাসতুত, পিসতুত ভগিনী-পুত্র থাকিতে পারে, তাই চাঁদী এক্ষণে রামার মাসী বলিয়া পরিচিতা। রামার মাসী রাণীর আহ্বানের অপেক্ষায় রাজার শয়নগৃহের নিকটেই অবস্থান করিত। সে আহ্বানমাত্র সর্ব্বাঙ্গ ও মস্তক বসনে ঢাকিয়া অতি লজ্জাশীলভাবে ধীরে ধীরে রাজার শয়নগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া অতি মিষ্টস্বরে মৃদু কণ্ঠে বলিল—"রাণীমা ডাকলেন কি জন্যে?"

রাণী। তুই যা ত কৃপাপিসী, ষোড়শী ও বরদাকে এই ঘরে ডেকে নিয়ে আয়।

রামার মাসী রাণীর আদেশমাত্র দ্রুতগতিতে গমন করিয়া অগ্রে পিসীর প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইল। তাঁহাকে অতি সত্বর রাণীর গৃহে যাইবার কথা বলিয়া ষোড়শীকে খিড়কীর পুকুরের ঘাটে গ্রেপ্তার করিল। তাহাকে বলিল,—রাণীমা তাহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া গলা ভাঙ্গিলেন, ক্ষণবিলম্ব না করিয়া তাহার রাণীমার গৃহে যাওয়া কর্ত্তব্য। সে বরদাকে দেখিল যে, সে তাহার নিজ কক্ষে তাম্বূল প্রস্তুত করিতেছে। সে তাহাকেও জানাইল, রাণীমা তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া সন্ধান করিতেছেন। ক্ষণবিলম্ব না করিয়া রাণীমার নিকট তাহার যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

অনেক বড় লোকের বাটীতে অনেক ভৃত্য ও অনেক পরিচারিকা আছে, তাহারা প্রভুভক্ত। কাহাকেও ডাকিবার হুকুম পাইলে বাঁধিয়া লইয়া যায়। এইরূপ দাস-দাসীগণই প্রভুর প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। রামার মাসী সেই সম্প্রদায়ের দাসী।

কৃপাময়ী, ষোড়শী ও বরদা রাণীর গৃহে গমন করিবার সঙ্গে সঙ্গে রামার মাসী যাইয়া রাণীর গবাক্ষের নিকট সাবধানে দণ্ডায়মান হইল।

সে রাণীর প্রিয়দাসী, রাণীর ঘরের কথা তাহার সর্ব্বাগ্রে জানা প্রয়োজন। সে সব কথা সে অগ্রে না জানিলে, তাহার আধিপত্য থাকিবে কেন?

কৃপাময়ী ঠাকুরাণী, ষোড়শী ও বরদা রাজগৃহে অতি ব্যস্তভাবে উপস্থিত হইলেন।

কৃপাময়ী বৃদ্ধা হইলেও জামাতার গৃহে অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া গিয়াছেন, ষোড়শী বস্ত্রখানি ভাল করিয়া পরিয়া মুখখানি পরিষ্কার করিয়া ধীরগমনে রাজার গৃহে গমন করিয়াছে। বরদা যদিও তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছিল, তথাপি সে রাজার গৃহের দ্বারে যাইয়া তাহার প্রিয় তাম্বূল গিলিয়া ফেলিয়া মুখ মুছিয়া রাজসকাশে উপস্থিত হইয়াছে।

সকলে উপস্থিত হইলে রাজা ধীরে ধীরে বলিলেন, "পিসীমা, ষোড়শী, বরদা, তোমরা একটা কাজ করতে পারবে?"

কৃপাময়ী। কি কাজ বাবা—কি কাজ?

রাজা। আমি বলেছি কি রাণী বলেছেন, কোন ক্রমে যেন এ ভাব প্রকাশ পায় না। তোমরা কৌশলে জানবে, উমাশঙ্করের সহিত বিবাহে জয়ন্তীর কোন আপত্তি আছে কি না। উমাশঙ্কর রূপবান্ পুরুষ, সে লেখা-পড়াও বেশ জানে। সে পরম কৌশলী যোদ্ধা, তাহাদের রাজ্য আমার রাজ্য অপেক্ষা বৃহৎ। তাহাদের কুলশীলও খুব ভাল, ঘরেও মজুত টাকা অনেক আছে। তাহাদের দেশও আমাদের দেশ অপেক্ষা অনেক ভাল। আমাদের দেশ বর্ষাকালে জলে ডুবে যায়, তাদের দেশ ও রকম নয়। সে দেশে ফল-তরকারী বেশ জন্মে। রাজা রামশঙ্কর ও তাঁহার পুত্র উমাশঙ্কর উভয়েই ধার্ম্মিক ও স্বদেশ-হিতৈষী। আমার সঙ্গে তাদের বিবাদ ছিল, তা পিসী, তুমি বেশ জান, তাদের গুণে তারা এখন আমার পরমাত্মীয় হয়েছে।

কৃপাময়ী। তা,—বাবা—তা আর কি আমি জানি না? রাজা রামশঙ্করের সহিত তোমার কত যুদ্ধ। আমি ত আজ এ সংসারে নূতন আসি নাই। এই সে দিনের চাঁদপুরের লড়াইও জানি, আর সেই সাবেক বারে বড়রাজপুরের ঘটনাও দেখেছি! তা—বাবা, তুমি যা ঠিক করেছ, তা বেশ হয়েছে। জয়ন্তী যেমন রূপে লক্ষ্মী ও গুণে সরস্বতী, দাদা উমাশঙ্করও সেইরূপ বিদ্যায় বৃহস্পতি এবং রূপে গুণে ও যুদ্ধবিদ্যায় ঠিক যেন কার্ত্তিক ঠাকুর। জয়ন্তী আমার লক্ষ্মী দিদি, সে এ বেতে যে অমত করবে, এমন বুঝি না। তা—তার মত আজই জেনে দিব। কেষ্টা একটা হনুমান্ নইলে এ রাজবাটী ত্যাগ করবে কেন? তা—সে ষোড়শীকে বিয়ে ক'রে বাড়ী ঘর ক'রে পরম সুখে কাল কাটাতে পারত। তা—তার অদৃষ্টে দুঃখ, তাই ছোঁড়া কোথায় চ'লে গেল।

ষোড়শী। বাবা! জয়ন্তীর মত জান্‌তে আর কত-ক্ষণ? আজই জেনে দেব। সে রাজপুত্রকে বে করতে অমত কর্‌বে না।

বরদা। রাণীমা! মেয়ে কি কখনও বাপ-মার অমতে চলে? আপনাদের যে মত, জয়ন্তীরও সেই মত। আমি না জেনেই বল্‌তে পারি, জয়ন্তীর এ বিবাহে কোন অমত হবে না। তা আপনারা জান্‌তে বল্‌ছেন, আমি আজই জেনে দিব।

সকলে রাজা-রাণীর গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। রামার মাসী বুঝিল, রাজদম্পতি এক্ষণে বিশ্রাম করিবেন। সে একেবারে দৌড়িয়া জয়ন্তীর গৃহে গমন করিয়া, জয়ন্তীর পা দুখানি মাথার উপর রাখিয়া, পা দুখানি দুই হাতে ধরিয়া টা'ন টা'ন হইয়া শয়ন করিল। জয়ন্তী কহিল—"ও কি রামার মাসী, ও কি? তুমি বয়সে বড়. তোমার কি আমার পা মাথায় করা উচিত? তুমি কি চাও বল।" রামার মাসীর কিছু দরকার হইলে রাণী ও রাজকন্যার চরণযুগল ঐরূপে মাথায় করিত।

সে বলিল—"দিদি! আমি কিছুই চাই না, একটা কথা শুনিব।"

জয়ন্তী। বল। পা ছেড়ে দিয়ে ভাল হয়ে ব'সে কি কথা শুনবে বল।

রা-মাসী। তুমি আগে বল, ঠিক বলবে?

জ। বলব।

রা-মা। রাজাবাহাদুর রাজা রামশঙ্করের পুত্র কুমার উমাশঙ্করের সহিত তোমার বিয়ের সম্বন্ধ ক'রে এসেছেন। উমাশঙ্কর রূপে কার্ত্তিক, গুণে বৃহস্পতি। এ বিয়ে না হ'লে আর সম্বন্ধ জোটা দায়।

জয়ন্তী। তোর এ কথায় কাজ কি?

রা-মা। তবে যে পা ছাড়তে বল? আমায় বলবে, তবে পা ছাড়ব।

জয়ন্তী। আমি বলব না। আমার মতে কি বে' হবে?

রা-মা। তোমায় বলতেই হবে, নইলে তোমার পায়ে আমি মাথা ভাঙ্গব।

জ। আমার বে' হবে কৃপাদিদির সঙ্গে।

রা-মা। সে বিয়ে ত অনেক দিন হয়েছে। এখন চাই রাঙা টুকটুকে বর। সে বর—

জয়ন্তী। দেখ্‌, আমার কাছে যদি বেহায়াগিরি করবি, তবে এক ঘা দিয়ে তোর দাঁত কটা ভেঙ্গে দেব।

রা-মা। দাঁত কটা ভাঙ্গবে কি? এ সবই তোমাদের। হয় বল, না হয় বুকে ছুরি দাও।

জয়ন্তী। আমি ত বেটা-ছেলে নই? তোরা এত বিয়ে বিয়ে ক'রে মরিস্ কেন? সেকালে কত মেয়ের বিয়ে হ'ত না। পুরাণে দেখি, তাতে জানি রুক্মিণীর বে' হয় আটাইশ বৎসর বয়সে। দ্রৌপদীর বিয়ে বাইশ বৎসরে, সত্যভামার বে' হয় চব্বিশ এবং সত্যবতীর বে' হয় পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরে। কুন্তীরও বুঝি বে' হয় তেইশ-চব্বিশএ। তোরা আমার বে'র জন্য এত পাগল কেন?

রা-মা। আমি পুরাণশাস্ত্র শুন্‌তে আসি নাই। তোমার মত কি দিদিমণি, বল? ভাই লক্ষ্মী দিদি, বল। তোমার পায় ধরি—চরণামৃত খাই।

জ। জলে পড়েছিস্ না কি?

রা-মা। তাই বটে। তোমার বে' হবে, আমি তোমার সঙ্গে যাব, জামাইবাবুকে কত ঠাট্টা করব। কবে ম'রে যাব, সে সুখটুকু ভোগ ক'রে যাই।

জ। কৃপাদিদিকে সে সব করলেই পাবিস।

রা-মা। না দিদি, আমি যোড়করে বলছি—বল।

জ। তুই যে আমাকে পাগল করলি। আমি বাবা-মার চেয়ে কি বড় বেশী বুঝি? তাঁরা যা করবেন, সেই ভাল। আমার বাবাও যে সে লোক নন। যেমন পণ্ডিত, তেমনি বীর, তেমনি বুদ্ধি-মান্। তোরও ত একটা বে' হয়েছিল। তুই মত দিয়েছিলি কি? কোন কোন ছেলে বাপ-মার অমতে বে' করে। মেয়েরা সর্ব্বদাই বাপ-মার কথা শুনে। মেয়েদের মতামত নাই। বাপ-মায়ের মতই তাদের মত।

রা-মা। বাঁচলেম, দিদি, বাচলেম। এই ত কথা।

রামার মাসী আর এক দৌড়ে রাণীর কক্ষ-দ্বারে উপস্থিত হইল এবং রাণীর নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র সে সবিস্তারে সাল-ঙ্কারে বলিল—"আমি দিদিমণির মত জেনেছি। দিদি আমাদের লক্ষ্মী। রাজাবাহাদুর যা করেন, রাণীমা আপনি যা কর্‌বেন, দিদিমণির তাতেই মত। তিনি বলেন, বাবা মার যা মত, সকল দেশের সকল মেয়ের সেই মত।" দাসীর বাক্য শ্রবণে নিদ্রোত্থিতা গম্ভীরবদনা রাজমহিষীর মুখে হাস্যের বিজলী খেলিল। চতুরা পরিচারিকা রামার মাসী বুঝিল, রাজমহিষী সন্তোষের হাসি হাসিলেন। সে মনে মনে স্থির করিল, এবার আমার পোয়াবারো। এই বিবাহে আমি পাঁচ রকম চুরিতে, বকসিসে অন্যূন দুই শত টাকা উপার্জ্জন করিব।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রাসাদ-শিখরে।

বসন্তের অপরাহ্নকাল। বাসন্তী বিহঙ্গকুল দলে দলে আকাশপথে উড্ডীন হইতেছে। এক দল বৃহৎ পাদপের শাখায় উপবেশন করিয়া মধুর সঙ্গীত ধরিল। অপর দল উড়িয়া উড়িয়া তাহাদিগকে যেন ব্যঙ্গ করিয়া অন্য তরুশিরে আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক মানবের অনুকরণে প্রথম বিহঙ্গদলের সঙ্গীতের অনুরূপ সঙ্গীত গাহিয়া তাহাদিগকে বিলক্ষণ উপহাস করিতে লাগিল। আর দুই দল বিহঙ্গ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে উড়িতেছে। আকাশ নির্ম্মল। তরুলতাগণ রক্তবর্ণ হইয়া কিশলয়ে সাজিয়া ফুলের নোলক নাকে পরিয়া মৃদু পবনের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতেছে। ধরিত্রী নূতন সাজে সাজিয়া উঠিয়াছেন। নবদূর্ব্বাদলে তাঁহার অনাবৃত শরীর আচ্ছাদিত হইল। নূতন ফুল-আভরণে শরীর সাজাইলেন। বসন্তরাণী ধরা-রাণীর আতিথ্য-গ্রহণ করিতে আসিতেছেন। কাল পোষাকে অঙ্গ ঢাকিয়া কোকিল নকিব আসিয়া রাণীর আগমন ঘোষণা করিল। স্তুতিপাঠক পতত্রিকুল রাণীর যশোগান ধরিল। ধরারাণী বসন্তরাণীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অপূর্ব্ব শোভায় দিঙ্মণ্ডল হাসিয়া উঠিল।

নারায়ণপুরের দুর্গের এক সুধাধবলিত অট্টালিকার শিরোদেশে সারদা, বরদা, সাবিত্রী, ষোড়শী রাজকন্যা জয়ন্তীকে লইয়া আরোহণ করিয়াছেন। বরদা জয়ন্তীর কুন্তল বন্ধন করিতেছেন, সম্মুখে বৃহৎ দর্পণে জয়ন্তীর চারুকান্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। বরদা দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত কঙ্কতিকা সঞ্চালনপূর্ব্বক জয়ন্তীর কেশপাশের সীমন্তের সৌষ্ঠবসাধন করিতেছে।

জয়ন্তী কহিল—"সীঁতে যে বাঁকা হ'ল।"

বরদা। উমাশঙ্কর ত আজ আস্‌বেন না।

জ। উমাশঙ্কর কে?

ব। তোমার বর। রাজা রামশঙ্করের পুত্র। তাঁর মূর্ত্তি যে কত কাল হৃদয়ে পূজা করছ। তাঁর সঙ্গে যে বে' ঠিক হয়ে গেছে!

জ। তোর আর ঠাট্টা করতে হবে না। তোর যেন একটা মস্ত বর হয়েছে, তুই সকলকেই বর দিতে চাস্।

ব। তুই কি বর চাস্ না? বল দেখি—বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, উমাশঙ্কর তোর কেউ নয়?

জ। সে আমার কেউ নয়।

ব। আচ্ছা, তুই তাকে ষোড়শীর বর ক'রে দিতে পারিস্?

জ। আমি কি বরের কর্ত্তা?

ব। আচ্ছা দিদি, তুই ঠিক ক'রে বল দেখি, উমাশঙ্করকে তুই ভালবাসিস কি না?

জ। সে রাজপুত্র, সাহসী বীর, কৌশলী যোদ্ধা, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, মিষ্টভাষী, স্বদেশহিতৈষী ব্রাহ্মণসন্তান, সুশ্রী যুবক, এই সকল কারণে তাঁহাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

ব। দেখ, আমার কাছে কিছু গোপন করিস্ না। সারদা, ষোড়শী, সাবিত্রী দূরে আছে। তুই উমাশঙ্করের বড় প্রশংসা করেছিস। তুইও মেয়ে, আমিও মেয়ে, তোর মনের ভাব বুঝতে বাকী আছে কি? তুই ঘুমি'য় বলেছিস্—'উমাশঙ্কর! তুমি রাজপুত্র না—দেবতা? তুমি মানুষ—না দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়? যে দিন কৌশলে তুমি বাবার চক্রব্যূহ হ'তে তোমাদের সৈন্য বে'র ক'রে নিলে, যে দিন তুমি বাবার নিকট এসে সন্ধির প্রস্তাব করলে, সেই দিন হ'তে আমি তোমাকে দেবতা ও পতি ব'লে পূজা করি।'

জ। সত্যি দিদি, আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সেইরূপ বলেছি না কি?

ব। সত্য না ত কি? আমি মিথ্যা কথা বল্‌ছি?

জ। দিদি, তোর পায় ধরছি, এ কথা কাহারও কাছে বলিস না। যা ঘুমিয়ে বলেছি, তাই আমার মনের ভাব। আমার মাথা খা'স, এ কথা কারো কাছে বলিস্ না।

ব। রাজা উমাশঙ্করের সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ ক'রে এসেছেন। রাণীমা ও রাজামহাশয় এ বিয়েতে তোমার মত কি জান্‌তে চেয়েছেন।

জ। আমি কিছু বলেছি, প্রাণান্তেও বল্‌বে না, বল গে, পিতা-মাতা পরম গুরু, তাঁহারা যাহা করবেন, তাই হবে।

ব। তাই বলব।

ইতিমধ্যে কৃপাময়ী দেবী ছাদে উঠিলেন। তিনি ষোড়শী, সাবিত্রী ও সারদার সহিত জয়ন্তীর নিকট আসিয়া বসিলেন।

কৃপাময়ী বলিলেন—"বেশ চুল বাঁধা হয়েছে। এখন বর কুমার উমাশঙ্করের পার্শ্বে বসিয়ে দিলেই হয়। পাত্রও বেশ জুটেছে। বিয়ের দিনও ১৫ই বৈশাখ।

ষোড়শী। কার বিয়ে দিদিমা?

কৃ। রাজা রামশঙ্করের পুত্র কুমার উমাশঙ্করের সহিত জয়ার বিয়ে ঠিক করেছেন। ১৫ই বৈশাখ

বিয়ে হবে! জয়ন্তি! এ বিয়েতে তোমার মত কি?

জ। আমার ত বিয়ে বাকী নাই, আমি স্বয়ম্বরা হয়েছি।

কৃ। তুই চুপে চুপে কার সঙ্গে স্বয়ম্বরা হলি?

জ। চুপে চুপে হব কেন, প্রকাশ্যে হয়েছি! আমার বর শ্রীমান্ কৃপাময়ী দিদি-ঠাকুরাণী।

সকলে অট্টহাসি হাসিলেন।

সাবিত্রী বলিলেন—"ওলো থাম! থাম! ও বরে কুলবে না। একটা শক্তি-সামর্থ্যওয়ালা বর চাই। ও বরের চামড়া ঝুলা, চুল পাকা, দাঁত পড়া। ও বরকে চেনা বড় কঠিন।"

জ। আমার ঐ বর ভাল। ঐ বরের সঙ্গে কত কাল শোয়াবসা করছি।

ষোড়শী। থাম্ লো জয়া, থাম্! বল দেখি, তুই উমাশঙ্করের সঙ্গে বিয়েয় বস্‌বি কি না?

জ। তুই বল দেখি, ফেলা ডোমের সহিত বিয়েয় বসবি কি না?

ষো। বাবা ত আমার ফেলা ডোমের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করেন নি, সম্বন্ধ করলে নিশ্চয়ই বসব। কুমার উমাশঙ্কর ও ফেলা ডোম সমান হ'ল না কি?

জ। সমান বৈ কি? দুই জনেই ত বেটা ছেলে। বাবা যার সঙ্গে সম্বন্ধ করবেন, আমিও তার সঙ্গে বিয়েয় বসব।

ষো। তা আর বস্‌তে হয় না। কেষ্ট দাদার সঙ্গে কত বিয়েয় বসলে? কালনাগিনীর মত গর্জ্জে উঠলে।

জ। সে সম্বন্ধ কি বাবা করেছিলেন? যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর। পোড়ামুখের যেমন কথা, তেমনি উত্তর। তোর মত আমার তার সঙ্গে সম্বন্ধ হয় নাই এবং আমি তার সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়েও কথা বলি না।

কৃপাময়ী দেখিলেন, গতিক ভাল নয়। তিনি বুঝিলেন, জয়ন্তী ও ষোড়শীতে তুমুল কলহ বাধিতে পারে। সারদা, বরদা, সাবিত্রী প্রভৃতিও সেইরূপ বুঝিলেন।

কৃপাময়ী বলিলেন, "স্বয়ম্বর বিয়েই খুব ভাল।"

জ। স্বয়ম্বর যে হয় কেবল রূপ দেখে। তোমার যে রেতে ঘুম হয় না। তুমি যে সারারাত ঘরর ঘরর ক'রে টিপের সুতা কাট, মুখ দিয়ে থু-থু ছড়াও। এক পাকে নিজ হাতে খাও। চুলে তেল মাখ না, কাপড় ধোবার বাড়ী দেও না। এ সব জানলে কখনও তোমাকে বিয়ে কর্ত্তে মন হয় না। বাপ-মায়ে দেখে শুনে বিয়ে দেন, সেই ত ভাল।

সাবিত্রী। জয়ন্তী ঠিক বলেছে। স্বয়ম্বরে কেবল রূপ দেখা হয়। অন্তর কিছুই দেখা হয় না। দাসী বরগণের যে বিবরণ জানে, যা মুখে আসে, তোতাপাখীর মত তাহাই বলে। সেই রাজা বর পরে মাকাল ফলও হ'তে পারে।

ব। পিতা-মাতার মত গুরু নাই। তাঁরা শৈশব হ'তে পুত্র-কন্যার বিবাহ দিবার জন্য পাত্র-পাত্রী সন্ধান করেন। তাঁদের কাজের উপর আর কথা নাই।

বামাদলে এইরূপ কত কথা হইল। সকলে বুঝিলেন, পিতামাতার মতেই জয়ন্তীর মত। কৃষ্ণবল্লভ নীচলোক, তাহার প্রস্তাবে জয়ন্তী সম্মত ছিল না।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

উৎসব।

নারায়ণপুরের দুর্গে আজ বড় উৎসব। রাজা নরনারায়ণ কন্যার মত জানিয়াছেন। রাজা নরনারায়ণ রামশঙ্করকে তাঁহার রাজধানীতে আনিবার জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছেন। রাজা রামশঙ্কর সে প্রস্তাবে সম্মত হইয়া নারায়ণপুরে আসিতেছেন। নগরে মহাধূম পড়িয়া গিয়াছে। নগর ও দুর্গের রাস্তা-ঘাট সকল পরিষ্কৃত হইতেছে। নগরদ্বার ও পুরদ্বারে নহবৎখানা সমূহে নহবৎ বাজিতেছে। প্রত্যেক দ্বার কদলীতরু ও পূর্ণকুম্ভে সজ্জিত রহিয়াছে। মাতঙ্গ ও তুরঙ্গগণ সুন্দর রঙে চিত্রিত বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া পথের দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণ কোষমুক্ত অসি করে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রাজা নরনারায়ণ বৃহৎ মাতঙ্গ-পৃষ্ঠে রাজা রামশঙ্করের অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন।

আমাদিগকে একবার রাজা নরনারায়ণের অন্তঃপুরে উঁকি মারিতে হইতেছে। আজ প্রাঙ্গণের আবর্জ্জনারাশি ধৌত হইয়া প্রাঙ্গণ সৌর-করে হাস্য করিতেছে। অন্তঃপুরবাসিনী বামাকুল বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কেহই নিষ্ক্রিয় নহেন। কেহ ক্ষীরের চুসি গড়িতেছেন, কেহ মুড়কি করিবার জন্য ছানা বাঁটিতেছেন, কেহ কেহ বাটা ছানার লালমোহন গড়িতেছেন, কেহ বা অন্যা

রমণীর সহিত কলহে রত হইয়াছেন, কেহ বা রাজমহিষী, কৃপাময়ী প্রভৃতির সহিত অন্য বিষয়ে বাক্যালাপ করিতেছেন। রাজমহিষীর প্রশ্ন হইল—কি কি পিঠে করা উচিত?

নিস্তারিণী রাণীর সম্পর্কে নাতনী। তিনি বলিলেন—"চুষিপুলি, আঁদসা, চিতেই, আস্কে, চন্দ্রপুলি, রামপুলি প্রভৃতি করলেই হয়।"

রাণী। দেখ নিছি, এ ঠাট্টার সময় নয়। গোটা কয়েক ভাল পিঠের নাম কর।

নিস্তারিণী। হল, দল, মুগুর বোওা।

রাণী। দূর পোড়ারমুখী। আবার ঠাট্টা?

নি। আমি ওর চেয়ে আর বেশী পিঠের নাম জানি না। আপনার বেয়াই ত? রাবণও আসবেন না, কুম্ভকর্ণও আস্‌বেন না। ক্ষীর ছানার বাপ নির্ব্বংশ হচ্ছে, আর কেন?

রাণী। রাজা যে খাবেন, সে জন্য নয়, আমাদের শিল্পরুচি দেখানর জন্য পিঠে করতে হয়।

নি। যদি শিল্পকার্য্য দেখাতে হয়, তবে দুখানা কাঁথা, দুখানা শাল দিলেই হবে। আর আদর করবে, তবে গোবর খাওয়াবে।

রাণী। দূর ছুঁড়ী, তোর মুখের কাছে আঁটা দায়।

নি। রাণী দিদি—উচিত কথা বললে লোকে রাগে। তাই আমি উচিত কারেও বলি না। মন্দ জিনিসকে ভাল করার নামই শিল্প। তুমি কাঁচিপোড়ার নামে হাসছ। এমন কাঁচিপোড়া করা যায় যে, তা দেখে তোমার বেয়াই আর কি ব'লব অবাক্ হয়ে———তোমার বুড়ো কাল।

রাণী। দূর পোড়ারমুখী! আমার বুড়ো কাল ঠিক। তুই ত যুবতী মেয়ে, রাজা নয় তোকেই নেবে।

নি। আমার কি তেমন কপাল হবে? আমার ওরূপ কাপড় নাই, গহনা নাই।

রাণী। সে সব আমিই দিয়ে দেব।

নি। দাও দিদি, দাও। এই উপলক্ষে আমি একবার সেজেগুজে নিই।

রাণী। সেজেগুজে সেই বুড়ো রাজার ঘরে যেতে হবে।

নি। তা যাব। দুটো ঠোনা মেরে চ'লে আস্‌ব।

এই সময়ে নহবতে মধুর বাদ্য বাজিয়া উঠিল। দুড়ুম, দুড়ুম বোমধ্বনি হইল। ললনাকুল স্ব স্ব কার্য্য ফেলিয়া ছাদে উঠিলেন। রাজদর্শন কাহারও ভাগ্যে জুটিল, কাহারও জুটিল না। যাঁহারা রাজদর্শন পাইলেন, তাঁহাদের এক দল রাজাকে ভাল করিয়া উঠাইলেন ও এক দল নিন্দা করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, রাজা রামশঙ্কর এই আমোদ-উৎসবের মধ্যে নারায়ণপুর দুর্গে উপস্থিত হইলেন।

———

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কন্যাদর্শন।

রাজা রামশঙ্কর রায় নারায়ণপুর দুর্গের শ্রীবৃদ্ধি অবলোকন করিয়া এবং রাজা নরনারায়ণ রায় ও তাঁহার পারিষদবর্গের আদর-অভ্যর্থনায় যার-পর-নাই প্রীত হইয়াছেন। রাজা রামশঙ্কর ও নরনারায়ণ উভয়ে স্নানপূজা সমাধা করিয়া অন্তঃপুরে জলযোগ করিতে আসিলেন। নিস্তারিণী দেবীর উপর জলযোগের দ্রব্যাদি দিবার ও আসনাদি সংস্থাপন করিবার ভার পড়িয়াছে। এ স্থলে নিস্তারিণী দেবী স্বয়ং এ ভার গ্রহণ করিয়াছেন কেন, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। নিস্তারিণী রাজা নরনারায়ণের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্রের কন্যা। তাঁহার পিতা রাজা না হইলেও এক জন সঙ্গতিপন্ন লোক। নিস্তারিণীর বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর। বর্ণ উজ্জ্বল—বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায়। তাঁহার অঙ্গযষ্টি স্ফীত ও দীর্ঘ। কটিদেশ সূক্ষ্ম, উরস্ উন্নত, অধরোষ্ঠ বিম্বফলবৎ, দন্তপাঁতি মুক্তাপংক্তিবৎ, নয়ন-যুগল আকর্ণবিশ্রান্ত, সুকৃষ্ণ ভ্রূযুগল নয়নের অনুরূপ, ললাট প্রশস্ত, গাঢ় সুকৃষ্ণ দীর্ঘ কুন্তলপাশ স্থূল ও জানুচুম্বিত। তাঁহার সর্ব্বশরীর নাতিস্থূল, নাতিসূক্ষ্ম অথচ অতি রমণীয় বাহুযুগল ও চরণযুগল সর্ব্বশরীরের অনুরূপ ও কামনীয়; হস্তদ্বয় কোমল ও রক্তাভ। নিস্তারিণী দেবী বাক্‌পটুও বেশ। এ কারণ রাজমহিষীও এই নাতনীর উপর রাজদ্বয়সম্মুখে উপস্থিত হইবার ভার দিয়াছেন। নিস্তারিণীর বিবাহ হইয়াছে। নিস্তারিণীর স্বামী সুশিক্ষিত ও সুশ্রী যুবক, সাহসী যোদ্ধা ও মধ্যবিত্ত জমীদার।

একটি সুরম্য সুবাসিত গৃহে রাজদ্বয়ের জলযোগের আয়োজন হইয়াছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দুইখানি সুন্দর পীঠ পাশাপাশিভাবে রক্ষিত হইয়াছে ও জরীর কামদার আস্তরণ সেই পীঠের উপর বিস্তৃত রহিয়াছে। সম্মুখে রৌপ্যের থালা, বাটি, রেকাব প্রভৃতিতে জলযোগের দ্রব্য এবং স্বর্ণ-গ্লাসে সুবাসিত পানীয় জল রহিয়াছে। রাজদ্বয় আসিয়া যুগপৎ দুই পীঁড়িতে দণ্ডায়মান হইবামাত্র পীঁড়িদ্বয়ের নিম্নে

কুলাল থাকা হেতু গড় গড় করিয়া স্থানচ্যুত হইয়া চলিল। রাজা রামশঙ্কর রাজা নরনারায়ণের গায়ের উপর পড়িলেন। রমণী-মহলে হাস্যের তরঙ্গ উঠিল। নিস্তারিণী দেবী দ্রুতগতি যাইয়া রাজা নরনারায়ণের হাত ধরিয়া বলিলেন, "দাদা মহাশয়! দুই বেহাই রাগ ক'রে যান কোথায়? এখনি আমি দিদিমাকে পাখা হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" নরনারায়ণ এতদুত্তরে কহিলেন,—"তা নয়, তা নয়। তোমার রূপ দেখে বেহাই রাজার বুকটা গুর্‌গুর্‌ ক'রে উঠলো, তাই তিনি আমার গায়ের উপর প'ড়ে গিয়েছেন এবং আমিও তাঁর আঘাতে স'রে পড়েছি।"

নিস্তা। দাদা মহাশয়, তা নয়। দিদিকে না দেখে আপনি ছুটে তাঁর সন্ধানে যাচ্ছিলেন। কুটুম্ব রাজা আপনাকে ধরতে প'ড়ে গিয়েছেন।

রাজা রামশঙ্কর বলিলেন, "দিদি, তুমি যা বল্‌লে, সেই ঠিক।"

নিস্তা। দাদা! আপনি আর পারেন না। আমরা দুই জন এক দিকে আর আপনি একা এক দিকে।

নর। বেহাই! আপনার খুব জোর কপাল। এরই মধ্যে আপনার সঙ্গিনী মিলেছে।

নিস্তা। মাছ না পেয়ে ছিপে কামড়। পরেরটি বিলিয়ে দিতে বৃহস্পতি। নিজেরটি বের করতেও সাহসে কুলায় না।

নর। যাদের দুটি থাকে, তারা সুন্দরটি বের করে।

নিস্তা। সুন্দরটি বের করে কি কালটি বের করে, তার ঠিক কি? কুটুম্ব ঠাকুর দাদা ত এক জন বড় রাজা। তিনিই বলুন দেখি, নিজের দ্রব্য কেহ কি এমন ভাবে বিলাতে পারে?—না পরের হাওয়া সইতে পারে?

নর। ভাই, তুই থাম। আমারই পরাজয়।

অনন্তর দুই রাজা জলযোগ করিলেন। রাজা রামশঙ্কর জলযোগের দ্রব্যাদির পারিপাট্যের ও নারী-শিল্পের প্রশংসা করিলেন। তিনি সানুচর তিন দিন নারায়ণপুর দুর্গে অবস্থিতি করিলেন। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নসময়ে কন্যা-দর্শনের শুভকাল স্থির হইল। সুসজ্জিত সুদীর্ঘ এক প্রকোষ্ঠ-মধ্যে কন্যা-দর্শনের স্থান হইল। রাজা রামশঙ্কর পূর্ব্বেই বলিয়া দিলেন, কন্যাকে সাজাইতে হইবে না। স্বভাব-সুন্দর বস্তু সাজগোজ করিলে তাহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। রাজা রামশঙ্কর ও তাঁহার তিনটি অনুচর পাত্রী দেখিবেন স্থির হইল। রাজা নরনারায়ণ ও তাঁহার সভাসদ্‌ পণ্ডিতগণ কন্যাদর্শনকালে উপস্থিত থাকিবেন, স্থিরী-কৃত হইল। উমাশঙ্করের ইচ্ছানুসারে শঙ্করপুর হইতে তাঁহার কোন সহচর কন্যা-দর্শন করিতে আসেন নাই। রামশঙ্কর হরিচরণকে সঙ্গে আনিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু হরিচরণ তাহাতে অসম্মত হইয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, যখন রাজা রামশঙ্কর স্বয়ং কন্যাদর্শন করিতে যাইতেছেন, তখন আর কাহারও যাওয়া উচিত নয়।

কন্যাদর্শনের সময় উপস্থিত হইল। কন্যাদর্শন-কক্ষের এক দিকে মধ্যস্থানে এক বিচিত্র আসনে রাজা রামশঙ্কর ও রাজা নরনারায়ণ উপস্থিত থাকিলেন। রাজা নরনারায়ণের দক্ষিণপার্শ্বে তাঁহার সভাসদ্‌ পণ্ডিতগণ উপবেশন করিলেন। রাজা রামশঙ্করের পার্শ্বে তাঁহার অনুচরবর্গ বসিলেন।

জয়ন্তীকে কোনরূপ সাজান-গোজান হয় নাই। তাহার কেশপাশ উন্মুক্ত রহিয়াছে, নাকে একটিমাত্র নোলক, কর্ণে দুইটিমাত্র কুণ্ডল, গলায় একগাছিমাত্র স্বর্ণহার। জয়ন্তীর দুই মণিবন্ধে দুইগাছি মাত্র অনন্ত, দুই করমূলে দু'গাছি বালা ও কয়েকগাছি চুড়ী। তাহার চরণে মল ও কটিদেশে সামান্য একটি সূক্ষ্ম কটিভূষণ, পরিধানে একখানি সূক্ষ্ম শ্বেতবসন মাত্র। দর্শকগণ সকলেই প্রায় বৃদ্ধ। যে সমস্ত রমণী জয়ন্তীকে দেখাইতে আসিলেন, তাঁহাদের কাহারও মুখ অবগুণ্ঠ-নাবৃত নহে। নিস্তারিণী জয়ন্তীর হস্তধারণ করিয়া সেই দর্শন-গৃহে আসিলেন। ষোড়শী, সাবিত্রী, সারদা, বরদা প্রভৃতি কন্যাগণও জয়ন্তীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন।

রমণীগণ আসিয়া প্রণম্যগণকে প্রণাম করিলেন। জয়ন্তী পণ্ডিতগণকে এক এক মোহর এবং রাজা রামশঙ্করকে দ্বাদশ মোহর দিয়া প্রণাম করিলেন। রাজা রামশঙ্কর জয়ন্তীকে একছড়া হীরকখচিত হার ও অন্যান্য বামাগণকে দুই দুইটি মোহর দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা রামশঙ্কর দেখিলেন, রাজনন্দিনী অনুপম রূপলাবণ্যবতী। রামশঙ্কর প্রাচীন, তিনি অনেক কন্যা দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন সুলক্ষণসম্পন্না কন্যা কখনও দেখেন নাই। পূর্ব্বেই কোষ্ঠীপত্রের রাশি-গণ প্রভৃতির তুলনা হইয়াছিল। রাজা রামশঙ্কর বলিলেন, "মেয়েটির যেরূপ রাশি, গণ, বর্ণ প্রভৃতি শুনেছিলেম, দেখতেও ঠিক সেইরূপ।"

রাজা নরনারায়ণের পণ্ডিতগণ বলিলেন—"মেয়েটি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। আপনি এক-বার পরীক্ষা ক'রে দেখুন, জয়ন্তী মোহমুদ্গর, শান্তি-শতক, চাণক্যশ্লোক, হিতোপদেশ, চণ্ডী, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ কেমন উত্তমভাবে মুখস্থ করেছে।"

রাম। মা! তুমি একটি মোহমুদ্গরের শ্লোক বল ত?

জয়ন্তী ধীরে ধীরে বলিলেন :—

"বরমিহ ধরা তরুতলে বাস।
বরমিহ ভিক্ষা বরমুপবাস॥
বরমিহ ঘোরে নরকে পতনম্।
ন চ ধনগর্ব্বিতবান্ধব-শরণম্॥"

রাম। যেমন রাজার মেয়ে, তেমনি স্বাধীনচেতা বটে। মা! এই শ্লোকটির অর্থ বল দেখি।

জয়ন্তী। গাছতলায় প'ড়ে থাক্‌বে, অনাবৃত মাটীর উপর শুয়ে থাক্‌বে, ভিক্ষা ক'রে খাবে বা উপবাস ক'রে মর্‌বে অথবা ঘোর নরকে পড়্‌বে, তথাপি ধনগর্ব্বিত বন্ধুর শরণ লইবে না।

রাম। আচ্ছা মা! তুমি একটি হিতোপদেশের শ্লোক বল দেখি।

জ। অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥

রাম। এ শ্লোকের অর্থ কি?

জয়ন্তী। বিদ্যা ও অর্থ-উপার্জ্জন করিবার সময় জীব আপনাকে অজর ও অমর জ্ঞান করিবে। ধর্ম্মাচরণকালে লোকের কেশগুচ্ছ যম ধরিয়া আছে, এইরূপ মনে করা উচিত অর্থাৎ বিদ্যা ও অর্থ চিরকালই উপার্জ্জন করিবে এবং ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতে বিলম্ব করিবে না।

রাম। বেশ অর্থ হয়েছে। আচ্ছা, চাণক্যের একটি শ্লোক বল দেখি মা!

জ। মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥

রাম। অর্থ বল মা, অর্থ বল।

জ। যে ব্যক্তি পরস্ত্রীকে মাতার মত জ্ঞান করে, যে ব্যক্তি পরের বহুমূল্য দ্রব্যও তুচ্ছ নুড়ির ন্যায় জ্ঞান করে, আপনার প্রতি যেরূপ যত্ন করে, সকল জীবকেও সেইরূপ যত্ন করে, সেই লোকই প্রকৃত পণ্ডিত।

রাম। বেশ অর্থ হয়েছে মা! তুমি একা একা গিয়ে তোমার শান্তিশতক ও চণ্ডীর পুথি দু'খানা লয়ে এস দেখি।

জয়ন্তী ধীরে ধীরে অথচ দ্রুতগতিতে গমনপূর্ব্বক অতি যত্নে বাঁধা কাগজে লেখা শান্তিশতকের পুথিখানি ও তালপত্রে লেখা "চণ্ডী" পুথিখানি লইয়া আসিলেন। রাজা রামশঙ্কর চণ্ডীখানা উলটাইয়া পালটাইয়া "শক্রাদয়ঃ সুরগণা" এই শব্দ হইতে চণ্ডীপুথি দেখিয়া পাঠ করিতে বলিলেন, জয়ন্তী ধীর মধুরকণ্ঠে চণ্ডী আবৃত্তি করিয়া চলিলেন। অত্যল্পসময়ের মধ্যে জয়ন্তী চণ্ডীর কুড়ি-ত্রিশটি শ্লোক পড়িয়া ফেলিলেন। পাঠের ভাবে সকলেই বুঝিতে পারিলেন, জয়ন্তী সেই সকল শ্লোকের অর্থও সুন্দররূপে বুঝিয়াছেন। চণ্ডীপুথি পাঠ শেষ হইলেই জ্যোতিষকল্পদ্রুম মহাশয় বলিলেন, "মহারাজের ত সকল বিষয়েই পরীক্ষা করা হ'ল। মেয়েটির বাক্য পরীক্ষা হ'ল, গতি পরীক্ষা হ'ল। সাংসারিক কর্ম্ম-নিপুণতারও পরীক্ষা হ'ল। আর কি পরীক্ষা কর্‌বেন?" রামশঙ্করের প্রথম সহচর বলিলেন, "এ ত সব পরীক্ষা হ'ল। এখনও বুদ্ধির পরীক্ষা বাকী আছে।"

নরনারায়ণ। এ ত ভালই। সব বিষয়ে পরীক্ষা করুন।

রাজা রামশঙ্কর। মা! বল দেখি, তুমি একাকিনী এক শিবমন্দিরে পূজা করিতে গিয়াছ। তুমি দ্বার বন্ধ ক'রে পূজা করছ। পূজা শেষ ক'রে বাহিরে এসে দেখলে, তোমার দ্বারের সম্মুখে একটি ক্ষেপা কুকুর, তোমার বাম দিকে একটা ক্ষেপা-শিয়াল ও তোমার দক্ষিণপার্শ্বে একটি বাঘ। তুমি কেমন ক'রে বাটী আসবে বল দেখি?

জয়ন্তী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আমি হাত দিয়ে তুড়ি দিয়া কুকুরটাকে শেয়াল দেখাইয়া দিব। কুকুর শেয়াল ধরিতে দৌড়িবে। তাদের পায়ের শব্দে বাঘও কুকুর-শেয়াল ধরিতে যাবে। তখন আমার তিন পথই মুক্ত হবে। সম্মুখের সোজা পথেই বাটী আসিব।"

রাজা রামশঙ্করের প্রথম সহচর বলিলেন—"বল দেখি, ঈশ্বর সর্ব্বদর্শী, তথাপি তিনি দেখেন কি না?"

রাজা নরনারায়ণের পণ্ডিতগণ বলিলেন, "এ কি মহাশয়? এ যে দর্শনশাস্ত্রের মহাজটিল প্রশ্ন। আমরা উত্তর কর্‌তে পারি কি না সন্দেহ।"

নর। না পারলেই বা ক্ষতি কি আছে? দেখুক না জয়ন্তী চেষ্টা ক'রে।

রাম। মা আমার যেরূপ বুদ্ধিমতী, তাহাতে এ প্রশ্নেরও উত্তর করতে পারবে।

জয়ন্তী ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনার প্রশ্নের উত্তরে হাঁ কি না বল্‌তে পারি না। আমার বোধ হয়, এটা একটা ফাঁকি। ঈশ্বর অদ্বিতীয়। তিনি তাঁহার দ্বিতীয় আর একটি ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পান না।"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এই ত হয়েছে,

এই ত হয়েছে। বেশ! বেশ! খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে।"

সকলে জয়ন্তীকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। রামশঙ্করের দ্বিতীয় সহচর বলিলেন, "আপনি কি একটু অঙ্ক শিখেছেন।"

জ। আজ্ঞে হাঁ।

দ্বি-স। আচ্ছা মা! বলুন তবে—এক জামাই শ্বশুরবাড়ী গেলেন। শ্বশুরেরা চার ভাই। চার বাড়ীতে দ্বারবান্। জামাই বাড়ী হইতে যাহা লইয়া গেলেন, তাহার কিছু বড় শ্বশুরের দ্বারে দরওয়ানকে বকৃশিস দিলেন। তার পরে যাহা থাকিল, তাহা দিয়া বড় শ্বশুরকে প্রণাম করিলেন। বড় শ্বশুর প্রণামীর দ্বিগুণ দিয়া জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। জামাতা আবার দ্বারবানকে দুইবার বকৃশিস দিলেন। যাহা থাকিল, তাহা দিয়া শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া তাহার দ্বিগুণ আশীর্ব্বাদ পাইলেন। তৃতীয় ও চতুর্থ বাটীতেও ঐরূপ করিলেন। চতুর্থ বাড়ীর দ্বারবান্‌কে শেষ বকৃশিস্ দেওয়ার পরে জামাতার হাতে এক পয়সাও থাকিল না এবং চা'র বাটীর দ্বারবানকে ১ টাকা করিয়া বকৃশিস্ দিলেন। জামাতা বাটী হইতে কত লইয়া গিয়াছিলেন?

নিস্তারিণী মনে মনে অঙ্কটি কষিয়া হাসিয়া বলিলেন, "জামাই কিছু বোকা।"

জয়ন্তী কিছুকাল চিন্তা করিয়া অঙ্কটি কষিয়া বলিলেন, "জামাই বাটী হইতে দুই টাকা তের আনা লইয়া বাহির হইয়াছিলেন।"

অঙ্ক দেখার পরই কন্যা দেখা শেষ হইল। সকলেই কন্যার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে করিতে বহির্বাটীতে গমন করিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার পরই লগ্নপত্র হইল। আগামী ১৫ই বৈশাখ সোমবার রাত্রি দেড়প্রহরের পর রাজা রামশঙ্করের পুত্র উমাশঙ্করের সহিত রাজা নরনারায়ণ রায়ের কন্যা জয়ন্তীদেবীর শুভ বিবাহ হইবে স্থির হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিবাহ।

আজ ১৫ই বৈশাখ। রাজকুমারী জয়ন্তীর শুভবিবাহের দিন। আজ রাজ-অন্তঃপুরে, রাজদুর্গে, নারায়ণপুর নগরে ও রাজা নরনারায়ণ রায়ের জমীদারীর সর্ব্বত্র আমোদ-উৎসব ধরিতেছে না। নারায়ণপুর দুর্গ ও নারায়ণপুর নগর অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। সকল অট্টালিকা পুষ্প-পত্রে সজ্জিত হইয়াছে। সকল রাজপথ কদলীতরু-শ্রেণী ও মঙ্গলঘটে অলঙ্কৃত। নগর ও দুর্গের দ্বারে দ্বারে তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছে। চারিদিকে নহবৎ বাদ্য বাজিতেছে। বাজির দুড়ুম দুড়ুম ধ্বনিতে কর্ণ বধির হইয়া আসিতেছে। স্থানে স্থানে নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতেছে। কোথায়ও কোথায়ও গায়কগণ সঙ্গীতালয়ে আলাপে রত হইয়াছে। রাজধানীতে সংবাদ আসিয়াছে যে, বর ও বরযাত্রিগণ নারায়ণপুর নগরের দুই ক্রোশের মধ্যে আসিয়াছেন। বরের সঙ্গে লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার।

সন্ধ্যা হইল। অসংখ্য দীপমালায় নারায়ণপুর নগর হাসিয়া উঠিল। মধুর বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। রাজার হস্তী অশ্ব সকল সুসজ্জিত করিয়া লইয়া রাজ-সেনাপতি সৈন্যগণ সহ বরের অভ্যর্থনা করিতে বাহির হইলেন। রাত্রি ছয়দণ্ডের সময় নগরে "বর আসিয়াছে, বর আসিয়াছে" শব্দ উঠিল। হর্ম্ম্যশেখর সকল বিচিত্র বসন-ভূষণে সুসজ্জিতা কামিনীকুলে পূর্ণ হইয়া গেল। বাদ্যোদ্যম বাড়িল। বাজি পাঁচগুণ অধিক পুড়িতে লাগিল। এতক্ষণ কেবল বাজীর দুড়ুম দুড়ুম শব্দ ছিল, এক্ষণে নানা প্রকার অদ্ভুত বাজি পুড়িতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে দুইটি বাজি দুম দুম শব্দে আকাশে উঠিয়া গেল; গগনমার্গে উঠিয়া দুইটি অসিচর্ম্মধারী যোদ্ধ-মূর্ত্তি ধারণ করিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া দ্বিমূর্ত্তি লয় হইয়া গেল। সে বাজি শেষ হইতে না হইতে আর দুটি বাজি উঠিল। তাহারাও উচ্চাকাশে দুই নারীমূর্ত্তি ধারণ করিল এবং কিছুক্ষণ হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিয়া অন্তর্দ্ধান হইল। তৎপরে এক রমণী ও একটি পুরুষ উঠিল। রমণীর কোলে পুত্র ও পুরুষের হাতে যষ্টি। পুরুষ রমণীর মস্তকে বাড়ি দিল, রমণী ও পুত্র ভূতলশায়ী হইয়া মাটীতে পড়িল। তখন পুরুষও আপন মস্তকে বাড়ি দিয়া অনুগমন করিল। তার পর আর দুই বাজি উঠিল। এক বাজিতে কতকগুলি ছোট পাখী ও অন্য বাজিতে কতকগুলি বড় পাখী হইল। বড়পাখী-দল ছোটপাখীদলের অনুগমন করিল। ক্রমে দুই দল পক্ষী অদৃশ্য হইয়া গেল। আবার দুই বাজি উচ্চাকাশে উত্থিত হইল। এক বাজিতে সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি ও অন্য বাজিতে তাহার উপাসক। ক্রমে উপাস্য দেবী ও তাহার উপাসক মিলিয়া এক হইয়া গেলেন। এইরূপ চতুর্দ্দিকে অসংখ্য অপূর্ব্ব অদ্ভুত বাজি পুড়িতে লাগিল। অনন্তর বাজির পাল্লা আরম্ভ হইল। দুর্গ হইতে কন্যাপক্ষের বাজি বাহির

হইতে লাগিল এবং দুর্গবাহির হইতে বরপক্ষের বাজি ছাড়া আরম্ভ হইল। কন্যাপক্ষ হইতে একটি ইন্দুর বাজি ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বরপক্ষ হইতে বিড়াল-বাজি আসিয়া ইন্দুরটির ঘাড় কামড়াইয়া লইয়া প্রস্থান করিল। বরপক্ষ হইতে এক হস্তী ছাড়িল, কন্যাপক্ষ এক সিংহ ছাড়িয়া দিল। সিংহ হস্তীর মস্তকের উপর বসিল ও হস্তী ক্রমে নীচে নামিয়া পড়িল। কন্যাপক্ষ হইতে এক মুদগর ছাড়িল, বরপক্ষ হইতে অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাহা কাটিয়া দুই খান করিয়া ফেলিল এইরূপ দুই পক্ষে তুমুল বাজীর পাল্লা চলিল। কেহ বলিলেন, বরপক্ষের জয়, কেহ বলিলেন কন্যাপক্ষের জিত।

অনন্তর বিচিত্র সভাগৃহে আসিয়া বর ও বরযাত্রিগণ উপবেশন করিলেন। কন্যাপক্ষের লোকেরা তাঁহাদিগকে আদর-অভ্যর্থনা করিলেন। পরে উভয়-দলের সমান সমান দুই ব্যক্তিকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও পরস্পর পরস্পরকে ঠকাইবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ন্যায়পঞ্চাননে তর্করত্নে, স্মৃতিভূষণে স্মৃতিরত্নে, কাব্য-বিশারদে কবিকঙ্কণে, জ্যোতিষসিদ্ধান্তে জ্যোতিষকল্প-দ্রুমে, অলঙ্কাররত্নে অলঙ্কারভূষণে, পুরাণবাগীশে পুরাণবিশারদে, ঘটকে ঘটকে ও অঙ্কবিশারদে গণিতাভিজ্ঞে খুব বিচার বাধিয়া গেল। একপক্ষ অন্য পক্ষকে ঠকাইবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক পক্ষের বৃদ্ধগণ স্বপক্ষের জয় কামনা করিতে লাগিলেন। একবার বরপক্ষের জয়, কন্যাপক্ষের পরাজয় ও অন্যবার কন্যাপক্ষের জয়, বর-পক্ষের পরাজয় হইতে লাগিল।

এই সভায় এক ঠাকুরদাদা উপস্থিত ছিলেন, ইনি কন্যাপক্ষের লোক। ইনি সর্ব্বত্র "ঠাকুরদাদা" নামে পরিচিত। জানি না, ঠাকুরদাদার পিতা-মাতা পুত্র-কন্যার সহিত কি সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু আমরা তাঁহাকে যত মজলিসে দেখিয়াছি, সর্ব্বত্র সকলে তাঁহাকে ঠাকুরদাদা বলিয়া ডাকিয়া থাকে, তাহা আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি। ঠাকুরদাদার পরিধান সাদা ধুতি, অঙ্গে খুব বড় চাপকান, মাথায় বিশাল পাগড়ী ও পায়ে নাগরা জুতা। শুনেছি, ঠাকুরদাদা সকল নেশাই করেন, তবে কি না পরের পয়সায়। দেখেছি, ঠাকুরদাদা খানেওয়ালাও ভাল—নিমন্ত্রণের দিনে। যাহা হউক এ হেন ঠাকুরদাদা এতক্ষণ সভার এক কোণে শয্যার উপর টান টান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে ঠাকুরদাদা হাই ছাড়িতে ছাড়িতে দাঁড়াই-লেন। সকলের মধ্য দিয়া সকলকে পায়ের দ্বারা মাড়াইতে মাড়াইতে ও সকলকে নমস্কার করিতে করিতে আসিয়া বরের তাকিয়ার অর্দ্ধেকখানি দখল করিয়া বসিলেন। ঠাকুরদাদা চতুস্পার্শ্বস্থ কুটুম্বগণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "দেখ কুটুম্বগণ। তোমরা সকলেই আমাকে বোধ হয় চেন। আমি তোমাদের নামজাদা ঠাকুরদাদা ও তোমরাও সকলে আমার ছোট খাট নাতি অথবা আমিও তোমাদের সম্বন্ধী, তোমরাও সকলে আমার ভগিনীপতি। অথবা আমি তোমাদের সকলের ভগিনীপতি আর তোমরা সকলেই আমার সম্বন্ধী। বুঝলে ত সম্পর্কটা? অতি ঘনিষ্ঠতর—অতি আত্মীয়তর—অতি সুখকর—অতি মনোহর। তোমরা আর কেন কচ্‌কচি কর, আমার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হও। এমন অশাস্ত্র নাই, যাহা আমি পড়ি নাই; বেল্লিকি রামায়ণ, বিল্লিকি মহাভারত, শিবে তাঁতির তন্ত্রভেদ সব আমার জানা আছে। আমার দুটি প্রশ্নের উত্তর কর, তা হ'লে বরপক্ষের জয় জয় প'ড়ে যাবে। কন্যাপক্ষের সব সম্বন্ধিগণ আমি সমেত একেবারে মুখ নীচু ক'রে জড়সড় হয়ে বাড়ী চ'লে যাব। আমি ঠাকুরদাদা—আমি স্বনামধন্য পুরুষ, আমার প্রশ্নগুলিও একটু বড় বড় ধরনের। প্রথম প্রশ্নটা শুন। বাসীবিয়েতে কলাগাছ পুত্‌তে হয়, জান? মেয়েরা বাড়ীর মধ্য হইতে ব'লে পাঠালেন, বাসীবিয়ের কলাগাছগুলি এমন দূরে দূরে পুততে হবে যে, প্রত্যেক কলাগাছ প্রত্যেক কলাগাছ থেকে সমান দূরে হবে। সম্বন্ধিগণ কি ভাবে কলাগাছ পুত্‌তে হবে বল দেখি? এই কলাগাছ পোতা ঠিক ক'রে আমাকে ডাকিও, আমি ঘুমালেম। এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সম্বন্ধিগণ কেহ লুচিতে কামড় দিতে পারিবে না, সম্বন্ধী অর্থ কি তা'ত জান, যাদের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, তারাই সম্বন্ধী।"

অনেক সময় অতীত হইল। বরপক্ষের কেহই এ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিলেন না। বিবাহের লগ্ন প্রায় আসিল। বর ও কন্যাপক্ষের অনেকের যত্নে অনেক ডাকাডাকিতে ঠাকুরদাদা মহাশয় চক্ষু ডলিতে ডলিতে উঠিয়া বসিলেন। তিনি বলিলেন, "সম্বন্ধিগণ পরাজয় স্বীকার করলে ত?"

বরপক্ষীয়গণ উত্তর করিলেন, "হাঁ পরাজয় স্বীকার করলেম।"

ঠাকুর। একটি সমবাহু ত্রিভুজের তিন কোণে তিনটি কলাগাছ পোত। বাহুর সমান এক একগাছি দড়ি করিয়া তিন কলাগাছে বাঁধ। সেই তিন গাছি দড়ি ত্রিভুজের মধ্যস্থানে একটি খুটার মাথায় বাঁধ। খুটার মাথা পর্য্যন্ত ত্রিভুজাকারে মাটী সমান উঁচু করিয়া দাও। সেই খুটার উপরে মাটীর ভিটার

মাথায় আর একটি কলাগাছ পোঁত, তা হ'লে চার কলাগাছ সমান দূরে দূরে হবে।

উভয়পক্ষ হইতে সকলেই বলিলেন—"ঠাকুরদাদার প্রশ্নগুলি বেশ। ঠাকুরদাদা, আর একটি প্রশ্ন করুন।"

ঠাকুর। আচ্ছা; আর একটি করি। বরপক্ষের লোকেরা দিদি জয়ন্তীকে পরীক্ষাকালে "ঈশ্বর কি দেখ্‌তে পারেন না" এই প্রশ্ন করেছিলেন। বালিকার উপর এই প্রশ্ন। তোমরা সুশিক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকগণ। তোমরা বল দেখি, ঈশ্বর কি ক'রতে পারেন না?

এ প্রশ্নের উত্তরও কেহই করিতে পারিলেন না। বিবাহের লগ্ন আসিল। বরপক্ষের লোকেরা পুনরায় পরাজয় স্বীকার করিলেন। ঠাকুরদাদা বলিলেন,—"ঈশ্বর সৃষ্ট জীবকে সৃষ্টিছাড়া করিতে পারেন না।

ঠাকুরদাদার আর প্রশ্ন হইল না। সুসজ্জিত সুন্দররূপ আলোকিত সভাগৃহে বহু ভদ্রলোক সমবেত হইলেন। বর যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। কন্যা সভায় আনীত হইল। স্ত্রী-আচার সকল সম্পাদিত হইল। সমবেত ঘটকগণ বর ও কন্যাপক্ষের কুল বর্ণনা করিতে লাগিলেন। স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ বিবাহবিষয়ক স্মৃতির বচনের বিচার আরম্ভ করিলেন। জ্যোতির্বিগণ জ্যোতিষের বচনানুসারে কিরূপ গণ ও কিরূপ বর্ণের পাত্রের সহিত কিরূপ গণ ও কিরূপ বর্ণের পাত্রীর বিবাহ হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ক বচন আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। দার্শনিকগণ বিবাহের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের উদ্দেশ্য পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়া গেল। বিবাহ নরনারীকে পূর্ণাঙ্গ করে—ধর্ম্ম-আচরণে সমর্থ করে—জীব-জগতের মর্য্যাদা রক্ষার উপযোগী করে। কাব্যবিশারদ পণ্ডিতগণ কেহ কুমারসম্ভব কাব্য হইতে শিব-সতীর মিলনবিষয়ক কবিতা পাঠ করিলেন, কেহ শকুন্তলা-দুষ্মন্তের মিলনবিষয়ক শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। কেহ বা নৈষধ হইতে একটি শ্লোক পাঠ করিয়া পদ-মাধুর্য্যের বাহবা লইলেন। অনেক বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। শুভলগ্নে যথানিয়মে উমাশঙ্করের সহিত জয়ন্তীর শুভ পরিণয় সম্পাদিত হইল।

এখন আমি কোন্ দিকে যাই? কন্যাসম্প্রদানান্তে বর বাসর-ঘরে বা কামিনী-কুসুমোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। আর আগন্তুক উপস্থিত সকল লোক রাজবাড়ীর আড়ম্বরের জলপানীয় দ্রব্য ভোজন করিতে গমন করিলেন। আমি একে ব্রাহ্মণ, তার পর বৃদ্ধ। আমার মনটায় যা বল্‌ছে, তাহা আমার বুদ্ধিমান পাঠক-পাঠিকাগণ অনায়াসে বুঝিতেছেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন যে, এক জোড়া বসিবার ও একজোড়া খাইবার পাতা ও বড় একটি গ্লাস লইয়া আমি ব্রাহ্মণ দলের মধ্যে বসিয়া যাই, এই আমার ইচ্ছা। আমার নবীন পাঠক-পাঠিকা বাসরঘরের ব্যাপার দেখিতে পাইলেন না বলিয়া এই উপন্যাস ক্রয় করা তাঁহাদের ঝকমারী হইয়াছে বলিয়া আমার এই উপন্যাস দূরে ফেলিয়া দিলেন। রাজবাড়ীর জলপান। জলপানটি খুব ভালই হইল মনে মনে কল্পনা করিয়া আমাকে বাসর ঘরে উঁকি মারিতে হইতেছে। তাতেও ত ভয়। আমার মার্জ্জিতরুচি পাঠকপাঠিকাগণ বলিবেন, "বুড় বামুন বড় লজ্জাহীন। এই বয়সেও বাসরঘরে উঁকি মারে।" বৃদ্ধ ও শিশুকে কেহ গ্রাহ্য করে না। শিশুর কোন জ্ঞান নাই। বার্দ্ধক্যেও দ্বিতীয় শৈশব আনয়ন করে। আমার মার্জ্জিতরুচি পাঠক আমাকে বাসরঘরের এক বাতায়নে বসিবার স্থান দিউন। আমার দ্বিতীয় শৈশবকাল উপস্থিত বিবেচনায় আমাকে ক্ষমা করুন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বাসর-ঘর।

এক বৃহৎ প্রকোষ্ঠ, সুন্দররূপে সজ্জিত। গৃহের প্রাচীরগুলি মর্ম্মরপ্রস্তরে নির্ম্মিত এবং গৃহের তলদেশ কৃষ্ণপ্রস্তরে সুগঠিত। গৃহ-প্রাচীরে অতি সুন্দর সুন্দর চিত্রপট। গৃহ দক্ষিণ দ্বারী। গৃহের উত্তরের প্রাচীরের মধ্যস্থানে এক বৃহৎ চিত্রপট অঙ্কিত রহিয়াছে—মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার বৃহৎ শ্মশ্রু সঞ্চালনপূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রকে হরধনু ভাঙ্গিবার আদেশ করিলেন। রামচন্দ্র ধীরে ধীরে স্মিতমুখে ধনুর নিকটে গমন করিতেছেন। লক্ষ্মণ উৎসাহে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। সভাস্থ সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতেছেন। জানকী, শ্রুতকীর্ত্তি, উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী এক বাতায়নপথে রাম-লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। এই চিত্রপটের সম্মুখে দক্ষিণ প্রাচীরে সুবৃহৎ চিত্রপটে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভা। রাজগণ বহু বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া সভায় আসীন। ব্রাহ্মণগণ শুভ্র বসন পরিধান করিয়া সভায় উপস্থিত। দর্শকগণ নানা বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া সভায় সমাগত। সভার মধ্যস্থলে উর্দ্ধস্থলে

চক্র ঘুরিতেছে। চক্র-ছিদ্রের ঊর্দ্ধে নিম্নশির এক মৎস্য দোলায়মান। ভূতলে বৃহৎ পাত্রে সুনির্ম্মল জল, তৎপার্শ্বে বৃহৎ শরাসন। বেত্রধারিণী অগ্রে অগ্রে আসিতেছে। তৎপশ্চাতে লাবণ্যময়ী সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা মুক্তকেশা পট্টবস্ত্রপরিহিতা কৃষ্ণা। কৃষ্ণা স্নান-পূজা সারিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার জানুচুম্বিত কৃষ্ণ-কেশপাশের অগ্রভাগে বিকসিত স্বর্ণচম্পকে আবদ্ধ রহিয়াছে। তদীয় ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন সকলকে লক্ষ্য-ভেদ করিতে আহ্বান করিতেছে। বীরবর কর্ণ লক্ষ্যভেদ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছেন। দ্রৌপদী স্বয়ম্বর সামগ্রী দধিভাণ্ড, পুষ্পমালা ও অর্ঘ্য-পাত্র বাম করে রাখিয়া যেন বলিতেছেন—"সূতপুত্র লক্ষ্যভেদ করিলেও আমি তাহার সহিত পরিণীতা হইব না।" প্রকোষ্ঠের পূর্ব্ব প্রাচীরে শিব-বিবাহের বিশাল চিত্রপট। শিব বিবাহ-আসনে দণ্ডায়মান। সতীকে লইয়া বাহকেরা সাতপাক ঘুরাইতেছে। তাপসশ্রেষ্ঠ নন্দীকেশ্বর বিবাহের মুকুট হস্তে দণ্ডায়-মান। তাপস ভৃঙ্গী চামর ব্যজন করিতেছে। অসংখ্য ভূত, প্রেত, যক্ষ, কিন্নর নানা অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র বাজা-ইয়া নৃত্যগীত করিতেছে। দক্ষ কন্যা-সম্প্রদান করিবার জন্য আসনে আসীন। বামদিকের প্রাচীরে মহাদেবের গৌরীর সহিত বিবাহের চিত্রপট। দেব-গণ সভায় আসীন। নারদ যেন দণ্ডায়মান হইয়া বিশাল শ্বেত শ্মশ্রু আন্দোলনপূর্ব্বক শিবের কুল-বর্ণনা করিতেছেন। গিরিরাজ কন্যাদান করিতে-ছেন। এই বিশাল চারিচিত্রপটের মধ্যে রুক্মিণী-হরণ, সত্যভামার সহিত কৃষ্ণের ভ্রমণ, যমুনা-পুলিনে বিকসিত কুসুমোদ্যানে কৃষ্ণের রাসলীলা, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক রাধিকার মানভঞ্জন, সতীসাবিত্রীর সতীত্ব-প্রভাবে সত্যবানের পুনর্জ্জীবন লাভের পর দ্যুমৎ-সেনের রাজধানীতে আগমনের আয়োজন, দময়ন্তীর স্বয়ম্বর, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রাহরণ, সাতাইশ তারার সহিত চন্দ্রের নৃত্য প্রভৃতি অনেক মধ্যমাকৃতি চিত্র-পট। চারি দেওয়ালে বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কুলুঙ্গী। প্রত্যেক কুলুঙ্গীতে এক, দুই বা তিনটি করিয়া শ্বেত, কৃষ্ণ, নীল প্রস্তরের অথবা স্বর্ণ-রৌপ্যের দেবদেবী-মূর্ত্তি প্রাচারগুলি সুন্দর কুসুম ও সুশ্রী পল্লবে সজ্জিত। ঘরের ঊর্দ্ধদেশে নীল চন্দ্রাতপ। চন্দ্রাতপের চারিধারে মুক্তামালার ঝালর। চন্দ্রাতপে স্বর্ণ-রৌপ্যের ফুল, পাতা লতা। চন্দ্রাতপের মধ্যস্থলে স্বর্ণ-তারে বহুমূল্য প্রস্ত-রের এক পূর্ণচন্দ্রমা। গৃহতলে মখমলের আস্তরণ। তদুপরি কিংশুক বসনের রক্তবর্ণ কামদার জাজিম। তদুপরি দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা। শয্যা-পার্শ্বে জরির কামদার ক্ষুদ্র বৃহৎ কয়েকটি উপাধান। গৃহ সুবাসিত জলে ধৌত ও সুগন্ধি কুসুমে সজ্জিত। স্বর্ণ-ঝাড়ে সুগন্ধি তৈলের আলোক প্রজ্জ্বলিত।

এইরূপ সজ্জিত গৃহে বর-কন্যা আসিয়া বৃহৎ উপাধানের সম্মুখে ডানি-বামে হইয়া বসিলেন। সর্ব্বাভরণভূষিতা নানা বর্ণের বসন-পরিহিতা তাম্বুল-রাগে অধরোষ্ঠরঞ্জিতা বামাকুলে গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। কোন রমণী কহিলেন, "আগে বরণ না খেলা?" পরে কোন রমণী উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "ও বরণ, বরণ! আগে বর-ক'নের বরণ কর। কোথায় রাণীমা! কোথায় রাণীমা! রাণীমাকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে ডাক।"

অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর অবগুণ্ঠনবতী রাজমহিষী আসিয়া ধান্য ও দূর্ব্বাদল লইয়া বর-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাণী বরকে আশীর্ব্বাদকালে নিস্তারিণী দেবী রাণীর হস্তে একটি ধাক্কা মারিয়া বলিলেন "ও কি? ছি! ছি! বরের কান ধরিতে যান্ কেন? ওঁকে কি দাদা পেয়েছেন না কি?" রাণী চুপে চুপে—"দূর পোড়ারমুখী! নূতন জামাইয়ের সামনে ঠাট্টা?"

নিস্তারিণী। আপনার জামাই কি আপনার পর? যাকে নিয়ে ঘর করবেন—

রাজমহিষী বাম করে নিস্তারিণীর মুখ বন্ধ করিয়া ধরিলেন এবং ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বর একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিলেন। অমনি নিস্তারিণী দেবী বলিয়া উঠিলেন—"দিদি! দিদি! ঠান্‌দিদি! আপনার যাওয়া হ'ল না। আপনার যাওয়ার উদ্যোগে বর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন। কেমন বর? রাঙ্গা টুকটুকে শাশুড়ীর স'রে যাওয়াটা বুঝি সহ্য হচ্ছে না?"

বীর উমাশঙ্কর আজ বর হইয়া গোবেচারী হইয়া-ছেন। সম্পর্ক জানেন না, কি কথা বলিয়া ব্যাকুব হইবেন। বলিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছেন। রাণী ঠাকরাণী সবে নিস্তারিণীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন, কিন্তু প্রাণটা তাঁহার বাসরঘরেই থাকিল এবং তিনি এক বাতা-য়নের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া বরের অলক্ষিতভাবে বাসর-আমোদ দেখিতে লাগিলেন। অতঃপর কৃপা-ময়ী দেবী আসরে নামিলেন। তাঁহার মুণ্ডিত মস্তক আজ বসনে ঢাকা। তাঁহার দন্তহীন বিশাল মুখ-বিবর আজ বহুকষ্টে অধরোষ্ঠ সংগোপন করিয়া রাখিয়াছে। তিনিও আজ শুভ্র বসন পরিধান করিয়াছেন, তিনি আসিয়া ধান্য-দূর্ব্বা লইয়া বর-কন্যাকে

আশীর্ব্বাদ করিলেন। একটু বরণের ছুতা করিয়া হাত কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া বরকে একটি দুটি ঠোনা মারিলেন। ধীরে ধীরে বরের একবার কর্ণমর্দ্দন করিলেন। পশ্চাদ্দিক হইতে ষোড়শী কহিল—"ও কি ঠান্‌দি বরের কান ম'ল কেন ?"

কৃপাময়ী কথা বলিবার অবসর পাইয়া বলিলেন, "কান ম'লব না ? আমি কান ম'লব না ? আমি কান মলব না, তবে মলবে কে ? রাগে যে গা জ্বলে যাচ্ছে। আমার গিন্নী আমার বৌ, যে আমার সঙ্গে স্বয়ম্বরা হয়েছে আজ দশ বৎসর ঘরকন্না করেছে, তাকে কি না সম্বন্ধী আজ বে' ক'রে নিয়ে যায় !"

উমাশঙ্কর এবার সম্পর্ক বুঝিলেন। তিনি বুঝিলেন, কৃপাময়ী ঠান্‌দিদি ও ষোড়শী শ্যালিকা। তিনি আরও দেখিলেন, কৃপাময়ী বৃদ্ধা। এবার তিনি সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, —"ঠান্‌দিদি ! আমায় ক্ষমা করুন। আপনার পরিবার আপনি নিন, আমি আসি। আমি আর কান-মলা নাক-মলা, ঠোনা খেতে পারি না। আপনার পরিবার ক'টি ?"

কৃপাময়ী। বল কি দাদা ! শাকভাতেই যোড়-হাত ? কানমলা, নাক-মলাতেই এই ? এ যে স্বস্তিবাচন। আজ ঐ শুভকর্ম্মের শুভ পুণ্যাহ। তোমার বামে লক্ষ্মীর মত আমার দিদিটি ব'সে আছেন, ওর হাতে চিরকাল তোমার এই সব খেতে হবে। আমার পরিবার অনেক। এই ষোড়শী, ঐ সাবিত্রী, ঐ যে ব'সে সারদা, বরদা, আর কত দেখাব ?

উমা। বেশ বেশ, ঠান্‌দিদি ত' খুব কপালে।

কৃপা। কপালে বল কেন দাদা ! তুমি একটা দুটা কানমলা খেতে পার না। আমার অদৃষ্টে প্রতি-দিনই ঐ সকল রাঙ্গা হাতের অনেক কিল-চড় পর্য্যন্ত খেয়ে হয়। তার পর কত বিন্দে দূতীর কাজ করতে হয়। কত মানভঞ্জন করতে হয়।

উমা। রাস-লীলা, বস্ত্র-হরণ কর্ত্তে হয় না ?

কৃপা। বস্ত্র-হরণ ত পলে পলে। রাস-লীলা করলে সময় সময় করতে পারি।

অনন্তর মহিলাগণ বরকে বরণ করিতে লাগিলেন। সুন্দর হাতের সুন্দর আঙ্গুলের কাঁপুনি দেখা-ইতে লাগিলেন। বরের অদৃষ্টে অনেক ঠোনা, নাক-মলা কানমলা হইল। যুবতী ও প্রৌঢ়ার দল একটু বিশ্রাম করিতে বসিলেন। অনন্তর আসরে আসি-লেন জয়মণি ঠাকুরাণী। জয়মণি সম্পর্কে রাজার পিসী। তিনি বরণ করিবার ব্যপদেশে দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দু'টি বুড়া আঙ্গুল বরের সম্মুখে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নাচিতে লাগিলেন। বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শনের পর দুই হস্ত সাপের ফণার মত করিয়া "বক দেখেছ, বক দেখেছ ?" বলিয়া পূর্ব্ববৎ নৃত্য করিতে লাগি-লেন। উমাশঙ্কর এই সময়ে হাসিয়া কহিলেন—"বড় ঠান্‌দিদি ! এ ঠান্‌দিদি আপনার সতীন না কি ?

কৃপা। দাদা ! তোমার যে লিঙ্গ-জ্ঞান মোটেই নাই। আমার পাঁচ সাতটা স্ত্রী দেখালেম, তবুও কি তুমি বুঝ নাই আমি কে ? ওটি আমার প্রথমপক্ষের প্রথম পরিবার। ওটি গাইতে, বাজাতে, নাচ্‌তে সব তাতে ভাল।

উমা। ঠান্‌দিদি ! আপনার এমন পরিবার থাক্‌তে আবার বে' করলেন কেন ?

কৃপা। এ বুঝলে না দাদা ? তোমার মস্ত একটা রাজ্যি আছে, তবুও পরের রাজ্যি জয় কর কেন ? একটা পরিবার যে একটা রাজ্যি।

জয়মণি কৃত্রিম ক্রোধ প্রদর্শনপূর্ব্বক হাসিয়া কহিলেন, "তুমি মিন্‌সেও যেমন পণ্ডিত ও মাগীও তেমনি বাচাল। ঐ আমার স্ত্রী আমি ওর বর। বিশ্বাস না হয় বুঁকে দেখ, আমি ওর চেয়ে এক পোয়া বেশী লম্বা। আর ওর চুল বার আনা পাকা, আমার চুল সাড়ে ষোল আনা পাকা। তবে কি না দাঁতে আমাকে হার মান্‌তে হয়েছে। ওদের বংশে দাঁতটা একটু ছোট কালে পড়ে।"

এইরূপ কত আমোদ কত রহস্যচলিল। তার-পর আরম্ভ হইল—খেলা। এই খেলায় সংসারের খেলার সূত্রপাত। পত্নী ফেলিবে, ছড়াইবে, পুরুষকে তাহা সযত্নে কুড়াইয়া রাখিতে হইবে। অবলা স্ত্রীর শত অপরাধ পুরুষের ক্ষমা করিয়া লইতে হইবে। কন্যা হরিদ্রাবর্ণ তণ্ডুল, কড়ি বরণের সাজ (তণ্ডুল-গুঁড়ানির্ম্মিত হরিদ্রা, নীল, পীত, রঙ্গের আই বা শ্রী) সাতবার শয্যার উপর ফেলিয়া দিল। বামাদলের ধাক্কায় সেই সকল দ্রব্য মেঝেয় ছড়াইয়া পড়িল। বর বেচারী তাহা নির্ব্বাকভাবে বাম হাতে কুড়াইয়া দিলেন।

অনন্তর সাবিত্রী ঠাকুরাণী বরকে একটি পান দেখাইয়া বলিলেন, "বল দেখি এটি কি ?"

উমা। তাম্বুল।

ষোড়শী। আর কি নাম আছে বল না ?

উমা। মুখশুদ্ধি।

বরদা। হ'ল না। চলতি নাম কি ভাই বল না ? না বললে কিছুতেই ছাড়ব না।

উমা। পান।

চারিদিক হইতে বামাদল বলিয়া উঠিলেন, "জয়ন্তী তোমার পাঁচ প্রাণ।"

জয়মণি ঠাকুরাণী অমনি ইমন্ বাগেশ্রী, বসন্ত-বাহার ও বেহাগ রাগিণীতে গাহিলেন, "হা রে বর, জয়ন্তী তোমার পাঁচ পরাণ, হা রে বঁধুয়া, জয়ন্তী তোমারা পাঁচ পরাণ হায়, হা রে কানাইয়া, জয়ন্তী তোমারা পাঁচ প্রাণ হায়।" চারিদিকে হাসির তরঙ্গ উঠিল।

মানদা ঠাকুরণী একটি সুপারি দেখাইয়া বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, এটি কি?"

উমা। পূগ।

জ্ঞানদা। আমরা পুগ মুগ বুঝি না, আর কি নাম আছে, বল।

উমা। সুপারি।

সাবিত্রী। আর কি নাম আছে বল? বলতে হবে।

উমা। গুবাক।

কৃপাময়ী। আরে, গুবাক মুবাক ছেড়ে দিয়ে আমরা যা সর্ব্বদা বলি, তাই বল না।

উমা। ঠান্‌দির হুকুম, এবার ঠিক্ বল্‌ছি।

বরদা। দিদি! দেখ, এরই মধ্যে তোমার উপরে বরের কেমন টান হয়েছে।

কৃপা। তা হবে না কেন? আমার বয়স চার কুড়ি। আমার নবযৌবন, আমি রূপের খনি। তোদের মতন আমি বুড়' আড়া কাল' পেঁচা নয়।

উমা। গুয়া।

চারিদিক হইতে রমণীকণ্ঠে বলিলেন, "জয়ন্তী তোমার সুয়া।" জয়মণি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খেমটা নাচিয়া গাহিলেন, "জয়ন্তী সুয়া। বঁধুয়া, জয়ন্তী সুয়া। জয়ন্তী সুয়া রে কানু, জয়ন্তী সুয়া রে কানু, জয়ন্তী সুয়া রে কানু, জয়ন্তী সুয়া।"

অনন্তর উপবাসী বর-কন্যার আহারের নিমিত্ত কিছু কালের জন্য বাসর-আমোদ বন্ধ করা হইল। বর-কন্যা ও মহিলাকুলের আহারান্তে পূর্ণমাত্রায় বাসর-আমোদ-উৎসব চলিল। এবার বিদ্রূপ, রহস্য, গীত-বাদ্য, নৃত্যের একশেষ। আজ সম্বন্ধ-বিচার নাই, আজ পরিচয় দেওয়া নাই। বামাকুল গাহিতেছেন ও বরকে দিয়া গাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। আজ ভাল, মন্দ সঙ্গীত-বিচার নাই। আজ প্রেম-সঙ্গীতে ভাবসঙ্গীতে ভেদ নাই। আজ বিদ্রূপ-রহস্যের পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই। আজ নারীকুলের পরম উৎসব। আমার ধৈর্য্যচুতি হইয়াছে। রাত্রিও অধিক হইয়াছে। আর গবাক্ষ-পার্শ্বে থাকিতে পারিলাম না। যাহা দেখিলাম, তাহা ভাল করিয়া আঁকিতে পারিলাম না বলিয়া, আমার পাঠক-পাঠিকার অনেকক্ষণ ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ফুল-শয্যা।

নারায়ণপুর দুর্গ হইতে শঙ্করপুরের দুর্গ প্রায় তিন দিনের পথ। রাজা নরনারায়ণ রায় বিবাহের পর-দিনই বর-কন্যা প্রেরণ করেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা, ফুল-শয্যার উৎসব নারায়ণপুর রাজভবনেই সুসম্পন্ন করেন। তাই বর-কন্যা নারায়ণপুর দুর্গেই অবস্থিতি করিতেছেন। অদ্য শুভ ফুলশয্যার রজনী। যে সুন্দর প্রকোষ্ঠে বাসরঘর হইয়াছিল, সেই কক্ষেই ফুলশয্যার কক্ষ হইয়াছে। গৃহের সাজ-সরঞ্জাম সেই সকলই আছে, কেবল সেই গৃহতলস্থ জাজিমের উপর আজ সুন্দর রৌপ্য পর্য্যঙ্ক আনীত হইয়াছে। পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ শয্যা বিস্তৃত। পর্য্যঙ্কের উপরিস্থিত রত্নাদি-খচিত রৌপ্যদণ্ডে সুরঞ্জিত রেশমী মশারি দোলায়মান। মশারির ঝালোরের সঙ্গে সুগন্ধি রক্তকমলের মালা প্রলম্বিত রহিয়াছে। মশারির নিম্নপ্রান্তে বেল, বকুল প্রভৃতি বিবিধ পুষ্পের তোড়া আবদ্ধ। পর্য্যঙ্কের রেলিং-গাত্রে নানা বর্ণের ফুলের মালা প্রলম্বিত। শয্যার উপর উপধানের তিন দিকে সুগন্ধি পুষ্প বহু আকারে সজ্জিত। গৃহমধ্যে বৃহৎ বৃহৎ স্বর্ণপাত্রে কোথায়ও গোলাপ, কোথায়ও গন্ধরাজ, কোথায়ও বেল, কোথায়ও বকুল, কোথায়ও বা যুঁই ও যুঁতীফুল স্তূপীকৃত রহিয়াছে।

রজনী দ্বিপ্রহর অতীত। ললনাকুল ফুলশয্যার উৎসব সম্পন্ন করিয়া বর-কন্যাকে এক গৃহে রাখিয়া ও আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজ নিজ শয়নগৃহে গমন করিয়াছেন। বহু যুবতী নবদম্পতির প্রথম আলাপ শ্রবণ-মানসে অতি সংগোপনে বাতায়নপার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন। মায়াময়ী নিদ্রাদেবী মহাসমারোহে স্বীয় চর স্বপ্নসহ ধরাপৃষ্ঠে আগমনপূর্ব্বক ক্লান্ত শ্রান্ত জীব-সমূহের শ্রান্তি অপনোদন-পূর্ব্বক শান্তি দিবার জন্য প্রতিগৃহে বিচরণ করিতেছেন। দরিদ্র ব্যক্তি অভাব-অনাটন ভুলিয়া মায়াময়ী নিদ্রাদেবীর সহচর স্বপ্ন-প্রভাবে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছে। রাজা স্বপ্ন-প্রভাবে বৃক্ষমূলস্থিত জীর্ণ কুটীরবাসী ভিক্ষুক হইয়াছেন। বন্ধ্যা নারী শত পুত্র লইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। বহু পুত্রবতী নারী অপত্যাভাবে স্বপ্নে

ক্রন্দন করিতেছেন। খঞ্জ ব্যক্তি এক লম্ফে স্রোতস্বতী নদী পার হইতেছে। অন্ধ বিকসিত কুসুমোদ্যানের সুষমা বিলোকন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন। বধির স্বপ্নে শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন-জনিত সুধাপান করিতেছেন। শোকাতুরা জননী মৃত পুত্রের সহিত আলাপে সুখী হইতেছেন। মায়াবিনীর অসীম মায়ায় ধরা এখন মুগ্ধ হইয়াছে। বিবাহ-কোলাহলপূর্ণ রাজভবন এক্ষণে একরূপ সুষুপ্ত লাভ করিয়াছে বলিলেও চলে। উমাশঙ্কর ও জয়ন্তী এক শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। উভয়েরই ইচ্ছা, উভয়ের সহিত কথোপকথন করেন। আমার পাঠকপাঠিকা নবদম্পতির প্রথম আলাপন শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত আছেন। কিন্তু আমার আর সে বয়স নাই। আমি শোক-তাপ-সন্তপ্ত প্রাচীন ব্যক্তি। একবার বাসরঘরের আনন্দ উৎসব দেখাইতে গিয়া বৃথা শ্রম করিয়াছি, এবারও কি হয় বলিতে পারি না। যাহা হউক, পাঠকগণের চিত্ত-বিনোদনার্থ একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"জয়ন্তি! তোমাদের বাড়ী আজ তিন দিন আছি। আমরা বিদেশী লোক। আদর-অভ্যর্থনা নয় নাই করলে, একটি কথাও কি বলতে নাই?"

জয়ন্তী হাসিয়া উত্তর করিলেন—"চুপ করুন। চুপ করুন। আমার মাথা খাবেন না। জানালায় লোক। সারদা, বরদা, ষোড়শী, নিস্তারিণী প্রভৃতি আমার একটি কথা শুনলে কত ঠাট্টা করবে। হয় ত ঠানদিরাও আড়পাততে ত্রুটি করেন নাই।"

উমা। আমি দেখে এসেছি, জানালায় কেহ নাই। থাকিলেই বা ভয় কি? আমরা কোন কুকর্ম্মের পরামর্শ করবো না। এক ঘরে যারা থাকে, তারা ত কথা বলেই থাকে, মানুষ চুপ ক'রে থাকতে পারে না।

জ। আপনি যা বলেন, তা সব ঠিক। কিন্তু আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা সম্বন্ধ রয়েছে। আমাদের কথা সম্বন্ধসূচক কথা। এ কথা অনেকে শুনতে চায়। আপনি পর হ'লে আপনার সহিত কথা বলতে পারতাম।

উমা। তুমি বুঝি পরপুরুষের সঙ্গে একঘরে এক খাটে এক মশারির মধ্যে শুয়ে কথা বলতে পার? সম্বন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত বল্‌তে পার না। যারা দুটো কথা শুনবার জন্য জানালায় দাঁড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছে, তাদের কষ্টটা সার্থক করবার জন্যেই দুটো কথা বল।

জ। আপনি ঠাট্টা করবেন করুন। আপনার পায়ে পড়ি, কথা বলবেন না। যারা কষ্ট পেতে এয়েছে, তারা কষ্ট পাউক। তাদের কষ্ট পাওয়া উচিত। নূতন বৌ ভয়ে লজ্জায় ম'রে নূতন স্বামীর সঙ্গে দুটো কথা বলবে, তা শুনতে যাওয়া কাজটা ভাল নয়। এ একটি কুকর্ম্ম।

উমা। আমি বলি, এ প্রথা খুব ভাল। এ বেশ সুরুচি। এতে বেশ ভালবাসা প্রকাশ পায়, আত্মীয়তা বুঝা যায়। এর উদ্দেশ্য শুভ, ফলও শুভ, নব-দম্পতি কত ভাবে কথা বলে, তা জানা যায়। ইহাতে কাহারও কথায় কটু ভাব প্রকাশ হয় না। উভয়ে উভয়ের মৃদুমধুর কথা শুনিয়া সুখী হয়।

জ। আপনার কথা ঠিক হ'লেও হ'তে পারে; কিন্তু লজ্জাও ত একটা আছে। কাল বিয়ে হ'ল, আজ স্বামীর সহিত পুট পুট ক'রে কথা বলব? আমার বোন্ ভাইজী শুনবে, তাতে আমার লজ্জা করবে না?

উমা। আজ তুমি আমার সঙ্গে দু'টা কথা বল্‌তে লজ্জা করছ, তোমার শিক্ষক কৃষ্ণবল্লভ তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করায় তুমি তাকে তোমার মার সাক্ষাতে বীরবালার ন্যায় তিরস্কার করেছিলে কি ক'রে?

জ। আপনি এ কথা কার কাছে শুনলেন?

উমা। বড়ঘরের কথা বড় রটে। তুমি কি ভাব, তোমার গুণের কথা না জেনেই বিয়ে করেছি?

জ। রাগের মুখে রাগের সময় সব করা যায়। তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন না, বড় ভায়ের মত ছিলেন। সময়ে সময়ে ইচ্ছা ক'রে পড়াতেন।

উমা। রাগের মুখে যদি সব বলা যায়; তবে প্রেমের খাতিরে ভালবাসার স্থলে কি চুপ ক'রে থাকা যায়?

জ। বিয়ে বেশী দিন হয় নাই। এর মধ্যে কি প্রেম ভালবাসা হয়?

উমা। তোমার না হয়, আমারই বা হ'ল। তোমারই বা না বলি কি ক'রে? যে দিন আমি তোমার পিতার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করতে আসি, তুমি তোমার পিতার ঘর হ'তে আধাগাঁথা মালা নিয়ে চ'লে যাচ্ছিলে, তখন একবার আমার দিকে যে চেয়েছিলে, মনে আছে কি? আমি সেই এক দৃষ্টিতে তোমার হৃদয় বুঝে ফেলেছিলেম।

জ। আপনার ত আশ্চর্য্য দৃষ্টিশক্তি! আপনি ত খুব গুণী! আপনি লোকের দৃষ্টি দেখে হৃদয়-মন দেখতে পারেন?

উমা। আমি দেখছি, তুমি খুব প্রেমিকা। তোমার ভালবাসা অগাধ—অপার।

জ। হলুদমাখা হাত পরের গায়ে দিলে হলুদ কি একটু লাগে না?

উমা। তোমার না আমার?

জ। আপনার, আমার, এ সংসারে সকল লোকের।

উমা। তুমি দেখি অলঙ্কারে, কাব্যে ও রহস্যে দ্বিতীয় কালিদাস।

জ। বাল্মীকির পদ-প্রান্তে আশ্রয় লয়েছি যে।

উমা। তা বাল্মীকির পদ-প্রান্তে আশ্রয় লও, ক্ষতি নাই। কিন্তু ব্যাসের পদপ্রান্তে আশ্রয় ল'য়ো না।

জ। সত্যবতী আমার শাশুড়ী নন।

উমা। আমি দেখছি, তুমি কেবল প্রেমিকা নও, বাক্‌পটুও বটে।

জ। মলয়পর্ব্বতের চন্দনবনে লতাগুলাতেও চন্দনের গন্ধ।

ছি! উমাশঙ্কর, ছি! ও কি, চারিদিকে প্রতি জানালায় নারীকুল। তুমি অনায়াসে জয়ন্তীর সুন্দর চিবুক ধরিলে? তাহার বিম্বোষ্ঠে তোমার অধরোষ্ঠ পুনঃপুনঃ স্পৃষ্ট হইতে লাগিল। সাবধান, যেন শব্দ হয় না। প্রতি জানালায় রমণীমুখে অট্টহাসির ফোয়ারা ছুটিবে।

নব-দম্পতির প্রথম মিলনের দিন—বড় শুভদিন, বড় সুখের দিন, বড় আমোদ-উৎসবের দিন। জীবনে এরূপ চিরস্মরণীয় দিন বড় অধিক নাই। অদ্য রজনীর কথাগুলি অমূল্য—সুধাময়—প্রেমভালবাসা-মিশ্রিত, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব, অপূর্ব্ব ভাবময়। এ ভাব ভাবুক লেখকও লেখনীমুখে উদ্গারণ করিতে পারেন না। লঘু চিন্তাশীল ঔপন্যাসিকের লেখনী সে ভাব অঙ্কনে সম্পূর্ণ অক্ষম। ধার্ম্মিক প্রেমিক স্বর্গীয় ভাব স্বকীয় কল্পনাবলে সুন্দর রঙ্গে অঙ্কন করিয়া কল্পনার নয়নে নিরীক্ষণ করিতে পারেন। সে ভাব বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাইরণ সে ভাব দেখাইবার প্রয়াস পাইয়া নিজে হাবুডুবু খাইয়াছেন। মিল্টন সে ভাবের কাছেও যান নাই। হোমার সে ভাবের ফ্যানটাস্ মেগোরিয়ার বাজী দেখাইয়াছেন। স্কট বেবেকা দ্বারা ও বাঙ্কম কমলমণির দ্বারা সে ভাবের খেমটানাচ করাইয়াছেন—ধ্রুপদে, গীতে ও চৌতালের বাদ্যে সে ভাবের লড়াই দেখাইতে পারেন নাই।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পদ্মাতীরে।

ইতিহাসপাঠক অবগত আছেন, বক্তিয়ার খিলিজি নবদ্বীপ জয়ের পর মহম্মদ ঘোরীর নিকট এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছেন যে, তিনি যে সুন্দর দেশ জয় করিয়াছেন, তাহাতে নারিকেল নামে এক প্রকার ফল আছে। তাহাতে দুইখানি শুভ্র রুটী ও এক পেয়ালা সুমিষ্ট জল পাওয়া যায়। নারিকেল খাইয়াই বক্তিয়ারের এত আহ্লাদ হইয়াছিল, পরে যখন তিনি তালশাঁস, পক্ক কাঁঠাল, বড় বড় তরমুজ খাইলেন, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। বক্তিয়ার নবদ্বীপ হইতে সসৈন্যে রওনা হইয়াছেন। তিনি আসাম-দেশ জয় করিতে যাইতেছেন। তিনি যে যে রাজার রাজ্য মধ্য দিয়া গমন করিতেছেন, পূর্ব্বেই সেই সেই রাজগণকে অভয় দিয়া পত্র লিখিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি কোন জমীদারের প্রতি কোন অত্যাচার করিতেছেন না। তিনি প্রজাগণের নিকট হইতে যে সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিতেছেন, তাহার উচিত মূল্য দিতেছেন। বক্তিয়ার আসিয়া স্রোতস্বতী পদ্মাতীরে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি তথায় শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন। শৈলময় ঘোরবাসী বক্তিয়ার সুবৃহৎ পদ্মার অনুপম শোভা সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার সহচর সৈন্যগণ পদ্মার সুখাদ্য মৎস্য ও পদ্মাতীরস্থ বৃহৎ বৃহৎ তরমুজ খাইয়া পরম হর্ষ প্রকাশ করিতেছে। নৌসেতু নির্ম্মাণ করিয়া হস্তী, উষ্ট্র, অশ্বাদি পশু লইয়া পদ্মাপারের উদ্যোগ করিতেছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, নারায়ণপুর দুর্গে কৃষ্ণবল্লভের দুইটি চর আছে। তাহাদের এক জনের নাম গোবিন্দলাল ও অপরের নাম গদাধর। গোবিন্দলালের পত্রে কৃষ্ণবল্লভ অবগত হইয়াছেন, ১৫ই বৈশাখ তারিখে জয়ন্তীর সহিত উমাশঙ্করের বিবাহ হইয়াছে। ২০শে বৈশাখ তারিখে উমাশঙ্কর সস্ত্রীক নারায়ণপুর হইতে শঙ্করপুর যাত্রা করিবেন। তাঁহার সঙ্গে পাঁচ সহস্র লোক। তিনি মহারাজপুর ও গাঁড়াপোতা হইয়া শঙ্করপুর যাইবেন। জয়ন্তীর সহিত ষোড়শী, সারদা ও সাবিত্রী সহচরীরূপে যাইবে এবং তাঁহার সঙ্গে অনেক পরিচারিকা থাকিবে। প্রাচীনকালে নব-বিবাহিতা ভূস্বামীদিগের কন্যার সহিত চার পাঁচটি করিয়া অনূঢ়া সমবয়স্কা সহচরী যাইত।

কৃষ্ণবল্লভ উল্লিখিত মর্ম্মের পত্র পাইয়া কিছুকাল সহচরগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। পরে

সাশ্রুনয়নে অপরাহ্নকালে বক্তিয়ারের শিবিরে গমন করিলেন। তিনি যথানিয়মে অভিবাদন করিয়া বক্তিয়ারের নিকট উপস্থিত হইলেন। বক্তিয়ার কৃষ্ণবল্লভকে মধ্যবঙ্গের জমীদারপুত্র বিশ্বাসে বিশেষ যত্ন ও আদর করিতেন। তিনি কৃষ্ণবল্লভকে বসিতে আদেশ করিয়া কহিলেন—"কুমার! আজ তুমি এত বিষণ্ণ কেন? তোমার হাতে কি পত্র?"

কৃষ্ণবল্লভ রোদন করিতে করিতে বলিলেন—"জাঁহাপানা! আমার সর্ব্বনাশ হইল—জাতি গেল।"

ব। হয়েছে কি?

কৃ। আমার কাকা জমীদার নরনারায়ণ রায় রাজা রামশঙ্করের পুত্র উমাশঙ্করের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। তাঁর কন্যার সঙ্গে আমার স্ত্রীকে দাসী ক'রে শঙ্করপুরে পাঠাচ্ছেন। আমার জাত গেল, মান গেল। আমার স্ত্রী বড়লোকের কন্যা। অত্যন্ত অভিমানিনী। তিনি হয় ত এই অপমানে আত্মহত্যা করবেন।

ব। আমি কি করতে পারি?

কৃ। আপনি ছয় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিলে এবং আমাকে দশ দিনের ছুটী দিলে আমি আমার স্ত্রীকে উদ্ধার ক'রে আমার নব রাজধানী বাদা অঞ্চলে রেখে আস্‌তে পারি। আপনার অশ্বারোহী সৈন্যগণ পাঁচ দিনের মধ্যে ফিরে আস্‌তে পারবে। আমার অবশ্য ফিরে আস্‌তে দশ দিন দেরী হবে। আমি দশ দিনের মধ্যে এসে জাঁহাপনার সহিত মিলিত হ'তে পারবো।

ব। আমি ছয় হাজার সৈন্য দিতে পারি, কিন্তু একটা কথা। আপনি কেবল আপনার স্ত্রীকে উদ্ধার করিবেন, অবশ্য যুদ্ধ করিবেন না। আপনার কাকার প্রতি আপনার বিশেষ রাগ আছে। প্রতিহিংসা করতে গেলে আমি সৈন্য দিব না।

কৃ। আমি প্রতিহিংসা লব না। প্রতিজ্ঞা করতে পারি, প্রতিহিংসা করব না। আমি এখন আমার সহধর্ম্মিণীকে উদ্ধার করতে পারলেই বাঁচি। আমি খুল্লতাতের রাজ্যের ভাগ চাই না। আমি যে নূতন রাজধানী স্থাপন করেছি, ভগবানের দয়ায় ও হুজুরের আশীর্ব্বাদে আমার সেই রাজধানীই দশ বৎসরের মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হবে। খুল্লতাত আমায় বঞ্চনা ক'রে সুখী হন, হউন। ভগবান্ তাঁহার মঙ্গল করুন।

ব। আপনি কবে যেতে চান?

কৃ। কল্য প্রত্যূষে যেতে চাই। মহারাজপুরে আমাদের একটা বাড়ী আছে। সেই বাড়ীতে উমাশঙ্কর আগামী পরশ্ব রজনীতে অবস্থিতি করবে। সেই রাত্রে আমি আমার স্ত্রীকে উদ্ধার করতে ইচ্ছা করি।

ব। কল্য প্রত্যূষেই আপনি সৈন্য পাবেন। সাবধান, স্ত্রীকে উদ্ধার করা ভিন্ন আর কিছু করবেন না।

কৃ। জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

অনন্তর বক্তিয়ার খিলিজি রহিম খাঁ ও লস্কর খাঁ নামক দুই জন অভিজ্ঞ প্রাচীন সেনানায়ককে ডাকাইলেন। এই সেনানায়কদ্বয় শিষ্ট,শান্ত ও অতি ভদ্র ইঁহাদের দেশ লুণ্ঠনে প্রবৃত্তি নাই। ইঁহারা যোদ্ধা হইলেও নর-নারীর ক্লেশ দেখিলে দুঃখ বোধ করেন। ইঁহারা বক্তিয়ারের অতি প্রিয় ও বিশ্বাসী সহচর। বক্তিয়ার তাঁহাদিগকে পরদিন প্রত্যূষে রাজকুমার কৃষ্ণবল্লভের সহিত যাইতে অনুমতি করিলেন। বক্তিয়ার তাঁহাদিগকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, কেবল কৃষ্ণবল্লভের পত্নীকে উদ্ধার করিয়া দিতে হইবে। মহারাজপুরের রাজবাটী লুণ্ঠন করিতে হইবে না। অথবা কোন নরহত্যা করিতে হইবে না। এক্ষণে বঙ্গের ভূস্বামিগণের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় নহে। তাঁহাদিগকে রুষ্ট করিবারও সময় নহে। যাঁহার স্ত্রী, তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া দিলে বক্তিয়ার বিশ্বাস করেন, কেহই রুষ্ট হইবেন না। অপিচ, যাঁহার স্ত্রী উদ্ধার করিয়া দিবেন, তিনি বক্তিয়ারের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন। রহিম খাঁ ও লস্কর খাঁ বক্তিয়ারের আদেশ পালন করিতে সম্মত হইলেন। রহিম খাঁ প্রাচীন বিধায় বক্তিয়ারের সেনাদলের অনেক সম্ভ্রান্ত সৈনিকগণই তাঁহাকে চাচা বলিতেন। কৃষ্ণবল্লভও রহিমকে চাচা বলিয়া ডাকিতেন। রহিম কৃষ্ণবল্লভের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু রহিম সময় সময় বলিতেন যে, কৃষ্ণবল্লভের বাহ্যাকৃতি দর্শনে তাহাকে অতি চতুর ও কুটিল লোক বলিয়া বোধ হয়। রহিম বলিতেন, কৃষ্ণবল্লভ অতি সুশ্রী যুবক হইলেও তাহার লাবণ্য-মধ্যে যেন সয়তানী উঁকি মারে।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মহারাজপুরে।

রাজকুমার উমাশঙ্কর নববধূ জয়ন্তী, তাঁহার সখীগণ, পরিচারিকাগণ ও পঞ্চ সহস্র বরযাত্রী সহ রাজা

নরনারায়ণ রায়ের মহারাজপুরের ভবনে উপস্থিত হইয়াছেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহারা মহারাজপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এ বাড়ীতে মহাধুম পড়িয়া গিয়াছে। বাটী সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছে। আহারীয় দ্রব্য পূর্ব্বেই এ বাটীতে সংগৃহীত ছিল। পাচক-পাচিকাগণ সন্ধ্যাকালে রন্ধনের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বর ও বরযাত্রিগণ বিশ্রাম ও সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিয়া জলযোগ করিয়াছেন। জয়ন্তীর সখীগণ উমাশঙ্করকে জলযোগ করাইয়া তাঁহাকে জয়ন্তীর সহিত এক গৃহে এক পর্য্যঙ্কে বসাইয়াছেন ও নিজ নিজ রসিকতার পরিচয় দিতেছেন। উমাশঙ্করও আজ নির্ভয়ে কোন কোন কথার উত্তর করিতেছেন। সাবিত্রী কহিলেন—"বল দেখি কুমার! মানভঞ্জনের ঔষধ কি?"

উমাশঙ্কর উত্তর করিলেন—"স্বর্ণসিন্দুর, মকরধ্বজ ও দুই চারটা নৃপবল্লভ।"

সারদা কহিলেন—"না, হ'লো না, হ'লো না। ও দেখি সব ব্যারামের ঔষধ।"

উমা। মান কি একটা ব্যারাম নয়? ও ত একরূপ মানসিক পীড়া।

সা। মানসিক পীড়ার ঔষধ কি স্বর্ণসিন্দুর, নৃপবল্লভ আর মকরধ্বজ?

উমা। না হয় তৈলই হ'লো। দশমূল, বলার্দ্ধ, মধ্যমনারায়ণ, বিষ্ণু।

যো। ঔষধ তৈলই বটে। ও সব তৈল নয়, বেল, চামিলী, চাঁপার তেল।

উমা। হ'তে পারে ঐ সব তেল। কিন্তু হাত এখনও আসে নি।

মা। হাত আস্‌বে, আস্‌বে। ক্রমে হাত মোলায়েম হয়ে সুগন্ধি তৈল দিবার উপযোগী হবে।

উমা। মানভঞ্জনের অন্য ঔষধও আছে—দূতী। কৃষ্ণ এক বৃন্দে পেয়ে কত মান ভেঙ্গেছেন। আমিও অনেক বৃন্দে পেয়েছি।

মা। আমরা আপনার বৃন্দে না কি?

উমা। তবে কি?

যো। আজ প্রভুর কি লীলা হবে?—রাস, মাথুর, গিরিগোবর্দ্ধনধারণ, বস্ত্রহরণ—এর কোন্‌টি হবে?

উমা। আপনারা যেটি হওয়ান।

যো। আজ গিরিগোবর্দ্ধনধারণ ক'র্ত্তে হবে।

উমা। গিরিগোবর্দ্ধনধারণ কি বুঝলাম না?

যো। ক্রমে সবই বুঝবেন। মন্ত্রী আগে মুখ খুলে দিক। জয়ন্তীকে কাঁকে বা মাথায় ক'রে রাখতে হবে। তারই নাম গিরিগোবর্দ্ধনধারণ।

উমা। সাত রাত সাত দিন ত বৃষ্টি নাই!

সার। বৃষ্টি থাক্‌বে না কেন? জয়ন্তী তো নারায়ণপুর ছাড়ার পর হইতেই কাঁদছে।

উমা। তবে কি এখন আমাকে গিরিগোবর্দ্ধনধারণ করতে হবে? আমার ত সে অভ্যাস নাই।

যো। তবে আমরা সকলে চলিলাম। তুমি গিরিগোবর্দ্ধনধারণের অভ্যাস কর।

এই কথা বলিয়া জয়ন্তীর সখীগণ সেই গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা সেই গৃহের দ্বার শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন। উমাশঙ্কর তখন জয়ন্তীর হস্তধারণপূর্ব্বক কহিলেন—"এস, আমি এখন গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করি।"

জ। আমি কি গিরিগোবর্দ্ধন? আমার কি দুই তিনটা শৃঙ্গ আছে? গায়ে অনেকগুলা গহ্বর আছে? আমার উপরে অনেক লতা-পাতা গাছপালা আছে? গিরিগোবর্দ্ধনের বনপ্রদেশে মহিষ, হরিণ প্রভৃতি চ'রে বেড়ায়। আমার গায়ে কি অনেক পশু চ'রে বেড়ায়? আর আমি কি কাল পাথর?

উমা। তুমি সোনার গিরিগোবর্দ্ধন। তোমাতে নাসিকারূপ শৃঙ্গ আছে। চক্ষুগহ্বর আছে। কেশপাদপরূপ অরণ্য প্রদেশ আছে কেশমধ্যে দুই একটা উকুনরূপ পশু আছে।

জ। আমি কি গিরিগোবর্দ্ধনের ন্যায় ভারী না কি?

উমা। আমার পক্ষে ভারী বৈ কি, তুমি ভারী না হও, তোমার মনটা ত ভারী। তোমার মন উঠান কি আমার কাজ?

জ। কেন?—আমার মনটা ভারী হ'ল কিসে?

উমা। তুমি সুশ্রী, সুরসিকা, সুশিক্ষিতা রাজকন্যা। তোমার মন উঠান কি যার তার কাজ?

জ। তুমিও সুশ্রী, সুন্দর, সুপুরুষ, সুযোদ্ধা, সুরসিক, সুপণ্ডিত, পারবে না কেন?

উমা। পারলেই ভাল। আমার যত প্রশংসা করলে, এগুলি কি আমার গুণ দেখে করলে, না ঠাট্টা ক'রে করলে?

জ। এতেই ত মান করতে হয়। এতেই মান আসে। একটি সত্য কথা বললেও পুরুষেরা তাহা সহজে বিশ্বাস করতে চায় না।

উ। কয় জন পুরুষে তোমার কথা বিশ্বাস করে নাই?

জ। এই ত আপনাদের দোষ। আমি তবে মান করলেম। আর কথা কইব না।

উ। অপরাধ কি?

জ। অপরাধ নয় ত কি? আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। দশটা পুরুষ দেখায়ে দিলেন। এর থেকে কত কটু লোকে ব'লে থাকে?

অনন্তর সখীগণ আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। উমাশঙ্কর আহার করিতে গমন করিলেন। অনেক লোকের আহার শেষ হইল। অনেক লোক আহার করিতে বসিল। মধ্যরাত্রে নহবৎ বাজিল। অকস্মাৎ রাজধানীর উত্তর ও পশ্চিমদিকে মশালের আলোক লক্ষিত হইল; রণবাদ্য শ্রুত হইল। অশ্বখুর-ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। প্রহরিগণ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল, অনুমান সাত আট সহস্র মুসলমান সৈনিক রাজবাটী আক্রমণ করিয়াছে। উমাশঙ্কর তাঁহার সহচর যোদ্ধৃগণকে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। তিনি জয়ন্তীর নিকট বিদায় লইতে আসিলেন। সশস্ত্র হইয়া রণবেশ ধারণপূর্ব্বক জয়ন্তীর নিকট আসিয়া বলিলেন,—"জয়ন্তি! রাজধানী মুসলমান সৈনিক কর্ত্তৃক আক্রান্ত। আমাকে বিদায় দাও। আমি যুদ্ধে যাইব। রাত্রের যুদ্ধ। মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা কত, জানি না। জয়ের আশা অতি অল্প। তোমার ধর্ম্ম তুমি রক্ষা করিও। বিপদে কাহারও লজ্জা থাকে না।"

তেজস্বিনী জয়ন্তী উত্তর করিলেন—"আপনি রাজকুমার, যুদ্ধই আপনার ব্যবসা। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবান্‌কে ডাকিয়া আপনাকে যুদ্ধে যাইবার বিদায় দিতেছি। মুসলমানের সংখ্যা যতই হউক, আপনি সুকৌশলী যোদ্ধা, আপনি আপন পরিবার, আপন নগর ও আপন দেবদেবীর মন্দির রক্ষা করিবেন। মা জগদম্বা, মা জয়কালী আপনাকে এই রাত্রের যুদ্ধেই বিজয়ী করিবেন। দেবীর কৃপায় আপনি সত্বর যুদ্ধে জয়ী হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। আমিও রাজকন্যা, আমার পিতাও রণকুশল যোদ্ধা। পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে আমার জন্ম। মা জগদম্বা করুন, যুদ্ধে অমঙ্গল হ'লে আমিও যেন আমার জাতি-ধর্ম্ম রক্ষা করতে পারি। ভগবানে আমার বিশ্বাস আছে। আমি সতী-মাতার কন্যা। আমি আপন জাতি-রক্ষা জানি। আমার জাতি ও ধর্ম্ম-রক্ষার প্রচুর বল ও সাহস আছে। আপনি আমার জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে যুদ্ধে গমন করুন।"

উমাশঙ্কর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সসৈন্যে মুসলমান সৈনিকগণের সম্মুখীন হইলেন। রাজবাটীর পশ্চিমদিকে প্রান্তরমধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। মুসলমানেরা ক্রমে পশ্চিম-উত্তর দিকে হটিতে লাগিল।

প্রাচীনকালে প্রত্যেক রাজবাটীতে ভূগর্ভে একটি করিয়া গুপ্ত গৃহ থাকিত। অতি বিপদে সেই গুপ্ত গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার ভূগর্ভ দিয়া একটি প্রশস্ত পথ থাকিত, মহারাজপুরের রাজবাটীতেও গুপ্ত গৃহ ও গুপ্ত গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার ভূগর্ভে পথ ছিল। রাজপুরললনাগণ প্রাসাদশিরে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, কৃষ্ণবল্লভ প্রায় দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া রাজ-অন্তঃপুরের দিকে আগমন করিতেছে। জয়ন্তী তখন বুঝিলেন, এ প্রকৃত মুসলমান আক্রমণ নহে। কৃষ্ণবল্লভ জয়ন্তীকে হস্তগত করিবার জন্য মুসলমান সৈন্য লইয়া রাজধানী আক্রমণ করিয়াছে। বামাকুল তখন ছাদ হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহারা গুপ্ত গৃহের দ্বার খুলিলেন এবং জয়ন্তী, ষোড়শী, সাবিত্রী ও সারদা সেই গৃহের মধ্য দিয়া সেই ভূগর্ভের পথ ধরিয়া পলায়ন করিলেন।

রামার মাসীপ্রমুখ পরিচারিকা যে গৃহের মধ্যে গুপ্ত গৃহের দ্বার, সেই গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিল। কৃষ্ণবল্লভ যে গৃহে গুপ্ত গৃহে যাইবার সিঁড়ি আছে, সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন। পরিচারিকা রামার মাসী কৃষ্ণবল্লভকে বড় আদর-যত্ন করিত। সে কৃষ্ণবল্লভকে স্নেহবাৎসল্যও করিত। আফগান সৈন্যসহ কৃষ্ণবল্লভকে অন্তঃপুরে দেখিয়া দাসীর ক্রোধের সীমা থাকিল না। সে সক্রোধে কহিল—"ও জাতনাশা অল্পেয়ে ড্যাক্‌রা! তুই নিজের অন্তঃপুরে জাত মারতে তোর দেড়ে মেসোদিগকে নিয়ে এসেছিস্! তুই জন্মমাত্র তোর মাতা তোকে নুণ খাওয়াইয়ে মারে নি কেন? তুই এমন কালসাপ জানলে আমিই কি তোকে তত যত্ন করতেম?"

কৃষ্ণবল্লভ উত্তর করিলেন, "চুপ কর, চুপ কর! এখনই তোর মাথা কেটে ফেলব।"

দাসী। তা ত ফেলবেই। গুণবান্ ছেলে কি না? নারীহত্যা না করলে তোমার বীরত্বের যশ হবে কেন? আমি যে এত যত্ন-শুশ্রূষা করেছি, তার ত প্রতিফল চাই। আঃ লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা!

কৃ। তোর বড় বাড়াবাড়ি হয়েছে। তুই আজ মরবি।

দাসী। আমি মরলেই ভাল। আমার মরাই ভাল। জাতমান ইজ্জোত নষ্ট হ'লে আমি যে দাসী, আমিও বেঁচে থাকতে চাই না।

কৃ। তুই বল, জয়ন্তী ষোড়শী প্রভৃতি কোথায় গেল?

দাসী। আমি কিছুতেই তা বলব না। আমি ত তোর মত নিমকহারাম নই।

কৃ। আমি গুপ্ত গৃহে যাব।

দাসী। বেঁচে থাকতে নয়।

কৃ। তোকে কেটে বা তোকে বেঁধে রেখে গুপ্ত গৃহের দ্বার ভেঙ্গে গুপ্ত গৃহে যাব।

দাসীর ইচ্ছা, তাকে বেঁধে লয়ে যায়। সে প্রকাশ্যে বলিল, "তোর বড় দিব্যি,আমাকে যদি বেঁধে নিয়ে না যাস অথবা আমাকে না কাটিস।"

কৃষ্ণবল্লভ আর বাক্যব্যয় করিল না, দাসীকে বন্ধন করিয়া লইল। সে গুপ্তগৃহের দ্বার ভাঙ্গিল। সে বড় কয়েকটি মশাল জ্বালিয়া আফগান সৈন্তের সহিত সিঁড়ি অবতরণ করিয়া গুপ্ত গৃহে চলিয়া গেল। কৃষ্ণবল্লভ উত্তমরূপে গুপ্ত গৃহে অনুসন্ধান করিল। কোথাও কোন রমণীমূর্ত্তি দেখিতে পাইল না। পরিশেষে তাহারা গুপ্ত গৃহ হইতে বহির্গমনের পথ অবলম্বন করিয়া এক উদ্যানমধ্যে উঠিল। সেই উদ্যানমধ্যেই গুপ্ত গৃহের বহির্গমনের শেষ হইয়াছে। তথায় তাহারা বহু অশ্বখুরাঙ্ক ও দগ্ধাবশেষ মশাল দেখিতে পাইল। তখন কৃষ্ণবল্লভ আহ্লাদসহকারে বলিল, "ভয় নাই, শীকার ধরা পড়েছে। চাচাসাহেব এখানেই সকলকে পেয়েছেন। আমরা এই অশ্বখুরাঙ্ক লক্ষ্য ক'রে গমন করলেই অবিলম্বে চাচাসাহেবের সহিত মিলিত হ'তে পারব।"

কৃষ্ণবল্লভের কথানুসারে আফগানসৈন্যগণ খুরাঙ্কের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বেগবতী নদীতীরে উপস্থিত হইল। তথা হইতে তাহারা দক্ষিণাভিমুখী হইল। দাসী ওরফে রামার মাসী সেই উদ্যানমধ্যেই পলায়ন করিয়াছিল। কৃষ্ণবল্লভ প্রভৃতির পশ্চাতে থাকিয়া তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে সেও নদীতীরে আসিল। কৃষ্ণবল্লভের দল একটু দক্ষিণাভিমুখী হইলে দাসী দেখিল, বেগবতী নদীগর্ভে কয়েকখানি তীর্থযাত্রীর নৌকা আছে। দাসী নদীর জলের কূল দিয়া এবং নদীতীরস্থ পথ দিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিল। কিছু দূর যাইয়া দাসী অন্ধকারে দেখিতে পাইল, একটি রমণী একটি ঝোপের মধ্যে লুকাইতেছে। দাসী তথায় যাইয়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল, "জয়ন্তী কি?"

রমণীমূর্ত্তি উত্তর করিল—"হাঁ, রামার মাসী?"

দাসী। আমি রামার মাসী, শীঘ্র বের হও। তোমার উদ্ধারের পথ করি।

জয়ন্তী দাসীর অনুগমন করিল। উভয়েই উত্তরদিকে দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। পথিমধ্যে দাসী জিজ্ঞাসা করিল—"মা, তুমি পালালে কি ক'রে?"

জয়ন্তী। আমরা গুপ্তগৃহে থাকাও নিরাপদ নয় ভেবে পলায়নের পথ দিয়া একেবারে বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়ে পড়া মাত্র আমাদের চারজনকে চারখানা পাল্কীতে পূরে মুসলমান সৈনিকেরা এই নদীতীরে আসিল। ঐ আলো দেখা যায়, আমবাগানের মধ্যে পাল্কী রেখে বেহারারা গাঁজা খেতে ব'সল। আফগান সৈন্যেরা একটু ফাঁকায় দাঁড়িয়ে হাওয়া খেতে লাগল। আমি পাল্কী হ'তে বেরিয়ে আমগাছের আড়াল দিয়ে ধীরে ধীরে নদীর মধ্যে নামলেম। নদীতীরে এসেই দৌড়ুচ্ছিলেম, তোমাকে দেখে ভয়ে লুকচ্ছিলেম।

দাসী। আচ্ছা, বেশ করেছ মা! তোমার গহনাগাটী ও ভাল কাপড়খানি এই ময়লা কাপড়ে বেঁধে দেও। এই ময়লা কাপড়খানি পর। আমার কাছে পঞ্চাশটি মোহর আছে, লও। আমি তোমাকে তীর্থযাত্রীর নৌকায় উঠায়ে দিয়ে আসি। এক দিনের পথ চ'লে গেলে তুমি কোন দয়াশীলা স্ত্রীলোককে বলবে, আমি কোন বিপদাপন্না ব্রাহ্মণকন্যা। আমাকে আশ্রয় দিউন ও লইয়া যাউন। তুমি তীর্থে চ'লে যাও, সময় বুঝে শত্রুনিপাত ক'রে তোমাকে ঘরে আনব।

এই পরামর্শ স্থির করিয়া দুই জনে তীর্থযাত্রিনৌকার নিকট আসিল। একখানি নৌকার সিঁড়ি ফেলা ছিল। দুই জনে অতি ধীরে ধীরে সেই নৌকায় উঠিল। পাটাতনের দুইখানি তক্তা সরাইয়া মেয়েটিকে মাজায় শক্ত করিয়া কাপড় বাঁধিয়া মেয়েটিকে নৌকার খোলে নামাইয়া দিয়া, তক্তা দুইখানি আবার সমান করিয়া রাখিয়া রামার মাসী ধীরে ধীরে নৌকা হইতে নামিয়া গেল। সে তীরে উঠিয়া বাজখাই সুরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ও তীর্থযাত্রি-নৌকার মাঝিরা, ওরে এত ঘুমিও না, গ্রামে ডাকাত পড়েছে; ঐ আলো দেখ। পালাও পালাও।"

দাসীর বিষম চীৎকারে মাঝিমাল্লা ও তীর্থযাত্রিগণ সকলেই জাগরিত হইল। তাহারা নৌকা ছাড়িয়া দিয়া ক্ষিপ্রগতিতে নৌকা চালাইয়া দিল। দাসী নৌকা ছাড়িয়া দিলে নদীর জলের কিনারা দিয়া আসিয়া সেই আম্রবাগানে জয়ন্তী যে শিবিকায় ছিল, সেই শিবিকার মধ্যে যাইয়া বসিল। সৈনিকগণও কিছুকাল বিশ্রামান্তে সকলেই দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা কালীগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল। কালীগঞ্জে চিত্রানদী-গর্ভে কৃষ্ণবল্লভের

পাঁচখানি নৌকা ও দেড়শত সৈন্য ছিল। কৃষ্ণবল্লভ সেই নৌকায় রমণীগণকে উঠাইয়া লইলেন এবং আফগান সেনানায়ক রহিম খাঁকে বলিয়া দিলেন, তিনি এক সপ্তাহমধ্যে তাঁহাদের সহিত পদ্মাতীরে যাইয়া মিলিত হইবেন। রহিম খাঁর ছয় সহস্র সৈন্য যেন তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া মহারাজপুরের বাড়ী আক্রমণ করে। দুই শত সৈন্য অন্তঃপুর আক্রমণ করে। দুই শত সৈন্য গুপ্ত গৃহের বহির্গমনের পথে অবস্থিতি করে ও ৫৬০০ সৈন্য রাজভবনের সম্মুখে যুদ্ধায়োজন করে। তাহাদের কথা থাকে, কৃষ্ণবল্লভের কার্য্য উদ্ধার হইলে এই তিন দল সৈন্যই নবগঙ্গা-তীরে মিলিত হইবে। সেই রজনী শেষ হইবার পূর্ব্বেই রহিম খাঁর সকল সৈন্য নবগঙ্গাতীরে মিলিত হইল। কৃষ্ণবল্লভও দ্রুতগতিতে তরণী চালনা করিয়া নিজ দুর্গাভিমুখে চলিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণবল্লভের তরী ও বাড়ী।

কৃষ্ণবল্লভ নৌকায় আরোহণ করিয়া সবেগে তরণী চালাইয়া দিলেন। রজনীর মধ্যে তিনি বামাদলের কোন সন্ধান লইলেন না। সকল রমণীকেই এক নৌকায় উঠাইয়া দিয়াছেন। সে নৌকায় কড়া পাহারার বন্দোবস্ত রহিয়াছে। পরদিন বেলা এক প্রহরের সময় কৃষ্ণবল্লভ স্বয়ং রমণীর নৌকায় প্রবেশ করিলেন। তিনি নৌকায় যাইয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন—ষোড়শী, সাবিত্রী, সারদা ও রামার মাসী সেই নৌকায় আছে, কিন্তু জয়ন্তী নাই। তিনি তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "তোমরা শীঘ্র বল, জয়ন্তী কোথায়?" রমণীদল সমস্বরে উত্তর করিল, "আমরা কিছুই জানি না। আমরা একসঙ্গে সকলে ধরা পড়েছিলেম। এক এক জন এক এক পাল্‌কীতে উঠেছিলেম। জয়ন্তী কোথায় গেল, তা আমরা কিছুই জানি না।"

কৃষ্ণ। রামার মাসী কৌশলে জয়ন্তীকে সরাইয়াছে।

রামার মাসী। আ ড্যাকরা! আ অল্পেয়ে। আ চোখখেকো! আবার বুঝি এলে রামার মাসীর সঙ্গে লাগতে? রামার মাসীকে বেঁধে নিয়ে এলে। তাকে বেঁধে-ছেঁদে এক দেড়ে মুসলমানের হাতে দিলে। সে টেনে হেঁচড়ে এনে এক পালকীর মধ্যে তুলে দিলে। আমার হাত, পা, গায়ের চামড়া নাই, আমার কি জ্ঞান ছিল? আমি অত বড় লম্বা লম্বা সেপাই কখন দেখি নাই। চক্‌চক্ করে ঢাল তরোয়াল, আমি ভয়ে আড়ষ্ট—আত্মহারা। আমি জয়ন্তীকে সরাই নাই। হরিই এর বিচার করবেন। অল্পেয়ের যদি বুদ্ধি থাকিত, তবে কি এমন কাজ করে? জয়ন্তী রূপে দেবকন্যা, তার উপর তার গায়ে বিয়ের সাজ অলঙ্কার, জরির কামদার বারাণসী সাড়ী পরা। সর্ব্বাঙ্গে হীরা, মণি-মুক্তা-জড়ান গহনা। মুসলমানেরা তেমন মেয়ে কখনও চোখেই দেখে নাই। কোন্ মুসলমান তা'র ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে গেছে। ড্যাকরা এখন আমার উপর তম্বি করছে।

কৃ। তুই কি জানিস কোন্ মুসলমান নিয়েছে?

রা। এর আর জান্‌তে হবে কি? মুসলমানেরা কি কিছুই নেবে না? তারা বড় চোর। তুই তাদের সাগরেত। তারা যদি তোকে না ঠকাবে, তবে এত লোকলস্কর নিয়ে আস্‌বে কেন?

কৃষ্ণবল্লভ আর অধিক কথা বলিলেন না। তিনি আপন নৌকায় চলিয়া গেলেন। নৌকা দিবারাত্র সমান বেগে চলিতে লাগিল। তৃতীয় দিন অপরাহ্ন-কালে কৃষ্ণবল্লভ তাঁহার বাদার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। রমণীগণ ও কৃষ্ণবল্লভ নৌকা হইতে বাটীতে উঠিলেন। কৃষ্ণবল্লভের মাতা বহুদিন পরে পুত্রমুখ দর্শনে পরমানন্দ লাভ করিলেন। তিনি ষোড়শীর রূপেরও বহু প্রশংসা করিলেন। তিনি রামার মাসীর নিকট জানিলেন, ষোড়শীর ইচ্ছা, কৃষ্ণবল্লভের সহিত তাহার বিবাহ হয়। কৃষ্ণবল্লভের জননী কৃষ্ণবল্লভকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি ষোড়শীকে বিবাহ করিতে বলিলেন। কৃষ্ণবল্লভ অগত্যা এ বিবাহে সম্মত হইলেন। কৃষ্ণ-বল্লভ পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, ষোড়শীও তাঁহার অনুরাগিণী। এক দিনে তিন বিবাহ স্থির হইল—কৃষ্ণবল্লভ ষোড়শীকে বিবাহ করিবেন, কৃষ্ণবল্লভের অনুচর গঙ্গাধর সাবিত্রীকে বিবাহ করিবে ও অপর অনুচর হলধর সারদাকে বিবাহ করিবে স্থিরীকৃত হইল। ২৮শে বৈশাখ দিন শুভবিবাহ সম্পাদিত হইল। কৃষ্ণবল্লভের অন্য সহচর গদাধর সারদার প্রেমাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। গদাধর সারদাকে বিবাহ করিতে না পারিয়া মনে মনে বড় ক্রুদ্ধ হইলেন ও কৃষ্ণবল্লভের সর্ব্বনাশসাধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কৃষ্ণবল্লভের গৃহে এ তিন বিবাহ-উৎসব কম হইল না। আমরা জয়ন্তীর ফুলশয্যা বর্ণনা করিয়াছি। আমরা ষোড়শীর ফুলশয্যা বর্ণন না করিলে পাঠকগণ

আমাকে পক্ষপাতদোষে দোষী বলিয়া নিন্দা করিবেন। আসুন পাঠকপাঠিকাগণ, আমরা কৃষ্ণবল্লভের ফুলশয্যাগৃহের বাতায়নপথে দৃষ্টি রাখিয়া উপবেশন করি।

সুন্দর সুসজ্জিত গৃহ, নানা পুষ্পমালায় ও পুষ্পস্তবকে গৃহ সজ্জিত। গৃহমধ্যে বৃহৎ দারু-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক। পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ-শয্যা, শয্যার উপর কারুকার্য্যময় মশারি দোলায়মান। মশারির গায়ে গায়ে বিবিধ বর্ণের সুগন্ধি পুষ্পের মালা। গৃহে রৌপ্যাধারে সুগন্ধি তৈলের দীপমালা জ্বলিতেছে।

আমরা নারায়ণপুরের দুর্গে পুষ্পশয্যা-গৃহে বহু রমণীর সমাগম দেখিয়াছি। কৃষ্ণবল্লভ-গৃহেও বহু রমণীর সমাগম হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে অনেক রমণী স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। কৃষ্ণবল্লভ কহিলেন, "ষোড়শী বড় ঘোমটা টেনে জড়সড় হয়ে এক পাশে স'রে শুলে যে?"

ষোড়শী কোন উত্তর করিল না। কৃষ্ণবল্লভ পুনরপি বলিলেন,—"যত দিন আমার ছিলে না, তত দিন বেশ কথা বলেছ। তত দিন আমার নিন্দা শুনিলে কষ্ট পেয়েছ। আমার বিপদ উপস্থিত হ'লে গোপনে সুপরামর্শ দিতে এসেছ, আজ এত লজ্জা কেন?"

ষোড়শী কোন কথাই বলিলেন না। কৃষ্ণবল্লভ আবার বলিলেন, "এ কি ষোড়শী? এ তোমার ক্রোধ না কি? আমি কি অপরাধ করেছি? একটা কথাও কি বলিতে নাই? আমার মাথা খাও, একটা কথা বল।"

এইবার ষোড়শী ধীরে ধীরে বলিল— কথা বলব কি, আপনি ত আমাকে বিবাহ করলেন দায়ে ঠেকে। আপনি বিবাহিতা জয়ন্তীকে পেলেও তাকে লয়েই সুখী হতেন। আমাকে তখন জিজ্ঞাসাটিও করতেন না। আর আপনি কি অন্যায় কাজটা করলেন। দুটি বড় বড় রাজার জাত মারলেন। যাঁর অন্নে পালিত হয়েছেন, তাঁর জাত মারলেন; আর ধার্ম্মিক রাজা রামশঙ্করের জাত মারলেন। পবিত্র ব্রাহ্মণের কন্যা জয়ন্তীকে মুসলমানের করে তুলে দিলেন।"

কৃষ্ণ। কি করব? জয়ন্তীর দর্প জান ত? তাকে আনতে পারলে আমি তাকে তোমার দাসী ক'রে রাখতেম। বিবাহিতা জয়ন্তীকে আমি ত আর বিবাহ করতেম না? তার দর্প চূর্ণ ক'রে তোমার দাসী ক'রে রাখতেম।

ষো। জয়ন্তীর শত দোষ থাকতে পারে, বাবা রাজা নরনারায়ণের ত কোন দোষ নাই। তাঁর জাত মারলেন কি ক'রে?

কৃষ্ণ। তুমি কি সে জন্য দুঃখিত?

ষো। খুব দুঃখিত।

কৃষ্ণ। ষোড়শী, তুমি বুঝ না। রাজা কখনও আমাকে কোন কটু কথা বলেন নাই ঠিক। রাজা আমার খুব উপকার করেছেন ঠিক। কিন্তু জান, ক্রোধে লোকের হিতাহিতজ্ঞান থাকে না। আমি যা কিছু অন্যায় কাজ করেছি, জয়ন্তীর উপর রেগে।

ষো। জয়ন্তীকে পেলে ত আমাকে বে' করতেন না?

কৃষ্ণ। জয়ন্তীকে পেলেও তোমাকে বে' করতেম।

ষো। দুই বিয়েই করতেন?

কৃষ্ণ। কুলীনের দুই বিয়েতে দোষ কি?

ষো। বাবা তা দিতেন না। জয়ন্তীও আপনাকে দুই বিয়ে করতে দিত না।

কৃষ্ণ। জয়ন্তীকে আমি রূপ-গুণের জন্য বিয়ে করতে চাই নাই। জয়ন্তীকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছি—রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যের জন্য। তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছি—রূপ ও গুণের জন্য।

ষো। আমি ত জয়ন্তীর মত রূপবতীও নই, গুণবতীও নই।

কৃষ্ণ। তোমার চোখে তুমি কি দেখ, জানি না। আমার চোখে তুমি জয়ন্তী অপেক্ষা রূপবতী ও তাহার চেয়ে শত গুণে গুণবতী।

জগৎ তোষামোদের বাধ্য। এ তোষামোদে ষোড়শী সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার সুন্দর মুখে হাসি আসিল। তিনি মুখের হাসি মুখে চাপিয়া রাখিয়া মধুরস্বরে বলিলেন,—"আপনি যা বললেন, তা সত্য হ'তে পারে। জয়ন্তীকে রাজ্য-ঐশ্বর্য্যের জন্য বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, সে আপনার চোখের গুণে, অথবা হৃদয়ের গুণে। আমাকে নিরাশ্রয় ব'লে যদি দয়া ক'রে থাকেন, তবে আমাকে ভাল দেখতে পারেন। গুণ-রূপ প্রথমে, দয়া পরে ভালবাসার উপর নির্ভর করে। যদি আমাকে দয়া ক'রে থাকেন এবং দয়া হ'তে আপনার ভালবাসা হয়ে থাকে, তবে আপনি আমাকে সুন্দরী, গুণবতী সবই দেখতে পারেন।"

কৃষ্ণ। পলায়নের দিন রাত্রে তুমিই আমাকে পলায়নের পরামর্শ দাও। আমার অর্থ অপহরণ তুমি জান। আমি যখন অর্থ অপহরণ ক'রে বাগানে রেখে বাটীতে ফিরে আসি, তখন তুমি বললে, "কি ক'রলে?" আমি বললেম "চুপ"। তুমি চুপ ক'রেই থাকলে। ছোটকালে যেখানে যে ভাল ফুলটি

পেয়েছ, আমাকে দিয়েছ। আমি না খেলে খাও নাই। আমার পোষা পাখীগুলিকে কত যত্ন করেছ।

যো। যাই হ'ক, আপনি শত্রু ক'রে নিলেন অনেক।

কৃষ্ণ। তা হ'ক। বক্তিয়ার খিলিজি আমার স্বপক্ষ।

যো। আবার খিলিজির কাছে যাবেন না কি?

কৃষ্ণ। শীঘ্র নয়, কিছু দিন পরে। রামশঙ্করের ও নরনারায়ণের রাজ্য আমায় নিতে হবে।

যো। দুরাশা করবেন না।

কৃষ্ণ। দেখি ঈশ্বর কি করেন।

দম্পতির মধ্যে কথা—কথার আদি-অন্ত নাই। কথা শেষ হইতে না হইতে রজনী প্রভাত হইল। বিহঙ্গমকুল বৃক্ষ-শাখায় বিভু-গুণ গাহিতে লাগিল। ফুলকুল প্রস্ফুটিত হইয়া রবির অভ্যর্থনা করিল। পবন অগ্রে অগ্রে রবির পথ আবর্জ্জনাশূন্য করিয়া চলিলেন। ধরিত্রী তপন দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কমলিনীও হাসিলেন। ভ্রমর কমলিনীকে রহস্য করিতে যাইয়া বড় চাপড় খাইতে লাগিল। বায়ু এই অবসরে কমলিনীকে জলে ডুবাইতে চেষ্টা করিল। ভ্রমর ভোঁ করিয়া 'খুব হয়েছে' বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ধরিত্রীর হাসিতে বায়স কর্কশস্বরে ধরিত্রীকে বিরক্ত করিতে লাগিল। সংসারাসক্ত মানব-মানবীগণ কাহারও হাস্য দেখিল না। তাহারা পেটের চিন্তায় সংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত হইল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মহারাজপুরের ভবনে।

মুসলমান-সৈন্য বহুদূর হটিয়া গেলে উমাশঙ্কর ক্ষুণ্নমনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি গৃহে আসিয়াই একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি অন্তঃপুরে আসিয়া দাসীগণের নিকট রাজললনা-গণের সন্ধান লইলেন। তিনি তাহাদের প্রমুখাৎ শুনিলেন, অন্তঃপুর-ললনাগণ গুপ্ত গৃহে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় তাঁহারা নাই বলিয়াই দাসীগণ সন্দেহ করে। কৃষ্ণবল্লভ নামে রাজা নরনারায়ণ রায়ের এক পালিত পুত্র ছিল। বৎসরাধিক কাল হইল, সে নারায়ণপুর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই পাষণ্ড বিধর্ম্মী সৈন্যগণের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং রামার মাসী দাসীকে বাঁধিয়া ও গুপ্ত গৃহের দ্বার ভাঙ্গিয়া গুপ্ত গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। দাসীগণ অনুমান করে, তাহারা গুপ্ত গৃহ হইতে রাজকুলকামিনীগণকে লইয়া গুপ্তগৃহ হইতে বহির্গমনের পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এ যুদ্ধ প্রকৃত মুসলমান-হিন্দুর যুদ্ধ নহে। কৃষ্ণবল্লভই জয়ন্তী, ষোড়শী প্রভৃতি রমণীগণকে অপহরণ করিবার জন্যই মুসলমান সৈন্যগণকে লইয়া আসিয়াছিল। উমাশঙ্কর দাসীগণের এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন। তিনি বলিলেন, "মুসলমানেরা আদৌ যুদ্ধ করে নাই। তাহারা কেবল যুদ্ধের ছল করিয়া তাঁহাদিগকে রাজ-প্রাসাদ হইতে দূরে লইয়া গিয়াছিল মাত্র।" যাহা হউক, তথাপি উমাশঙ্কর রাজকুলকামিনীগণের বিশেষ অনুসন্ধান করিলেন। তাঁহারা গুপ্ত গৃহের বহির্গমনের দ্বারে কোথাও বামাদলকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা গুপ্ত গৃহ হইতে বহির্গমনের পথের মুখে বহু দগ্ধাবশেষ মশাল দেখিলেন। ভূমিতে বহু অশ্বখুর-চিহ্ন দৃষ্টি করিলেন। সেই রজনীতেই তাঁহারা অনুসন্ধানে জানিলেন, কতকগুলি মুসলমান সৈন্য উত্তরাভিমুখে নবগঙ্গা নদীতটে গমন করিয়াছে। কতকগুলি সৈন্য দক্ষিণদিকে চিত্রানদীতীর পর্য্যন্ত গমন করিয়া আবার নবগঙ্গাতটে গমন করিয়াছে। তখন তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, যাহারা মহারাজ-পুরের সম্মুখদ্বারে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা সোজা নবগঙ্গা নদীতীরে গিয়াছে। যাহারা কুল-ললনাগণকে হরণ করিয়াছে, তাহারা প্রথমে চিত্রা নদী পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে এবং পরে যখন দেখিয়াছে, রাজসৈন্য মুসলমান সৈন্যের অনুগমন করে নাই, তখন তাহারা নির্ভয়ে যাইয়া সদলে মিশিয়াছে।

সে রাত্রি নানাদিকে নানা জনের সন্ধানে কাটিয়া গেল। প্রাতে বেলা এক প্রহরের সময় সকল দিকের সন্ধানকারী আসিয়া মহারাজপুরের রাজভবনে উপনীত হইল। দুর্গে হাহাকার পড়িয়া গেল। এক দ্রুতগামী দূত এই দুঃখসংবাদের পত্র লইয়া নারায়ণ-পুরদুর্গে গমন করিল। সেইরূপ অপর দূত শঙ্করপুর দুর্গে প্রেরিত হইল।

উমাশঙ্কর বড় অধীর হইয়া পড়িলেন। এক-সঙ্গে জাতিনাশ ও মনস্তাপ সকলকেই ব্যাকুল করিয়া থাকে। উমাশঙ্করের সহচর হরিচরণ বুদ্ধি-মান্ লোক। তিনি বিপদে ধীর, স্থির ও প্রত্যুৎপন্ন-মতি-সম্পন্ন। তিনি উমাশঙ্করের সঙ্গ ছাড়িলেন না। তিনি নানা কথায় তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হরিচরণ ভাবিলেন, এরূপ মনস্তাপে ও জাতি-নাশে উমাশঙ্কর আত্মহত্যা করিতে পারেন। তিনি উমাশঙ্করকে বলিলেন,—"দেখ উমা! বিপদে

ধীর, স্থির হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। রামচন্দ্র বিষ্ণু-অবতার; জানকী স্বয়ং লক্ষ্মী। সেই জানকীকেও রাবণ হরণ করিয়াছিল। রাম ধীর স্থির হইয়া বানরগণের সাহায্য লয়ে অসাধ্যসাধন সমুদ্র-বন্ধন ক'রে সীতা উদ্ধার করেছিলেন। ধীরতা ও স্থিরতা ব্যতিরেকে বিপদের আর বন্ধু নাই।"

উমাশঙ্কর উত্তর করিলেন,—"দাদা যাহা বলিলেন, ঠিক। রাম সীতা হারিয়েছিলেন সত্য, নল ও দময়ন্তী এবং শ্রীবৎস ও চিন্তার ছাড়াছাড়ি হয়েছিল ঠিক। সে দেবতার কথা—প্রাচীন কথা। জয়ন্তী কৃষ্ণ-বল্লভকে কুকুর জ্ঞানে দূর করেছে, সেই কুকুর মুসলমানের পদলেহন করিয়া মুসলমানের সাহায্য লয়ে জয়ন্তীকে হস্তগত করেছে। সে কিছুতেই জয়ন্তীর জাতমান রাখবে না। আমি কাপুরুষ। জয়ন্তীর দর্প চূর্ণ হ'ল। গর্ব্বিতার মস্তক অবনত হ'ল।"

হরিচরণ। এ ত চুরি। যদি কৃষ্ণবল্লভ যুদ্ধ ক'রে জয়ন্তীকে নিত এবং যুদ্ধে তুমি হারতে, তবে তোমাকে লোকে কাপুরুষ বলত। জয়ন্তী তেজস্বিনী শিক্ষিতা রাজকন্যা। সে বুদ্ধিমতী ও সতী। তার জাত-মান নষ্ট করে, জগতে এমন কেহ নাই। ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম কেহ নষ্ট করিতে পারে না। সে আপন বুদ্ধিবলেই তার মান, সম্ভ্রম, গর্ব্ব সব রক্ষা করতে পারবে। স্বয়ং বিশ্বপতি তার সহায় হবেন।

উমা। হাজার হ'লেও অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোক। বিপদ কারে বলে, জানে না। আদরের পুতুল, সোহাগের খনি! গর্ব্বিতভাবে দুটি গাল দেওয়া সহজ। কিন্তু সেই গর্ব্ব শ্মশানে, শত্রু-শিবিরে রক্ষা করা বড় কঠিন।

হরি। আরও একটা কথা বলি, শুন। রামার মাসী ইচ্ছা ক'রে গালি দিয়ে কৃষ্ণবল্লভের বন্দিনী হয়েছে। তার নিশ্চয়ই একটা সাধু উদ্দেশ্য আছে। সে অনায়াসে জয়ন্তীর সঙ্গে যেতে পারত। কিন্তু সে অপেক্ষা ক'রে গিয়েছে। আমার বোধ হয়, অবলার শেষ সম্বল বিষ ও ছুরিকা অগ্রে সংগ্রহ ছিল না। রামার মাসী তাও লয়ে গিয়েছে।

উমা। হাঁ, দাসীর যাওয়ার উদ্দেশ্য তাই বটে। তবে আমার জয়ন্তীর জাত যাবে না—তার উচ্চমাথা নীচু হবে না। তবে তার মান, সম্ভ্রম, জাতি সব রক্ষা হবে। আমার প্রতিজ্ঞা, আমি যেরূপেই পারি, সেই জারজ কাপুরুষ যবন-পদলেহী কুকুরকে জব্দ করবই করব। তবে উঠে বসি দাদা। এখন সন্ধান করতে হবে, কৃষ্ণবল্লভ কুকুর কোথায়? সে যেখানেই থাকুক, তাকে জব্দ করবই করব। প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!! প্রতিহিংসা!!!

হরি। হাঁ, ভাই, এখন পথে এস। বীরত্বই প্রতিহিংসা! এস স্নান করি, আহার করি, বুদ্ধি স্থির করি। প্রতিহিংসার পথ পরিষ্কার করি। সেই কেষ্টা কুকুরকে জব্দ করতেই হবে।

উমাশঙ্কর ও হরিচরণের অনেক কথোপকথন হইল। সেই দিন অপরাহ্নেই নারায়ণপুর হইতে আগত নরনারীগণ নারায়ণপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শঙ্করপুরের দুর্গেও বরযাত্রী ও অনেক লোক প্রেরিত হইল। কেবল দুই তিন সহস্র সৈন্যসহ উমাশঙ্কর, হরিচরণ ও উমাশঙ্করের আর দুই একটি সহচর থাকিলেন। এক্ষণে সকলেরই দৃঢ়পণ হইল, কৃষ্ণবল্লভের প্রতিহিংসা-গ্রহণ। শোক-মনস্তাপের পরিবর্ত্তে সকল হৃদয়ে ক্রোধের ভীষণ হুতাশন জ্বলিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শঙ্করপুর দুর্গে।

প্রথম দিন অপরাহ্নে দ্রুতগামী পত্রবাহক মহারাজপুর বাটীর দুঃসংবাদের পত্র লইয়া আসিয়াছে। রাজা রামশঙ্কর পত্র পাঠ করিয়া পত্রবাহককে বিদায় দিয়াছেন এবং সংবাদ সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছেন। বুদ্ধিমান্ রাজা সম্পদে বিপদে ধীর, স্থির, গম্ভীর। দ্বিতীয় দিন দুই প্রহরের মধ্যে বহু সেপাহী, বরকন্দাজ, শিবিকা-বাহক, সৈনিক, বরযাত্রী শঙ্করপুরের রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বরকন্যা আসিল না, তখন এ সংবাদ গোপন রাখা অসাধ্য হইয়া উঠিল। শঙ্করপুর-দুর্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জানিল, রাজা নরনারায়ণের পালিত, তাড়িত পুত্র কৃষ্ণবল্লভ মুসলমান সৈনিকগণের সাহায্যে বধূ, বধূর তিন সহচরী ও প্রধানা দাসীকে অপহরণ করিয়াছে। কুমার দুঃখে ও মনস্তাপে ম্রিয়মাণ হইয়া প্রধান প্রধান কতকগুল সৈনিক লইয়া মহারাজপুরের বাটীতে অবিস্থিতি করিতেছেন। রাজদুর্গে হাহাকার রব উঠিল। রাজ অন্তঃপুরে কুলকামিনীগণ উচ্চরবে রোদন আরম্ভ করিলেন।

রাজা রামশঙ্কর অন্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন, রাজমহিষী আলুলায়িতকেশে আলুথালুবেশে ভূলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহার সহচরীগণ

তাঁহার প্রবল শোকাবেগ নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। রাজাকে দেখিয়া রাণীর শোকাবেগ দশ গুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি রোদন করিতে করিতে কহিলেন,—"রাজা! সর্ব্বনাশ হ'ল, জাত গেল, মান গেল, সাধের বৌ গেল। ছেলেরও কি হয়, বলা যায় না। বঙ্গবিজেতা বক্তিয়ারের কোপে ছেলে পড়েছে। ছেলের আমার রক্ষা নাই। ছেলেই বা শোকে মনস্তাপে কি করে, তার ঠিক কি? সাধের বধুর ছবিই আমি ঘরে আনিলাম। বধূ আর আমি ঘরে আনিতে পারিলাম না, রাজা! সে কি বধূ? সে কি মানব-কন্যা? সে দেবকন্যা, সে পদ্মী। সে দেবকন্যা এ হতভাগিনীর ঘরে আসবে কেন? আমায় মাও বুঝি বিষ খেয়ে মরেছে। সে সতী মার সতী-কন্যা। সে বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিতা, তেজস্বিনী রাজকন্যা। সে পাপী কুকুরের স্পর্শ-দোষ কিছুতেই সহ্য করবে না। শুনেছি, সেই দুরাত্মা কৃষ্ণবল্লভ মার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করলে সেই মহিষমর্দ্দিনী দুর্গার মত তর্জ্জন-গর্জ্জন ক'রে রাজবাটী হ'তে তাড়িয়ে দিয়েছিল। হায়! হায়! তেমন ননীর পুতুলী ঘরে এল না। এ পবিত্রকুলেরও কলঙ্ক হ'ল। বাবা উমাশঙ্করকে আর পাই কি না পাই। সে মনোমত বৌ না হ'লে বে করত না। এ তার মনোমত বৌ হয়েছিল। আজ কোথায় আহ্লাদে বৌ ঘরে নেব, আমোদ আহ্লাদে রাজপুরী কাঁপ্‌তে থাকবে, বাজ-বাজনায় দশদিক কাঁপতে থাকে, দেশের লোককে খাওয়াব, দুঃখী-কাঙ্গাল বিদায় করব, তার পরিবর্ত্তে আজ কি না মাথাকুটে কাঁদতে বসেছি। আগত আত্মীয়-স্বজন মেয়েদিগকে কাঁদাচ্ছি ও দেশের মেয়ে-পুরুষ প্রজাগণকে কাঁদাচ্ছি। বৌ গেল, সঙ্গে সঙ্গে জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল। এ পবিত্র বংশে কলঙ্ক হ'ল। বাবা উমাশঙ্কর এ ক্লেশে আত্মঘাতী হবে, নয় পাগল হবে, নয় শত্রুকোপে মারা যাবে। আজ আমোদ-উৎসবের পরিবর্ত্তে শোকের সাগরে ডুবলাম। হয় ত এ রাজবংশ নির্ব্বংশ হ'ল?"

রাজা রামশঙ্কর উত্তর করিলেন, "রাণি! তুমি পাগল হ'লে না কি? উমাশঙ্কর কি নির্ব্বোধ, মূর্খ ছেলে? বৌমা কি আমার নীচ কুলের বোকা মেয়ে? বড় ঝড়, বড় গাছে লাগে। বড় বিপদ বড় সংসারেই হয়ে থাকে। কেহ যদি তার নিজের ধর্ম্ম রক্ষা করে, তবে কাহারও সাধ্য নাই যে, তার ধর্ম্ম নষ্ট করে। কেতো-বেতোর স্ত্রী লয়ে কোন গোল হয় না। মহারাজ সগরের বংশধর, মহারাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্রের বংশজ, বহুদেশ-বিজয়ী মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ, বিষ্ণু অবতার রামচন্দ্রের পত্নী স্বয়ং লক্ষ্মী মা জানকীকেই রাবণ হরণ করেছিল। সীতার জন্য রামের বশ ভিন্ন বংশনাশ, কুলনাশ প্রভৃতি কিছুই হয় নাই। বাবা উমাশঙ্করও বুদ্ধিমান্, সাহসী ও বিচক্ষণ লোক। তার সহচর হরিচরণ প্রভৃতি চতুর-চূড়ামণি। অবিলম্বে উমাশঙ্কর বধূসহ যশের সহিত গৃহে ফিরে আসবে। আমি কখন জীবনে কোন পাপ করি নাই। রাজা নরনারায়ণও অধার্ম্মিক নহে। আমি জয়ন্তীর কোষ্ঠী-ফল জানি। সে দীর্ঘকাল রাজ-রাণী থাকবে ও তাহার বহু সুসন্তান জন্মগ্রহণ করবে। যে সে লোকের প্রস্তুত কোষ্ঠী নয়—বঙ্গদেশের তিন জন প্রধান জ্যোতিষের কোষ্ঠী-গণনা। মেয়েটি আমি নিজে দেখেছি—সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্না। বিবাহের সময়ও আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম। শুভ-দৃষ্টিকালে চারিদিকে একটু উজ্জ্বল আলো জলিয়াই একটা দমকা বাতাসে সবগুলি আলো নেবা-নেবা হইয়া পড়ে ও পরে ধীর, স্থির উজ্জ্বলতরভাবে জলিতে থাকে। তাতেই আমি বুঝেছি, বিবাহের প্রথম অবস্থায় একটু গোলযোগ হবে। বক্তিয়ার খিলিজি ও তাহার প্রভু মহম্মদ ঘোরীর সহিত দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ও তাঁহার স্ত্রী সংযুক্তা যুদ্ধ ক'রে রণে প্রাণ-ত্যাগ করেছেন। বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেন তাহার ভয়ে বাঙ্গালা ছাড়িয়া কোথায় পালিয়ে আছেন। আমি ক্ষুদ্র জমীদার, আমার পুত্রবধূকে সেই লোকে, কোন কু-লোকের চক্রান্তেই হউক, যদি কিছুদিন আটক রাখে, তাতেও ত কোন কলঙ্কের কথা নাই। সে বধূ নয়, সে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। এ মর্ত্ত্যধামে এমন লোক নাই, তার সতীত্ব-ধর্ম্মে কেহ হস্তক্ষেপ করবে। সে বুদ্ধিমতী, কৌশলী, মরতে জানে, মারতে জানে ও পালাতে জানে, কন্যাদর্শনকালে তার প্রতি কত কঠোর প্রশ্ন করা হয়। তার সে যে সকল উত্তর দিয়েছে, সে সকল প্রশ্নের সেরূপ উত্তর আমিও দিতে পারি না। তাকে প্রশ্ন করা হয়, ক্ষেপা কুকুর, ক্ষেপা শেয়াল ও ব্যাঘ্র তিন পথে আছে, সে দেবমন্দিরের দ্বারে, সে কি ক'রে বাড়ী আসবে? সে উত্তর কল্লে, ক্ষেপাকুকুর ক্ষেপাশেয়ালের দিকে লেলিয়ে দিবে। ক্ষেপাকুকুর ক্ষেপা শিয়ালের দিকে যাবে। বাঘ পায়ের শব্দ শুনে সেই দুটোর পিছনে যাবে। বক্তিয়ার যে স্ত্রী-হরণে এসেছেন, এ আমার বোধ হয় না। বক্তিয়ার পদ্মাতীরে পদ্মাপারের জন্য অপেক্ষা করছেন। বক্তিয়ারের কোন পাপমতি সৈনিক বধূ-হরণে এসেছিল। কৃষ্ণবল্লভও সেই উদ্দেশ্যে

এসেছিল। কৃষ্ণবল্লভ শৃগাল, মুসলমান-সৈনিক কুকুর ও বক্তিয়ার ব্যাঘ্র। বৌমা আমার এই তিনকেই দূর ক'রে বাড়ী আস্‌তে জানেন! তুমি ক্ষান্ত হও রাণি! শোক-তাপ মূঢ়ের কাজ। তুমি সকল স্ত্রীলোক নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ কর। আগন্তুক লোকদিগের আহারের বন্দোবস্ত কর। ইহারা পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত। এক দিনের মধ্যে তোমার বধুর সুসংবাদ পাবে। তবে বধূ-বাড়ী আস্‌তে কিছু দেরী হ'লেও হ'তে পারে।"

রাণী রাজার কথায় আর প্রতিবাদ করিলেন না। তিনি কিছু কাল স্থির, গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিলেন। রাণীর সহচরী ও কুটুম্বিনী কামিনীকুল রাণীকে রাজার ধরণে বুঝাইতে লাগিলেন। রাণীর এক গ্রামাত ভগিনী বলিতে লাগিলেন, "দেখ দিদি, রায় মহাশয় যাহা বলছেন, তাই ঠিক। উমাশঙ্কর বোকা ছেলে নয়। সে বেশ যুদ্ধ করতে পাবে। সব বিষয় বুঝে। জ্যোতিষের গণনা কখনও মিছে হয় না। সেই রাজার মেয়ে জয়ন্তীও শুনেছি খুব চালাক। এক জনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, তাকে নিয়েই বা কেষ্ট-বল্লভ করবে কি? বিয়ে না হ'লেও একটা আশঙ্কা ছিল। না হয় কিছু দিন কষ্ট দিবে। তা সে লক্ষ্মীর কপালে কখন কষ্ট হবে না। পিঁপড়ের কোড় উঠে মরবার জন্য। কেষ্টবল্লভেরও তাই হয়েছে। সে মরবে, তাই তার এ দুর্ব্বুদ্ধি। খিলিজি ত তার সঙ্গে সঙ্গে বার মাস থাক্‌বে না। খিলিজি যাচ্ছে আসাম, কোচবিহার জয় করতে। পথের মধ্যে কিছু পেল, একটা মেয়ে ধ'রে নিয়ে গেল। খিলিজি একটা বড়-লোক। সে'ও যে এ কাজ করেছে, এমন বোধ হয় না—কোন একটা লোভী মুসলমান-সৈনিক এ কাজ করেছে। তা দেখ দিদি, দু'দিন ধৈর্য্য ধ'রে থাক্‌তে হয়। তা দেখ দিদি, দু'দিন পরেই দুষ্টের দমন হবে ও শিষ্টের মঙ্গল হবে।"

কোন দুঃসংবাদে লোকের মন প্রথমে যেমন ব্যাকুল হয়, পরে তত ব্যাকুল থাকে না। পাঁচ জনেও বুঝাইতে লাগিল, রাণীও ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলেই ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন। প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি সকলের হৃদয়েই জাগরিত হইল। কৃষ্ণবল্লভ কোথায় থাকে? কি উপায়ে তাহাকে দমন করা যায়? কি উপায়ে তাহার ধন, সম্পত্তি, গৃহ, দ্বার বিনষ্ট করা যায়, এই চিন্তাই সকলের মন অধিকার করিল।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নারায়ণপুর-দুর্গ।

এ সংসারে ভগবানের লীলা বুঝা কঠিন। কোথায়ও লতার আশ্রয়ে তরু এবং কোথায়ও তরুর আশ্রয়ে লতা। কোথায়ও পুরুষ কঠিন, রমণী দুর্ব্বল; কোথায়ও রমণী সবল, পুরুষ দুর্ব্বল। সচরাচর দেখা যায়, লতাকুলই বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু মহাঝড়ে তরুর মস্তক ভগ্ন হইলে লতাকুলই তরুর মস্তকস্বরূপ হইয়া তাহাকে শীতাতপে রক্ষা করে ও তাহার ধ্বংস নিবারণ করে। এমন কি, এই ব্রততী-কুলই বিটপীর সৌন্দর্য্য পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে চেষ্টা পায়। সংসার শোক-দুঃখ-বিপদ-সম্পদের বিচিত্র ভাণ্ডার। পরিবর্ত্তন সংসারের অনিবার্য্য নিয়ম। যে সংসারে এক্ষণে সুখের অট্টহাসি উঠিতেছে, মুহূর্ত্ত-মধ্যে সেই সংসারে ক্রন্দনের বিকট রোল উঠিবে। আবার রোদনের সংসারেও সেই কথা। বিধির খেলা মানব-বুদ্ধির অতীত। আমরা সামান্য অভ্যুদয়ে আহ্লাদে আটখানা হইয়া গর্ব্বে বক্ষ স্ফীত করিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতাম, আকাশে লাথি মারিতে যাইতেছি এবং সামান্য কারণে আত্মহারা হইয়া দশ দিক অন্ধকার দেখিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবার জন্য রজ্জুর সন্ধান করিতেছি। বিধাতার বিশাল সৃষ্টির কণামাত্রও আমরা দেখিতে পাই না। তাঁর দাবা-খেলা—খেলার আগা গোড়া ভাবিয়া খেলা। তিনি যে কয় চালে মাত করিবেন, তাহা তিনি পূর্ব্বেই ভাবিয়া ঠিক করিয়াছেন। আমরা খেলার নৌকা, ব'ড়ে, পিল, ঘোড়াও চিনি না। আমরা যদি তাও চিন্‌তে পারতাম, তবে এত ঠকিতাম না। রাজা নরনারায়ণ কৃষ্ণবল্লভ ব'ড়েকে চিনিলে আজ এ বিপদে পড়িতেন না। নরনারায়ণের দোষ কি? এ সংসারে সকলই নরনারায়ণের হাত।

নারায়ণপুর-দুর্গেও অগ্রে পত্র, পরে প্রত্যাগত ব্যক্তিগণ আসিয়াছে। এখানে রাণী সবল, রাজা দুর্ব্বল। এ দুর্গে সংবাদ আসিবামাত্র রাজা শোক-বিহ্বল চিত্তে শয্যা আশ্রয় করিয়াছেন। রাণী ক্রোধে রোষে ফুলিয়া গর্জ্জন করিয়া একবার রাজপ্রাসাদের ছাদে, এক বার দ্বিতলে, একবার নিম্নতলে ভ্রমণ করিতেছেন। রাণী রাজার ব্যবহারে বিরক্ত। রাণীর ইচ্ছা, এখনই রাজা সসৈন্যে বহির্গত হউন। যেখানে থাকে কৃষ্ণবল্লভের সন্ধান লউন। সাহচর কৃষ্ণবল্লভের মাথা কাটিয়া দুদিনের মধ্যে জয়ন্তীর উদ্ধারসাধন করুন। রাণীর মনে এইরূপ দুর্দ্দমনীয় রোষ। রাজার

মনে অন্য ভাব। রাজা ভাবিতেছেন, তাঁহার পবিত্র কুলে কলঙ্ক হইল। তাঁহার একমাত্র কন্যা, আদরের পুত্তলী, সোহাগের ধন, বার্দ্ধক্যের সম্বল—কে কোথায়, কি অবস্থায় লইয়া গেল। তাঁহার জাতি-ধর্ম্ম নষ্ট হইল। বঙ্গবিজেতা বক্তিয়ার খিলিজি যখন পাপমতি কৃষ্ণবল্লভের সহায় হইয়াছেন, তখন আর এ অত্যাচারের প্রতিবিধান নাই। কে জানে, কৃষ্ণবল্লভ খিলিজিকে এবং দেশের আরও কত রাজাকে বাধ্য করিয়াছে? হায়, কি অশুভক্ষণে কৃষ্ণবল্লভ তাঁহার পুরে প্রবেশ করিয়াছিল। এই জন্যই শাস্ত্রে বলে, অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তিকে আশ্রয় দিতে নাই। তিনি নিজের পদেই নিজে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। তিনি রসাল-তরু ভ্রমে বিষ-তরু রোপণ করিয়া বিষফল ভোগ করিলেন। অদৃষ্টই মন্দ, নইলে জয়ন্তী কেন একটা ছেলে হইল না? তিনি যেমন কর্ম্ম করিয়াছেন, তেমনি ফলই ভোগ করিতেছেন। অচিকিৎস্য ব্যাধি—তিনি মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য সর্প। রোদনই তাঁহার সম্বল।

রাজা রোদনে এবং রাণী রোষভরে গর্জ্জনে আর কতক্ষণ থাকিতে পারেন? হিন্দুর গৃহের রমণীর সকল বীরত্ব, সকল আবদার স্বামীর উপর। রোষে, শোকে, সম্পদে, বিপদে রমণী কিছুকাল এ দিকে ও দিকে থাকিতে পারেন, কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া স্বামীর নিকটেই আসিবেন। রাণীরও সেই দশা হইল। তিনি রাজার শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া কহিলেন, "একেবারে শয্যা-ধরা হইলে যে? এ তোমার উপযুক্ত জায়গা হয় নাই। ইন্দুরের গর্ত্ত সন্ধান ক'রে দেব না কি? এই যে আমি অন্তঃপুরের বাগানের মধ্যে দুটি বড় ইন্দুরের গর্ত্ত দেখে এসেছি। যাও, তার মধ্যে যেয়ে পালাও। বীরত্ব, শূরত্ব, বুঝি কেবল আমার কাছে? আঃ আমার পোড়া কপাল! একটা অন্নদাস, পালিত কুকুর, ছুটে এসে একবার ঘেউ করেছে আর মূর্চ্ছা, পতন, বিকার। সাবাস সাহস! বক্তিয়ারের ভয়! মহম্মদ ঘোরীর ভয়! সমস্ত জগতের ভয়! খিলিজি যাচ্ছে খিলিজির কাজে। সে বড়লোক, তার বড় উদ্দেশ্য। কেষ্টার কথায় সে যাবে কি না একটা মেয়ে চুরি করতে? কয়েকটা মুসলমান ফৌজকে কেষ্টা কিছু টাকা দিয়ে এনে আমার মেয়ে-টাকে চুরি করেছে। আমার মেয়েটাকে কিছু কষ্ট দিবে। আমার মেয়ের কেশাগ্র সে স্পর্শ করতে পারবে না। সে যদি সতী নারীর কন্যা হয়, তার যদি পিতা-মাতা ও স্বামিপদে মতি থাকে, তবে তার ধর্ম্মে হাত দেয় কার সাধ্য? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এলেও তাকে কুপথে আনিতে পারিবে না। যম হেরেছিল সাবিত্রীর কাছে, আর তেত্রিশ কোটি দেবতা হারবে আমার মেয়ের কাছে. আমার সে, যে সে মেয়ে নয়। তার দেবতায় দৃঢ় ভক্তি আছে, গুরুজনে শ্রদ্ধা আছে, পতিপদে মন আছে! তার সম্বল বড় সম্বল। তার অস্ত্র সুধার অস্ত্র। সে অস্ত্রে শুধু কৃষ্ণবল্লভ কেন, বক্তিয়ার ও মহম্মদ ঘোরী পর্য্যন্ত, সব লয় পাবে। কৃষ্ণবল্লভ কি ছার কুকুর! সে ত আমার মেয়ের ছায়ার প্রতি কুদৃষ্টি করলে পুড়ে মরবে। সে যদি দুই একখানা কুঁড়ে বেঁধে থাকে, তা ছারখার হয়ে পুড়ে যাবে। তুমিই ত যত অনর্থের মূল। যত ছেলে আসুক, যত মেয়ে আসুক, রাজবাড়ীতে পুরেছ আর মানুষ করেছ। সে জারজ বেটাকে এই পবিত্র দুর্গে স্থান দিয়েই ত এই বিপদ ঘটল। এখন শয্যা ছেড়ে উঠ। বেড়া জালের মত সৈন্য দিয়ে দেশটাকে ঘের। যেখানে কেষ্টা থাকে, বের কর, তা হ'লেই মেয়ে পাওয়া যাবে। আর কেষ্টার মাথাটা কেটে ফেলতে হবে।"

রাজা। কেষ্ট এখন আর সে কেষ্ট নাই। সে এখন বড় গাছে নৌকা বেঁধেছে। বক্তিয়ার খিলিজি তাহাকে সহায়তা করেছে। আরও কত রাজা তার পক্ষে আছে, তার ঠিক কি? কেষ্টা যে লোক ভুলাবার যাদু মন্ত্র জানে! কি করি, তাই ত ভাবছি। কেষ্টা যে অনর্থের মূল, তার আর সন্দেহ নাই। তাকে শাস্তি দিতে আমারও ইচ্ছে। একটা পথ ধরতে হবে।

রাণী। কেষ্ট যাদুই জানুক আর যাই জানুক, কোন দেশীয় রাজা তোমার বিপক্ষে যাবেন না। বক্তিয়ারও তার পক্ষে নাই, কিছু টাকা দিয়ে কয়েকজন মুসলমান ফৌজ লয়ে রাত্রে কৌশল ক'রে কেষ্টা মেয়ে-টাকে চুরি করেছে। দেশীয় রাজা তোমরা সব এক-মত আছ। বক্তিয়ার এখন দেশে, কোন রাজা তোমার বিরুদ্ধে যাবে না। খিলিজি এর কিছুই জানে না। এ কেষ্টার কাজ, এ কেষ্টার কাজ!

রাজা। দেশীয় রাজগণ সম্বন্ধে তুমি যা বললে, তা ঠিক হ'তে পারে। বক্তিয়ার সম্বন্ধেও তোমার অনুমান মিছে নয়। বক্তিয়ার কারও সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করেন নি; এমন কি, দ্রব্যটি পর্য্যন্ত মূল্য দিয়ে কিনেছেন। তা হ'লে কি হবে? কেষ্টবল্লভ এত বোকা নয় যে, দুটো বড় রাজার বল সংগ্রহ না ক'রে দেশীয় দুটো বড় রাজার গায়ে হাত দিবে।

রাণী। এ কথা তুমি সত্য বলছ বটে, কিন্তু রাগে তার হিতাহিতজ্ঞান নাই। সে ভেবেছে, একটা

কলঙ্ক—দুর্নাম ক'রে দিতে পারলেই হ'ল। তার এখন মরা-বাঁচা জ্ঞান নাই।

এই সময়ে রূপামতী দেবীর ক্রন্দনের শব্দ শ্রুত হইল। রাণী তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট গমন করিলেন। প্রথমে রাজার নিকট সংবাদ আসিলে মন্ত্রী ও পণ্ডিতগণ আসিয়া রাজাকে কত বুঝাইতে লাগিলেন। রাণীও আসিয়া সেই গৃহের একটু দূরে দাঁড়াইলেন। রাণী নিস্তারিণীর দ্বারা জ্যোতিষ-কল্পদ্রুম মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন—"জয়ন্তী এখন কোথায় আছে ?"

কল্পদ্রুম মহাশয় গণনা করিয়া উত্তর করিলেন,—"নৌকাপথে।"

নি। কাহার অধীনে ?

কল্পদ্রুম। একটি স্ত্রীলোকের অধীনে।

নি। নৌকা কোথায় যাচ্ছে ?

কল্প। তীর্থস্থানে।

নি। জয়ন্তী কত দিন পরে স্বামিগৃহে আস্‌বে ?

কল্প। চারমাসের মধ্যে।

নি। ভাল আছে ত ?

কল্প। বেশ আছে, সুখে আছে, কোন ক্লেশ নাই।

জ্যোতিষের গণনায় রাজা-রাণী কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। সেই দিনই কৃষ্ণবল্লভের সন্ধানে রাজা লোক প্রেরণ করিলেন। রাজাও রাণীর কথায় কৃষ্ণবল্লভের দণ্ডবিধান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মুসলমান-শিবিরে।

"রাঙ্গা কাপড় পরা তুমি কি আছে ?"—মুসলমান সেনানায়ক এই প্রশ্ন করিলেন।

"আমি সন্ন্যাসী সাধু, আমার নাম শিবানন্দ স্বামী।"—এক সশিষ্য সন্ন্যাসী এই উত্তর করিলেন।

রহিম। তুমি কার স্বামী আছে ?

সন্ন্যাসী। আমি কা'র স্বামী নই। আমার নাম শিবানন্দ স্বামী। আমরা সন্ন্যাসী, দারপরিগ্রহ করি না। এক দল সন্ন্যাসীর উপাধি স্বামী।

র। তোমার উ ব্যাধি স্বামী। কোথায় সে ব্যাধি হয় ? তোমরা দারপরিগ্রহ কর না, তবে কি চোর আছে ? ঘরের কোণা কাটিয়া ঘরে যাও ?

স। ব্যাধি নয়—ব্যাধি নয়—উপাধি। এই খিলিজি একটা উপাধি, খাঁ একটা উপাধি। সেইরূপ স্বামীও একটা উপাধি। আমরা চোর নয়। আমরা দারপরিগ্রহ করি না অর্থাৎ বিবাহ করি না।

র। তোমার বাপ-মা আছিল না ? তুমি কি মাটী ফুঁড়ে উঠেছ ? বিবাহ্ না করবে, তবে তোমার ছালে-মায়ে হোবে কি ক'রে ?

স। আমরা বাপ-মা হ'তেই হয়েছি। সন্তান হওয়ার পরে তাঁরা সন্ন্যাসী হয়েছেন। আমি বিবাহ করবো না, চেলা রাখব।

র। চেলা রাখবে ? চেলায় কি কাম হোবে ? আগুন করবে ? আগুনে ত ভাত কাপড় হোবে না।

স। খাঁ সাহেব! বুঝলেন না।

র। আমি বুঢ়া আছি। সব বুঝি। আমি না বুঝলে ঘোরের পাহাড় হ'তে এসে বাংলার ডা'ল আটা খেতে পারতাম না।

স। না সাহেব! তোমার বুদ্ধি খুব আছে। তুমি আমার কথা বুঝ্‌লে না। চেলা মানে শিষ্য বা পুত্র।

র। নিজের পুত্র হ'লো না, পরের পুত্র পুত্র করিয়া রাখিলে সে ভাল না। নিজের পুত্র হওয়া ভাল।

স। তা কি করব ? আমাদের প্রথানিয়ম এই।

র। এ প্রথা-নিয়ম ভাল না। আমাদের ফকির আছে, দরবেশ আছে। তারা চেলা যেলা কুচ রাখে না। আচ্ছা, তুমি কি কর্‌তে পার ?

স। আমি লোকের নছিব গুণতে পারি।

র। আচ্ছা, বল দেখি, আমরা কোথা হ'তে আস্‌ছি ?

সন্ন্যাসী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"সাহেব, ক্ষমা করেন ত বল্‌তে পারি।"

র। হাঁ, ক্ষমা করা যাবে। আমাদের ফকির দরবেশরা ভয় করে না।

স। তোমাদের ফকির দরবেশরা তোমাদের ভয় করে না সত্য ; কারণ, তোমরা তা'দিগকে সম্মান কর। আমরা ভিন্ন জাতি, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ; তোমরা আমাদিগকে দেখতে পার না। আমরাও তোমাদিগকে দেখে ভয় করি।

র। কোন্ ভয় কর্‌বে না। সাচ্চা বাত বল।

স। তোমরা কোন জেনানা হ'তে পাঁচটি মেয়েমানুষ চুরি করতে গিয়েছিলে। এক চোরের পরামর্শে এই কাজ করেছ। কৃষ্ণবল্লভ নামে একটি

জারজ রাজা নরনারায়ণের বাটীতে থাকিত। সে তার চাচার টাকা চুরি ক'রে শেষে লজ্জায় মুখ দেখাতে না পেরে বাদা-অঞ্চলে গিয়ে বনজঙ্গল কেটে একটা বাড়ী করেছে। কতকগুলি সমাজতাড়িত পাপী কলুষিতচরিত্রের লোক প্রজা করেছে। সেই রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র পরিচয় দিয়ে খিলিজি সাহেবের কাছে নবদ্বীপে আসে। সেই লোককে নিয়ে রাজ-কন্যা, রাজার পালিত কন্যা ও রাজার আশ্রিত দুইটি কন্যা ও একটি দাসীকে চুরি করেছে। তোমাদের কাছে ফিরে আসবে ব'লে গিয়েছে, আর আসবে না।

রহিম। হাঁ, হাঁ, সে কি চোর আছে? বড়া বদ্‌মাইস হ্যায়, এইছা বাত? এইছা কাম করনে কো ওয়াস্তে হামকো লিয়া হ্যায়?

স। আজ্ঞে তাই।

র। আচ্ছা, ওস্‌কো জেনানা, ওস্‌কো জরু ওই দলমে হ্যায় নেই?

স। সে জারজের আদৌ বে হয় নাই।

র। জারজ কেস্‌কো বল্‌তা হ্যায়?

স। যার পিতামাতার বে হয় নাই অর্থাৎ স্বামী ভিন্ন অন্য ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন সন্তানের নাম জারজ।

র। পাজি! বেল্লিক! এইছা খারাপ কাম করনেকো ওয়াস্তে হামকো লে গিয়া। হাম বুঢ্ঢা, হামারা বহুত গোসা হুয়া।

স। হাঁ, আপনার বড় গোসা হয়েছে।

সন্ন্যাসীর এই কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি রহিমের অতিশয় ভক্তি বৃদ্ধি হইল। সে আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল—"কেও বাবা! আসাম জয় করতে পারব কি না?"

স। আজ্ঞে, পারবেন না, আপনি আসামের জঙ্গলেই ম'রে যাবেন। এই পাপে—এই রমণী-হরণ পাপেই বিদেশে বন্ধুবান্ধবহীন স্থানে স্ত্রীপুত্রের অদর্শনে জল পিপাসায় ছটপট ক'রে কালগ্রাসে পতিত হবেন।

বৃদ্ধ রহিমের চক্ষে জল আসিল। একবার বৃদ্ধের স্ত্রীপুত্রের মুখ মনে পড়িল। তৎক্ষণাৎ চোখের জল মুছিয়া দাম্ভিক বীরের স্বরে কহিল, "হামাদের সেনাপতি খিলজি বক্তিয়ারের নছিব কেমন আছে?

স। জাঁহাপনা! ক্ষমা করবেন। আমি সত্য বলব, রুষ্ট হবেন না। খিলিজি সাহেবের আসাম জয় করা হবে না। আসামের জঙ্গলে তিনি মারা পড়িবেন এবং তাঁহার অনেক সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হবে। অবশিষ্ট সৈন্য ভিন্ন ভিন্ন পথে দেশলুণ্ঠন করতে করতে ঘোর-প্রদেশে ফিরে যাবে।

রহিম খাঁ বামকরে মস্তক অবনত করিয়া চিন্তাশীল হইয়া বসিলেন, সন্ন্যাসী কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "খাঁ সাহেব! আমাকে তবে বিদায় দিন। আমি যাই।"

র। যাবে? তোম্ কুছ নেবে না?

স। আমি ত কিছু লই না।

র। তোমারা কো কম্বল নি হ্যায় নেই, লোটা হ্যায় নেই। একঠো কম্বল লেও, একঠো লোটা লেও।

স। আজ্ঞে, আমি কিছুই চাই না।

র। আচ্ছা, তোমারা চেলাকো হাম দেগা। আরে চেলা স্বামী! এই কম্বল লেও—এই লোটা লেও।

কম্বল ও লোটা লইয়া সন্ন্যাসী তাঁহার চেলার সহিত মুসলমান-শিবির হইতে বাহির হইলেন। এ মুসলমান শিবিরে কৃষ্ণবল্লভের সহায় রহিম খাঁ আছেন। এ শিবির নদীয়া জেলার অন্তর্গত আলমডাঙ্গায় সংস্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানের নাম তৎকালে 'হরপুর' ছিল। হরপুর ও দুর্গাপুর নিকটবর্ত্তী দুইটি গ্রাম। আলম খাঁ নামক জনৈক সেনানায়কের এ স্থানে মৃত্যু হওয়ায় পরে এ স্থানের নাম আলমডাঙ্গা হইয়াছে। আলম খাঁর পীড়ার জন্যই সেনানায়ক রহিম খাঁ এ স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

পাঠক কি সন্ন্যাসী ও তাঁহার চেলাকে চিনিয়াছেন? সন্ন্যাসী আমাদের উমাশঙ্কর ও চেলা তাঁহার সহচর দুর্গাদাস। তাঁহারা জয়ন্তীর সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য সন্ন্যাসিবেশে রহিম খাঁর শিবির হইতে কিঞ্চিৎ দূরে এক অশ্বত্থমূলে ধুনী জালিয়া বসিয়াছিলেন, সেখানে এক একটি করিয়া ঘোরসেন্যের দুর্গাগণনার ব্যপদেশে কৃষ্ণবল্লভের বাদার বাড়ী থাকা, নবদ্বীপে নরনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র পরিচয়ে উপস্থিত হওয়া, স্ত্রী-উদ্ধারের ছুতায় খিলিজির সাহায্য লইয়া মহারাজপুর হইতে রমণীহরণ ও পরে দশ দিন পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বলিয়া বাদায় গমন ইত্যাদি সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। বক্তিয়ারের আসামযাত্রার ফল বঙ্গের প্রধান প্রধান জ্যোতির্বিদগণ যাহা গণিয়া ঠিক করিয়াছিলেন, উমাশঙ্করের মুখে তাহাই বাহির হইয়াছে। ভবিষ্যৎ জানিবার লালসা সকল জাতির মধ্যেই প্রবল। সেই ভবিষ্যৎ

জানিতে হইলে লোকে গত ভাগ্যফল পরীক্ষা করে। উমাশঙ্কর গত ভাগ্যফল গণিয়া কৃতকার্য্য হইয়া ভবিষ্যৎ গণনায় বিশ্বাস জন্মাইয়াছেন। এক একটি করিয়া সৈনিকের সহিত পরিচিত হইয়াছেন। সেই পরিচয়ে তাঁহাকে অন্য সৈনিকগণ রহিম খাঁর নিকটে লইয়া গিয়াছে। পরে তিনি প্রাচীন সেনানায়ক রহিম খাঁর নিকটে যে ভাবে নারীহরণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন, তাহা পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন। রহিম খাঁ সন্ন্যাসীর কথায় দ্বিরুক্তি ক'রলে উমাশঙ্কর বুঝিতেন, সৈনিকগণ তাঁহার নিকট মিথ্যা বলিয়াছে। উমাশঙ্কর জনস্তোর প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়া সাহসী ও সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই স্থানেই বলিয়া রাখি, ইতিহাসপাঠক অবগত আছেন, বক্তিয়ার খিলিজির আসামযাত্রার ফল উমাশঙ্কর সন্ন্যাসী হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। সে সময়ে বঙ্গে প্রকৃত জ্যোতিষী ছিল। তৎকালে জ্যোতিষশাস্ত্র নষ্ট হয় নাই। কালাপাহাড় প্রভৃতি তৎকালে বঙ্গের প্রাচীন গ্রন্থ সকল নষ্ট করিতে পারে নাই। সে সময়ে বঙ্গের জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ প্রকৃতই বঙ্গভূষণ ছিলেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বাদায়।

বাদা অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র খাল, খালে ভাঁটা প'ড়িয়াছে, তটিনী কুলকুল নাদে বিরহ-সঙ্গীত গাইতে গাইতে প্রাণনাথের উদ্দেশ্যে ছুটিতেছে। খালতীরে একটি বৃহৎ সুন্দর বৃক্ষ। বৃক্ষপত্রসকল মৃদু মধুর ধ্বনি করিতেছে। বোধ হইতেছে, যেন এই হতভাগ্য গ্রন্থকারের ন্যায় সেই তরুরাজ স্বজন বিহনে একাকী দণ্ডায়মান থাকায় মনের দুঃখে রোদন করিতেছে। তরুতলে ধুনী জ্বালিয়া এক বৃহৎ ব্যাঘ্রচর্ম্মে দুই সন্ন্যাসী আসীন। সন্ন্যাসীদিগের ত্রিশূল ভূমিতে প্রোথিত রহিয়াছে। বেলা চারিদণ্ড হইয়াছে। বহু নর-নারী সন্ন্যাসিদ্বয়কে ঘিরিয়া বসিয়াছে। কেহ ঔষধ চাহিতেছে, কেহ ভাগ্যফল জানিতে চাহিতেছে। বিভূতিমণ্ডিত দীর্ঘদেহ জটাধারী সন্ন্যাসিদ্বয় যোগাসনে নিমীলিতনেত্রে উপবিষ্ট। বেলা এক প্রহর হইল। সৌরকর বাড়িতে লাগিল, জনসংখ্যাও বাড়িতে লাগিল। সন্ন্যাসীর আহারীয় দুগ্ধ-ফলাদি ও পয়সা আসিতে লাগিল। সন্ন্যাসিদ্বয় চক্ষু উন্মীলিত করিয়া বলিলেন, "তোমরা কি চাও?"

সকলে স্ব স্ব বক্তব্য নিবেদন করিল। প্রধান সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমরা তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসী। আমরা চন্দ্রনাথ, আদিনাথ, কামাখ্যা যাচ্ছি। আমাদের নিকট ঔষধপত্র নাই। আমরা গণাপড়াও বেশী করি না।"

লোকের আগ্রহ আরও বাড়িল। তাহারা স্ব স্ব প্রাপ্তব্য বিষয় লাভের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। সন্ন্যাসিদ্বয় বাধ্য হইয়া কাহারও ভাগ্য গণিয়া, কাহাকেও ঔষধ দিয়া বিদায় করিলেন। মধ্যাহ্নসময় পর্য্যন্ত একটি লোক অপেক্ষা করিল। সে এই নির্জ্জন সময়ে সন্ন্যাসীর নিকটে আসিল, সন্ন্যাসীরা অদ্য তিন দিন হইল, এখানে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি কোন অর্থ গ্রহণ করেন না। তিনি প্রাতে দরিদ্রদিগকে অর্থ দান করেন। খাদ্যদ্রব্য বালক-বালিকাদিগকে খাওয়াইয়া দেন। কিন্তু তিনি কি আহার করেন, কেহ তাহা জানে না। তাঁহার খুব নাম পড়িয়াছে। নির্জ্জনসময়ে লোকটি সন্ন্যাসীর নিকট গণাইতে আসিলেন। সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ তাঁহার উপর রোষ-বিস্ফারিতনয়নে দৃষ্টি করিলেন। পরে তিনি ত্রিশূল উঠাইয়া লইয়া সেই লোকের হৃদয়ের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন, "দুরাত্মা! পামর! ইচ্ছা করে, এই ত্রিশূলে তোর হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করি। কলুষিতচিত্ত গণাতে এসেছ? আমরা সন্ন্যাসী! অহিংসা আমাদের পরম ধর্ম্ম। আমাদের পবিত্র শূল তোমার বক্ষে স্থাপন ক'রে অন্যায় করেছি।"

আগন্তুক ব্যক্তি যুক্তকরে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ! আমার হৃদয় কলুষিত বটে। আমি রাজা কৃষ্ণবল্লভের নবদুর্গ হ'তে গণাতে এসেছি। আমার চিন্তাও পাপবিষয়ক সত্য।"

স। হাঁ, হাঁ জানি। নারীচোর! নারী চুরি ক'রেও হতাশ।

আ। আজ্ঞে, তাই ঠিক!

স। হাঁ, হাঁ, জানি। অগ্রে নারায়ণপুর দুর্গে ছিলে। রাজা নরনারায়ণের সৈনিক ছিলে। দুরাত্মা কৃষ্ণবল্লভের সঙ্গে এসেছ। নারী চুরি ক'রেও নারী পাও নাই।

আ। আজ্ঞে, তাই ঠিক। এখন বলুন, বৈরিদমন কিসে হয়?

স। আমি দমন-টমন জানি না।

আ। আপনি ত ত্রিকালদর্শী। সবই ত জেনেছেন। দয়া ক'রে কৃষ্ণবল্লভের ভাগ্যফল বলুন।

স। কৃষ্ণবল্লভের ভাগ্যফল ব'লে আমার কি

হবে ? (সক্রোধে) তুই নিজে পরিচয় দিলি, রাজা কৃষ্ণবল্লভ দুর্গেশ্বর।

আ। আজ্ঞে, যেখান থেকে এসেছি, বলতে হয়। নাম নবদুর্গ হয়েছে। দুর্গ বললেও হয়। একটা গড়-কাটা বাড়ী বললেও হয়। ক্ষুদ্র বাড়ী, কুড়ি বিঘা জমীও হবে কি না সন্দেহ। চারিদিকে আট হাত প্রশস্ত ছয় হাত গভীর গড়। চারিটি দরজা। কাঠের খিল। দুর্গে হাজার সৈন্যও থাকে না। দুর্গের সৈন্য ও প্রজা দিয়ে দু'হাজার লোক জুটতে পারে। এই নারী-হরণের পর হ'তে দুর্গে পাহারার খুব বন্দোবস্ত। ভাঁটার সময় গড়ে জল থাকে না। জোয়ারের সময় গড়ে মাজা জল হয়। গড়পারে যে মাটীর স্তূপ, সেও পাঁচ হাতের বেশী উঁচু হবে না। তবে মিছে দুর্গ, মিছে গড়, মিছে সৈন্য। তবে কি না, বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা। তবে কি না, দেশটা বাদা ; বহু জঙ্গল, বহু খাল। আক্রমণ করা বড় সোজা নয়।

স। তোমাকে এত বক্‌তে বলছে কে ? তোমার চিন্তা নারী বিষয়ে—স—স—স।—সা—সা—সা।

আ। হাঁ হাঁ, সারদা বিষয়েই বটে।

স। তার ত বিবাহ হয়ে গিয়েছে। আর চিন্তা কেন ?

আ। প্রতিহিংসার চিন্তা।

স। কার প্রতি ? বরের প্রতি না কৃষ্ণবল্লভের প্রতি ?

আ। আজ্ঞে, কৃষ্ণবল্লভই ত সকল দোষের গোড়া।

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া যেন কত ভাবিয়া গণিয়া বলিলেন—"ধর্ম্মই পাপপুণ্যের বিচার করেন। তুমি কি ধার্ম্মিকের পুরস্কার ও পাপীর শাস্তি দেখ নাই ?"

আ। আজ্ঞে দেখেছি। আরও একটু শীঘ্র দেখতে চাই।

স। যাও, অদ্য হ'তে তৃতীয় রাত্রে বিনিদ্রিত থেক। শিঙ্গাধ্বনি শুনলে দুর্গের পশ্চিমদ্বার খুলে রেখে উত্তরদ্বার খুলে বের হও। পাপীর শাস্তি দেখতে পাবে। রক্তের নদী দেখতে পাবে। তুমি আমি হত্যের কর্ত্তা নই। ধর্ম্মই সূক্ষ্ম বিচারের কর্ত্তা। পাপীর পাপপূর্ণ হয়ে এলে তিনিই শাস্তি দেন।

আ। আজ্ঞে, আজ্ঞে, কে শাস্তি দিবে জানতে পারি কি ?

স। দূর হ ! দূর হ ! পাপী, দূর হ ! নেমকহারাম ! রাজা নরনারায়ণের সর্ব্বনাশ ক'রে এসেছ, আবার জারজ কৃষ্ণবল্লভের সর্ব্বনাশের সঙ্কল্প। বল্‌লেম, ধর্ম্মই সব করেন। তিনিই সব করবেন। আবার কথা। এখানে থাকাই হ'লো না। পাপীর আগমনে এ স্থান অপবিত্র হ'ল। কল্য প্রত্যূষে এ স্থান ত্যাগ করব।

আগন্তুক ব্যক্তি গদাধর। পাঠক জানেন, গদাধর সাবিত্রীকে বিবাহ করিতে না পারিয়া রুষ্ট। সে এখন কৃষ্ণবল্লভের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত। কৃষ্ণবল্লভের নবদুর্গ দুই ক্রোশ দূরে। সে সন্ন্যাসীর নাম শুনিয়া আসিয়াছিল। দুর্গের অবস্থা বলিয়া পরে সন্ন্যাসীর রোষ দেখিয়া কথা বলিতে না পারিয়া চলিয়া গেল। মনকে আশ্বস্ত করিল, বোধ হয়, এক সপ্তাহমধ্যেই কৃষ্ণবল্লভের পাপের শাস্তি হইবে।

আবার বেলা তৃতীয় প্রহর হইতে সন্ন্যাসীর নিকট লোক আসিতে লাগিল। রজনী এক প্রহরের সময় সকল লোককে বিদায় করিয়া সন্ন্যাসিদ্বয় যোগে বসিলেন। রজনী দ্বিপ্রহর সমাগত। সেই তটিনী-তীর ও বৃক্ষতল নিস্তব্ধ। দূরে গ্রামে সারমেয়ের ভয়-বিহ্বল কণ্ঠধ্বনি, বৃক্ষ-পত্রের সর্ সর্ শব্দ, তটিনীর কুল কুল নিনাদ ব্যতীত জগতে আর শব্দ নাই। এই সময়ে সন্ন্যাসিদ্বয় চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, একখানি ক্ষুদ্র তরী আসিয়া বৃক্ষের অদূরে লাগিল। একটি প্রাচীন পুরুষ ও একটি আলোকসহ ভৃত্য তাঁহাদের নিকটে আসিলেন। প্রাচীন পুরুষ সন্ন্যাসিগের নিকটে আসিবামাত্র তাঁহারা উভয়ে দণ্ডায়মান হইলেন ও উভয়ে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। প্রাচীন পুরুষ কহিলেন, "এ কি ! এ কি ! আপনারা সাধু-সন্ন্যাসী আমাকে পাপে ডুবালেন কেন ?" কনিষ্ঠ সন্ন্যাসী, ভৃত্যের হস্তের আলোক লইয়া প্রাচীন পুরুষের হস্ত ধারণপূর্ব্বক বৃক্ষ হইতে একটু দূরে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, "আপনি কি আমাদিগকে চিনতে পারেন নাই ?"

প্রাচীন। আমি কি ক'রে চিনব ? আপনারা দুই বড় সন্ন্যাসী। ভাল গণাপড়া করেন, তাই আমি গণাতে এসেছি।

ক। সন্ন্যাসী কেহই নয়। আমি দুর্গাদাস, আর বড় সন্ন্যাসী আপনার জামাতা উমাশঙ্কর। আমরা কৃষ্ণবল্লভের দুর্গের অবস্থা ও সৈন্যসংখ্যা প্রভৃতি জানতে এসেছিলেম। আমাদের সব কাজ হয়েছে। হরিচরণ দাদাও কাল তিন সহস্র সৈন্য লয়ে আসবেন। পরশ্ব কৃষ্ণবল্লভকে নিপাত করব।

আপনার সঙ্গের লোকটি বিশ্বাসী ত ? আপনি এখানে কি জন্য ?

প্রা-পু। আমি কৃষ্ণবল্লভের সব সন্ধান পূর্ব্বে লয়েছি। আমিও কৃষ্ণবল্লভকে দমন ও জয়ন্তীকে উদ্ধার করতে এসেছি। আমার সঙ্গের লোক খুব বিশ্বাসী ; আমার প্রাচীন ভৃত্য।

অনন্তর রাজা নরনারায়ণ রায় ও দুর্গাদাস বৃক্ষমূলে আগমন করিলেন। উমাশঙ্করকে আলিঙ্গন করিয়া রাজা বহু অশ্রু-বিসর্জ্জন করিলেন। উমাশঙ্করের চক্ষুও শুষ্ক থাকিল না। রাজা নরনারায়ণের সৈন্য-সমূহ নিকটেই এক বনমধ্যবর্ত্তী নদীতে অবস্থান করিতেছে। হরিচরণও তিন সহস্র সৈন্যসহ নৌকা-পথে থাকিবেন। অনেক কথোপকথনের পর পরা-মর্শ স্থির হইল, রাজা নরনারায়ণের সৈন্য লইয়া উমাশঙ্কর নবদুর্গের পশ্চিমদ্বার দিয়া ও হরিচরণ নিজ সৈন্য লইয়া দুর্গের উত্তরদ্বার দিয়া দুর্গ আক্রমণ করি-বেন। রজনী রোদন ও পরামর্শেই অতীত হইল। প্রভাতের প্রাক্কালে জোয়ার অবসানে রাজতরী নদী দিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল এবং যে বনের মধ্যে নদীতে হরিচরণের আসার কথা, সন্ন্যাসিদ্বয় তথায় গমন করিলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নবদুর্গে।

রজনী দ্বিপ্রহর অতীত। নিদ্রা নাই কাহার ? নিদ্রা নাই শোকাতুরের, নিদ্রা নাই বিপন্নের, নিদ্রা নাই দস্যু-তস্করের, নিদ্রা নাই হিংস্র-জন্তুর ও সেই প্রকৃতির মনুষ্যের। নিদ্রা নাই তার, যার হৃদয় প্রতিহিংসানলে দিবা-বিভাবরী দগ্ধ হইতেছে। নবদুর্গের সৈন্যবারিকের ছাদের উপর গদাধর পাদ-চারণ করিতেছেন। জ্যৈষ্ঠের প্রথমভাগ। গ্রীষ্ম বিলক্ষণ পড়িয়াছে। কৃষ্ণ-পক্ষের রজনী, চন্দ্র উদয়ের এখনও বিলম্ব আছে, গদাধর আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আছেন। মেঘের পর মেঘ দৌড়াইতেছে। একবার এক দল, অন্যবার অন্য দল তারাপুঞ্জকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। তিনি তারাদিগের মেঘে লুকোচুরি খেলা দেখিতেছিলেন। তিনি মেঘের তারাঢাকা চরকির খেলা দেখিতেছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন, "কৃষ্ণবল্লভ! তোমার এক দিন আর আমার এক দিন। তোমার অনুচর হয়ে আমার দু'কূল গেল। দেবতুল্য মুনিব রাজা নরনারায়ণকে হারাইলাম। এ দিকে সারদাকেও লাভ করিতে পারিলাম না।' এই ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ গদাধরের কর্ণে দূর হইতে শিঙ্গাশব্দ প্রবেশ করিল। ভোঁ—ভোঁ—ভোঁ—ভোঁ—ও—ও—ও—ও। ভোঁ—ভোঁ—ভোঁ—ও—ও—ও—।

গদাধর ছাদ হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি পশ্চিমদ্বারে যাইয়া দেখিলেন, প্রহরিগণ নিদ্রিত। তিনি নিঃশব্দে দ্বার অর্গলমুক্ত করিলেন। তিনি নিঃশব্দে উত্তরদ্বারে গমন করিলেন। সে দ্বার অর্গলমুক্ত করিয়া তিনি দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি বহির্গত হইয়া দেখিলেন, সহস্র সহস্র মশাল জ্বলিয়াছে। দুই দ্বারে যেন সৌন্দর্য্য তরঙ্গিণী আসি-তেছে। তিনি দেখিতে দেখিতে দেখেন, অশ্বারোহী সৈন্য ও উমাশঙ্কর প্রভৃতি বহু অশ্বারোহী সেনাপতি। উমাশঙ্কর গদাধরের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "গদাধর! তোমায় আমি চিনেছি। তুমি দেবাদিষ্ট পুরুষ। দেবতা তোমাকে পশ্চিম ও উত্তরদ্বার খুলিয়া রাখিতে বলিয়াছেন। তুমি দেবা-দেশ পালন করিয়াছ ?"

গদাধর। আজ্ঞে, যথাসাধ্য করিয়াছি।

উমাশঙ্কর। তবে এস, সৈন্যবারিক ও রমণীমহল দেখাইয়া দাও। তোমার কর্ম্মের পুরস্কার পাবে। তুমি এই দুর্গেশ্বর হবে। আমার প্রতি দৈববাণী।

গদাধরের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। গদাধর সৈন্যবারিক ও রমণীমহল দেখাইয়া দিল। পতাকা-সাঙ্কেতে উমাশঙ্কর হরিচরণকে মহল আক্রমণ করিতে বলিয়া নিজে সেনানিবাস আক্রমণ করিলেন। রামার মাসী সামান্য দাসী বটে, কিন্তু তাহার মনটা খুব বড়। তাহার হৃদয় দয়ায় পূর্ণ। পাঠক বোধ হয় বুঝিয়া-ছিলেন, সে মহারাজপুরে কেন কৃষ্ণবল্লভকে গালি দিয়াছিল ? সে দিন তাহার বন্দিনী হইবার ইচ্ছা ছিল। বন্দিনী হইলে সে জয়ন্তীর উপকার করিতে পারিবে, এই তার আশা ছিল। এক্ষণে সে কৃষ্ণ-বল্লভের বাটীতে সুখেই আছে। তাহার কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা আছে। কিন্তু তাহার মনে সুখ নাই। জয়ন্তী কোথায় কি ভাবে আছে, রাণীমা কত কাঁদিতেছেন, রাজা শোকে বিহ্বল হইয়াছেন, উমাশঙ্কর হয় ত পাগল হইয়াছে, এই সকল চিন্তায় তাহার নিদ্রা নাই। যে সময়ে কৃষ্ণবল্লভের দুর্গ আক্রান্ত হইল, সেই সময়ে সে ছাদে ভ্রমণ করিতে-ছিল। সে বাটীর আক্রমণকারীদিগকে দেখিল। সে উমাশঙ্করকে চিনিল। সে দৌড়াইয়া আসিয়া কৃষ্ণবল্লভের মাতাকে জাগাইল। কৃষ্ণবল্লভের মাতা

ও দাসী দুই জনে ষোড়শীকে ও কৃষ্ণবল্লভকে জাগাইল। পরে দাসী বলিল, "দেখ ড্যাক্‌রা! যেমন বোকা পাঁঠার মত কাজ করেছিস্, তেমনি রাজা রামশঙ্কর ও রাজা নরনারায়ণ সসৈন্যে এসেছেন। শীঘ্র তুই তোর মা ও বৌকে লয়ে দক্ষিণদ্বার দে' পালা। তোর তিন জন সৈন্য কি করবে? রাজাদের অনেক সৈন্য। যদি জীবন বাঁচাতে চাস্, তবে শীঘ্র পালা। মুহূর্ত্ত দেরী করিস্ না।"

কৃষ্ণবল্লভ উপায়ান্তর না দেখিয়া জননী ও সহধর্ম্মিণীর সহিত সামান্য অর্থ লইয়া দক্ষিণদ্বার দিয়া ছদ্মবেশে পলায়ন করিলেন।

উমাশঙ্কর মুহূর্ত্তমধ্যে কৃষ্ণবল্লভের সৈন্যগণকে বন্দী করিলেন। হরিচরণ মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তঃপুরের পশ্চিম দ্বার ভাঙ্গিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পরে হরিচরণ ও উমাশঙ্কর উভয়েই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রামার মাসী সারদা ও সাবিত্রীকে সঙ্গে লইয়া উমাশঙ্করের সম্মুখীন হইল। সে উমাশঙ্করকে দেখিবামাত্র উচ্চরবে রোদন করিয়া উঠিল। পরে ধরাসনে উপবেশন করিয়া উমাশঙ্করের হস্ত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বহুক্ষণ রোদনের পর রামার মাসী ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা! আমি অকারণ বন্দিনী হই নাই। সেই বিপদের রাত্রেই আমি জয়ন্তীকে উদ্ধার ক'রে এক তীর্থযাত্রীর নৌকায় তীর্থে পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি। সে নির্ভয়ে নিরাপদে আছে। তার সঙ্গে অর্থও প্রচুর আছে। সে এখন কাশী কি প্রয়াগে আছে। পাপের ছায়াও তাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ষোড়শী, সাবিত্রী ও সারদার বে হয়েছে। ষোড়শীর সহিত কৃষ্ণবল্লভের বিবাহ হয়েছে। ষোড়শী আমার হাতেই মানুষ। ষোড়শীর কথায় তোমাদের হাত হ'তে বাঁচানর জন্য আমি সে গরুটাকে—পাঁঠাটাকে তার মা আর ষোড়শীকে নিয়ে পলায়নের পথ ক'রে দিয়েছি। কৃষ্ণবল্লভ জারজ-মারজ হ'ক, বামনের ছেলে। তোমরা তাকে হাতে পেলে কেটে ফেলতে। ষোড়শী আমার বিধবা হ'ত। সে আর এ দেশে আসবে না। রাঢ়দেশে থাকবে। আমি মানুষকাটা দেখতে পারি না। কাটতে হয়, তোমরা বাবা আমাকে কাট।"

দাসীর নিকট উমাশঙ্কর ও হরিচরণ সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। নানা কথায় রজনী অতীত হইল। পরদিন এক প্রহর বেলার মধ্যে রাজা নরনারায়ণ কৃষ্ণবল্লভের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে, উমাশঙ্করের প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজা নরনারায়ণ গদাধরকে কৃষ্ণবল্লভের সমস্ত সম্পত্তি দিলেন। তিনি দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে এক সুব্রাহ্মণের কন্যা আনিয়া গদাধরের সহিত বিবাহ দিলেন এবং সাবিত্রী ও সারদাকে কৃষ্ণবল্লভের ভূসম্পত্তি হইতে কিছু ভূসম্পত্তি দিলেন। তৎপরে গদাধরকে বলিয়া দিলেন, সে তাহাদের দুই জনকে দুইখানি বাড়ী তৈয়ার করিয়া দিবে। পরদিন প্রাতে উমাশঙ্কর ও দুর্গাদাস সন্ন্যাসিবেশে জয়ন্তীর সন্ধানে কাশী প্রয়াগ অঞ্চলে যাত্রা করিলেন। নরনারায়ণ গদাধরের বিবাহ দিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হরিচরণ সসৈন্যে শঙ্করপুরের দুর্গে যাত্রা করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মণিকর্ণিকায়।

বারাণসীক্ষেত্রে মণিকর্ণিকায় এক ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে দুই জন সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। কত যাত্রী তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছেন। তাঁহারা সন্ন্যাসীদিগের প্রতি কত প্রশ্ন করিতেছেন। সন্ন্যাসিদ্বয় নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ। তাঁহারা মনোযোগপূর্ব্বক স্ত্রীলোকদিগের কথা শুনিতেছেন। তাঁহারা তিন চারিটি স্ত্রীলোককে মধ্যবঙ্গের ভাষায় কথা-বার্ত্তা কহিতে শুনিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! আপনারা তীর্থযাত্রী কি? ক'দিন পবিত্রধামে এসেছেন? বাড়ী মধ্যবঙ্গের কোন্ স্থানে? বেগবতা নদীতীরে কোন স্থানে কি?"

যাত্রিগণের মধ্যে এক জন মধ্যবয়স্কা সধবা রমণী উত্তর করিলেন, "বাবা! আমাদের নিবাস মধ্যবঙ্গেই বটে। আমাদের বাসস্থানের নাম নিমৃটা খুদ্‌ড়া। আমাদের বাটী বেগবতী নদীতীর হইতে বেশী দূরে নয়। আমরা কল্য অপরাহ্নে প্রয়াগ হইতে এখানে আসিয়াছি।"

প্রথম সন্ন্যাসী। আচ্ছা, সেই ঘোরতিমিরাবৃত রজনীতে আপনাদিগের নৌকায় আগতা সেই অপরিচিতা বালিকাটিকে আপনারা কি করলেন?

রমণী। (একটু রোষভরে) আপনারা সাধু-সন্ন্যাসী, আপনাদের বালিকার সন্ধানে প্রয়োজন?

২য় সন্ন্যাসী। (হাসিয়া) প্রয়োজন আছে বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি। বালিকা কে, বোধ হয়, আপনারা তাহা জানেন না? আমরা আপনাদের দেশ হইতে আসিতেছি। এই মেয়ের জন্য আপনাদিগের দেশে আগুন লেগেছে। সেই বালিকাকে

দেশে লয়ে না গেলে আপনারা দেশে টিক্‌তে পার-বেন না।

র। সে মেয়েটি কে বাবা? মেয়েটি বড় ঘরের, তা আমরা বেশ বুঝেছি; কিন্তু বড় লাজুক—পরিচয় দেয় না।

স। মেয়েটি রাজা নরনারায়ণের কন্যা ও রাজা রামশঙ্করের পুত্রবধূ।

র। তবে কি সেই জয়ন্তী?

স। আজ্ঞে হাঁ।

র। হাঁ, আমরা ভাবভঙ্গীতে একটা রাজা-গোছার মেয়েই বুঝেছিলাম, কিন্তু সে বলত, সে দুঃখিনী।

সেই সুন্দরী রমণীর ইচ্ছা ছিল যে, সেই বালিকা-সম্বন্ধের কথা গোপন করেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর প্রশ্ন-গুলির উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, সন্ন্যাসী বালিকা-সম্বন্ধে সকল সন্ধানই জানেন। রমণী ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, "সে মেয়েটি আমাদের কাছে নাম বলেছিল জয়া। সে আমাদের সঙ্গে আসে নাই। নলডাঙ্গা হ'তে নৌকা ছাড়ার এক দিন পরে আমাদের মৃন্ময়ী ঠাকুরাণী সেই মেয়েটিকে নৌকার খোলের মধ্যে দেখেন। মৃন্ময়ী খুব বুদ্ধিমতী ও দয়াবতী। তিনি রাত্রে গোপনে মেয়েটির পরিচয় লয়েন। মেয়েটি বলে, 'আমি এক গরীব কুলীনের মেয়ে। এক গরীব কুলীনের ছেলের সঙ্গে বে' হয়েছিল। এক ধনী বংশজ আমাকে বে' করবার প্রস্তাব করে, বে' করতে পারে না। আমি শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছিলেম, সেই বংশজ বামন ডাকাতি ক'রে আমাকে কেড়ে নিতে এসেছিল, আমি পালিয়ে আপনাদের নৌকায় আশ্রয় নিয়েছি। তুমি মা আমার ধর্ম্মের মা! আমাকে রক্ষা কর। আমি দেশে গেলেই গোল। আমাকে তীর্থে নিয়ে চল। আমি তোমাদের দাসী হয়ে থাকব।' মৃন্ময়ী ঠাকুরাণী মেয়েটিকে আশ্বাস দিয়ে কর্ত্তাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে সকল কথা বল্লেন। কর্ত্তা মেয়েটিকে নৌকার খোল হ'তে উঠায়ে আনতে বলেন। মেয়েটি এসে কর্ত্তাকে প্রণাম করলে। মেয়েটি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। সে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সকল তীর্থ করেছে। তার হাতে কিছু টাকাও আছে। মৃন্ময়ী ঠাকুরাণী আর দেশে ফিরে যাবেন না। তিনি বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরের অদূরে যোগানন্দ বাবাজীর আশ্রমে মেয়েটিকে নিয়ে আছেন। এই বর্ষা অন্তে আগামী শীতে কিম্বা শরতে তাঁরা এসে কাশীতে বাস করবেন। মেয়েটিকে ছেড়ে আসায় আমাদের বড়ই ক্লেশ হচ্ছে।"

স। তবে আপনারা নিরাপদে দেশে যান। ঐ মেয়েটির জন্য আপনাদের দেশে আগুন উঠেছে। তাই বালিকার সংবাদ জিজ্ঞাসা করেছিলাম মা।

র। বাবা! তোমরা গণাপড়া ঔষধপত্র জান না?

স। আমরা ও সব কিছু জানি না। নূতন সন্ন্যাসী, কেবল তীর্থদর্শন আর সাধুসঙ্গ ক'রে বেড়াচ্ছি। এখনও কিছু শিখি নাই। সামান্য যোগের দুই চারিটী প্রক্রিয়া শিখেছি, তাহাই করি। সম্প্রতি আমরা চন্দ্রনাথ, সীতাকুণ্ড, আদিনাথ, কামাখ্যা, যশোরেশ্বরী, নবদ্বীপ, ত্রিবেণী প্রভৃতি দেব-দেবীর মন্দির হ'তে তীর্থ ও সাধুদর্শন ক'রে এখানে আসছি।

যাত্রিদল সন্ন্যাসীকে ছাড়িয়া স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে যাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, "সন্ন্যাসী দুটি খুব ভাল। গণাপড়া ঔষধপত্র বেশ জানেন। কিন্তু কাহাকেও কিছু দিবেন না। দেখেছিস্ না, কেমন চেহারা? গা দে যেন আগুন বেরুচ্চে। বিভূতিমাখা, তবু রূপ যেন ফুটে বেরুচ্চে। জটাগুলিই বা কেমন সুন্দর—যেন যোড়া শিব কাশী ছেড়ে কাশীর মণিকর্ণিকায় ব'সে আছে।"

অপরা রমণী উত্তর করিলেন, "না লো না, ওরা কিছুই জানে না, জানলে ঔষধ-পত্র দেবে না কেন? ওরা কোন বড়লোকের ছেলে, কোন বিপদে প'ড়ে সন্ন্যাসী হয়েছে।"

এইরূপ এক এক দল রমণী এক একরূপ বলিতে বলিতে গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন। মধ্য-বঙ্গের রমণীগণ একটু কাশীসহর দেখিয়া নানা জিনিস-পত্র কিনিয়া নৌকায় উঠিলেন। সন্ন্যাসিদ্বয়ও জন-তার মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সেই মধ্যবঙ্গের সধবা রমণীর স্বামী গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়ও সেই সন্ন্যাসীদ্বয়ের অনুসন্ধান করিলেন। দেশের সংবাদ জানাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কাশীসহরের কোথাও সন্ন্যাসিদ্বয়ের সন্ধান পাইলেন না।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

পথি-মধ্যে।

"যাও, যাও, যাও, কুটীরে ফিরে যাও। তুমি আমার সঙ্গে আসছ কেন? পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েমানুষের এরূপ ঘুরে যাই। পুরুষ যা ইচ্ছে

তাই করুক, মেয়েমানুষে তা দেখবে কেন? তোমার কাজ তুমি কর, আমার কাজ আমি করি।” এক দস্যু এই কথাগুলি বলিল।

দস্যুপত্নী কহিল, “আমি ত পরপুরুষের সঙ্গ বেড়াই নাই, আমি তোমার সঙ্গেই বেড়াচ্ছি। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ না থাকলে আমি এরূপ করতাম না। আজ কদিন হ'তে আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি দস্যুতা কর। তোমার কি পাপ-পুণ্যে ভয় নাই?”

দস্যু। পাপ-পুণ্য এ সংসারে আছে না কি? বড় বড় রাজার কথা মনে কর না? যে রাজা যত মানুষ মেরে লুঠপাট ক'রে নি'তে পাবে, সে তত বড়। বড় হ'তে হ'লে আগে দস্যুতা করিতে হয়।

দস্যুপত্নী। আমাদের বড় হয়েও কাজ নাই, দস্যুতাতেও কাজ নাই। চল, প্রয়াগ বা কাশীতে ভিক্ষা ক'রে খাই গে। রাজাদের কথা আর গরীবের কথা এক নয়।

দস্যু। এস, এস, আমরা এখন বাগানের মধ্যে লুকাই। দুই-এক জন ক'রে যাত্রী যাচ্ছে। আজ দুটি যাত্রী আসবে। শু'নেছি, তাদের সঙ্গে অনেক টাকাকড়ি আছে, তারা না কি নীচে কোন্ বাবাজীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে।

দস্যু প। আচ্ছা, পয়সাওয়ালা লোক আর গরীব লোক কি ক'রে ঠিক পাও? হায়। হায়। তুমি এমন কুকর্ম্মেই রত হ'লে? যাহা হউক, আমি তোমার পায়ে ধরি, তুমি এমন কাজ ক'রো না। আমি ভিক্ষে ক'রে এনে তোমাকে খাওয়াব।

দস্যু ও দস্যুপত্নী জঙ্গলমধ্যে লুকাইল। দলে দলে যাত্রী যাইতে লাগিল। ইহারা অনেকেই যোগানন্দ স্বামীর আশ্রমে থাকে, কেহ বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরের নিকটে থাকে। বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরের বহু নিম্নের এক পর্ব্বত গহ্বরে জ্ঞানানন্দস্বামী আসিয়াছেন। তাঁহার দর্শনমানসে উক্ত পর্ব্বত হইতে যাত্রিগণ সেই গহ্বরে গমন করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যা অতীত হইল। সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে গিরিপথ অধিকতর অন্ধকার হইল। অপরাহ্নকালে বৃষ্টি হইয়াছে, ভীষণ জলকল্লোলধ্বনি শ্রুত হইতেছে। ঝিল্লীরবে অচল যেন মুখরিত হইয়াছে। লোক-গমনাগমন হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। দুইটি সন্ন্যাসিনী ধীরে ধীরে পর্ব্বতারোহণ করিতেছেন, যুবতী সন্ন্যাসিনী কহিলেন, “মা! বাবাজীর গণনা যদি ঠিক হয়, তবে ত আমার দুঃখের নিশা অবসানপ্রায়।”

প্রাচীনা রমণী উত্তর করিলেন, “আমি অনেক স্থানে শুনেছি, জ্ঞানানন্দ বাবাজীর গণনা কখনও মিথ্যা হয় না। যোগানন্দ বাবাজীও বলেছেন, তোমার অদৃষ্টে দুঃখ নাই।

এই সময়ে বনমধ্যে শব্দ হইল, আ-আ-আ—আ—আ। শব্দ বিকট হইতে বিকটতর হইল। শব্দ হইবামাত্র এক দস্যু আসিয়া দুই রমণীর হস্তধারণপূর্ব্বক বৃহৎ যষ্টি উত্তোলন করিয়া কহিল, “ফ্যাল্, যে টাকাকড়ি আছে, ফ্যাল। নইলে এই লাঠির আঘাতে তোদের মাথা গুঁড়া ক'রে দেব। তোদের যে টাকাকড়ি আছে, শুনেছি, তা তোরা সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিস।”

রমণীদ্বয় চীৎকার করিয়া উঠিল, “মরেছি গো বাবা, মরেছি! দস্যু, দস্যু! কে নিকটে আছ? আমরা অনাথা স্ত্রীলোক—উদ্ধার কর।”

দূর হইতে শব্দ আসিল, “ভয় নাই—ভয় নাই। আমরা এসে'ছি। দস্যুর মস্তক চূর্ণ করব।” এই কথা শ্রুত হইবামাত্র দুই সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। প্রথম সন্ন্যাসী আসিয়া দস্যুর গলদেশ ধারণ করিয়া ফেলিলেন। দস্যু পদাঘাতে সন্ন্যাসীকে দূরে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু উভয়েই পর্ব্বতের উপর পড়িয়া গেল। রমণীদ্বয় দস্যুহস্ত হইতে মুক্ত হইয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন, দস্যু নিম্নে ও সন্ন্যাসী দস্যুর উপরে পড়িলেন। দস্যু সন্ন্যাসীর বুকে যষ্টির আঘাত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সন্ন্যাসীও দস্যুর বুকে শূল বিদ্ধ করিবার ভয় দেখাইতে লাগিলেন। দস্যু ও সন্ন্যাসীতে অনেকক্ষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইল। দস্যু একটু দূরে সরিয়া গিয়া দুই হস্তে বৃহৎ দণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর মস্তকের উপর প্রহার করিবার জন্য উদ্যোগী হইল। সন্ন্যাসীও ত্রিশূল হস্তে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। দস্যু সবেগে আসিয়া সন্ন্যাসীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া বৃহৎ যষ্টির আঘাত করিল, কিন্তু যষ্টি সন্ন্যাসীর মস্তকে না পড়িয়া তাঁহার বাহুমূলে পড়িল। সন্ন্যাসীর আত্মরক্ষার্থ উত্তোলিত সুতীক্ষ্ণ শূল অনবধানতাবশতঃ দস্যুর হৃৎপিণ্ডে আমূল বিদ্ধ হইল। দস্যুও জ্ঞানশূন্য হইয়া শৈল পরে নিপতিত হইল। বনমধ্য হইতে এক যুবতী আসিয়া দস্যুর পাদমূলে উপবেশন করিয়া ধীরে ধীরে দস্যুর গায়ে হস্তসঞ্চালনপূর্ব্বক তাহার হৃদয়ে শূল বিদ্ধ অবলোকনে চীৎকার করিয়া বলিল—“কে আছ গো! এ ব্যক্তি দস্যু হইলেও ব্রাহ্মণ, এ দুঃখিনীর যথাসর্ব্বস্ব। যদি কেহ পার, তবে এই ব্রাহ্মণের জীবন দান কর।”

কয়েক জন লোকের পদশব্দ শ্রুত হইল। দ্বিতীয়

সন্ন্যাসী চকমকী ঠুকিয়া সোলা পুড়াইয়া আলোক জ্বালিলেন। তিনি দস্যুর নিকটে যাইয়া ধীরে ধীরে শূল উত্তোলন করিলেন। বনমধ্য হইতে পত্রবিশেষ আনিয়া তাহার রসে দস্যুর ক্ষতস্থানের রক্ত বন্ধ করিলেন। এ দিকে দ্বিতীয় সন্ন্যাসী বহু অনুসন্ধানেও আহত সন্ন্যাসীকে পাইলেন না।

ইতিমধ্যে যোগানন্দ স্বামীর কতিপয় শিষ্য ফল-মূলাদি সংগ্রহ করিয়া এই দুর্ঘটনার স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহারা দস্যুকে দুই কম্বলের উপর শয়ন করাইয়া যোগানন্দ স্বামীর আশ্রমে লইয়া গেলেন। যোগানন্দ স্বামী তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া একটু হাসিলেন। তিনি আগন্তুক সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাসিনীদ্বয়ের আশ্রমে থাকিতে আদেশ করিলেন। যোগানন্দ বহু চেষ্টায় ও অনেক ঔষধপ্রয়োগে দস্যুর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। দস্যুর ইচ্ছানুসারে কুটীর হইতে তাঁহার মাতাকে আনিবার জন্য দুই জন শিষ্য প্রেরণ করিলেন। রজনীতে দস্যুর যত্ন ও শুশ্রূষার জন্য আট জন শিষ্য নিয়োগ করিলেন। আগন্তুক সন্ন্যাসী তাঁহার সহচর আহত সন্ন্যাসীকে না পাইয়া বিশেষ উৎকণ্ঠায় রজনী যাপন করিলেন।

—— —

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

আশ্রমে।

রমণীদ্বয় সযত্নে সন্ন্যাসীকে আশ্রমে স্থান দিলেন। রমণীদ্বয়েরও সন্ন্যাসিনী-বেশ। যুবতী রমণীর সন্ন্যাসিনী-বেশ হইলেও তাঁহার অঙ্গে আয়াতর চিহ্ন বিদ্যমান। রমণীদ্বয় সন্ন্যাসিনী হইলেও তাঁহারা সর্ব্বদা অবগুণ্ঠনবতী।

রমণীদ্বয়ের আশ্রমে একখানি মাত্র কুটীর। সেই কুটীরখানি তিন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। এক প্রকোষ্ঠে রন্ধনশালা-ভাণ্ডার, দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ সন্ন্যাসিনীগণের শয়নাগার এবং তৃতীয় প্রকোষ্ঠে অতিথি অভ্যাগত ব্যক্তিগণের শয়ন ও বিশ্রামস্থান। সন্ন্যাসিনীদ্বয় সন্ন্যাসীকে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। যত্ন করিবার কারণও বিদ্যমান ছিল। প্রথম কারণ, এই সন্ন্যাসীর সহায়েই সন্ন্যাসিনীগণের জীবন, ধন ও ধর্ম্মরক্ষা হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ, ইহাদের প্রথম সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীগণের জন্যই আহত হইয়াছেন। তৃতীয় কারণ, সন্ন্যাসিনীগণ স্বভাবসুলভ গুণে সকল লোককেই যত্ন করিয়া থাকেন।

সন্ন্যাসী সযত্নে আনীত উৎসজলে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া সায়ংকৃত্য সমাপন করিলেন। ফল-মূলাদি নৈশ ভোজ্য প্রস্তুত হইল। নবীনা সন্ন্যাসিনী সন্ন্যাসিনীকে ভোজ্য-পানীয় দিয়া গেলেন। প্রাচীনা সন্ন্যাসিনী সন্ন্যাসীর সহিত বহুক্ষণ কথোপকথন করিলেন। কথনীয় বিষয় কেবল তীর্থস্থান।

নবীনা সন্ন্যাসিনী নিজ শয়নস্থানে উপবেশন করিয়া কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। তাঁহার আয়ত নয়ন দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি কত সন্দেহদোলায় দুলিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনীর প্রশ্নগুলি তাঁহার ভাল লাগিল না। নবীনার ইচ্ছা প্রশ্ন হয়, আপনাদের বাটী কোথায়? কত দিন সন্ন্যাসী হইয়াছেন? কি জন্য সন্ন্যাসী হইয়াছেন? এ স্থানে কেন? কিন্তু তিনি লজ্জায় কোন কথাই বলিলেন না।

পরদিন প্রত্যূষে যোগানন্দ স্বামী মৃন্ময়ী সন্ন্যাসিনীর দ্বারে আসিয়া ডাকিলেন—"মা! মৃন্ময়ি! উঠ। সত্বর জয়া ও অতিথিকে লয়ে আমার আশ্রমে এস। বিধাতার বিচিত্র বিধান দেখে যাও।"

মৃন্ময়ী "যে আজ্ঞে" বলিয়া শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। তিনি জয়াকে জাগাইলেন। জয়া তখন স্বপ্ন দেখিতেছিল একটি তরুমূলে এক শিবতুল্য সন্ন্যাসীর উরুপরে মস্তক রাখিয়া সে ঘুমাইতেছে। সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে তাঁহাকে বাতাস করিতেছেন। টুপটুপ করিয়া শিশিরসিক্ত সুগন্ধি প্রস্ফুটিত ফুল সন্ন্যাসী ও জয়ার অঙ্গে পড়িতেছে। জয়ার ইচ্ছা, সন্ন্যাসীর মুখের প্রতি দৃষ্টি করে। কিন্তু সে লজ্জায় দৃষ্টি করিতে পারিতেছে না। সন্ন্যাসী তার আত্মীয়, পরম আত্মীয়—তার উপাস্য দেবতা। সন্ন্যাসী যেন মৃদু মৃদু স্বরে বলিতেছেন—"প্রিয়ে! হৃদয়েশ্বরি! তুমি আমাকে চিনতে পার নাই, কিন্তু আমি তোমাকে চিনেছি। এ সমস্ত বিশ্ব এক দিকে দিয়া যদি তুলাদণ্ডে ওজন করি, তবে মাপে তুমিই বেশী হইবে। প্রিয়তমে। তোমার জন্যই আমি সন্ন্যাসী। আমি পাগল।" এই স্বপ্ন দেখা শেষ হইতে না হইতে মৃন্ময়ী জয়াকে ডাকিলেন। জয়া ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া শয্যাত্যাগ করিল। সন্ন্যাসীও শয্যাত্যাগ করিলেন। সকলেই প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া যোগানন্দের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

মধ্যরাত্রে দস্যুর প্রবল জ্বর হইয়াছে। হৃদয়ের বেদনা বাড়িয়াছে। শেষ রাত্রে দস্যুর অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে। প্রান্তে দস্যুর অল্প অল্প ঘর্ম্ম হইতেছে। প্রাতঃকালে যোগানন্দের আশ্রমে পঞ্চবটীমূলে

দস্যুকে শয়ন করান হইয়াছে। তাহার জননী শিরোদেশে ও পত্নী পাদমূলে বসিয়া রোদন করিতেছেন। নিকটে অজিনাসনে বসিয়া যোগানন্দ দস্যুকে ধর্ম্মকথা কহিতেছেন। তৎপশ্চাতে তাঁহার শিষ্যগণ পত্রাসনে উপবিষ্ট। এই সময়ে মৃন্ময়ী, নবীনা সন্ন্যাসিনী ও আগন্তুক সন্ন্যাসী আসিয়া যোগানন্দের চরণ বন্দনা করিলেন। যোগানন্দ ধীরগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "মা মৃন্ময়ি! পাপ-পুণ্য এখনও সংসারে আছে। এই দস্যু কৃষ্ণবল্লভ, ঐ পাদমূলে উপবিষ্টা ষোড়শী এবং শিরোদেশে পাপীর পাপিষ্ঠা জননী। আর তোমার সঙ্গে আগত সন্ন্যাসী উমাশঙ্করের সঙ্গী দুর্গাদাস এবং এই নবীনা সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী।"

মৃন্ময়ী, দুর্গাদাস ও জয়ন্তী ঐ স্থানে পত্রাসনে বসিলেন। কৃষ্ণবল্লভ সকলের দিকে শেষ দৃষ্টি করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ভাই দুর্গাদাস! দিদি জয়ন্তী! আমার অন্তিম সময়ে তোমরা আমায় ক্ষমা কর। আমি পাপের সমুচিত শাস্তি পেলাম না। তোমাদের হৃদয় ক্লেশ-শূলে বিদ্ধ করেছিলাম। আমি লৌহশূলে বিদ্ধ হয়ে মলাম। উমাশঙ্করকে পেলে তাঁহার নিকটেও ক্ষমা চেয়ে লইতাম। দুঃখিনী জননী থাকিলেন, আর ——————।"

ষোড়শী কহিল, "নাথ! নাথ! আর না। অনুমতি কর, আমি তোমার অনুগমন করব। আমার ভার কাহারও উপর দিও না। পত্নীর পতিই গতি; পতিই মুক্তি।"

কৃষ্ণবল্লভ। ষোড়শী! আমি পাপী, মহাপাপী! কোন্ নরকে যাইব, ঠিক নাই! আমার অনুগমন করবে? ঐ যে নরক! নরক! ভীষণ কুম্ভীপাক! তুমিও যাবে? চল চল। নরকের সঙ্গিনী হবে? হাঁ!—হাঁ!—হাঁ!—বেশ! বেশ! আমারও সঙ্গিনী আছে? এমন পাপীর সহযাত্রী! বেশ! বেশ! ধন্য তোমার পতিভক্তি! প্রভো! নরকে আগুন! আগুন! মলেম! মলেম! পুড়ে মলেম। পুড়ে মলেম, আগুনে পুড়ে মলেম। দুর্গন্ধ উঠছে, জ্বলন্ত হুতাশন! নিম্নে মলমূত্রাদির প্রবল প্রবাহ। কৃমি, কীট, জলব্যাল, হাঙ্গর, কুম্ভীর বিকট মুখব্যাদান ক'রে কামড়াতে আসছে। মলেম, মলেম। ষোড়শী, তুমি ক'টাকে মারবে? লাখে লাখে, পালে পালে আসছে। ছুটে ছুটে আসছে। আমাকে সব গ্রাস করতে আসছে।

আর পাপ-চিত্র কত দেখাইব? পাপী কৃষ্ণবল্লভের জীবন-বায়ু বহির্গত হইল। সশিষ্য যোগানন্দ মধুর হরিসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। অবিলম্বে চিতার আয়োজন হইল। ষোড়শী কৃষ্ণবল্লভের সহিত সহমৃতা হইলেন। কৃষ্ণবল্লভের বর্ষীয়সী শোকসন্তপ্তা জননীর রোদন দেখা ও বর্ণনা করা অসাধ্য। পাপিনীর পাপিষ্ঠ সন্তানের পরিণাম অনেক স্থলে এইরূপই হইয়া থাকে।

যৎকালে জয়ন্তী শুনিয়াছিলেন, দুর্গাদাস উমাশঙ্করের সহচর, তৎকালে তাঁহার ভয়ানক উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছিল। যথানিয়মে কৃষ্ণবল্লভ ও ষোড়শীর সৎকার হইবার পর উৎকণ্ঠিতা জয়ন্তী মৃন্ময়ী দেবীর দ্বারা দুর্গাদাসের নিকট উমাশঙ্করের সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। তাঁহারা জানিলেন, যে সন্ন্যাসী কৃষ্ণবল্লভের গলদেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনিই উমাশঙ্কর। যোগানন্দের শিষ্যগণ উপস্থিত হইবার পর এবং আলোক প্রজ্বলিত হইলে সন্ন্যাসি-বেশধারী উমাশঙ্করকে আর পাওয়া যায় নাই। এই সংবাদে জয়ন্তীর উৎকণ্ঠার পরিসীমা রহিল না। তিনি পাগলিনীপ্রায় হইলেন। মৃন্ময়ীও উৎকণ্ঠিতা হইলেন। কিন্তু তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী। তিনি উৎকণ্ঠা গোপন করিয়া জয়ন্তীকে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা পাইলেন, জয়ন্তীকে আশা দেওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। মৃন্ময়ী সকল কথা যোগানন্দ স্বামীকে জানাইলেন, যোগানন্দ চিন্তা ও গণনা করিয়া জয়ন্তীকে বলিলেন, "জয়ন্তী! তুমি ব্যাকুলা ও উৎকণ্ঠিতা হইও না। তোমাদের পবিত্র দম্পতির মিলনস্থান এই শৈলময় পর্ব্বতশিখর নহে। উমাশঙ্করের জীবনের কোন আশঙ্কা নাই। অদ্য হইতে একপক্ষমধ্যে পবিত্র বারাণসীক্ষেত্রে তোমাদের মিলন হইবে।"

কৃষ্ণবল্লভের মৃত্যুর তিন দিন পরে যোগানন্দ স্বামী মৃন্ময়ী, জয়ন্তী ও কৃষ্ণবল্লভের মাতাকে দুর্গাদাসের সহিত পবিত্র বারাণসী তীর্থে পাঠাইয়া দিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

জীবনসঙ্কট ও মিলন।

"ছালা। বাঙ্গালী ছালা। আমাদের কাছে ধনী লোকের সন্ধান ছোনে, আর একা একা সকল ধন লুঠে লয়। ছালাকে হাতে পেয়েছি। বেঁধেছি। এমন ক'রে জলে ফেলে দেব, আর ছালার উঠতে না হয়।"—এক দস্যু এই কথাগুলি বলিল।

অন্য দস্যু কহিল—"ছালাকে আজ ফাঁকি দিয়েছিলেম। এ দুটো সন্ন্যাসিনীর কাছে টাকাকড়ি কিছু

ছিল কি না, আমি জানি না। ছোট সন্ন্যাসিনীটা দেখতে যেন একটা পরী। আমার ইচ্ছা ছিল, এই সন্ন্যাসিনাটাকে গ্রেপ্তার করলে আমি তাকে কেড়ে নিবো ও বাধ্য হ'লে তাকে সাদি করব।"

প্র-দস্যু। তা সর্দ্দার ভাই! ও রকম আগুন তুমি কখন সাদি বা নেকা করো না। ছেঁড়া মেয়ে-মানুষ না, সে যেন জলন্ত মশালের আগে বা আকাশের বিজলী। শুনেছি, সরদার ভাই! তার জন্যে না কি একটা রাজার বেটা পাগল হয়েছে। একটা রাজার বেটা ম'রে গিয়েছে। আরও শুনেছি, বুড়া বক্তিয়ার খিলিজি ওকে সাদি করবার জন্য চুরি করে-ছিলেন। তাই ও পালিয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে বেরিয়েছে।

দ্বি-দস্যু। আরে ভাই ছম্রু! জেনানা লোক যখন যার, তখন তার। একমাস আমার বাড়ীতে থাক্‌লে ওকে ভাল খাইয়ে ভাল পরিয়ে এত বাধ্য ক'রে ফেলতাম যে, ওই সন্ন্যাসিনীই আমাকে বে' করার জন্য পাগল হ'ত। গ্রেপ্তার কর ভিকু, আর জব্দ ক'রে নিতেম আমি। পাপটা আমার বড় হ'ত না।

প্র-দস্যু। হো—হো—হো। আজ সর্দ্দারের মুখে পাপ-পুণ্যের কথা শুন্‌লেম। আমাদের কি পাপ-পুণ্য আছে? যদি পাপপুণ্য কিছু থাকে, তবে ধর্ম্মরাজকে আমাদের জন্য নূতন নরক গড়তে হবে।

দ্বি-দস্যু। রাম! কেন ভাই সর্দ্দার, আমরা এমন কি পাপ করি? দস্যুতা করি? তাও একটা ব্যবসা। শাস্ত্রে আছে, কৃপণের ধনের এক অংশ দস্যুতে পায়। কৃপণগুলি যদি আমাদের প্রাপ্য ভাগ আমাদের বাড়ী পৌঁছে দেয়, তা হ'লে ত আমরা দস্যুতা করি না।

প্রথম দস্যু বা ছম্রু। সর্দ্দার ভাই! ও কথা ব'লো না। আমরা নরহত্যা করি, গ্রাম পোড়াই, নগর পোড়াই, তীর্থ-যাত্রীর যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে লই, এর চেয়ে কি আর পাপ আছে?

সর্দ্দার। আমাদের প্রাপ্য ভাগ সহজে দেয় না ব'লেই ত এ সব করি?

ছম্রু। আমরা বিচার করি কোথায়? বিচার করলে ত দস্যুতা চলেই না। কে দাতা, কে কৃপণ, কখনও দেখি না। সে বিচার কর্‌তে গেলে আর বোধ হয় দস্যুতা চলে না।

পাঠক বুঝিয়াছেন, দস্যু-সর্দ্দার রামদিন এবং তাহার সহচর ছম্রু ও কতিপয় দস্যু কৃষ্ণবল্লভ ভ্রমে সন্ন্যাসিবেশধারী উমাশঙ্করকে বাঁধিয়া আনিয়াছে। কৃষ্ণবল্লভ দস্যু হইয়া ভিকু নাম গ্রহণ করিয়াছিল। সন্ন্যাসিবেশধারী উমাশঙ্কর এতক্ষণে সংজ্ঞালাভ করিয়াছেন। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভাই সর্দ্দার! ভাই ছম্রু! আমি ভিকু নয়। ভিকুর গতিরোধ করেছিল যে সন্ন্যাসী, সেই সন্ন্যাসী। তোমরা ভিকুভ্রমে আমাকে আনিয়াছ। তোমাদের সঙ্গে যদি আলোক জ্বালিবার উপকরণ থাকে, তবে আলোক জ্বালিয়া দেখ, আমি সন্ন্যাসী। আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করব না। তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। আমি চ'লে যাই।"

দস্যুগণ আলোক জ্বালিল। তাহারা দেখিল, বাস্তবিক এ ব্যক্তি ভিকু নয়, তরুণ সন্ন্যাসী। দস্যুদলের সর্দ্দার বলিল, "তুমি সন্ন্যাসী হ'লেও তোমাকে আমরা ছাড়ব না। তোমার হাত-পা মুখ বেঁধে গঙ্গাজলে ফেলে দেব। তুমি ত যে সে সন্ন্যাসী নও। তুমি আমাদের বিশেষ ক্ষতি করতে পার। ভিকু যে সে দস্যু নয়, তুমি যখন তার সঙ্গে লড়াই করতে সাহস করেছ, তখন তুমি আমাদের সকলকেই জব্দ করতে পার।"

সন্ন্যাসী। ভাই সর্দ্দার! স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার দেখে ও তাহাদের আর্ত্তনাদ শুনে আমি ভিকুর গতিরোধ করেছি। আমি ভগবানের নামে প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্‌ছি, আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করব না।

রামদিন। সত্য। তোমাকে মেরে আমাদের কোন লাভ নাই। আচ্ছা, আমরা পরামর্শ ক'রে দেখে যা হয় তোমাকে বল্‌ছি।

এই বলিয়া দস্যুগণ সন্ন্যাসীর অবোধ্য ভাষায় পরামর্শ করিয়া শেষে সর্দ্দার বলিল,—"তুমি ত্রিশূল ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, বিন্ধ্যাচলে ও প্রয়াগে থাকবে না। কাশী সহরে চ'লে যাবে, আমাদের কোন ক্ষতি কর্‌বে না, এই যদি কর্‌তে পার, তা হ'লে আমরা গঙ্গাপার ক'রে পরপারে পাঠিয়ে দিব। তুমি তথা হইতে হেঁটে কাশী চ'লে যাবে।"

সন্ন্যাসী উমাশঙ্কর। আমি ত্রিশূল ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্‌ছি, আমি তোমাদের কোন ক্ষতি কর্‌ব না। আমি বিন্ধ্যাচলে বা প্রয়াগে থাক্‌বা না। আমি পায়ে হাঁটিয়া ৺কাশীধামে চলিয়া যাইব।

রামদিন। আরে ছম্রু! সন্ন্যাসী প্রতিজ্ঞা করেছে। সন্ন্যাসীর ভাজা হাতে একটু দাওয়াই দে। সন্ন্যাসীকে একটু দাওয়াই খাওয়ায়ে দে। চল, সন্ন্যা-সীকে ধীরে ধীরে নিয়ে যেয়ে গঙ্গাপার ক'রে ফিরে আসি।

অনন্তর দস্যুগণ সন্ন্যাসীর আহত স্থানে ঔষধ প্রয়োগ করিল ও কিছু ঔষধ সেবন করাইল। তাহারা আহার করিল ও সন্ন্যাসীকে কিছু ফলমূল আহার ও গঙ্গাজল পান করিতে দিল। রাত্রি অধিক হইলে দস্যুগণ সন্ন্যাসী ও দস্যুদলে অনেক ধর্ম্মকথা হইল এবং দস্যুদল সেই দিন হইতে দস্যুতা ত্যাগ করিল।

উমাশঙ্কর এক্ষণে একাকী। তাঁহার সহচর দুর্গাদাস এক্ষণে আর তাঁহার সঙ্গে নাই। জয়ন্তী-লাভের আশা তাঁহার ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। বিপদ-তরঙ্গের সহিত বিপুল সংগ্রাম করিতে করিতে উমাশঙ্কর এক্ষণে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি পায়ে হাঁটিয়া কাশী আসিতেছেন। কোন দিন কিছু আহার জুটিতেছে, কোন দিন কিছুই জুটিতেছে না। তাঁহার শরীরের প্রতি যত্ন নাই ও আহারে প্রবৃত্তি নাই। প্রথমে তাঁহার রক্তামাশয় রোগ হইল, পরে তাহার সহিত জ্বর হইতে লাগিল। তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িল। উমাশঙ্কর ভাবিলেন, তাঁহার মৃত্যুর দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তিনি সংকল্প করিলেন, মহাতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রেই দেহত্যাগ করিবেন। এ জন্য অসুস্থ শরীরে প্রাণপণ যত্নে পথ চলিতে লাগিলেন। তিনি আহত হইবার পর ত্রয়োদশ দিনের দিন প্রাতঃকালে কাশীতীর্থ কেদারনাথ শিবমন্দিরের অনতিদূরে গঙ্গাতীরস্থ এক পঞ্চবটী-মূলে হতচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তথায় তিনি এক অজিনের উপর শয়ন করিয়া আছেন এবং সন্ন্যাসীর য় ধন ত্রিশূলটি তাঁহার হৃদয়ের উপর রহিয়াছে।

কত নর-নারী প্রাতঃকালে গঙ্গাতীরে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। কেহ তাঁহার নাড়ী টিপিয়া মৃত্যুকালের বিলম্ব আছে বলিলেন। কেহ তাঁহার বাহ্যাকৃতি দেখিয়া তাঁহার মৃত্যু আর বিলম্ব নাই স্থির করিলেন। কেহ সন্ন্যাসীর সদ্‌গতি করিবার জন্য মণিকর্ণিকায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত দুই চারি জন সঙ্গীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে একখানি তরণী আসিয়া কেদারনাথ ঘাটে লাগিল। নৌকায় দুইটি সন্ন্যাসিনী ;—একটি প্রাচীনা রমণী এবং একটি তরুণ সন্ন্যাসী। তাঁহারা অচৈতন্য সন্ন্যাসীর সংবাদ পাইয়া পঞ্চবটীমূলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। তৎপরে তরুণ সন্ন্যাসী দুগ্ধের সন্ধানে দৌড়াইলেন। এক সন্ন্যাসিনী তাঁহার মস্তক উরুদেশে রাখিয়া অঞ্চলের দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার আয়তনয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয়া সন্ন্যাসিনী গঙ্গা হইতে এক ঘটি জল আনিলেন। বৃদ্ধা রমণী তাল-বৃন্ত ব্যজন করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় সন্ন্যাসিনী কিছু কাল চোখে ও মুখে জলসেচন করিলেন। তরুণ সন্ন্যাসি-আনীত উষ্ণ দুগ্ধ দ্বিতীয় সন্ন্যাসিনী অচৈতন্য সন্ন্যাসীকে পান করাইলেন। বহুক্ষণ পরে অচৈতন্য সন্ন্যাসী একটু সবল হইলেন। আগন্তুক নরনারীগণ হতচৈতন্য সন্ন্যাসীকে ধরাধরি করিয়া তাঁহাদিগের নৌকায় উঠাইয়া লইলেন। তিন দিন যত্ন-শুশ্রূষা ও ঔষধপ্রয়োগের পর চতুর্থ দিন প্রাতে পীড়িত সন্ন্যাসীর সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল। এই সময়ে প্রাতঃসমীরণ প্রবাহিত হইতেছিল, গঙ্গাজল তরঙ্গে নাচিতেছিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাগর্ভস্থ তরণী সকলও নাচিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গায় স্নানার্থ আগত নরনারীগণের দেহবসনও কম্পিত হইতেছিল। সন্ন্যাসী সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখেন, এক তরুণী সন্ন্যাসিনীর উরূপরে সযত্নে তাঁহার মস্তক রক্ষিত হইয়াছে। এক তরুণ সন্ন্যাসী মন্ত্র পড়িয়া তাঁহাকে ঝাড়িয়া দিতেছেন। এক প্রাচীনা সন্ন্যাসিনী তাঁহাকে উষ্ণ দুগ্ধ পান করাইবার জন্য বসিয়া আছেন। তাঁহার শয্যা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তিনি যে নৌকার মধ্যে আছেন, তাহা বৃহৎ ও সুসজ্জিত।

সন্ন্যাসী চক্ষু উন্মীলন করিয়া কহিলেন, "প্রিয় বন্ধু দুর্গাদাস! চিনিলাম। প্রিয়তমা জয়ন্তী! এত দিনের পর চিনিলাম! দুর্গাদাস! অন্য দুই দয়াময়ী কে ?"

দুর্গাদাস। দুগ্ধ পান কর, একটু সবল হও, সব বল্‌ছি। এখনও অতি দুর্ব্বল, বেশী কথা ব'ল না।

সন্ন্যাসী নির্ব্বাকে দুগ্ধ পান করিলেন। তিনি একটু সবল হইলেন এবং দুর্গাদাসের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। এক পক্ষকাল কাশীতে তরণীবক্ষে অবস্থিতি করিয়া উমাশঙ্কর সম্পূর্ণ নীরোগ ও সবল হইলেন। নৌকায় আনন্দ-তরঙ্গ উঠিল। কৃষ্ণবল্লভের বৃদ্ধ জননীর ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিয়া কাশীবাসের সুবন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল। উমাশঙ্কর সস্ত্রীক কাশীর সকল দেবদেবীর পূজা করিয়া নৌকাপথে স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

জয়ন্তীপুর-স্থাপন ও বধূগ্রহণ।

উমাশঙ্কর ও দুর্গাদাস জয়ন্তী ও মৃন্ময়ী দেবীর সহিত শঙ্করপুরের নিকটবর্ত্তী এক নদীতীরে আসিয়া

উপস্থিত হইয়াছেন। নারায়ণপুরে ও শঙ্করপুরের দুর্গে তাঁহাদিগের শুভাগমনের সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে। সস্ত্রীক রাজা নরনারায়ণ রায় দাসী রামার মাসীর সহিত কন্যাদর্শনে আগমন করিয়াছেন। রাজা রামশঙ্কর রায়ও সপরিবারে হরিচরণ প্রভৃতির সহিত বধূমুখ-দর্শনমানসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বাদার নবদুর্গ হইতে সাবিত্রী, সারদা, গদাধর, গঙ্গাধর প্রভৃতি আনীত হইয়াছে। নিমটা-খুদড়া হইতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার পত্নী ও সহযাত্রিগণকে সযত্নে সেই তটিনী তীরে আনয়ন করা হইয়াছে।

সেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর তীরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বহু পট্টনিবাস সংস্থাপন করা হইয়াছে। বহু অস্থায়ী গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বহু দোকান বসিয়াছে। নানা আমোদ-উৎসব চলিতেছে। নানারূপ গীত-বাদ্য হইতেছে। বাদ্যবিশারদ বাদ্যকরগণ বাদ্য বাজাইতেছে। নর্ত্তকীকুল নৃত্য করিতেছে। সঙ্গীত-বিশারদ গায়কগণ গান করিতেছে। পুরাণজ্ঞ কথক-গণ পুরাণ-কথকতা করিতেছেন। বাজিকরগণ বাজি করিতেছে, মল্লগণ কুস্তি করিতেছে। মহাধুম, আড়ম্বর। এই উৎসবকে সকলে জয়ন্তীমেলা কহিতেছে। এই স্থানের নাম পরে জয়ন্তীপুর হইয়াছে। জয়ন্তী-পুর এক্ষণে যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার মধ্যে অবস্থিত।

হিন্দুসমাজ বহুকাল হইতে বর্ত্তমান 'উন্নত' অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। মুসলমান-আক্রমণের প্রাক্কালে মুসলমানের প্রতি হিন্দুদিগের বিদ্বেষ ছিল। মুসলমানগণ রমণীগণকে স্পর্শ করিলে তাঁহারা সমাজে পতিতা হইতেন। পাঠান ও মোগল-শাসনকালে মুসলমান-বিদ্বেষ বদ্ধমূল হইয়াছিল। মুসলমান-আক্রমণের প্রাক্কাল এই আখ্যায়িকার সময়। এ সময়ে হিন্দুরমণী মুসলমান-হস্তে পড়িলে তাঁহার জাতি থাকিত না। রামশঙ্কর ও নরনারায়ণ জয়ন্তীকে শুদ্ধা-চারিণী জানিয়াও গৃহে লইতে সাহস করেন নাই। সমগ্র বঙ্গদেশ নিমন্ত্রিত হইয়াছে। বঙ্গের সমস্ত ব্রাহ্মণসমাজ নির্ব্বাচিত নেতৃগণকে এ স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। বঙ্গের পণ্ডিতসমাজ এ স্থানে সাদরে আহুত হইয়াছেন। বঙ্গের ব্রাহ্মণের ঘটককুল এ স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। বৃহতী সভা হইয়াছে, পণ্ডিতগণ, ব্রাহ্মণগণ, কুলীনগণ, ঘটকগণ ও দেশের মান্যগণ্য ভদ্রলোকগণ সভার শোভাসংবর্দ্ধন করিতেছেন।

এক সুসজ্জিত পট্টবাসের সম্মুখে সুন্দর চিক দোলায়মান রহিয়াছে। একে একে জয়ন্তী, রামার মাসী, সারদা, সাবিত্রী, গঙ্গাধর, গদাধর, মৃন্ময়ী দেবী, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও তাঁহার সহযাত্রিগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। উমাশঙ্কর, দুর্গাদাস, হরিচরণ, শিবনাথ, কালীশঙ্কর প্রভৃতিরও জবানবন্দী লওয়া হইল। কত কূট প্রশ্ন করা হইল। কত বাদানুবাদ করা হইল।

তিন দিন জবানবন্দীতে অতীত হইল। তিন দিন পণ্ডিতগণের বিচারে কাটিয়া গেল, দুই দিন কুলীনগণ বাদানুবাদ করিলেন। পাঁচ দিন সমাজ-পতিগণ পরামর্শ করিলেন। দুই দিন মহামহোপাধ্যায় ঘটক-চূড়ামণিগণের বক্তৃতা হইল। রামশঙ্কর ও নরনারায়ণের বহু অর্থ ব্যয়িত হইল। কিন্তু তাঁহারা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না।

এক দিন প্রাতঃকালে দুই জন প্রাচীন সন্ন্যাসী আসিয়া সেই সভামণ্ডপে উপনীত হইলেন। উমাশঙ্কর, মৃন্ময়ী দেবী, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, দুর্গাদাস, জয়ন্তী প্রভৃতি সন্ন্যাসিদ্বয়ের চরণ-বন্দনা করিলেন। দুর্গাদাস পরিচয় দিলেন, ইঁহাদের নাম যোগানন্দ ও জ্ঞানানন্দ স্বামী। তাঁহাদের যোগ ও দৈবশক্তির পরীক্ষা করা হইল। সকলেই বুঝিলেন, তাঁহারা অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন পরম যোগী। জ্ঞানানন্দ স্বামী অল্প কথায় সকলকেই বলিলেন,—"আমার বয়স তিন শত বৎসরের অধিক হইয়াছে। পতিত নারীকে সমাজে লওয়া যেরূপ দোষের, পতিব্রতা সতীকে ক্লেশ দেওয়াও সেইরূপ পাপের কার্য্য। আমরা দুই জনেই জয়ন্তীর বিড়ম্বনা জানিয়া এ স্থানে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছি। আমরা উভয়েও সাক্ষ্য দিতেছি, জয়ন্তী পতিব্রতা ও শুদ্ধাচারিণী সতী। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, ভারত মুসলমান-পদানত হইবে। ভারতীয় হিন্দুগণ মুসলমানভাবাপন্ন হইবেন, কত হিন্দুমহিলা মুসলমানগৃহে গৃহলক্ষ্মী হইবেন। মুসলমান-সংসর্গে যাওয়া আর দোষাবহ থাকিবে না। মুসলমান রাজ্যেরও লয় হইবে। ভারতে শ্বেতদ্বীপবাসী ইংরাজ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিবেন।"

এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসিদ্বয় অপরাহ্ণকালে যোগ-বলে ঊর্দ্ধাকাশে উঠিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহারা পশ্চিমদিকে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাঁহাদের কথা সকলেই দৈববাণী মনে করিলেন। জয়ন্তীকে বধূরূপে গ্রহণ করা সর্ব্ববাদিসম্মত হইল।

আনন্দ-উৎসব জয়ন্তীপুর হইতে শঙ্করপুরে গমন

করিল। শঙ্করপুরে নৃত্য-গীত, ভোজন, দান, কাঙ্গালী-বিদায় প্রভৃতি কত কার্য্য চলিতে লাগিল। পণ্ডিত, কুলীন, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ও ঘটকগণ আশাতীত বিদায় পাইলেন। দুঃখী, কাঙ্গালী, রবাহুত, ভাট, রামাইত-গণও যথেষ্ট বিদায় লাভ করিল। সর্ব্বত্র রাজা রামশঙ্কর ও নরনারায়ণের জয়রব উঠিল

আজ শঙ্করপুরের রাজা রামশঙ্করের রাণীর আর আনন্দের সীমা নাই। তিনি কুটুম্বিনীগণকে লইয়া কত আমোদ-আহ্লাদ করিতেছেন। হরিদ্রা, কুঙ্কুম, চন্দন, চুয়া প্রভৃতির কত খেলা চলিতেছে—দান-ভোজের ত কথাই নাই। রামশঙ্করের মহিষী নরনারায়ণের পত্নীকে হরিদ্রা-জলে ভিজাইয়া দিলেন। নরনারায়ণের রাণী কুঙ্কুমে রামশঙ্করের দয়িতার শরীর রঞ্জিত করিলেন। আমাদের সেই নিস্তারিণী নাতনী ঠাকুরাণী গামলা গামলা হরিদ্রা, কুঙ্কুম, সিন্দুর প্রভৃতি সুগন্ধিজলে গুলিয়া স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই আক্রমণ করিতেছেন। তিনি রামশঙ্কর ও নরনারায়ণ রায়কে পাইয়া এক গামলা কুঙ্কুমের জলে একেবারে সিক্ত করিয়া দিলেন। রমণীমহলে প্রকাশ্যে ও গোপনে খুব হাস্য চলিতে লাগিল। নরনারায়ণের রাণী সিন্দুরে নিস্তারিণীর পরিধেয় বস্ত্র ভিজাইয়া দিলেন। নিস্তারিণী সেই সিন্দুর তাঁহার গায়ে মুছিয়া দিলেন। কত আমোদ, কত রহস্য। দুঃখের পর সুখ বড় রমণীয়, বড় মধুর। আমোদ-উৎসবে শঙ্করপুর নাচিতেছে। আমোদ-উৎসবে মধ্যবঙ্গ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

কয়েক দিন এইরূপ আমোদ-উৎসব ও ভোজ-দানের পর অদ্য রজনীতে জনতা একটু হ্রাস হইয়াছে। উমাশঙ্কর অন্তঃপুরে শয়ন করিতে গিয়াছেন। সাবিত্রী ও সারদা সেই গৃহে জয়ন্তীকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সাবিত্রী কহিল,—"আজ বঁধুর বউ-ভাত হ'লো কি ?"

সারদা কহিল—"আজ হ'লো পাকস্পর্শ।"

উমাশঙ্কর উত্তর করিলেন, "আপনারা যা বলেন।"

সা। যা হ'ক, রায় মহাশয়, আজ জয়ন্তীর সহিত আপনার দুটো কথা বলা শুনতে হবে।

উ। কথা বলা আর শুন্‌বেন কি ? কথা বলা এখন পুরান হয়ে গিয়েছে। কাশী হ'তে দেশে আস্‌তে কত বিপদে পড়েছি ও কত কথা বলেছি।

সা। আমরা ত শুনি নাই।

সাবি। আমাদের শুনিয়ে বলুন।

জয়ন্তী মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "আমি ভণ্ড সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করি না।"

উ। ভণ্ড সন্ন্যাসী কে ?

জ। যে যোগধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে স্ত্রী—সামান্য নারীর জন্য দেশে দেশে ঘুরে, সেই।

উ। যে পতির জন্য সন্ন্যাসিনী সেজে তীর্থে তীর্থে ঘুরে, সে বুঝি খাঁটি সন্ন্যাসিনী ?

জ। রমণীর পতিই ধর্ম্ম, পতিই ব্রত, পতিই যোগ, পতিই তপস্যা, পতিই প্রত্যক্ষ দেবতা। নারীর সন্ন্যাসিনী হয়ে ধর্ম্মরক্ষ ও পতি-সন্ধান প্রকৃত সন্ন্যাস।

উ। পুরুষ একা কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। পত্নী সহধর্ম্মিণী। পুরুষের সহধর্ম্মিণীর সন্ধান ধর্ম্মের গুরুতর অঙ্গ।

সাবি। আমি তোমাদের ধর্ম্মকথা বা শাস্ত্র শুন্‌তে আসি নি।

সা। আমরা দেখ্‌তে এসেছিলেম,—মানভঞ্জন, বস্ত্রহরণ ও রাসলীলা।

জ। প্রভুর মানভঞ্জনে আমার একপক্ষ নিদ্রা ছিল না—আহার ছিল না—ও শান্তি ছিল না। কাশীর কেদারঘাটের পঞ্চবটীমূলে প্রভু মান করেন, আর আমি একপক্ষ পরে নৌকায় সেই মান ভাঙ্গি।

উ। আমিও বিন্ধ্যাচলে দেবীর বস্ত্রহরণ রক্ষা করতে গিয়ে, ডানাভেঙ্গে দস্যুর হাতে পড়েছিলেম।

সার ও সাবি। হ'ল আমাদের মানভঞ্জন ও বস্ত্রহরণ দেখা।

জ। আর কিছু দেখবি নি ?

সার। আর কি দেখব ?

জ। আমার অগ্নিপরীক্ষা ? যা এ কয় দিন হ'ল।

সাবি। তোমরা কি এক জন্মে রাম-লীলা, কৃষ্ণ-লীলা দুই-ই সারছ ?

জ। তোরা ভাল কৃষ্ণ-রাধা ও রাম-সীতা পেয়েছিস্! দেবতার সঙ্গে কি মানুষের তুলনা করতে আছে ? ওতে পাপ হয়।

সাবি। দেবতা যা করেন মানুষে তা করায় ত পাপ নাই। রায় মহাশয়, আমাদিগকে একটু রাসলীলা দেখান।

উ। রাধা-কৃষ্ণ এবং দুই সখী আছে মাত্র। এক্ষণে আর ছয় সখী কোথা পাই ?

জ। ডাক জয়াদিদিকে, দয়াদিদিকে, ফেলির মাকে, আবাড়ের পিসীকে, ক্ষুদের মাসীকে ও গুই দত্তের খুড়ীকে।

সকলেই অট্টহাসি হাসিলেন।—উমাশঙ্কর বলিলেন ,

"বেশ! বেশ! যেমন কৃষ্ণ, তেমনই রাধা, তেমনই অষ্ট সখী।"

জয়মণি ও দয়াময়ী বাতায়নপথে মুখ বাহির করিয়া বলিলেন, "দেখ লো! তোরা দেখ, দুই সখীর চাঁদমুখে দেখ।"

জয়ন্তী সাদরে দয়াময়ী ও জয়মণিকে গৃহে আনিলেন। জয়মণি উমাশঙ্কর ও জয়ন্তীকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাইতে লাগিলেন—

যমুনা-পুলিনে ফুল্ল ফুলবনে
চাঁদিনীর রাতে কি শোভা হায়।
সব সখী মিলিয়ে, শ্যামকে লইয়ে
মধুর সঙ্গীত কতই যে গায়॥
অলক্তরঞ্জিত কমল-চরণ
উরসে কটিতে সুসূক্ষ্ম বসন,
শিরসে উরসে ফুলের ভূষণ
তালে তালে সবে পা ফেলি যায়॥

চরণে নূপুর রুমু ঝুমু বাজে,
মাথায় মোহন চূড়াটি সাজে
মরিল মরিল মরিল লাজে
কালাকে লইয়ে ঠেকেছি দায়।
ফুরাইল বেলা সারি ভব-খেলা,
করি মহাবেলা,
পাই যেন স্থান ও রাঙ্গা পায়॥

জয়মণি নাচিয়া নাচিয়া খুব গাহিতে লাগিলেন। দয়াময়ী সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া সুর দিতে লাগিলেন। সাবিত্রী ও সারদা উমাশঙ্করের অলক্ষিতে জয়ন্তীর সাক্ষাতে একটু একটু নাচিয়া জয়মণির দন্তহীন স্বরের সহিত স্বর মিশাইয়া বরকে বুড়া আঙ্গুল দেখাইয়া জয়ন্তীকে হাসাইতে লাগিলেন।

এক্ষণে পাঠকপাঠিকাগণ! এই নবীনা প্রাচীনার মিলনের দৃশ্য দেখুন। তাহাদের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করুন। আমারও বেলা অবসানপ্রায়। আমিও এবারের মত এই স্থানে বিদায় লইলাম।

সম্পূর্ণ

রাজা শচীপতি রায়

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

যদুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

বিজ্ঞাপন

যুরোপ খণ্ডে ভীষণ যুদ্ধকালে বাঙ্গালী যুবকের হৃদয়ে বীর-যশোলিপ্সা উদ্দীপিত করা শ্রেয়ঃ মনে করিয়া এই ক্ষুদ্র উপন্যাস রচিত হইল। ইহাতে এক জন বাঙ্গালী যুবকও উদ্যম-উৎসাহশীল হইয়া সমরাভিলাষী হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি

মাগুরা
তাং ৮ই জ্যৈষ্ঠ, সন ১৩২৪ সাল।

শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য।

গ্রন্থারম্ভ

বাসন্তী সন্ধ্যা সমাগতা। অষ্টমীর অর্দ্ধচন্দ্র তারকামালায় বেষ্টিত হইয়া উচ্চ নীলাকাশে সমুদিত। ধরণী দেবী সুগন্ধি বিবিধ বর্ণের কুসুমাভরণে সজ্জিতা। পরস্বাপহারী অর্থলোলুপ তস্করের স্থায় পবন ধরাদেবীর কুসুমভূষণ পরিগ্রহণমানসে আকর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু লইতে পারিতেছেন না। প্রতি গৃহে সন্ধ্যাগমের শঙ্খ-নিনাদ সমুত্থিত হইতেছে। ধূপের সুরভি গন্ধে গ্রামসকল সুগন্ধিময় হইয়াছে। গো কুল হাম্বারবে ডাকিয়া বৎস সকল সমভিব্যাহারে গৃহাভিমুখে ছুটিতেছে। দৈনিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ হইল বোধে গোপাল ধেনু-বৎসাদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আনন্দ-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে গৃহাভিমুখী হইতেছে। এমন সময়ে বীরভূম জেলার কুগুলা গ্রামে বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চতুষ্পাঠী-গৃহে এক ক্ষীণালোক দীপের সম্মুখে বাসুদেব ও তাঁহার দুইটি ছাত্র সজলনয়নে উপবিষ্ট। বাসুদেব দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "তোরা চ'লে গেলে আমিও সংসারে থাকব না। আমার স্ত্রী-পুত্র কিছুই নাই। তোদের মমতায় সংসারে ছিলাম। জীবনে অনেক পাপ করেছি। এখন দেখব, যোগ-জীবনে কিছু সুখ আছে কি না।"

ছাত্রদ্বয় সজলনেত্রে জিজ্ঞাসা করিল, "গুরো! আমরা তবে আর কোথায় আপনার দর্শন লাভ করব?"

বাসুদেব। ঘটনাচক্রে জীবনে আর দু' একবার দেখা হ'তে পারে, সে দেখা দেখা নয়। তোমরা বড় সঙ্কটে প'ড়ে বড় বিপন্ন হ'লে, আমায় স্মরণ করলে আমার দেখা পাবে। তোমরা কে কি পড়বে স্থির করেছ?

প্র, ছাত্র। আমি জাহাঙ্গিরাবাদ নগরে যেয়ে আর পারশী ভাল ক'রে পড়ব।

২য়, ছাত্র। আমি নবদ্বীপে কাব্য ও স্মৃতি পড়ব।

বা। তোমরা না কি আমার সকল ছাত্রগণ পরস্পরকে ভাবী জীবনে চিনবার জন্য কানের নীচের দিকে সূচ ও কি কঠিন কালী দিয়া এক একটি সাঙ্কেতিক অক্ষর লিখেছ?

ছাত্রদ্বয়। আজ্ঞে, লিখেছি।

গুরু বাসুদেব ছাত্রদ্বয়ের কর্ণের পৃষ্ঠদিকে দৃষ্টি করিলেন। প্রথম ছাত্রের কর্ণের পৃষ্ঠদিকে "ঐ ও", দ্বিতীয় ছাত্রের কর্ণের পৃষ্ঠদিকে "স"র অর্দ্ধাংশ লিখিত আছে। দেখিলেন, গুরুদেব ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন, "এ পাগলাম হ'লেও এতে তোমাদের সমবেদনা ও একতার একটু চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। আমি তোমাদিগকে কুশিক্ষা দিয়াছি কি সুশিক্ষা দিয়াছি, জানি না, এই বিদায়কালে আমি তোমাদিগকে কয়েটি কথা বল্‌ছি। জীবনে আত্মাদর ও আত্মসম্মান কখনও ভুল না। কখনও হীনকার্য্যে ব্রতী হও না। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে আজীবন চেষ্টা করিও। সত্য ও স্থায়-পথ কখনও ছাড়িও না।"

ছাত্রদ্বয় সজলনয়নে গুরুর চরণবন্দনা করিলেন। গুরুও সাশ্রুনয়নে ছাত্রদ্বয়ের মস্তকে হস্তার্পণ করত আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং প্রকাশ্যে বলিলেন, "মাতার সুপুত্র ও স্বদেশের গৌরব হও।"

গুরু-শিষ্য কেহই আর কথা বলিতে পারিলেন না। ছাত্রদ্বয় বাষ্পাকুললোচনে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গুরুদেব অনেকক্ষণ একাকী চতুষ্পাঠী-গৃহে বসিয়া বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন।

রাজা শচীপতি রায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রান্তর পার্শ্বে অরণ্যে।

"সয়তানী! কাফেরজাদী! এত বড় স্পর্দ্ধা! এত বড় সাহস? আমার চোখে ধূলি দিয়ে বাগানে পালাস? জানিস্ আমরা পাঠান। পশুকুলের মধ্যে যেমন সিংহ, মানবজাতির মধ্যে তেমনি পাঠান। আমাদের সাহস, বীরত্ব, রাগ-দ্বেষ, সকলই ভয়ঙ্কর।"—সেনানী রহিম খাঁন এই কথা বলিল।

"আমি ত দেখ্‌ছি পশুজাতির মধ্যে যেমন শেয়াল, মানবজাতির মধ্যে তেমনি তুমি। শেয়ালের ন্যায় আমাকে চুরি ক'রে নেছ। পিশাচের মত আমার জাতি-ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌তে যাচ্ছ, বালিকার প্রতি অত্যাচার ক'রে আর সাহস ও বীরত্বের বড়াই ক'র না। তুমি আমায় চুরি ক'রে এনে জাতধর্ম্ম নষ্ট করবার উদ্যোগী হয়েছ, আমাকে পালাতেও বাধা। ছি ছি! পাঠানকুলের কলঙ্ক"—একটি দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা সেনানী রহিমের কথায় এই উত্তর করিল।

"দেখ্ কাফেরজাদী, আমার সাম্‌নে দাঁড়ায়ে এরূপ কথা বলতে একটুও ভয় করছিস না?—" রহিম পুনরায় এই কথা বলিল।

বালিকা পুনরপি বলিল—"হো!—হো!—হো! পাঠান সাহেব! তুমি হিন্দু মেয়ের প্রকৃতি জান না। যতক্ষণ হিন্দুর মেয়ের জাতি-ধর্ম্ম আছে, ততক্ষণ তাহার জীবনের প্রতি মমতা আছে। তাহার জাতি-ধর্ম্ম নাশের উপক্রমে সে বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে; সে জগতে কাহাকেও ভয় করে না। কাট না কাট, এই যে আমি গলা এগুয়ে দিচ্ছি। দেখ না, আমি কেমন নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া আছি।"

রহিম কোমলকণ্ঠে বলিল,—"না না সুন্দরি! আমি তোমাকে কাটিব না। আমি তোমাকে সাদি করব। আমি তোমাকে আমার প্রধান বেগম করব।"

বালিকা বলিল—"কিছুতেই না। তুমি আমাকে এখানে একাকী দেখিতেছ। আমি একাকী নয়। ভক্তিমতী হিন্দুর মেয়ের সহায় অসহায়ের সহায় হরি, ধ্রুবের হরি, প্রহ্লাদের হরি, দ্রৌপদীর সখা কৃষ্ণ। তাঁহার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে সহস্র পাষাণ গলিয়া যায়—কোটি কোটি পাষাণ কোথায় উড়িয়া যায়।"

রহিম বলিল—"তবে দ্যাখ সয়তানী, আমি এখনি তোর কি করি?"

রহিম খাঁন বালিকার হস্ত ধারণ করিতে অগ্রসর হইল। বালিকা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, —"হরি, অসহায়ের হরি, বিপদ্‌বন্ধু হরি, দীনবন্ধু হরি, আমাকে রক্ষা কর।" বৃক্ষান্তরাল হইতে উত্তর আসিল —"ভয় নাই, ভয় নাই, হরি তোমার ত্রাণকর্ত্তা, উদ্ধারকর্ত্তা পাঠিয়েছেন।"

এই উত্তর আসিবামাত্র পাঠান সেনানী রহিমের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ভয়ে সে বালিকার হস্ত ছাড়িয়া দিল। কথার সঙ্গে সঙ্গে অসিচর্ম্মধারী এক বীর আসিয়া রহিমের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

রহিম সাহসে বুক বাঁধিয়া আগন্তুক বীরকে বলিল, "কাফের, তোর এত মরণের সাধ কেন?"

আগন্তুক বীর কহিল, "পাঠান, কাহার মরণে সাধ হইয়াছে দ্যাখ্। বাহুতে বল থাকে, যুদ্ধ কর।"

রহিম। হা—হো—হো—কাফেরের সহিত যুদ্ধ? ধর্, তবে অসি ধর্।

রহিম আগন্তুক বীরের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্দ্ধ-দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতে না হইতে আগন্তুক বীর রহিমের বক্ষে দুই হাঁটু দিয়া বসিয়া গলদেশে শাণিত তরবারি রক্ষা করিয়া বলিলেন, "কেমন পাঠান! যুদ্ধসাধ মিটিয়াছে? বালিকা অপহরণের পিপাসা মিটিয়াছে?"

অপমানিত রহিম কোন উত্তর করিল না। অপ-হৃতা বালিকা দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, "বীর! আপনার পবিত্র অসি এই দস্যুর রক্তে কলঙ্কিত করবেন না। বন্য লতা দিয়ে ওকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে চলুন, আমরা চ'লে যাই।"

আগন্তুক বীর উত্তর করিলেন, "আমি ওকে প্রাণে মারব না। প্রাণে মারতামও না। আচ্ছা, তোমার কথামত কার্য্য করি।"

রহিমের হস্তপদ দৃঢ় বন্যলতায় দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করা হইল। আগন্তুক বীর রহিমের অসি গ্রহণ করি-লেন এবং বলিলেন, "পাঠান, এই ভাবে কিছু কাল বিশ্রাম কর। তোমার এই অসি আমি অরণ্য-শেষে রেখে যাব।"

আগন্তুক বীর বালিকাকে বলিলেন, "চল ভুবনেশ্বরি চল। আমি তোমাকে তোমার শোককাতর পিতামাতার নিকট রেখে আসি। তুমি কি ঘোড়ার উপর আমার পিঠের দিকে আমার মাজার কাপড় ধ'রে বস্‌তে পারবে?"

অপহৃতা বালিকা ভুবনেশ্বরী তাহার নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া চমৎকৃত হইল। সে আগন্তুক বীরকে হিন্দু দেখিয়া তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী মনে করিল। বালিকা লজ্জিতভাবে বলিল, "আপনি উঠাইয়া দিলে বোধ হয়, কষ্টে সৃষ্টে চলিতে পারিব।"

বীর অগ্রে অগ্রে চলিলেন, বালিকা পশ্চাতে চলিল। বৃক্ষান্তরালে হিন্দুবীরের প্রকাণ্ড শ্বেতাশ্ব ছিল। বীর লম্ফপ্রদানে অশ্বে আরোহণ করিলেন। বালিকার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে বসাইলেন। প্রভুভক্ত অশ্ব হৃষ্ট-মনে ত্বরিতগমনে চলিতে লাগিল। অরণ্য-প্রান্তে উপস্থিত হইতে না হইতে হিন্দু বীর চারি জন মুসলমান সৈনিক কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে অশ্বপৃষ্ঠে কোষোন্মুক্ত অসি হস্তে রহিম খাঁন। তাঁহার পশ্চাতে ঐ ভাবে জাফর খাঁ, তাঁহার দক্ষিণে বামে হোসেন ও করিম খাঁ। বালিকা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। হিন্দুবীর বলিলেন, "ভয় নাই, স্থির হইয়া ব'স!" আর কথা বলিবার অবসর হইল না। চারিদিক হইতে হিন্দুবীর আক্রান্ত হইলেন। তিনি দুই হস্তে অসি ঘুরাইতে লাগিলেন। দুর্দ্দমনীয় বেগে পাঠানগণ অসি চালাইতে লাগিল। এক দণ্ডকাল যুদ্ধ হইল। হিন্দুবীর প্রথমে সাংঘাতিক আঘাত করিয়া রহিম খাঁকে অশ্ব হইতে ফেলিয়া দিলেন। হোসেন দক্ষিণ হস্তে গুরুতর আঘাত পাইয়া অশ্ব হইতে ভূমে পতিত হইল। করিম মস্তকে আঘাত পাইয়া অচেতন অবস্থায় ভূতলশায়ী হইল। জাফর সঙ্গিগণের দুরবস্থা দেখিয়া অশ্ব চারিটি লইয়া পলায়ন করিল। হিন্দু বীর বালিকা ভুবনেশ্বরীকে লইয়া সবেগে অশ্ব চালাইয়া দিলেন। তিনি রহিমের অসি রহিমের পার্শ্বে রাখিয়া আসিতে ভুলিলেন না।

দিল্লীর মোগল-সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ ভাগ। দক্ষিণাপথে মহারাষ্ট্রদেশে মহারাষ্ট্র-গৌরব শিবজীর সহিত সম্রাটের তুমুল সংগ্রাম বাধিয়াছে। মহারাষ্ট্র শৈলমালার মধ্যে দিল্লীর রাজকোষ হইতে আষাঢ়ের বারিপতনের ন্যায় স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা বর্ষিত হইতেছে। পার্ব্বত্য হিন্দুর শাসন করিতে যাইয়া মোগল-সিংহের সিংহাসন টলমলায়মান হইয়াছে। দিল্লী রাজকোষ শূন্য হইয়াছে। সুবেদারগণের প্রতি অর্থ সংগ্রহের জন্য তাগিদ-পত্রের পর তাগিদ-পত্র যাইতেছে। জিজিয়া প্রভৃত হিন্দুর মাথাগণ্তিকর সৈনিক বলে সংগৃহীত হইতেছে। সুবেদারগণ অর্থসংগ্রহে ব্যতিব্যস্ত থাকায় তাঁহাদিগের শাসনদণ্ড-পরিচালনে হস্ত শিথিল হইয়াছে। হিন্দুর গৃহে গৃহে হাহাকার আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে। সর্ব্বত্র বিদ্রোহবহ্নি ধূমায়মান হইতেছে। দস্যু-তস্কর উচ্চশির হইয়া বসিয়াছে। রাজকর্ম্মচ্যুত পাঠান সৈনিকগণ ও ইতরজাতীয় হিন্দুগণ দলবদ্ধ হইয়া নায়ক নির্ব্বাচনপূর্ব্বক নিয়ত দস্যুতা করিতেছে। ইংরাজ শাসনের প্রথমাবস্থায় যে পিণ্ডারি দস্যু ও ঠগ দস্যুর কথা শুনা যায়, তাহাদের উৎপত্তি এই সময় হইতেই সমুৎপন্ন হইতে থাকে।

ইয়ুরোপ মহাদেশখণ্ডে প্রতি অরাজকতাকালে যে সকল মহাবীর দলবদ্ধ হইয়া স্বার্থত্যাগী পরহিতব্রত সৈনিকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিপন্ন লোকের উদ্ধার করিতেন, তাঁহারা রাজার নিকট হইতে নাইট উপাধিতে ভূষিত হইতেন। হতভাগ্য ভারতবর্ষে নাইট উপাধি ছিল না বটে, কিন্তু নাইটের স্থলাভিষিক্ত লোকের অভাব ছিল না। অন্য দেশের কথায় কাজ নাই, যে বঙ্গভূমি নিস্তেজ কাপুরুষ বাঙ্গালী কর্তৃক অধ্যুষিত, সেই বঙ্গে মুকুট রায়, রাজা সীতারাম রায়, রাজা শত্রুজিৎ সিংহ, রাজা রামচন্দ্র, রাজা চাঁদ রায় ও কেদার রায়, ঈশা খাঁ, ফজেল গাজী প্রভৃতি বীরগণ যে দস্যু-তস্কর নিপীড়ন করিয়া ভূম্যধিকারী ও রাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন, তাহা অনেক ইতিহাসপাঠক পুরাতত্ত্ববিৎ অবগত আছেন। আমরা এই পরিচ্ছেদের প্রথম ভাগে যে হিন্দুবীরের উল্লেখ করিয়াছি, তিনি ইয়ুরোপ মহাদেশবাসী হইলে নিশ্চয় নাইট উপাধিতে ভূষিত হইতেন। তিনি কেদার রায়, শত্রুজিৎ সিংহ বা রাজা সীতারামের ন্যায় রাজ্যলিপ্সু দস্যুপীড়ক হইলে বঙ্গদেশের এক জন রাজা বা মহারাজা হইতেন। এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হিন্দুবীর স্বার্থত্যাগী রাজ্যলিপ্সাবর্জ্জিত সদাশয় মহাপুরুষ ছিলেন। সকল স্বাধীন দেশেই বীরপূজা প্রচলিত আছে—বীরের কীর্ত্তি-রক্ষার প্রথা আছে। হতভাগ্য বঙ্গদেশে বীরপূজা মহাপাপ। সদাশয় পরোপকারী বাঙ্গালী বীরের নাম স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত পাপ হইবে কি না, জানি না। বাঙ্গালী পাঠক, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে এই বাঙ্গালী বীরের জীবনী পর্য্যালোচনা কর। তাঁহার পরোপকার-ব্রতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তাঁহার আদর্শ পবিত্র জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া যদি তোমার হৃদয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী বীরের

প্রতি কিছুমাত্র ভক্তি-শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়—বাঙ্গালী জাতির প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা জন্মে, তোমার জীবন যদি একটু স্বজাতীয় বিপন্নের উদ্ধার করিতে অগ্রসর হয়, তবেই আমার লেখনীধারণ সার্থক। যে জাতির লোক আপনার জাতিকে ভক্তি-সম্মান করে না, যে জাতির লোকে পূর্ব্বপুরুষের নামে ভক্তিপূর্ণ না হয়, যে জাতির লোক আপনার জাতিকে মাননীয় সম্ভ্রান্ত মনে না করে, সে জাতির লোকের উন্নতির আশা নাই। জাতিগত সম্মান হইতেই পারিবারিকগত সম্মান; পরিবারগত সম্মান হইতেই ব্যক্তিগত সম্মান। বাঙ্গালী! তুমি আপনার জাতিকে আদর-সম্মান করিতে শিক্ষা কর, তোমার পূর্ব্বপুরুষের নামে ভক্তি-মন্ত হও।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গৃহপ্রাঙ্গণে।

শিবশঙ্কর গুপ্ত কাব্যবিনোদ রাঢ় অঞ্চলের এক জন রাঢ়িশ্রেণীর বৈদ্য। শিবশঙ্কর হইতে তাঁহার ঊর্দ্ধতম সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সকলেই খ্যাতনামা উপাধিধারী চিকিৎসক ছিলেন। পাঠান রাজত্বের কাল হইতে আওরঙ্গজেবের শাসনের শেষ পর্য্যন্ত এই বংশীয় কবিরাজগণ প্রধান প্রধান রাজপুরুষের চিকিৎসা করিয়া প্রভূত সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। কবিরাজ শিবশঙ্করের জাইগীর নিষ্কর ও জমীদারীর আয় প্রায় বিশ সহস্র মুদ্রা। প্রবাদ এইরূপ, শিবশঙ্করের গৃহে লক্ষাধিক মুদ্রা সঞ্চিত আছে। শিবশঙ্কর রাঢ় দেশের এক জন মান্যগণ্য কবিরাজ। আধুনিক কাটোয়া সবডিভিসনের অন্তর্গত কোন পল্লীতে তাঁহার অধিবাস, তাঁহার বৃহৎ ইষ্টকনির্ম্মিত বাড়ী। বাটীর চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ জলপূর্ণ দীর্ঘিকা। তাঁহার বাটীতে দেবালয়, অতিথিশালা, চতুষ্পাঠী ও চিকিৎসালয় আছে। শিবশঙ্করের একমাত্র কন্যা, নাম ভুবনেশ্বরী।

অদ্য রজনীতে শিবশঙ্করের বাটীতে ডাকাতী হইয়াছে। দ্বাদশটি অশ্বারোহী ও অন্যূন বিংশতি পদাতিক দস্যুগণ ধনসম্পত্তি কিছুই লইতে পারে নাই। তাহারা তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যা ভুবনেশ্বরীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে। বহির্ব্বাটীতে শিবশঙ্কর প্রতিবেশী প্রজা, কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহার অন্তঃপুরে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর আর্ত্তনাদে অন্তঃপুর শব্দিত হইতেছে।

চৈত্রের প্রারম্ভে কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে বাসন্তী রজনীর মধ্যভাগে তাঁহার বাটীতে দস্যুতা হইয়াছে। পূর্ব্ব-গগন লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। অরুণের সুচারু স্যন্দন প্রকাশ হইবার পূর্ব্বদ্যুতিতে পূর্ব্ব-গগন শোভাময়। মানবের সুখ-দুঃখ-অনভিজ্ঞ কোকিল শিবশঙ্করের রসালকাননের বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়া ঝঙ্কার দিতে আরম্ভ করিয়াছে। দোয়েল বকুলশাখায় বসিয়া উচ্চ শীষ দিতেছে। অন্যান্য পতত্রিকুল স্ব স্ব রবে কানন মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। মলয়ানিল যেন জাগ্রত হইয়া কুসুমকাননে প্রবেশ পূর্ব্বক অঙ্গে কুসুম-সুগন্ধ মাখিবার চেষ্টা পাইতেছে। পবনের রঙ্গ দেখিয়া নব কিসলয় ও কুসুম সকল হাসিতে হাসিতে একে অন্যের গায়ে পড়িতেছে। ব্রততী সুন্দরীগণ পলায়নের চেষ্টা পাইতেছে। এই সময়ে শোণিতরঞ্জিতবাস এক অশ্বারোহী বীর একটি বালিকা সহ শিবশঙ্করের বহিঃ-প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্ব-পদধ্বনিতে বহির্ব্বাটীর সকল পুরুষের মন সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। সকলে অশ্বারোহী বীর ও বালিকার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দাশ্রুতে শিবশঙ্করের মুখ প্লাবিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে এই শুভ সংবাদ অন্তঃপুরে প্রচারিত হইল। শিবশঙ্করের পত্নী সতী কুটুম্বিনী ও পরিচারিকাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বহি-র্ব্বাটীতে আগমন করিলেন। তিনি কন্যা ভুবনে-শ্বরীকে অঙ্কে তুলিয়া লইলেন। মাতার নেত্রযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বহির্গত হইতে লাগিল। শিবশঙ্কর আগন্তুক বীরের হস্তধারণপূর্ব্বক তাঁহার পরিচয় লইতে সমুৎসুক হইলেন।

হায়! হায়! শিবশঙ্কর আগন্তুক বীরের পরিচয় লইবেন কি? তিনি দেখিলেন, বীরের বাম বাহুমূলে সাংঘাতিক আঘাত। তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে বীরের বর্ম্ম কাটিয়া হস্তমূল কাটিয়াছে। রুধিরপাতে তাঁহার সকল বস্ত্র সিক্ত হইয়াছে। বীরের অধিক শোণিতপাতে সেই বীরবপু রক্তহীন শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। শিবশঙ্কর ক্ষিপ্রহস্তে বীরের বর্ম্ম খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইলেন। ক্ষতস্থানের দুই মুখ এক স্থানে করিয়া পত্রবিশেষের রসের দ্বারা শোণিতপাত বন্ধ করিলেন ও বস্ত্রাংশ দ্বারা ক্ষতস্থান বন্ধন করিলেন। বীর অবসন্ন-দেহে বসিয়া পড়িলেন। শিবশঙ্কর খলে

গুলিয়া তাঁহাকে দুইটি বড়ী সেবন করাইলেন। এই সকল কার্য্য করিতে করিতে বীরের শরীর অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিল। বেলা দুই দণ্ডের সময় কম্প দিয়া তাঁহার বিষম জ্বর আসিল। প্রবল জ্বরে বীরের জ্ঞানলোপ হইল। শিবশঙ্কর কন্যা ভুবনেশ্বরীর নিকটও বীরের কোন পরিচয় পাইলেন না। তিনি কন্যার প্রমুখাৎ এইমাত্র জানিতে পারিলেন, এই যুবক তাঁহার কন্যার উদ্ধারকর্ত্তা ও অসাধারণ বীর।

দস্যুতার পর তিন দিন তিন রাত অতীত হইয়াছে। চতুর্থ দিনের প্রাতঃকাল। শিবশঙ্কর প্রাতঃকৃত্য করিতে গমন করিয়াছেন। সতীও তথায় উপস্থিত নাই। ভুবনেশ্বরী শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত সরস্বতী-প্রতিমার ন্যায় যুবকের শিরোদেশে উপবেশনপূর্ব্বক ফোঁটায় ফোঁটায় শীতল জল যুবকের ললাটে অর্পণ করিতেছেন। এমন সময়ে পীড়িত যুবক একবার নেত্র উন্মীলন করিলেন। তিনি একবার মুখ ব্যাদান করিলেন। তিনি পুনর্বার নয়ন মুদিয়া বলিলেন—"জল, জল, বড় পিপাসা।"

ভুবনেশ্বরীর আহ্লাদের সীমা থাকিল না, তিনি চীৎকার করিয়া "বাবা বাবা" করিয়া ডাকিলেন। ডাকিবামাত্র কবিরাজ মহাশয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ব্যস্তভাবে সেই গৃহে আগমন করিলেন। তিনি বালিকার মুখে যুবকের জ্ঞানলাভ ও জলপ্রার্থনার কথা শুনিলেন। তিনি যুবককে বিশুদ্ধ শীতল জল পান করিতে দিলেন ও ঔষধ সেবন করাইলেন। তিনি যুবকের সহিত দুই চারিটি কথা বলিলেন। কথায় বুঝিতে পারিলেন, পীড়িত ব্যক্তি সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন।

শিবশঙ্কর ও তদীয় পত্নীর আন্তরিক যত্ন ও অক্লান্ত শুশ্রূষায় যুবকের অবস্থা ক্রমেই ভাল হইতে লাগিল। কবিরাজ-পরিবারে সকলেই পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা ভুবনেশ্বরীই বেশী আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলেন। ভুবনেশ্বরী যে কয়েকটি উপকথা জানিতেন, যে কয়টি ভূতের গল্প শুনিয়াছিলেন ও যতগুলি দস্যুতার বৃত্তান্ত জ্ঞাত ছিলেন, সবগুলি একে একে পীড়িত যুবককে শুনাইলেন। সুয়োরাণী-দুয়োরাণীর উপন্যাস, তিন্তিড়ী-বৃক্ষে মস্তকশূন্য ভূতের কথা এবং বটবৃক্ষের ডালে সন্ধ্যাকালে নাসিকাহীনা প্রেতিনীর আবির্ভাবের গল্প একবার নয়, দুইবার নয়, দশবার রোগীকে শুনাইলেন। যখন এই সকল গল্প করিতেন, তখন তাঁহার মুখে আগ্রহের ভাব একটা জাগিয়া উঠিত—চোখে কখনও আনন্দ, কখনও নিরানন্দ, কখনও বা শঙ্কার ভাব খেলা করিত। পীড়িত বীরও আনন্দ-উৎসাহের সহিত ভুবনেশ্বরীর সকল গল্প মনোযোগের সহিত শুনিতেন। তিনি আরও বুঝিলেন, বালিকা সরল ও অমায়িক। বালিকার চরিত্র নির্ম্মল, বালিকার মন উচ্চাশায় পূর্ণ। বালিকার হৃদয় পরোপকার, স্বদেশানুরাগ, স্বজাতিপ্রেম প্রভৃতি সদ্গুণে পূর্ণ। বালিকার গর্ব্ব অহঙ্কার নাই। তাহার ছোট বড় ভেদ নাই। বালিকা নিজে গুণবতী ও গুণগ্রাহী। সে বসন-ভূষণ ও ধন অপেক্ষা সদ্গুণেরই বেশী আদর করে। বালিকার ধর্ম্মানুরাগ ও ধর্ম্মবুদ্ধি প্রবল। দেব-দ্বিজের প্রতি তাহার অচলা ভক্তি। যুবক বালিকার সহিত যত কথা বলিতে লাগিলেন, তিনি তাহাকে ততই ভাল বুঝিতে লাগিলেন, বালিকাও খেলা ধূলা ও সমবয়স্কা বালিকা ছাড়িয়া পীড়িতের নিকট উপবেশন করাই সুখকর মনে করিতে লাগিলেন, তিনি আবদার করিয়া যুবককে ঔষধ-পথ্য খাওয়াইতে লাগিলেন। বালিকার আবদারে পীড়িত যুবক তাহাকে অধিকতর আত্মীয় ও অধিকতর স্নেহপাত্রী মনে করিতে লাগিলেন।

অবসরমতে শিবশঙ্কর অনেক সময় যুবকের নিকট বসিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী সতীও পীড়িত যুবককে ত্যাগ করিয়া অতি অল্পসময়ের জন্য অন্য কর্ম্মে গমন করিতেন। শিবশঙ্কর যেমন পণ্ডিত, সেইরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি রাঢ়দেশের সকল বৈদ্যগণের বংশপরিচয় জানিতেন। তিনি পূর্ব্বেই যুবকের মুখে অবগত হইয়াছিলেন যে, যুবক বৈদ্যজাতীয়। আর এক দিন কথার কথায় যুবকের সবিশেষ পরিচয় লইলেন। তিনি যুবকের পরিচয় পাইয়া সন্তুষ্ট ও আপনাকে সম্মানিত মনে করিতে লাগিলেন। রাঢ়দেশে এই যুবকের বংশমর্য্যাদা বৈদ্যমাত্রেই অবগত ছিলেন। এই বংশের দেব-দ্বিজে ভক্তি ও পরোপকারবৃত্তির কথা রাঢ়দেশের সকলেই অবগত ছিলেন। এই পরিবারের দেব-সেবা ও অতিথি-সেবার সুখ্যাতিতে বঙ্গদেশ পূর্ণ ছিল। শিবশঙ্কর পরিচয়ে জানিলেন, এই সদাশয় যুবক জমীদার-পুত্র। যুবকের পিতাকে শিবশঙ্কর চিনিতেন। এই যুবকের নাম শচীপতি রায়, বীর যুবক অধিকাংশ পৈতৃক সম্পত্তি অস্ত্রশস্ত্র-সংগ্রহে ও সৈন্যদল গঠনে ব্যয় করিয়াছেন। যুবকের ব্যবসা দস্যুতা-নিবারণ।

যুবক সুস্থ হইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন, শিবশঙ্কর আজকাল করিয়া যুবককে কয়েক দিন যাইতে দিলেন না। এক দিন সন্ধ্যার পর শিবশঙ্কর ও তদীয় পত্নী, যুবককে এক নিভৃত কক্ষে ডাকিয়া লইয়া মধুর কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, শচী, তুমি আমাদের কন্যার উদ্ধারকর্ত্তা। আমাদের দ্বাদশ বর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যা নিশীথ সময়ে পাঠান কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। তাহার পবিত্রতা তুমিই জান। তুমি আমাদের সমান ঘরের ছেলে ও বড় জমীদারের পুত্র, তুমি রূপে-গুণে কার্ত্তিক। আমাদের কন্যাও রূপে-গুণে তোমার অনুপযুক্ত নয়। কি বল বাবা, কি বল?" শচীপতি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমি গৃহী হইলে আপনাদের এ প্রস্তাবে সম্মত হইতাম। আমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে কখন্ মরি কখন্ বাঁচি ঠিক নাই। আমার জমীদারী আর নাই। আমার সকল সম্পত্তি প্রায় নষ্ট করিয়াছি। দস্যুতে আমার চতুঃপার্শ্বে সকল লোকের সর্ব্বনাশ করিবে, আর আমি আমার জমীদারীর আয়ে সুখ ভোগ করিব এ কখনই হইতে পারে না। আমি বঙ্গের দস্যু দমন করব। আমি বিপন্ন পথিককে উদ্ধার করব। একটি দস্যুতা নিবারণ ক'রেও যদি আমি মরি, তবে আমার জীবন সার্থক জ্ঞান করব। আপনার ধন আছে, আপনার কন্যার রূপ-গুণ আছে, আপনার বংশমর্য্যাদা ও কুলগৌরব আছে, আমি আপনার কন্যার পবিত্রতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিব, প্রাণপণ যত্নে তাহার বিবাহের সহায়তা করব।"

শচীপতির স্বর এত দৃঢ় যে, শিবশঙ্কর ও তাহার পত্নী আর কথা বলিতে পারিলেন না। এ পরহিতব্রত মহাপুরুষ বিবাহ করিবে না। তাঁহারা ২।১ দিনের মধ্যে শচীপতিকে বিদায় দিলেন। তিনি বিদায়কালে দেখিলেন, বালিকা ভুবনেশ্বরীর মুখ সর্ব্বাপেক্ষা ম্লান এবং তাঁহার বিদায়কালে তাহার আয়তপদ্মনেত্র হইতে দুই বিন্দু অশ্রু সকলের অলক্ষিতে গণ্ডদেশ বাহিয়া ভূতলে পতিত হইল। যুবক অশ্বে আরোহণ করিয়া সবেগে অশ্ব চালাইয়া দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সদলে।

বর্ত্তমান সময়ের বীরভূম ও দুমকা জেলার সন্ধিস্থলে যে সকল তরুলতা-শোভিত অনুচ্চ শৈলমালা বিরাজ করিতেছে। ঐ স্থানে পূর্ব্বে ও বর্ত্তমানে বহুসংখ্যক ডোম বাগ্দী জাতীয় নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও বাঙ্গালী ভাবাপন্ন সাঁওতাল কোল বাস করিত ও করে। সাঁওতালগণ পর্ব্বত-গহ্বরে ও পত্রনির্ম্মিত কুটীরে বাস করিত। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ বনপার্শ্বে শৈলপ্রান্তে সমতল ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে পল্লীগ্রাম স্থাপনপূর্ব্বক বসবাস করিত। ইহাদের মধ্যে যাহাদের একটু সঙ্গতি ছিল, তাহারা মহিষ, বলদ প্রভৃতি ক্রয় করিয়া হলকর্ষণে শস্যাদি উৎপন্ন করতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করিত এবং যাহাদের কোন সম্বল ছিল না, তাহারা মজুরী করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। কেহ কেহ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিত, কেহ কেহ পশুপক্ষী শীকার করিয়া চর্ম্ম, পালক ও মাংসাদি বিক্রয় করিত। ইহারা সকলেই শ্রমশীল, সবল দেহ ও শীকারে পটু ছিল। ইহাদের স্বভাব কোমল কর্দ্দম সদৃশ ছিল। ইহাদিগকে শিক্ষা দিলে পরোপকারী স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ হইত এবং কুশিক্ষা পাইলে ইহারা দস্যু-তস্করও হইত ইহাদের মধ্যে আর্য্য-অনার্য্য নাম প্রচলিত ছিল। ইহাদের নাম ঝণ্টু, পেণ্টু, কাণ্টু, প্রভৃতিও থাকিত। আবার ইহাদিগের মধ্যে ভজন সাধন, ভকত, রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতিও থাকিত। আচার-ব্যবহারে আর্য্য-অনার্য্যে বড় প্রভেদ ছিল না।

একটি সমতল অনুচ্চ শৈল-শিখরে বহুসংখ্যক শাল তরু অতীতের সাক্ষিস্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল। শাল তরুর নিম্নে কোমল ঘাসসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল। শালবৃক্ষগুলি দূরে দূরে অবস্থিত হইলেও পরস্পরের শাখা-পল্লব সম্মিলিত হওয়ায় বৃক্ষশ্রেণীর নিম্নদেশ বেশ শীতল ও ছায়াযুক্ত ছিল। এইরূপ মনোহর ছায়াময় তরুশ্রেণীর নিম্নে মধ্যাহ্নসময়ে ভজন তাহার দল লইয়া উপবিষ্ট আছে। সেই মধ্যাহ্ন সময়ের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ভজন কহিল, "আরে ভাইয়া ঝণ্টু! আমাদের রাজা ত আইল নারে। রাজার জন্যে আমার পরাণটা খপ খপ কচ্ছে। আজ এক মাস আট দিন রাজা মোদিগকে ছেড়ে গেছে।" ঝণ্টু উত্তর করিল, "হামি ত আগারি রোজ রাজাকে দেখে এসেছি, রাজার হাতে তরালের বড় কঠিন চোট লেগেছে। রাজা মর মর হয়েছিল। রাজা বল্ল, আমি আর সাত দিন পরে দলে যাব।" পেণ্টু কহিল, "রাজা আসে কি না সন্দেহ, একটা খপসুরাৎ লেড়কী সারা দিন রাত রাজার শিয়রে ব'সে থাকে।" ভজন পুনরপি বলিল, "আরে পেণ্টু, অমন কথা বলিস নারে, অমন কথা বলিস্ না। রাজা লেড়কীর মুখ দেখে

ভুলবার আদমী নয়। শত শত সুন্দর লেড়কীর রাজার সঙ্গে সাদি দিতে চেয়েছে। রাজা পরের কাজে জমীদারী উড়াইয়া দিল। রাজা কেবল ঘোড়া আর অস্ত্র কেনে রাজার রাত নাই, দিন নাই, আমাদের সঙ্গে বনে বনে পথে পথে ঘুরে; আর বিপন্ন পথিক, বিপন্ন গৃহস্থের উপকার করে। ভগবান রক্ষা কচ্ছেন, রাজা ত রোজই মরতে পারে। অমন সাহস অমন অস্ত্রচালনা কারো দেখেছিস কি?" ঝণ্টু আবার কহিল, "ভেবেই দেখ না? আমরা কি ছিলাম, কি হয়েছি; আমরা জানোয়ার ছিলাম, রাজার গুণে মানুষ হয়েছি। পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝেছি।" লাণ্টু কহিল, "হাঁ হাঁ ঝণ্ট সাচ্চাবাত কহেছিস, রাজার লেড়কা যো মহলায় তে মহালায় থাকত, ক্ষীর-সর-দই-দুধ-মণ্ডা মিঠাই খাইত। সে এখন পরের জন্য পাহাড়ের উপর কুঁড়ে ঘরে বাস করে। বুনো ফল, শীকারের মাংস, ভুট্টা পোড়া, নুন, ছাতুয়া বা কখনও কখনও দুটা ভাত খায়। পরের জন্য সব জমীদারী নষ্ট করেছে। কেবল ঠাকুর-সেবার জমি-জমাটুকু আছে। অমন রাজা হোবে না রে, অমন রাজা হোবে না। অমন আদমি হোবে না রে, অমন আদমি হোবে না।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে ছইটি যুবতী স্ত্রীলোক ও আটটি বালক রুদ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া কহিল, "ও সরদার—রাজা আইছে রে, রাজা আইছে, ঘোড়ায় আইছে।"

এই কথা বলিতে না বলিতে এক অশ্বারোহী বীর ত্বরিত গমনে সেই তরুতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রায় দুই শত বালক-বালিকা, স্ত্রী-পুরুষ, তথায় সমবেত হইল। সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "রাজা সাহেব কো জয়, রাজা বাহাদুর কো জয়, বর সরদারজী কো জয়।" যুবতী বালিকা ও বালকগণ রাজার শরীরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। যুবতী বালিকা ও বালকগণ বাঁশী মাদোল বাজাইয়া রাজার অভ্যর্থনা গীত গাহিল। রাজা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সেই নবীন তৃণাসনে সেই লোকদিগের সঙ্গে বসিলেন। স্ত্রী-পুরুষ সকলে সমভাবে রাজার চারিদিকে বসিল। দুই পক্ষের কুশল প্রশ্ন হইয়া গেল। রাজা প্রত্যেকের, ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের পর্য্যন্ত, কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্ব্বশেষে রাজা বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে আমাকে 'রাজা' বলতে মানা করেছি, তবে তোমরা আমাকে 'রাজা' বল কেন? তোমরা আমাকে রায় মহাশয়, রায় ঠাকুর বা সর্দ্দার বলতে পার।"

ভজন রাজার কথায় উত্তর করিল, "আরে রাজা, তুই অন্তের রাজা হইস বা না হইস্, তুই মোদের বুকের রাজা। তুই মোদের গুণের রাজা। তুই দানের রাজা ও তুই মোদের দলের রাজা। আরে শুন্‌তে পাই, কৃষ্ণ বিনা যেমন ব্রজের রাখাল কাঁদত। কৃষ্ণ বিনা যেমন গোয়ালার ঝি কতগুলা পাগল হ'ত, তুই বিনা যে মোরা তেমনি হইবে। এক মাস আট দিন আমাদের গায়ে বল ছিল না, খাইতে ইচ্ছা ছিল না, আমোদ ছিল না ও উৎসব ছিল না। তুই মোদের নন্দদুলাল, তুই মোদের গোপাল, তুই মোদের রাজা" —এই বলিতে বলিতে প্রবীণ পুরুষ ভজনের নয়নযুগল অশ্রুপ্লাবিত হইল। অশ্রুপ্রবাহ ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল। রাজার দশাও সেইরূপ, তাঁহার আঁখিযুগল হইতে বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষ কিছুকাল নীরবে অশ্রুপাত করিলেন; কিয়ৎক্ষণ এইরূপে অতীত হওয়ার পর, ভজন রাজার অঙ্গের বসন বিমোচন করিয়া বলিল, "আথারে রাজা, দেখা, তুহার হাতে কোথায় কেমন তরোয়ালের চোট লেগেছিল। আমি তোর হুকুম পালন করেছি। তোকে একবার দেখতেও যাই নাই। আমার বড় কপাল, এই এক মাসে এ দিকে কোথাও ডাকাতি হয় নাই এবং কোন পথিকও মারা যায় নাই। তোর কথামত রাস্তায় রাস্তায় পুকুরের ধারে ধারে বড় লোকের গ্রামে গ্রামে গ্রামে মোদের লোক আছে। শুনলেম; রহিম খাঁ, বকস্ খাঁ, নিমে বাগ্‌দী, নিতাই ডোম এ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চ'লে গ্যাছে।"

রাজার বাহুমূলের তরবারির আঘাত দেখিয়া ভজন ম্লান মুখ হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আরে রাজা ভয়ানক চোট রে ভয়ানক চোট। ডাকাত রহিম খাঁ আমাদের সর্ব্বনাশ করেছিল। যারে রাজা, তুই যা তোর বাড়ী যা, তুই বড় লোকের ছেলে—জমীদারের ছেলে জমীদারী কর্। তুই আর বনে বনে পথে পথে গ্রামে গ্রামে ছারা দিন রাত বেড়াছ না। তোর জমীদারী না থাকে, তুই রাজা হ, আমরা তোর প্রজা হ'ব। তুই ছাদি কর, তোর এ কাজ ছাজে না। আমাকে আর দুঃখ দিছ না। এই ত মরেছিলি আর তোর কি ছাহছ। তুই একা চারিটা পাঠানের সঙ্গে লড়াই করতে গ্যাছিলি। একটা মেয়ে, ছে তোর মা না, বুহিন না, কেউ না, তার নাম জানিস্ না, ঘর জানিস্ না, তার জন্যে মরতে গ্যাছিলি, তোর ধর্ম্ম বুঝি না, কর্ম্ম বুঝি না।"

পাঠকের বুঝিতে কিছু বাকি নাই, এই রাজাই আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত শচীপতি রায়।

শচীপতি বলিলেন, "সর্দ্দার, আমি যে ব্রত গ্রহণ করেছি তা ত তুমি জান, একটা রাজার জীবনও জীবন, একটা বালিকার জীবনও জীবন। আমার জ্ঞাতসারে একটি হিন্দু-পরিবার শোকসাগরে মগ্ন হবে, একটি হিন্দু-মেয়ের জাতি-ধর্ম্ম নষ্ট হবে, এ কি আমি সহ্য করতে পারি? তোমরা ও তুমি আমাকে বড় ভালবাস, তাই আমাকে এ সব কথা বলছ। তুমি কি আমার চেয়ে বড় বিপদের কাজে যাও না। যে দিন সেই গ্রাম পাঠান দস্যুগণ অগ্নিস্মাৎ করে, তোমরা সেই আগুনের সাগরে লম্ফ প্রদান ক'রে, কত স্ত্রী, কত পুরুষ, কত বালক-বালিকার, প্রাণ রক্ষা করলে। তুমি এই শৈলমালার মধ্যে কল্যাণময় শিব।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে শচীপতির দুইটি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ভৃত্য প্রস্রবণের জল, রুটী ও বনজ ফলমূল আহারার্থ লইয়া আসিল। শচীপতি আহার করিতে বসিলেন। শচীপতি আহার করিতেছেন আর সহচরগণের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে কালু মালু ধর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, "রাজা! ছর্‌দার! ছর্ব্বনাছ ছর্ব্বনাছ। পাঁচ্ছ ডাকাত এক ছঙ্গে হয়েছে। রহিম খাঁ, বক্স খাঁ ও রামা বাগ্‌দী এক ছঙ্গে ছিবপুর চরণপুর পোড়াবে, টাকাকড়ি লুটে নেবে এবং যে বাধা দেবে তাকেই কাট্‌বে। মোরা গাছের মধ্যে ব'সে থেকে তাদের পরামর্শ ছব ছুনে এছেছি।"

শচীপতি বলিলেন, "ভয় নাই, কালু মালু তোমরা ঐ পাহাড়ের শেষে বাহিরে গাছ তলায় ব'সে একটু বিশ্রাম কর। ঝণ্টু, পেণ্টু, ঞাণ্টু, তোমরা বড় বড় গাছে উঠে বিপদের বাঁশী বাজাও, দেখ কত লোক জড় হয়।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সম্মুখযুদ্ধে!

রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়াছে, আজ বৈশাখের কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীর রজনী। আকাশ ঘন জলদমালায় সমাচ্ছন্ন। প্রবল বেগে কালবৈশাখী ঝড় বহিতেছে। ধূলা উড়িতেছে, ফল পত্র পড়িতেছে এবং মধ্যে মধ্যে দুই একখানি বৃক্ষ-ডাল ভাঙ্গিতেছে। সময়ে সময়ে আকাশের মূর্ত্তি ভীষণ ও নীরদমালায় সমাচ্ছন্ন এবং সময়ে সময়ে প্রবল বাত্যায় ঘনাবলী অপসারিত হওয়ায় ক্ষীণ রশ্মি দুই চারিটি নক্ষত্র দেখা যাইতেছে। এমন সময়ে শিবপুর গ্রামের নিকট দিয়া দুই অশ্বারোহী পুরুষ ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন। অশ্বারোহীদিগের কটিদেশে অসিকোষ দোদুল্যমান, বক্ষোপরি ঢাল ও বাম বাহুর মধ্যে দীর্ঘ বর্শা তাহাদিগের মাথায় উষ্ণীষ ও অঙ্গে বর্ম্ম। পুরুষদ্বয়ের মধ্যে এক জন যুবক ও অন্য প্রৌঢ়। যুবক মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "আমাদের সর্ব্বসমেত কত লোক এসেছে?"

প্রৌঢ় উত্তর করিল, "চার শত। দেড় শত পায়ে হেঁটে, আড়াইশ ঘোড়ায়।"

যু। সমান চার ভাগ কর, আমরাও চারিটি পথ দেখে এলেম। পথের ধারে যে সকল আম-কাঁঠালের বাগান দেখলেম, তার মধ্যে আমাদের লোকেরা থাকুক। তুমি উত্তর পশ্চিম এবং আমি দক্ষিণ পূর্ব্ব এই দুই পথে আসা-যাওয়া করতে থাকি।

প্রৌ। তোর ইচ্ছা কি?

যু। আমি গ্রামে ডাকাতদিগকে ঢুকতেই দিব না। তাহারা ঢুকতে পরলেই গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেবে।

প্রৌ। তারা পাঁচ শত আমরা চার শত। তারা ঘোড়ায় এসেছে তিন শত ও পায়ে হেঁটে দুই শত। আমরা কি তাদের সঙ্গে পারব?

যু। আমরা গ্রামের লোকের সহায়তা পাব।

প্রৌ। লোককে ত কিছু জানান হ'ল না।

যু। তাই ত ভাবছি কি করি। গ্রামের লোকদিগকে জানালে তারা যদি ভয়ে হৈ চৈ ক'রে পালাতে আরম্ভ করে, তা হ'লে ত বড় বিপদ। হয় ত পলাতক লোকগুলি পথের মাঝেই মারা যাবে।

প্রৌ। তবে তুই কি করতে চাহিস?

যু। তুমি পথের পার্শ্বের বাগানের মধ্যে ঐ বড় বৃক্ষের তলায় কিছু কাল অপেক্ষা কর। আগে আমাদের লোকদিগকে চার পথের ধারের বাগানে বাগানে রেখে এস। আমার ফিরতে একটু দেরী হবে। তুমিও কাজটি যত গোপনে সারতে পার সারিবে।

দুই ব্যক্তি—যুবক শচীপতি ও প্রৌঢ় ভজন। শচীপতি ভজনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তাঁহার বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি ও বর্শা এক বৃক্ষশাখায় সংগোপনে রাখিয়া ধীরে ধীরে অশ্বপৃষ্ঠে গ্রাম্যপথে চলিতে লাগিলেন। তিনি গ্রামের মধ্যে কিছু দূর অগ্রসর হইলে দুইটি লোককে কথা বলিতে বলিতে যাইতে দেখিলেন। শচীপতি তাহাদিগকে একটু দাঁড়াইতে বলিলেন। তিনি তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "মহাশয় আপনাদিগের নাম কি?"

গ্রামবাসী দুই জনের মধ্যে এক জন বলিলেন, আমার নাম রামহরি ঘোষ, আর আমার সঙ্গে ঠাকুর মহাশয়ের নাম কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শচীপতি।—মহাশয়, অতিথি হ'তে পারি কোথায়?

গ্রামের লোক।—যেখানে ইচ্ছা, যার বাড়ী আপনি দয়া ক'রে যান। এই সম্মুখে ব্রাহ্মণপাড়া, পশ্চিমে কায়স্থ-পাড়া, পূর্ব্বদিকে বৈদ্যপাড়া, গ্রামের দক্ষিণ দিকে গন্ধ-বণিক, নবশাক ও দাস-পাড়া। দয়া ক'রে আমার বাড়ী গেলে, আমি যথাসাধ্য আপনার পূজা কর্‌ব। ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ী গেলেও আপনার অযত্ন হবে না। বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বণিক, নবশাক, দাস, যার বাড়ী যাবেন, সেই আপনাকে যথাসাধ্য অর্চ্চনা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে।

হায় রে সে কাল আর এ কাল! তখন বঙ্গের প্রতি গৃহে অন্ন ছিল। তখন চারি মণ চাউল টাকায় বিক্রয় হইত। পয়সায় দুই সেরের অধিক ডাইল বিকাইত। প্রতি গৃহস্থের পুষ্করিণী মৎস্যাগার ছিল। গৃহপালিত গাভী হইতেই দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মাখন পাওয়া যাইত। তখন বঙ্গে অন্নের হাহাকার উঠে নাই। তখন মজুরীর ছড়াছড়ি হয় নাই। তখন লোকের বিলাসিতার প্রয়োজন ছিল না। তখন দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অতিথির প্রতি লোকের ভক্তি ছিল। তখন দেব, ব্রাহ্মণ, অতিথি-পূজা প্রতি গৃহে অনুষ্ঠিত হইত। বঙ্গে তখন রোগের হাহাকার আর্ত্তনাদ উঠে নাই। বঙ্গ তখন স্বাস্থ্যের খনি ও সুখের আবাস ছিল।

শচীপতি পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রামের মধ্যে বড় লোক কে?"

গ্রামের লোক। ঐ যে আম কাঁঠালের বাগানে মধ্যে ঐ যে অনেক পাকা কাঁচা ঘর দেখছেন ঐ মুখুয্যে মহাশয়দের বাড়ী। তাঁহারাই গ্রামের মধ্যে বড় লোক ও জমীদার। নন্দকুমার মুখুয্যে মহাশয়ই ঐ বাড়ীর কর্ত্তা।

শচী। আচ্ছা, তবে মহাশয়রা আসুন, আমি ঐ বাড়ীই যাই।

গ্রামের লোক। মহাশয় আমাদের বাড়ী গেলে কি আপনার ক্লেশ হ'ত?

শচী। না মহাশয় না। ঐ বাড়ীতে আমার বিশেষ জরুরী কাজ আছে। হয় ত সময়ে আপনারাও সে কাজের কথা জানতে পারবেন।

গ্রামের লোক। তবে চলুন, কথা জেনেই যাই।

নন্দকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রকাণ্ড খড়নির্ম্মিত গৃহে বসিয়া আছেন। তাঁহার আসন একখানি বৃহৎ সতরঞ্চ, তাঁহার চারিদিকে অনেক ব্রাহ্মণ উপস্থিত। তাঁহার বামদিকে অন্য সতরঞ্চে গ্রামের অন্য জাতীয় অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত। সম্মুখে মাদুরাসনে নন্দকুমারের প্রজাগণ উপস্থিত। ভজহরি নালিশ করিল, তার দোয়া গাইটা হরি বাগ্দী মারিয়াছে। হরি অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিল, ভজহরির গরুতে তাহার শাকের ক্ষেত তছরুপ করিয়াছিল। নন্দকুমার দণ্ডাজ্ঞা দিলেন, "হরি বাগ্দী যে হাত দিয়া গরু মারিয়াছে, সেই হাত উচ্চ করিয়া দুই দণ্ড দাঁড়াইয়া থাকিবে।" রামা বাগ্দী নালিশ করিল, ফেলু ডোম তাহার স্ত্রীকে দেখিয়া হাসিয়াছে।

ফেলু উত্তরে বলিল, সে হাসিয়াছে সত্য, কিন্তু রামার স্ত্রীর গান শুনিয়া হাসিয়াছে। নন্দকুমার হুকুম দিলেন, "রামার স্ত্রী আর ঘাটে-পথে গান করিতে পারিবে না এবং ফেলু রামার স্ত্রীকে ১২ বার মা বলিয়া ডাকিবে।"

এই বৈঠকখানায় শচীপতি, রামহরি ও কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নন্দকুমার তিন জনকে সাদরে উপবেশন করিতে বলিলেন। শচীপতি বলিলেন, "মহাশয় বিশেষ কোন কথা আছে, আপনি একটু উঠিয়া আসুন।"

নন্দকুমার উঠিয়া আসিলে তাঁহারা তিন জনে বৈঠকখানার কিছু দূরস্থিত এক বকুল-তরুমূলে দাঁড়াইলেন। শচীপতি বলিলেন, "মহাশয় ভয় করিবেন না, হৈ—চৈ বাধাইবেন না, আমি যাহা বলি, ধীর স্থিরভাবে তাহার উত্তর করুন।"

নন্দ।—বলুন।

শ।—এই রাত্রে আপনি কত লোক সংগ্রহ করতে পারেন?

ন।—চার পাঁচ শত।

শ। কি উপায়ে?

ন।—নাগরা বাজিয়ে।

শ।—লোক পাঠাইয়া পারেন না?

ন।—পারি।

শ।—তাদের মধ্যে অস্ত্র ধর্‌তে পারে কত জনে?

ন।—সকলেই। আপনার উদ্দেশ্য বুঝিলাম না।

শ।—আজ আপনাদের গ্রামে ডাকাত পড়বে। রহিমের নাম শুনেছেন। সেই রহিম খাঁ আর ৮জন ডাকাত। তাহাদের তাড়াবার জন্য সাধ্যমত আয়োজন হয়েছে, তবু আশঙ্কা আছে, আপনারা লোক জন ও অস্ত্র-শস্ত্র যোগাড় ক'রে রাখুন। যে যে দিকে বাঁশীর শব্দ শুন্‌বেন সেই সেই দিকে লোক পাঠাবেন।

কাহারও নিকট কিছু প্রকাশ করবেন না। এই কথোপকথনের পর আগন্তুক যুবা দ্রুত অথচ নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন। নন্দকুমার ও তাঁহার প্রতিবেশীদ্বয় গম্ভীরভাবে বৈঠকখানায় বসিলেন। বৈঠকখানায় যত লোক ছিল, অন্য লোক ডাকিতে প্রেরিত হইল।

রাত্রির মধ্যভাগ অতীত হইয়াছে। আকাশ মেঘমালায় সমাচ্ছাদিত। বায়ুপ্রবাহ অতি প্রবল। শিবপুরের উত্তর পূর্ব্ব ও পশ্চিম পথে বহু লোক ও বহু অশ্ব সমবেত। শত শত মশাল-আলোক দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে, এক একবার বায়ুভরে নিবিয়া যাইতেছে। হ্রেষাধ্বনি, অশ্বক্ষুরধ্বনি, অস্ত্রের ঝন্‌ঝন-ধ্বনি ও মার মার কাট কাট শব্দে গ্রাম শব্দিত হইতেছে। একবার পাঠান হটিতেছে, হিন্দু অগ্রসর হইতেছে, আবার হিন্দু হটিতেছে, পাঠান অগ্রসর হইতেছে। বায়ুর গতি কিছু মন্দীভূত হইল। শত মশাল দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। রজনী দিনের ন্যায় উজ্জ্বল হইল। শিবপুরের উত্তর পথে রহিম খাঁ শচীপতিকে দেখিতে পাইলেন। শচীপতিকে সক্রোধে রহিম কহিল, "কাফের। আজ তোর শেষ দিন।"

শচীপতি বলিলেন,—"তোমার শেষ দিন বুঝি একমাস আট দিন পূর্ব্বে গত হইয়াছে।"

শচীপতির এই কথায় রহিমের বৃহদোজ্জ্বল লোচন লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। ক্রোধে তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। রহিম সক্রোধে বলিল, "কাফের। আজ আবার তোকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করি।"

শচীপতি। বেশ, অপর জীবহিংসায় প্রয়োজন নাই।

উভয়ে অশ্ব হইতে লম্ফ প্রদানে অবতরণ করিলেন। রহিম ও শচীপতিতে তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিল। পূর্ব্ব-পথেও বন্য ও ভজনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। পশ্চিম পথে হিন্দু দস্যুর প্রতিদ্বন্দ্বী হইল ঝণ্টু। শচীপতির বিনানুমতিতে শচীর দলের লোকেরা বংশী বাদন করিল। নন্দকুমারের সশস্ত্র লোকেরা তিন পথে আসিয়া শচীর লোকের সহিত যোগদান করিল। নন্দকুমার, কৃষ্ণচন্দ্র ও রামহরি নন্দকুমারের লোক তিন ভাগ করিয়া তিন দলের নেতা হইয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ রহিম ও শচীপতিতে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিল। রহিম আজ পৈশাচিক বলে বলীয়ান্। রহিমের আজ অসি-চালনকৌশল পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। অসি অসির উপর পড়িতেছে, এক অসির সুধার অন্য অসির আঘাতে নষ্ট করিতেছে। কিছুকাল যুদ্ধের পর শচী লম্ফ প্রদানে রহিমের অসির উপর প্রবল আঘাত করিলেন। রহিমের অসি ভগ্ন দ্বিখণ্ড ও হস্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল, কিন্তু সে চক্ষুর পলক মধ্যে ভূতল হইতে লম্ফপ্রদানে উঠিয়া তাহার বলবান অশ্বে আরোহণ করিল এবং বংশী ধ্বনি করিয়া বক্রিম পলায়নপর হইল। এক অপরিচিত অদৃশ্য ব্যক্তির সুতীক্ষ্ম শর পৃষ্ঠদেশ হইতে রহিমের হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করিল। ভজনের এক প্রবল অসির আঘাত বন্যের মণিবন্ধে পতিত হইল। ঝণ্টুর আঘাতে হিন্দু দস্যুর বাম হস্ত কর্ত্তিত হইয়া পড়িল। তিন দল দস্যুই পলায়ন করিল।

ধূর্ত্ত দস্যুদল পলায়ন করিলেও শচীপতি উষা আগমন পর্য্যন্ত শিবপুরে অপেক্ষা করিলেন। নন্দকুমার শচীপতির পরিচয় লইবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। শচীপতি উষার আগমনেই সদল বলে প্রস্থান করিলেন। নন্দকুমার কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "এ মহাত্মার পরিচয় পাইলাম না।"

তদুত্তরে কৃষ্ণচন্দ্র উত্তর করিলেন, "চিনিতে কি আর বাকী আছে? এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেই স্বার্থত্যাগী পর-হিতব্রত অতুল বিক্রমশালী অস্ত্র-শস্ত্র-নিপুণ শচীপতি রায়। নন্দকুমার একটু চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, "তাই বটে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কুটীরে।

"আমার খসমটা দেখতে মোটেই ভাল না। বড় বড় পা, শক্ত শক্ত হাত, গোল গোল চোখ কেমন বিকট মুখ, কেমন আড়ানে আড়ানে কথা বলে, মুখ ব্যাকা করিয়া হাসে—মোটেই ভাল না, মোটেই ভাল না। আমাদের রাজা সেই রায় ঠাকুর কেমন সুন্দর, কেমন বলবান অথচ কোমল শরীর। যেমন চোখ, তেমনি নাক, তেমনি মুখ, তেমনি দাঁত, তেমনি কাল কাল চুল, তেমনি হাত পা, তেমনি বুক, তেমনি মাজা। চাঁপা ফুলের মত রং। পদ্মের মত চোখ ও হাতীর দাঁতের মত সাদা দাঁত। মরি! মরি! মরি! কথা কি মিষ্টি! আমার খসমটা ম'রে যেত আর রাজা আমার খসম হ'ত, তা হ'লে বড় ভাল হ'ত। নাই বা ম'লো, কত জনে ত স্বামী থাকতে অন্য পুরুষের সঙ্গে চ'লে যায়। আমি রাজাকে স্পষ্ট বলব, আমি তাঁকে বড় ভালবাসি। রাজার বড় দয়া, সে আমাকে নিশ্চয়ই রাখবে। সে সাদি ত

করে নাই, তাহার ঘরে কোন জেনানা লোকও নাই। তবে কি না রাজা ঠাকুর, আর আমি বাগ্‌দী। তা রাজা ত আমাদের জাতকে তেমন ঘেন্না করে না, আমাদের মরদগুলাকে ত ছোঁয়। তবে রাজাকে ভুলাতে হ'লে রূপ চাই, কাপড় গয়না চাই। তা আমার রূপ কমই বা কি? আমি দেখেছি, আমার রং ঠিক রাজার রংয়ের মত। আমার চুল ঠিক রাজার চুলের মত কালো। আমার চুল লম্বা ও প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত। আমার কপাল, নাক, চোখ, মুখ, দাঁত, গলা, হাত, পা, বুক, মাজা কোনখানে কোন তফাৎ নাই। রাজা ত আমার সঙ্গে বেশ হেসেও কথা বলে। ওঃ! তাতে কিছু হবে না। রাজা ঐরূপ ভাবেই সকলের সঙ্গে কথা বলে। রাজা ঐরূপই সকলকে ভালবাসে। যা হ'ক গোপনে দেখা পেলে আমি রাজাকে আমার পিরীতের কথাটা বলব। যদি রাজা আমায় ভালবাসে, তবে বাঁচব, আর যদি রাজা ভাল না বাসে, তবে মরব।"— এইরূপ একাকিনী ঘরে বসিয়া ঝণ্টুর পত্নী কুসুম ওরফে কুলসুম চিন্তা করিতেছিল। এ সময়ে রজনী এক প্রহর হইয়াছিল।

কুসুম আবার ভাবিল, রূপ আমার কম নয়। আমি যদি রাজার মত তেল মাখতে পাই, আমি যদি রাজার মত ধোলাই কাপড় পরতে পারি, তার উপর আমার যদি দু' একখানি গহনা হয়, তা হ'লে এ রাজার রাণী কেন, দিল্লীর বাদশাহের বেগমের মত সুন্দরী আমায় দেখাতে পারে। মুর্শিদাবাদের নবাবের এক বেগম ত আমি দেখেছি। তার রূপ ত আমার রূপের কাছে কিছুই নয়। আমি যখন আয়নায় নিজে নিজে আমার মুখখানা দেখি, তখন আমি মনে মনে ভাবি, যে কিসের অন্নপূর্ণা, কিসের জগদ্ধাত্রী? আমার মুখের মত মুখ ভাল কারিকরেও গড়তে পারে না। ঝণ্টু—ঝণ্টু আমার অনুপযুক্ত স্বামী। তার ঘর আমি কর্‌ব না। যদি রাজা আমায় লয় ত নিল, না লয় ত আমি দেশ ছেড়ে চ'লে যাব। মনের আশা মনের বাসনা যদি পূর্ণ না হয়, তবে আর এ ঘরকন্নার জঞ্জালে কাজ কি? ঝণ্টু আমাকে খুব সোহাগ করে। সে আমাকে মনে-প্রাণে ভালবাসে। তার ভালবাসায় আমার রাগ হয়, পীপড়ায় মধু ভালবাসে, মধু ত পীপড়াকে ভালবাসে না। মধু পীপড়াকে আপনার মধ্যে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলে। আমি এমন পাপ করব না। আমি পতিঘাতিনী, নরঘাতিনী হব না। আমি সংসার ছেড়েই চ'লে যাব। উপযুক্ত ভালবাসার লোক অভাবে সংসার বন।"

এই সময়ে ঝণ্টুর গৃহদ্বারে উচ্চরবে কেহ ডাকিল, "ঝণ্টু, ঝণ্টু ঘরে আছ? কা'ল সকালে, অতি সকালে শীকারে হরিণ মারতে যেতে হবে।"

কুসুম উত্তর করিল, "রাজা, রাজা সাহেব আসুন, বসুন। ঝণ্টু ক'ওড় বেঁধে আমাকে ঘরে আটকিয়ে রেখে গেছে। আপনি ক'ওড় খুলে ঘরে আসুন।"

রাজা উত্তর করিলেন, "না না, আমি ঘরেও আস্‌ব না বস্‌বও না। তোমরা দয়া ক'রে সকলেই আমাকে ভালবাস। তোমাদের ভালবাসাতে দুরন্ত ডাকাতের দল আমাকে একটু ভয় করে। তোমরাই আমার বল, তোমরাই আমার সাহস, তোমরাই আমার সম্বল এবং তোমরাই আমার মা বাপ।"

কু। না রাজা, সকলে তোমাকে যেমন ভালবাসে, আমি তেমন ভালবাসি না। মেয়ে মানুষে স্বামীকে যেমন ভালবাসে, আমি তোমাকে তেমনি ভালবাসি।

রা। কুসুম, ওরূপ কথা মুখেও এনো না। তুমি আমার মা। তোমার গুণবান্ স্বামীকে ভক্তি কর। ঝণ্টু যে সে লোক নয়। ঝণ্টুর অসীম বল, অতুলনীয় সাহস এবং সুন্দর অস্ত্রচালনাকৌশল, ঝণ্টু স্বার্থত্যাগী পর-হিত-ব্রত মহাবীর। এমন দেবতাকে ভক্তি পূজা করতে শিখ।

কু। না রাজা, আমি ওরূপ কাট-খোট্টা মরদের ঘর করব না। তার বুদ্ধি নাই, বিবেচনা নাই, আক্কেল নাই। দেখুন্ না, আমাকে একা এক ঘরে বন্ধ ক'রে রেখে গিয়েছে। মিন্‌সে ভজনের বাড়ীতে গিয়ে মাদল বাজিয়ে নাচ-গান করছে। তুমি যদি আমাকে রাখ, তবে আমি ঘরে থাকব, নচেৎ আমার পা যে দিকে যায়, সেই দিকে যাব।

রা। না কুসুম, ওরূপ কথা মুখেও এন না। তোমরা আমার মা-বোন্। আমি কখনও তোমাদের প্রতি পাপ-চক্ষে দৃষ্টি করি না। পতি—স্বামী স্ত্রীলোকের দেবতা। পতির ঘর করাই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম। তুমি ভক্তি ও ভালবাসার চোখে ঝণ্টুর প্রতি চেয়ে দেখ, ঝণ্টু রূপে-গুণে কার্ত্তিক। তুমি জান না, তোমার প্রতি ঝণ্টুর ভালবাসা অপরিসীম ও অগাধ। এরূপ পতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখ না।

কুসুম কাঁদিয়া বলিল, "যাও রাজা, তুমি যাও। আমার পথ আমি দেখব।"

রা। আমি ইচ্ছা ক'রে তোমাকে কোন ক্লেশের কথা বলি নাই। যদি আমার কথায় তোমার কোন ক্লেশ হয়ে থাকে, তবে আমায় ক্ষমা কর। সাবধান,

সাবধান, ধর্ম্মের পথ হ'তে একটুও এ-দিক ও-দিক হয়ো না।

কু। রাজা, তুমি যেমন ভাল লোক, তেমন কথাই বলেছ। তোমার কথায় আমি কাঁদি নাই। আমার কপাল ভেবে কেঁদেছি। আমি ত ভাবি যে, ঝণ্টুকে ভালবাসব, কিন্তু মন যে ভালবাসে না।

রা। মনকে ভালবাসিতে শিখাও।

কু। আচ্ছা রাজা! তুমি তোমার কাজে যাও। তোমার অনেক কাজ।

শচীপতি—যাঁহাকে এই সকল লোকেরা রাজা বলিত, তিনি এতক্ষণ কুসুমের সহিত কথা বলিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। তিনি ভজনের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। প্রত্যূষে শীকারে যাইতে হইবে, ভজনের দলের লোকদিগকে জানাইলেন। কুসুমকে একাকিনী রাখিয়া আসা ভাল হয় নাই—এ কথা তিনি ঝণ্টুকে বুঝাইয়া দিলেন। ঝণ্টু দ্রুতপদে গৃহে গমন করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সখীদ্বয়ে।

সংসারসাগরে ধন-সম্পত্তির জোয়ার-ভাটা খেলে। মুহূর্ত্তমধ্যে এক জনের ধনসম্পত্তি সহস্র গুণ বাড়িয়া উঠিল, সেই সময়ে অন্যের ধনসম্পত্তি কোথায় চলিয়া গেল। কবিরাজ শিবশঙ্কর এক বৎসর হইল, মর্ত্ত্যধাম ছাড়িয়াছেন। তাঁহার শ্যালক আসিয়া সংসারের কর্ত্তা হইয়াছে। তাঁহার সঞ্চিত ধন দস্যুগণ অপহরণ করিয়াছে। তাঁহার রাজস্ব বাকী পড়ায় তাঁহার ভূসম্পত্তি নবাব অন্যের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ভুবনেশ্বরী অদ্যাপি অনূঢ়া। যৌবনকালোচিত লাবণ্য-সুষমায় তাহার সৌন্দর্য্যময় বপুর অত্যুৎকৃষ্ট সৌষ্ঠব সাধিত হইয়াছে। তাঁহার উজ্জ্বল চঞ্চল আয়ত লোচন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া চাঞ্চল্য পরিহার করিয়াছে। তাঁহার অস্থির গতি এক্ষণে ধীর স্থির হইয়াছে। তাঁহার সদা প্রফুল্লিত হাস্যময় মুখ এক্ষণে গাম্ভীর্য্য-গরিমায় মণ্ডিত হইয়াছে। ভুবনেশ্বরীর সখী চন্দ্রমুখী। ভুবনেশ্বরী আজ চন্দ্রমুখীর বাটীতে গিয়াছে। চন্দ্রমুখী কথায় কথায় বলিল—"সখি! তোমার সঙ্গে আর বেশী দিন দেখা হবে না। এই ত ২৮শে বৈশাখ তোমার বে'। যার সঙ্গে তোমার বে হ'চ্ছে, তার ঘরে লোক নেই। বে'র পরই সে তোমাকে নে' যাবে।

এক বিপত্নীক ৬০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। বিবাহপ্রসঙ্গে ভুবনেশ্বরীর নয়ন হইতে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। চন্দ্রমুখী বলিলেন, "বিবাহপ্রসঙ্গে কাঁদ কেন সখি? কৃষ্ণধন সেনের বেশ টাকা-কড়ি আছে।"

ভুবনেশ্বরী কিছুকাল নিস্তব্ধ থাকিল, পরে বলিল, "সখি, স্ত্রীলোকে কি স্বামীর ঐশ্বর্য্যই চায়?"

প্রিয়সখীর এই মর্ম্মভেদী কাতরোক্তিতে চন্দ্রমুখীর চক্ষেও জল আসিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "প্রিয়সখি, প্রিয় ভুবন! এখন আর তোমার বাপের আমলের ধনসম্পত্তি নাই। এখন তোমার যবন-দোষ রটেছে। তোমার মামা এ বে'র কর্ত্তা। তিনি কাহারও কথা শুনেন না। অন্য লোকে তোমায় বিবাহ করতে চায় না। কি করবে? তোমার কপালের দোষ।"

রোরুদ্যমানা ভুবনেশ্বরী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "ভাগ্যই সকলের মূল। বাবার মৃত্যু, দস্যুতা ও নবাবের বিরাগ, এক সঙ্গে তিন বিপদ।"

চ। দোষটি তোমার মা'র। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করলেন না, আনলেন ভাইকে। সে ভাই—স্বার্থপরতার প্রতিমূর্ত্তি কুটিলতার আলেখ্য, অধর্ম্মের নব অবতার। দস্যুতাও দস্যুতা নয়। নবাবের বিরাগও বিরাগ নয়। তোমাদের পুরাতন দেওয়ান কালী খুড়া বলেন, "কর্ত্রী আমাকে ডাকলে এখনও সম্পত্তি রক্ষা করতে পারি। নগদ টাকা যা নিয়েছে, তার আর উদ্ধার নাই।"

ভুবনেশ্বরী মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, "সখি, আমার একটু উপকার করবে? স্বর্গে হরি আছেন, আর মর্ত্ত্যে হরির প্রতিনিধিস্বরূপ আমার একটি সহায় আছেন। তাঁকে তুমি সংবাদ দিয়ে আনতে পার?"

চ। কে তিনি?

ভু। তুমি এখনও বুঝতে পার নি? যিনি আমাকে রহিম খাঁয়ের হাত হ'তে উদ্ধার করেছেন সেই মহাত্মা। তিনি বাবাকে ও আমাকে ব'লে গিয়েছেন যে, তিনি আমাদের বিপদ সময়ে সহায়তা করবেন।

চ। তিনি কোথায় আছেন, কিরূপে তাঁকে সংবাদ দেই?

ভু। তাঁহার লোক সর্ব্বত্র আছে। একটু দেওয়ান খুড়ার সহায়তা নিতে হবে। বনে, জঙ্গলে, পথে, ঘাটে, গ্রামে যে সকল কাল পাগড়ী আঁটা ও তাহাতে পাখীর পালক বসান লোক বেড়ায়,

তাহারাই তাঁহার লোক। তাদের কাছে পত্র দিলে তিনি পত্র পাবেন।

চ। কি লিখব ?

ভ। তুমি আমার সখী, পত্রখানা তুমি আমার হয়ে লিখ্ছ, আমার বিপদ। তাঁহার দর্শন লাভ প্রার্থনা করি।

চ। এতে যদি হয়, তবে আমি তাঁকে সংবাদ দিতে পারব।

এই কথোপকথনের পর ভুবনেশ্বরী গৃহে যাই-বার অভিলাষ জানাইলে চন্দ্রমুখী বলিলেন, "এক-খানা পত্রের মুসবিদা দেখিয়া যাও।

ভু।—পত্র লিখেছ, না লিখবে ?

চ।—পত্র লিখেছি, তাহারই মুসবিদা।

এই বলিয়া চন্দ্রমুখী বাক্স খুলিয়া একখানি ক্ষুদ্র পত্রের মুসবিদা ভুবনেশ্বরীকে দেখাইলেন। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল:—

৺শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং।

মহিমাবরেষু—

আমি ভুবনের সখী, তাহা আপনি জানেন। "আপনার" ভুবন বিপদে। অবিলম্বে আপনার আগমন ও দর্শনলাভ বাঞ্ছনীয়। অগে আমাদের বাটীতে আসিবেন। নিবেদন ইতি।

লেখিকা—শ্রীচন্দ্রমুখী দেবী।

মুসবিদা দেখিয়া ভুবনেশ্বরী বলিল, "সখী, এই আপনার শব্দটি ভাল হয় নাই।"

চ। আমি কি মিথ্যা লিখিয়াছি? বরং আমার লেখা উচিত ছিল, "আপনিময় আপনার ভুবন।"

ভুবনের সুন্দর মুখ রক্তবর্ণ হইয়া লজ্জায় অবনত হইল। চন্দ্রমুখী তাহার চিবুক ধারণ করিয়া বলিল, "দ্যাখ ভুবন, আমি মেয়েমানুষ না? আমি তোর সখী না? আমি তোর মনের ভাব জানি না? আমি যা লিখেছি, ঠিক লিখেছি। তিনি আজ না কালই আসবেন। তাঁহার দলের লোকেরা তাঁহাকে রাজা বলে। তাঁহার দলের লাণ্টু ব'লে গিয়েছে, তিনি বর্দ্ধমানে ডাকাত ধরতে গিয়েছেন। তিনি ফিরলেই এখানে আসবেন। যদি কোন চুরী ডাকাতির আশঙ্কা থাকে, তবে লাণ্টু তাহার দল নিয়ে আসতে পারে। আমি ব'লে দিয়েছি, রাজাকে একাকী আসতে ব'ল। বড় গোপনীয় কাজ, বড় জরুরি কাজ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শৈল গহ্বরে।

শীতঋতু ধরায় আগমন করিয়াছে। ভুমকা জেলার পাঁকুড়া অঞ্চলে সুদৃঢ় প্রস্তরের শৈলমালা ম্লান-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সকালে সন্ধ্যায় কুজ্ঝটিকায় দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে। শীতের ফুল ম্লান মুখে ফুটিয়া রহিয়াছে। শীতঋতু প্রবল বায়ুরূপ তীক্ষ্ণ দশনে জীবকুলকে দংশন করিতেছে। আজ মাঘের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। এক উচ্চ গিরির গহ্বরমধ্যে ব্যাঘ্র-চর্ম্মাসনে কৃষ্ণানন্দ স্বামী আসীন। কৃষ্ণানন্দের পরি-ধেয় বসন গৈরিক মৃত্তিকা রঙ্গে রঞ্জিত। তাঁহার অষ্টাঙ্গে বড় বড় অক্ষমালা। তাঁহার ললাটে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি সিন্দূরের ফোঁটা। কৃষ্ণানন্দ তান্ত্রিক সাধক। অবিলম্বে পুষ্প-সাজি হস্তে লইয়া শিবানন্দ সেই গহ্বরে প্রবেশ করিল। কৃষ্ণানন্দ কহিলেন, "বাপ শিবানন্দ! আজ মায়ের পূজার জন্য পঞ্চম'কারের যোগাড় হয়েছে ত?"

শিবানন্দ উত্তর করিল, "প্রভো! আপনার আশী-র্ব্বাদে সকলেরই যোগাড় হয়েছে।"

কৃষ্ণ। সাধনার প্রধান সহায় কামিনী। অগ্রে কামিনীটিকে আমার নিকট নিয়ে এস।

বাক্যব্যয় না করিয়া শিবানন্দ অন্য গহ্বরে প্রবেশ করতঃ এক রুক্ষকেশা, মলিনবেশা, অতুলনীয়া সুন্দরী অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতীকে লইয়া শিবানন্দ কৃষ্ণানন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন। যুবতীর সর্ব্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুগঠিত ও পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত। কৃষ্ণানন্দ যুবতীকে দর্শনমাত্র বিস্মিত ও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুসুম, কুসুম! তুই এখানে?"

কুসুম উত্তর করিল, "হাঁ ঠাকুর! আমার আর ঘরকন্না ভাল লাগে না।"

কৃষ্ণানন্দ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এই বালিকা আমারই পাপের বিষময় ফল। বাগ্দী কন্যার গর্ভে আমার পাপেই ইহার জন্ম। ডোম বাগ্দীর ঘর ইহার ভাল লাগিবে কেন? ইহার মন উচ্চাশায় পূর্ণ। আর পঞ্চম'কার সংগ্রহ করব না। তান্ত্রিক পঞ্চম'কার কি, তাহা ভাল বুঝি না। আমি যতবার এই ভাবের উপাসনা করতে গেলাম, ততবারই বিঘ্ন হ'ল। এখন হইতে সাত্ত্বিকভাবে মা'র উপাসনা করব। যাহা হউক, শিবানন্দকে সাত্ত্বিক ভাবে পূজোপকরণ সংগ্রহ করিতে বলিয়া মেয়েটা কেন গৃহত্যাগী হইয়াছে জানি।" প্রকাশ্যে বলিলেন,

"শিবানন্দ! আর পঞ্চম'কারের প্রয়োজন নাই। এখন হইতে সাত্ত্বিক ভাবে মায়ের অর্চনা করিব। এই দেখ, তুমি পাঁচ বার পঞ্চম'কার সংগ্রহ করিতে গেলে, প্রত্যেক বারেই বিঘ্ন হ'ল। এই বালিকা বিকৃতমনা। ইহার উপর আমার কন্যা-স্নেহ উপস্থিত হয়েছে। এ সাধনায় সহায় হ'তে পারে না। যাও তুমি, সাত্ত্বিক উপকরণ সংগ্রহ ক'রে আন।"

শিবানন্দ পূজোপকরণ সংগ্রহ করিতে চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণানন্দ নবাগন্তা যুবতী কুসুমের মস্তকোপরি, পৃষ্ঠদেশে, মেরুদণ্ডের উপর ও দুই করে প্রক্রিয়া বিশেষ আরম্ভ করিলেন। যুবতী তখন সম্পূর্ণ কৃষ্ণানন্দের আয়ত্তাধীন হইল। কুসুম তখন নিজে নিজে বলিতে লাগিল, "যে সংসারে সুখ নাই, সে সংসার করব না, করব না, করব না। না খেয়ে মরি সে-ও ভাল। দুই দিন খাই নাই, তাই কি হয়েছে। ঝণ্টুকে ভালবাসি না। তাকে ভাল দেখি না। রাজা শচীপতিকে ভালবাসি। সে আমায় চায় না। এ রূপের রাশি মুক্ত বায়ুতে নষ্ট করব। ফুল দেব-পূজার জন্য, যে ফুল দেব-পূজায় লাগে না, সে ফুল মুক্ত বাতাসে নষ্ট হইয়া যায়।"

কৃষ্ণানন্দ যুবতীকে আর কিছু বলিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, জারজ সন্তানের মতি-গতি এরূপ হওয়াই সম্ভব। ইহাকে সৎপথে ধর্ম্মবলে আনিতে হইবে। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "কুসুম, উঠ, ঐ প্রস্রবণের জলে স্নান করিয়া এস।"

কুসুম উঠিল। সে প্রস্রবণের জলে স্নান করিয়া আসিল। কুসুমকে কৃষ্ণানন্দ একখানি গৈরিক বসন পরিধান করিতে দিলেন। তাহার হস্ত-পদ প্রক্ষালন করিতে বলিলেন। কুসুমকে কৃষ্ণানন্দ এক আসনে বসাইলেন। স্বামী তাঁহাকে তান্ত্রিক মতে শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। বলিলেন, "কুসুম এই ইষ্টমন্ত্র জপ কর। ঝণ্টুকে চিন্তা কর।"

কুসুম ইষ্ট-মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। স্বামী তাহার মস্তকোপরি জপ করিতে লাগিলেন। কুসুম আপনা আপনি চক্ষুর্দ্বয় বুজিল। সে কিছুক্ষণ পরে আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "বাঃ—বাঃ—বাঃ—আমার ঝণ্টু এমন সুন্দর? এমন গুণ? এমন বীর? ওঃ কি ভয়ঙ্কর নরক! রাজা আমার পরম সুহৃদ্! রাজাকে স্পর্শ করিলে যে আমি বিষম নরকে পড়িব। ঝণ্টুই আমার দেবতা। ঝণ্টুই আমার ঠাকুর। আজ হ'তে আমি ঝণ্টুর পূজা করব, ঝণ্টুর ঘর করব। ঝণ্টুর ঘরে এত সুখ, তা আমি চোখ থাকতে দেখি নি, আমি আঁধা আমি—আঁধা। আমি ভুল ক'রে দেবতা চিনি নাই। আমি ছুটে গিয়ে ঝণ্টুর পায়ে পড়ব—ক্ষমা চাব।"

কৃষ্ণানন্দের প্রক্রিয়া শেষ হইলে কুসুম ম্লান মুখে গহ্বরের এক পার্শ্বে সরিয়া বসিল। শিবানন্দ সাত্ত্বিক ভাবে দিক্‌বসনা দিগম্বরী কালহৃদয়বাসিনীর ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন করিলেন। কৃষ্ণানন্দ মায়ের পূজা করিয়া হোম করিলেন। পূজান্তে সকলে মায়ের প্রসাদ ভোজন করিলেন। কুসুম তিন দিন কৃষ্ণানন্দের গহ্বরে অবস্থিতি করিল। কৃষ্ণানন্দ তাহাকে তিন দিন জপ পূজা অর্চনা শিখাইলেন। কুসুম তিন দিন ঝণ্টুর ধ্যান করিল এবং কৃষ্ণানন্দ তাহার শরীরে ভক্তি জাগরূক করিবার জন্য তান্ত্রিক প্রক্রিয়া-বিশেষের অনুষ্ঠান করিলেন। তাহার মন পতিভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে মানস-নেত্রে দেখিল, ঝণ্টু পরম রূপবান্ গুণবান্ দেবতা। সে ঝণ্টুর পূজা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। চতুর্থ দিন প্রাতে কুসুম কৃষ্ণানন্দকে প্রণাম করিয়া কি বলিবে বলিবে মনে করিয়া বলিতে পারিল না। কৃষ্ণানন্দ প্রকাশ্যে বলিলেন, "মা, তোমার মনের ভাব আমার বুঝিতে বাকী নাই। যাও, পতিগৃহে পতিপূজা করিয়া সুখী হও। বিপদ-আপদে আমায় স্মরণ করিও। আমি উপস্থিত হইয়া যথাসাধ্য প্রতীকার করিব। পুনরায় কৃষ্ণানন্দকে প্রণাম করতঃ তাহার বস্ত্রাদির পুটুলিকা হস্তে করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গৃহে।

ঝণ্টুর একখানি মাত্র গৃহ। গৃহখানি পল্লীর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এই পল্লীখানি যেন এক অনুচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে ঝুলিতেছে। ঝণ্টুর বাটী গ্রামের অন্য গৃহস্থের বাটী হইতে অন্যূন ৪০০ শত হস্ত দূরে অবস্থিত, কুসুম বাগ্‌দী-কন্যা হইলেও তাহার গৃহখানি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। তাহার গৃহখানি সামান্য হইলেও মলিনতা বর্জ্জিত ছিল। কুসুম স্বহস্তে একটি কুসুমোদ্যান করিয়াছিল। এক বৃক্ষমূলে ঝণ্টুর রন্ধন-কার্য্য সমাধা হইত। সেই রন্ধনস্থানও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিত। ধান্য হইতে তণ্ডুল প্রস্তুত করিবার জন্য প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে একটি উদুখল ও মূষল পতিত ছিল। ঝণ্টুর কুটীরদ্বারোপরে গণেশ, কৃষ্ণ-বলরাম, শিব ও একটি গোপাল টাঙ্গান ছিল।

আজ সাত দিন ঝণ্টুর স্ত্রী গৃহছাড়া। ঝণ্টু তাহার কত অনুসন্ধান করিয়াছে, কোথাও পায় নাই। কুসুমের পিতৃকুলে এক পিতৃষ্বসা ভিন্ন আর কেহ নাই। ঝণ্টু তাহার বাটীতেও কুসুমের সন্ধান লইয়াছে। এ কয়েক দিন ঝণ্টুর আহারে প্রবৃত্তি নাই, দস্যুনিবারণের সাহস নাই, শীকারে স্ফূর্ত্তি নাই, এবং পরোপকারে বল নাই। শচীপতি বলপূর্ব্বক ঝণ্টুকে লইয়া আহার করাইতেছেন। আজ বলপূর্ব্বক শচীপতি ঝণ্টুকে শীকারে লইয়া গেলেন। আজ অপরাহ্নে ঝণ্টু বর্শাহস্ত ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিতেছে। তাহার গতি মন্দ ও মুখকান্তি বিষণ্ণ। ঝণ্টু দূর হইতে দেখিল, তাহার রন্ধনস্থান বৃক্ষমূল হইতে ধূমপুঞ্জ আকাশ-পথে উত্থিত হইতেছে। ঝণ্টুর গতি একটু দ্রুত হইল। দূর হইতে ঝণ্টু দেখিল, তাহার পুষ্পোদ্যানের একটু পারিপাট্য সাধিত হইয়াছে। সে অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল, তাহার গৃহদ্বয় উন্মুক্ত রহিয়াছে। আহ্লাদে ঝণ্টুর হৃদয় পূর্ণ হইল। ঝণ্টু বাটীর অতি নিকটে আসিয়া দেখিল, রূপের ছটায় বৃক্ষমূল আলো করিয়া কসুম রন্ধন করিতেছে। ঝণ্টু আহ্লাদে উৎসাহে উন্মত্তপ্রায় হইয়া ছুটিয়া গৃহে আসিল এবং উচ্চরবে বলিল, "আরে কুলছুম্। আরে আমার আঁধার ঘরের মাণিক! আরে আমার আঁধার ঘরের আলোক! আরে আমার হৃদয়ের পূজার দেবতা! আরে আমার গতরের বল! আরে আমার মনের ছাহছ। আরে আমার ধরমের বুদ্ধি। আরে আমার করমের রুচি। তুই এ কয় দিন মোকে ছেরে কোথায় ছিলি রে কুলছুম, কোথায় ছিলি? তুই আমারে জানে পরাণে মার্‌ছিলি রে মার্‌ছিলি।"

কুসুম জীবনে যাহা করে নাই, আজ তাহাই করিল। সে দৌড়াইয়া আসিয়া ঢিপ করিয়া ঝণ্টুর পায়ের নিকট একটি প্রণাম করিল। সে একখানি চৌপায়া টানিয়া আনিয়া ঝণ্টুকে বসিতে দিল। সে এক লোটা জল আনিয়া ঝণ্টুর পা ধোয়াইয়া দিল ও আর এক লোটা জল আনিয়া ঝণ্টুর হাত-মুখ ধুইতে দিল এবং তাড়াতাড়ি তামাক সাজিয়া দিল।

ঝণ্টু আহ্লাদে ডগমগ হইয়া সকলগুলি দন্ত প্রকাশ করতঃ বলিল, "আরে আমার পরাণ কুলছুম, আরে আমার জান কুলছুম, তোর যে রূপ হাজার গুণ বেরেছ। তোর গুণ যে লছ হাজার গুণ বেরেছে।

এই বলিয়া ঝণ্টু কুলসুমকে বুকে টানিয়া লইতে গেল। কুলসুম সলজ্জভাবে বিষম অপরাধীর ন্যায় অশ্রুসিক্ত মুখে একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

ঝণ্টু বলিল, "আরে কুলছুম, তুই কাঁদিছ ক্যানে রে, কুলছুম কাঁদিছ কেন, তোর দোছ আমি দেখি না; তোর গুণ আমি দেখি। তুই কেন গেছিলি, কোথা গেছিলি, আমি জিজ্ঞাসাও করবো না, কুছ করবো না। তুই দোছ করিছ কর; তুই আমার জীবন তুল্য থাক্‌বিই থাকবি।"

কুসুম কাতর কণ্ঠে বলিল, "আমি বড় দোষ করেছি।

ঝ। তোর দোছই আমার গুণ।

কু। না স্বামিন্, আমি মনে মনে বড় দোষ করেছি। আমি তোমাকে ভালবাসতাম না। আমি রাজা শচীপতিকে ভালবাসতাম। রাজাকে আমি আমার ভালবাসার কথা বলেছিলাম। রাজা আমায় ভালবাস্‌লেক না। রাজা আমাকে মা ব'লে লক্ষ্মী ব'লে তোমাকে ভালবাসতে পরামর্শ দিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল, তাই আমি ঘর করবো না ব'লে চ'লে যাই। আমার শিক্ষা-দীক্ষা দুই-ই হয়েছে। আমি বুঝেছি, তুমি আমার দেবতা, তুমিই আমার সব। তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে?

ঝ। আরে কুলছুম, এ ত তোর দোষ না রে। এ ত তোর গুণ। রাজাকে ভাল কে না বাছে? রাজা ত মানুছ না রে, মানুছের মত দেবতা। মনে মনে মানুছ কত পাপ করে। মনের পাপ পাপ নয়। আমি তোর ছব দোছ ক্ষমা করলাম। তোর দোছকে আমি গুণ ব'লে ধরবো। তুই যে না খেয়ে পথে পথে ঘুরেছিছ, তোর পায়ে যে কত দরদ্ লেগেছে, তোর গতরে যে কত জাঁড় লেগেছে, তাতে আমার পরাণটা খপ্ খপ্ ক'রে ফুলে উঠ্‌ছে।

কু। তোমার ভালবাসা এইরূপই বটে, আমি বোকা অজ্ঞান; এ সাগরের মত ভালবাসা বুঝ্‌তে পারি নাই। আজ আমি দেখ্‌ছি তুমি আমার হরি, এই ঘর আমার বৈকুণ্ঠ, এই বাগান আমার নন্দন-কানন, এই গ্রামখানি আমার স্বরগ।

ঝ। আমার কুলছুম নাই রে! এ যে ঠাকুর দেবতা হয়েছে, ঠাকুর দেবতা হয়েছে, এ যে পণ্ডিতের মত কথা বলে। এ যে পণ্ডিতের মত বাত বলে, মধু ঝোরছে, আমায় ভিজিয়ে দিচ্ছে। আয় রে কুলছুম আয়। আমার বুকের ভিতর আয়!

এই বলিয়া ঝণ্টু কুসুমকে টানিয়া স্বীয় কোলের ভিতর লইল, ঝণ্টুর সর্ব্বশরীরে আনন্দ-তড়িৎ ক্রীড়া করিতে লাগিল। কুসুমও আনন্দবিহ্বল হইয়া উঠিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল মিলন হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

পুষ্পোদ্যানে।

"ঘোড়ায় চ'ড়ে গ্রামের মধ্যে চলাফেরা ভাল নয়, এতে আমারও লজ্জা করে ও গ্রামের লোকেরাও আমাকে অহঙ্কারী মনে করতে পারে। ঘোড়াটা একটা লম্বা দড়ি দিয়ে এই আমের ডালে বেঁধে রাখি। সে একটু বিশ্রাম ক'রে ঐ ঘাসগুলি খেতে পারে। আমি এখন করি কি? এ বড় লজ্জার কথা। একটি মেয়ের পত্র পেয়ে এসেছি, সে এখন পরস্ত্রী ও যুবতী। মেয়েমানুষের সন্ধান লওয়া দোষের কাজ, লজ্জারও কথা। কি ব'লে সেই বিপন্ন বালিকার উপকার করি বুঝি না। পত্রের ভাবটা একটু কেমন কেমন, "আপনার ভুবন" এরূপ কথা লেখার মানে কি? আমি তাকে পাঠানের হাত হ'তে উদ্ধার ক'রে এনেছিলাম ব'লে কি এ কথা লিখেছে? না—না—এ কথার গুঢ় মর্ম্ম আছে, ভুবনেশ্বরী কি বালিকা বয়সে ভালবাসার কিছু বুঝিত? না, না, খুব বুঝিত। সে শ্বেত-প্রস্তরের প্রতিমার ন্যায় সেই চঞ্চল বালিকা অচঞ্চল ভাবে আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিত। আমার রোগমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার যেন আনন্দ হাস্য ফিরিয়া আসিল। তার পরে বিদায়কালীন সূর্য্যোদয়ে কুমুদিনী যেমন মুদিত হয়, শিশিরাশ্রু তাহার অঙ্গ হইতে যেমন গড়াইয়া পড়ে, ভুবনেশ্বরীর দশা ঠিক সেইরূপ হয়েছিল। আমি কি বিবাহ করব? আমার প্রতিদিন যুদ্ধ, আমার প্রতি পদে বিপদ; মৃত্যু সর্ব্বদা আমার জন্য মুখব্যাদান ক'রে রয়েছে। এত কাল বিবাহ করেলেম না, এত জনের অনুরোধ শুনলাম না। এখন আমি ভূমিশূন্য, রিক্তহস্ত, এখন একটা বিবাহ ক'রে একটা বালিকাকে অকূল পাথারে ফেলাইব কেন? এই কি প্রেম? এই কি ভালবাসা? ভুবনেশ্বরী আজ এই দুই বৎসর আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক। পাহাড়ের পরে কুটীরে যখন নিদ্রা যাই, মনে করি, সেই নিশ্চল প্রতিমা আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট। যখন শীকারে বাহির হই, সেই দেবী যেন আমাকে বসন-ভূষণে অস্ত্রশস্ত্রে সাজাইয়া দেন। যখন দস্যুদমনে যাই, তিনি যেন আমার কর্ণে উদ্যম ও উৎসাহের গীত গাইতে থাকেন। জাগ্রত ও নিদ্রিতাবস্থায়, রণাঙ্গণে ও শীকারের অরণ্যে, গৃহে ও পথে, যে মূর্ত্তি সর্ব্বদা চোখের সম্মুখে দেখতে পাই, তাকে আমি নিশ্চয়ই ভালবাসি। চন্দ্রমুখীর পত্র পাইয়া আসিতে বিলম্ব হয়েছে। এক এক দিন যেন এক এক যুগ গিয়াছে। এখন ব্রত রক্ষা করি, না বাসনা রক্ষা করি? পরোপকার করব এবং বিপন্নের উদ্ধার করব, ব্রত গ্রহণ করেছি। বিবাহ করব না ত প্রতিজ্ঞা করি নাই। এক ভীষ্ম সত্যবতীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায় অকৃতদার ছিলেন। ক্ষত্রিয়-জীবন বিপদসঙ্কুল ছিল, সকল ক্ষত্রিয়ই ত বিবাহ করেছেন। যাহা হউক, আমিও আম্রকাননে একটু বিশ্রাম করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া যাই"—শচীপতি রায় এইরূপ চিন্তা করিয়া এক রসাল তরুমূলে উপবেশন করিলেন।

চন্দ্রমুখীর পিতার নাম জগমোহন তর্কালঙ্কার; তিনি মধ্যবিৎ অবস্থার গৃহস্থ। তাঁহার বাটীর উপরেই চতুষ্পাঠী। তাঁহার বাটীর অন্তঃপুরসংলগ্ন একটি ফুলের বাগান, বাগানের বাহিরে একটি বৃহৎ আম্রকানন। বাগানে ঘন কাল চিতার বেড়া থাকায় পুষ্পোদ্যান হইতে বাহিরের লোক দেখা যায় না। এই কাননে এক বকুল-তরুমূলে চন্দ্রমুখীর নিকট ভুবনেশ্বরী আসিল। শ্যামল দুর্ব্বাদলমণ্ডিত ক্ষেত্রে যেন সবুজ মখমলের উপর দুই সরস্বতী-প্রতিমা উপবিষ্টা। দুই সখীর মধ্যে আলাপ—লজ্জার বন্ধন বিপদ-তরঙ্গে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ভুবনেশ্বরী সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই সখি, তিনি ত আজও আসিলেন না? তুমি ত তাঁকে সাত দিন পত্র দিয়েছ।"

চন্দ্রমুখী উত্তর করিলেন, "তাঁহার লোকে ব'লে গিয়েছে, তিনি অদ্য বা কল্য আস্‌বেন।"

এই পুষ্পোদ্যানের পার্শ্বস্থিত আম্রকাননে এক রসাল-তরুমূলে শচীপতি উপবিষ্ট। দুই বামাকণ্ঠের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া শচীপতির চিত্ত আকৃষ্ট হইল। তিনি নিঃশব্দে সেই কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

ভুবনেশ্বরী পুনরপি বলিলেন, "তুমি তাঁকে কি বলবে?"

চন্দ্র। আমি বলব রাধাবিনোদিনী শ্যামরায়ের বিরহে পাগল, মূর্চ্ছিতপ্রায়, অজ্ঞানপ্রায়।

ভুব। দেখ্, বিন্দে, তুই এখনও পাকা দূতী হ'তে পারিস্ নি। এতেই কি শ্যামরায়ের মান ভাঙ্গবে?

চ। তুই যদি পাকা দূতী হয়ে থাকিস্, তবে আমাকে দূতীগিরি শিখিয়ে দে।

ভু। তুই যে মাথায় কাপড় বেঁধে আগে থেকে দূতী সেজেছিস্?

চ। কি করি? সখী মরে।

ভু। সখীকে কি ক'রে বাঁচাবি বল দেখি?

চ। বলব, রাধা তোমায় বড় ভালবাসে, সে তার মন-প্রাণ তোমার চরণে অর্পণ করেছে। সে অন্য পতি গ্রহণ করবে না।

ভু। এই বল্লেই কি যথেষ্ট হবে?

চ। তবে আর কি বলব শিখিয়ে দে।

ভু। তুই কি আমার দুঃখ জানিস না। মামার ব্যবহারটি দেখছিস্ না? আমার দুঃখিনী মা'র কি আছে? আমাদের দুঃখ ক্লেশ জানিয়ে তাঁর মন নরম করতে হবে। তার পরে আরও বলতে হবে, আমি তাঁহার ধনৈশ্বর্য্য চাই না। আমি তাঁহার পদসেবার অবসর চাই। আমি তাঁহার পরহিত-ব্রতে বাধা দিব না, সহায় হব। যদি বিগ্রহে, ঈশ্বর না করুন, তাঁহার জীবন নষ্ট হয়, তবে আমি তাঁহার সহমৃতা হইতে পারিব। ভগবান পূর্ব্বেই আমার হৃদয়ে সে সাহস ও সে বল দিয়েছেন। আরও বল্‌বে, সংসার-আশ্রম পরহিত-ব্রতের প্রশস্ত ক্ষেত্র। দস্যু তাঁহার বাহুবলে একরূপ নিরাকৃত হয়েছে। এই ত তাঁহার সংসারী হইবার প্রশস্ত সময়। মৃগয়ায় পরোপকার হয় না। পার্ব্বত্য কুটীরে বাস পরোপকারের স্থান নয়।

চ। দেখ্ দেখি আমি এখন দূতীগিরিতে পেকেছি কি না। আমি বলব, দুই বৎসর হ'ল কবরেজ জ্যেঠার মৃত্যু হয়েছে, ভুবনীর মামা এসে সংসারের কর্ত্তা হয়েছেন। তিনি দস্যুতার ছুতা ক'রে নগদ টাকা গহনা সব নিয়েছেন। নবাব অসন্তুষ্ট ও প্রজা বিদ্রোহী ব'লে জমীদারী হস্তগত করেছেন। ভুবনী ও তার মা এখন পথের ভিখারী ও একমুষ্টি অন্নের কাঙ্গালী। এক বুড়া বিয়েপাগলা নীচ ঘরের বৈদ্যের সঙ্গে ভুবনীর বিয়ে দিয়ে ভুবনীর মামা অনেক টাকা নিচ্ছেন। মেয়ের মত নাই! ভুবনীকে আপনি কিনে ফেলেছেন। যে দিন রহিমের হাত হ'তে ভুবনীকে উদ্ধার করেন, সেই দিন হ'তে ভুবনী, আপনাকে ভিন্ন অন্য বরকে বিবাহ করবে না সঙ্কল্প করেছে। সে টাকা চায় না, গয়না চায় না। সে চায় আপনার পদসেবা করতে। সে এক দিন আপনার পদসেবা কর্‌তে পার্‌লেও জীবন সার্থক মনে করবে। সে আপনার বীর-ব্রতের সহায় হবে। সে-ও আপনার সঙ্গে এক ঘোড়ায় চ'ড়ে ঢাল তরোয়াল নিয়ে পিছন দিকে দস্যু মারতে যাবে।

ভু। দূর পোড়ারমুখী। তোর ভাল কথা, কাজের কথার মধ্যেও ঠাট্টা। কাল তোর বর এসেছে কি না? আহ্লাদে উত্তলে উঠেছিস্, ঠাট্টা তামাসার ফোয়ারা ছুটাচ্ছিস, তাই আর কাজের কথাও স্থিরভাবে বল্‌তে পারিস্ না।

চ। তোরও সে দিন এসেছে। আমি আরও বল্‌ব, ভুবন আপনার সকল কাজেই প্রাণপণ সহায়তা করবে। আপনি যুদ্ধে গেলে আপনার অস্ত্রে ধার দিয়ে দেবে। আপনি দস্যু-দমনে গেলে আপনার ঘোড়া সাজিয়ে দেবে। সে যে সে মেয়ে নয়, তার হৃদয়ে সাহস বল দুই-ই আছে। সে বীরপত্নী হইয়া সহমরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। সংসারাশ্রম সকল আশ্রমের বড়। সংসারে সর্ব্বপ্রকারে পরহিতব্রত অনুষ্ঠিত হয়। বনবাসে সে ধর্ম্ম দশ বৎসরে হয় না, বিপন্ন উদ্ধার ও দস্যু-দমনে যে ধর্ম্ম বিশ বৎসরে সঞ্চয় হওয়া কঠিন, গৃহস্থ এক দিনে সেই ধর্ম্ম লাভ কর্‌তে পারে। রোগীর সেবা, অন্নহীনকে অন্নদান, বস্ত্রহীনের লজ্জানিবারণ, অতিথির সেবা, দেবতার পূজা, কুমারীর বিবাহদান, আর্ত্তের উদ্ধার, তস্করের শাস্তিদান, দস্যুতার দমন প্রভৃতি গৃহস্থই ভালরূপ পারেন। আপনার বাহুবলে দস্যুভয় দূর হয়েছে, এই আপনার বিবাহের সময়। আপনি বিবাহ না করিলে, সেই অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ বৈদ্য ভুবনকে বিবাহ করিতে আসিলে, ভুবন আত্মঘাতিনী হইবে। আপনাতে নারীবধের পাপ স্পর্শ করিবে। ক্ষাত্রয় বীরেরা যুদ্ধ করিতেন। তাঁহারা কি বিবাহ করিতেন না? উপযুক্ত পত্নী ধর্ম্মকর্ম্মের সহায়। যাহা আপনি একা করিতেছেন, যাঁহার সহায় আপনার ডোম বাগ্‌দী সাঁওতাল, কোল তাঁহার সাহায্যার্থ এক জন রমণী হইলে দোষ কি?

ভু। থাম্ থাম্, দূতীগিরিতে তুই বেশ পেকেছিস্। তোর বক্তৃতা-শক্তিও আছে। হবে না কেন? ন্যায়পঞ্চাননের বাতাস যে তোর গায়ে লাগছে।

চন্দ্রমুখী আর কথা বলিলেন না। তিনি সস্নেহে আদরে ভুবনেশ্বরীকে আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন করিলেন।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন, "চল্ চল্, আর ফুলবাগানে দেরী ক'রে কাজ নাই। তোর বর ন্যায়পঞ্চানন এখানে।

দশম পরিচ্ছেদ

চতুষ্পাঠী গৃহে।

জগমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠী একখানি বৃহৎ খড়নির্ম্মিত আটচালা গৃহে প্রতিষ্ঠিত। এই গৃহে যে কেবল অধ্যাপনা কার্য্য হয়, এমন নহে;

এই গৃহে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বার্ষিক দুর্গা, শ্যামা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি পূজাদি সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। সে কাল আর এ কালে অনেক প্রভেদ, সে কালে প্রতি হিন্দুর গ্রামে সকল দেব-দেবীর পূজার অনুষ্ঠান হইত। বার মাসে তের পর্ব্ব সুসম্পন্ন হইত এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ভিক্ষা করিয়া পূজা অর্চনা করিতেন। সে কালে ব্রাহ্মণের ভিক্ষা মিলিত, ধনিগণ সাদরে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অর্থ দান করিয়া নিজে চরিতার্থ হইলেন মনে করিতেন। ব্রাহ্মণগণও সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়বাদী ও ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁহারা বাক্যে ও কার্য্যে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিয়াই বেড়াইতেন। সে কালে প্রতি গ্রাম প্রতি পর্ব্বে যেন একটা ধর্ম্ম-মত্ততায় মাতিয়া উঠিত, আমোদ-উৎসবে পূর্ণ হইত, সেই উৎসবে নরনারী যোগদান করিত। পাপী লোকেরা অন্য দিনে পাপ অনুষ্ঠান করিলেও পর্ব্বদিনে পাপ অনুষ্ঠান করিত না। তখন সকল পল্লী ধর্ম্মের আগার, আনন্দের নিলয় ও উৎসবের ভবন ছিল। তখন তর্কালঙ্কার মহাশয় গ্রামের ব্যবস্থাপক ও জমীদার রায় মহাশয় গ্রামের শাস্তা ছিলেন। তখন ধর্ম্ম-কর্ম্মে অর্থ দান, পাপের প্রায়শ্চিত্তও ছিল। তখন ব্যবস্থা ও বিচার অর্থ দিয়া ক্রয় করিতে হইত না এবং বিচার-ব্যবস্থায় ব্যভিচার ছিল না। তখন এক তর্কালঙ্কার ও রায় মহাশয়ের নেতৃত্বে গ্রামের সকল কাজ চলিত। কেহ তাঁহাদের সম্মুখে মাথা তুলিতে পারিত না। তখন কলেজে পড়া বুড়া দাদাকে গায়িত্রী ও জ্যেঠা মহাশয়কে গণেশ পূজা শিখাইবার লোক অতি কমই ছিল। তখন গ্রামের লোকের কাজ করিবার ক্ষমতা ছিল, এখন তা নাই। সে মূর্খের দল এখনকার পণ্ডিত দল অপেক্ষা কার্য্যকুশল ছিলেন। তাঁহারা বার মাসে তের ক্রিয়া করিয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া মহাসমারোহে বারোয়ারি পূজার অনুষ্ঠান করিয়া দেব দেবীর মূর্ত্তিতে ভক্ত ও নানাপ্রকার সংয়ের মূর্ত্তিতে নৈতিক শিক্ষা দিয়া কয়েক দিনের জন্য গ্রামে অন্নছত্র খুলিয়া দিতেন। হায় হায়, সে বর্ব্বরতার দিন গতপ্রায় ও সে একপ্রাণতা উন্মত্ততা অপসৃত। এক জন লোকেও যদি সেই প্রাচীন ভাব মনে চিন্তা করেন এবং তাহার দোষ-গুণ পর্য্যালোচনা করেন, তবেই লেখকের লেখনী ধারণ সার্থক, নচেৎ শ্রম পণ্ডশ্রম। আজ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে লোক ধরে না। আজ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জামাতা রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন নবদ্বীপ, মিথিলা ও বারাণসী ক্ষেত্রে যশ ও গৌরবের সহিত ন্যায়ের পাঠ সমাপন করিয়া অগ্রে স্বগৃহে ও পরে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। কোন মিষ্ট দ্রব্য দেখিলে যেমন পিপীলিকার দল সমবেত হয়, সেইরূপ ন্যায়পঞ্চাননকে ছাত্র ও অল্পবয়স্ক অধ্যাপকগণ ঘিরিয়া বসিয়াছেন। ন্যায়পঞ্চানন কেবল ন্যায়ের পণ্ডিত নহেন। তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ষড়দর্শন, তন্ত্র, পুরাণ ও উপনিষদ অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং জ্যোতিষ গণিতেও তাঁহার বুৎপত্তি আছে। তাঁহার সকল বিদ্যার পরীক্ষা হইয়াছে। এক্ষণে জ্যোতিষ ও গণিতের পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এক জন গণিতজ্ঞ প্রশ্ন করিলেন, দুই দল পক্ষী এক সরোবরে সন্তরণ করিতেছে। এক দল বলিল, "তোমরা সাতটি এস, তোমাদের সমান হই। আর এক দল বলিল, তোমরা তিনটি এস, তোমাদের তিন গুণ হই।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল।—"মধুপুরনিবাসী রামদাসের পত্নী সারদা দাসী গত মাঘ মাসে অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন, তাহার কি সন্তান হইবে,।" তৃতীয় প্রশ্ন হইতেছিল, "১০৯৯ সা.লর চৈত্র মাসে পূর্ণচন্দ্র গ্রহণ—"

প্রশ্ন শেষ হইতে না হইতে সেই চতুষ্পাঠী-গৃহের সম্মুখে এক সবল-শরীর দীর্ঘকায় উষ্ণীষে পালকধারী যুবা পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলের দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইল। সর্ব্বাগ্রে ন্যায়পঞ্চানন বলিলেন, "আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হয়, এই আসনে উপবেশন করুন।"

যোদ্ধৃবেশধারী পুরুষ আসনে উপবেশনে করিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় পুনরপি বলিলেন, "মহাশয়, আপনার আগমনের উদ্দেশ্য ও নাম ধাম বলিয়া আমাদিগের উদ্দীপ্ত কৌতূহল নিবারণ করায় কি কোন বাধা আছে?" আগন্তুক যোদ্ধৃপুরুষ বলিলেন, "আমার নাম শচীপতি রায়। আমার বাড়ী—গ্রামে। আমার আগমনের উদ্দেশ্য একটু গোপনে বলিব।"

এই পরিচয় শুনিবামাত্র ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিলেন। তাঁহার দুই বাহু দ্বারা গলদেশে বেষ্টন করিলেন এবং দুইজনে আলিঙ্গন বদ্ধ হইলেন। পরে ন্যায়পঞ্চানন বলিতে লাগিলেন, "এই মহাত্মার উৎসাহে, পরামর্শে ও ব্যয়ে আমি ভিন্ন দেশে শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইনি আমাকে প্রচুর বৃত্তি দান করিয়াছেন।"

শচী। আপনার নাম কি?

রমানাথ। আমার নাম রমানাথ মুখোপাধ্যায়। আমার নবদ্বীপের উপাধি সার্ব্বভৌম। মিথিলার উপাধি বাচস্পতি। কাশীর উপাধি ন্যায়পঞ্চানন। আমার সাহিত্যের উপাধি কাব্যকল্পদ্রুম, আমার স্মৃতির

উপাধি স্মৃতিরত্ন। আমি এতগুলি উপাধি আপনার নিকট বলিয়া গর্ব্ব করিতেছি না। আমি সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি, আপনার প্রচুর বৃত্তি নষ্ট হয় নাই। এতগুলি উপাধি প্রাপ্তি সম্বল হইয়াছে। আপনার আকৃতির বড় বিপর্য্যয় ঘটেছে। আপনার সে রূপ নাই, সে লাবণ্য নাই।

সভায় উপস্থিত নারায়ণচন্দ্র শাস্ত্রী বলিলেন, "রায় মহাশয়ের রূপ-লাবণ্য আর থাকিতে পারে না। ইনি সর্ব্বস্বান্ত হয়ে হুগলী, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ ও তুমকা অঞ্চলের দস্যু-ভয় নিবারণ করেছেন। ইহার এখানে শৈলগহ্বরে বাস এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দু এবং সাঁওতাল কোল সহায়। রাঢ় দেশে পশ্চিম বঙ্গে এরূপ পরহিত-ব্রত বীর আর নাই

রমানাথ। আমি এ সকলি শুনেছি, ইঁহার ঘরে কখন সঞ্চিত টাকা থাকে নাই। রাঢ়দেশবাসী জমীদারগণ যদি ইঁহার ভূসম্পত্তি ইঁহাকে প্রত্যর্পণ না করেন, তবে তাঁদের মত অকৃতজ্ঞ আর এ জগতে নাই। আমি ইঁহার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছি এবং কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্যও হইয়াছি।

শচী। এখন ও সকল কথা থাকুক। আমি অরণ্যবাসে বেশ সুখী আছি। আমার সহচরগণ সরল অমায়িক দেবতার দল। তর্কালঙ্কার মহাশয় বাটী আছেন কি? আমার উদ্দেশ্যটা একটু গোপনে বলতে হবে। আমি তর্কালঙ্কার মহাশয়, রমানাথ আর কবিরাজ মহাশয়ের বাটীর দেওয়ানজী মহাশয়ের সহিত একটু দেখা করতে চাই।

রমানাথ। তা সকলের সঙ্গেই দেখা হবে, এখনই হবে, চলুন একটু বাটীর মধ্যে বিশ্রাম করতে চলুন।

এই সময়ে ভজন, কালু ও মালুর সহিত বীরবেশে বর্ষা হস্তে সেই চতুষ্পাঠীর প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইয়া ভূমে মস্তক নত করতঃ বলিল, "পরণাম ঠাকুর মহাশয়রা পরণাম!"

শচীপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সর্দ্দার, তুমি এখানে এলে যে?"

ভজন। আরে রাজা, তুই একা একা এখানে চলে আইলি। শুনলেম কবিরাজ মহাশয়ের ছালাটা বড় দুষ্ট। আমার পরাণটা খপ্‌ খপ্‌ করতে লাগলো। ঘরে মন টীকলেক্ না, তাই তোর পিছনে পিছনে এলেম।

শচীপতি। তোমরা কতজন এসেছ?

ভজন। তা ছত্তেক হবে।

শচী। আহা, এসে ভালই করেছ। তোমরা কবিরাজ মহাশয়ের বাটীর দক্ষিণের আমবাগানে গিয়া অপেক্ষা কর।

ভজন। তা তোর যা হুকুম হয়, তাই কর্‌বো।

ভজন সহচরগণের সহিত সেই আম্র-বাগানে প্রবেশ করিল। রমানাথ শচীপতির সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের একটি ছাত্র তর্কালঙ্কার মহাশয়কে ডাকিতে ছুটিল। অপর ছাত্র কবিরাজ মহাশয়ের বাটীর পুরাতন দেওয়ানকে আনিতে চলিল। সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ শচীপতির আগমনের উদ্দেশ্য জানিবার জন্য চতুষ্পাঠী-গৃহেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অন্তঃপুরে।

রমানাথ সহর্ষে ব্যস্ততার সহিত অন্তঃপুরে যাইয়া বলিতে লাগিলেন, "শীঘ্র একটু জলযোগের আয়োজন করুন। কয়েকটি পান সাজুন। আমার পরম সুহৃদ অশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জমীদার শচীপতি রায় এসেছেন।"

এই সময়ে তর্কালঙ্কারের পত্নী প্রতিবেশীর বাটীতে ছিলেন। চন্দ্রমুখী একাকিনী অন্তঃপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি মুখের অবগুণ্ঠন সরাইয়া সহর্ষে কহিলেন, "ইস্, তোমার সুহৃদ না তোমার সখা? এনেছে কে? আমি অঙ্গুলি-সঙ্কেতে কত রাজা-রাজড়া কত বীর যোদ্ধাকে ঘুরাতে পারি, আমি যে তার বৃন্দে। দেখ তিনি আমায় খুঁজেন কি না।

রমানাথ। এ বিদ্যাটা হয়েছে কত দিন? রাই-কিশোর কে? ধার্ম্মিক বীর শচীপতির চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ ক'রো না।

চন্দ্র। রাম, তোমার লম্বা লম্বা কথা। আমি কত বীরকে ভেড়া ক'রে রাখতে পারি।

রাম। কটা রেখেছ?

চন্দ্র। দুটা।

রমা। কাকে—কাকে?

চন্দ্র। তোমাকে আর তোমার সুহৃদ্ জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক-প্রবর শচীপতিকে।

শচীপতির জলযোগের আয়োজন হইল। শচী-পতি জলযোগে বসিয়া সতৃষ্ণ-নয়নে এ-দিকে ও-দিকে চাহিতে লাগিলেন। রমানাথ ভাব বুঝিয়া একটু অন্তরালে দাঁড়াইলেন। চন্দ্রমুখী মুখের অবগুণ্ঠন সরাইয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনি বড়

ভাল সময়ে এসেছেন। আর দু'দিন পরে এলে সর্ব্বনাশ হ'ত। ভুবনদেব এখন কিছু নাই। তারা এখন পথের ভিখারী। ভুবন তাহার মন-প্রাণ আপনার পাদপদ্মে সমর্পণ করেছে।" শচীপতি বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি দৌত্যে এখনও পারেন নাই। এই অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বেই ত আপনার দৌত্য-শিক্ষা।"

চন্দ্রমুখী শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি মনোভাব গোপন করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, "দৌত্য আমি অনেক দিন শিখেছি, এখন পাকা দূতী। বীরের বীরব্রত শুরু করব। আমার সখীকে বীরের বামে বসাব এবং উভয়ের বসা দেখে আমার দূতী-ব্রত উদ্‌যাপন করব।

শচীপতি। এখন আমাকে কি করতে হবে?

চন্দ্র। সে কথা কি আমি বলব? কি উপায়ে কি করতে হবে জানি না। ভুবনের বাপের ধন-সম্পত্তি উদ্ধার করতে হবে। ভুবনকে বে কর্ত্তে হবে, আর আমাদিগকে নিমন্ত্রণের পর নিমন্ত্রণ খাওয়াতে হবে। আর এই হরিপুর গ্রাম বাজি-বাজনায় কাঁপাতে হবে। আপনি অন্তর্য্যামী না কি? ভুবন এইমাত্র আমার নিকট হ'তে চ'লে গেল। বিপদ এখন তাকে লজ্জার গণ্ডীর বাহিরে লইয়া গিয়াছে। তার এখন সে রূপ নাই, সে লাবণ্য নাই, সে চাঞ্চল্য-হাসিখুসি মাখা ভাব নাই।

শচী। আপনি আমাকে বড় গুরু কার্য্যের ভার দিলেন। আমি এ ক্ষেত্রে কখনও কাজ করি নাই। আপনি অযোগ্যপাত্রে গুরু ভার অর্পণ করেছেন।

চন্দ্র। অযোগ্য সুযোগ্য আমি বুঝি না। আমার যা কাজ, তা আমি করলাম। ভুবনের আপনি ভিন্ন আর কেহ নাই। সে স্বজনরূপ দস্যু-হস্তে পতিত। আমি এই মাত্র বলতে পারি—আমার পিতা, দেওয়ান খুড়া, গ্রামের সকল লোক, ভুবনদের সকল প্রজা, আর ঐ বড় শিখাধারী ন্যায়পঞ্চানন প্রাণপণে আপনার সাহায্য করবেন।

শচী। ঐ ন্যায়পঞ্চানন আপনার কে?

চন্দ্র। আপনি ভুবনের যে।

শচী। তার সঙ্গে ত আমার কোন সম্পর্ক নাই।

চন্দ্র। আমারও ন্যায়পঞ্চাননের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। বীর পুরুষেরও ঠাট্টা-তামাসা আছে। আমি ভেবেছিলেম, আপনি বুঝি কেবল দস্যু-দমনেই পটু, এখন দেখছি আপনি সুরসিকও বটে। ন্যায়পঞ্চানন আমার কে বলব? ভুবন যেমন আপনার পূজা করে, ভুবনের মন-প্রাণ যেমন আপনি চুরি করেছেন, ভুবন যেমন আপনিময় হয়ে ব'সে আছে, তেমনি আমি আজ পাঁচ বৎসর ঐ পায়ের দাসী হয়েছি। এখন বুঝলেন ত পঞ্চানন আমার কে?

শচী। সত্যি! সত্যি! আমি বুঝতে পারি নাই, রমানাথ আপনার কি হন। বহুদিন পরে আজ আপনার সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেও আপনি অবগুণ্ঠনবতী হইতে পারেন।

চন্দ্র। বাজে কথায় কাজ নাই, আপনি আপনার কর্ত্তব্য স্থির করুন।

অনন্তর তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অন্তঃপুরে এক ক্ষুদ্র সভা বসিল। অনেক যুক্তিতর্কের পর পরামর্শ স্থিরীকৃত হইল। সর্ব্বাগ্রে শচীপতি, রমানাথ ও শত শত অনুচরের সহিত ভুবনেশ্বরীদিগের বাটীতে গমন করিবেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পাপচিত্ত।

ভুবনেশ্বরীর মাতুলের নাম দুর্য্যোধন সেন। সেন মহাশয়ের বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চাশ বৎসর। দেহ খর্ব্ব ও স্থূল এবং বর্ণ গাঢ় কৃষ্ণ। সেই গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের অলঙ্কারস্বরূপ নারায়ণ শিলার চক্রের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে দদ্রু। সেন মহাশয়ের কপাল ক্ষুদ্র। চক্ষুর্দ্বয় ক্ষুদ্র, নাসিকা স্থূল, অধরোষ্ঠ পুরু এবং দন্ত উচ্চ ও শ্রেণীবদ্ধ নহে অর্থাৎ আঁকাবাঁকা। সেন মহাশয়ের অধিকাংশ কেশ পক্ব। সেন মহাশয়ের কথায় হস্ত সঞ্চালন ও মৃদু মৃদু হাসি। সেন মহাশয় নিষ্ঠুর ও পরপীড়ক। তাঁহার দয়া মমতায় ভান যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে দয়া মমতা লেশ মাত্র নাই। তিনি দস্যুতার ব্যপদেশে ভুবনেশ্বরীর পিতার সকল সঞ্চিত ধন অপহরণ করিয়াছেন, কিন্তু ধন স্থানান্তরিত করিতে পারেন নাই।

তিনি সকল জমীদারীই হস্তগত করিয়াছেন, কিন্তু প্রজাবিদ্রোহ উপশম করিতে পারেন নাই। তিনি স্বার্থপর যতই হউন, কিন্তু তিনি অতিশয় ভীরু। তিনি বায়ুহিল্লোলে, পত্র কম্পনে, ভেক-লম্ফনে, গলিত পত্রের সর্ সর্ শব্দে ও অন্ধকার রাত্রে বৃক্ষ লতিকার ছায়া দর্শনে ভীত হইয়া উঠেন এবং তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তিনি নবাবের লাল পাগড়িধারী পদাতিক দেখিলে শিহরিয়া উঠেন। সেন মহাশয় পাদচারণ করিতে করিতে চিন্তা করিতেছেন। সব শেষ করেছি। নগদে গহনায় দু লাক টাকা হস্তগত। জমীদারী হস্তগত। প্রজা বিদ্রোহ ক'দিন? কৌশলে

দমন করব। এখন মেয়েটাকে বেচে টাকা কয়েকটা হাতে করতে পারিলেই সরি। বোনটাকে ভগিনীর সঙ্গে জামাই বাড়ী পাঠায়ে দেব। স্থানান্তরেই বা যাই কেন? এ গ্রামের লোকগুলো আমাকে দেখে ঘৃণায় হাসি হাসে। এই বাড়ীই বাড়ী ক'রে নেব। বাড়ী মেরামত করব, গড় ঝালাব। গ্রামের লোকগুলোকে একে একে ভিটা ছাড়া করব। তর্কালঙ্কার, পুরাতন দেওয়ান, সনাতন পাইক, মদন বেহারা, ইহাদিগকে ভিটা ছাড়া করব। এরা আমার ভগ্নীর সঙ্গে পরামর্শ করতে আসে। দুষ্ট মেয়েটাকে কুপরামর্শ দেয়।

দুর্য্যোধন সেন মহাশয় যখন এইরূপ চিন্তায় মগ্ন, তখন শচীপতি রায় সশস্ত্র শত সৈনিকের সহিত শিবশঙ্কর কবিরাজ মহাশয়ের বহিঃপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন।

দুর্য্যাধনের দুষ্ট অভিসন্ধি সকল কোথায় পলাইয়া গেল। তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি, আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হয়, বলিয়া সকলকে বসিতে আসন দিলেন। সকল লোক উপবেশন করিলেন। শচীপতি দক্ষিণহস্তে কোষমুক্ত অসি ও বাম বাহুমূলে বর্শা ধারণ করিয়া পদচারণ করিতে করিতে বলিলেন, "মহাশয়, বোধ হয়, আমাকে চিনেন না।"

দুর্য্যোধন। আজ্ঞে, আজ্ঞে না।

শচী। আমার নাম শচীপতি রায়। আমি কবিরাজ মহাশয়ের বাটীতে পীড়িত অবস্থায় মাসাধিক কাল ছিলাম। আমি তাঁহার অনেক লবণ খেয়েছি। আমি তাঁহার দুঃস্থ পত্নী ও কন্যার দুর্গতি দূর করবার চেষ্টা করব। আমি তাঁহার সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করব। তাঁহার কন্যার উপযুক্ত ঘরে উপযুক্ত বরে বিবাহ দিব।

দুর্য্যোধন। আজ্ঞে তা, আজ্ঞে তা করলে ত ভালই হয়। আপনি মহানুভব মহাশয় ব্যক্তি। আপনি সবই করিতে পারেন, তবে মেয়েটি বাগদত্তা হ'য়ে পড়েছে।

শচী। মেয়ের বাগদান ক'লে কে? ধন-সম্পত্তি কি হলো? আমার অজ্ঞাতে কাহারও দস্যুতা করবার অধিকার নাই। সকল গ্রামে সকল পথে আমার চর আছে।

বাস্তবিক শচীপতি এরূপ রূঢ়ভাষী নহেন, তিনি সকলের পরামর্শে এরূপ রূঢ় হইয়াছেন। দুর্য্যোধন পুনরপি বলিলেন, "আজ্ঞে, আজ্ঞে নগদ টাকাকড়ি দস্যুতেই নিয়েছে।"

শচীপতি। তবে সে দস্যু মহাশয় আপনি, টাকাকড়িগুলি ফেলুন। কবিরাজ মহাশয়ের কন্যাকেই বা কে বাগদান কল্লে? আমি সব শুনেছি। আপনি যে ঘরে কন্যাদান করতে যাচ্ছেন, সে ঘর বৈদ্য ব'লেই এ অঞ্চলে পরিচিত নয়। পাত্রও কন্যার পিতামহের সমবয়স্ক।

দুর্য্যো। কন্যার যবন দোষ আছে!

শচী। চোপ রও বেইমান, বৈদ্যকুলের কলঙ্ক! আমি সে মেয়েকে বহিমের হাত হ'তে উদ্ধার করি। ওরূপ ধর্ম্মশীলা দেবভক্তিসম্পন্না সাহসী মেয়ে অতি কমই আছে। আমি তার পবিত্রতা সম্বন্ধে সাক্ষী দিব। দেখি, ভাল ঘরে ভাল বরে তার বে' হয় কি না! মহাশয়, নগদ টাকা গহনাগুলি থরে থরে ফেলুন। আমি এই বাড়ী, এই গ্রামের সকল দীঘি, পুষ্করিণী, বন, বাগান তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজব।

এই সময়ে কবিরাজ মহাশয়ের বহিঃপ্রাঙ্গণ গ্রামের সকল ভদ্রাভদ্র লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তর্কালঙ্কার, পুরাতন দেওয়ান, মদন বেহারা, হরিশ চৌকিদার প্রভৃতি সকলেই আসিয়াছেন।

শচীপতি পুনরপি বলিলেন, "উপস্থিত মহাশয়গণ, আপনারা বলতে পারেন, সেন মহাশয় কোন্ পুষ্করিণীর ধারে ঘন ঘন যাতায়াত করেন? ইঁহার শয়নঘর কোন্‌টি।" মদন বেহারা উত্তর করিল, "ইঁহার শয়নঘর পূজামণ্ডপের পশ্চিম পার্শ্বে। ইনি সর্ব্বদাই বড় দীঘির ধারে যাতায়াত করেন।"

শচী। ভজন, সেন মহাশয়ের শয়নঘরের মেজেটা ভেঙ্গে ফেল। কালু, মালু, তোমরা সত্তর জন লোক নিয়ে বড় দীঘির জল উলট-পালট কর। কাদা পাঁক উঠাইয়া ফেল। দেখি, কবিরাজ মহাশয়ের ধন পাই কি না।"

হরিশ চৌকিদার কহিল, "সেন মহাশয়ের শয়নঘরে টালি আঁটা। টালির তলে একটা গুপ্তঘর আছে।"

দুর্য্যো। আজ্ঞে আজ্ঞে, মিছে কথা। আমার ঘরটা—বড় দীঘিটা—

শচী। চুপ ক'রে থাকুন মহাশয়, কথা বলবেন না।

শচীপতির আদেশ হইবামাত্র ভজন সেন মহাশয়ের শয়নগৃহের মেজে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। কালু মালু সত্তর জন লোক লইয়া বড় দীঘিতে নামিল। মুহূর্ত্তমধ্যে ঘরের মেজে ভাঙ্গা হইল এবং পুষ্করিণীর কর্দ্দম উঠাইতে লাগিল। এই সময়ে কবিরাজ মহাশয়ের বাটীর ছাদগুলিও বামাকুলে পূর্ণ হইল। ভজন এক দণ্ড মধ্যেই চীৎকার করিয়া

বলিল, "গুপ্ত ঘর পেয়েছি।—গুপ্তঘর পেয়েছি। অনেক দ্রব্য, অনেক বাক্স। আলোক, আলোক, মশালের আলোক চাই।" দশটি মশাল জ্বালা হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে ভজন গুপ্তগৃহে হইতে বাক্সের উপর বাক্স উঠাইতে লাগিল। দু দণ্ডের মধ্যে ক'লু মালু আট ঘড়া অর্থ লইয়া বড় দীর্ঘিকা হইতে উঠিয়া আসিল। সকলের সমক্ষে বাক্সের দ্রব্য বাহির করা হইল এবং পিত্তল কলসীর মুদ্রা গণনা করা হইল। বাক্স-গুলি বহুমূল্য বসন-ভূষণে পূর্ণ। ঘড় গুলি টাকা-মোহর-পরিপুরিত। গহনার ও বস্ত্রের তালিকা প্রস্তুত হইল, টাকা-মোহরের গণনা করা হইল। কবিরাজ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী তালিকা শ্রবণে বলিলেন, "এই সকল দ্রব্যই দস্যুতে লইয়াছিল, আর অধিক নহে। টাকা-মোহর একটিও কম পড়ে নাই, সবই পাওয়া গিয়াছে।"

অনন্তর অপহৃত বসন-ভূষণ ও মুদ্রা কবিরাজ মহাশয়ের ধনাগারে রক্ষিত হইল, শচীপতির চারিটি ও হরিশ চৌকিদারের আটটি লোক ধনাগারের প্রহরী হইল। দুর্য্যোধন নজরবন্দিভাবে থাকিলেন। তখনই পঞ্জিকা দেখিয়া পরদিনই ত্রিপুষ্করযোগে যাত্রার শুভদিন থাকায় শচীপতি কবিরাজ মহাশয়ের পুরাতন দেওয়ান, জগমোহন তর্কালঙ্কার, রামনিধি সার্ব্বভৌম ও শচীপতির পাঁচশটি অনুচর মুর্শিদাবাদের নবাব আলীবর্দ্দি খাঁর নিকট রামশঙ্কর সেন মহাশয়ের ভূসম্পত্তি উদ্ধারের জন্য যাইবেন স্থিরীকৃত হইল। সে রজনীতে সানুচর শচীপতি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে আহার করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সখীর দৌত্য।

অপহৃত ধন উদ্ধারের পর প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত অনুচর কয়েক জন ব্যতীত অপরাপর অনুচরসহ শচীপতি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন। গ্রামের প্রায় যাবতীয় লোক সেই গৃহে উপস্থিত। প্রায় সকল লোকেই দুর্য্যোধনের প্রতি ঘৃণা করিয়া শচীপতির প্রশংসা করিতেছেন। উপস্থিত জনগণ সকলেই প্রফুল্ল ও সকলেই সন্তুষ্ট। কেহ শিবশঙ্কর কবিরাজ মহাশয়ের সুকীর্ত্তি বর্ণন করিতেছেন। কেহ দুর্য্যোধনের পশ্বাচারে মর্ম্মপীড়া প্রকাশ করিতেছেন।

এই সময়ে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কন্যা চন্দ্রমুখী শচীপতি রায়কে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন অন্তঃপুর হইতে এই সংবাদ লইয়া আসিলেন এবং তিনিই শচীপতির হস্তধারণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রমুখীর ইঙ্গিতানুসারে রমানাথ পুনরায় বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন। চন্দ্রমুখী শচীপতিকে বলিলেন, "ভুবনের মা ও ভুবন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।" শচীপতি উত্তর করিলেন, "তাঁহাদিগকে আসতে বলুন।"

কবিরাজ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ও ভুবনেশ্বরী ধীরে ধীরে শচীপতির নিকটে আসিলেন। শচীপতি ভুবনের জননীর চরণে প্রণিপাত করিলেন এবং ভুবনেশ্বরী শচীপতির চরণে প্রণত হইলেন, ভুবনেশ্বরী ও তাহার মাতা শিবশঙ্কর কবিরাজ মহাশয়ের মৃত্যু, বৃত্তিনাশ, অর্থনাশ ও দুঃখ-দারিদ্র্যের জন্য রোদন করিতে লাগিলেন। বীর শচীপতির চক্ষেও জল আসিল। কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ রোদনের পর শচীপতি মধুর স্বরে কহিলেন, "মা! রোদন করিবেন না। যাহার জন্ম আছে, তাহারই মৃত্যু আছে। জন্ম বস্তুর ধ্বংস কালপ্রকৃতির নিত্য প্রয়োজনীয় কর্ম্ম। কবিরাজ মহাশয় পরলোক গমন করেছেন। তাহার আর প্রতিবিধান নাই। সকল লোককেই সেই লোকে যাইতে হইবে। আপনার নষ্ট সম্পত্তি আমি নিশ্চয় উদ্ধার করব। ভুবনকে ভাল ঘরে ভাল বরে যেরূপেই হউক বিবাহ দিব।"

শচীপতির পীড়িতাবস্থায় ভুবনেশ্বরী তাঁহার সহিত অকুতোভয়ে কথা বলিতেন এবং সময়ে সময়ে আবদার অত্যাচারও করিতেন। সেই ভাবে আজ ভুবনেশ্বরীর শচীপতির প্রতি আবদার করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আজ তাঁহার কণ্ঠ কম্পিত হইল এবং সহসা বাগ্‌জড়তা আসিয়া পড়িল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে কাটাকাটা শব্দে বলিলেন,—"তু—তু—তু—মি আ—প—নি—আমা-দের —স—ঙ্গে দেখা—ক—রি—লেন—না—আমা- —দের—ঘ—রে—খে—লে—কি আ—পনার— —জাত—জেত? আ—প—নার—আর—আমা- —দের—প্রতি—দয়া—না—।"

ভুবনেশ্বরী আর কথা বলিতে পারিলেন না। শচীপতিও কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "ভুবন! তুমি জান না আমার কত কাজ। এ বাড়ীতেও আমি কাজের জন্যেই এসেছি। তোমার মামার অনুগ্রহে তোমাদের যেরূপ দশা হয়েছিল, তাতে চাল ডাল দোকান হ'তে না কিনলে আর শত

লোকের তোমাদের বাড়ীতে আহারের সংস্থান ছিল না।

ভুবন। দেখাও ত কর্ত্তে পারতেন।

শচীপতি। কোন্ মুখে দেখা করব, আমি দস্যুতা নিবারণ করি। আমি তোমাদের কত নিমক খেয়েছি। তোমার পিতা-মাতা আমার জীবন দান করেছেন। তোমাদের বাড়ীতে তিন বার দস্যুতা হয়েছে। তোমাদের সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। এক অ-ঘরে অপাত্রে তোমার বে' হ'তে যাচ্ছে। এর একটা কিছু না করতে পারলে কোন্ মুখে দেখা করি?

ভুবন। আমাদের কথাটা আপনার বড় মনেই ছিল না।

শচী। তা তুমি একশ' বার বলতে পার। আমার কাজটা সেইরূপই হয়েছে।

এতক্ষণে ভুবনেশ্বরীর মাতা চক্ষুজল মুছিয়া বলিলেন, "বাবা, ভুব্নী পাগলী, ওর কথায় কিছু মনে করবেন না, ও আপনাকে বড় আপনার ভাবে, তাই আব্দার করে। আমি জমীদারীও চাই না, টাকাও চাই না, ভুবনেরও বড় অর্থলালসা নাই। সে গহনা কাপড় চায় না। সে বড় ঘর বাড়ী চায় না। বাবা, তুমি ভুব্নীর একটা ভাল বে' দিয়ে দাও। আর আমার দাদার যেন কোন শাস্তি হয় না।"

শচী। আমি ভুবনের কথায় কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হই না। ভুবন ঠিক কথাই বলেছে। আমি ভুবনের ভাল বে' দিয়ে দেব।

ভুবনেশ্বরী বুঝিতে পারিলেন, এক্ষণে তাহার বিবাহের কথাই সবিস্তারে হইবে। তিনি চন্দ্রমুখীর ঘরে যাইয়া চন্দ্রমুখীর হাত হইতে পান কাড়িয়া লইয়া পান সাজিতে বসিলেন। বুদ্ধিমতী চন্দ্রমুখী ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া পান পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া ভুবনের মাতার সহিত যোগদান করিলেন। ভুবনের মাতা বলিলেন, "বাবা, তোমার চেয়ে ভাল ঘর ভাল বর কোথা পাব? তুমি আমার ভুবনকে বিবাহ কর।"

শচীপতি। আমি বে' করতে পারব না। আমার বে'র অনেক বাধা, আমি সর্ব্বদা বিপদের সম্মুখীন হচ্ছি। আমার জীবন পদ্মপত্রের জলের মতন টলটল কচ্ছে। আমি যে ব্রত গ্রহণ করেছি, তাহাতে বিবাহ নিষেধ। আমার বাড়ী নাই, ঘর নাই, আমি এখন পার্ব্বত্য কুটীরবাসী।

চন্দ্র। আপনি বে' করতে পারেন না কেন? আপনাকেই বে' করতে হবে। আপনার যশে আজকাল রাঢ়দেশ পূর্ণ। রাঢ়ের দস্যুতা নিবারিত হয়েছে। রহিম বক্স, রামা, জগা প্রভৃতি ডাকাতেরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে বা মরেছে। আপনার জমীদারীর খরিদ্দারগণ আসল টাকা ল'য়ে জমীদারী ফিরিয়ে দেবেন। তাঁরা সুদ নেবেন না। পণের টাকা ফেরৎ পেলেই জমীদারী ফেরৎ দিবেন। আপনার জমীদারীর আয় হ'তে অনেকেরই টাকা প্রায় শোধ হয়েছে। আপনার ঠাকুরবাড়ীর ও অতিথিশালার দেওয়ান খুব হিসাবী লোক। এই দস্যুতার দিনে অতিথিশালায় অতিথি নাই। ঠাকুরবাড়ীর উৎসবে ও গান-বাদ্যতে বেশী টাকা এখন নষ্ট হয় না। আমি শুনেছি, আজ দশ বৎসরে ঠাকুরবাড়ীর দেওয়ান চার লক্ষ টাকা মজুত করেছেন। এই টাকায় আপনার সকল সম্পত্তি উদ্ধার হবে। আপনি আমার সখীকে বে' না করলে তার বে' হ'বে না। আপনি নারীবধের পাপী হবেন। আমি আপনাকে অন্তর্য্যামী মনে করি, আপনি বোধ হয় সকলি জানেন। আমার সখী বীরের পত্নী হইবার উপযুক্ত। সে এক দিন বীরপতির পদসেবা করতে পারলেও জীবন সার্থক মনে করবে। সে আপনার বীরব্রতে বাধা দিবে না, বরং আপনার সহায়তা করবে। আমার সখী প্রবীরের মা, দ্বিতীয় জনা। আপনি আস্তিক উপাখ্যান জানেন, আপনি আপনার পবিত্র রায়-বংশের একমাত্র বংশধর। শাস্ত্র অনুসারে বংশ রক্ষা করা আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য। আপনার ভাগ্য গণনা হয়েছে, তিন মাসের মধ্যে আপনার বিবাহ হবে। আপনি 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হবেন। ছয় বছরে আপনার তিনটি জমীদারী হস্তগত হবে। আপনি কেন আপত্তি কচ্ছেন? আপনি না কি বড় দয়ালু? আপনার দয়া কোথায়? এই অনাথিনী দুঃখিনী বিধবার চক্ষুজল মুছিতে কি আপনার ইচ্ছা হয় না?

ভুবনের মাতা। বাবা! কোন ভাল ঘরের ছেলেই ভুবনকে বিয়ে কর্ত্তে চায় না। পাঠানে চুরি করা মেয়ের নামে সকলেই মুখ ভার করে। বাবা, তুমি আমার মেয়ের পবিত্রতা জান। তোমার ন্যায় বীর ভিন্ন আমার মেয়ে বে' ক'রে আর কেহ সৎসাহসের পরিচয় দিতে পারে না।

চন্দ্রমুখী আবার কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে রমানাথ সেই গৃহে আসিলেন। চন্দ্রমুখী পুনরায় ভুবনেশ্বরীর নিকটে যাইয়া ভুবনেশ্বরীর দুই গালে দুটি ঠোকনা মারিয়া কহিলেন, "দেখ দেখি, আমি দুতীগিরিতে পেকেছি কি না? অত বড় বীর

মিন্‌সেটাকে বক্তৃতায় থ' ক'রে দিয়েছি। (মৃদুস্বরে) কেবল কি আমার বক্তৃতা? এই রাঙ্গামুখখানার —চাঁদপানা মুখখানারও একটা গুণ আছে।"

অনন্তর রমানাথ শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া যুক্তিতর্কের দ্বারা শচীপতিকে বুঝাইয়া দিলেন, মানবের বিবাহ করা একটি নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বংশরক্ষা করা হিন্দুর পরম ধর্ম্ম। গার্হস্থ্য আশ্রম সকল ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানের প্রশস্ত ক্ষেত্র। শচীপতি বিনা বাক্যব্যয়ে যুক্তিতর্ক শ্রবণ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মুর্শিদাবাদে

খরস্রোতা পতিতপাবনী ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরে উত্তর-দক্ষিণ দীর্ঘ, পূর্ব্ব-পশ্চিম প্রশস্ত, বাণিজ্যের আগার, শিল্পের নিকেতন, ইতিহাস-বিখ্যাত মুর্শিদাবাদ নগর। পূর্ব্বে এই মহানগরের নাম মুকসুদাবাদ ছিল। মুরশিদকুলী খানের নামানুসারে ইহার নাম মুরশিদাবাদ হইয়াছে।

এই সময়ে আলিবর্দ্দি খাঁ সুবা বাঙ্গালার নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত। এই সময়ে এই নগর উন্নতির চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে এই নগরের বহুসংখ্যক রেশমের কুঠীতে সহস্র সহস্র মণ রেশম প্রস্তুত হইতেছে। এই সহরে সূক্ষ্ম-স্থূল নানাপ্রকার রেশমের বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। মুর্শিদাবাদের বালুচর অংশের শিল্পিগণ সূক্ষ্ম বিবিধ বর্ণের বস্ত্রের উপর বিবিধ বর্ণের ফুল, পুষ্প, পত্র, লতা, বৃক্ষ, পক্ষী, মৎস্য, পশ্বাদি প্রস্তুত করিয়া প্রাচীন বারাণসী সহরের রেশম বস্ত্রের শিল্পিগণকে লজ্জা দিতেছেন। এই সময়ে খাগড়া অঞ্চলের কাংস্য-বণিক্‌গণ দিবা-রাত্রি ঠং ঠং ঢং ঢং করিয়া অসংখ্য পিত্তল কাংসের বাসন প্রস্তুত করিতেছে। কাশিমবাজার খাগড়া ও খাস মুর্শিদাবাদের অস্থিশিল্পিগণ গজদন্তে চুড়ি, বালা, অনন্ত, চিক্ প্রভৃতি ভূষণ; তাজমহল, কুতবমিনার প্রভৃতি অট্টালিকা; ময়ূর-সিংহাসন, হংসাসন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জগতের বিস্ময় জন্মাইতেছেন এবং গবাদি পশুর অস্থি-শিল্পিগণ কঙ্কতিকা, ছুরির বাঁট, ক্ষুরের বাঁট, মুদ্রাধার, কৌটা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া মানবকুলের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছেন। কামান, গোলা, বন্দুক, গুলী, অসি, চর্ম্ম প্রভৃতি কতই প্রস্তুত হইতেছে। গুণী, জ্ঞানী শিল্পীতে মুরশিদাবাদ সহর অলঙ্কৃত। সুদৃশ্য হর্ম্ম্যমালায় এই সহর সুশোভিত। এই সহরে অশ্বারোহী ও পদাতিক বীরগণ নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে, দলে দলে বৈদেশিক বণিক্‌গণ নবাবের অনুগ্রহ জন্য লালায়িত হইতেছে। এই সহরে কোথাও নৃত্য, কোথাও গান, কোথাও বাদ্যোদ্যম হইতেছে। মুর্শিদাবাদ এই সময়ে ধরার অমরাবতী হইয়াছে।

এই সুবিস্তীর্ণ সহরে পরহিত-ব্রত শচীপতি রায় সদলবলে আগমন করিয়াছেন। তিনি এক বৃহৎ ভবনে বাসা লইয়াছেন। উকীলের দ্বারা নবাব দরবারে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন এবং নবাব দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছেন। বিচক্ষণ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বঙ্গের সকল সংবাদ অবগত আছেন। বহু পূর্ব্বেই তিনি শচীপতির সুকীর্ত্তিগীতি শ্রবণ করিয়াছেন। নবাব শচীপতির সহিত কথোপকথনের দিন স্থির করিয়া দিয়াছেন। নবাবের আমীর ওমরাহগণ শচীপতির সহিত আলাপনে পরিতুষ্ট হইয়াছেন। নবাব সভার মৌলবী ও পণ্ডিতগণ তর্কালঙ্কার ও সার্ব্বভৌমের শাস্ত্রজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়াছেন। শচীপতি অবিলম্বে অভীষ্টসিদ্ধির আশা করিতেছেন।

নবাব-দর্শনের নির্দ্দিষ্ট দিনের আর এক দিন বাকী আছে, সকলে সহর দর্শনে বহির্গত হইয়াছেন, শচীপতি পূর্ব্বাহ্ণে সহর দেখিয়া বড় ক্লান্ত হইয়া বাসায় আসিয়াছেন। অপরাহ্ণে শচীপতি সহর দর্শনে আর বাহির হন নাই। অপরাহ্ণে শচীপতি জাহ্নবী-তীরস্থ দ্বিতল বাসা-ভবনের বারান্দায় পাদচারণ করিতেছেন। ভজন, কালু, মালু, সেই বারান্দায় উপবিষ্ট আছে। অতি প্রবল শীতল বায়ু বহিতেছে। সূর্য্যরশ্মি কুজ্ঝটিকামালায় ম্লানভাব ধারণ করিয়াছে। সহস্রদল গাঁদা, নানাবর্ণের গোলাপ ও অন্যান্য শীতের ফুল ফুটিয়া সহরে উদ্যানসমূহের শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছে। শচীপতি ও তাঁহার সহচরগণ সকলেই নিস্তব্ধ। সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ভজন বলিল, "আরে রাজা, আমার দুঃখের কথা কইব। আমি যখন সেই দুঃখের কথা মনে করি, তখনই আমার পরাণটা খপ খপ করিয়া জ্বলিয়া যায়। তুই আমার কথা শুনবি কি না বল। আমি তোর বাবার বয়ছী বুড়া। আমি তোর কাজে আজ দশ বরছ কাটাইলাম। তুই আমার একটা কথা, ছোট একটা বাত, শুনবি কি না বল?"

শচীপতি হাসিয়া বলিলেন, "সর্দ্দার, তোমার কোন্ কথা আমি শুনি না? তুমি আমার মন্ত্রী, তুমি আমার বল, তোমার বৃদ্ধ বাহুতে এখনও যে শক্তি আছে, তাহা শত শত বলিষ্ঠ যুবার বাহুতেও নাই।

তুমি এখনও বন্য বরাহের চরণ ধরিয়া আছড়াইয়া মারিতে পার, তুমি এখনও পার্ব্বত্য ব্যাঘ্রের লাঙ্গুল ধরিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে পার, কত ভল্লুক তোমার পদাঘাতে মুষ্ট্যাঘাতে ভূতলশায়ী হয়।"

ভজন। আরে রাজা, তুই বড় দুষ্টু আছিস্। তুই বাজে কথা কহিয়া আমায় ভুলাইছিছ। আজ ছাড়বো না, আমার দুখের কথা কইবই কইব। যে কবিরাজের বহুর লেড়কীর জমীজমা খালাছ করতে এছেছিছ, সে লেড়কী বড় খপছুরাৎ আছে। সে মায়েটা লক্ষ্মী বা ছরছ্বতীর মত। সে মায়েটা তোকে ভালবাছে। ছে পালিয়ে পালিয়ে তোকে দেখে, তার মা আমাকে তোর সঙ্গে তার ছাদির কথা বলি, এই তার ইচ্ছা, আমি বুড়া, আমি মুখ দেখিয়া পরাণের ভাব বুঝতে পারি। ছেই বুড়ীটা, ছেই লেড়কীর মাটা, আমার হাত ধ'রে কহেছে যে, তুই তার চাঁদপানা মেয়েটাকে ছাদি করিছ, তুই করবি কি না বল।

শচী। আমি বিয়ে ক'রে কি করব? আমার বাড়ী নাই, ঘর নাই, এ দুঃখের সঙ্গিনী কাহাকেও করতে ইচ্ছা করি না।

ভজন। তোর কিছের দুখ রে রাজা, তোর কিছের দুখ? আমরা পাথর কেটে তোর বাড়ী ক'রে দেবো। আমরা এগারছ ঘরে একটা ক'রে টাকা দিলে তোর চলবেক—চলবেক। তোর বড় পুকুর কেটে দেবো। তোর বড় আম কাঁঠালের বাগান ক'রে দেবো, ডাকাতেরা এখন দেছ ছেড়ে পালিয়েছে। দেছে এখন কোন ভয় নাই। এই ত ছাদির ছময় রে রাজা, এই ত ছাদির ছময়। তুই ছেলে মানুষ, তোর ২৫।২৮ বয়ছ বয়েছ। বড় লোকের লেড়কা নিজে রেঁধে খাইছ; বড় দুখ রে রাজা, বড় দুখ। রমানাথ ঠাকুর আরো বলে দেছে, তোর জমীদারী তুই ফিরে পাইবি। আরে রাজা, তোকে যদি আবার তোর ছাদা দালানে দেখি, তোর বাঁয়ে যদি ছেই চাঁদপানা লেড়কীটাকে দেখি, তবে আমার বড় ছুক রে রাজা, বড় ছুক হবে। আমি ছাত রাত ছাত দিন হাড়িয়া খেয়ে মাদল বাজিয়ে ফুরতি করবে।

শচী। আচ্ছা, এ স্থানের কাজ ত সারি, তার পর দেখা যাবে।

ভজন ও কালু মালু সমস্বরে কহিল, "ঐ ত তোর দুষ্টামী আছে, তোর ছব তাতে ভাল, কেবল ছাদির কথায় দুষ্টামী। তুই বল, গঙ্গাতীরে বল, ছাদি করবি কি না? তুই ছাদি না করলে তরয়াল দিয়ে গলা কেটে মরব।"

শচী। আচ্ছা, এখন তার কি? চল, কাজ উদ্ধার ক'রে বাড়ী যাই, তার পরে দেখা যাবে।

সকলে। তা হবে না। তোর আজই কইতে হবে।

শচী। ও মেয়েটা ভাল না, ওকে পাঠান রহিম খাঁ চুরি করেছিল।

সকলে। ও কথা তুই মুখে আনিছ না। সে মেয়ের দোষ থাকলে তুই কাটিয়া ফেলতিছ, তার কোন পাপ নাই। তার মুখ দেখে মোরা বলতে পারি, সে অকলঙ্ক চাঁদ রে, সে অকলঙ্ক চাঁদ। সে তোর দিকে চেয়ে আছে।

আর কথা হইল না, সকলে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ভজন কালু মালুর গা টিপিয়া চুপে চুপে বলিল, "আর কথায় কাজ নাই, রাজা সাদি করবেক, আমি মুখ দেখে বুঝেছি।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ঝণ্টুর গৃহ।

কুসুম আর এক্ষণে ঝণ্টুকে ঝণ্টু বলিয়া ডাকে না। কুসুম এখন ঝণ্টুকে ঠাকুর বলিয়া ডাকে, সে ঝণ্টুকে এখন খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে। নিকটের বনে এক বৃহৎ ব্যাঘ্র আসিয়াছে। ব্যাঘ্রে একটি ডোম বালক, একটি ছাগ ও একটি মহিষ বধ করিয়াছে। ভজন শচীপতির সহিত মুর্শিদাবাদে গিয়াছে, ঝণ্টুই সম্প্রতি সর্দ্দার বা দলপতি। এই সকল আকস্মিক বিপদে ঝণ্টুকেই নেতৃত্ব করিয়া বিপদ দূর করিতে হইতেছে।

গত রজনীতে শয়নকালে ঝণ্টু কুসুমকে বলিয়া রাখিয়াছে, উষাকালে তাহার নিদ্রাভঙ্গ না হইলে কুসুম তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দিবে।

কুসুম এখন মনের সুখে পরম শান্তিতে ঝণ্টুর সংসার করিতেছে। ঝণ্টুর গৌরবে সে এখন গৌরব মনে করিতেছে। প্রত্যূষে কুসুম ডাকিল, "ঠাকুর, ঠাকুর, রাত প্রভাত হয়েছে। ঠাকুর, দেবতা তোমার মঙ্গল করুন, তুমি সের মারিয়া আইস।"

কুসুমের আদর-যত্নে ঝন্টুর এখন আহ্লাদের সীমা নাই। তাহার মুখ সর্ব্বদা প্রফুল্ল, তার হৃদয় এখন সাহস, উদ্যম ও উৎসাহে পূর্ণ। সে লম্ফ দিয়া শয্যা ত্যাগ করিল। ব্যস্ততার সহিত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিল। ঝণ্টু কুসুমকে অনুচরগণকে সমবেত করিবার বাঁশী বাজাইতে বলিয়া নিজ বীর-বেশ পরিধান করিতে আরম্ভ করিল। কুসুম ঝণ্টুকেই

বাঁশী বাজাইতে বলিয়া সে ঝন্টুকে সাজাইতে লাগিল। ঝন্টুর পায়ে ঘাসের জুতার উপর চামড়া আঁটা জুতা পরাইল। তাহার কটিদেশে মোটা ধুতির উপর হরিণের চামড়ার ঘাঙ্গে পরাইল। তাহার অঙ্গে স্থূল বস্ত্রের কোরতার উপর চামড়ার কোরতা পরাইল। মাথায় পাখীর পালকযুক্ত কাল উষ্ণীষ পরাইল। তাহার গলদেশে গণ্ডারের চামড়ার ঢাল ঝুলাইয়া দিল। ঝন্টু দক্ষিণ করে দীর্ঘ অসি ধারণ করিল। সে বাম বাহুমূলে বিশাল বর্শা লইল। কুসুম কৌটা খুলিয়া সিঁদুর বাহির পূর্ব্বক ঝন্টুর ললাটে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি ফোঁটা কাটিয়া দিল। ঝন্টুর সাজ-সজ্জা শেষ হইলে, কুসুম বলিল, "যাও ঠাকুর, যাও, সের মারিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরে আইস। আমি তোমাকে ফুলমালা দিয়া পূজা করিব।" ঝন্টু হাসিয়া কহিল, "যাহার ঘরে রূপের ডালি, সোহাগের বাজরা, সতীত্বের খনি, ধর্ম্মের প্রতিমা বহু আছে, তার আশা সকল জায়গায় সফল হবে।"

ঝন্টু বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে শীকারে বাহির হইল। বড় বড় কুকুরের সহিত পঁচিশ জন অনুচর আসিয়া ঝন্টুর সহিত যোগদান করিল। শীকারী-গণের বংশীধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইল। "সদয় শিব মহাদেব, সদয় শিব মহাদেব, কালী মাইকি জয়"—শব্দে অরণ্যানী, পর্ব্বত, গহ্বর ও দিগন্তসকল প্রতিধ্বনিত হইল। ঝন্টু অরণ্যে প্রবেশ করিল। কুসুম দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঝন্টুর গমন দেখিল। কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া তরুণ তপন শ্বেতাশ্ব-যোজিত রথ চালাইয়া দিলেন। ধরাসুন্দরী মিটিমিটি হাসিয়া উঠিলেন। তপন জাগ্রত হইলেন। ফুলকুল রূপ বিকাশের অবসর পাইল। তরুগণ শিশিরাশ্রুপাত করিয়া দেহকম্পনচ্ছলে হৃষ্টভাব ধারণ করিল। ব্রততী সুন্দরীগণ তরুর হর্ষে নাচিয়া উঠিল। জড় জগতে পুরুষ-প্রকৃতির এইরূপ ভাব, কিন্তু মানব-গৃহে অধর্ম্মের সংসারে অনেক সময়ে ভাব বিপরীত।

কুসুম গৃহকর্ম্মে রত হইল এবং গুণ গুণ করিয়া গান করিতে লাগিল, ক্ষিপ্রহস্তে সে গৃহকর্ম্ম সারিল। কাজ সমাপনান্তে প্রস্রবণের জলে স্নান করিয়া আসিল। সে শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিল। সে ভাল ভাল পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া এক সুবৃহৎ মালা প্রস্তুত করিয়া দ্বারদেশে ঝুলাইয়া রাখিল। কুসুমের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ঝন্টু কুসুমের ইচ্ছানুসারে একটি দুগ্ধবতী কৃষ্ণবর্ণ সবৎসা গাভী ক্রয় করিয়াছে। গো ও গো-বৎস কুসুমের বড় যত্নের ধন। কুসুম গাভী দোহন করিল। সে যত্নে দুগ্ধ গৃহে রক্ষা করিল। অনন্তর কুসুম গাভীর গলরজ্জু ধারণপূর্ব্বক ঘাস ও নব কিশলয় খাওয়াইতে খাওয়াইতে সমতল ক্ষেত্রের দিকে চলিল। গো-বৎস কুসুমের বড় বাধ্য হইয়াছে, সে কুসুমের গাত্র লেহন করে, পদ লেহন করে এবং কুসুম বসিলে তাহার মুখ লেহন করিতে আইসে। কুসুম গাভীর নাম অন্ন বা অন্নপূর্ণা রাখিয়াছে। সে অন্ন বা অন্নপূর্ণা বলিয়া ডাকিলে গাভী ডাকিয়া উত্তর লয় এবং নিকটে আইসে। স্নেহ ভালবাসা কি স্বর্গীয় সুধা। নিকৃষ্ট পশুও স্নেহ-ভালবাসা বুঝিতে পারে। মানব, স্নেহশীল হও। জগতে ভালবাসা ছড়াইতে থাক। ভক্তিচন্দনচর্চ্চিত সুগন্ধি স্নেহপুষ্প ও ভালবাসার সুধা-ধারা তোমার অঙ্গে বর্ষিত হইতে থাকিবে। সমগ্র জগৎ তোমার গুণে মুগ্ধ হইবে ও তোমার চরণে লুণ্ঠিত হইবে।

কুসুম গোচারণ করিতে-করিতে সমতল ক্ষেত্রের অদূরে এক অশ্বত্থ মূলে তৃণাসনে বস্ত্রাবৃত কি পড়িয়া আছে দেখিতে পাইল। সে ঝন্টুকে ভালবাসে, এখন তাহার ভালবাসার প্রবাহ জগদভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে গাভীটিকে রাখিয়া সেই অশ্বত্থমূলে দৌড়াইয়া আসিল। সে দেখিল, এক যজ্ঞোপবীতধারী পুরুষ তৃণাসনে বস্ত্রাবৃত অবস্থায় অজ্ঞান হইয়া আছেন। তাঁহার প্রাণ-বিহঙ্গ দেহপিঞ্জর হইতে পলায়ন করে নাই। কুসুম অনন্যমনা হইয়া এই দেবোপম পুরু-ষের শুশ্রূষায় রত হইল। সে এক প্রতিবাসিনীকে ডাকিয়া প্রস্রবণ হইতে বিশুদ্ধ জল আনাইল। গৃহ হইতে দুগ্ধ আনাইল, চারি দণ্ড শুশ্রূষার পর সেই অচেতন পুরুষ মুখব্যাদান করিলেন। কুসুম ধীরে ধীরে উষ্ণ দুগ্ধ পান করাইতে লাগিল। আট দশটি বালকবালিকা ও রমণী সেই অচেতন পুরুষের নিকট সমবেত হইল। কুসুম তাহাদিগের সাহায্যে তাঁহাকে সযত্নে আপন গৃহে আনিলেন। একখানি চৌপায়ার উপর শয্যা রচনা করিয়া তাহাতে সেই অচেতন পুরুষকে শয়ন করাইলেন। সে প্রায় এক সের দুগ্ধ সেই অচেতন পুরুষকে পান করাইল এবং বনদেবীর ন্যায় অচেতন পুরুষের শয্যাপার্শ্বে তাঁহার শুশ্রূষায় রত রহিল।

মধ্যাহ্নসময়ে সেই অচেতন পুরুষের চৈতন্য আসিল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া বিস্মিতভাবে ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "মা বনদেবি, আপনি কেন এই হতভাগ্যকে বাঁচাইবার জন্য যত্ন করিতেছেন?" কুসুম উত্তর করিল, "বাবা, স্থির হও। কিছুকাল বিশ্রাম কর, একটু নিদ্রা যাও। লোকের ভাগ্য

পরিবর্ত্তন প্রতি মুহূর্ত্তে হচ্ছে। এ সংসারে হতভাগ্য বা ভাগ্যবান্ কেহ নাই। এ জোয়ার-ভাটা প্রতি-দিন আসে যায়।"

কুসুম সেই অচেতন পুরুষকে আরও দুগ্ধ পান করাইল; তিনি দুগ্ধ পান করিয়া একটু নিদ্রিত হই-লেন। তাঁহার দেহ অতি দুর্ব্বল ও স্বর অতি ক্ষীণ। কুসুম অনুমান করিল, পথশ্রমে, শীতে ও ক্ষুৎপিপাসায় এই যজ্ঞোপবীতধারী পুরুষের এই দুর্গতি হইয়াছে।

কুসুম রন্ধনে ব্যাপৃত হইল, ব্যস্ততার সহিত রন্ধন করিতে লাগিল। অদূরে পার্ব্বত্য অরণ্যে শব্দ উঠিল, "বম্ বম্ হর হর সদর শিব মহাদেব, কালী মাইকি জয়! কালী মাইকি জয়! বড় ছের মরেছে রে, বড় ছের মরেছে। ঝণ্টু সর্দ্দার তরাল দিয়া লড়াই ক'রে কেটে মেরেছে।" শীকারীগণের কোলাহল ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। অল্প-সময়ের মধ্যে ঝণ্টু প্রমুখ শীকারীদল এক ব্যাঘ্র মাথায় করিয়া ঝণ্টুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কুসুম ফুলের মালা হস্তে স্বামীর প্রত্যুদ্গমন করিল। সে ফুলের মালা স্বামীর চরণে রাখিয়া স্বামীকে প্রণাম করিল। ঝণ্টু ফুলের মালা তুলিয়া গলায় পরিল। তাহার সহচর শীকারীগণ কেহ বাঁশী বাজাইয়া ও কেহ হো হো করিয়া হাসিয়া ঝণ্টু ও কুসুমকে দেখিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। কোন শীকারী কহিল, "ঝন্টুসর্দ্দার বড় সুখী।" দুটি বালক দুটি মাদল লইয়া আসিল। কুসুম পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল। এক জন বৃদ্ধ শীকারী কুসুম ও ঝন্টুকে ডাহিনে বামে করিয়া ধরিয়া রাখিল, অন্য শীকারীগণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া গাইল,—

ক্যায়ছেকা ফুলমালা গরব মাথা হায়।
আরে গরব মাথা হায়।
আরে সুখ মাথা হায়॥
কুসুম দিচ্ছে ফুলমালা ঝন্টুবীরের পায়।
আরে ঝন্টু বীরের পায়।
আরে ঝন্টু বীরের পায়॥
ওর সুত ভালবাসা, ফুলপীরিতের বাসা,
বিরহেতে কান্নাকাটি এ করমের দায়।
বাস্‌টা মনের রাগ, মধুটা সোহাগ,
এ ধনটা পেলে ঘরে, আর কিছু না চায়॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শচীপতির কুটীর।

শচীপতি রায়ের কুটীর শৈলোপরে অবস্থিত। তৃণ-কুটীর হইলেও কুটীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। গৃহতল সুমার্জ্জিত, গৃহোপকরণ সামান্য হইলেও সুরুচির পরিচায়ক। শচীপতি মুরশিদাবাদ হইতে ভুবনে-শ্বরীর সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া তাহার সুশাসনের ভার প্রাচীন দেওয়ানজীর উপর অর্পণ করিয়া পার্ব্বত্য কুটীরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কুসুম ও ঝন্টুর যত্নে ও শুশ্রূষায় অচেতন পুরুষ চেতনা লাভ করিয়া-ছেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা সবল হইয়াছেন। তিনি শচীপতির কুটীরে আশ্রয় লইয়াছেন। শচীপতির সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছে। এই নবাগত পুরুষ নলডাঙ্গার রাজকুমার রামদেব রায়।

মধ্যাহ্নে আহারাদি সমাপন করিয়া শচীপতি ও রামদেব সেই কুটীরে উপস্থিত হইয়াছেন। ভজন ঝণ্টু, লাণ্টু, পেণ্টুকে এই কুটীরে আহ্বান করা হইয়াছে। শচীপতি বলিলেন, "আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ত আপনাকে তাড়াইয়া দিলেন। কি উপলক্ষে তাড়াইলেন?" রামদেব উত্তর করিলেন, "না, তিনি আমাকে ঠিক তাড়াইয়া দেন নাই। আমি রাজ্যের ভাগ চাই। তিনি তা দিতে চান না, সেই উপলক্ষে কলহ হয়। কলহে উভয়েরই ধৈর্য্য নষ্ট হয়েছিল। বলা কহা একটু বেশীও হয়। সে কল-হের পর আর তাঁহার বাটীতে থাকা আমি সঙ্গত মনে করলেম না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেম, এই পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের উপায় করতে পারি, তবে দেশে ফিরব, নচেৎ দেশে ফিরব না।"

শচীপতি। আপনার দাদার কত সৈন্য আছে? কেমন কামান, গোলা, গুলী ও বন্দুক আছে? সে সকল যোদ্ধৃগণই বা অস্ত্রচালনায় কিরূপ?

রামদেব। দাদার জোর চার হাজার সৈন্য হবে। পাঁচ শত অশ্বারোহী আর সাড়ে তিন হাজার পদা-তিক, ইহারা অস্ত্র ধরতে জানে। কিন্তু অস্ত্রচালনায় পটু নহে। আমাদের দেশে খুব শান্তি। যুদ্ধ-বিগ্রহ মোটেই নাই। আপনার হাজার সৈন্য আর দাদার চার হাজার সৈন্য সমান।

শচীপতি ভজন, ঝণ্টু, পেণ্টু, ও লাণ্টুকে সম্বো-ধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা জান, ইনি নলডাঙ্গার রাজকুমার, ভ্রাতার সহিত কলহ ক'রে বিদেশগামী হয়ে-ছেন। আমরা তিন চার হাজার লোক গেলে ইঁহাকে

রাজ্যের ভাগ দিয়া আস্‌তে পারি। তোমাদের সকলের মত কি ?" রামদেব বলিলেন, "আমার আরও কিছু বলবার আছে। আমাদের দেশ খুব শান্তিময় ছিল। আজ কয়েক বৎসর আমাদের দেশে বড় উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে। আরাকান হ'তে দলে দলে মগ এসে আমাদের দেশ হ'তে স্ত্রীলোক, বালক ও ধনসম্পত্তি সব অপহরণ কচ্ছে। পর্ত্তুগীজ জলদস্যুর ভয়ও বড় কম নয়। দাদা বিলাসী হওয়ায় প্রজার প্রতি এই সকল উপদ্রবে কোনরূপ চেতনার লক্ষণ দেখান না। আমি রাজ্য উদ্ধার কর্‌তে পারলে অর্দ্ধেক রাজ্য আপনাকে দিব। দাদাকে প্রচুর বৃত্তি দিব। আপনার মত এক জন যোদ্ধা আমাদের দেশে অবস্থিতি করা প্রয়োজন। আপনাকে কিছু সৈন্যসামন্তও রাখতে হবে। আপনি এ দেশ যেমন নিরাতঙ্ক ক'রে তুলেছেন, আমাদের দেশও সেইরূপ করতে পারবেন। যুদ্ধব্যয় সঙ্কুলনার্থে অর্দ্ধ-রাজ্য আপনাকে দেওয়া যাবে। আপনি আমাদের দেশে না থাকলে ইচ্ছা করলে নগদ টাকাও দিতে পারি।"

ভজন। আরে বিদেশী রাজা, তুই থাম্ থাম্। আরে মোদের রাজা, তুই কি অর্দ্ধেক জমীদারীর লোভে পুরব দেছে যাইবি ? তোর নিজের জমীদারী নষ্ট করলি ক্যানে ?

শচীপতি। আমি জমীদারীর আশায় পূর্ব্বদেশে যাব না। ইনি ব্রাহ্মণ-সন্তান ও বিশেষ ইনি রাজকুমার। পথকষ্টে, অনাহারে ও শীতে ইনি মৃত্যুমুখে পড়েছিলেন। কুসুম ও ঝণ্টু ইঁহার প্রাণ রক্ষা করেছে। আহা ! কুমারের বড় কষ্ট। তাই ইঁহাকে ইঁহার প্রাপ্য অংশ বুঝিয়া দিতে যাব।

ভজন। আরে রাজা ! তুমি ত যে যাহা বলে, তাহাই শুনিছ। কে জানে, উনি রাজকুমার কি না ? কে জানে, উনার জমীদারী আছে কি না ? কে জানে, উনি ছদ্মবেশী ডাকাত কি রাজকুমার ? আমি না-জানা লোকের ছঙ্গে, না-জানা দেছে লোকজন নিয়ে যাওয়া পরামর্শ দেই না। তুহার ত দয়ার ছরীর, যে যা বলে, বিছছাচ করিছ। তার পরে আর এক বাতও আছে। চার হাজার লোক এক দেছ হতে আর এক দেছে যাব, ঘোড়া আছে, অস্ত্র ছস্ত্র আছে, পায়ানি, খোরাকি আছে, অনেক টাকা লাগবে। কত ঘোড়া মরবে, কত অস্ত্র ছস্ত্র হারাবে, কত তাম্বু পচে পুড়ে নছট হোয়ে যাবে। আর যদি ছে দেছে যেয়ে দেখি, মগ দছ্যু আছে, তারও একটা উপায় করতে হোবে। আমরা ধার করজ কোরে যাইব। বিদেছী জমীদারের কত বড় জমীদারী, জানি না। আমাদের টাকা চাই। বিদেছী ভাই রাজার অবছথা জানা চাই। পথ-ঘাট জানা চাই।

রামদেব। আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্‌তে পারি, আমি কোন ছদ্মবেশী দস্যু নহি। আমি তামাতুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ ক'রে বলছি, আমার অর্দ্ধেক রাজত্ব দেব।

ভজন। ছব ছাচ্চা বাত হ'লেও অবছথা জানা চাই, পথ-ঘাট জানা চাই।

শচী। যাই বল সর্দ্দার, ইঁহার উপকার করতেই হবে। আর আমি উপকার বিক্রয় করতে চাই না। আমি অর্দ্ধেক জমীদারী নিয়ে উঁহার উপকার কর্‌তে চাই না।

ভজন। আরে রাজা, উহার ত আর জমীদারী নাই যে বেচিবে। চার হাজার লোক এক বরছের কমে একটা রাজ্য জয় হোবে না। ছহাজার ঘোড়ার দাম ও তার খোরাকি ও চার হাজার লোকের খোরাকী কি তুই দিতে পারবি ? আমরা টাকা করজ করিয়া লইব। আমাদের টাকার বরছে দ্বিগুণ ছুদ। বহুত টাকা লাগিবে। আমরা উপকার করবো গায়ে খেটে, টাকা দিয়ে উপকার করতে মোদের ছাধ্য নাই।

অনন্তর রাজা শচীপতি প্রাচীন ভজনের যুক্তির নিকট পরাস্ত স্বীকার করিলেন। রাজা রামদেব রায় নানা পবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি ছদ্মবেশী দস্যু নহে এবং যুদ্ধের ব্যয় অথবা অর্দ্ধ-রাজ্য, রাজ্য-উদ্ধারের পর শচীপতিকে দান করিবেন। শচীপতির অনিচ্ছা সত্ত্বেও রামদেব স্ব-ইচ্ছায় বৃদ্ধের কথায় এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। লাণ্টু, পেণ্টু, কালু ও মালু তীর্থযাত্রীর বেশে নলডাঙ্গা অঞ্চল দেখিতে ও কুমার রামদেবের ভ্রাতার অবস্থা জানিতে অবিলম্বে গমন করিবে স্থির হইল।

এই সকল কার্য্য হইতেছে, এই সময়ে শিবিকা, যান, হস্তী, অশ্ব, আশাছোটা, ছত্র, চামর, পতাকা, নানা বাদ্যযন্ত্র ও বহু লোক সহ রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন, শচীপতির ঠাকুরবাড়ীর দেওয়ানজী, শচীপতির কুলপুরোহিত সর্ব্বেশ্বর বিদ্যারত্ন ও কুলগুরু গঙ্গাধর তর্কালঙ্কার শচীপতির গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন বলিলেন, "রায় মহাশয় ! জমীদার মহাশয় ! আপনার নষ্ট জমীদারী উদ্ধার হয়েছে। আপনার বিক্রয়ের কবলা সকল ফেরৎ পেয়েছি। আপনার জমীদারীর ক্রেতাগণ আপনার গুণে মুগ্ধ হয়ে পণের টাকা ফেরত লয়ে এ জমীদারী

ফেরত দিয়েছেন। আপনার জমীদারীর আয় ও দেবোত্তর সম্পত্তির সঞ্চিত টাকায় আপনার জমীদারী উদ্ধার হয়েছে। আপনার বাড়ী, অট্টালিকা সকল, দেবালয় সমূহ, গড়, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা প্রভৃতি সংস্কার করা হয়েছে।”

শ। দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ে যে সম্পত্তি উদ্ধার হয়েছে, সে ত দেবোত্তর। তাহাতে আমাদের অধি—

রমানাথ ন্যায়পঞ্চাননের ইঙ্গিত অনুসারে প্রাচীন গঙ্গাধর তর্কালঙ্কার বলিতে লাগিলেন,—“আমাদের কথায় তর্ক-বিতর্ক ক'র না। তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ দলিলের দ্বারা দেবোত্তর সম্পত্তি করেন নাই। যে পরিমাণ জমীদারীতে দেবসেবা ও অতিথিসেবা চলিতে পারে, তাহাই পৃথক্ রাখিয়াছেন। সে জমীদারীর অংশ। তাহাতে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তুমি পবিত্র সেনবংশের একমাত্র বংশধর। বঙ্গদেশের উপকারের জন্য তোমায় দেবসেবা ও অতিথিসেবা চালাইবার জন্য তোমার বংশরক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন। এই যে তোমার সর্দ্দারগণ, ইহারাও তোমার অরণ্যবাসে সুখী নন। তুমি জমীদারী হাতে পেলে বঙ্গের ও এই সর্দ্দারদিগের অধিকতর উপকার করতে পার্‌বে।” ভজন আহ্লাদে কাঁদিয়া ফেলিল ও বলিতে লাগিল, “আরে রাজা! বড় খোস খবর, বড় খোস খবর। তুই বাড়ী চল্। রাজা হ'। আমরা সকলেই যাব। তুই মোদের। মোরা তোর। তুই রাজার বেটা রাজা। আর বনে রহিস্ না, আর ভুট্টা ছাতুয়া খাহিস্ না। টাকা হাতে পেলে, ডাকাতদল দেছছুক্রেদল আরও সহছ, ঘোড়া কিনে দুর্দ্দায় রেখে পিঁপড়ের মত টিপে মেরে ফেলব, আরে ঝণ্টু! আরে পেণ্টা! আরে লাণ্টু! আরে কালুয়া মালুয়া! আরে লেড়কা-লেড়কী! আয় আয় ছব ছুটে আয়। ছকলে বল “কালী মাইকি জয়! ছদয় ছিব মহাদেবকো জয়! গুরুজীকি জয়। মোদের রাজাকো জয় রে মোদের রাজা কো জয়!”

শচীপতি আর বাক্য ব্যয় করিতে পারিলেন না। ভজন প্রমুখ শচীপতির অনুচরবর্গ কেহ শর কার্ম্মুক, কেহ অসি-চর্ম্ম, কেহ বর্শা, কেহ বল্লম, কেহ বাদলবাঁশী হইয়া সুসজ্জিত হইল। রামদেবও শচীপতিকে জমীদারের পোষাকে সুসজ্জিত করিয়া সকলকে এক বৃহৎ মাতঙ্গ-পৃষ্ঠে উঠাইয়া দিলেন। পণ্ডিতগণ ও প্রাচীন দেওয়ান শিবিকায় আরোহণ করিলেন। নানা বাদ্যোদ্যম ও জয় জয় রবের মধ্যে শচীপতি আজ দশ বৎসর পরে পৈতৃক ভবনে চলিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিবাহ-পত্র।

শচীপতি আজ এক সপ্তাহ হইল, স্বগৃহে আগমন করিয়াছেন। মামী, মাসী, পিসী, খুড়ী, জ্যেঠী প্রভৃতি শচীপতির মহিলা আত্মীয়গণ আসিয়া শচীপতির অন্তঃপুর দখল করিয়া লইয়াছেন। শচীপতির ভ্রাতা-ভগিনীর স্থানীয় যুবক-যুবতীরও শুভাগমন হইয়াছে। শচীপতি কেবল অস্ত্রবিশারদ নহেন, তিনি বাঙ্গালা, পারসিক, উর্দ্দু ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। গণিত-জ্যোতিষেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি আছে। যশোগৌরবে সুমণ্ডিত, পরদুঃখকাতর, পরোপকারী শচীপতি নিজালয়ে আসিয়াছেন জানিয়া নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিতেছেন এবং শচীপতি সকলকে বিদায়ের অর্থ দিয়া পরিতৃপ্ত করিতেছেন। মৌলবী, জ্যোতিষী ও গণিতজ্ঞ ব্যক্তিগণ শচীপতির দর্শন লাভ করিতে আসিতেছেন এবং তিনিও তাঁহাদিগকে সমাদর করিয়া সম্মানরক্ষা করিতেছেন। শচীপতির যশোগীতিতে রাঢ় অঞ্চল মুখরিত হইয়াছে। তাঁহার কীর্ত্তিধ্বনি বঙ্গের সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছে। রাঢ়ের নরনারীগণ ভক্তি-শ্রদ্ধার চন্দনচর্চ্চিত কৃতজ্ঞতার কুসুমাঞ্জলি মনে মনে শচীপতির চরণে অর্পণ করিতেছেন। শচীপতির নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর প্রদত্ত রাজ উপাধি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে।

রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন শচীপতির গৃহে উপস্থিত আছেন। অদ্য মধ্যাহ্নে ভিন্ন ভিন্ন শিবিকারোহণে চন্দ্রমুখী ও তাঁহার পিতা তর্কালঙ্কার মহাশয় আসিয়াছেন। চন্দ্রমুখীর সহিত শচীপতির কথা হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রমুখী শচীপতির ভগ্নীস্থানীয়া ললনা-কুলকে সহায় করিয়া অপরাহ্নকালে বাক্ ও তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যুদ্ধে চন্দ্রমুখীর দলের জয় ও শচীপতির পরাজয় হইয়াছে। এ দস্যুর সহিত যুদ্ধ নহে যে, এ যুদ্ধে শচীপতির জয় হইবে। এ কুসুম-শর-কার্ম্মুক কামদেবের সহিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধে স্বয়ং দেব-দেব মহাদেবও পরাজিত হইয়াছেন। এ যুদ্ধে স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র পরাভব মানিয়াছেন, এ যুদ্ধে বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণের পদে পদে পরাজয় হইয়াছে। চন্দ্রমুখীর বক্তব্য বিষয়—তাহার সখী ভুবনেশ্বরীকে শচীপতি বিবাহ করেন। অদ্যকার বিবাহপ্রস্তাবে শচীপতি আর অধিক আপত্তি করিতে পারেন নাই। এক্ষণে শচীপতি মনে মনে অনুভব করিতে পারিতেছেন, তাঁহার এই সুরম্য অন্তঃপুরের সুরম্য অট্টালিকার

এক জন অধীশ্বরীর প্রয়োজন। তিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহার কুসুম-কানন-সুশোভিত পরিমলবাহী অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর স্বচ্ছ সলিলের শোভা এক হংসনাদিনী গজগামিনীর অবগাহন ব্যতীত সম্বর্দ্ধিত হইতে পারে না।

ফাল্গুনের শেষ ভাগ। সায়ংকাল অতীত হইয়াছে, দ্বিজজাতির সায়ংকৃত্য সমাপিত হইয়াছে। মারুত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। তিনি বাসন্তী কুসুমের কুসুম-গন্ধ প্রতি দ্বার ও বাতায়ন দিয়া প্রতি কক্ষে ছড়াইতেছেন। নব কিশলয়দল হেলিয়া দুলিয়া হাসিতেছে। রক্তকিংশুক-বসনাবগুণ্ঠিতা ব্রততী সুন্দরীগণ অবগুণ্ঠন দোলাইয়া দোলাইয়া নাচিতেছে। নীল নভস্তলে চন্দ্রমা-খচিত নক্ষত্রনিকর যেন তাঁহাদের উচ্চাসন পাইবার অহঙ্কারে ধরাপৃষ্ঠে উপবিষ্টা কুসুম-সুন্দরীগণের নিম্নপদ দর্শনে ধনগর্ব্বিত উচ্চপদে সমারূঢ় ধনী ব্যক্তিগণের ন্যায় মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। জড়জগৎ যেন জীবজগতের অনুকরণে হাসি বিদ্রূপে রত হইয়াছে। এমন সময় শচীপতি তাঁহার বৈঠকখানা গৃহে উপবিষ্ট। সর্ব্বাগ্রে রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন তথায় আসিলেন। ক্রমে চন্দ্রমুখীর পিতা তর্কালঙ্কার মহাশয় হইতে কুলগুরু গঙ্গাধর তর্কালঙ্কার পর্য্যন্ত অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও শচীপতির আত্মীয়স্বজন তথায় আগমন করিলেন। সর্ব্বাগ্রে চন্দ্রমুখীর পিতা তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন, "বাবা শচী! সৎসাহসের পরিচয় সকলেই দিতে পারে না। বঙ্গের রূপবান্ গুণবান্ ধনীর সন্তান অনেক আছেন। বঙ্গের পণ্ডিতের সংখ্যাও বিরল নহে। এ দেশের যোদ্ধৃবীরও দু'চার জন আছেন। কিন্তু পরোপকারী, হৃদয়বান্ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। ভুবনেশ্বরীর জাতিধর্ম্ম তুমিই রক্ষা করিয়াছ। তাহার পৈত্রিক ধন তুমিই উদ্ধার করিয়াছ। তাহার পৈত্রিক ভূসম্পত্তি তোমার যত্ন, চেষ্টা ও সুখ্যাতিতে পুনরায় তাহার হস্তগত হইয়াছে। কৃতজ্ঞতায়, রূপে, গুণে আমাকে নির্লজ্জ হইয়া বলিতেই হইতেছে, সে তোমার চরণের দাসী হইয়াছে, তুমি তাহার পবিত্রতা জান। সে অন্য পাত্রে বরমাল্য দান করিবে না। আমি রাঢ়দেশে উপযুক্ত পাত্রের বিশেষ সন্ধান করিয়াছি। পাত্র মিলিলেও পাঠান-অপহৃতা ভুবনেশ্বরীকে সৎসাহসের পরিচয় দিয়া কোন বৈদ্য-সন্তান বিবাহ করিতে চায় না। আমার ও চন্দ্রমুখীর আগমনের উদ্দেশ্য ভুবনেশ্বরীর বিবাহ-প্রস্তাব করা। আমার অনুরোধ, আগামী ২৮শে ফাল্গুন তারিখে শুভ সুতহিবুক যোগে তুমি সেই অনুপমা সুন্দরী তেজস্বিনী কৃতজ্ঞ বালিকা ভুবনেশ্বরীর পাণিগ্রহণ কর।"

গঙ্গাধর তর্কালঙ্কার বলিলেন, "দেখ শচী! আমি তোমার কুলগুরু। জান শচী! আমি বিশুদ্ধ হিন্দু। আমি সমাজগর্হিত শাস্ত্রগর্হিত কাজ করতে আমার বাহাত্তর বৎসর বয়সের মধ্যে কখনও কাহাকেও অনুরোধ করি নাই। ভুবনেশ্বরীর রূপ অতুলনীয়। তাহার তেজস্বিতা অপরিসীম। তাহার কৃতজ্ঞতা অপার, অকূল, অগাধ। আমি জানি, সে তোমাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে। তুমি তাহার পবিত্রতা ভাল রূপ জ্ঞাত আছ। আমি তাহার মূর্ত্তি দেখিয়াই বুঝিয়াছি, সে বালিকা অতি পবিত্রা। পাপরাহু সে চন্দ্র স্পর্শ করিতেও পারে নাই। সমগ্র হিন্দুসমাজ এক দিকে, সমগ্র বৈদ্য-সমাজ এক দিকে, আমার অনুরোধে তুমি সৎসাহসের পরিচয় দিয়া সেই রত্ন কণ্ঠে ধারণ কর। সেই রত্নে তোমার অন্তঃপুর আলোকিত কর। সে বালিকা ভাগ্যবতী রাজরাজেশ্বরী। তুমি যেরূপ স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিয়া নির্ভিকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বঙ্গে যেমন আদর্শ বীর বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছ, এ বিবাহ করিলে সেইরূপ তোমার সৎসাহসের পরিচয় দেওয়া হইবে। এক্ষণে যিনিই যাহা বলুন, ভবিষ্যৎকালে তোমার সৎসাহসের জন্য বঙ্গ ধন্য ধন্য করিবে।"

শচীপতি আর কোন বাক্য ব্যয় করিতে পারিলেন না। রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন বলিতে লাগিলেন, "আমার শ্বশুর মহাশয় ও জমীদার মহাশয়ের কুলগুরু অভিজ্ঞ ও প্রাচীন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কথার পর আমার আর কথা বাচালতা। আমি শাস্ত্রীয় যুক্তি-তর্কের দ্বারা সে দিন আপনাকে বুঝাইয়াছি, বিবাহ ও বিবাহ দ্বারা বংশরক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন। এ কথাও বলিয়াছি. যাহারা সর্ব্বদা যুদ্ধে রত থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ অকৃতদার থাকেন না। মহাবীর প্রতাপ বিবাহিত, আজন্ম যুদ্ধে ব্যাপৃত। শিবাজী কৃতদার। ভুবনেশ্বরীর বয়স পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসর। আমার নিবেদন এই—আর বিলম্ব করা উচিত নহে। কল্য প্রাতে লগ্নপত্র করা হউক ও আগামী ২৮শে ফাল্গুন শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করা হউক।"

শচীপতির ঠাকুরবাড়ীর ও অতিথিশালার প্রাচীন দেওয়ান ও মাতুল সম্পর্ক জটাধর সেন বলিলেন, "শুভস্য শীঘ্রং। কল্যই লগ্নপত্র হউক।"

ভজন এটু সভাগৃহের এক পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল। তাহার সঙ্গে ঝন্টুসর্দ্দার, সাধন, তারণ ও ভকত মাঝী তথায় আগমন করিয়াছিল। ভজন বলিল, "আরে রাজা! আরে মোদের ছোনার রাজা! আরে

মোদের লক্ষ্মী রাজা! আর মোকে দুখ দিছ না, মোকে দুখ দিছ না। আমি সে লেড়কি দেখেছি। তুই মোদের ছোনার ঠাকুর, তোর পাশে ছেই ছোনার প্রতিমা দেখলে মুই বড় ছুখে মরবো রে, রাজা বড় ছুখে মরবো।"

ঝণ্টু। মোরা ছুধু দেখি নাই। মোর ছুধু দেখি নাই। আমার কুলছুম দেখেছে। ছে বলে মা জগদ্ধাত্রী! ছে অকলঙ্ক ছচী। ছে ফুল। তেমন মায়ে এ দেছে আর নাই। কুলছুম ছয়তান আছে। ছে বুঝিয়াছে, ছে মায়ে তোকে ছাড়া আর কাকেও ছাদি কোরবে না। আর দুখ দিছ না রে, রাজা! আর দুখ দিছ না। অনেক ছের মেরেছি, অনেক ছীকার করেছি, অনেক ডাকাত তাড়িয়েছি, এখন ছুখ চাই, ফুরতি চাই। রাজার ছাদি হোলে আমি দছ রাত দছ দিন হাঁড়িয়া খাব আর ফুরতি কোরবো।

রাজকুমার রামদেব বলিলেন, "আমি যদিও বিদেশী লোক, পাত্রীও দেখি নাই, পাত্রীর ঘরও জানি না, তথাপি আমি এই সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও একান্ত অনুগত ভজন ঝণ্টুর কথায় বুঝিতে পারিতেছি, এ অতি উত্তম সম্বন্ধ। রাজার গুরুজন ও অনুচরগণের কথায় সম্মত হওয়া উচিত।" শচীপতি আর মস্তক উত্তোলন করিয়া কথা বলিতে পারিলেন না। ফুলশর-কার্ম্মুক মদন অতি দর্পে ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার মর্ম্মে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ফুলশর বিদ্ধ করিতেছিলেন। পর দিন প্রাতে লগ্নপত্র হইল। ২৮শে ফাল্গুন শুভবিবাহের দিন স্থিরীকৃত হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন।

কৃতজ্ঞতা একটি আভিধানিক শব্দমাত্র। প্রকৃত পক্ষে এ সংসারে কৃতজ্ঞতা নাই। যে শচীপতি দশ বৎসর কাল অক্লান্ত দেহে অদম্য উৎসাহে অমিত তেজে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অরণ্যবাস ক্লেশ সহ্য করিয়া অসভ্য লোকের সহায়তা গ্রহণে রাঢ়ের দস্যুদমন করিয়াছেন, কত বিপন্ন পথিকের প্রাণ দান করিয়াছেন, কত কুলবালা ও কুলকামিনীর জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, কার্য্যতঃ রাঢ়ের সকল গৃহস্থের ভূসম্পত্তি রক্ষা করিয়াছেন, আজ শচীপতির দলে তাঁহার কয়েক জন লোক আছেন? ভুবনেশ্বরীর সহিত বিশেষ সমারোহে শচীপতির বিবাহ হইয়াছে। রাঢ়ের প্রত্যেক বৈদ্য-সমাজ হইতে প্রধান প্রধান কুলীন বৈদ্য বরযাত্র গিয়াছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত বরানুগমন করিয়াছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বিবাহ-সভায় উপস্থিত ছিলেন। সকলেই জানিয়াছেন, শচীপতির নষ্ট সম্পত্তির উদ্ধারসাধন হইয়াছে ও ভবনের সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। বরযাত্রগণ শচীপতির শ্বশুরালয়ের নব সংস্কৃত গৃহাদি ও অপহৃত অর্থের উদ্ধারের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন। শচীপতি আজ দুই সম্পত্তির অধিকারী এবং সকলের অনুমান, শচীপতি অনেক নগদ অর্থও হস্তগত করিয়াছেন। সকলেই জ্ঞাত হইয়াছেন, সেই সৌন্দর্য্যললামভূতা ভুবনেশ্বরী বালিকা বয়সে পাঠান কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছিলেন। পাঠান অর্থ অপহরণ করিতে আসিয়াছিল না। সেই এই কন্যারত্ন অপহরণ-সঙ্কল্পে আসিয়াছিল এবং পরে তাহাকে প্রধান বিবি করিবে উদ্দেশ্য ছিল। নিরাপদে শুভোদ্বাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। নিরাপদে বাজীবাজনার ও উৎসবের সহিত নববধূ স্বামি-গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। নিরাপদে স্বামিগৃহে নববধূ গৃহীত হইয়াছিলেন। স্বামি-গৃহে রূপেরও বিলক্ষণ খ্যাতি হইয়াছিল।

গোল বাধিল পাকস্পর্শে। বৈদ্য-সমাজপতিগণ ব্রাহ্মণপণ্ডিগণের সহায়তা লইয়া গোল উঠাইলেন যে, পাঠান-অপহৃতা বালিকার স্পৃশ্য অন্ন গ্রহণ করিলে জাতিপাত হইবে এবং পাঠান-অপহৃতা রমণীর পতি-গৃহে সিধাগ্রহণ করিলেও পণ্ডিতগণের ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। এ কথাটাও একটু গোপনভাবে প্রকাশ হইল, লক্ষ টাকা বিদায় দেওয়া হইলে বৈদ্যগণ শচীপতির গৃহে অন্নগ্রহণ করিতে ও পণ্ডিতগণ সিধা লইতে পারেন। সত্যনিষ্ঠ শচীপতি নবোঢ়া বধূর পবিত্রতা সম্বন্ধে দৃঢ়তার সহিত সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। কে সাক্ষ্য গ্রহণ করে? কে আজ কৃতজ্ঞতার স্মরণ করে। ঈর্ষ্যাসর্পিনী জাগ্রতা হইয়াছে। শচীপতি দুই ভূসম্পত্তির ও দুই গৃহের সঞ্চিত ধনের অধীশ্বর। ঈর্ষ্যা ছুরিকারূপে কৃতজ্ঞতার দৃঢ় বন্ধন খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়াছে অথবা প্রবাহরূপে কৃতজ্ঞতার সেতু ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

তখন অপ্রত্যক্ষ ভাবে গোপনে গোপনে কথা উঠিতে লাগিল, "শচীপতির দেশের উপকার কিছুই না, দস্যুর অর্থ পুনরাপহরণ।" কেহ বলিলেন, "শচীপতি অনার্য্য-সহবাস-দোষে দুষ্ট।" কেহ প্রকাশ করিলেন, "শচীপতির সকল কার্য্যই মিথ্যা। এই জাতিভ্রষ্টা সমাজপতিতা সুন্দরী যুবতীর পাণিপীড়ন বাসনেই শচীপতি নানা অছিলায় দেশবন্ধুর ভাণ করিয়াছে।"

সত্যপ্রিয় ও সৎসাহসসম্পন্ন শচীপতি সভার মধ্যে প্রকাশ্য ভাবে বলিলেন, "আপনারা যে সকল কথা গোপনে গোপনে বলিতেছেন, তাহা সকলই আমার কর্ণগোচর হইয়াছে। আমি যে বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছি, আমি তাহার পবিত্রতা জানি। আমার ও আমার শ্বশুরকুলের বংশমর্যাদা রাঢ়ের কোন বৈদ্যকুলীনের বংশমর্য্যাদা অপেক্ষা হীন নহে, তথাপি আমি সকল পণ্ডিতগণ ও বৈদ্যগণকে যথাসাধ্য বিদায় দিব। আমাকে বিপন্ন করিয়া আমার পত্নী ও আমার প্রতি দোষারোপ করিয়া উৎকোচ স্বরূপে যে লক্ষ টাকা চাহিতেছেন, আমি তাহার এক কাণা-কড়িও দিব না। আমি একাকী থাকি সে-ও ভাল, তথাপি আমি এই সকল মিথ্যা অপবাদ রটনাকারীর সংসর্গ চাহি না। অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও বৈদ্যসন্তান আমার বিবাহের সভাশোভনাদি করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রণামী হউক, বিদায় হউক,যৎকিঞ্চিৎ দিতেছি।"

শচীপতির সম্মুখে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে সক্ষম কেহই হইলেন না। কেহ বিদায় লইয়া কেহ বিদায় না লইয়া পাকস্পর্শের পূর্ব্বেই শচীপতির গৃহ ত্যাগ করিলেন। শচীপতি তজ্জন্য বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হইলেন না। শচীপতির কুলগুরু, কুলপুরোহিতাদি ও শচীপতির শ্বশুর গ্রামের তর্কালঙ্কার-প্রমুখ ব্রাহ্মণদল শচীপতির সপক্ষে থাকিলেন। বৈদ্যও দশ পনের ঘর শচীপতির পক্ষ ত্যাগ করিলেন না।

ভজন, ঝন্টু প্রভৃতি শচীপতির অনুচরগণ এরূপ উৎকোচের সম্পূর্ণ বিরোধী হইল। রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন তদীয় শ্বশুর ও কুলগুরু এই সকল পাষণ্ডদলকে পাদুকা-প্রহারে দূর করিবার প্রস্তাব করিলেন। শচীপতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেও সকলকে যথাযোগ্য বিদায়ের অর্থ দিয়া অসন্তুষ্ট চিত্তে সকলকে যাইতে অনুমতি দিলেন। ভুবনেশ্বরীর মাতুল দুর্য্যোধন সেন মহাশয় পাঠকগণের পরিচিত। শচীপতি তাঁহার প্রতি কোন দণ্ড বিধান করেন নাই। পক্ষান্তরে তাঁহাকে কিছু অর্থ দিয়াই বিদায় করিয়াছিলেন। এই গোলযোগের পর প্রকাশ পাইল, সেই সেন মহাশয় বিপক্ষ পক্ষের প্রধান নেতা হইয়াছেন।

যাহা হউক, নববধূর পাকস্পর্শে উৎসব কম হয় নাই। অনেকে প্রকাশ্যে ভোজন না করিলেও গোপনে ভোজন করিয়াছেন। অপর অপর জাতীয় লোকেরা ব্রাহ্মণ-বৈদ্যের ব্যবহারে রুষ্ট হইয়াছেন। ভজন তাহার প্রিয় রাজা এই গোলযোগে দুঃখিত হইবেন এই আশঙ্কায় তাহার দলবল লইয়া যত্নসহকারে আমোদ উৎসব করিয়াছে।

শচীপতির বিবাহ দুইমাস হইয়া গিয়াছে। নলডাঙ্গা অঞ্চল হইতে ভজনের দূতগণ ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহারা কুমার রামদেবের ভ্রাতৃজায়ার অবস্থা, পথ, ঘাট, বাজার, বন্দর জানিয়া আসিয়াছে। চারিদিকে "সাজ সাজ" শব্দ পড়িয়া গিয়াছে। শচীপতি নলডাঙ্গা অঞ্চলে যুদ্ধ করিতে যাইবেন প্রকাশ পাইয়াছে। ভুবনেশ্বরী শচীপতির অন্তঃপুর আলো করিয়া বিরাজ করিতেছেন। শচীপতি মধ্যাহ্নের আহার সমাপন করিয়া একটু বিশ্রামান্তে বহির্ব্বাটীতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে ভুবনেশ্বরী ম্লানমুখে কয়েকটি তাম্বুল-হস্তে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। শচীপতি বলিলেন, "আজ ও চাঁদমুখে আষাঢ়ের মেঘ কেন?" ভুবনেশ্বরী উত্তর করিলেন, "মেঘ কেন, তা কি আর জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয়, আমার জন্যে আপনি একঘরে। আমার জন্যে আপনার উজ্জ্বল যশও কলঙ্কিত হইতেছে।"

শচীপতি উত্তর করিলেন, "আমি যশোলোলুপ নহি। যশ আমি চাহি না। স্বার্থপর, নীচাশয়, অর্থলোলুপ কৃতঘ্নদল হ'তে পৃথক থাকাই ভাল। আমি এরূপ একঘরে হওয়ায় গৌরব মনে করি। যার ঘরে তোমার মত পবিত্রচিত্ত শুদ্ধমতি রমণীরত্ন, সে কি একঘরে? কিছু না, কিছু না, তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না। সর্প, ব্যাঘ্র, ভল্লুক যত দূরে থাকে, ততই ভাল।"

ভুবন। সে বিদেশী রাজকুমারের কি করলে?

শ। তাঁর রাজ্য-উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ যত্ন কর্‌ছি। ঘোড়া কেনা হচ্ছে। সৈন্যনিয়োগ ও শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

ভুবন। কত দিনের মধ্যে তাঁর দেশে যাবে?

শ। এক পক্ষ মধ্যে।

ভুবন। বেশ, বেশ। ভালরূপ চেষ্টা কর্‌বে; যাহাতে তাঁর রাজ্য উদ্ধার হয়, তা করবে। কুমার বড়ই কষ্ট পাচ্ছেন।

এইরূপ স্বামি-স্ত্রীতে কত কথা হইল। শচীপতি দুঃখিতা ভুবনেশ্বরীকে প্রফুল্ল করিবার জন্য অনেক কথা বলিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

যাত্রার দিনাবধারণ ও পরামর্শ।

কুমার রামদেবের আনন্দের সীমা নাই। শচীপতিরও অদম্য উৎসাহ, অমিত বল ও অসাধারণ

অস্ত্রচালন কৌশল প্রদর্শনের অবসর পাইয়াছেন। ভজন, ঝন্টু, পেন্টু, কালু, মালু, নব নব সৈন্য নিয়োগ করিতেছে এবং তাহাদিগের প্রাথমিক অস্ত্র-চালনার কৌশল তাহারাই শিক্ষা দিতেছে। শচীপতি প্রাথমিক অস্ত্রচালনার কৌশল পরীক্ষা করিতেছেন ও বিশেষ বিশেষ অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিতেছেন। শচীপতির প্রাচীন দেওয়ান তাম্বুনির্ম্মাণ, খাদ্যসংগ্রহ ও যানবাহন সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন। খাদ্য, তাম্বু, যানবাহন, একরূপ সংগ্রহ হইয়াছে। সৈন্যসংগ্রহেরও আর বাকী নাই। অশ্ব ও সৈন্যের শিক্ষার কিছু কিছু বাকী আছে। কামান, বন্দুক, বারুদ, গোলাগুলীও কিছু কম আছে। কোন কোন হস্তী এখনও কামানের শব্দে ভীত হইতেছে। অদ্য অপরাহ্নে হস্তী, অশ্ব ও সৈন্যগণের কৃত্রিম যুদ্ধ প্রদর্শিত হইবে। কামান-বন্দুকের শব্দ করিয়া হস্তিগণের শিক্ষা পরীক্ষিত হইবে।

অপরাহ্ন সময়ে শচীপতির বৈঠকখানা-গৃহে তাঁহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী, ভজনপ্রমুখ অনুচর, রমানাথ ও রামদেব প্রভৃতি বন্ধুগণ সমবেত হইয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে শচীপতি বলিলেন, "দেওয়ান খুড়া, আপনার আয়োজনের আর কত বাকী ?"

দেওয়ানজী উত্তর করিলেন, "আমার সকল দ্রব্য সংগ্রহ হইয়াছে।"

শ। সর্দ্দার, তোমার অস্ত্রশস্ত্র ?

ভ। ছব প্রস্তুত।

শ। ঝন্টু! তোমার কামান, বন্দুক, বারুদ, গোলাগুলী ?

ঝ। আগামী পরছু ছব ছারতে পারবো।

শ। ঝন্টু! তোমাকে আমি বিদেশে যেতে নিষেধ করি। তোমার ঘরে আর কেহ নাই কেবল এক কুসুম।

ঝ। আরে রাজা, তোমার নিছেদ ফিছেদ আমি মানবো না। কুলছুম আমার মায়ে মানুষ না। ছে পুরুছের বাবা দাদা। তোর কোন ভয় নাই। ছে আগুন, জলন্ত আগুণ। ছে দেছ রোছনাই করে, কিন্তু তাকে ছুঁইলে গা হাত পোড়াইয়া দেয়। কুলছুম যুদ্ধে ছাজ ছাজ করছে, যাও যাও বলছে। সে বারুদ ভাখে, গোলা, কামান, বন্দুক ভাখে, কামান বন্দুক মাজিয়া ঘছিয়া পরিছকার করে। ছে দেরী হচ্ছে ব'লে আমাকে বাখান করে। ছে বলে, মরা রাজাকে বাঁচায়েছি, তার রাজ্যি তাকে দিয়ে দিতে হ'বে।"

শ। হাঁ, হাঁ, কুসুম সেইরূপ মেয়েই বটে। তবে খুড়া মহাশয়, সর্দ্দারজী, ঝন্টু, পেন্টু, কালু, মালু আমাদের যাত্রার দিন স্থির করা যাউক।

চারিদিক হইতে শব্দ হইল, "হাঁ, হাঁ, হাঁ, শীঘ্র, শীঘ্র।" সকলেই উৎসাহ-উদ্যমে পূর্ণ, সকলেরই মুখকান্তি প্রফুল্ল।

শচীপতি বলিলেন, "ন্যায়পঞ্চানন আমাদের যুদ্ধযাত্রার একটা শুভ দিন দেখে দাও।"

ন্যায়পঞ্চানন পঞ্জিকা-হস্তে উত্তর করিলেন, "নলডাঙ্গা এখান হইতে কোন্ দিকে ?"

কালু মালু কহিল, "পূর্ব্ব-দক্ষিণ।"

ন্যায়পঞ্চানন পঞ্জিকা দেখিয়া জ্যোতিষের অনেক বচন পড়িয়া মঙ্গলবার শেষরাত্রে যাত্রার শুভদিন নির্ব্বাচন করিলেন।

শচীপতি যাত্রার দিন দেখিয়া বলিলেন, "মঙ্গলবার যাত্রার দিন হইল। কোন্ দেবের পূজা করিয়া যুদ্ধ-যাত্রা করা উচিত। আপনি খুড়া মহাশয়, চতুর্ভুজা দিগ্‌বসনা কালীমাতার একখানি সুন্দর প্রতিমা গঠনের আদেশ করুন। বলির জন্য ছাগমহিষাদি পশু সংগ্রহ করুন।"

ভজন। হাঁ, হাঁ, সেই কালীমাইর পূজা ক'রে যাতে হোবে রে রাজা।

ঝ। আমার আর একটা নিবেদন আছে। মোরা ছকলে যে রাজকুমারের রাজ্য জয় করতে যাচ্ছি, এ কথা প্রকাছ করব না। পথে রাজার কোন সেপাত থাকলে মোদের পথেই কোন যুদ্ধ হ'তে পারে। মোরা বাদা অঞ্চলে বাঘ, ভাল্লুক, গণ্ডার ছীকার ক'ত্তে যাইছি এই প্রকাছ ক'রে ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে যাওয়া ভাল আছে।

শ। এ অতি উত্তম পরামর্শ।

ভ। ভাল কথা কইছে ঝণ্টু, ভাল কথা।

রাম। কয় দলে ভাগ হবে, কোন্ দলের কর্ত্তা কে হয়ে যাবে, তাহা পরামর্শ করা উচিত।

শ। সকলের আগে পাঁচটা হাতী দুই শত অশ্বারোহী ও আট শত পদাতিক ল'য়ে ভজন সর্দ্দার যাউন। দ্বিতীয় ঐরূপ আর এক দলের কর্ত্তা হয়ে ঝণ্টু যাউক। তৃতীয় ঐরূপ এক দলের কর্ত্তা হয়ে পেন্টু যাউক। চতুর্থ দলে দশটি হাতী ও বাকী সৈন্য ল'য়ে কুমার বাহাদুর ও আমি যাই।

রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন বলিলেন, "এ আলোচাল-কলা খেকো বামনটাকে সঙ্গে নেবেন না কি ? দূতেরও প্রয়োজন হ'তে পারে।"

শ। এ ত আপনার সখার বিয়ের দৌত্য কার্য্য নয় ? এ বড় রাজার নিকট দূতের কাজ।

র। সখীর বিয়ের দৌত্য ও রাজার নিকট করেছি, এ যুদ্ধবিগ্রহের দৌত্যও রাজার নিকট করতে হবে।

শ। দিদি, সখী চন্দ্রমুখী অনুমতি দিলে ত?

র। তিনি রাণী ভুবনেশ্বরীর সখী ও দিদি। রাণী যদি রাজাকে "সাজ সাজ" বলতে পারেন, তবে তাঁর দিদি অবশ্যই তাঁর বরকে "যাও যাও, এখনই যাও, রাজার সঙ্গে যাও" এ আজ্ঞা অবশ্যই করছেন।

এ সময়ে শচীপতির প্রাচীন দেওয়ান, ভজন, ঝণ্টু, পেণ্টু, সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে গমন করিয়াছেন, সুতরাং শচী ও রমানাথের এ আলাপে কোন বাধা হইল না। এক্ষণে রমানাথ শচীপতির এক জন বিশ্বাসী বন্ধুর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন।

রমানাথ বলিলেন, "রাজন্! আমার দৌত্য কি মন্দ হয়েছে? রাণী কি অনুপযুক্ত হয়েছেন?

শ। রাণী অনুপযুক্ত হন নাই। তোমার দৌত্য ভালই হয়েছে। আমি এই একঘরে হওয়ায় রাণী বড় ম্রিয়মাণ, বড় লজ্জিত। এ রোগের ঔষধ কি?

র। এ রোগের ঔষধ তাঁর সখীই দিবেন। আমরা যুদ্ধে গেলে দুই সখী এক সঙ্গে থাকবে। আপনার সখীর মন্ত্রবলেই রাণীর এরূপ রোগ ভাল হয়ে যাবে।

শ। আজ একবার দিদিকে এসে মন্ত্র দিয়ে ঝাড়তে বলুন না?

র। ঝাড়া-পোছা আরম্ভ হয়ে গ্যাছে।

শ। বেশ, বেশ।

অনন্তর কৃত্রিম যুদ্ধপ্রদর্শনার্থ সৈন্যদল দুই ভাগে বিভক্ত করা হইল। দুই দলের সেনাপতি ভজন ও ঝণ্টু হইল। রাজা শচীপতি, রাজকুমার রামদেব ও বহুদর্শক যুদ্ধ দর্শন করিলেন। ফাঁকা কামান ও বন্দুকের শব্দ হইল। শিক্ষিত হস্তী অশ্ব স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল। যুদ্ধে ঝণ্টু সর্দ্দার জয় লাভ করিল। ভজন পরাস্ত হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

পথিমধ্যে।

বীরভূমের বৈদ্য জমীদার শচীপতি রায় এক্ষণে আর শচীপতি রায় নাই। শিবশঙ্কর কবিরাজের বিধবা পত্নীর ভূসম্পত্তি উদ্ধার সময়ে মুরশিদাবাদে অবস্থিতি কালে সুবা বাংলার অধিপতি বিজ্ঞ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ যশোগৌরবে বিমণ্ডিত শচীপতিকে তাঁহার অনিচ্ছা সত্বেও রাজ-উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। এক্ষণে ভজনের হৃদয়ের রাজা প্রকৃতই রাঢ় অঞ্চলের রাজা শচীপতি রায় হইয়াছেন। শচীপতি একঘরিয়া হইলেও এবং তাঁহার বিপক্ষদলের লোকেরা তাঁহার দুর্নাম রটনা করিলেও তাঁহার যশঃ অকলঙ্ক রহিয়াছে। রাঢ়ভূমের অপরাপর জাতীয় লোকেরা শচীপতির দশ গুণ প্রশংসা করিতেছে এবং তাঁহার বিপক্ষদলের লোকদিগকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেছে। দেশের লোকে বলিতেছে, দস্যু-দলের শাসনকর্ত্তা, বিপন্ন পথিকের উদ্ধারকর্ত্তা ও রাঢ়দেশের শান্তিদাতা, স্বার্থত্যাগী, সদাশয় ও উদারচরিত রাজা শচীপতিকে একঘরিয়া করা বিপক্ষদলের সম্পূর্ণ অন্যায় হইয়াছে। ধর্ম্মের পুরস্কারস্বরূপ রাজা শচীপতি শ্বশুরের ও পৈতৃক রাজ্য ও প্রচুর নগদ অর্থ লাভ করায় কুচক্রী দলপতিগণ উৎকোচস্বরূপ লক্ষ মুদ্রা না পাওয়ায় এই ঘৃণিত দল সংগঠন করিয়াছে। যদিও শচীপতির সৈন্যদল চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে এবং প্রকাশ করিতেছে যে, তাহারা বাদা অঞ্চলে শীকার করিতে যাইতেছে, তথাপি রাঢ়ের অধিবাসিগণ তাহা বিশ্বাস করিতেছে না। দেশের লোক হাহাকার করিয়া বলিতেছে, গুণবান্ দয়ালু ও ধার্ম্মিক রাজা মনোদুঃখে দেশ ছাড়িয়া বাদা অঞ্চলে নূতন রাজ্য স্থাপনের জন্য চলিয়া যাইতেছে। পথিপার্শ্বস্থ রাঢ়ের জমীদারগণ শচীপতিকে উপহার দিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে দেশে অবস্থিতি করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শচীপতি মিষ্টবাক্যে সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে লাগিলেন।

শচীপতির চারি দল সৈন্যই নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছে। গঙ্গাপারের উদ্যোগ-আয়োজন হইতেছে। এমন সময় সংবাদ আসিল, প্রায় দুই সহস্র নাগপুরী মারহাট্টা বর্গী সৈন্য দেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে ত্রিবেণীতে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের ইচ্ছা ছিল, ভাগীরথী পার হইয়া মধ্যবঙ্গ লুণ্ঠন করিতে যাইবে। শচীপতি দেশত্যাগ করিতেছেন জানিয়া তাহারা রাঢ় অঞ্চল লুণ্ঠন করিতে যাইতেছে।

এই সংবাদে স্বদেশপ্রিয় শচীপতির হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কুমার রামদেব বিষম প্রমাদ উপস্থিত মনে করিলেন। শচীপতি কাহারও বাধা-নিষেধ মানিলেন না। তিনি জলপথে নৌকাযোগে ভজন ও ঝণ্টুর সৈন্যদল যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া স্বয়ং অপর দুইদল সৈন্য লইয়া স্থলপথে ত্রিবেণী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুশিক্ষিত বর্গী-সৈন্য ত্রিবেণীতে

দুই দিক্ হইতে আক্রান্ত হইল। প্রথম যুদ্ধে তাহাদিগের সম্পূর্ণ পরাজয় হইল; কিন্তু তাহারা পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিল। রণনিপুণ দুর্দ্দান্ত বর্গী-সৈন্যগণ সহজে পরাজয় স্বীকার করিবার জাতি নহে। উপর্য্যুপরি সাত দিন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তুমুল সংগ্রাম হইল। এই তুমুল আহবে বর্গী-সৈন্য-সংখ্যা অর্দ্ধ পরিমাণে হ্রাস হইল। সুশিক্ষিত শচীপতির তিরন্দাজগণের শরজাল-বর্ষণে প্রায় সকল বর্গী-সৈন্য আহত হইল। আহত পলায়নপর বর্গী-সৈন্যের পশ্চাতে শচীপতি ধাবিত হইলেন। বর্গীগণ সমূহ-প্রমাদ উপস্থিত মনে করিয়া এক রজনীতেই অশ্বারোহণে তিন দিনের পথ পশ্চিম-দক্ষিণে হটিয়া গেল এবং তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত স্থির করিল। এক সপ্তাহ মধ্যেই শচীপতি জানিলেন, বজ্রত্রাস বর্গীগণ স্বদেশে যাত্রা করিয়াছে। শচীপতি পুনরায় নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন।

শচীপতির যশে বঙ্গদেশ পূর্ণ হইল। নলডাঙ্গা রাজ্যেও শচীপতির শৌর্য্যবীর্য্যের কথা প্রচারিত হইল। তিনি নৌকাযোগে ভাগীরথী পার হইয়া নলডাঙ্গা রাজ্যাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণনগরাধিপতি শচীপতিকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইলেন। শচীপতি বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, "রাজন্, আপনার আগমনে ও সৌজন্যপূর্ণ নিমন্ত্রণে আমি যার-পর-নাই সম্মানিত ও প্রীত হইয়াছি। আমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা নিষেধ। ব্রতানুরোধে আপনার অনুগ্রহপূর্ণ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলাম না। ঈশ্বরানুগ্রহে ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে আপনার অতিথি হইব।"

বুদ্ধিমান্ কৃষ্ণনগরাধিপতি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও শচীপতি কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাইতেছেন, জানিতে পারিলেন না। শচীপতি যে রামদেবের সাহায্য করিতে যাইতেছেন, তাহা তাঁহার প্রধান প্রধান অনুচর ভিন্ন আর কেহই ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই। শচীপতি কৃষ্ণনগরাধিপতির নিকট এইমাত্র প্রকাশ করিলেন যে, তিনি নষ্ট বিধ্বস্ত যশোহর—প্রতাপাদিত্যের রাজধানী দর্শন করিতে ও বাদাঅঞ্চলে শীকার করিতে যাইতেছেন। নদীয়ারাজ বীর শচীপতির এ উক্তি বড় অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বীরের হৃদয়ে প্রণষ্ট বীরভবন দর্শনের জন্য কৌতূহল জন্মিতে পারে। শীকারী বীর ভীষণ সুন্দরবনে ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র-গণ্ডার ও ভল্লুক শীকারে আমোদ উপভোগ করিতে পারেন।

কৃষ্ণনগর হইতে শচীপতির চারি দল সৈন্য এক-সঙ্গে চলিতে লাগিল। তাহারা জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে কৃষ্ণগঞ্জের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগর হইতে তাঁহাদের রসদ আনিবার সুবন্দোবস্ত হইল। এ অঞ্চলের সুরসাল রসাল ফল ভক্ষণ করিয়া শচীপতির লোকেরা বড় সন্তুষ্ট হইল। এ দেশের পনস, আনারস, জাম, ডাব ও নারিকেল খাইয়া শচীপতির লোকেরা যার-পর-নাই পুলকিত হইল। এ দেশে মৎস্য-প্রাচুর্য্য দেখিয়াও তাহারা পরম হর্ষলাভ করিল। রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন শচীপতির দূতরূপে নলডাঙ্গাধিপতির সভায় প্রেরিত হইলেন। রমানাথ রূপে-গুণে সম্পূর্ণ দূতের উপযুক্ত। তিনি যেমন পণ্ডিত, তেমনি কৌশলী ও বাক্‌পটু।

মধ্যবঙ্গের বর্ষা আরম্ভ হইল। দিঙ্‌মণ্ডল নিরন্তর নীরদমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে লাগিল। চঞ্চলা যুবতীর ন্যায়—রূপগর্ব্বিতা মত্ত গণিকার ন্যায় দামিনী জলদগাত্রে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। দাম্ভিক বীরের ন্যায় জীমূত আপন কর্কশরবে আপন বীরত্ব-মহিমা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। মেঘমালা অলস-ভাবে অশ্রুজল ছাড়িয়া দিল। ভেকগণ ভয়ে বিহ্বল-চিত্তে ভীষণ রব তুলিল। খাল, নল, বিল, ডোবা, বৃষ্টিবারিতে পূর্ণ হইতে লাগিল। শচীপতি বৃষ্টিপতন দেখিয়া ভীত হইলেন। কুমার রামদেব বুঝাইলেন, এ দেশে রাঢ় অঞ্চল অপেক্ষা অধিকতর বৃষ্টিবারি পতিত হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের শিবিরবাস কঠিন হইয়া উঠিল। রামদেবের যত্নে বহুসংখ্যক তৃণগৃহ নির্ম্মিত হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

দৌত্য।

রাজা উদয়নারায়ণের বিচিত্র সভা। রাজা রাজসিংহাসনে সমারূঢ়। তাঁহার দক্ষিণ-পার্শ্বে বিচিত্র আসনে পণ্ডিত ও কুলীন ব্রাহ্মণগণ আসীন। তাঁহার বাম-পার্শ্বে অপর আসনে, তাঁহার সম্মুখে প্রজাগণ সমুপস্থিত। দ্বারী দৌবারিক কোষমুক্ত অসিহস্তে বিচরণ করিতেছে। রাজধানীর পাদদেশে স্রোতস্বতী বেগবতী নদী কলকলনাদে বিরহ-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে জলনিধির উদ্দেশে গমন করিতেছে।

রাজা সুরনারায়ণের ছয় পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম উদয়নারায়ণ, মধ্যম রামদেব, তৃতীয় ঘনশ্যাম, চতুর্থ

নারায়ণ, পঞ্চম রাজারাম ও কনিষ্ঠের নাম রামকৃষ্ণ। ভ্রাতৃবিচ্ছেদে রাজ্যের অবস্থা হীন হইয়াছে। রাজস্ব রীতিমত আদায় হইতেছে না। স্থানে স্থানে প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়াছে। রামদেব ভ্রাতার সহিত রাজ্য বিভাগ উপলক্ষে কলহ করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছেন। অন্য চারি ভ্রাতা রাজা উদয় নারায়ণের বাধ্য হইয়াছে। রাজসভায় সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার পুরোহিত ঠাকুর আসিয়া আশীর্ব্বাদের পুষ্প রাজার হস্তে অর্পণ করিয়া কহিলেন, "আজ ষষ্টমী, মায়ের পূজার কিরূপ আয়োজন হবে ?"

রাজা উদয়নারায়ণ কহিলেন, "মায়ের পূজা যেরূপ হ'য়ে থাকে, সেইরূপ হবে। রক্তবর্ণ চেলি বস্ত্র দিয়া মায়ের পূজা হবে। একটি মহিষ ও অন্যূন পাঁচটি ছাগ বলি দিতে হবে। অন্যূন শত ব্রাহ্মণকে প্রসাদ খাওয়াইতে হবে।"

দেবোত্তর সম্পত্তির দেওয়ান ও সিদ্ধেশ্বরীর পুরোহিত এই রাজাদেশ পাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দ্বিতীয়তঃ চাকলার নায়েব নজরের টাকা রাজসমীপে ধারণপূর্ব্বক যথাবিধি সম্মান-পুরঃসর রাজাকে নমস্কার করিলেন। রাজা উদয়নারায়ণ সাদরে কুশল প্রশ্নের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার রাজস্ব আদায়ের অবস্থা এক্ষণে কিরূপ ? বিদ্রোহী প্রজাগণ এক্ষণে কি বলিতেছে ?"

নায়েব বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, "আমার অধীনের চাকলার কর কিছু কিছু আদায় হইতেছে। প্রজাবিদ্রোহও প্রশমিত হইয়াছে। আশু ধান্যের অবস্থা ভাল। আশা করি, আগামী আশ্বিন মাসে তিন বৎসরের বাকী বকেয়া সকল আদায় হইবে।"

রাজা। খুব যত্নের সহিত কর আদায় করুন। যত সত্বর হয় আশ্বিন মাস মধ্যে অন্যূন দুই লক্ষ টাকা পাঠাইতে হবে। তিন বৎসর নবাব-সরকারের কর পাঠাইতে পারি নাই। অদৃষ্টে কি আছে মা সিদ্ধেশ্বরী জানেন।

এইরূপ চারিজন নায়েব রাজা উদয়নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সকলেই প্রজাবিদ্রোহ উপশম হইয়াছে, এই সুসংবাদ দান করিলেন। সকলেই আশ্বিন মাস মধ্যে প্রচুর টাকা আদায় হইবে, এইরূপ আশা দিলেন। রাজা উদয়নারায়ণ এই সকল সংবাদে সুখী হইলেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "রামদেব প্রজাবিদ্রোহ ঘটাইয়া কোথায় চলিয়া গেল। দুই বৎসরের মধ্যে তাহার সংবাদ নাই। আমার প্রাণ তার জন্য দিবারাত্র রোদন করছে। আমি তাকে কোন বিষয়ে ক্লেশ দেই নাই। তার ইচ্ছা জমীদারী সমান ছয় ভাগ করিয়া লবে। তা হ'লে কাহারও কিছু থাকে না; রাজ-গৌরব রক্ষা হয় না।—বোকা আমার কথা বুঝলে না, সে রাজা হয়, তাতেও আমার ক্ষতি নাই। পূর্ব্ব-পুরুষের কীর্ত্তি রক্ষা হ'লেই হ'ল।"

সভাসদ্‌গণ কহিলেন, "মহারাজের হৃদয় বড় উচ্চ। আপনার হৃদয় ভ্রাতৃস্নেহে পূর্ণ। কুচক্রী লোকের কুপরামর্শেই রামদেব বিপথগামী হয়েছে। আমরা আশা করি, তিনি সত্বরই দেশে ফিরবেন।"

অতঃপর রাজা উদয়নারায়ণ বলিলেন, "এই কুলীন ব্রাহ্মণগণ যে কি জন্য উপস্থিত হয়েছেন, সকলেই স্ব স্ব অভিমত জানাইলে আমি চরিতার্থ হই।"

সর্ব্বাগ্রে রামনারায়ণ ন্যায়বাগীশ বলিলেন, "আমার নিবাস মহারাজের জমীদারীর পরগণে মহামুদসাহীর অন্তঃপাতী নওহাটা গ্রামে। আমি গত জ্যৈষ্ঠ মাসে ন্যায়ের পাঠ সমাপন ক'রে গৃহে এসেছি। আমি চতুষ্পাঠীও খুলেছি। আট দশটি ছাত্র হয়েছে। অবস্থাহীন, কিঞ্চিৎ বৃত্তির জন্য।"

রাজা। কি বৃত্তি হ'লে আপনার চতুষ্পাঠী চলতে পারে ?

রাম। মাসিক ষোল টাকা হ'লে চলতে পারে।

রাজা। আচ্ছা, এই মাস হ'তে আপনি ষোল টাকা বৃত্তি পাবেন।

রাজার ইঙ্গিতে প্রধান দেওয়ান এক মাসের বৃত্তির টাকা অধ্যাপক-মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিলেন। বেহালার দেওয়ান অর্থাৎ অতিথি-অভ্যর্থনা-শালার দেওয়ান পণ্ডিত মহাশয়ের কর্ণে প্রথম শ্রেণীর সিধা তাঁহাকে দেওয়া হইবে জানাইলেন।

দ্বিতীয়তঃ গুরুচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বলিলেন, "আমি বেধেব গাঙ্গুলী, হরিরাম গাঙ্গুলীর সন্তান, খড়দা মেলের কুলীন। দ্বাদশবর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যা গৃহে। কিঞ্চিৎ অর্থের প্রার্থী।

রাজা। কি অর্থ হ'লে আপনার কন্যার বিবাহ হ'তে পারে ?

গুরু। আমার অবস্থা হীন। দেড় শত বা দুই শত টাকা হ'লে হ'তে পারে।

রাজার ইঙ্গিতে প্রধান সচিব গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে জানাইলেন যে, রাজা মহাশয় তাঁহাকে দেড়শত টাকা সাহায্য করিবেন এবং সিদ্ধেশ্বরীর বাটীতে তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "মহারাজ ! আপনার পূর্ব্ব-পুরুষগণ আমার পূর্ব্বপুরুষদিগকে

কয়েক গ্রামে দুই শত বিঘা নিষ্কর ভূমি দিয়াছিলেন। বর্গিরা, আলুকদিয়া ও শ্রীকুন্তীর অনুমান পঞ্চাশ বিঘা জমী ধলহরার নায়েব মহাশয় ক্রোক দিয়াছেন। আমার সনন্দ গৃহদাহে নষ্ট হইয়াছে। দশ শত পাঁচ কি ছয় সালে প্রথম সনন্দ দেওয়া হয়।

রাজা। আপনাকে এক দিন এই স্থানে অপেক্ষা করতে হবে। দশ শ' পাঁচ কি ছয় সালের সনন্দের নকলগুলি বাহির করিয়া আপনাকে নূতন সনন্দ দেওয়া হইবে।

এইরূপ রাজসভায় লোক-হিতকর, দেশহিতকর, সমাজ-হিতকর কত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইল। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। রাজসভা ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল। রাজা দেখিলেন, রাজসভার এক পার্শ্বে এক দীর্ঘশিখাধারী, বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জ্বল নয়ন ব্রাহ্মণযুবক নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন। রাজা উদয়নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নাম, ধাম ও আগমনের উদ্দেশ্য বলিয়া আমাকে চরিতার্থ করিবেন কি ?"

ব্রাহ্মণযুবক উত্তর করিলেন, "আমার নাম রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন। আমার নিবাস বীরভূম অঞ্চলে। আমার আগমনের উদ্দেশ্য দৌত্য।"

রাজা। কিসের দৌত্য ?

রমানাথ। আমি রাজা শচীপতির দূত, আমার বক্তব্য বিষয় কিছু গোপনীয়। এখন সময় ভাল না। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত।

রা। সেই রাঢ়দেশের রাজা শচীপতি ? যিনি সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে দশ বৎসর কঠোর যুদ্ধ ক'রে দস্যু দমন করেছেন; যিনি সংপ্রতি ত্রিবেণীতে দুর্দ্দান্ত বর্গীদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছেন, আপনি তাঁর দূত ? আমার পরম সৌভাগ্য। আপনি সংক্ষেপে আপনার দৌত্যের বিষয় একটু বলতে পারেন কি ?

রা। বলার কোন বাধা নাই। আপনার ভ্রাতা কুমার রামদেব রায়ের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে এসেছি।

রা। রামদেব কোথায় আছে ? কেমন আছে ?

রা। শচীপতির নিকটে আছেন। তিনি ভালই আছেন।

রা। আচ্ছা। সব কথা অপরাহ্ণে শুনব। আপনি রামদেবের সংবাদ দিয়ে বড় সুখী করলেন। আপনি এক্ষণে বিশ্রাম ও স্নানার্থে গমন করুন।

রমানাথ উৎকৃষ্ট বাসা ও শ্রমশীল ভৃত্য পাইলেন। প্রথম শ্রেণীর সিধা আহারীয় দ্রব্যের ডালি তাঁহার বাসায় আসিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অন্তঃপুরে।

আমরা বহুদিন চন্দ্রমুখী, ভুবনেশ্বরী ও ঝণ্টুর স্ত্রী কুসুমকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুই মাস অতীত হইয়াছে। মেঘ, বৃষ্টি, জীমূতনাথ বিদ্যুতের খেলা, ভেকের রব, ময়ূরের পেখম ও প্রবল বায়ু লইয়া বর্ষা আসিয়া ধরাপৃষ্ঠে রাজ্য বিস্তার করিয়াছে। শচীপতি ত্রিবেণীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া কত নদ-নদী অতিক্রম করিয়া যশোহর রাজ্যের সীমান্তে কৃষ্ণগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বিরহবিধুরা পতিভক্তিসম্পন্না তিন যুবতীর সন্ধান লওয়া এক্ষণে নিতান্ত কর্ত্তব্য।

আষাঢ়ের মধ্যভাগ। মধ্যাহ্ন সময় অতীত হইয়াছে। রুক্ষকেশা মলিনবেশা ভুবনেশ্বরী—এক্ষণে রাণী ভুবনেশ্বরী—অন্তঃপুরে রাজ-শয়ন-গৃহের অলিন্দায় মাদুরাসনে উপবেশনপূর্ব্বক একখানি পুস্তক লইয়া একাগ্রচিত্তে পাঠ করিতেছেন। ধীর পাদবিক্ষেপে চন্দ্রমুখী দেবী পশ্চাৎ দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহার দুই হস্তে রাণীর দুই চক্ষু বন্ধ করিয়া ধরিলেন, চন্দ্রমুখীও রাণীর ন্যায় রুক্ষকেশা, মলিনবেশা ও নিরাভরণা। কুসুম এক্ষণে শচীপতির রাজধানীর নিকটস্থ বাগ্‌দী পল্লীতে বাস করে, স্বাধীনচেতা কুসুমের কুটীর স্বতন্ত্র। সে পরগৃহবাসিনী নহে, কুসুমও এইরূপ নিরাভরণা রুক্ষকেশা মলিনবেশা। কুসুম তিনটি শ্বেতফুলের মালা আনিয়া দুইটি রাণীর গায়ে ও একটি রাণীর গলদেশে পরাইয়া দিল। রাণী ভুবনেশ্বরী বলিলেন, "বুঝেছি, বুঝেছি, পোড়ারমুখী তুই।" কুসুম কহিল, "পোড়ারমুখী কি দুনিয়ায় একটি ? রাণী দিদি! আপনি চিন্‌তে পারেন নাই।"

রাণী। কেন চিন্‌তে পারি নি ? আমার ননদিনী হরিমতী।

কু। না, না, হ'ল না।

রা। তবে বিন্দে চন্দ্রমুখী। এখন আর বিন্দের গোপিকামোহন রাধাবিনোদকে ধরিয়া আনার সাধ্য নাই।

চন্দ্রমুখী চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "কেন নাই না, কেন নাই ? ঘোড়ার ডাক বসিয়েছি, চারি দিনে চিঠি এনে দিচ্ছি। ইচ্ছা করলে সেই চারি দিনেই কুঞ্জবনবিহারী রাধাবিনোদ শ্যামকে পাকড়া ক'রে আন্‌তে পারি।

রাণী। তা পারলে আর বলাইকে শিঙ্গা হাতে দিয়ে গোকুল ব্রজ প্রভৃতিতে দূরে পাঠাতিস না।

চ। দূরে নিকটে কি? যেখানে কৃষ্ণ—সেখানে বলাই।

রা। যেখানে বলাই, সেখানে কৃষ্ণ।

কু। যেখানে বলাই, সেখানে কৃষ্ণ, সেখানে ছিদাম।

রা ও চ। (সমস্বরে) হাঁ হাঁ, কুসুম এখন কথা শিখেছে। শ্রীমদ্ভাগবতখানা কুসুম এখন আগাগোড়া গল্প করতে পারে। আচ্ছা বল্ দেখি কুসুম, শ্রীকৃষ্ণের কত রাণী ছিল?

কু। দ্বারকার কৃষ্ণের ছিল ষোলশত আটটি, আর আমাদের কৃষ্ণের একটি। ভয় নাই। কৃষ্ণ কড়া আছে। রুক্মিণী কি সত্যভামা ও সঙ্গে বেঁধে আস্‌বে না।

চ। বলায়ের কি হবে?

কু। বলায়ের কথা বল্‌তে পারি না। বলাই দু-একটি আন্‌লেও আন্‌তে পারে। বলাই সরল ও অমায়িক। বলাই কৃষ্ণের মত কড়া নন। তার পরে বামনদিদি, তুমি যেমন কাল রূপহীন, গুণহীন এবং দাদাঠাকুর তেমন সুন্দর ও পণ্ডিত, তাতে—

কুসুমের ইঙ্গিত অনুসারে রাণী বলিলেন, "কুসুম ঠিক বলেছে। সখী আমার বেশ সুন্দর ছিল। এখন কেমন কাল, বিশ্রী হয়ে গ্যাছে। চুলগুলা ছোট হয়ে গ্যাছে। দাঁতগুলা বড় বড় হয়ে বেরিয়ে পড়েছে।" হরিমতী হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, "চন্দ্রাবলীর কুলোর মত কান, মূলোর মত দাঁত, নাটার মত চোখ, ভাঁটার মত নাক, জালার মত পেট ও কাঁকড়ার ঠ্যাঙ্গের মত সরু সরু হাত পা হয়েছে।"

কুসুম। আমার হরিমতী দিদি ব্যাস ও বাল্মীকির সময়ের লোক হ'লে একখানা চন্দ্রাবলী নামে গ্রন্থ লিখে খুব যশ নিতে পার্‌তেন।

হ। পার্‌তেম পার্‌তেম! এখনই বা পারবো না কেন? এই চন্দ্রমুখী বা চন্দ্রাবলী, আর সেই রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন। কলম ধরলেই লিখতে পারি। লিখি না সেই তোদের ভাগ্যি, তাই তোদের এই অন্তঃপুরে প'ড়ে আছি। আমি কলম ধর্‌লেই কোন বড় রাজা, নবাব বা দিল্লীর সম্রাট আমাকে তাঁর সভাকবি ক'রে নিয়ে যেত। আমি কেবল রাণী দিদির পানটা কেড়ে খেতে, দুই গালে দুটো চুণকালির কোঁটা দিতে, মাথার চুল ছিঁড়ে নিতে আর ঠোনাটা চাপড়টা মার্‌তে এই রাজপুরে কবি কালিদাসের ন্যায় অথবা স্বয়ং সরোজবাসিনী শ্বেতভুজার ন্যায় আমি কর্দ্দমবাসিনী কালভুজা প'ড়ে রয়েছি। এই যে তে, তে, তে, এক অলঙ্কার জানিস? আমার অঞ্চলের নিধি গুণের পয়োধি ইহাকে অনুপ্রাস অলঙ্কার ব'লে আমাকে শিখিয়েছেন।

রা। পোড়ারমুখী, তুই থাম্। তোর আর পাগলাম করতে হবে না—পাগলাম করতে হবে না।

হ। তুই থাম্ সোনামুখী রাণী! চন্দ্রমুখী ও কুসমী তোদের বিরহ করতে হবে না। অনেক বাজে কথা বল্‌ছি। হায় হায়, আমার চন্দ্রাবলী কি ছিল কি হলো? সোনার প্রতিমা এখন শ্মশানের পোড়া খেটে হয়েছে। ন্যায়পঞ্চানন নিশ্চয়ই একটা সুন্দরী বাঙ্গালনী বিয়ে ক'রে বাড়ী আস্‌বে।

সকলের ইচ্ছা ছিল, চন্দ্রমুখীকে রূপহীনা বলিয়া তাহার স্বামীর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে বুঝাইয়া, চন্দ্রমুখীকে শঙ্কিতা করিবে। চন্দ্রমুখী নির্ব্বোধ নহে। স্বামীর চরিত্রের উপর তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি সহাস্যমুখে বলিলেন, "আর কি বল্‌বি বল। চন্দ্রমুখী তোদের চক্ষে যতই রূপহীনা হয় হউক, সে ন্যায়পঞ্চাননের চক্ষে স্বর্গের পবিত্র বিদ্যাধরী। ন্যায়পঞ্চাননের হৃদয় এই পোড়ারমুখী চন্দ্রমুখী এমন ভাবে দখল ক'রে ব'সে আছে, সেখানে এমন কি একটি রেখাপাত করারও স্থান নাই। বুঝেছিস্ না তোরা, সকলে বুঝেছিস্?"

হরিমতী পাঠকের সম্পূর্ণ অপরিচিতা। নন্দলাল শচীপতির মাতার খুল্লতাতের পৌত্র। নন্দলাল সুচিকিৎসক কবিরাজ। হরিমতী নন্দলালের ভগ্নী। নীলমাধব নন্দলালের ভগ্নীপতি ও শাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজ। শচীপতি বিদেশে যাইবার সময়ে এই দুই আত্মীয়কে স্বপরিবারে স্বগৃহে রাখিয়া গিয়াছেন। নন্দলালের চিকিৎসার বিলক্ষণ পসার আছে। নীলমাধব বহু ছাত্রকে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র পড়াইয়া থাকেন। হরিমতীর সহিত রাণী ভুবনেশ্বরীর অতিশয় সদ্ভাব।

চ। আজ ত আবার ঘোড়ার ডাক আসবার কথা। পত্রাদি এসেছে কি?

হ। এই ত বলেছি, তিন পোড়ারমুখী কেবল পত্র পত্র ক'রে মরে। যদি এমন না খেয়ে, না প'রে, তেলটুকু না মেখে, খাটে না শুয়ে, মাটীতে প'ড়ে থেকে কেঁদে কেঁদে বালিস ভিজাবি, তবে তোরা সকলে অঞ্চলের নিধি ছেড়ে দিলি কেন? আমার সেই পোড়ারমুখো ত' বাড়ী ছেড়ে নড়ে না। সে বাড়ী ছেড়ে নড়লে আমি অবসর পাই।

বেশ ক'রে খেয়ে পানের রঙ্গে ঠোঁট লাল ক'রে, গহনা কাপড়ে সেজে, বড় চুলের খোঁপা বেঁধে পাড়ায় বেড়িয়ে বেড়াই। আমি ত পুরুষমানুষকে মনে করি, মেয়েদের অন্তঃপুরের প্রাচীর।

রাণী ভুবনেশ্বরী বলিলেন, "ন্যাখ পাগলী, তুই থাম। সখী ও বামনদিদি ব্যস্ত হয়ে এসেছে। ওরূপ কথা বল্‌তে নাই, পত্র এসেছে। এখন সে দেশে বড় বর্ষা। যুদ্ধ করা চলে না, ন্যায়পঞ্চানন কুমারের দাদার নিকট দূতরূপে প্রেরিত হয়েছে।

কুমার। আমার সে আন্ত, আন্টু, আণ্ট্, আণ্ট্, আণ্ট্, সম্বন্ধে কিছু আছে ?

রা। আছে বইকি, ঝণ্ট্ সর্দ্দার অকাতরে পরিশ্রম করেছে। ত্রিবেণীর যুদ্ধে অতুল বিক্রম দেখায়েছে। পত্রে আরও আছে, বর্ষা অন্তে যুদ্ধ হ'লে শরৎকালে যুদ্ধ হবে, ঝণ্ট্ সকল সৈনিককে ভাল তিরন্দাজী শিখাচ্ছে। সে দিন গাছের ডালে ডালে নাটার চোককরা শোলার পাখী বাঁধা ছিল। সর্দ্দার আর তার চারি সাকরেত সেই চ'খে তীর বিদ্ধিতে পেরেছে।

চ। দূত কুমারের দাদার নিকট হ'তে আজও ফেরেন নি ?

রা। না।

হ। আমি ত ব'লেছি, তিন পোড়ারমুখীর দেখা হ'লেই এক কথা। আমার পরামর্শ শোন্। গহনা কাপড় পর। চুল বাঁধ আর আমার সঙ্গে সেজে গুজে পাড়া বেড়াতে চল। তা হ'লে আর কোন কথাই মনে থাক্‌বে না।

চ। তুই থাম না পাগলী, থাম্!

হ। আমি থামি, আর তোমরা তোমাদের বিরহ সাগরে অমাবস্যার পূর্ণ জোয়ার উঠিয়ে গ্রাম নগর ভাসিয়ে দাও। আর আমি আছি কূলে দাঁড়িয়ে, আমাকে আগে ভাসিয়ে নিয়ে যাও ?

কু। আমরা কি অকূলে ?

হ। তোরা মধ্যি সাগরে।

যুবতীগণের মধ্যে অনেক কথা হইল। হরিমতী উপস্থিত না থাকিলে নয়নজলে যে সকলেরই মুখ ভাসিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হরিমতীর বিদ্রূপ রহস্যে কেহ অশ্রুবর্ষণ করিতে পারিলেন না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

রাজা উদয়নারায়ণের পরামর্শ-গৃহে।

রাজা উদয়নারায়ণ গুরু, পুরোহিত ও রমানাথ ন্যায়পঞ্চাননকে লইয়া মন্ত্রণাগৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেই যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিয়াছেন। মন্ত্রণাগৃহ বৃহৎ, সুমার্জ্জিত ও সুসজ্জিত। সর্ব্বাগ্রে রাজগুরু কহিলেন, "ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় আপনি কোন্ শাস্ত্র ব্যবসায়ী ?

রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন উত্তর করিলেন, "আমি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, গণিত, স্মৃতি ও ষড়দর্শনের কিছু কিছু পড়েছি, তবে আমার ন্যায়ের ছাত্রই অধিক। আমার উপাধিও ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ সমাপন ক'রে পেয়েছি।"

গুরু। আপনি ন্যায়ের পাঠ কোথায় সমাপন করেছেন ?

রমা। আমি ন্যায়ের পাঠ বারাণসীতে সমাপন করেছি। আপনারা তিন জন রাজা বাহাদুরের কে হন ?

গুরু। উনি রাজমন্ত্রী, ইনি রাজপুরোহিত হরিশ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন, স্মার্ত্ত পণ্ডিত এবং আমি রাজগুরু।

রাজপুরোহিত বলিলেন, "আমাদের ঠাকুর মহাশয়ও ন্যায়ের বড় পণ্ডিত। ইনি ন্যায়ের সকল শাস্ত্র পাঠ করেছেন। অধ্যাপনাতেও ইঁহার বিশেষ সুখ্যাতি।

রমা। বেশ, বেশ। পুরোহিত ঠাকুরেরও বোধ হয় চতুষ্পাঠী আছে ?

গু। বিদ্যারত্নেরও খুব বড় চতুষ্পাঠী। উনি বহু যত্নে বহু ছাত্রকে প্রাচীন ও নব্য স্মৃতি পড়ান।

রমা। আপনাদের দেশে দুর্গাপূজা কোন্ পুরাণ মতে অনুষ্ঠিত হয় ? মণ্ডপে একমেটে প্রতিমা দেখলাম।

গু। আমাদের দেশে বৃহন্নন্দিকেশ্বর, দেবী, কালিকা প্রভৃতি পুরাণ মতে দুর্গাপূজা হয়। রাজবাড়ীতে রথযাত্রার দিনে প্রতিমার কাঠাম দিবার নিয়ম আছে। রাজবাড়ীতে বৃহন্নন্দিকেশ্বর মতে দুর্গাপূজা হয়, রাজবাড়ীতে সহস্রাধিক রূপ চণ্ডী পাঠ হয়।

রমা। হবেই ত। রাঢ়ীশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আখণ্ডল। ব্রাহ্মণ আখণ্ডল রাজা। সর্ব্বপ্রকার দেবকার্য্যই সুচারুরূপেই সম্পাদিত হইবার কথা। আমি এই রাজবংশের উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করি। আশা করি, ভ্রাতৃবিচ্ছেদরূপ গৃহদহনশীল অনলও সত্বর নির্ব্বাপিত হইবে।

গু। তাহারও বারিদাতা আপনি।

র। একের বারিতে গৃহানল নির্ব্বাপিত হয় না।

গু। আমরাও সকলে আপনার সঙ্গে যোগদান করছি, আপনার বক্তব্য কি বলুন।

র। আমি রাজা শচীপতির সখা ও দূত। শচীপতি রাঢ়ী বৈদ্যজাতীয় রাজা। কুমার রামদেব তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। রাজা শচীপতি চারি সহস্র সৈন্য সহ রাজ্যের এই সীমান্তে স্বগুগঞ্জে উপস্থিত। শচী সুশিক্ষিত নির্ভীক্ যোদ্ধা ও উদারচরিত সেনানায়ক হইলেও তিনি অতিশয় উদার ও শান্তিপ্রিয়। আপনাদিগের ভ্রাতৃবিচ্ছেদ সহজে মীমাংসা হইলে ব্রাহ্মণ বিদেশীয় রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে চাহেন না। মা করুণাময়ীর ইচ্ছায় যদি তিনি পৈতৃক রাজ্যের এক ষষ্ঠাংশ এবং সৈন্য সামন্তের ব্যয়স্বরূপ তাঁহার অনুপস্থিত কালের রাজস্বের লাভ তিন লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন, তা হ'লেই সব মিটতে পারে।

গু। রাজা উদয়নারায়ণও উদার প্রকৃতির লোক। তাঁহার ন্যায় ভ্রাতৃবৎসল রাজা অতি বিরল। এই রাজবংশের নিয়ম আছে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজপদ প্রাপ্ত হন। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ কিছু বৃত্তি বা জমীদারী পাইয়া থাকেন। রাজা উদয় প্রথম হইতেই বলিতেছেন, তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরগণের প্রত্যেকের বাটী নির্ম্মাণের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ও দশ হাজার টাকার জমীদারী দিবেন। কুমার রমাদেব এ প্রস্তাবে সম্মত নহে। তিনি প্রজাবিদ্রোহ সংঘটন করিয়া রাজার সহিত অসম্মানজনক কলহ করতঃ দেশত্যাগী হয়েছেন। রাজা এ কথাও বলেছিলেন যে, রামদেবই রাজা হউক এবং উদয় ও তাঁহার সহোদরগণকে ঐরূপ টাকা এবং জমীদারী দিউক।

রমা। এ সকলত উত্তম প্রস্তাব।

মন্ত্রী কহিলেন, "ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় আপনি বিচক্ষণ লোক। আপনি সকলই বুঝিতে পারেন। কুমার রামদেবের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য হইলে এ বংশের রাজউপাধি লোপ হবে। সকলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদার হবেন। নবাবও এ প্রস্তাবে সম্মত হবেন না। রামদেব হ'তে এ রাজ্য যায় যায় হয়েছে। তিন বৎসর নবাবের প্রাপ্য রাজস্ব দেওয়া হয় নাই। মুরশিদাবাদের পত্রানুসারে ভূষণার ফৌজদার আপুতরাও শ্লেষপূর্ণ অপমানজনক পত্র লিখছেন। তিনি গত পত্রে এ ভয়ও দেখাইয়াছেন যে, তিনি সসৈন্যে আমাদের বিরুদ্ধে আসছেন। সর্ব্বত্র প্রজাবিদ্রোহ ছিল, বহু যত্নে বহু কথায় এই বর্ষে বিদ্রোহ উপশমিত হয়েছে। তিন লক্ষ কি, লক্ষটাকাও এখন রাজকোষে নাই।"

রাজা বলিলেন, "ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়! আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, আপনার বাহ্যাকৃতি ও মুখশ্রী দেখে আপনি সরল, অমায়িক, সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়বাদী বোধ হচ্ছে। আমি পুনরায় আমার দূতস্বরূপে যশস্বী বীর রাজা শচীপতি রায় ও প্রাণাধিক ভ্রাতা রামদেবকে বলবেন যে, রাজ্য এখন আমার বিষময় হয়েছে। রামদেব রাজা হউন। নবাবের প্রাপ্য রাজস্ব দিউন। আমাকে ও আমার ভ্রাতৃগণকে কিছু দিনের জন্য কেবল সামান্যরূপ গ্রাসাচ্ছাদন দিউন। আমরা কয়েক ভ্রাতা নবাবের রাজস্ব পরিশোধ হওয়া ও রাজকোষে অর্থসঞ্চিত হওয়া পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র তৃণকুটীরে বাস করবো। রাজকোষে অর্থ হ'লে আমাদের রাজবংশধরের বাসের উপযোগী বাড়ী ও সসম্মানে গ্রাসাচ্ছাদন চলার উপযোগী ভূসম্পত্তি দিতে হ'বে। আমি কাশীবাসী হ'তেও প্রস্তুত আছি। রামদেব রাজ্য লউক, আর কয়েকটি ভ্রাতার বন্দোবস্ত করুক।

রমা। রাজগুরু, রাজা, বিদ্যারত্ন মহাশয় ও রাজসচিবের কথা শুনে, আমি বড় সুখী হলেম। আপনারা সকলেই অতি বিচক্ষণ ও পণ্ডিত লোক। আপনাদের প্রস্তাব মহান্ ও স্বার্থত্যাগপূর্ণ। জানি না, কুমার রামদেব এ প্রস্তাবে সম্মত হবেন কি না। আমার বোধ হয়, কুমারের দোষেই ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘ'টে, এ রাজ্য উৎসন্ন যাইবার উপক্রম হয়েছে। আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, রাজা শচীপতি কুমার রামদেবের প্ররোচনায় বিপথগামী হয়েছেন। আপনাদের কোন প্রস্তাবে কুমার রামদেব সম্মত না হ'লে নিশ্চয় রাজা শচীপতি দেশে চ'লে যাবেন। আমাদের প্রাচীন সর্দ্দার ভজন জাতিতে বাগ্দী হ'লেও সে প্রথমাবধি বলছে, কুমার রামদেব সহজ লোক নহেন। রাজা শচীপতি নিজে যেমন সরল, অকপট ও সত্যবাদী, তিনি জগতের সকল লোককে সেইরূপ দেখেন।

রাজা। রাজা শচীপতির সসৈন্যে এ রাজ্যে আসা ঠিক হয় নি। তিনি বহু অর্থ অকারণ ব্যয় করেছেন। তিনি যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে আপনাকে আমার নিকট পাঠালে অথবা একখানা পত্র লিখলে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারতেন।

রমা। আমাদের ভুল হয়েছে সত্য। আপনার দেশের অবস্থা আমাদের লোকে জেনে গিয়েছে। কুমার রামদেব যেরূপ কাতরভাবে বিপন্ন অবস্থায়

সত্যবদ্ধ হয়ে সকল কথা বল্লেন, তাতে তাঁর কথা আমরা অবিশ্বাস করতে পারি নাই।

মন্ত্রী। আপনাদের চর আমাদের দেশের পথ-ঘাট জেনে যেতে পারে, রাজ্যের অবস্থা জানতে পারে নাই। নলডাঙ্গাও একটি প্রাচীন রাজ্য। রাজা উদয়নারায়ণও দুর্ব্বল হস্তে অস্ত্রধারণ করেন নাই। দুই চার হাজার সৈন্য তাঁর রাজ্য জয় ক'রে যেতে পারে না। এ রাজ্যেও সুশিক্ষিত সেনা আছে।

রমা। আমাদের চরে পথ ঘাট জানতে এসেছিল। রাজ্যের অবস্থা জানবার আমাদের দরকার হয় নি। দস্যুদলনকারী বর্গীবিজয়ী রাজা শচীপতির চারি সহস্র সৈন্য, চারি সহস্র কালান্তক যম। অন্যের চার লক্ষ আর শচীপতির চার সহস্র সমান।

গুরু। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় আপনি রুষ্ট হবেন না। মন্ত্রী মহাশয় বীরত্বের বড়াই করার জন্য ও কথা বলেন নাই। সাধারণ চারি পাঁচ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য এ রাজ্য জয় ক'রে নিতে পারে না। রাজা শচীপতির কথা স্বতন্ত্র। এ অপ্রীতিকর কথা পরিহার করুন। আমরা ব্রাহ্মণপণ্ডিত। আমরা শান্তির প্রার্থী। শান্তিস্থাপনই সাধুজনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

রাজা। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়, কথায় কথায় অনেক কথাই উঠে। কেহই হীন হ'তে চায় না। মন্ত্রীর কথার ভাব এই যে, আমরা ভয়ে রামদেবকে সমগ্র রাজ্য ছেড়ে দিতে চাচ্ছি না। জয়-পরাজয় ভাগ্যের কথা। আমরাও রাজা শচীপতিব সম্মুখে যুদ্ধার্থে দু'একদিন দাঁড়াতে পারি। এক দিকে শান্তি ও রাজ্যরক্ষা, অন্য দিকে ভ্রাতৃস্নেহ। এই দুয়ের বশবর্ত্তী হয়ে আমি রামদেবকে সমগ্র রাজ্য ছেড়ে দিতে চাচ্ছি। রাজা শচীপতি বড় বীর হইলে আমার শ্লাঘার কথা এবং আমি বড় বীর হইলে শচীপতির শ্লাঘার কথা, কেন না, আমরা দুই-ই হিন্দু। আমরা পাঠান-পদাঘাতে বিচূর্ণ হয়েছি, মোগল-পাদুকাঘাতে ছিন্নাঙ্গ হয়েছি, আমাদের গর্ব্ব অহঙ্কারের কিছুই নাই। যদি কেহ এখনও অস্ত্র ধরিতে পারি, যদি এখনও দেশে পরশুরাম ও দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য ও ভীষ্মার্জ্জুন থাকে, তবে সে আমাদের মনে মনে একটু সুখী হওয়ার কথা। হিন্দুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের ফল, অথবা মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত থানেশ্বরের নিকট তিরৌরি ক্ষেত্রে ও ফতেপুর সিক্‌রিতে হ'য়ে গিয়েছে।

রমা। রাজা বাহাদুর ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন। আমাকে আর লজ্জা দিবেন না। আমরা বড়ই অপরিণামদর্শীর মত কাজ করেছি। আমি ব্রাহ্মণসন্তান, শাস্ত্রও কিছু পড়েছি। ঠাকুর মহাশয়ের কথাও অতি সারবান্। শান্তির প্রতি লক্ষ্য রাখাই একান্ত কর্ত্তব্য। আমি অকপটে সরল হৃদয়ে ব'লে যাচ্চি, আমি সত্য ঘটনা শচীপতিকে বুঝাইতে চেষ্টা পাব। শচীপতি কখনও অন্যায় কাজ করেন নি -করবেন না। যাহাতে এ রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করব।

রাজপক্ষের সকলে। আপনি সাধু ও পবিত্রচিত্ত, সজ্জনের যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করবেন। রাজা শচীপতি বয়সে প্রাচীন নহেন। যুদ্ধেই তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে। সংসারের অভিজ্ঞতা এখনও লাভ করেন নাই। সত্যবাদী জগতের সকলকেই সত্যনিষ্ঠ ভাবে। তাই ভ্রম। এ ভ্রম বয়সোচিত উদার ও মহান্ স্বভাবের প্রমাণ।

রমা এই জন্য আপনাদের চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই। বর্গীজয়ে রাজার সকল চেষ্টা সফল হয়েছে। রামদেব তাঁহার সুহৃদ্। তিনি জয়োল্লাসের পর সুহৃদাগ্রহ -পরবশমানসেই এ দেশে এসেছেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

রাজা শচীপতির শিবিরে।

রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন নলডাঙ্গা হইতে কৃষ্ণগঞ্জে শচীপতির শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। রাজা শচীপতি, কুমার রামদেব, পণ্ডিত ন্যায়পঞ্চানন, সর্দ্দার ভজন, ঝণ্টু, লাণ্টু, পেণ্টু, কালু, মালু প্রভৃতির এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছে। মুষলধারে বৃষ্টি পতন হইতেছে। বর্ষা যৌবন-মদে মত্ত হইয়া, সে যেন তাহার রূপৈশ্বর্য্য বিকাশ করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতে চাহিতেছে। রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন কাতরভাবে বলিলেন, "আমি রাজা উদয়নারায়ণের নিকটে যেয়ে বড় লজ্জা পেয়ে এসেছি। আমাদের সসৈন্যে এ দেশে আগমন বালকের কাজ হয়েছে, রাজা উদয়নারায়ণ কি প্রকৃতির লোক, তাঁহার রাজ্যের অবস্থা কিরূপ, রাজা দোষী, কি কুমার রামদেব দোষী, এই ভ্রাতৃবিচ্ছেদের কারণ কি, কুমার রামদেবের উক্তিসকল সত্য কি মিথ্যা ইত্যাদি বিষয় অবগত হ'য়ে আমাদের এ দেশে সসৈন্য আসা উচিত ছিল।"

ভজন। আরে রাজা, তুহি ত আমার কথায় কান দিছ না, দেখ পণ্ডিতজী কেমন ছাচ্চা কথা বল্‌ছে।

ঝণ্টু। ছাচ্চা বাত হ্যায়, পণ্ডিতজী, ছাচ্চা বাত হ্যায়।

রামদেব। হোঃ হোঃ হোঃ, আমাদের পণ্ডিতজী বুঝি বড় একটা সিধে পেয়ে ও ভীত লোকের দুটো মিষ্টি কথা শুনে একেবারে ঠাণ্ডা জল হয়ে এসেছেন। সিধায় নলডাঙ্গার আমসত্ব, আনারস, কাঁচাগোল্লা ও মহামুদ সাহীর দধি-ক্ষীর ছিল ত?

রমা। দেখুন কুমার! আমি আপনার রহস্য-বিদ্রূপের পাত্র নহি। এক দেশের রাজাকে অন্য দেশে এনে ফেলা ধূলো খেলা নয়। আমি স্বার্থপর পেটুক ব্রাহ্মণ নহি। আমি বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা কাশীর অনেক জায়গার চা'লডা'ল খেয়েছি। আমিও রাজা শচীপতির সংসারের অনভিজ্ঞতা হেতু প্রথমে আমরা ভ্রম করি, কিন্তু মূল বুঝিবার শক্তি আমাদের আছে। আপনি যে সকল কথা রাজার নিকট ব'লে রাজার সহানুভূতি পেয়েছেন, তাহার অধিকাংশই কল্পনাপ্রসূত।

রা। তবে আমি মিথ্যাবাদী শঠ ধূর্ত্ত।

রমা। তা আপনি যা বলেন, আপনার পূর্ব্বের কথাগুলি মনে করুন। ঠাট্টা-বিদ্রূপের জন্য অপর ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করুন।

রাজা শচীপতি বলিলেন, "আপনারা কলহ করবেন না। কথাটা আগে শুনে নিই। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়! আপনি ব'লে যান। কুমার আপনি একটু নিরস্ত হউন। ন্যায়পঞ্চানন যে সে লোক নন। তিনি যেমন পণ্ডিত, তেমনি স্বার্থত্যাগী, পরোপকারী মহাপুরুষ। আমি ন্যায়পঞ্চাননকে চিনেছি। আমার এই রাজপদ ন্যায়পঞ্চাননের অনুগ্রহে। আমার সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য ব্রাহ্মণ কি ক্লেশই না স্বীকার করেছেন? এই যে আমাদের সঙ্গে এসেছেন, এ উঁহার একটি স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত। পণ্ডিত লোক। দূরদূরান্তর হ'তে নিমন্ত্রণ-পত্র আসছে। শত শত লোক অর্থদানে ব্যবস্থা নিচ্ছে। শত ছাত্র শিক্ষার্থী হয়ে উপস্থিত—এ সব ফেলে ন্যায়পঞ্চানন অনাহারে অনিদ্রায় পথশ্রমে কষ্ট পেয়ে আমাদের সঙ্গে এসে আমাদের জন্য চিন্তা করেন।

অনন্তর রামদেব নিরস্ত হইলেন। রমানাথ ধীরে ধীরে তাঁহার দৌত্যের সকল কথা কহিলেন। তিনি রাজা উদয়নারায়ণের প্রস্তাবগুলি বিজ্ঞাপন করিলেন। তিনি বুঝাইলেন, রাজা উদয়নারায়ণ স্বার্থপর রাজ্য-লোভী নহেন; তিনি সরল অকপট ও সদাশয়। তাঁহার সদিচ্ছা তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেহ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের রাজগৌরব রক্ষা করেন। দেব-দ্বিজের সেবা করেন, দেশের কল্যাণ সাধন করেন এবং প্রজাপুঞ্জকেও সুখে রাখেন। তিনি ভ্রাতৃগণকেও ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করেন না। তিনি ভ্রাতৃগণকে অবমানিত বিড়ম্বিত করিবার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করেন না। তাঁহার সদিচ্ছা তাঁহার ভ্রাতৃগণও সসম্মানে সচ্ছল ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তিনি ভ্রাতৃগণের প্রত্যেককে দশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি ও অট্টালিকাদি নির্ম্মাণের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা করিয়া দিতে সম্মত আছেন, সম্প্রতি রাজকোষে অর্থ নাই। তিন বৎসর নবাব-সরকারের নিরূপিত অর্থ প্রেরিত হয় নাই। ভূষণার ফৌজদার আঁপুতরাপ ক্লেশ ও কটূক্তিপূর্ণ পত্রাদি লিখিতেছেন। তিনি নলডাঙ্গার রাজ্য আক্রমণ করিবার ভয়ও প্রদর্শন করিতেছেন। রাজা উদয়নারায়ণের ইচ্ছা, নবাব-সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব পরিশোধ হইবার পর তিনি ভ্রাতৃগণকে জমীদারীর অংশ ও অট্টালিকাদি নির্ম্মাণের জন্য অর্থ দিবেন।

বাক্‌পটু চতুর কুমার রামদেব নানা কৌশলে বিবিধ বাক্যের দ্বারা রাজা শচীপতিকে রাজা উদয়নারায়ণের শঠতা ও ন্যায়পঞ্চাননের সরলতা হেতু নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, এমন সময়ে সম্রাট-পুত্র আজিম মোসেনের আত্মীয় ভূষণার ফৌজদার আঁপুতরাপের নিকট হইতে এক অশ্বারোহী সৈনিক দূত এক পত্র লইয়া রাজা শচীপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। আপাততঃ কুমার রামদেবের কথা বন্ধ হইল। দূতের অভ্যর্থনা ও দূতের প্রতি কুশল প্রশ্নের আড়ম্বর হইতে লাগিল।

দ্বিবিধ প্রকৃতির লোকের সংখ্যাই অধিক। এক শ্রেণীর লোক শ্রমশীল, কর্ম্মকুশল ও পরোপকারী, অপর শ্রেণীর লোক অলস, শ্রমবিমুখ ও আত্মসেবী। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা আত্মসুখের প্রতি দৃষ্টি করেন না। তাঁহাদিগের দৃষ্টি পরের সুখের প্রতি। অপর শ্রেণীর লোকেরা আত্মসুখ ও আত্মসুখের অঙ্গ বিলাসিতায় মগ্ন, তাঁহারা বাহ্যজগতের প্রতি দৃষ্টি করেন না এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধির ধারও ধারেন না। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ দেবগুণসম্পন্ন, শেষোক্ত ব্যক্তিগণ তদ্বিপরীত গুণের আকর। এরূপ স্থলে প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণের হৃদয় দয়া, মমতা, স্নেহ, পরদুঃখ-কাতরতা গুণে পূর্ণ থাকে, অপর শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে নিষ্ঠুরতা, নির্ম্মমতা নির্দ্দয়তা ও অত্যাচার বিরাজ করিতে থাকে। প্রথম শ্রেণীর লোকগণ যে যে স্থানে গমন করেন, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই স্থানে শান্তি-সুখ-সন্তোষের প্রবল প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে; অপর শ্রেণীর লোকেরা যে যে স্থানে গমন করেন, সেই সেই স্থানে অশান্তি, অসুখ, ভয়,

ও বিভীষিকার অনল জ্বলিতে থাকে। প্রথম শ্রেণীর লোকদিগের চরণে ভক্তিশ্রদ্ধার চন্দনচর্চ্চিত কৃতজ্ঞতার কুসুমাঞ্জলি অর্পিত হইতে থাকে। অপর শ্রেণীর লোকের মস্তকে অপমান, অভিশাপ ও তিরস্কারের অশনিপাত হইতে থাকে। আমাদের শচীপতি প্রথম শ্রেণীর ও আপুতরাপ অপর শ্রেণীর লোক। বলেশ্বর ভৈরব, মধুমতী ও চিত্রানদীতে বহুসংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ তরীপূর্ণ মগসৈন্য দেখা দিয়াছে। সিদ্ধার্থ নামক মগ-দলপতি আরাকান হইতে নিম্নবঙ্গে উপস্থিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে নিশাকালে মগ-আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, মগসৈনিকগণই এই সকল দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে।

প্রজাগণের সুখ-শান্তির নিয়ন্তা ফৌজদার আঁপুতরাপের এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? সুখমগ্ন বিলাসপ্রিয় সম্রাট-কুটুম্ব ফৌজদার সাহেব কি সসৈন্যে পক্ষ পালক-শোভিত শিরস্ত্রাণধারী মগ-সৈনিকগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন? প্রজার সর্ব্বনাশে ফৌজদারের কি? মগ-সৈনিকে প্রজার সর্ব্বস্ব লয় লউক, সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব কোথা যাইবে? অলস ব্যক্তি অপরের শিরে কর্ম্মভার অর্পণ করিতে পারিলে মনে করেন, তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল। শ্রমশীল কর্ম্মকুশল লোকেরা আপন-কর্ম্ম পর-কর্ম্ম বুঝেন না। তাঁহারা কর্ম্মমাত্র আপন মনে করেন।

অলস ফৌজদার আঁপুতরাপ শুনিয়াছেন, রাঢ়ের দস্যুদলনকারী সম্প্রতি বর্গীবিজয়ী অসাধারণ যুদ্ধ-কৌশলী বীর রাজা শচীপতি কৃষ্ণগঞ্জ প্রান্তরে বাদায় শার্দ্দূল কুম্ভীর শীকারার্থে সমুপস্থিত। অলস ব্যক্তি কর্ম্মকুশল ব্যক্তির শিরে কর্ম্মভার চাপাইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সমাপন করিতে চাহেন। এই নিমিত্ত আঁপুতরাপের পত্র সহ অশ্বারোহী সৈনিক দূত শচীপতির শিবিরে উপস্থিত।

প্রজার দুঃখ-ক্লেশের কাহিনী শুনিয়া, শচীপতির বীর হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। আরাকানের অসভ্য মগ আসিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর ধন-রত্ন অপহরণ করিবে, জাতিধর্ম্ম নষ্ট করিবে, বনিতা—দুহিতা হরণ করিবে, গৃহ অগ্নিসাৎ করিবে, লুক্কাইত অর্থ বাহির করিয়া দিবার জন্য হিন্দুর প্রতি অশেষ প্রকার অত্যাচার করিবে, ইহা কি শচীপতির ন্যায় বীর সহ্য করিতে পারেন? শচীপতির শিবিরে "সাজ সাজ" রব উঠিল। যুদ্ধের তুমুল আয়োজন হইতে লাগিল। পটনিবাস সকল উঠাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। এক দিনমধ্যে শচীপতি সকল আয়োজন সমাপন করিয়া কালীগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কালীগঞ্জে ফৌজদার প্রেরিত বহুসংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ তরণী ছিল। শচীপতি সেই সব তরী আরোহণপূর্ব্বক সসৈন্য চিত্রানদী বাহিয়া আসিয়া নলদী, লোহাগড়া ও কালনায় শিবির স্থাপন করিলেন। শচীপতি স্বয়ং কালনায়, ভজন লোহাগড়ায় এবং ঝণ্টু নলদীতে সেনানায়ক হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময় মগনৌকাসকল চিত্রা, নবগঙ্গা ও মধুমতী নদীতে আসিয়াছিল। মগদিগের সহিত রাজসৈন্যের বহু যুদ্ধ হইল। প্রত্যেক যুদ্ধে রাজসৈন্য জয়লাভ করিতে লাগিল। মগসৈনিকগণ গ্রাম্য লোকের প্রতি অত্যাচার ছাড়িয়া রাজ-সৈন্য-দমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কথায় বলে, "সকলের মন সকল দিক্, চোরের মন বোচ্কার দিক্।" শচীপতি, ভজন ও ঝণ্টু মগদিগকে পরাজয় করিয়া মগ-তরী জলমগ্ন করিয়া মগ-অপহৃত নরনারী উদ্ধার করিয়া সুখী হইতেছিলেন, স্বার্থসিদ্ধিসাধন-তৎপর কুমার রামদেব এ সময়ে স্বার্থ-সিদ্ধি করিবার সঙ্কল্প আঁটিতে ছিলেন। পরোপকারী সদাশয় রামনাথ ন্যায়পঞ্চানন যুদ্ধগীতি রচনা করিয়া, বীরগাথা গাহিয়া, আজ নলদীতে, কাল লোহাগড়ায় ও পরশ্ব কালনায় বীর সৈনিকগণকে উৎসাহিত করিতেছিলেন, রাজার জয়ে ন্যায়পঞ্চাননের আনন্দ এবং প্রজার সুখে তাঁহার উৎসব।

কুমার রামদেবের সঙ্কল্প গঠিত হইয়াছে। অদ্য ভাদ্রের মধ্যভাগ। রামদেব শচীপতির শিবিরে শচীপতির সম্মুখে আসীন। তিনি হাস্য-প্রফুল্লিত মুখে বলিলেন, "রাজন! আমার বড় একটা সাধ হচ্ছে। আপনি এত যুদ্ধ জয় কর্‌ছেন, এত মগ-নৌকা ডুবাচ্ছেন, এত হিন্দু-নরনারীর উদ্ধারসাধন কর্‌ছেন, এই অশান্তিময় অঞ্চলে শান্তিসুধা বর্ষণ করছেন, এ সংবাদ ফৌজদারকে দেওয়া হ'ল না। আপনি অনুমতি কর্‌লে আমি এ সংবাদ ল'য়ে একবার ভূষণায় যাই। ন্যায়পঞ্চাননই এ কার্য্যের উপযুক্ত লোক, কিন্তু তিনি মহাব্রতে ব্রতী। তাঁহার কার্য্য যে সে লোকে কর্‌তে পারে না। তিনি যে বীরগাথা বীরগীতি রচনা করিয়া সৈনিক-হৃদয়ে সঞ্জীবনী-সুধা বর্ষণপূর্ব্বক সৈনিক-হৃদয়ে সাহস, উৎসাহ, উদ্যম প্রভৃতিতে পূর্ণ করছেন, তাহা আর কেহ পারে না।"

সরলমতি শচীপতি বলিলেন, "আপনার কথা ঠিক। ফৌজদারকে একটা সংবাদ দেওয়া উচিত। আমাদের জয়-সংবাদ জানিয়ে ফৌজদারের নিকট আমাদের বাহবা লওয়া ইচ্ছা নাই। আমরাই মগ তাড়াতে পারব। সসৈন্যে আর ফৌজদারকে আস্‌তে

হবে না। তাঁহার আর যুদ্ধ-আয়োজনের প্রয়োজন নাই। আমরা যুদ্ধার্থে সজ্জিত এবং আমরাই এ ক্ষুদ্র কার্য্য শেষ করতে পারব, এই কথা বলিলেই বোধ হয় ফৌজদার নিরস্ত হবেন।"

রাম। তবে আপনি আমাকে যেতে অনুমতি করেন?

শ। হাঁ, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে যেতে অনুমতি করি, তবে আপনি যে সে ভাবে যেতে পারবেন না। আপনি একখানি বৃহৎ নৌকা, ব্রাহ্মণ-চাকর ও সৈনিক প্রহরী ল'য়ে যাবেন।

রাম। যে আজ্ঞে।

রামদেব শচীপতির অনুমতি পাইয়া মনে মনে মৃদু হাস্য করিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমার সঙ্কল্প-সিদ্ধির আর বিলম্ব নাই।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

লোমহর্ষণ কাণ্ড।

এই সংসার-রঙ্গমঞ্চে কোন কোন দৃশ্যের যবনিকা হাসিতে হাসিতে উত্তোলন করা যায়। কোন কোন দৃশ্যের যবনিকা উত্তোলন করিবার পূর্ব্বে মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে থাকে, হৃদয়-শোণিত শুষ্ক হইতে থাকে, কর্ম্মঠ হস্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিয়া ঘন ঘন কাঁপিতে থাকে। সেই ভয়ানক দৃশ্যের আবরণ উন্মোচন করিবার পূর্ব্বে মন ইতস্ততঃ করিতে থাকে। অভিনয় আরম্ভ করিয়া যবনিকা উত্তোলন না করিয়া আর উপায় নাই। সুখে হউক, দুঃখে হউক, যবনিকা তুলিতেই হইবে।

রামদেব ভূষণায় উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি ফৌজদার আঁপুতরাপের দর্শন লাভ করিয়াছেন। তিনি ফৌজদারের নিকট ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে সালঙ্কারে সবিস্তারে শচীপতির রণনৈপুণ্য ও মগজয়-বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন। অনন্তর ফৌজদার সকাশে তাঁহার পরিচয় দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং তিনি পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সুযোগ সুবিধা বুঝিয়া স্বীয় ক্লেশ বর্ণন করিয়াছেন। তিনি অবসর বুঝিয়া কথাপ্রসঙ্গে রাজা উদয়নারায়ণের যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। তিনি আঁপুতরাপের হৃদয়ে রাজা উদয়নারায়ণের প্রতি রোষবহ্নি নিন্দারূপ ফুৎকারে প্রখর ভাবে জাজ্বল্যমান করিয়াছেন এবং সামর্থ্য সত্ত্বে নবাবপ্রাপ্য রাজস্ব না দেওয়ার প্রসঙ্গরূপ ঘৃতাহুতি দিয়া সেই জাজ্বল্যমান বহ্নিকে গগনস্পর্শী করিয়াছেন। হিমাদ্রি-হৃদয়-বিদীর্ণকারী জাহ্নবীবেগ আর কিসে নিবারিত হইবে? ফৌজদার সসৈন্যে রামদেবকে সঙ্গে লইয়া বলুডাঙ্গা রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা উদয়নারায়ণ বহু বহুমূল্য উপায়ন ফৌজদার সকাশে প্রেরণ করিয়াছেন এবং ফৌজদার ঘৃণার সহিত উপায়ন গ্রহণ করেন নাই। যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

ফৌজদার-সৈন্য ও রাজ-সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে। পটনিবাস সকল সংস্থাপিত হইয়াছে। দু'এক দিন খণ্ডযুদ্ধও হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্র কয়েক দিন নরশোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে। হতাহত হস্তী অশ্ব ও মানব ভূলুণ্ঠিত হইয়া ধূলি-ধূসরিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের বীভৎস দৃশ্য আরও বীভৎস করিয়াছে। নিশীথে ফেরুপাল ও সারমেয়গণের বিকট নাদে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্দ্ধভুক্ত নরমুণ্ড লইয়া পলায়নপর কুক্কুরের মুখ হইতে শকুন তাহা অপহরণ করিয়া লইয়া বৃক্ষ-শাখায় উঠিতেছে। অপর শকুন সেই চোর শকুনের মুখ হইতে সেই মুণ্ড লইবার জন্য যুদ্ধে রত হইতেছে। উভয়ে পক্ষ সঞ্চালনপূর্ব্বক যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতেছে। এইরূপে যুদ্ধের ভৈরব শব্দ ভূপৃষ্ঠ হইতে উর্দ্ধ গগনে উত্থিত হইতেছে।

পাঠক! আরও কি অগ্রসর হইতে চাহেন? ভয় করিবেন না, আপনার ভয় করিবার দিন অতীত হইয়াছে। আপনার কলঙ্ক দূর হইবার দিন উপস্থিত হইয়াছে। আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইবার সুপ্রভাত আসিয়াছে। য়ুরোপ খণ্ডের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখুন। অহঙ্কার-মদমত্ত-জার্ম্মান কাইজার য়ুরোপ খণ্ডে কি ভীষণ হইতে ভীষণতর সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন। সমরানল দেশ হইতে দেশান্তর প্রসারিত হইতেছে। সুদূর ইংলণ্ড হইতে আরব ও পোলাণ্ড হইতে উত্তর আফ্রিকা পর্য্যন্ত তুমুল ভীষণ সমরবহ্নি গগনস্পর্শী শিখা বিস্তার করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে। সভ্যতম য়ুরোপের শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, নৌবিদ্যা প্রভৃতি উদরসাৎ করিবার উপক্রম করিতেছে। ধনৈশ্বর্য্য ভস্মরাশিতে পরিণত করিতেছে। লক্ষ লক্ষ নরনারী গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে ও ফেলিয়াছে। অশ্বকুল নির্ম্মূল করিবার আয়োজন। হাহাকারে পৃথিবী পূর্ণ। আর্ত্তনাদে য়ুরোপ শব্দিত। নারীনয়নাবগলিত অশ্রুধারে ধরণী সিক্ত। জগতের প্রারম্ভ হইতে এরূপ নরঘাতিনী আহব-রাক্ষসীর তাণ্ডব নৃত্যের কথা আর শ্রুত হয় নাই। বৃটিশ সিংহ, রুষ ভল্লুক আজ সমান ভাবে

রণোৎসাহে উৎসাহিত। সেই উৎসাহের কণাসকল ভারত-প্রজাপুঞ্জের মধ্যেও বর্ষিত হইতেছে। বাঙ্গালী পাঠক। তোমার আর ভয় করিবার দিন নাই। রাজ-সুদৃষ্টি তোমার উপর পড়িয়াছে। তোমার দেশেও "সাজ সাজ" যুদ্ধ-রোল উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ। তোমরা এখন পরশুরাম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতির কীর্ত্তি স্মরণ কর। তাঁহারা তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ এবং তোমরা তাঁহাদের বংশধর ও স্বজাতি মনে কর। জাতীয় কলঙ্ক দূর করিবার এই উত্তম অবসর—অতি সুসময়। ক্ষত্রিয়গণ! কায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণ! আর নিদ্রা যাইবার সময় নাই। রাম, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, এমন কি, পৃথ্বীরাজ ও রাণা প্রতাপের কথা মনে কর। সাহসের চর্ম্মে বুক বাঁধ। উৎসাহের কবচ ধারণ কর। শৌর্য্যের অসি হস্তে লও। আর কালবিলম্ব করিও না। তোমাদের বিশ্ববিদ্যার্জ্জনের প্রতিষ্ঠা এক্ষণে রণাঙ্গনের যশে পর্য্যবসিত হউক। বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল কর। বঙ্গমাতার মুখ প্রফুল্ল কর। সবিস্ময়ে জগৎ দেখুক, বাঙ্গালী মরিয়াও মরে নাই। আবার রাজার হাত ধরিয়া রাজার লাঠি ঘুরাইয়া বাঙ্গালী বেশ লড়িতে পারে—বাঙ্গালী বেশ খেলিতে পারে। সুদূর মার্কিন, সুদূর মেক্সিকো (Mexico) সুদূর চিলিগায়নায় বাঙ্গালীর জয় জয় রবে পূর্ণ হউক।

অনন্তর কথার আর প্রয়োজন নাই। আসুন, আমরা আবার নলডাঙ্গার যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করি। কাল রাজসৈন্যের সহিত ফৌজদার সৈন্যের তুমুল যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আজ শারদীয় তরুণ অরুণ উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতী পবন-হিল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে, প্রভাতী বিহঙ্গ কূজনের সঙ্গে সঙ্গে, প্রভাতী কুসুম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাজ ও ফৌজদার শিবিরে "সাজ সাজ" রব উঠিয়াছে। পদাতিক সৈন্যগণ কেহ অসিচর্ম্ম, কেহ শরকার্ম্মুক, কেহ বর্শাচর্ম্ম লইয়া শরীর কবচে আঁটিয়া শিরে লাল পাগড়ি পরিধান করিয়া, বদ্ধপরিকর হইয়া, "সিদ্ধেশ্বরী কালীমাইকি জয়" শব্দ করিতে করিতে যুদ্ধার্থে দলে দলে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। অশ্বারোহিগণও বহুমূল্য বসনভূষণে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া সুতীক্ষ্ণ আয়ুধাদি লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছে। যুদ্ধমাতঙ্গগণের বৃংহণে, বেগবান্ যুদ্ধাশ্বগণের হ্রেষাধ্বনিতে ও আগ্নেয় অস্ত্রের ভীষণ নিনাদে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত হইতেছে। সমরক্ষেত্র তিমির-বাসে ভীষণ দৃশ্য আচ্ছাদন করিবার উপক্রম করিতেছে। চতুর্দ্দিকের গ্রামবাসী লোকেরা প্রলয়কাল উপস্থিত মনে করিয়া ঘরদ্বার ছাড়িয়া পলায়নপর হইতেছে। ধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজা উদয়নারায়ণ প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি প্রাতঃকৃত্য ও প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়াছেন, তিনি স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়াছেন। তিনি ভক্তিভাবে শক্তি-পূজা করিবার জন্য পূজার শিবিরে গমন করিয়াছেন। রাজা প্রতিদিন ভক্তিভাবে শক্তি-পূজা করিতেন।

সেকালের রাজার আর একালের রাজায় অনেক প্রভেদ। সেকালের রাজন্যবর্গ সমরকুশল ও অস্ত্রবিৎ ছিলেন। তাঁহারা আধুনিক রাজগণের ন্যায় সচিবহস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া বিলাসিতায় ও অকর্ম্মণ্য খেয়ালে কালাতিপাত করিতে পারিতেন না। সেকালের রাজগণকে বহিঃশত্রু নিবারণ করিতে হইত, রাজ্যের শান্তি রক্ষা করিতে হইত, প্রজাবিরোধের ন্যায়বিচার করিতে হইত। প্রজার শান্তি-সুখের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইত এবং দেশের কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতির উপর দৃষ্টি রাখিতে হইত। বর্ত্তমান সময়ের ভূম্যধিকারিগণের ন্যায়, কেবল রাজপূজা করিলেই চলিত না। রাজা উদয়নারায়ণ তেজস্বী, সত্যনিষ্ঠ, ধার্ম্মিক, রণকুশল নরপতি ছিলেন। তাঁহার আত্মাদর ও আত্মসম্মানজ্ঞান ছিল। তিনি দুর্ব্বলহস্তে অসি ধারণ করিতেন না।

আপুতরাপ রণভয়ে ভীত হইলেও তিনি উদয়নারায়ণকে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ মনে করিয়া রামদেবের উৎসাহে পিপীলিকার ন্যায় টিপিয়া মারিতে আসিয়াছিলেন। ফৌজদার বুঝিয়াছেন, উদয়নারায়ণ পিপীলিকা নহে। তিনি প্রবল পরাক্রম সিংহ। কয়েক দিনের খণ্ডযুদ্ধে উদয়নারায়ণের পরাক্রম দেখিয়া ফৌজদার ও রামদেবের হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে। উপস্থিত যুদ্ধেও ফৌজদার পক্ষের জয়ের আশা দুর্ব্বল।

ছলে-বলে কথাটা চিরকালই আছে। যাহারা বলে দুর্ব্বল, তাহারা ছলে প্রবল। শকুনি বলে দুর্ব্বল ছিল, ছলে সে অদ্বিতীয়। বিভীষণ হীনবল ছিল, ছলনায় সে লজ্জাহীন ও দেশদ্রোহী। নাম করিয়া আর কেন অশ্রুবর্ষণ করিব। গ্রীকবীর আলেকজেণ্ডারের আক্রমণ হইতে পলাসীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত কোথায় ছল নাই? ইতিহাস-পাঠক মনে মনে স্মরণ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করুন। ছলেই রত্নগর্ভা ভারতমাতার সর্ব্বনাশ। ছলেই ভারতসন্তানের অবনতি। মাতার কুসন্তান সুসন্তান দুই রূপই জন্মে। সুসন্তান জননীর মুখ উজ্জ্বল করে, কুসন্তান আপন গৃহ আপনি অনলসাৎ করে। এই কারণ বিক্রমাদিত্য, পুরু, পৃথ্বীরাজ,

শিবজি, রাণা প্রতাপ, রাণা সঙ্গ প্রভৃতির নামে ভক্তিমত্ত হই। তস্করশীল জয়চাঁদ প্রভৃতি দেশদ্রোহীর নামে ঘৃণায় ম্লান মুখ ও লজ্জায় অধোবদন হই। ছল প্রবল দুর্ব্বল সকল গৃহেই আছে। যে ছলে ভারত-সাম্রাজ্য গিয়াছে, সেই ছলেই ক্ষুদ্র নলডাঙ্গা রাজ্য যাইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? রাজসৈন্য যুদ্ধার্থে প্রস্তুত, রাজ-সেনাপতি অত্যুচ্চ মাতঙ্গপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হুঙ্কার ছাড়িতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে হস্তি-পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া শ্বেত বাস শ্বেত উষ্ণীষধারী ভট্ট দ্বয় শ্বেতশ্মশ্রু আলোড়ন পূর্ব্বক শ্বেত চামর দোলাইয়া সমরগীতি বীরগাথা গাহিয়া সৈনিকগণকে একাগ্রচিত্তে বীরগাথা শ্রবণ করাইয়া যুদ্ধার্থে বুক বাঁধিতেছিল। রাজা উদয়নারায়ণ এখনও যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন নাই। উপস্থিত রাজহস্তী যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইয়া সৈন্যকেন্দ্রে দণ্ডায়মান। সূর্য্যদেব উদয়গিরি-শিখরে আরোহণ করিলেন। বালসূর্য্যের কনক-কিরণে তরুলতাসকল কনক-বিভায় বিমণ্ডিত হইল। শরৎ-সূর্য্য প্রখর হইতে প্রখরতর হইলেন। রাজা উদয়নারায়ণ এখনও যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করেন নাই। সেনাপতি অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি ভট্টদ্বয়কে উচ্চরবে যুদ্ধগাথা গাহিবার আদেশ করিয়া দণ্ডায়মান সুশিক্ষিত হস্তী হইতে অধীরভাবে দন্ত ও শুণ্ড ধারণ পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে লম্ফ-প্রদানে অবতরণ করিলেন। তিনি ব্যগ্রভাবে কয়েকটি অমাত্যের সহিত রাজার পূজার শিবিরাভি-মুখে ধাবিত হইলেন। হরি! হরি! রাজ-পট্ট-নিবাস রুধিররাগে রঞ্জিত। সেনাপতি সভয়ে শশব্যস্তে রাজার পূজার শিবিরে প্রবেশ করিলেন। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! কি লোমহর্ষণ ব্যাপার! রাজবপু শিবিরদ্বারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পতিত রহিয়াছে। সুতীক্ষ্ণ দীর্ঘ ছুরিকা রাজ-হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ রহিয়াছে, শোণিত-রাগে শিবিরতল, শিবিরবসন রক্তরাগে রঞ্জিত রহিয়াছে। রাজ-পূজোপকরণ-সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। হোমাগ্নির জ্বলন্ত কাষ্ঠ-সকল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। একখানি জ্বলন্ত কাষ্ঠের আগুনে শিবিরের বসন অল্পে অল্পে পুড়িয়া অনল-শিখা উর্দ্ধগামী হইতেছে। হায়! হায়! এ সর্ব্বনাশ কে করিল? কে এই গুণোত্তম রাজার অপঘাত-মৃত্যু ঘটাইল। সেনাপতি ও অমাত্যগণ উচ্চরবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। যুদ্ধার্থ-সজ্জিত সৈনিকগণ সকলে আসিয়া রাজশিবির বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। রাজশিবিরে শোক-পারাবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ক্ষণপূর্ব্বে যে স্থানে যুদ্ধের উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ ছিল, সকল মুখে আনন্দ-তাড়িৎ খেলা করিয়া বেড়াইতে-ছিল, সেই স্থানে এখন সকল শোকস্রোত প্রবাহিত হইল ও সকল মুখ অশ্রুজলে প্লাবিত হইল। বিধাতার খেলা বুঝে কে? তিনি এই সুখ-দুঃখময় সংসার-রঙ্গমঞ্চে কত খেলাই খেলিতেছেন। মুহূর্ত্তে নব রসের অভিনয় করাইতেছেন। আমরা তাঁহার খেলায় কাঁদি, হাঁসি, ভয়ে শিহরিয়া উঠি, কিন্তু বিশ্ব-স্রষ্টার বিশ্বকার্য্য অণুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া কখনও তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি বর্ষণ করি ও কখনও তাঁহাকে সংস্র তিরস্কার করিয়া চিত্ত-ক্ষোভের লঘুতা সম্পাদন করি।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

সিংহাসনাধিরোহণ।

সংসারে সুখ-দুঃখের প্রবাহ সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। একের দুঃখে অন্যে সুখী, এই মানব-প্রকৃতির অসহনীয় দোষ। রাজা উদয়নারায়ণের শিবিরে শোকের হাহাকার; ফৌজদার আঁপুত-রাপের শিবিরে উল্লাসের জয় জয় নাদ। ফৌজদারের উল্লাস যুদ্ধক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকিল না, সে উল্লাস-প্রবাহ রণাঙ্গন হইতে নলডাঙ্গার রাজধানীতে প্রসারিত হইল। কুমার রামদেব নলডাঙ্গার রাজতক্তে ফৌজ-দার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ফৌজদার রাজকোষে সঞ্চিত দেড় লক্ষ মুদ্রা ও বহুমূল্য রত্নালঙ্কার যাহা ছিল, সকলই গ্রহণ করিলেন। তিনি কয়েক শত সৈন্য নলডাঙ্গা রাজ্যের শান্তিস্থাপন ও রামদেবকে রাজপদে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাখিয়া সসৈন্যে ভূষণায় যাত্রা করিলেন।

রামদেব ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত মুহ্যমান হইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিলেন না। রাজা উদয়নারায়ণের শোকাতুরা রাজ-মহিষীও দেবরের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রামদেবের শোকবিহ্বল অবস্থা সন্দর্শন করিয়া সচিব হইতে সৈনিক পর্য্যন্ত রামদেবের বাধ্য হইলেন। রামদেব দাদা বলিয়া কত অশ্রুবর্ষণ করিলেন। তাঁহার বিলাপ লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ অপেক্ষা, ঘটোৎকচের ও অভিমন্যুর মৃত্যুতে পাণ্ডবগণের বিলাপ অপেক্ষা, শ্রীকৃষ্ণের অপ-ঘাত মৃত্যুতে বলদেবের বিলাপ অপেক্ষা শতগুণ-অধিক। আমার পাঠক-পাঠিকাগণকে ভ্রাতৃশোকে

বিহ্বল রামদেবের রোদনে আমার কাঁদাইবার শক্তি থাকিলে আমি নিশ্চয়ই সে বিলাপ বর্ণন করিতাম।

রাজা উদয়নারায়ণের মৃত্যুসম্বন্ধে নানা কথা প্রচারিত হইল। কেহ জানিল, উদয়নারায়ণ যুদ্ধে হত হইয়াছেন। কেহ জানিল, রাজা লক্ষ্য-ভ্রষ্ট স্বর-বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কেহ জানিল, তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হইবেন এই আশঙ্কায় আত্মঘাতী হইয়াছেন। অতি অল্প লোকে জানিল, তাঁহার গুপ্তহত্যা হইয়াছে। রাজমহিষী ও রাজভ্রাতৃগণও জানিলেন রাজা ভয়ে আত্মহত্যা করিয়াছেন।

রামদেব ফৌজদারের সঙ্গে রণাঙ্গনে আসিয়াছিলেন এ কথা পূর্ব্বেই প্রকাশ হইয়াছিল। সুতরাং এ কথা গোপন করিবার আর উপায় ছিল না। নলডাঙ্গা-রাজ্যে প্রকাশ হইল যে, রাজা শচীপতি রামদেবের বন্ধু। ফৌজদার নলডাঙ্গার-রাজ্য আক্রমণার্থ প্রস্তুত হইতেছিলেন। এই আয়োজন জন্যই মগ-দমনের ভার রাজা শচীপতির স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছিলেন। শচীপতির মগ-জয়-বার্ত্তা বহন করিবার জন্য রামদেব দূতরূপে ভূষণায় প্রেরিত হন। ফৌজদার নলডাঙ্গা রাজ্যাভিমুখে আগমন করিতেছেন অবলোকনে রামদেব ফৌজদারের সঙ্গে এ রাজ্যে আসিয়াছিলেন। রামদেবের সদিচ্ছা যুদ্ধনিবারণ ও সন্ধি-স্থাপন। ফৌজদার উপায়ন ফেরৎ দিবার পর রাজা একদিন ফৌজদারের শিবিরে গমন করিলেই সন্ধি হইয়া যাইত। রামদেব ফৌজদারকে সন্ধি করিবার জন্য সম্মত করিয়াছিলেন। খণ্ডযুদ্ধের পর বড় যুদ্ধের আয়োজন হইলেও বড় যুদ্ধ আর হইত না। স্বয়ং রামদেব সন্ধি করিয়া দিয়া রুষ্ট ভ্রাতার অনুগ্রহ লাভ করিতেন। ফৌজদার যুদ্ধ-ব্যয় ও কিছু রাজস্ব পাইলেই সন্ধি করিতেন। বাকী রাজস্ব পরবর্ত্তী দুই বৎসরে দিলেই চলিত। রামদেব ফৌজদারের দুষ্ট জন সৈনিক রাজশিবিরে আসিবার পথে উদয়নারায়ণ যে আত্মঘাতী হইয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। এই কথা প্রকাশ হওয়ায় নলডাঙ্গা-রাজ্যে আর রামদেবের শত্রু রহিল না, ও কেহ রামদেবের প্রতি ঘৃণাচক্ষে দৃষ্টি করিল না।

গোল বাধিল মৃত রাজার মহিষীকে লইয়া। রাণী অনুমৃতা হইবার জন্য সজ্জিত হইলেন। রামদেব ভ্রাতৃজায়ার পদধারণপূর্ব্বক মানবজীবনের কর্ত্তব্য বুঝাইতে প্রয়াস পাইলেন। তিনি অনেক সার-গর্ভ উপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন, "স্বার্থপর ললনাগণই সহমৃতা হইয়া থাকেন। স্বামিসুখে সুখিনী কেবল বামাকুলই এই কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। কেবল পতিসুখ লাভ করাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নহে।"

মানব-মানবীগণ অশেষ কর্ত্তব্যের গুরুভার লইয়া দুর্লভ মানবজীবন লাভ করিয়া থাকে। অনুমৃতা হইলে সে সকল কর্ত্তব্য পালন করা হয় না। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-সম্পন্না কামিনীগণ আত্মহত্যা করেন না। কর্ত্তব্যপালনে অশক্তা মাত্রী অনুমৃতা হয়েন। কিন্তু কর্ত্তব্যকুশলা কুন্তী পঞ্চপাণ্ডবকে লালন-পালন করিয়া অশেষ বিপদ-তরঙ্গমালা অতিক্রম করতঃ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া পাণ্ডবদিগকে রাজচক্রবর্ত্তীর আসনে সমাসীন করিয়াছিলেন। বৈধব্য ক্লেশকর বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যের গুরুভার স্মরণ করিলে সে ক্লেশ অপসারিত হইয়া যায়। জীবের কল্যাণ সাধন করা, বিপন্নের উপকার করা, দীনের দুঃখমোচন করা, আর্ত্তের আর্ত্তনাদ দূর করা, স্বদেশ স্বজাতির কল্যাণ সাধন করা প্রভৃতি মানব-জীবনের অশেষ কর্ত্তব্য। অপূর্ণ-বয়স্কা রাণীর কোন কর্ত্তব্যই পালন করা হয় নাই। রাণীর পতি নাই বটে, দেবর আছেন। রাণীর পুত্র-কন্যা নাই বটে, কিন্তু বৃদ্ধ জনক-জননী আছেন। রাণীর রাজা নাই বটে, কিন্তু বিপৎসঙ্কুল বিদ্রোহপূর্ণ রাজ্য আছে। দেবরগণকে সুপরামর্শ ও আশ্বাস দিয়া শোকাতুর পিতামাতাকে শুশ্রূষা করিয়া ও প্রজার সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া রাণী অনেক কর্ত্তব্যভার লঘু করিতে পারেন। রামদেব এইরূপে কত কথা বলিয়া রাণীকে বুঝাইলেন। সহমৃতা হওয়াও আত্মহত্যা। আত্মহত্যাও মহাপাপ। রাণী নিরস্ত হইলেন। রাজা উদয়নারায়ণের শব সৎকার করা হইল।

রাজা রামদেব সকলের প্রতি অতি সুব্যবহার করিতে লাগিলেন। তিনি সুব্যবহারে ভ্রাতৃগণকে বাধ্য করিলেন। তিনি মিষ্টবাক্যে কর্ম্মচারী ও প্রজাগণকে সন্তুষ্ট করিলেন। চারিদিক হইতে বৎসর ভাল হওয়ায় রাশি রাশি রাজকর আসিতে লাগিল। রাজা রামদেব অশৌচান্তে মহা সমারোহে মৃত রাজার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। তিনি এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণগণকে অকাতরে ব্রহ্মোত্তর দান করিলেন। রাজ্য মধ্যে রাজার ধন্য ধন্য নাম পড়িয়া গেল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

বন্ধু দর্শনে।

মগগণ রাজা শচীপতির সহিত যুদ্ধে বড় বিধ্বস্ত হইয়াছে। বহু মগ-তরী জলমগ্ন হইয়াছে। বহু মগ যুদ্ধে হত হইয়াছে। সিদ্ধার্থ অবশিষ্ট মগ সহ বন্দী হইয়াছিলেন। তিনি শাক্যমুনির নামে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আর নিরীহ প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবেন না এবং কোন পল্লী বা জনপদ আক্রমণ করিবেন না। সহৃদয় শচীপতি মগনায়ক সিদ্ধার্থকে মুক্তি দিয়াছেন। তিনি সদলে গৃহে যাত্রা করিয়াছেন। ভূষণার ফৌজদার আঁপুতরূপ শচীপতির শৌর্য্যে-বীর্য্যে পরম পুলকিত হইয়াছেন। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া শচীপতিকে মজুমদার ও বীর-বাহাদুর উপাধি দিয়াছেন। ফৌজদার-প্রদত্ত মজুমদার উপাধির খেলাত ও বীর-বাহাদুর উপাধির অসিচর্ম্ম শচীপতির কালনার শিবিরে আসিয়াছে। রাজা কৃতজ্ঞতা জানাইয়া রমানাথ ন্যায়পঞ্চাননকে ভূষণায় পাঠাইয়াছিলেন। রমানাথও কালনায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। শচীপতি সত্বর দেশে যাত্রা করিবেন।

নলডাঙ্গা রাজধানী হইতে শচীপতির শিবির পর্য্যন্ত ঘোড়ার ডাক বসান আছে। প্রতিদিন শচীপতির সংবাদ রামদেব ও রামদেবের সংবাদ শচীপতি পাইতেছেন। রামদেব রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই এই ঘোড়ার ডাক বসান হইয়াছে। রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন, ভজন ও ঝণ্টু যে রামদেবকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, সে ঘৃণা শচীপতি কিছুতেই দূর করিতে পারিলেন না। রামদেবের ফৌজদারের সহিত উদয়নারায়ণের সন্ধি করিবার সদিচ্ছা, উদয়নারায়ণের আত্মহত্যা, রামদেবের ভ্রাতৃশোকে মুহ্যমান অবস্থা, রাণীর সহমৃতা হইবার চেষ্টা, রাজ্যে শান্তিস্থাপন, মৃতরাজার সমারোহে শ্রাদ্ধ, রামদেবের ভ্রাতৃগণের সহিত সদ্ভাব ইত্যাদি সকল সংবাদ শচীপতি পাইয়াছেন। শচীপতি রামদেবকে সাধু সত্যবাদী ও সদাশয় বলিয়াই বিশ্বাস করেন। রমানাথ, ভজন ও ঝণ্টুর বিশ্বাস তদ্‌বিপরীত। রামদেব শচীপতিকে নলডাঙ্গা রাজধানীতে যাইবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতেছেন। শচী এ প্রস্তাবে সম্মত আছেন। রমানাথ, ভজন, ও ঝণ্টুর নলডাঙ্গা যাওয়া হইবে না স্থির হইয়াছে।

কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে কালনা লোহাগড়া ও নলদীর শিবির ভঙ্গ করা হইল। রমানাথ, ভজন ও ঝণ্টু এক পথে দেশে যাত্রা করিলেন। শচীপতি অবশিষ্ট সৈন্য সহ নলডাঙ্গার পথে দেশে যাইবেন স্থির হইল। শচীপতি নলডাঙ্গার নিকটস্থ প্রাঙ্গণে উপস্থিত। রাজা রামদেব অমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া পরমানন্দে মহাসমারোহে প্রত্যুদ্গমন করিয়া বন্ধুকে রাজধানীতে লইয়া আসিলেন। রাজধানীর তোরণ পতাকা ও পুষ্পমালায় সজ্জিত। বহু তোপধ্বনি হইল। বহু নহবদ্ বাজিল। বহু নর্ত্তকী ও গায়কদল নৃত্য-গীত করিল। রাজবাড়ী "ভুজ্যতাং দীয়তাং" শব্দে কয়েক দিন পূর্ণ রহিল। শচীপতি রাজ-অন্তঃপুরেও রাণীগণ কর্ত্তৃক আদৃতা হইলেন। রাণীগণ শচীপতিকে দেবর ভাবে সম্বোধন করিলেন। তাঁহারা দেবরাঙ্গার নবোঢ়া সৌন্দর্য্যময়ী রাণীকে দেখাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। শচীপতি সে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

মিত্রতা বা বন্ধুত্ব সুখের খনি। মিত্রের পদ সকল স্বজনের উচ্চ পদ। শৈশবকালে মাতার চেয়ে দুর্ল্লভ বস্তু আর নাই, যৌবনে সতী সহধর্ম্মিণীর ন্যায় মনোরঞ্জন বস্তু জগতে দুর্ল্লভ, প্রৌঢ়কালে ঐশ্বর্য্য ও কর্ত্তব্য লোকের প্রিয় বস্তু হইয়া উঠে এবং বার্দ্ধক্যে সন্তান-সন্ততি অতি প্রিয় বস্তু হইয়া থাকে; কিন্তু বন্ধু বা মিত্র এ সকল কালেরই সমান আদরের ধন। এ ফুল ঋতু-ফুল নহে, এ সর্ব্ব ঋতুর ফুল। এ ফুলের গন্ধ কখনও নষ্ট হয় না। এ ফুল প্রাতঃকালে বিকশিত হয় না এবং মধ্যাহ্নকালে শুকাইয়া যায় না। এ অম্লান কুসুম সকল সময়ে সমান। যে কথা মাতা, বনিতা, ভ্রাতা, তনয়, দুহিতাকে বলিতে সঙ্কুচিত হইতে হয়, সে কথা আমরা অকৃত্রিম বন্ধুর নিকট অকপটে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। অকৃত্রিম বন্ধু সংসারে অতি বিরল। রামদেবের গৃহে বন্ধু শচীপতির অভ্যর্থনা হইয়া গেল। পান-ভোজনের মহাধুম হইল। ঘোর আড়ম্বরে উপাদেয় দ্রব্য সামগ্রী সংগৃহীত হইল।

রামদেব বন্ধুকে বিদায় দিতে সম্মত হইতেছেন না। শ্বশুরের সম্পত্তি ও নিজের সম্পত্তি নূতন সম্পত্তি, দস্যুভয়ও দেশে অল্প দিন হইল প্রশমিত হইয়াছে, দস্যুভয় প্রশমিত হইলেও তদপেক্ষা ভীষণতর শত্রু বর্গী দেশে দেখা দিয়াছে, ইত্যাদি সত্য আপত্তি উত্থাপনপূর্ব্বক শচীপতি স্বদেশে যাইবার অনুমতি চাহিতেছেন। বন্ধুর অনিচ্ছায় বন্ধুকে গৃহে রাখা অন্যায় বোধে রামদেব বন্ধুকে বিদায় দিতে সম্মত হইয়াছেন; নলডাঙ্গা-রাজ্যের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই শচীপতিকে নলডাঙ্গা-রাজ্যে অবস্থিতি করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। ভূষণার ফৌজদারেরও

ইচ্ছা শচীপতি নিম্ন বঙ্গের এক জন জমীদার হয়েন।

এই সময়ে নিম্ন বঙ্গে পৌর্ত্তুগীজ জলদস্যু ও মগগণের ভীষণ ভয়। বলেশ্বর, মধুমতি, চিত্রা, ভৈরব, নবগঙ্গা, প্রভৃতি নদীতীরবর্ত্তী প্রজাগণের কিছুমাত্র শান্তি-সুখ নাই। দিনে কোন ভয় নাই, নদীতে কোন শত্রু-তরী নাই। রজনী-মধ্যে দূর দূরান্তর হইতে মগ বা পর্ত্তুগীজ গ্রামে আসিয়া গ্রাম লুণ্ঠন করিতেছে, গৃহ সকল অগ্নিসাৎ ও নরনারী অপহরণ করিতেছে। রাজা রামদেব, রাজপুর-ললনাগণ ও রাজ-অমাত্যগণ সকলেই শচীপতিকে এ দেশে অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিতেছেন। শচীপতি বীর ও সাহসী যোদ্ধা। তিনি পরদুঃখ-কাতর ও কষ্টসহিষ্ণু। শচীপতির ব্রত পরের কল্যাণ-সাধন। নিম্ন বঙ্গের প্রজাপুঞ্জ বিপন্ন।" শচীপতি রাঢ়দেশ যেরূপ শান্তিময় করিয়াছেন, এ দেশে শান্তিস্থাপনও তাঁহার ব্রতের অঙ্গ।

রামদেব সানুনয়ে কাতরকণ্ঠে শচীপতিকে জানাই-লেন, ফৌজদার গৃহের রাজকোষের সঞ্চিত সকল অর্থই লইয়াছেন, এখনও নবাবের প্রাপ্য রাজস্ব বাকী আছে। যে কিছু কর আশ্বিন কার্ত্তিকে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে মৃত রাজার শ্রাদ্ধের ব্যয়-সঙ্কুলান হয় নাই। তিনি যুদ্ধের ব্যয় নগদ টাকায় দিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তিনি নলডাঙ্গা রাজ্যের পূর্ব্বার্দ্ধ শচীপতিকে দিলেন। তিনি এখন হইতে এই রাজ্যে অবস্থিতি করুন। আর রাঢ়দেশের জমীদারীর সুবন্দোবস্ত করিয়া সত্বর সপরিবারে এ দেশে আসুন তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই।

সরলচিত্ত পরহিতব্রত শচীপতি রামদেবের কথা সম্পূর্ণ প্রত্যয় করিলেন। তিনি এ দেশের নরনারীর কথা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন। নলডাঙ্গা রাজ্যের কতকাংশ লইয়া তিনি এ দেশে অবস্থিতি করিবেন অঙ্গীকার করিলেন। বিদায়ের শুভ মুহূর্ত্ত আসিল। সাশ্রুলোচনা রাজপুর-ললনাগণ রাজ-প্রাসাদের ছাদ হইতে লাল ও শ্বেত পুষ্প বর্ষণ করিয়া, রামদেব সাশ্রুলোচনে বন্ধুকে আলিঙ্গন করিয়া, শচীপতিকে বিদায় দিলেন। শচীপতি রামদেবের পদরজ গ্রহণে বাষ্পগদগদ্‌কণ্ঠে বিদায় লইলেন। বীরভূমের শচী-পতির রাজ্য হইতে নলডাঙ্গা রাজ্য পর্য্যন্ত ঘোড়ার ডাক রামদেবের অনুরোধে বসান থাকিল। বহুদিন গৃহত্যাগী শচীপতির সৈন্যগণ দ্রুতবেগে গৃহাভিমুখে ছুটিল। তাহারা পথিমধ্যে শিবির স্থাপনের অপেক্ষা করিল না। একে শরৎকাল, বাদল বৃষ্টি নাই, দ্বিতীয়তঃ শচীপতির ডোম বাগ্‌দী ও সাঁওতাল জাতীয় সৈন্যগণ বৃক্ষমূলে রজনীযাপনে অভ্যস্ত ছিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

ঝণ্টু-গৃহে।

"আরে গদার মা, আরে রাম মাঝির বোহিন, আরে তাজু বাজু তোয়া কইতে পারিছ, আমার কুলছুম কোথায় গেল রে"—ঝণ্টু গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কুলছুমকে অনুপস্থিত দর্শনে প্রতিবাসিগণকে ডাকিয়া এই প্রশ্ন করিল। প্রতিবাসী বাজু তদুত্তরে জিজ্ঞাসা করিল, "আরে ভাইয়া ঝণ্টু! পুরব রাজ্যি হইতে তুই কবে ঘরে আইলি রে, কবে ঘরে আইলি। কটা লড়াই ফতে করিলি রে, কটা লড়াই ফতে করিলি। কুলছুম আজ তিন দিন তিন রাত ঘরে নাই। কুণ্ডলা গ্রামে রায় বাড়ীতে একটা বামুনের ছেলে কেটেছে। কুলছুম দাওয়াই পত্র দিতে গ্যাছে।

ঝণ্টু। অনেক লড়াই হয়ে গ্যাছে রে ভাই, অনেক লড়াই হয়ে গ্যাছে। আমি পরে কইব রে ভাই, পরে কইব। সারাদিন কিছু খানা পিনা করি নাই।

তাজু। আরে ভাইয়া ভাইযের দুধের দহি, হরিণের মাংস আর গরম গরম ভাত খাইবি।

ঝণ্টু। হাঁ খাইব।

ঝণ্টু তাজু বাজুর সহিত আহার করিতে গমন করিল। ইতোমধ্যে পরহিত-ব্রত কুসুম গৃহে আসিল। সে দ্বার খুলিল ও দীপ জ্বালিল। কুসুমও তিন দিন তিন রাত অন্নজল স্পর্শ করে নাই। সেই সর্পদষ্ট ব্রাহ্মণের জীবন দান করিয়া আসিয়াছে। রাঢ় অঞ্চলের ডোম বাগ্‌দী সাঁওতাল জাতীয় নরনারীগণ সর্প-দংশনের অনেক অব্যর্থ মহৌষধ জানিত। তাহারা সর্পদষ্ট ব্যক্তির কথা শুনি-লেই ঔষধ দান করিত। তাহারা সুচিকিৎসার জন্য পুরস্কার বা অর্থ লইত না। এমন কি, সর্পদষ্ট ব্যক্তির গ্রামেও অন্নজল স্পর্শ করিত না। তিন দিন অভুক্ত কুসুম স্নান করিয়া আসিল। স্নানান্তে হবিষ্যান্ন পাক করিবার জন্য উঠাইয়া দিল এবং সে পূজা আহ্নিকে বসিল।

কুসুম পূজা আহ্নিক সারিয়া কালী কালী বলিয়া যেই চক্ষু মেলিয়া বসিল, তাহার সম্মুখে তাহার পরম দেবতা ঝণ্টুকে দেখিতে পাইল। সে ঝণ্টুর পদে

লুণ্ঠিত হইল। সে রাজা শচীপতি ও ন্যায়পঞ্চাননের কুশল প্রশ্ন অগ্রে করিল। রাজাকে ফেলিয়া সে ঝণ্টুর উপর আরক্তলোচন ঘুরাইয়া তাহাকে তিরস্কার করিতেও ত্রুটি করিল না। সে ন্যায়পঞ্চাননকেও গালি দিল। "সে বলিল, ঐ বিটলে পণ্ডিত ইন্দ্রাবতীর জন্ত পাগল হয়ে, আর তুই মিনষে এই পোড়ারমুখীর কথা মনে ক'রে আমাদের সেই গুণী রাজাকে ফেলে ঘরে ছুটেছিস্। বল দেখি, কাল রাণীকে কেমন ক'রে মুখ দেখাব ?"

ঝণ্টু লজ্জিত হইল। কুসুম কোমল প্রাণে ব্যথা পাইয়া সত্য সত্যই কয়েক ফোঁটা অশ্রুপাত করিল। উভয়েই নির্ব্বাক্ হইয়া কিছু কাল বসিয়া থাকিল। পরে কুসুম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আজ আমার হরিষে বিষাদ।"

কাতর কণ্ঠে "হু" করিয়া পথশ্রান্ত ঝণ্টু চৌপায়ায় একেবারে সটান হইয়া শুইয়া পড়িল। বসন্তের সকল ঊষাই কি মেঘশূন্ত হইয়া থাকে ? শরতের সকল পূর্ণিমার নিশিই কি দুর্যোগবিহীন হয় ? সকল সুন্দর পুষ্পই কি কীটদংশন হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে ?

রাজা শচীপতিও ত এক সপ্তাহমধ্যে গৃহে আসিবে। এই সকল চিন্তা করিয়া ঝণ্টু ও কুসুমের মনের বেদনা একটু কমিল। কুসুম আহার সমাপন করিয়া আসিয়া বলিল, "চৌদ্দ পোয়া মানুষটা একেবারে যে পাঁচ হাত হয়ে শুয়ে পড়েছে ?"

ঝণ্টু। তোমার লজ্জার চাপে আমি লম্বা হয়ে পড়েছি।

বহুদিন পরে প্রকৃত প্রণয়িযুগলের মিলন। এ মিলন অঙ্গহীন, তাই উভয়ের মনে মধ্যে মধ্যে ক্লেশ-কণ্টক বিদ্ধ হইতেছে। মিলন কণ্টকিত হইলেও সন্তোষবিহীন নহে। উভয়ে উভয়কে দেখিয়া সন্তুষ্ট। উভয়ের মনে সন্তোষ-পারাবার উচ্ছ্বসিত। কুমারিকায় রামেশ্বর সেতুবন্ধ আছে, তাই কি তত্রত্য সমুদ্রে জোয়ারের উচ্ছ্বাস নাই ? গুজরাট প্রদেশ ও ইটালি দেশ আরব ও ভূমধ্যসাগরের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছে, তাই কি আরব ও ভূমধ্যসাগরে জোয়ারের প্রভাব নাই ? মুক্তকেশা কুসুম ঝণ্টুর পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে, মাথার কেশ টোয়াইতে টোয়াইতে ধীরে ধীরে কথা আরম্ভ করিল। ঝণ্টু লজ্জিতভাবে ধীরে ধীরে উত্তর দিতে লাগিল, ক্রমে আনন্দ-পয়োধি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রকৃত প্রণয়িযুগলের মিলন কি আনন্দ-পারাবার ? স্তিমিত প্রদীপ যেন কুটীর আলোকিত করিয়া জ্বলিতে লাগিল। কুটীর যেন পুলকে হাসিতে লাগিল। শরতের অনিল সানন্দে কুসুমের পুষ্পোদ্যান হইতে সুবাস আনিয়া ডালি দিতে লাগিল। ম্লানভাবে কুসুমও একটু হাসিল। যেমন শরৎকালে ঝণ্টু-কুসুমের মিলন হইল, মিলনটাও সেইরূপ সুখ-দুঃখময় হইল। শরতে যেমন এই উজ্জ্বল রবিকর-মুহূর্ত্তেই ঝঞ্ঝা-বায়ুর সহিত মেঘগর্জ্জন ও বারিপাত, এই তারকাবেষ্টিত উজ্জ্বল শশাঙ্ক, এই বিদ্যুৎস্ফুরিত ঘনঘটায় গগনতল সমাচ্ছন্ন, এই অপরাহ্ণের অস্ত-গমনোন্মুখ রক্তরাগ-রঞ্জিত তপনকিরণ, এই জলদ-পটলের ভীষণ জীমূত-গর্জ্জন, দম্পতির মিলনটা অনেকাংশে এইরূপ হইল। সন্তোষ দুঃখ-জড়িত হইল।

ঝণ্টু-কুসুম প্রভুভক্ত, তাই তাহারা এই সুখের দিনেও অসুখী। ধন্ত ঝণ্টু-কুসুমের প্রভুভক্তি ! সংসারে প্রভু, ভৃত্য, রাজা, প্রজা, অনেক আছে। কয় জন প্রভু, কয় জন রাজা প্রজা বা ভৃত্যের দুঃখে দুঃখিত ? পক্ষান্তরে, কয় জন প্রজা, কয় জন ভৃত্য, রাজা বা প্রভুর দুঃখে দুঃখিত ? যে গৃহে প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে সহানুভূতি আছে, প্রজা-মনিবের মধ্যে সমদুঃখ-কাতরতা আছে, সেই গৃহ পবিত্র, সুখময় এবং সেই দেশ শক্তিপূর্ণ শান্তিময়। সেই গৃহস্বামীর অভাব থাকিলেও অভাব নাই। সেই রাজা দীন হইলেও পরম ধনী। ধন্ত ক্ষুদ্র রাজা শচীপতি ! ধন্ত ক্ষুদ্র প্রজা ঝণ্টু কুসুম !

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দুঃস্বপ্ন-দর্শন।

ভজন ও ঝণ্টু শচীপতির গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। তাহাদিগের প্রত্যেকের সহিত এক এক সহস্র সৈন্ত আছে। ইহার কোন সৈন্ত রাজার বিনা অনুমতিতে স্বগৃহে যাইতেছে না। শচীপতি বিদেশ-গমনকালে তাঁহার বাটীতে শত প্রহরী রাখিয়া গিয়াছেন। বিপদ উপস্থিত হইলে নাগরাধ্বনিতে ও বিপদবংশী-বাদনে দুই সহস্র সৈন্ত সমবেত হইতে পারে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, শচীপতির দেওয়ান বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও প্রভুভক্ত। তিনি সমাদরে ভজন ও ঝণ্টুকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তাহারা রাজধানীতে যথেচ্ছ পানভোজন করিতেছে, আমোদ-উৎসব করিতেছে, কিন্তু রাজা গৃহে প্রত্যাগত না হইলে জয়োল্লাস পূর্ণমাত্রায় হইবে না। সকলেই ব্যগ্রচিত্তে রাজ-আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে।

চন্দ্রমুখী ও কুসুম সলজ্জভাবে ও ম্লানমুখে রাণীর নিকট আসিতেছেন, কিন্তু রাণী ভুবনেশ্বরী রমানাথ ও ঝণ্টুর দেশে আগমনে পরম সুখী হইয়াছেন। রাণী প্রফুল্লমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখী, কুসুম, ন্যায়পঞ্চানন আর ঝণ্টু তোমাদের জন্য এনেছেন কি?" চন্দ্র ও কুসুম সমস্বরে উত্তর করিল. "এনেছে পোড়া মুখ।"

রাণী। মুখ পুড়িল কিসে?

চ ও কু। লজ্জায়।

রাণী। আচ্ছা, ন্যায়পঞ্চানন আর ঝণ্টু রাজা রামদেবের রাজধানীতে গেলেন না কেন?

চ। তাও কি শুনতে চাও, সখী? ন্যায়-পঞ্চানন আর ঝণ্টু একপ্রকৃতির লোক। ইঁহারা গুণের গোলাম, দোষের পরম শত্রু। ইঁহারা কেহ রামদেবকে ভাল চোখে দেখেন না। এক দিন না কি রামদেব আর ন্যায়পঞ্চাননে ঝগড়া বাধবার উপক্রম হয়েছিল। ভঁজন, ঝন্টু পঞ্চাননের পক্ষে ছিল।

রাণী। বিশেষ ক'রে না জেনে শুনে কাহাকেও মন্দ লোক মনে করতে নাই। রামদেব ব্রাহ্মণ রাজ-কুমার, তিনি সুশিক্ষিত এবং সুসভ্য সমাজের লোক, তাঁহার প্রতি সহসা দোষারোপ করা যায় না।

কু। যাউক। সে সব কথায় কাজ নাই। আমি যা বলতে এসেছি, তা শুন। তোমরা বল, ডান হাত নাচা ও ডান চোখ নাচা অমঙ্গলের কথা। আজ তিন দিন আমার ডান চোখ ও ডান হাত নাচ্ছে। আজ প্রভাতে যে স্বপ্ন দেখেছি, তাতে আর আমার মনের শান্তি নাই। প্রভাতে স্বপন দেখলাম, "দক্ষিণ দিক হ'তে এক উচ্চ আগুন-শিখা রাজধানীর দিকে আসছে, যে দিক্ দিয়ে সে আগুন-শিখা আসছে, সে দিক দিয়ে সব পুড়ে ছাই হচ্ছে। সেই আগুন রাজবাড়ী ধরধর করল। আমার সর্দার সেই আগুনে লাফ দিয়ে ছটফট্ ক'রে পুড়ে ম'ল।" এই স্বপ্ন দেখ্‌তে দেখতে দু'টো কাক আমার ঘরের মটকায় ব'সে বিকট রবে ডাকতে লাগলো। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

চন্দ্রমুখী বলিলেন, "আমিও আজ উপর্য্যুপরি তিন রাত দুঃস্বপ্ন দেখছি। প্রথম রাত্রে দেখলাম, নির্ম্মল আকাশ। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। অকস্মাৎ আকাশ অন্ধকার হ'ল। শত শত উল্কা পড়তে লাগল। দ্বিতীয় রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, আকাশে কাল মেঘ। মেঘে বিদ্যুৎখেলা ও বজ্রের ধ্বনি নাই। কেবল বিষম ঝড় উঠল। ঝড়ে কত গাছপালা ভেঙ্গে ফেল্‌ল। গত রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, দক্ষিণ কি পশ্চিম দিক হ'তে ঘূর্ণিবায়ু উঠে এল। গ্রাম, নগর, বন ভেঙ্গে ফেল্‌ল। আমাদের বাড়ী-ঘরও যায় যায় হ'ল।"

রা। তোমরা স্বপ্ন দেখছ বটে, আমি স্বপ্ন দেখি নাই। আমি নানা অমঙ্গলের চিহ্ন দেখেছি। বহু কাক ঊর্দ্ধমুখো হয়ে ডাকছে। দলে দলে শকুন উড়ছে। পেচকগণ বিকট রব করছে। আমার বোধ হচ্ছে, যেন ভূমিকম্পে সব নাচছে।

নারীমহলে যেরূপ কুস্বপ্ন ও কুলক্ষণের কথা বলা হইল, পুরুষমহলেও তেমনি শচীপতির দেওয়ান পঞ্চানন, ভজন ও ঝণ্টু প্রভৃতি কুস্বপ্ন ও কুলক্ষণের কথা উঠাইলেন। অধুনা সুসভ্য দিনে কুস্বপ্ন ও কু-লক্ষণকে আমরা বড় আমল দেই না। সেই অসভ্যতার দিনে সে সকলের প্রাধান্য ছিল। মুখে আমরা আস্তিক নাস্তিক সুসভ্য অসভ্য কতই হই। কার্য্যতঃ নির্ভয় হৃদয় কাহারও নয়। এখন সন্দেহের সহিত ভয় করি, পূর্ব্বের লোকে নিঃসন্দেহে ভয় করিতেন। শাস্ত্রে কুস্বপ্ন ও কুলক্ষণের প্রতীকার করিবার বিধান আছে। দেওয়ান, পঞ্চানন, ভজন, ঝণ্টু প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় রহিলেন না।

নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের প্রজা সৈনিকগণকে সংবাদ দেওয়া হইল। গ্রাম হইতে হাজার সৈনিক সংগ্রহ করা হইল। আর এক সহস্র সৈনিককে সজ্জিত ও সতর্ক থাকিতে বলা হইল। ভজন ও ঝণ্টুর সহিত আগত দুই সহস্র সৈন্য রাজবাটী রক্ষা করিতে লাগিল। অশ্বসকল সজ্জিত থাকিল। আয়ুধ সকল প্রস্তুত করিয়া রাখা হইল। রজনী এক প্রহর অন্তে দেওয়ান, ভজন, ন্যায়পঞ্চানন, ঝণ্টু রাজ-প্রাসাদের উচ্চ ছাদে আরোহণ করিলেন। দেওয়ান উত্তর দিকে, ভজন পশ্চিম দিকে ও ঝণ্টু দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া বসিলেন। তাঁহারা একবার বসিয়া, একবার দাঁড়াইয়া, ঐ সকল দিক হইতে কোন শত্রু আসে কি না, দেখিতে লাগিলেন।

বিপদ, তুমি চোর না দস্যু? তুমি চুপে চুপে আসিয়া হঠাৎ নরশিরে আপতিত হও, না সংবাদ দিয়া সদল-বলে আসিয়া মানবকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ কর? বিপদ, তুমি যাই হও, মানব-মন সর্ব্বজ্ঞ। মানব-মন বিপদ-সম্পদ অগ্রেই বুঝিতে পারে। মন ঐশিক বস্তু, ইহাতে ঐশিক গুণ কিছু কিছু আছে।

সম্পদ বা কোন কল্যাণ বা হিত অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে মন যেন আপনা আপনি প্রফুল্ল হয়। চারিদিকে সুলক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়। বিপদের পূর্ব্বে মন আপনা আপনি ভীত, দুঃখিত ও ব্যস্ত হয় এবং কুলক্ষণ

সকল চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হয়। পাঠক! আমার এ কথা যদি অবিশ্বাস করেন, তবে আপনার গতজীবন স্মরণ করুন। গত-জীবনে যদি কিছু মনে করিতে না পারেন, এখন হইতে এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করুন। কথা আছে, অনেক সাধু-সন্ন্যাসী ত্রিকালজ্ঞ। আমরা এ কথা সহসা বিশ্বাস করি না। মানব-শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইলে মানব ত্রিকালজ্ঞ কেন, সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সম্মুখ-যুদ্ধে।

রাজবাড়ীর ঘড়ীতে দ্বিপ্রহর বাজিল। অষ্টমীর চন্দ্র অস্তমিত হইলেন। পেচক শীকার অন্বেষণে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। বাদুড় পক্ষসঞ্চালনপূর্ব্বক চিঁ চিঁ করিয়া ডাকিয়া আহার সন্ধানে ছুটিতে লাগিল। পতঙ্গরূপী উড্ডয়নশীল চর্ম্মচটিকা উড়িয়া উড়িয়া ক্ষুদ্রতর জীব চননে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে লাগিল। এই সময়ে হঠাৎ ঝণ্টু ব্যস্ততার সহিত বলিল, "দেওয়ানজী! ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় ও ভজন সর্দ্দার! সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ঐ যে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বহু দূরে বর্গী দেখা দিয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্বে বহু সৈন্য মশাল জ্বালিয়া এ দিকে আসছে। আর বিলম্ব সহে না। ঐ মাঠের মধ্যেই উহাদিগকে আক্রমণ করতে হবে।"

সবিস্ময়ে সকলে সেই দিকে দৃষ্টি করিলেন। সকলেই এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। তখন রাজবাড়ীতে "সাজ সাজ" শব্দ পড়িয়া গেল। অসংখ্য আলো জ্বলিল। ভজন ও ঝণ্টু দুই সহস্র সৈন্য লইয়া বিপক্ষসৈন্য আক্রমণ করিতে চলিল। গ্রাম্য সহস্র সুসজ্জিত সৈন্য রাজধানী রক্ষা করিতে লাগিল। গ্রাম্য অন্য সহস্র সৈন্য আসিলেই তাহারাও যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবে। গ্রামে সৈনিক আহ্বানে বংশী ও নাগরাধ্বনি হইতে লাগিল। রাজকুল-ললনাগণের পলায়ন-পথ মুক্ত করিয়া রাখা হইল। রাজকোষের অর্থ রাজপুর-পুষ্করিণীতে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। বিষম গণ্ডগোল উঠিল। বামাদল আপাততঃ ছাতে উঠিয়া যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। রাজপুরীতে ভয়বিহ্বলা প্রাণভীতা রমণী কেহ ছিলেন না। চন্দ্রমুখী, কুসুম, ভুবনেশ্বরী, হরিমতি প্রভৃতি কেহই বিপদে হাহাকার করিয়া আর্ত্তনাদ করিবার লোক ছিলেন না।

ভজন সর্দ্দার পূর্ব্বদিক ও ঝণ্ট সর্দ্দার উত্তরদিক দিয়া বর্গীসৈন্য আক্রমণ করিল। গ্রামের সহস্র সৈন্য রাজবাটীতে আসিলে রাজবাটীর সুসজ্জিত সহস্র সৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ভজন ও ঝণ্টুর সহিত যোগ দিল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধরত অশ্বের খুর-ধ্বনি ও হ্রেষা, কামান-বন্দুকের গর্জ্জন, অসির ঝন্‌ঝনা, শরের ফন্‌ফনি শব্দে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। কখনও বেগবান বর্গীদল হটিতে লাগিল, কখনও বা বেগবান্ বাঙ্গালী সৈন্য পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। বর্গীগণ খুব শিক্ষিত যোদ্ধা এবং তাহাদিগের অশ্বসকল দ্রুতগামী। বর্গীগণের অস্ত্রশস্ত্র বাঙ্গালীগণের অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। ভজন ও ঝণ্টুর প্রাণপণ যত্নেও বর্গীর গতিরোধ করা কঠিন হইল। বাঙ্গালী সৈন্য পলায়নের উদ্যোগী হইল।

ধন্য বীর ঝণ্টু, ধন্য! ধন্য রাজভক্ত ধন্য! ঝণ্টু শৃঙ্খলা ধারণপূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "ভাই সকল, জন্মিলে মরণ নিশ্চয়। এক দিন না এক দিন মরিব! দেশবৈরী রাজবৈরী বর্গী-দস্যুর গতিরোধ করিয়া দেশের ধন, দেশের বামাকুল, দেশের মানসম্ভ্রম রক্ষা করিব।"

ঝণ্টুর সহস্র অনুচর সমস্বরে বলিল, "তাই হ'ক।"

এই শব্দ উচ্চারিত হইতে না হইতে ঝণ্টুর সহস্র অনুচর সমরানলে লম্ফপ্রদান করিল। তাহারা কামানের গোলা, বন্দুকের গুলা, অসির ধার, বর্শার সুতীক্ষ্ণ ফলক ও তীরের সূক্ষ্মাগ্র আর ভয় করিল না, বহু বাঙ্গালী সৈন্য হত হইল। তথাপি ঝণ্টু প্রমুখ আট শত বাঙ্গালী বীর বর্গী-চক্রব্যূহে প্রবেশ করিল। তাহারা কদলীতরুর ন্যায় বর্গী কাটিতে লাগিল। তুমুল অসিযুদ্ধ ও ধনুর্যুদ্ধ চলিল। এই যুদ্ধে বাঙ্গালী বর্গী অপেক্ষা ন্যূন নহে। রুধিরপ্লাবিত-দেহ ঝণ্টু আজ কালান্তক যমের ন্যায় বর্গী হনন করিতে লাগিল। ভজন বর্গীর গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তুমুল বিস্ময়কর যুদ্ধ!

যখন অসি ও ধনুর যুদ্ধ বাধিল, তখন কামান ও বন্দুক পড়িয়া রহিল। রণাঙ্গন ধূমশূন্য হইল। উভয় পক্ষের আলোকে দিনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ঝণ্টুর অসাধারণ দুঃসাহসিক যুদ্ধে রাণী, চন্দ্রমুখী ও হরিমতী হাহাকার করিতে লাগিলেন। কুসুমের আনন্দের সীমা নাই। কুসুম যেন আত্মহারা হইল। সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "ভাল কাজ করিছ ছর্দার, ভাল কাজ করিছ! লোকে এক দিনই মরে। শত্রু মারিয়া, বৈরী মারিয়া, দস্যু মারিয়া, দেশ, ধন, মান রক্ষা করিয়া মর।" রাজধানী

ও রাণী রক্ষা করিয়া মর। এ মরণে বাহাদুরী আছে। এ মরণে পুণ্য-প্রতিষ্ঠা আছে।"

যুদ্ধ দেড় প্রহরের অধিক কাল হইয়াছে। বর্গী দল পলায়নের পথ সন্ধান করিতেছে। ঝণ্টু বর্গী ব্যূহ ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। বর্গীব্যূহের মধ্যে বিস্তীর্ণ রুধিররঞ্জিত রণক্ষেত্রে বর্গীব্যূহের প্রসর বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতে লাগিল।

প্রভাতী পবন জাগ্রত হইয়া হস্তপদসঞ্চালনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ভাট বিহগপুঞ্জ কাকলী-রবে স্তুতিগান করিতে লাগিল। কুসুমতরু ও লতা-বধূগণ তাঁহার পায়ে কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতে লাগিল। এই সময়ে রাজা শচীপতি দ্রুতবেগে সসৈন্যে আসিয়া ভজনের সহিত যোগদান করিলেন। বর্গীগণ বিষম প্রমাদ মনে করিয়া "হর হর বম্ বম্, হর হর বম্ বম্ মহাদেও" রব করিয়া পশ্চিম-দক্ষিণ-দিকে নক্ষত্রগতিতে পলায়নপর হইল। ভজন ও শচীপতি পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। বর্গী-অশ্ব পলায়নে অদ্বিতীয়। শচীপতি ও ভজন পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিলেন। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শচীপতি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইলেন। তাঁহার প্রিয় সর্দ্দার ঝণ্টুর হৃদয়ে এক বর্গী-বর্শা আমূল বিদ্ধ হইয়াছে। ঝণ্টু সর্দ্দার গতায়ু হইয়াছে। তাঁহার বিশ্বস্ত অশ্ব তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়-মান আছে। বহু বাঙ্গালী ও বর্গী-সৈন্য হত হই-য়াছে। বহু হতাহত অশ্ব যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া আছে।

শচীপতি অশ্ব হইতে লম্ফপ্রদানে ভূমে অবতরণ করিলেন। তিনি রুধিরসিক্ত কর্দ্দমাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি ঝণ্টুর মৃতদেহ স্বীয় উরুদেশে টানিয়া লইলেন, কিন্তু সেই প্রকাণ্ড বর্শা ঝণ্টুর বক্ষঃস্থল হইতে উঠাইলেন না। রাজা বলিলেন, "ভাই ঝণ্টু! উঠ, উঠ! আমার সঙ্গে কথা বল। আমি যে তোমাদের প্রিয় রাজা! একসঙ্গে ভাই দস্যু দলন করেছি। একসঙ্গে শীকার করেছি। একসঙ্গে ত্রিবেণীর যুদ্ধে জয়ী হয়েছি। একসঙ্গে সেই সুদূর পূর্ব্বদেশে মগজয় করেছি। আজ ভাই, আমায় ফেলে চ'লে কেন গেলে? একসঙ্গে আসি নাই—ভাই? তাই কি রাগ করেছ? রামদেবের রাজধানীতে গিয়েছিলেম, তাই কি আমার মুখ আর দেখবে না? চোখ মেল ভাই! চোখ মেল। কুসু-মের যে কেউ নাই রে ভাই! কুসুম যে পতিপ্রাণা পাগলী। পাগলীকে কেমন ক'রে বুঝাব? এই কি ভাই দেশের কাজ, পরোপকারের কাজ সারা হ'লো ভাই? ডাকাত কি দেশে আর নাই? বর্গী মগ কি আর আসিবে না? তুমি মূর্ত্তিমান কর্ত্তব্য-পুরুষ। তুমি কর্ত্তব্য শেষ না ক'রে আমায় ফেলে কেন যাও? সংসারের কোন্ আশা তোমার তৃপ্ত হয়েছে? যৌবনে পদার্পণ করেই ত যুদ্ধবিগ্রহে কালাতিপাত করছ। তোমার সোনার কুসুমের দিকে চাও নাই। ভাল একখানি কুটীর বাঁধ নাই, এমন কি, ভাল ক'রে এক দিন খাও নাই। এস ভাই, মগজয়ের, বর্গী-জয়ের জয়োল্লাস করি। তুমি আমার বাম হাত রে ভাই, তুমি আমার বাম হাত। আমায় ছেড়ে আমার ডানা-ভাঙ্গা করিস্ নে ভাই! অনেক কাজ বাকী আছে—অনেক যুদ্ধ বাকী আছে।"

যৎকালে রাজা শচীপতি রায় মজুমদার বীর বাহাদুর এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিলেন, তৎকালে কর্ম্মবীর ভজন গভীর গর্ত্ত করিয়া মৃত অশ্বাদি ভূগর্ভে প্রোথিত করিতেছিলেন। আহত বর্গী ও রাজ-সৈন্যকে রাজধানীতে পাঠাইতেছিলেন, মৃত বর্গীসৈন্যগণের সৎকার করিতেছিলেন, এবং বাঙ্গালী মৃত সৈন্যগণকে সৎকারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিতেছিলেন। এই সকল কার্য্য শেষ করিয়া ভজন সামরিক বাদ্য ও সুসজ্জিত মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও সৈন্যদল সহ একখানি পুষ্প-পুষ্পমালা-পতাকায় সজ্জিত চৌপায়া লইয়া রাজার নিকট আসিল এবং বলিল, "আরে রাজা! তুই কিসের দুঃখ করিস্? আমি মরিব, তুই মরিবি, সকলে মরিবে, মরিতেই ত এখানে আসা। ঝণ্টুর মত ক'জন মরিতে পারে? ঝণ্টুর মরণে ঝণ্টুর উপর আমার ঈর্ষ্যা হচ্ছে। আমি ঝণ্টুর মত মরিলে আমার কোন দুঃখ ছিল না। ঝণ্টু দেড়ছত্র বর্গী মারিয়া, রাজধানী রক্ষা করিয়া, যুদ্ধ-বাজনা শুনতে শুনতে, মুখে 'জয় কালী' বলতে বলতে মরেছে। সে এতক্ষণ স্বরগে গিয়া রাজা বা দেবতা হয়েছে। চল্ চল্, আর দুঃখ করিছ না।"

এই কথা বলিয়া ভজন ঝণ্টুর শব চৌপায়ায় উঠাইয়া লইয়া বাদ্যোদ্যমের মধ্যে রাজবাটীতে উপস্থিত হইল। রাজার ইচ্ছানুসারে রাজবাড়ীর দক্ষিণদিকস্থ দীর্ঘিকার পশ্চিম পাড়িতে ঝণ্টুর শব সৎকার করা হইবে স্থিরীকৃত হইল। পরম সৌন্দর্য্য-ময়ী দেবপ্রতিমা কুসুম রক্তবাস পরিধান করত ফুলসাজে সাজিয়া, ললাট সিন্দূর-রাগে রঞ্জিত করিয়া, জানুচুম্বিত কুন্তলরাজিতে জবাফুল বাঁধিয়া, সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করত সহমরণের নিমিত্ত ঝণ্টুর পার্শ্বে আসিয়া বসিল। উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে রাজা কিছুই বলিতে পারিলেন না। ভজন বলিল, "আরে

কুলছুন নাই! তুই কি কাম কর‍্ছিছ? ডোম বাগ্‌দী ছহমরণে যায় না। ছহমরণে যায় বৈছি, বামন, কায়েত। ঝণ্টুর কাম ফুরিয়েছে।"

চিতা রচিত হইল। ঝন্টুর শব তাহাতে স্থাপন করা হইল। কুসুম চিতা আরোহণ করিবার জন্য এক পদ চিতায় উঠাইয়া দিল। এমন সময় কৃষ্ণানন্দ স্বামী দৌড়াইয়া আসিয়া কুসুমের দক্ষিণ হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক সরাইয়া লইয়া চিতা হইতে দূরে আনিলেন এবং বলিলেন, "কুসুম! আমি তোমার গুরু। আমার বাক্য শুন। সহমরণের সময় উপস্থিত হয় নাই। এই কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম কর্‌তে এসেছ। তোমার কর্ম্ম এখনও শেষ হয় নাই। তোমার কর্ম্ম শেষ ক'রে তুমি যথাস্থানে চ'লে যেতে পারবে।"

এই বলিয়া স্বামীজী বাম হস্তে একটি ফুল কুসুমের নাকের নিকট ধরিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে কুসুমের মাথার উপর কি মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। অল্পসময়ের মধ্যে কুসুম কাঁপিয়া কাঁপিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। কৃষ্ণানন্দ ঝণ্টুর শব সৎকার করিবার অনুমতি দিয়া কুসুমকে লইয়া তাহার কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ঝণ্টুর চিতা জলিয়া উঠিল। অত্যাল্পসময়ের মধ্যে স্বার্থত্যাগী মহাবীর ঝণ্টুর বীর-দেহ ভস্মে পরিণত হইল।

গান গীত হইতে লাগিল। ঝণ্টুর স্বজাতীয় রমণীগণও গীত গাহিতে গাহিতে আসিয়া ঝণ্টুর চিতানলে শ্বেত পুষ্প ও লাজ বর্ষণ করিতে লাগিল।

ষড়রিপুর আধার মানব। মানুষের পরিণাম দেখ। রজনীর শেষভাগে যে ঝণ্টুর বীরদর্পে মেদিনী কম্পমান, প্রাতে সেই ঝণ্টু ভস্মরাশি। তুমি যে আমার আমার মিছা ধনের গর্ব্ব, বিদ্যার দম্ভ, মিছা রূপের গৌরব করিতেছ, তাহা আজ আছে, কাল নাই। সব অসার। সব মিছা। মহামায়া-মুগ্ধ হয়ে শেষের দিন বিস্মৃত হয়ে কি কুকর্ম্ম না করিতেছে! অসত্য-কথন, পরস্ব-হরণ, পরপীড়ন, সর্ব্ব-গর্হিতাচরণ আমি তুমি কি না করিতেছি? মরিব নিশ্চয়—তবে এ সব কেন? বড় যত্নের যে দেহ, তারও ত পরিণাম ভস্মরাশি। মানব, যদি ধর্ম্মপথে থাকিতে চাও, তবে দিনান্তে একবার শেষ দিনের কথা স্মরণ কর। অকূলের কাণ্ডারী বিপদ্‌বান্ধব হরির পদ স্মরণ কর।

———

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শান্তি কোথায়?

ঝণ্টুর শব সৎকার করিয়া রাজা শচীপতি প্রাসাদে আসিয়াছেন। তিনি যার-পর-নাই শোক-সন্তপ্ত হইয়াছেন। প্রাচীন দেওয়ান, রাজ-আত্মীয়-গণ রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন, ভজন, নাণ্টু, পেণ্টু, কালু, মালু সকলেই অনেক সময় রাজার নিকটে থাকিতেছেন। রাণী ভুবনেশ্বরী, পণ্ডিত-পত্নী চন্দ্র-মুখী, হরিমতি প্রভৃতি ললনাগণও যার-পর-নাই শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন। কাহারও কোন সান্ত্বনা-বাক্যে রাজার চিত্ত স্থির হইতেছে না। কৃষ্ণানন্দ স্বামীও মধ্যে মধ্যে রাজার নিকট আসিতেছেন। রাজা নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসেন। তিনি অনেক সময়ে স্বজনগণে পরিবেষ্টিত থাকিতে ইচ্ছা করেন না। রাজা সকালে-বিকালে কৃষ্ণানন্দ স্বামীর নিকট থাকিতে ভালবাসেন। কৃষ্ণানন্দ রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দান করেন।

এই শোকের উপর রাজ-পরিবারে ও সৈন্যগণে অপর একটি দুঃখের কারণ হইয়াছে। কুসুম পাগলিনী হইয়াছে। কৃষ্ণানন্দ স্বামী বলিয়াছেন, এ উন্মত্ততা আরোগ্য হইবার নহে। কৃষ্ণানন্দের ভ্রমে এ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি কুসুমকে যোগিনী করিতে চাহিয়াছিলেন। কুসুম সে কাজের যোগ্য কি অযোগ্য, তিনি তাহা পরীক্ষা করেন নাই। মন-বিশেষে যাহা সুধা, পৃথক্ মনে তাহা গরল। যোগিনী-মন্ত্র কুসুমকে পাগল করিয়াছে। রাজা অতি কষ্টে কুসুমের সহিত দেখা করিতেও পারেন না।

এক দিন অপরাহ্নে রাজা শচীপতি রাণী ও রাজ-পুরললনাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অন্তঃপুরে বসিয়া আছেন। তাঁহারা ঝণ্টুর বীরত্ব ও স্বার্থত্যাগের গল্প করিতেছেন, এমন সময় যোগিনী-বেশধারিণী কুসুম আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পরিধানে গৈরিক বসন, অঙ্গে রুদ্রাক্ষ-মালা। কুসুম আপনা আপনি ফুল-সাজে সাজিয়াছে, সে ললাট সিন্দুর-রাগে রঞ্জিত করিয়াছে ও এক সুতীক্ষ্ণ ত্রিশূল করে ধারণ করিয়াছে। সে প্রায় কবিতায় কথা বলে। সে রাজ-অন্তঃপুরে আসিয়া হো হো করিয়া হাসিল এবং বলিল:—

"আমায় চিন্‌তে পারনি আমি পাগলিনী।
ঝণ্টুর গৃহিণী আমি, এখন রাজরাণী॥"

রাজা শচীপতি রায় মোর পতি হয়।
রাণী মাগী বলি খাঁটি সপত্নী নিশ্চয় ॥
দোঁহে রব এক ঘরে শোব এক খাটে।
লড়ব যেয়ে লড়ব যেয়ে লড়ায়ের মাঠে ॥
যতনে পতি-রতনে রেখে দিব ঘরে।
যুদ্ধে যেতে দিব নাক বড় বর্গাডরে ॥"

রাণী ভুবনেশ্বরী সজল-নয়নে বলিলেন, "রাণী দিদি, কিছু খাবে ?" রাজা শচীপতি অশ্রুজল মুছিয়া কহিলেন, "রাজরাজেশ্বরী রাণী কুসুমকুমারী, ব'স, বিশ্রাম কর, কিছু খাও।"

কুসুম আবার বলিতে লাগিল :—

গুরুর নিকটে আমি পেয়েছি সুশিক্ষা।
খাব না পরের ঘরে ক'রে কভু ভিক্ষা ॥
কর্ম্ম হেতু কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আসে সর্ব্বজন।
সম্মুখে রয়েছে মোর কর্ম্ম অগণন ॥
ভূমি কাটি শস্য করি স্বহস্তে বপন।
করিব শস্যের খাদ্য রন্ধন ভোজন ॥
অথবা বনের ফল পড়িলে পাকিয়ে।
তাই তুলে খাব আমি কুড়িয়ে কুড়িয়ে ॥"

রাণী। তুমি রাণী, আমি তোমার ছোট বোন্। এ বাড়ী তোমার। এ ঘর তোমার। এ রাজ্য তোমার। নিজের দ্রব্য তুমি খাও।

কুসুম আবার বলিল :—

"মুই মোর নয় এই কথা অতি খাঁটি।
পর-দ্রব্য খায় যেই সেই খায় মাটী ॥
ভুলকথা আর কভু ব'ল না আমায়।
আমি ধরি রাণী দিদি তোর দুটি পায় ॥
এই রাজা রাজ্যেশ্বর দুটি অন্ন খায়।
রাজ্যতরে খেটে খেটে ঘাম ঝরে গায় ॥
রাজকর্ম্ম রাজধর্ম্ম কিছু নাহি জানি।
কেমনে রাজার ঘরে যাইব আপনি ॥"

রাজা ও রাজকুলললনাগণ দেখিলেন, কুসুম পাগলিনী হইলেও তাহার কোন কোন জ্ঞান আছে। সে তাহার গুরুর শিক্ষা ভুলে নাই। রাজা-রাণী তাহাকে অনেক কথা বলিলেন। তাহাকে বেশী কথা বলিলে কেবল নাচিয়া গাহিয়া প্রলাপ বকিতে থাকে।

রাজা ভজন লালটু পেণ্ট দিগকে বিদায় দিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ বহুকাল পরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাহারা বিদায়কালে প্রকাশ করিয়া গেল, রাজার আহ্বানমাত্র তাহারা আসিয়া রাজধানীতে উপনীত হইবে। শান্তিলাভের আশায় রাজা রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি ঝণ্টু সর্দ্দারের দগ্ধাবশেষ ভস্মরাশির উপর এক জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি শ্বশুরের ও স্বীয় জমীদারীর কাগজপত্র দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, দুই প্রাচীন সুযোগ্য দেওয়ান জমীদারীর সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। তাঁহার রাজকোষে কিছু অর্থও সঞ্চিত হইয়াছে। তিনি কার্য্য পাইলেন না এবং তাঁহার চিত্তে শান্তিও আসিল না। তিনি ঝণ্টু সর্দ্দারের পারলৌকিক শুভকামনায় নানা সম্প্রদায়ের লোকদিগকে ভোজন করাইলেন। সে কার্য্য দুই চারি দিনমধ্যেই হইয়া গেল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বীরভূম হইতে নলডাঙ্গা রাজধানী পর্য্যন্ত যে ঘোড়ার ডাক বসান হইয়াছিল, তাহা রহিত করা হয় নাই। রাজা রামদেব বর্গীর আক্রমণ ও ঝণ্টুর মৃত্যু-সংবাদ ও তজ্জনিত রাজার শোকসংবাদ পাইলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া সপরিবারে রাজা শচীপতিকে মগ-পর্ত্তুগীজ-সঙ্কুল নলডাঙ্গা রাজ্যে যাইবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন।

কর্ম্মবীর রাজার হস্তে কোন কর্ম্ম নাই। তাঁহার শোকভার লাঘব করিবার কোন উপায় নাই। দুষ্ট লোকের দলাদলি হাঙ্গামা এখন আরও বাড়িয়া উঠিল। শচীপতির উপকার, শচীপতির দস্যু-দলন ও বর্গী-হাঙ্গামা নিবারণ কোন দলপতিগণ চিন্তা করিলেন না। ধর্ম্ম ও জাতির ভয় অতি অল্প লোকের আছে। প্রকৃত গুণীর গুণের যশই ঈর্ষ্যাপরবশ লোকের নিকট দোষ হইয়া পড়ে। তাহারা কোন না কোন ছল-ছুতা ধরিয়া যশস্বী গুণী মহাত্মাকে ছোট করিবার চেষ্টা করে। শচীপতির বিরুদ্ধাচারী দলপতিগণও সেইরূপ ঘৃণিতভাবে কার্য্য করিতেছিলেন। চারিদিকে দলাদলি প্রবল হাঙ্গামা শোকসন্তপ্ত শচীপতির পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি কিছু দিন নলডাঙ্গা রাজ্যে যাইয়া বাস করা স্থির করিলেন।

শচীপতির দুই দেওয়ান রাজা রামদেবের প্রকৃতি জানিতেন না। তাঁহারা রাজাকে নলডাঙ্গা রাজ্যে যাইবার অনুমতি করিলেন। রমানাথ ন্যায়পঞ্চাননের রাজা রামদেবের সহিত সদ্ভাব না থাকিলেও তিনিও শচীপতিকে নলডাঙ্গা যাইবার কথায় আপত্তি করিলেন না। ন্যায়পঞ্চাননের দুইটি লক্ষ্য ছিল। নূতন স্থানে গমন করিলে রাজা সম্ভবতঃ শান্তিলাভ করিতে পারিবেন। শচীপতি বহু ব্যয় স্বীকার করিয়া, তাঁহার সৈনিকগণকে ঋণী করিয়া রামদেবকে রাজা

করিতে গিয়াছিলেন। রামদেব যুদ্ধের ব্যয় এক কপর্দ্দকও দেন নাই। শচীপতির দেওয়ান সৈনিক-ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন। রামদেব নগদ অর্থের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বার্দ্ধ-রাজ্য দিলেও যুদ্ধের ব্যয়ের অর্থ ঘরে আইসে না। নব রাজ্যের শান্তি-স্থাপন করিতে গিয়াও রাজা শান্তিলাভ করিতে পারেন না। রাজা রামদেব রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার এক বৎসর পরেই রাজা শচীপতি নলডাঙ্গা রাজধানীতে যাইবেন স্থির হইল। রাণী ভুবনেশ্বরী, হরিমতি ও তাঁহার স্বামী তাঁহার সঙ্গে যাইবেন, তাহার আর সন্দেহ রহিল না। এবার রাজা শিবিকাযানে যাইবেন স্থির হইল। শিবিকাবাহক, পরিচারক, অনুচর ও সহচরে দুই শত লোক যাইবার জন্য স্থিরীকৃত হইল।

রাজা শচীপতি শান্তিলাভের আশায় নলডাঙ্গা রাজ্যে যাইতেছেন। শান্তিলাভ স্থানান্তরে নাই, শান্তিলাভ মনে। শান্তিলাভ চেষ্টালভ্য নহে, ভাগ্য-লভ্য। শান্তি কোথায়? যাহার ভাগ্যে শান্তি আছে, সে অরণ্যে, পর্ব্বতে, বন্দিগৃহে, সমুদ্রবক্ষে, রণাঙ্গনে সর্ব্বত্র শান্তিলাভ করিতেছে। যাহার ভাগ্যে শান্তি নাই, সে রাজপ্রাসাদে থাকিয়া, রাজপদ লাভ করিয়া, রাজসেব্য উপাদেয় বস্তুসকল ভোগ করিয়া, মধুরহাসিনী, মধুরভাষিণী, সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা, মনোজ্ঞ-বসনপরিহিতা কিঙ্করীগণে পরিবেষ্টিতা সাধ্বী সতী মহিষীর অকাতর পরিচর্য্যায়ও শান্তিলাভ করিতে পারে না। অশান্তি প্রতি গৃহে। শান্তি নরভবনের —নরহৃদয়ের দুর্ল্লভ ধন। অশান্তি অনল সংসার দগ্ধ করিতেছে। এই যে শত শত বিচারালয় দেখিতেছ, অশান্তি তাহার প্রসূতি। এই যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, নরহত্যা-নারীহত্যা দেখিতেছ, অশান্তি তাহার জননী ও ধাত্রী। ঐ যে যুদ্ধের হুঙ্কাররবে মেদিনী কম্পান্বিত হইতেছে, অশান্তি-রাক্ষসী তাহার জনয়িত্রী। নর! যদি অশান্তির মস্তকে সদর্পে পদাঘাত করিয়া শান্তিপূজার মঙ্গলময় ঘট গৃহে ও হৃদয়ে স্থাপন করিতে, তবে তুমি এই মরণশীল সংসারে অমরত্ব লাভ করিতে পারিতে। বুদ্ধ ও চৈতন্যদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অনলে আহুতি।

রাজা শচীপতি নলডাঙ্গা রাজ্যে আসিয়াছেন। তিনি উত্তম বাসা পাইয়াছেন। রাজা রামদেব তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। রাজপুর-ললনাগণও পরম সমাদরে রাণী ভুবনেশ্বরীকে গ্রহণ করিয়াছেন। রাজা শচীপতি পঞ্চাশ জন অনুচর রাখিয়া অবশিষ্ট লোকজন দেশে প্রেরণ করিয়াছেন। কাল কাহারও অপেক্ষা করে না। দেখিতে দেখিতে ছয় মাস অতীত হইল। কয়েক দিন দুই রাজা পক্ষী শীকারে বাহির হইয়াছিলেন। কয়েক দিন কুম্ভীর শীকার করিয়াছিলেন। দু' একটা ব্যাঘ্র তাঁহাদিগের করে নিহত হইয়াছিল। শচীপতি এই দেশ বেশ মনোহর মনে করিয়াছেন। এ দেশে অসংখ্য নদীতীরে সুন্দর সুন্দর গ্রাম উপবন। এ দেশে শস্যক্ষেত্র সকল উর্ব্বর এবং প্রায় সকল ঋতুতেই কোন না কোন শস্য উৎপন্ন হয়। এই দেশে বাস করিলেও মন্দ হয় না, এইরূপ চিন্তাও শচীপতির মনে উদয় হইতেছে। সময়ের শক্তিতে ও নবদেশে আগমনে রাজার হৃদয়ের শোকাবেগ কথঞ্চিৎ উপশমিত হইয়াছে।

শচীপতি যদিও সরল অমায়িক প্রকৃতির লোক, তথাপি তিনি বুঝিতে পারিতেছেন, রাজা রামদেব তাঁহাকে অনাদর করিতেছেন। এত দিন শচীপতির সন্দেহ ছিল, আজ তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছেন, রামদেব তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিতেছেন। রামদেব ও শচীপতি একাসনে অথবা সমান সমান দুই আসনে এক স্থানে উপবেশন করিতেন। অদ্য শচীপতি রামদেবের সভায় সামান্য কর্ম্মচারিগণের মধ্যে বসিবার স্থান পাইয়াছেন। তিনি মনে মনে যার-পর-নাই ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। সভাভঙ্গ হইলে তিনি অতি ম্লানমুখে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মানিনী ভামিনীগণ পুরুষ অপেক্ষা সহজে অশ্রদ্ধা বুঝিতে পারেন। রাণী ভুবনেশ্বরী ও হরিমতি তাঁহাদের যে আদর কমিয়াছে, তাহা অনেক দিন বুঝিয়াছেন। আজ তাঁহারা যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়াছেন। শচীপতি সভাভঙ্গের পর ম্লানমুখে একেবারে বাটীর মধ্যে আসিলেন। রাণী ও হরিমতি তালবৃন্ত-ব্যজনচ্ছলে রাজার নিকটে আসিলেন। হরিমতি বলিলেন, "দাদা, আজ তোমার মুখখানি এত বিমর্ষ কেন?"

রাজা সংক্ষেপে উত্তর করিলেন, "নানা দুশ্চিন্তায়।"

রাণী ভুবনেশ্বরী কম্পিতকণ্ঠে আরক্তলোচনে বলিলেন, "আমাদের এ দেশে আসা ভাল হয় নি। এ দেশের রাজা ভাল লোক নন। তিনি আমাদিগকে কৌশলে বন্দী করেছেন। বীরভূমে ঘোড়ায় ডাক

উঠিয়ে দিয়েছেন। এই জন্যই তিন দিন ন্যায়পঞ্চানন ও সখী চন্দ্রমুখীর পত্র পাওয়া যায় নাই।”

হরিমতি ভীতভাবে মৃদুস্বরে বলিলেন, “দাদা, রাজবাড়ীর দয়া দাসী আমাদের একটু বাধ্য হয়েছে। তার মেয়ের বে’র সময় বউদিদি একশ’ টাকা ও একখানা গহনা দিয়েছিলেন। সে রাজ-বাড়ীর সকল কথা আমাদের নিকটে এসে বলে। সে আজ সকালে চুপে চুপে ব’লে গিয়াছে, রাজা রাম-দেব কৌশলে আমাদিগকে বন্দী করেছেন। দেশে এখন মগ ও পর্ত্তুগীজের ভয় নাই। রাজা-রাণীতে কথা হয়েছে। রাজা বলেছে, ‘বোকা শ’চেটাকে এনেছিলাম মগ তাড়াতে। মগের হাতে ম’লেও ক্ষতি ছিল না। এখন কৌশলে বন্দী ত করলেম। যখন ইচ্ছে পিঁপড়ের মত টিপে মারব। পূর্ব্বার্দ্ধ রাজ্য দিব, সে ত একটা কথার কথা। যুদ্ধের ব্যয় আমি কপর্দ্দকও দিব না। শচীপতির দ্বারা ত আমার রাজ্যলাভের কোন সাহায্য হয় নাই। তাহার দ্বারা কোন সাহায্য হইতও না। আমি ফৌজদারের সাহায্যে রাজ্যলাভ করেছি। আমার দেশে সৈন্য লয়ে এসেছিলেন, তাতেই ত আমি কৃতার্থ হই নাই? রমানাথ ব’লে একটা পণ্ডিত আর ভজন নামে একটা বাগ্‌দী যুদ্ধের ব্যয় বা পূর্ব্বার্দ্ধ-রাজ্যের দাবী করাতে পারে। সে গুড়ে বালি! সে গুড়ে বালি! ঝণ্টু নামে আর একটা বদলোক ছিল, সে ব্যাটা শেষ হয়েছে। দেশ-বৈরী ডাকাত তাড়ানর জন্য শ’চের হাতে কতক-গুলো লোক ছিল। রমা আর এক্ষণে লোক জড় করতে পারে না। যুদ্ধেরই বা ব্যয় কি? ঘোড়া অস্ত্র-শস্ত্র আমার জন্য কিছুই ব্যবহৃত হয় নাই। আমার সঙ্গে শ’চে আসায় রাঢ় দেশের প্রকৃত উপকার হয়েছে। ত্রিবেণীতে মগদিগের পরাজয় হয়েছে। এক খোরাকী খরচ। সে নয় পঞ্চাশ হাজার টাকা। সেই বা আমি দিব কেন? ফৌজদারের দেওয়া উচিত। মগ তাড়ান ত আমার কাজ নয়? ফৌজ-দারের সঙ্গে করলেন ভাব। সেখানে হ’লেন নর-জাতির হিতৈষী। আর টাকা দিয়ে মরব আমি? নরজাতির উপকার করতে গেলে অর্থ, জীবন দুই দিতে হয়। জীবন যে আছে, সেই লাভ মনে করা উচিত’।”

রাজা শচীপতি ধীরচিত্তে হরিমতির কথাগুলি শ্রবণ করিলেন। তাঁহার স্বর্ণকান্তি মুখশ্রী লোহিত রাগে রঞ্জিত হইল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, “হরি! দয়া যা বলেছে, সব সত্য। আমিও রাজার মনোভাব বুঝতে পারছিলেম। আমি অধর্ম্ম করি নাই। ধর্ম্ম আমার সহায় আছে। রামদেব সদ্‌ভাবে বলিলে আমি যুদ্ধের ব্যয় এক পয়সাও নিতেম না। রাজ্যে আমার লালসা নাই। আমি বিপদ আলিঙ্গন করিতে ভয় করি নাই। রাম-দেবের হাতে আমার অনেক বিড়ম্বনা আছে। দেখি, রামদেব আমার প্রতি কতদূর অত্যাচার করে। ধর্ম্ম থাকিলে সে আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না। সে আমার প্রতি অত্যাচার করলে সমগ্র রাঢ়, অন্ততঃ রাঢ়ের শ্রমজীবী লোকগণ এ দেশে এসে আক্রমণ করবে। রামদেবের বাড়ীর ইট ক’খানা বেগবতী নদীতে ফেলে দেবে। আমি ব্রাহ্মণের কোন ক্ষতি করতে চাই না। আমি উপকৃত জনের অপকার করতে ইচ্ছা করি না। রামদেব আমার প্রতি অত্যাচার করিতে এক পদ অগ্রসর হ’লে আমি যুদ্ধের সমগ্র ব্যয় কড়ায় গণ্ডায় আদায় করবো। রামদেবের চোখের জলে নাকের জলে এক করবো। যোড়হাতে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাব। এ সব যদি করতে না পারি, তবে আমি বৈশ্যবংশধর নই। আমার কেবল ভয় তোমাদের জন্য। তোমা-দের জাতি-ধর্ম্ম রক্ষা পেলেই বাঁচি।”

রাণী। রাজা, ভেবেছ কি? আমি বৈশ্য-ঘরের মেয়ে না? আমি তোমার সহধর্ম্মিণী না? যে দিন তোমার মত সদাশয় বীরের গলে বরমাল্য দিয়েছি, সেই দিনই আমি আমাকে বিপদ-তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, আমি মরণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে ব’সে আছি, বিপদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য আমি বুক বেঁধে রেখেছি, আমার জন্য কোন ভয় ক’র না। হরিমতির জন্যও কোন ভয় ক’রো না। হরি তোমার ভগ্নী, আমার মন্ত্রশিষ্যা। সে তোমার আমার চেয়েও শক্ত। তবে কি না, এই অপমানের প্রতিশোধ লয়ে যেতে হবে।

হরি। দাদা! আমাদের জন্য কোন ভয় ক’র না। আমরা বহুরূপী। আমরা আগুনে পুড়ব না, জলে ডুব্‌ব না। রামদেব আমাদিগকে লোহার খাঁচায় পুরলেও আমরা বাতাস হয়ে বেরিয়ে যাব। এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে—হবে—হবে।

রাণী। রাজা! হরিমতির বর কোথায় জান?

শ। তাই ত, সেন মহাশয়কে ত ক’দিন দেখি না। তিনি কোথায়? তিনি খেলাধূলা ক’রে পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচার ক’রেই বেড়ান, আমার সঙ্গে বড় দেখা হয় না।

রাণী। অবস্থা বুঝে আমরা তাঁকে রওনা করেছি। আজ এতক্ষণে তিনি নিরাপদে নবদ্বীপে পৌঁছেছেন।

শ। বেশ, তাঁর নিকটে কোন পত্র দিয়েছ ?

রাণী। দিয়েছি। ভজনকে আমাদিগকে বাড়ী নিবার অছিলায় চারি সহস্র সৈন্য লয়ে আস্তে লিখেছি।

এইরূপ শচীপতির অন্তঃপুরে গোপনে নানা কথা হইল। সে দিন অপরাহ্ণে শচীপতি আ.র রাজসভায় গমন করিলেন না। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ভীষণ হইতে ভীষণতর বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। শচীপতি বিপদকে আহ্বান করিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইলেন। বিপদ আনয়নের জন্য সরল, সংক্ষেপ, সুমার্জ্জিত, সুবাসিত রাজ-বর্ত্ম প্রস্তুত করিলেন। শচীপতি বিপদ অভ্যর্থনার্থে প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দিগৃহে।

পরদিন বেলা এক প্রহরের সময় শচীপতি রাজোচিত বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া শিবিকারোহণে রাজা রামদেবের সভায় উপস্থিত হইলেন। সুসজ্জিত রামদেবের সভাগৃহ জনে জনাকীর্ণ। রামদেব রাজাসনে আসীন। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে বিচিত্র আসনে রাজসভাসদ পণ্ডিতগণ সমারূঢ়। তাঁহার বামপার্শ্বে মহার্ঘ্য আসনে অমাত্যগণ উপবিষ্ট। তাঁহার সম্মুখে যথাযোগ্য আসনে রাজকর্ম্মচারিগণ সমবেত। কিঞ্চিৎ দূরে বিচারপ্রার্থী, অর্থপ্রার্থী, অনুগ্রহপ্রার্থী, রাজদর্শনাভিলাষী বহুলোক সমুপস্থিত। সভার দ্বারদেশে কোষমুক্ত-অসিহস্তে দৌবারিকদ্বয় দণ্ডায়মান। রাজসভার স্থানে স্থানে জমাদার, বরকন্দাজ পাইক ও পেয়াদাগণ স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট। রাজা শচীপতি রাজা রামদেবের সম্মুখে আসিয়া বিনীত অথচ স্বীয় পদোচিত ভাষায় বলিলেন, "সখা রাজা রামদেব দেবরায় মহাশয়! অবগত আছেন, আপনার অনুরোধ ও ইচ্ছাক্রমে আমাকে এ দেশে যুদ্ধের অভিযান করতে হয়েছিল। আপনি হিন্দুর পবিত্র দ্রব্যমাত্র স্পর্শ ক'রে, আমার সেই শৈলশিরে কুটীরে আমার সঙ্গে সখ্য ক'রে অঙ্গীকার করেছিলেন, যুদ্ধ অভিযানে যে ব্যয় পড়বে, আপনি রাজা হ'লে সে সম্পূর্ণ ব্যয় আপনি দিবেন। আপনি জানেন, শিবির ও অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করিতে ও ক্রয় করিতে এক লক্ষ আট হাজার টাকা ব্যয় পড়েছে। হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতি ক্রয় করিতেও লক্ষ টাকা লেগেছিল এবং রসদের ব্যয়ও লক্ষ টাকা; অভিযানের মোট ব্যয় তিন লক্ষ আট হাজার টাকা।

"আমি অভিযানের পর দেশে যাত্রাকালে রাজকোষে নগদ অর্থ না থাকায় আপনি আপনার রাজ্যের পূর্ব্বার্দ্ধ দিতে চাহিয়াছিলেন। আমি তখন আপনার কোন কথার কোন উত্তর দেই নাই।

"আপনি দ্বিতীয়বার আমাকে আপনার রাজধানীতে আহ্বান করেছেন। আমি ভেবেছি, এবারে অর্থ বা রাজ্যার্দ্ধ দিয়ে আপনি আপনার অঙ্গীকার রক্ষা করবেন। ছয় মাসকাল আমি এখানে আছি, লজ্জায় আমি কিছু বলি নাই। দিন দিন রাজসভায় আমার অনাদর বাড়ছে ও অপমান করা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনি আপনার অঙ্গীকার রক্ষা ক'রে নগদ অর্থ দিলে দেশে চ'লে যাই, রাজ্যার্দ্ধ দিলে আমি রাজধানী নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রজা সুশাসনের ও প্রজার সুখ-শান্তি বৃদ্ধি করার উপায় করি। আমার আর এখানে মুহূর্ত্তকালও অপেক্ষা করা উচিত হচ্ছে না।"

রাজা রামদেব ক্রোধে অধীর হইয়া আরক্তলোচনে বলিলেন, "এ ও সব কথার সময় নয়। রাজকার্য্যের বিঘ্ন করলে দণ্ডিত হ'তে হয়।"

রাজা শচীপতি সগর্ব্বে পাদচারণ করিতে করিতে বিনীতভাবে বলিলেন, "যথেষ্ট সময় অতীত করেছি। আপনি নিজে হ'তে কোন ব্যবস্থা করিলেন না। আমার আর বিলম্ব করিবার সময় নাই। আমি রাজসভায় অপমান সহ্য করিতে আসি নাই। আমি সাধারণ কর্ম্মচারীর সঙ্গে ব'সে অপমান সহ্য করিতে এখানে আসি নাই। আমি সমকক্ষ বন্ধু রাজার অতিথি হয়ে, আমি তাঁহার ভৃত্যগণের সঙ্গে ব'সে মান হারাতে আসি নাই।"

রা। (সক্রোধে) অসভ্য, মূর্খ, বর্ব্বর!

শ। আপনি আপনার জিহ্বাকে সংযত করুন। আপনি মনে রাখবেন, আপনি এক রাজা। আপনি আপনার সমকক্ষ বন্ধু রাজার সহিত কথা বলছেন। আপনি ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের সহিত ক'থা বলছেন। ভদ্র ব্যবহার বিস্মৃত হবেন না। আপনি আপনার দ্বারস্থ বিপন্ন ভিক্ষুকের সহিত কথা বলছেন না, বরং আপনি যাহার দ্বারে—

রামদেব অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,

"জানিস্, এ কার সঙ্গে কথা বল্‌ছিস ? কোথায় কথা বল্‌ছিস্ ?"

শ। (ঘৃণাব্যঞ্জক সহাস্তে) আজ্ঞে, জানি, বেশ জানি। সেই ভ্রাতৃদ্রোহী, রাজদ্রোহী, দেশত্যাগী বিপন্ন কুমার রামদেবের সহিত, এখন দেখছি, কৃতঘ্ন অভদ্র রাজা রামদেবের সহিত। আমি বেশ জানি, ভ্রাতৃদ্রোহী রাজার অপবিত্র নলডাঙ্গার রাজসভায় কথা বল্‌ছি।

রা। জানিস্, তোর জীবন-মরণ কার হাতে ?

শ। আজ্ঞে, তাও বেশ জানি। আমার জীবন-মরণ এই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বেশ্বরের হাতে।

রা। তুই জানিস্, তোর বন্দিদশা, লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনা কার হাতে ? তোর স্ত্রী ভগ্নীর জাতিধর্ম্ম কার হাতে ?

শ। আমি জানি, আমার বন্দিদশা, লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনা কত কৃতঘ্ন, অত্যাচারী, পাষণ্ডের হাতেই হ'তে পারে। আমার সতী বনিতা, সাধ্বী ভগ্নীর জাতি-ধর্ম্ম সতীনাথ শূলপাণি শঙ্করের হাতে। তাহাদের ছায়া স্পর্শ করে, এমন পাষণ্ড এখনও এ সংসারে জন্মে নাই।

রা। জমাদার! বরকন্দাজ! প্রহরিগণ, এ বাচাল পাষণ্ডের রাজ-পোষাক খোল। ইহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর। ইহাকে বন্দিগৃহে ধূলি-শয্যায় বন্দী অবস্থায় রাখ। ইহার স্ত্রী-ভগ্নীর চুলের মুঠা ধ'রে শূন্সে শূন্সে এনে হাবুজখানায় পোর। ধানে চালে মিশিয়ে খেতে দাও।

শ। পণ্ডিতগণ! ব্রাহ্মণগণ! রাজসভাসদ্‌গণ! দেখুন। অকারণে আমার প্রতি অন্যায় অত্যাচার দেখুন! উপকারের প্রত্যুপকার দেখুন। আমি বন্দী হ'তে এসেছি, আমাকে বন্দী করুন, ক্ষোভ নাই। রাজা রামদেব! আপনি স্বইচ্ছায় অনলে লম্ফ প্রদান করিলেন। আপনি যে আগুন জাল্‌লেন, তা নিবাতে আপনার নাকের জলে চোখের জলে এক হ'তে হবে। শচীপতি সিংহ-শার্দ্দূলপূর্ণ ঘোর অরণ্যে, তোপের অনলমধ্যে, গভীর সাগরতলে যেতে ভয় করে না। বন্দিগৃহে তার ভয় কি ? রাজন্! আপনার কিন্তু আজ হ'তে শয্যাকণ্টক হ'ল। রাজ্যের শান্তি-সুখ চ'লে গেল।

রামদেব বাধা দিয়া বলিলেন, "থাম্, ব্যাটা, থাম্। তোর আর ভয় দেখাতে হবে না।

শ। হাঁ, আমি ক্রোধভরে অপমানের ক্লেশে বিকলচিত্ত হয়ে যা বলা উচিত ছিল না, ব'লে ফেলেছি। আপনি গৃহস্থ, আমি অতিথি! আপনি এ দেশের রাজা, আমি হেথার পান্থ। আপনার জনবল ধনবল সবই আছে, আমি নিঃসহায়। আপনি আপনার জিহ্বা-মুখ কলুষিত করতে পারেন। আপনার কিঙ্করগণ আপনার সাধু আদেশ পালন ক'রে তাহাদের কর্ত্তব্যকুশলতা দেখাতে পারে, কিন্তু রাজা! সকল রাজার উপরে এক নিরাকার, নির্ব্বিকার, ন্যায়ময়, সত্যময়-রাজচক্রবর্ত্তী আছেন। তাঁহার বিচারে ন্যায়ের মর্য্যাদা আছে। ধর্ম্মের পুরস্কার আছে।

শচীপতি ঘৃণায় আর কথা বলিলেন না। রাজ-কিঙ্করগণ রাজাদেশ প্রচার হইবামাত্র শচীপতির রাজবেশ উন্মোচন করিল, তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল এবং তাঁহাকে সবেগে সবলে আকর্ষণ করিয়া বন্দিগৃহে লইয়া গেল। শচীপতি উপকারের সমুচিত প্রত্যুপকার পাইলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নব উপদ্রব।

রাজসভার এক দ্বার দিয়া রাজকিঙ্করগণ শচীপতিকে বন্দি-গৃহে লইয়া গেল, অপর দ্বার দিয়া এক বিভূতিমণ্ডিতা, আলুলায়িত-কেশা গৈরিক-বসন-পরিহিতা, ললাটে সিন্দূর-অনুলিপ্তা, পুষ্পাভরণভূষিতা, ত্রিশূলধৃতা যোগিনী নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে রাজা রামদেবের সম্মুখে আসিয়া সভাসদ্‌গণকে বিস্মিত করিয়া গাহিল—

"আমায় চিন্‌তে পার নি, আমি পাগলিনী।
ঝণ্টুর গৃহিণী আমি, এখন রাজরাণী॥
এখন রাজরাণী, আমায় চিন্‌তে পারনি,
আমায় চিন্‌তে পারনি।
পূর্ব্ব-কথা ভুলে যদি থাক মহাশয়।
চিন্তা ক'রে দেখ মনে যদি মনে লয়॥
অশ্বত্থ তরুর মূলে ছিলে অচেতন।
পড়েছিল অঙ্গে তব তপন-কিরণ॥
ভেবেছিনু পান্থ কোন রহিয়াছে ম'রে।
উপজিল বড় দুঃখ আমার অন্তরে॥
বদন-বসন ফেলি বুকে দিয়ে কর।
বুঝিনু বাঁচিবে যত্ন করিলে সত্বর॥
প্রতিবেশিগণ মোর দয়ার আধার।
কেহ বা জ্বালিল অগ্নি জল আনে আর॥
কত যে করিল যত্ন বলিতে না পারি।
শেষে তব প্রাণ দান করিলেন হরি॥

আমায় চিন্‌তে পার নি আমি পাগলিনী।
ঝণ্টুর গৃহিণী আমি, এখন রাজরাণী॥"

রাজা রামদেব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আজিকার দিনটাই আমার অশুভ। আজ যে কার মুখ দেখে উঠেছি, বল্‌তে পারি না। এই শচীপতি রায় একবার বিরক্ত ক'রে গেলেন! এসেছিলেন বাদা অঞ্চলে বাঘ-কুমীর মারতে। ডুবালেন মধুমতী ও নবগঙ্গায় মগের নৌকা। সপরিবারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। যথাসাধ্য যত্ন করছি। সময় নাই, অসময় নাই, এখন কি না কৃতঘ্ন বেটা বলে—যুদ্ধ অভিযানের ব্যয় তিন লাখ আট হাজার টাকা অথবা পূর্ব্বার্দ্ধ-রাজ্য দেও। লোকের যে কি চরিত্র আর কি দুরাশা, তা বুঝি না। বেটা এমন বর্ব্বর যে, মানসম্ভ্রম রেখে সময় বুঝে কথা বল্‌তেও জানে না। আবার এই এক নব উপদ্রব। এই এক পাগলী এসে জুটেছে। কি ছাই-মাটী বকে। আমার দ্বারবান বেটারা কোন কাজের নয়। যাকে তাকে সভায় আস্‌তে দেয়।"

রাজার স্তাবকদল বলিলেন, "মহারাজ! হুজুর! যা বল্‌লেন, ঠিক। তবে এই পাগলী যোগিনীর যেমন রূপ, তেমনি নাচ, তেমনি সুমধুর গলা। আর একটা গীত শুনলে মন্দ হয় না। যোগিনী, আর একটা গীত গাও।"

এমনই রক্ষা নাই, অনুমতি পাইয়া যোগিনী আবার নাচিতে নাচিতে গাহিতে লাগিল—

"বর্গীনামে বৈদেশিক দুষ্ট দস্যুগণ।
রাঢ়দেশে করিতেছে অহিতসাধন॥
গৃহ লুঠে লয় ধন বধে নারীনর।
অবশেষে পোড়াইয়া দেয় দ্বার ঘর॥
দুরন্ত দুর্দ্ধর্ষ তারা চলে অশ্বপরে।
মুহূর্ত্তেকে চ'লে যায় দূর-দূরান্তরে॥
দিনে নাই রাতে আসে পঙ্গপাল মত॥
সকল পাপেতে তারা অবিরত রত॥
সর্দ্দার প্রধান ঝণ্টু বীর অবতার।
দেশ-হিতে শৌর্য্যে-বীর্য্যে সম নাহি তার॥
এক দিন নিশিযোগে আসে বর্গীগণ।
লুঠিতে রাজার পুরী নিতে রাজ-ধন॥
যুদ্ধে গেল সেনাপতি লয়ে সৈন্যদল।
বীরদাপে রণাঙ্গন করে টলমল॥
শত্রুর সম্মুখে যবে অস্ত সৈন্যগণ।
রক্ষা নাই বলি ভয়ে করে পলায়ন॥
অশ্বপৃষ্ঠে ঝণ্টু বীর তীরবেগে ছুটি।
অসংখ্য বৈরীর শির অসি-ঘাতে কাটি॥
রক্ষিয়া রাজার পুরী রাজার সম্মান।
হারাইল রণক্ষেত্রে ঝণ্টু মোর প্রাণ॥
আমায় চিন্‌তে পার নি আমি পাগলিনী।"
ঝণ্টুর গৃহিণী আমি এখন রাজরাণী।

স্তাবক। বেশ যোগিনী। তোমার বেশ গলা। তুমি কোন্ রাজার রাণী?

পাগলিনী যোগিনী আবার গাহিতে লাগিল—

"যে রাজা রাজার রাজা সবার উপর।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর খেলিবার ঘর॥
সূর্য্য যাঁর করে করে কর বরিষণ।
চন্দ্র করে যাঁর করে আলো বিতরণ॥
যাঁহার নিশ্বাসে বায়ু হয় বহমান।
যাঁহারে পূজিতে পক্ষী গায় কত গান॥
তারাগণ ফুটে যাঁর মহিমা প্রকাশে।
প্রকটিতে গুণ যাঁর বিজলী বিকাশে॥
সিন্ধু যাঁরে সন্তোষিতে করিছে কল্লোল।
যাঁর হর্ষে ফুল-ফল খাইতেছে দোল॥
তুষারে ঢাকিয়া শির উর্দ্ধশির গিরি।
নদনদী তরুলতা নিজ দেহে ধরি॥
যাঁহার ধ্যানেতে মগ্ন আছে অনুক্ষণ।
তিনিই আমার পতি শুন সভাগণ॥
আমি যে রাজার রাণী, আমি রাণী বড়।
দুষ্ট পাপী জনে আমি দণ্ড দিতে দড়॥
আমায় চিন্‌তে পার নি, আমি পাগলিনী।
ঝণ্টুর গৃহিণী আমি এখন রাজরাণী॥"

রাজা রামদেব বিরক্তিস্বরে বলিলেন, "আপনারা করছেন কি? এ পাগলিনীকে এত প্রশ্রয় দিচ্ছেন কেন? এ রাজসভা ত রঙ্গরসের আড্ডা নয়?"

সভাসদগণ নিস্তব্ধ হইলেন। সে দিন আর রাজকার্য্য হইল না। রাজা রামদেব কিছুক্ষণ সভাতলে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। পাগলিনী আপন ইচ্ছায় নাচিতে নাচিতে সভা হইতে প্রস্থান করিল। রাজার দ্বারপণ্ডিত কাব্যাদি বচন আবৃত্তি করিয়া রাজার চিত্তবিনোদনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। রাজার মুখশ্রী দেখিয়া তাঁহার আর সাহস হইল না। অনন্তর রাজা সভাভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ভজন-গৃহ।

একটি অনুচ্চ শৈলের পাদদেশে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামখানি যেন শৈলগাত্রে ঝুলিতেছে। গ্রামের উচ্চ শাল, তাল প্রভৃতি তরুসকল দূর হইতে লক্ষিত হইতেছে। গ্রাম হইতে ধূমপটল উত্থিত হইয়া ঘন তরুশ্রেণীর পত্রপুঞ্জে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ধূমের ঊর্দ্ধগতি রোধ হইয়াছে, দূর হইতে গ্রামখানি কুজ্ঝটিকাবৃত অনুমিত হইতেছে। এক দিন সন্ধ্যার পর এই গ্রামে এক বিশাল শালতরুর নিম্নে নবজাত তৃণাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ভজন সর্দ্দার কহিল, "আরে ভাই লানটু, আরে ভাই পেনটু, আরে ভাই কালু, আরে মালু, রাজার ত কয়েক রোজ সংবাদ মিলে না। রাজার তরে আমার বুকটা থপ্ থপ্ ক'রে কেঁদে উঠছে। বল্ না, কি করি ?" লান্টু সর্দ্দার কহিল, "যাও, তুমি যাও। কাল একবার রাজধানীতে যেয়ে পণ্ডিত ও দেওয়ানজীর নিকট রাজার সংবাদ জান।"

লান্টু কহিল, "ভাই ছর্দ্দার, মোদের রাজার কপালে ছুক হইল না। কত কাল মোদের সঙ্গে পাহাড়ে থেকে চোর-ডাকাত ধ'রে বেড়াল। তার পর মগযুদ্ধ, বর্গীযুদ্ধ। এখন কি না ঝণ্টু ছর্দ্দারের ছোকে পাগল হয়ে পুবদেছে চ'লে গেল। ছে দেছে রাজার আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই।"

কালু কহিল, "আমারও পরাণটা রাজার তরে কদিন কাঁদছে। রাজা কি রাজা রে ভাই! রাজা ব্যাটা, রাজা বাপ, রাজা ভাই, রাজা বন্ধু। অমন রাজা আর হবে না। রাজা দয়ার ছাগর, রাজা গুণের ছাগর।"

মালু বলিল, "ছুদু দয়ার ছাগর নয়। রাজা দানের ছাগর। ভয় কারে বলে, তা রাজা জানে না। রাজার মত বীর আর মিলবে না। রাজা ছব অস্ত্রের ব্যবহার জানে।"

রাজার কথা হইতেছে, শ্রবণ করিয়া ভজনের সহধর্ম্মিণী আসিয়া বলিল, "যা রে ছর্দ্দার, যা। রাজার খবর লিয়ে আয়। রাজা আমার বাপ, রাজা আমার ব্যাটা। অমন মিঠে কথা আর কারও হবে না। ছেবারে আমার বড় বেমারের কথা মনে আছে ত? রাজা ছারারাত আমার জন্ম জাগিত। দাওয়াই খাওয়াত, ছাদা কাপড় পরতে দিত, পথ্যি খাওয়াত, ছাদা কাপড়ে ছুতে দিত। মা বহিন ব্যাটার বহু বিটীর মায়ে, পিছী, মাছী, বাপ, খুড়া, জ্যেঠা যছন, ব্যাটা যা করতে পারে না, রাজা মোর জন্মি তাই করেছে। মোর কথা রাজাকে কহিস্, রাজা আসবে। তাকে দেখতে বড় সাধ করি। রাজা মানুষ না, দেবতা, এই শান্তাল ও বাগ্দী পল্লীর সকলেই রাজার খুব প্রশংসা করিল। সকলেই রাজার জন্ম ব্যাকুলতা প্রকাশ করিল।"

ভজন সর্দ্দার রাজার সংবাদ জানিবার জন্ম পরদিন প্রত্যূষে রাজধানীতে যাত্রা করিবে স্থিরীকৃত হইল। সজ্জনের বন্ধু সর্ব্বত্র ও কুজনের বন্ধু কোথাও নাই।

গুণ বড় ভাল জিনিস। গুণ মধুপূর্ণ বিকসিত সুগন্ধি পুষ্প, অথবা পথে পড়া উজ্জ্বল মাণিক। গুণের বন্ধন বড় দৃঢ় বন্ধন। গুণের আকর্ষণ বড় প্রবল আকর্ষণ। তাই বন্ধনের রজ্জু ও আকর্ষণের তন্তুর নাম হইয়াছে গুণ। মধুময় সুগন্ধি ফুল ফুটিলে যেমন ষট্পদের কুল, বালকের দল ও যুবক-যুবতীগণ ফুলের দিকে আকৃষ্ট হয়, তেমনই গুণ দেখিয়া গুণী লোকের প্রতি অসংখ্য লোক ছুটিয়া যায়। এই নিমিত্ত কর্শিকাস সৈনিক নেপোলিয়ানের দলে অগণিত সৈন্ম ও তিনি রাজরাজেশ্বর। এই নিমিত্ত ভিক্ষুক বুদ্ধের অগণিত শিষ্য এবং তিনি হরির পরম অবতার। এই নিমিত্ত যীশুখ্রীষ্ট খৃষ্টানের পূজ্য দেবতা, তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র। এই নিমিত্ত আশ্রয়হীন নানকের অসংখ্য অনুচর, তিনি শিখ-জাতির উপাস্য দেবতা। এই নিমিত্ত সন্ন্যাসী চৈতন্যের রাজত্ব বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশে প্রসারিত, তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা! মানব! তুমি যদি অনুচর, পার্শ্বচর, সহচর চাও, তুমি নাম রাখিতে ইচ্ছা কর, তুমি যশের আকাঙ্ক্ষী হও, তবে গুণের পরিচয় দাও। গুণের পুরস্কার অবশ্য পাইবে। তোমার যশশ্চন্দ্রমার বিমল কৌমুদীতে বসুধা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

ষট্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রাজধানীতে।

রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন ও শচীপতির প্রাচীন দেওয়ান ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ অতি ম্লানমুখে বসিয়াছেন। সহসা ঘোড়ার ডাক কি জন্ম বন্ধ হইল এবং কি নিমিত্ত রাজা শচীপতির কোন পত্র আসিতেছে না, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, রাজা অসুস্থ। কেহ সিদ্ধান্ত করিতেছেন, রাজা

বিপন্ন; কেহ তদপেক্ষাও কোন ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। রমানাথ তাঁহার দৌত্যের পর হইতে রামদেবের প্রতি সন্দেহের চক্ষে দৃষ্টিপাত করেন। এমন সময় ভজন সর্দ্দার আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করিল। ভজন সরল প্রকৃতির অকপট লোক। সে বলিয়া ফেলিল, "রাজা আমাকে বলিয়া গেল রাজা ঝণ্টুর ছোকে পাগল হয়ে চ'লে গেল না। পুরব দেছের রাজাটা ভাল লোক আছে না। ছে রাজ্য লিতে বড় ভাই রাজাকে কি করলে বলা যায় না। আমাদের রাজাকে অর্দ্ধেক রাজ্যি বা কত লাক টাকা দিবে। তা সে দিবেক না, দিবেক না। আমাদের সোনার রাজাকে ছে কি বিপদে ফেলেছে। আর ঘরে ছুয়ে বছে থাকা যায় না। আমি বুড়চা সত্যি, এখনও আমার গতরে এত ক্ষমতা আছে যে, আমি এখনও বাঘ ধরার পা ধ'রে আছরিয়ে মারতে পারি। আমার ছোনার রাজার গায়, আমার পরাণের রাজার গতরে যে একটা খড়ের আঁচড় দিবেক, আমি তার সর্ব্বনাছ করবো। যদি রাজা রামদেব আমার রাজার মুত্যুই হয়ে থাকে, মুই তা হ'লে তার হাতী ঘোড়া আছড়িয়ে মারবো। তার বাড়ীর ইটগুলা গাঙ্গের জলে ফেলে দেব, আর আমি তাকে বেঁধে আমার রাজার নিকট নিয়ে যাব।"

ভজনের কথা শেষ হইতে না হইতে নীলমাধব ম্লানমুখে ঘর্ম্মাক্ত শরীরে সেই সভাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে ব্যস্তভাবে রাজার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। নীলমাধব রাজার জীবনের কুশল বলিয়া তিনখানি পত্র বাহির করিয়া দিলেন। তিনখানি পত্রের মর্ম্মই প্রায় একরূপ। চন্দ্রমুখীর নামীয় পত্রে লেখা ছিল :—

"শ্রীশ্রী৺ দুর্গা

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

শতকোটি প্রণামান্তে নিবেদনঞ্চ বিশেষ। প্রিয় সখী! আমরা নলডাঙ্গা আসিয়া ভাল করি নাই। রাজা এখনও কিছু বুঝেন নাই। আমরা সকলে বুঝিতেছি। আমাদের আদর যত্নের দিন অতীত হইয়াছে। অপমান-বিড়ম্বনার দিন উপস্থিত। আমরা একরূপ নজরবন্দী হইয়াছি। ঘোড়ার ডাক দু'এক দিনের মধ্যে বন্ধ হইবে। আমাদের কোন ভয় নাই। ভয় রাজার। অর্থই অনর্থের মূল। রাজা রামদেব যুদ্ধের ব্যয় বা অর্দ্ধরাজ্য দিবার ভয়ে রাজার কি দুর্দ্দশা করে, বলতে পারি না। আর স্থির থাকা উচিত নয়। আমাদিগকে দেশে লইবার অছিলায় পরম পূজ্যপাদ সখা ন্যায়পঞ্চানন ও দেওয়ান শ্বশুর মহাশয়কে বলিয়া অনূ্যন পাঁচ হাজার সশস্ত্র সৈন্য ভজন সর্দ্দারের অধীনে এ দেশে পাঠাইবেন। বিলম্বে রাজার জীবনান্তও হইতে পারে। অধিক লেখা বাহুল্য। সন ১১০১ সাল, তাং ২৮শে ফাল্গুন।

সেবিকা তোমার

প্রিয়সখী।"

এই পত্র পাঠান্তে সকলের রোষ ও ক্ষোভের পরিসীমা থাকিল না। রাজা শচীপতির শত্রুপক্ষের শত নিন্দা হইতে লাগিল। তাহার প্রতি সহস্র গালি বর্ষিত হইল। শচীপতির রাজধানীতে "সাজ সাজ" রব উঠিল। সেই মুহূর্ত্তে জমাদার, বরকন্দাজ, পেয়াদা, পাইক প্রভৃতি চারিদিকে সৈন্যসংগ্রহে ছুটিল। ভজন চারি সহস্র সৈন্য আনিতে সম্মত হইয়া স্বগ্রামে প্রস্থান করিল। দেওয়ান এক সহস্র সৈন্য পাঠাইতে পারিবেন প্রকাশ করিলেন। শচীপতির শ্বশুরের জমীদারী হইতে সত্বর এক হাজার লোক প্রেরিত হইল। শচীপতির দেওয়ান বৃদ্ধ হইলেও যুবকের ন্যায় অদম্য উৎসাহে খাদ্য, অস্ত্র-শস্ত্র, হস্তী, অশ্ব, যানবাহন, শিবির প্রভৃতি সংগ্রহ ও সংস্কার করিতে লাগিলেন।

রমানাথ ন্যায়পঞ্চাননের উৎসাহ-উদ্যম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তিনি ঘন ঘন নাসারন্ধ্রে নস্য প্রয়োগ করিতেছেন। তিনি মুখে বলিতেছেন, "আমি নিজে সেনাপতি হয়ে যাব। আমার শরীরে কি শক্তি নাই? আমি কেবল হবিষ্যান্নভোজী ব্রাহ্মণ নই। আমি বীর রাজা শচীপতির সখা। আমার অস্ত্রগুরু স্বয়ং রাজা। আমি মগযুদ্ধে কামান দাগিয়াছি। আমি এবার বৈরিরাজ্য উৎসন্ন দিব। আমি ষষ্ঠ অবতার মহাবীর পরশুরামের স্বজাতি। যুদ্ধ করিব। ত্রেতায় পরশুরাম, দ্বাপরে দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, আর এক কলিতে রমানাথের শৌর্য্যেবীর্য্যে বাঙ্গালা যুগপৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত হবে। ব্রাহ্মণ রোষানলপ্রদীপ্ত হ'লে হিমালয় ভস্ম পরিণত হ'তে পারে, বঙ্গোপসাগর শুকাতে পারে। কোথায় ছার রাজা রামদেব? দুর্ব্বৃত্তের কি স্পর্দ্ধা! কি অহঙ্কার! কি ভীষণ অত্যাচার? যার অনুগ্রহে রাজা, তার প্রতি অত্যাচার? কলিকাল। এ কালে সব সম্ভব, ধর্ম্ম এখন আভিধানিক শব্দমাত্র। কৃতজ্ঞতা এখন কৃতঘ্নতা, আমার সখার কেশাগ্র যে স্পর্শ করবে, আমি তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করব।"

রমানাথ সর্ব্বত্র সেনাগণের নিকট আস্ফালন করিতেছেন। তাঁহার গৃহিণী চন্দ্রমুখী রোদনে বসিয়াছেন। চন্দ্রমুখী নলডাঙ্গা যাইবার জন্য জিদ ধরিয়াছেন। স্যায়পঞ্চানন পত্নীকে নিরস্ত করিবার জন্য অগ্রে চেষ্টা পাইলেন। তিনি যখন দেখিলেন, ব্রাহ্মণী নিরস্ত হইবেন না, তিনি তখন তাঁহাকে গোপনে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। তুমুল উদ্যোগপর্ব্ব চলিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মহম্মদপুর রাজধানী।

রাজা সীতারাম মহম্মদপুরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি নিম্ন-বঙ্গে চুয়াল্লিশটি পরগণা দখল করিয়া লইয়াছেন। সুদীর্ঘ গড়বেষ্টিত তাঁহার চতুষ্কোণ দুর্গ। তাঁহার লক্ষ্মীনারায়ণের জোড়বাঙ্গলা, তাঁহার দশভুজার মন্দির, তাঁহার কনাইপুরের চন্দনকাষ্ঠের দ্বারসম্বলিত কৃষ্ণবলরাম-বিগ্রহ, সুরম্য সুদৃঢ় অট্টালিকা প্রভৃতি, তাঁহার প্রণীত রামসাগর, প্রতিষ্ঠিত সুখসাগর, কৃষ্ণসাগর প্রভৃতি সুদীর্ঘ জলপূর্ণ দীর্ঘিকা সকল তাঁহার লোকহিতকর কার্য্যের পরিচয় দিতেছে। চিত্তবিশ্রামগ্রামে তাঁহার চিত্তবিশ্রামার্থ সুরম্য প্রাসাদ, তাঁহার নন্দনপুরের সুরম্য নন্দনকানন, বিনোদপুরে লোকচিত্ত-বিনোদনার্থ সুবৃহৎ পুষ্পোদ্যান, তাঁহার প্রজাপুঞ্জের স্বাস্থ্যানুরাগের প্রমাণ করিতেছে। তাঁহার কীর্ত্তি-চন্দ্রমার বিমল ভাতিতে সমগ্র বঙ্গ সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজা সীতারামের দান সন্দর্শন করিয়া লোকে তাঁহাকে কলির দাতাকর্ণ, ধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ দেখিয়া লোকে তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বৈরনির্য্যাতনে তৎপর দেখিয়া লোকে তাঁহাকে অরিন্দম ইন্দ্র বলিয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতেছে। সীতারাম রাজকার্য্যে অক্লান্তদেহ, রণাঙ্গনে ধীর স্থির এবং মন্ত্রণায় চিন্তাশীল পণ্ডিত। তিনি প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য প্রাতঃস্নান সমাপনান্তে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া থাকেন। অনন্তর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয়সমূহে গমনপূর্ব্বক দেবদেবীর চরণবন্দনা করত রাজকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া থাকেন। তিনি প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্ণেও রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। রজনীতে গুরু-পুরোহিত, অমাত্য ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণে পরিবৃত হইয়া রাজ্যের উন্নতিসম্বন্ধে বহু পরামর্শে নিযুক্ত থাকেন। তিনি বহু পুষ্করিণী, খাল ও দীর্ঘিকা খনন করাইয়া জলকষ্ট নিবারণ করিতেছেন। তিনি শত শত রাস্তা নির্ম্মাণ করাই প্রজাপুঞ্জের গমনাগমনের সুবিধা করিতেছেন। তিনি শতশত দেবালয় নির্ম্মাণ করাইয়া প্রজাগণের মনে ধর্ম্ম-ভক্তি উদ্দীপনা করিতেছেন। তিনি শত শত হাটবাজার গোলাগঞ্জ প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি-সাধন করিতেছেন। তাঁহার প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে শান্তি, সুখ, স্বাস্থ্য ও প্রাচুর্য্য বিরাজ করিতেছে।

১১০২ সালের চৈত্রমাসের প্রথমভাগে এক দিন প্রাতঃকালে রাজা সীতারাম প্রাতঃকৃত্য ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনপূর্ব্বক লক্ষ্মীনারায়ণ ও দশভুজার মন্দিরে প্রণাম করত রাজভবনাভিমুখে যাইতেছেন। তিনি দেখিলেন, এক সন্ন্যাসী এক আম্রতরুমূলে অগ্নি জ্বালিয়া অগ্নিসেবা করিতেছে। সীতারাম যে কোন সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিতেন। বড় লোকের জীবন বড় বিপৎসঙ্কুল। তাঁহাদের বন্ধুর সংখ্যাও যেমন অধিক, শত্রুর সংখ্যাও তেমনি অগণন। রাজগণ সর্ব্বদাই বহু ছদ্মবেশী শত্রুর আশঙ্কা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে যুরোপখণ্ডে যেমন Anerchist (য়্যানারকিষ্ট) বিপ্লবকারী ও নিহিলিষ্ট (Nihilist) রাজশক্তি-ধ্বংসকারীর দল আছে, ভারতবর্ষেও প্রাচীনকালে সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপ্লবকারীর দল না ছিল, এমন নয়। তাহারা যুরোপখণ্ডের বিপ্লবকারীর দল অপেক্ষা দুর্ব্বল নহে এবং ব্রাহ্মণপদে প্রণত বিন্ধ্যাচলবৎ শত্রুকেও স্থানচ্যুত করিতে পারে। বঙ্গদেশ অগ্নিময় করিতে হইলেও তাহারা রাজগণকে সর্ব্বদা ভীত রাখিতে পারিত। সীতারামের বীর হৃদয়ও অনেক সময়ে এ ভয়ে কম্পিত হইত। তিনি সন্ন্যাসীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি সন্ন্যাসীকে ছদ্মবেশী স্থির করিলেন। তিনি ভাবিলেন, ভদ্রকুলোদ্ভব ভদ্রসন্তান। তিনি সন্ন্যাসীকে পরীক্ষার্থ প্রশ্ন করিবার পর সন্ন্যাসী বাজখাই হিন্দী ভাষায় জানাইলেন, তিনি সন্দিগ্ধচিত্ত লোক ও রাজগণের প্রণাম গ্রহণ করেন না। সীতারাম বুঝিলেন, সন্ন্যাসী বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ লোক। কথা বলিবার সময় সন্ন্যাসী নয়ন উন্মীলন করিল। সীতারাম দেখিলেন, সন্ন্যাসীর নয়নের উজ্জ্বলতায় প্রতিভা ও তেজস্বিতা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া সন্ন্যাসীর ত্রিশূল ও হস্তধারণপূর্ব্বক তাহাকে রাজভবনে লইয়া আসিলেন। তিনি রাজপ্রাসাদে এক সুসজ্জিত কক্ষে এক বাখাঘরে সন্ন্যাসীকে উপবেশন করাইলেন। সন্ন্যাসীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি

সংগ্রহ করিয়া দিবার নিমিত্ত এক জন বুদ্ধিমান্ ভৃত্যকে নিয়োগ করিলেন।

সার্দ্ধদ্বিপ্রহর বেলা পর্য্যন্ত সীতারাম রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া অন্তঃপুরাভিমুখীন হইলেন। তিনি রুদ্ধদ্বার কক্ষে সন্ন্যাসীকে তাঁহার ভৃত্যের সহিত বঙ্গভাষায় কথোপকথন করিতে শ্রবণ করিলেন। তাঁহার সন্দেহ প্রবল হইল। তিনি সন্ন্যাসীর স্বর পরিচিত মনে করিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর নিকট যাইয়া উপবেশনপূর্ব্বক সন্ন্যাসীর প্রতি আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর জানুচুম্বিত শ্মশ্রু-রাজি কৃত্রিম মনে করিলেন। তিনি কৌশলে সন্ন্যাসীর শ্মশ্রু আকর্ষণ করিলেন। শ্মশ্রুরাশি খসিয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীর মস্তক অবনত হইয়া পড়িল। সীতারাম তাঁহার কর্ণের পৃষ্ঠভাগে সাঙ্কেতিক বর্ণার্দ্ধ দেখিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর দীর্ঘকেশ ও গুম্ফ অপসারিত করিয়া, প্রকাশ্যে বলিলেন, "শচে! পোড়ার-মুখো বানর! ছদ্মবেশে সন্ন্যাসী সেজে আমায় পরীক্ষা করতে এসেছিস্। বহুকাল পরে দেখা হ'ল। আয়, দু'জনে কোলাকুলি করি।"

সন্ন্যাসীকে চিনিয়া সীতারামের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। দুই জন পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। শচীপতি বিনীতভাবে বলিলেন, "ভাই রাম! আমি ছদ্মবেশে তোমাকে পরীক্ষা করতে আসি নাই। আমি বড় বিপন্ন হয়ে তোমার আশ্রয় ও সাহায্য নিতে এসেছি। আমার স্ত্রী ও ভগ্নীর জাতি-ধর্ম্ম আছে কি নাই। তাহারা জীবিত আছে কি না সন্দেহ।"

সীতারামকে শচীপতি রাম বলিয়া ডাকিতেন, সীতারাম বলিলেন, "সে কি! তুমি রাঢ়দেশের গৌরব। বঙ্গের বীরকুলের ভূষণ, তুমি দস্যুদলন ক'রে, বর্গী দমন ক'রে বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি হয়েছ। তুমি বিপন্ন ও তোমার স্ত্রী-ভগ্নী জীবিত নাই, এর অর্থ কি?"

শ। তুমি জান না, আমি রামদেবকে রাজা করার জন্য চারি সহস্র সৈন্য লয়ে নলডাঙ্গা রাজ্যে আসি। নলদি, লোহাগড়া ও কালনা থাকিয়া ফৌজদারের অনুরোধে মগদিগকে দূর করি। ফৌজ-সারের সাহায্যে রামদেব রাজা হন। যুদ্ধ অভি-যানের ব্যয় রামদেবের দিবার কথা ছিল। আমার টাকার লোভ ছিল না। ঝণ্টু নামে আমার একটি বড় সর্দ্দারের বর্গী-যুদ্ধে মৃত্যু হওয়ায় আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়। রামদেবও নলডাঙ্গা আস্‌বার জন্য পুনঃপুনঃ পত্র লেখে। আমি নূতন দেশে এলে যদি শান্তি পাই, এই বিশ্বাসে এ দেশে এসেছিলাম। রামদেব আমাকে বন্দী করেন। এবারে আমার স্ত্রী ও ভগ্নী সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাদের জাতি, ধর্ম্ম, এমন কি, জীবন আছে কিনা সন্দেহ।

সীতা। বটে, বটে, আমি শুনেছিলাম, রামদেব এক সান্তাল রাজাকে নিয়ে এসেছিলেন। সেই সান্তালরাজই তীরন্দাজী ও গোলন্দাজী ক'রে মগ দূর করেছিল। তুমি এসেছিলে? তোমাকেই লোকে সান্তালরাজ বলত? সান্তালরাজই শচী-পতি জান্‌লে কি আমি তোমায় ছাড়ি? নিশ্চয় তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তাম। নিশ্চয় আমি তোমাকে আন্‌তাম। যাহা হউক, তুমি ভয় ক'র না। রামদেব আশুক্রোধী। নলডাঙ্গায় লোক আছে। রাণী বুদ্ধিমতী। রামদেবেরও রাগ গেলে খুব ভাল লোক, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্। তোমার স্ত্রী ভগ্নীর উপর কোন অত্যাচার হবে না। রামদেব যদি কিছু ব'লে থাকে, তবে সে ভয় দেখান কথা। তার পর বৈদ্যের ঘরের মেয়ে বামন-কায়েতের মেয়ের মত বোকা-হাবা হয় না। আমি রাণী ভুবনেশ্বরীর বুদ্ধিমত্তার কথা শুনেছি। তিনি পাঠান দস্যুর চক্ষে ধূলো দিয়ে বালিকা অবস্থায় বনে পালিয়ে আপন ধর্ম্ম রক্ষা করেছিলেন। তোমার ভগ্নী হরি পাগলীকে আমি খুব জানি। রাণীও সতী সাধ্বী, তাঁদের ছায়া স্পর্শ করে, এমন কেহ জগতে নাই।

শ। রামদেব অনেক বিষয়ে উদার, আমি জানি। এ একটা বড় স্বার্থ। স্বার্থে লোককে অন্ধ করে। হিতাহিতজ্ঞান থাকে না। রামদেব ভুল করেই ত আমার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করেছেন।

সী। বেলা খুব হয়েছে। সব কথা শুনব। সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করব। তুই আর আমি কি দুই? এ রাজ্য তোর রাজ্য। তুই সন্ন্যাসিবেশ ছাড়্। চল্, স্নান-আহার করি। আমার তিন রকম খাদ্যের বন্দোবস্ত আছে। লক্ষ্মীনারায়ণ ও দশভুজার বাড়ীর প্রসাদ আছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণীরা পাক করেন। বাটীর মেয়েরাও কিছু কিছু পাক করেন। ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ ও বামন ঠাকুরাণীদের পাক খেতে ত তোর কোন আপত্তি নাই?

শ। কিছু না—কিছু না?

অনন্তর ভৃত্যগণ শচীপতির জন্য ভাল বস্ত্র আনিল। তাহারা উভয় রাজাকে নানা সুগন্ধি তৈল মাখাইল। রাজগণ স্নান-আহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরামর্শ।

আজ সীতারামের আনন্দের সীমা নাই। আজ তাঁহার বাল্যসখা শচীপতিকে পাইয়াছেন। আজ তাঁহাদের অধ্যাপক বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়ের উপদেশ-বাক্যগুলি স্মরণ মনে পড়িয়াছে। শচীপতি ভাবিতেছেন, সীতারামই গুরুর উপদেশ বর্ণে বর্ণে কার্য্যে পরিণত করিলেন। সীতারাম ভাবিতেছেন, শচীই অধ্যাপক মহাশয়ের উপযুক্ত ছাত্র। সে স্বার্থত্যাগ ও পরোপকারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সকল দেখাইতেছে। আজ সীতারামের বিশ্রাম নাই। আজ আহারান্তে রাণীমহলে অবস্থিতি করা নাই। আজ দুই বন্ধু আহারান্তে এক পর্য্যঙ্কে বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন। গৃহের দ্বাররোধ করিলেন। গৃহের বহির্ভাগ হইতে ভৃত্য পাঙ্খা আকর্ষণপূর্ব্বক গৃহে বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিল। সীতারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "শচী! রামদেব তোমাকে বন্দী করলেন কেন? তুমি বন্দিগৃহ হইতেই বা কি প্রকারে বাহির হইলে?"

শ। রামদেব ভেবেছিলেন, আমি আর সুদূর নলডাঙ্গা রাজ্যে আস্‌ব না। সুতরাং তাহাকে যুদ্ধের ব্যয় অথবা অর্দ্ধরাজ্য আর দিতে হবে না। আমাকে যে আস্‌তে লিখিতেন, সে বাহ্য সৌজন্যমাত্র। আমি দ্বিতীয়বার এলে রামদেব ভাবলেন, আমি অর্থ বা রাজ্যার্দ্ধলাভে এসেছি। প্রথমে মৌখিক ভদ্রতা ক'রে আদর-যত্ন করলেন। ক্রমে অপমান ও অনাদর করতে লাগলেন। আমাদিগকে নজরবন্দী ভাবে রাখলেন। অপমানে আমার মনও চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। রাজ্যলোভ আমার কিছুমাত্র ছিল না। রামদেব অসামর্থ্য জানাইয়া অর্থ বা রাজ্য দিতে পার্‌বেন না বল্লেই আমি ক্ষান্ত হতাম। আগুন জ্বালিবার জন্য, রামদেবের অত্যাচারের চরম সীমা দেখবার জন্য আমি রাজসভায় প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধব্যয় বা রাজ্যার্দ্ধ চাহিলাম। রামদেব ক্রোধে অধীর হয়ে আমাকে অভদ্রভাবে যথেষ্ট কটূক্তি করলেন এবং সভার মধ্যে শিকলে বেঁধে কারাগারে রাখ্‌লেন। অন্ধকার কারাগৃহে আমার ক্লেশের একশেষ হ'ল।

আবার সেই ঝন্টু সর্দ্দারের স্ত্রী পাগল হয়েছে, সে যোগিনী সেজে দেশে দেশে বেড়ায় ও কবিতায় কথা বলে। কারাবাসের পঞ্চম দিন মধ্যরাত্রে সেই ঝণ্টুর স্ত্রী চাবির দ্বারা দ্বার খুলে, আলো জেলে আমার শিকল কেটে দেয়। আমাকে সঙ্কেতে বেরিয়ে যেতে বলে। আবার চারি বন্ধন ক'রে এক অশ্বত্থমূলে যেতে বলে। অশ্বত্থ-তরুমূলে জ্বলন্ত আগুন ছিল। সে আরও সঙ্কেতে ব'লে দেয়, ঐ আগুনের নিকটে এক কম্বলের মধ্য হ'তে দুখানি হাতে যে বেশ দেয়, তাই পর্‌বে। যে উপদেশ দেয়, কর্‌বে। সে আশ্চর্য্য কম্বল। তার মধ্যে আর কিছু নাই, কেবল দুখানি হাত। আমাকে সন্ন্যাসিবেশ দেয়। একটু তালপত্রে লিখে দেয়—'এই বেশে সীতারামের আশ্রয় লইয়া প্রতিহিংসা লও।' আমি সেই হাত এক অদ্ভুত দৈবহাত মনে কর্‌লাম। সেই শক্তি যোগিনীকে রক্ষা কর্‌বেন ভাবলেম, আমি সেই বেশে তোমার এখানে উপস্থিত। অবশ্য সারারাত্র পথ হেঁটেছি।

সী। আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি, তোমার স্ত্রী-ভগ্নীর ছায়াও কেহ স্পর্শ করতে পারবে না। দৈবশক্তি তোমার সকলকে রক্ষা করবে। তুমি স্বার্থত্যাগী, পরোপকারী, বিনয়ী, জিতেন্দ্রিয় বীর। তোমার সহায়-সম্বলের অভাব কি? তুমি জলে ডুব্‌বে না, আগুনে পুড়্‌বে না। যে শক্তিপ্রভাবে প্রহ্লাদ কোথাও নষ্ট হয় নাই, যে শক্তিপ্রভাবে ধ্রুব বাল্যে হরিদর্শন লাভ করেছিল, যে শক্তিসাধনা ক'রে রাম সাগরজলে পাথর ভাসিয়েছিলেন, যে শক্তি সঞ্চার করে অর্জ্জুন মাতা কুন্তীকে সহস্র সহস্র দৈব স্বর্ণচম্পক সংগ্রহ ক'রে দিয়েছিলেন, যে শক্তিধারী হয়ে নন্দসুত গোপাল গিরিগোবর্দ্ধন ধ'রে রেখেছিলেন, যে শক্তির কণামাত্র পেয়ে রাধা সূক্ষ্ম কেশের উপর দিয়ে গমন ক'রে ছিদ্র কুম্ভে জল এনেছিলেন, যে শক্তিবদ্ধ হয়ে জহ্নুমুনি জাহ্নবীকে পান ক'রে ফেলেছিলেন, যে শক্তি হৃদয়ে পোষণ ক'রে দধীচি, দেবকার্য্যে স্বীয় মেরুদণ্ড দিতে সাহস করেছিলেন, সেই শক্তি নিরন্তর তোমার অলক্ষিতে তোমার রক্ষণার্থ নিয়োজিত আছে।

শ। তুমি বলেছ, তোমার রাজ্য আমার রাজ্য। তোমার সব, আমার সব। আমিও সেইরূপ বলি, আমার প্রশংসা, তোমার প্রশংসা। আত্মপ্রশংসা ক'রে আত্মহত্যা ক'র না। এখনকার পরামর্শ কি, তাই স্থির কর।

সী। আমি ত আত্মপ্রশংসা কর্‌ছি না। তোমার স্ত্রী-ভগ্নীর বিষয়ে উৎকণ্ঠা দূর করবার জন্য কয়েকটা কথা বল্‌লেম। যে দেবতা যোগিনীকে কারাগৃহে পাঠিয়েছেন, যে দেবতার কম্বলাবৃত দুইখানি হাত তোমাকে সন্ন্যাসিবেশ দিয়েছেন, সেই দেবতাই তোমার স্ত্রী-ভগ্নীকে রক্ষা করেছেন। যদি আমি তোমাকে দু'একটা প্রশংসার কথা ব'লে

থাকি, সে তোমাকে উৎসাহ দিবার জন্য। তুমি পূজ্যপাদ গুরুদেবের উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন কর্‌লে।

শ। তুমি কর নাই? তুমি এ দেশের দস্যু দমন করেছ। মগ, পর্ত্তুগীজ তাড়াচ্ছ। এ অরাজক দেশে রাজ্য স্থাপন ক'রে প্রজার সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কর্‌ছ। তুমি কত লোকের যে কত উপকার কর্‌ছ তা ব'লে শেষ করা যায় না। স্বয়ং ভূষ্‌ণার ফৌজদার তোমাকে ভয় করেন। তোমার আধিপত্যের বৃদ্ধি এখন তাঁহার পক্ষে অসহ্য হয়েছে। আমি প্রথম বারে এ দেশে এসে লজ্জায় তোমার সহিত দেখা করি নাই। যখন আমি জানলেম, এ দেশে মগ তাড়ানোর লোক থাকা সত্ত্বেও আমাকে মগ তাড়ানোর জন্য ফৌজদার নিয়োগ কর্‌লেন, তখন আমি ইহার কারণ জানতে অভিলাষী হই। আমি জান্‌লেম, ফৌজদারের ইচ্ছা, তোমাকে দেখান তোমার ন্যায় অনেক লোক তাঁর হাতে আছে। তখন আমি লজ্জিত হলেম। তখন আমি ভাবলেম, বন্ধুর কার্য্য না ক'রে আমি তাঁহার পরাক্রম প্রকাশে বাধা দিলেম। এবারে এসেই তোমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু রামদেব আস্‌তে দেয় নাই।

সী। বাজে কথায় আর কাজ নাই। কাজের কথা বলা যাউক। তোমার ন্যায় এক জন লোক আজ কাল এ দেশে প্রয়োজন হয়েছে। তুমি এ দেশেই থাক। রামদেবের রাজ্য আমার রাজ্যের পাশে। রামদেবের রাজ্যে আমার রাজ্য অপেক্ষা অধিকতর শান্তি স্থাপিত। তাঁহার সৈন্য সামন্ত অতি অল্প। আমার বিশহাজার বেলদার সৈন্য সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আমার দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য আজ্ঞামাত্র যুদ্ধে যেতে পারে। আমি দুদিনের মধ্যে সমগ্র নলডাঙ্গা রাজ্য তোমাকে নিয়ে দিতে পারি। চল, একটা শুভ দিন দেখে নলডাঙ্গা রাজ্যে প্রবেশ করি। তোমার অপমানের প্রতিশোধ লই। তোমাকে নবগঙ্গা নদীতীরে আমার রাজধানীর নিকটেই রাজধানী কর্‌তে হবে। তুমি আমার নিকটে থাক্‌লে আমার অনেকটা সাহস থাকে।

শচীপতি সীতারামের কথায় আর প্রতিবাদ করিলেন না। সেই দিন অপরাহ্নে সীতারামের সভায় সীতারামের দ্বার-পণ্ডিতগণ যুদ্ধ-যাত্রার শুভদিন স্থির করিয়া দিলেন। সীতারামের রাজধানীতে "সাজ সাজ" রব উঠিল। দশ সহস্র পদাতিক ও পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী নলডাঙ্গা রাজ্যে প্রবেশ করিতে স্থিরীকৃত হইল।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নলডাঙ্গা রাজধানী।

শচীপতি বন্দিগৃহ হইতে পলায়ন করিয়াছেন। কারাগৃহে শচীপতিস্থলে এক পাগলিনীকে পাওয়া গিয়াছে। কারাগৃহে যেরূপ তালাবদ্ধ—সেইরূপ তালাবদ্ধই ছিল। কারাধ্যক্ষের কোটিসংলগ্ন চাবী কোটিসংলগ্নই ছিল। শচীপতির পলায়ন এক অদ্ভুত ব্যাপার। কারাগৃহের কিঞ্চিৎ দূরে এক অশ্বত্থমূলে সেই পাগলিনী যোগিনী মৃত্তিকায় ত্রিশূল প্রোথিত করিয়া অগ্নি জ্বালিয়া বসিয়া ছিল। দুইখানি হস্ত একখানি কম্বলের মধ্য হইতে বাহির হইয়া সঙ্কেতে যোগিনীর সহিত কথা বলিতেছে। কারাধ্যক্ষ ও অনেক প্রহরী সেই আশ্চর্য্য হস্ত দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা সুন্দররূপে দেখিয়াছেন, হাত দুখানি মাটী হইতে বাহির হইয়াছিল। তন্নিম্নে কোন মানুষ ছিল না। শচীপতির পলায়নের পর সে স্থান অনুসন্ধান করা হইয়াছে। সে স্থানে ভূগর্ভে এমন কোন গর্ত্ত ছিল না যে, কোন মানুষ পলাইয়া থাকিতে পারে। কেহ কারাধ্যক্ষ ও প্রহরিগণের কথা বিশ্বাস করিতেছে না। রামদেব ক্রোধবশে সভায় যাহাই বলুন, শচীপতি ও তাঁহার স্ত্রীর প্রতি কোন অত্যাচার করিবার ইচ্ছা ছিল না। শচীপতি বন্দী হওয়ার পর রামদেব স্ত্রীলোকের দ্বারায় শচীপতির বাসাবাটীর সন্ধান লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ভগ্নীকে আর সে গৃহে দেখা যায় নাই। শচীপতির দাসদাসীগণ সকলেই সে বাটীতে ছিল, কিন্তু কেহই রাণী ও হরিমতীর সংবাদ বলিতে পারিল না। স্বয়ং রামদেবের রাণী শচীপতির রাণীর প্রতি অত্যাচার নিবারণ করিবার মানসে শচীপতি বন্দী হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাসাবাটীতে গমন করিয়াছিলেন। তিনিও রাণী ভুবনেশ্বরী ও হরিমতীর কোন সন্ধান পান নাই। প্রহরি-পরিবেষ্টিত বাটী হইতে দুইটি কুল-ললনার অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ারও একটি আশ্চর্য্য কাণ্ড।

সকলে যে যাহাই বলুক, রামদেব কোন কাণ্ডকেই আশ্চর্য্য মনে করিতেছিলেন না। তিনি ভাবিতেছেন, ঝণ্টুর স্ত্রী কৃত্রিম পাগলিনী ও ভণ্ড যোগিনী। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ঝণ্টুর স্ত্রী উৎকোচে কারাধ্যক্ষ ও প্রহরিগণকে বাধ্য করিয়া সকলকে সরাইয়াছে। রামদেবের সকল ক্রোধ যোগিনীর উপর। তিনি যোগিনীর হস্তপদ এক দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া অন্তঃপুরে রাখিয়াছেন। তাহার কটিদেশ পর্য্যন্ত ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া তাহাকে শিকারী কুক্কুর

দিয়া খাওয়াইবেন। যন্ত্রণায় দুষ্টা রমণী সকল কথাই প্রকাশ করিবে।

রাজার এই দণ্ডাজ্ঞার কথা প্রকাশ হইবার পর রাজধানীতে হাহাকারধ্বনি উঠিল। অনেকেই জানিয়াছিল, যোগিনী আমলকী, হরিতকী, বয়ড়া প্রভৃতি ফল ও দূর্ব্বাঘাস এবং বিল্বপত্র খায়, আর কিছুই খায় না। এইরূপ সামান্য দ্রব্য আহার করিয়াও যোগিনীর ক্ষীণ দেহে দেবদুর্ল্লভ রূপলাবণ্য থাকায় অনেকেই তাহাকে দেবতা মনে করিত।

যোগিনীর দণ্ডের সময় উপস্থিত হইল। রাজসভার অদূরে এক গর্ত্ত কাটা হইল। তিনটি শিকারী তীক্ষ্ণ-দশন ভীষণদর্শন অভুক্ত কুকুর শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তথায় আনা হইল। রাজা স্বয়ং ভৃত্যগণের সহিত রুদ্ধদ্বার অন্তঃপুরের কক্ষ হইতে যোগিনীকে আনয়ন করিতে গমন করিলেন। রামদেবের সহধর্ম্মিণী পতির পদযুগল ধারণ করিয়া বলিলেন, "নাথ! এই যোগিনী প্রকৃতই পাগলিনী। এ মানবী কি দেবী বুঝা ভার। এ হরিতকী আমলকী আর একটু জল খায়, তথাপি ইহার রূপলাবণ্য দেবীর মত। আপনি বলেছেন, এক বাগদী-কন্যা আপনার জীবন দান করে। এই সেই ঝণ্টুর স্ত্রী। একে স্ত্রীলোক, তাহার উপর আপনার জীবনদাত্রী। এ কিছুই করে নাই। ইহার কিছু করার সাধ্যিও নাই। আমার বিশেষ অনুরোধ, ইহাকে যন্ত্রণা দিয়ে বধ ক'রে স্ত্রীবধ ও কৃতঘ্নতা পাপ করবেন না।" রাজা রাণীর কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি রুদ্ধদ্বার কক্ষের দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, যোগিনী হস্ত-পদের শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ত্রিশূলহস্তে দণ্ডায়মান আছে। সে রাজাকে দেখিয়া সহাস্যে গাহিতে লাগিল,—

আমায় চিন্‌তে পার নি আমি পাগলিনী।
ঝণ্টুর গৃহিণী আমি এখন রাজরাণী॥
আমায় দণ্ডিবে রাজা সাধ তব মনে।
আমি কিছুই করি নাই শুন তা শ্রবণে॥
গুরু বসে হৃদিমাঝে অসাধ্য সে সাধে।
সর্ব্বাপদে তরি আমি তাইতে অবাধে॥
ফেলি লৌহ-বেড়ি ছিঁড়ি বিশ্বাসের জোরে।
দেব-শক্তি সংসারেতে সকলেই ডরে॥
আমায় চিনতে পার নি আমি পাগলিনী।
ঝণ্টুর গৃহিণী আমি এখন রাজরাণী॥

রামদেব। আর ভয় দেখাতে হবে না। গুরু, দেবতা, দেবশক্তি সব এখনই দেখা যাবে।

এই কথা বলিয়া রামদেব স্বহস্তে সবেগে আকর্ষণ করিয়া যোগিনীকে গৃহ হইতে বহির্গত করিলেন। তিনি স্বহস্তে দৃঢ় শৃঙ্খলে তাহার হস্তপদ বন্ধন করিলেন। তিনি সবেগে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া বধ্যভূমে লইয়া চলিলেন। রাজা, রাণীর অশ্রুপ্লাবিত মুখের প্রতি দৃষ্টি করিলেন না।

বধ্যভূমিতে যাইবা মাত্র যোগিনী রাজার হস্ত হইতে ছুটিয়া গেল। সে অনায়াসে হস্তপদের শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলিল। সে বিষম উন্মত্তের ন্যায় ত্রিশূল ঘুরাইতে ঘুরাইতে মুক্তকেশে সদর্পে ধরাপৃষ্ঠে পদাঘাত করিতে লাগিল। সে গাহিতে লাগিল :—

গুরু-আশীর্ব্বাদে আমি সদা লভি জয়।
শত মত্ত-হস্তী বল মম সম নয়॥
মিছে কেন রাজা তুমি এই গর্ত্ত কর?
অকারণ কর কেন এত আড়ম্বর॥
মরার আসিলে দিন মরিব আপনি।
রাজা যাবে আমি যাব যাবে রাজরাণী॥
আমায় চিন্‌তে পারনি আমি পাগলিনী।
ঝণ্টুর গৃহিণী আমি এখন রাজরাণী॥

যোগিনীর ক্ষীণ দেহে এত শক্তি দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। অকস্মাৎ দিনের সেই একপ্রহর বেলার সময়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে বসুন্ধরা আবৃত হইল। ঘনঘন ভীষণ ভূমিকম্পে বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল। প্রলয়কাল যেন উপস্থিত হইল। সকলেই বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিতে লাগিল। রাজবাড়ীর সম্মুখস্থিত বেগবতী নদীর পরপারস্থিত রঙ্গমহল সুন্দর অট্টালিকা হুড়মুড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলের দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইল। ভূমিকম্প থামিল, যোগিনীকে কেহ আর তথায় দেখিতে পাইল না। বহু সন্ধানে আর কেহ কোথায়ও তাহাকে পাইল না। প্রায় দুই দণ্ড পরে আবার সূর্য্যরশ্মি পরিদৃশ্যমান হওয়ায় সন্ধ্যার অন্ধকার দূরীভূত হইল। সমবেত জনগণের বিস্ময়ের সীমা থাকিল না। রামদেবের হৃদয়ও ভয়ে কম্পিত হইল।

পণ্ডিতগণ এরূপ অন্ধকার হইবার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন, সে দিন অমাবস্যা। এক জন প্রাচীন জ্যোতিষী চিন্তা করিয়া বলিলেন, পঞ্জিকাকারগণের ভ্রম হইয়াছে। বোধ হয়, গ্রহণজনিত সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস হওয়ায় এরূপ অন্ধকার হইয়াছে।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শরগুনায়।

দয়ালচাঁদ ভট্টাচার্য্য শরগুনাগ্রামে এক জন প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ। তাঁহার বহু যজমান ও বহুশিষ্য। দয়ালচাঁদের দুইটি পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গাধর শিরোমণির বাটীর উপরেই চতুষ্পাঠী আছে এবং তিনি বহুছাত্রকে স্মৃতিশাস্ত্র পড়াইয়া থাকেন। দয়ালচাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র জটাধর ন্যায়রত্ন নবদ্বীপে তাঁহার অধ্যাপকের চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপকতা করেন। দয়ালের অনেকগুলি পৌত্র ও পৌত্রী। সুরধুনী দয়ালের একটি পৌত্রীর নাম। মেয়েটির বয়স পাঁচ বৎসর। সে সাহসী, অমায়িক, সরল ও মিষ্টভাষী। দয়ালের প্রচলিত নাম দয়ালচাঁদ হইলেও তাঁহার ভাল নাম দেবীপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ ছিল।

আজ একপক্ষ হইল দয়ালের বাটীতে নবদ্বীপ অঞ্চলের দুই শিষ্যা আসিয়াছেন। শিষ্যা দুইটি কৃষ্ণাঙ্গী ও দন্তুরা। সুরধুনী তাহাদের খুব বাধ্য হইয়াছে। সুরধুনী তাঁহাদিগকে পিসী বলিয়া ডাকে। তাঁহারা যে সময়ে আহার করেন, সেই সময়ে আহার করে। সে তাঁহাদের দ্বারায় চুল বাঁধায় এবং তাঁহাদের নিকট উপকথা শুনে।

এই শিষ্যার নাম সারদা ও বরদা।

সারদা সুরধুনীর কেশ বন্ধন করিতেছেন, বরদা দয়ালচাঁদের স্ত্রীর ব্যবহারের জন্য একখানি সুন্দর কাঁথা সেলাই করিতেছেন, সুরধুনীর পিতামহী নিকটে উপবিষ্টা আছেন, সুরধুনী কহিল, "ঠাকুর মা! ছোট পিসী মা এমন সুন্দর ক'রে চুল বেঁধে দিচ্ছেন, চুল বান্ধার পরে আমি আর এ ময়লা ডুরেখানা পরব না। আমায় একখানা ভাল ধোপাবাড়ীর কাপড় পর্‌তে দিতে হ'বে।

সুরধুনীর পিতামহী কহিলেন, "তোর কাপড় দিয়ে আর আমি পরে আসিতে পারি না। তোর কি আর ধোলাই কাপড় আছে যে দিব? যে খান ধোলাই কাপড় আসবে, সেই খানাই দুদিন পরে ময়লা করবি।" সুরধুনী অল্পদিন হইল, প্রতিবেশী দুইটি কন্যার বিবাহ দেখিয়াছে, একটি কন্যা আইবড় ভাতে ও ফুলশয্যায় সুন্দর সুন্দর বহুমূল্য একশত আটখানি কাপড় পাইয়াছে। তাহার বিশ্বাস, বিবাহ হইলেই অনেক বস্ত্র লাভ হয়। সে মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "কাপড় দিতে না পার, একটা রাঙ্গা বর এনে আমার বিয়ে দাও! আমি কত কাপড় পাব এখন।"

পিতামহী কহিলেন, "রাঙ্গা বর ত ঠিক করাই আছে, বিয়ে করলেই পারিস।"

সুরধুনীর পিতামহ এই সময়ে সেই গৃহের পশ্চাদ্‌দিকে বেগুন-ক্ষেত হইতে বেগুন তুলিতেছিলেন। তিনি এই কথোপকথন শুনিয়া সহাস্যে বলিলেন, "বুড়ীর এখন অরুচি হয়েছে, সে এখন বর বিলাতে বসেছে।" সুরধুনী সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর মা, তোমার বিয়ে হয়েছে নাকি? তোমার রাঙ্গা বর আছে? তুমি কাপড় পেয়েছ? তার দুই একখানা আমাকে দিতে পার?" সুরধুনীর এই কথায় তাহার পিতামহ, পিতামহী, সারদা ও বরদা হাসিলেন। সুরধুনীর বড় রাগ হইল। সে দৌড়াইয়া পিতামহের নিকটে যাইয়া তাহার কাপড় টানিয়া বাড়ীর উপর লইয়া আসিল এবং ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "দেখ ঠাকুর দাদা, এই ঠাকুর মা বুড়ী বড় দুষ্ট হয়েছে। ইহার রাঙ্গা বরের কথা আমাকে বলে না। ওর বিয়ের কাপড় একখানা আমাকে প'রতে দেয় না। এমন কি দেখতেও দেয় না।" পিতামহ কহিলেন, "বুড়ীর পাকা চুলগুলো মুটে মুটে ছিঁড়তে আরম্ভ কর। আর গোটা কয়েক শক্ত শক্ত কিল বুড়ীর পিঠে মার। তা হ'লে সব দেখাবে, সব বলবে।" এমনিই রক্ষা নাই, তাহার উপর পিতামহের আদেশ পাইয়া সুরধুনী একেবারে সকলগুলি কেশ উপড়াইবার উপক্রম করিল। বৃদ্ধা নিরুপায় হইয়া পরিধানের অতি মলিন বস্ত্র দেখাইয়া বলিলেন, "এই আমার বে'র কাপড়, আর ঐ বুড়ো মিনসে আমার বর। তোরও ঐ বর ঠিক করেছি।"

সুরধুনী তখন ক্ষোভে কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল, "শুনেছ ঠাকুর দাদা! পোড়ারমুখী বুড়ী বলে কি? তুমি নাকি মিন্‌সে? তুমি নাকি আমারও বর, ও পোড়া বুড়ীরও বর?" দয়ালচাঁদ রোরুদ্যমানা পৌত্রীর মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "ও বুড়ীর কথা শুন না, ওর কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই। আমি তোমার খাসা রাঙ্গা বর এনে দিব, ও বুড়ীর বরও দেব না—বিয়েও হবে না।"

সুরধুনী পিতামহের সান্ত্বনায় সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় চুল বাঁধিতে ও আলতা পরিতে বসিল। তাহার পিতামহ পিতামহী স্ব স্ব কার্য্যে গমন করিলেন। সুরধুনী আবার প্রশ্ন করিল, "পিসী মা, তোমাদের বিয়ে হয়েছে? রাঙ্গা বর আছে? কাপড় পেয়েছ?"

সারদা ও বরদা উত্তর করিলেন, "হাঁ।" সুরধুনী আবার বলিতে লাগিল, "পিসী মা, তোমার

বাড়ী যাওয়ার সময় আমাকে নিয়ে যাবে ত? তোমাদের বেশ চুল, ও গুলি যদি আমার পা পর্য্যন্ত পড়ে, তোমাদের মুখের হাতের পায়ের রং একটু কালো, তোমাদের হাঁটু হইতে মাজা পর্য্যন্ত রং যদি সকল গায়ের মতন হইত, তা হ'লে তোমরা দুর্গাপূজার জোড়া দুর্গা হ'তে।"

বরদা। সে কি সুরধুনী? আমাদের গায়ে কি দুই রং? মানুষের গায়ে কি দুই রং থাকে? আমার মা, খুড়ীমা, দিদি মা, এদের সকলেরই গায় এক রং। বোধ হয় তোমাদের দেশে দুই রঙ্গা মানুষ, আমাদের দেশে এক রঙ্গা।

সারদা। আমারও এক রঙ্গ।

সুরধুনী। মিছে কথা, মিছে কথা। হাঁটুর কাপড় বা তোমাদের মাজার কাপড় একটু সরাইয়া আমি দেখাতে পারি, তোমাদের দুই রং।

বরদা। তা হ'তে পারে। মানুষের যে জায়গা সর্ব্বদা কাপড়ে ঢাকা থাকে, সে জায়গার রং একটু পরিষ্কার থাকে।

সুরধুনী। তা হ'লে মা খুড়ীমার মাজা হাঁটুর রং অন্য রকম হয় না কেন?

সারদা দেখিলেন, সুরধুনী অল্পবয়স্কা বালিকা হইলেও তাহাকে নিরস্ত করা সহজ নহে। তিনি বলিলেন, "দেখ মা সুর, এই দুই রং-আওলা মানুষ বড় অকপালে, আমাদের দুই রং যদি কাহারও কাছে বল, তা হ'লে তোমার ঠাকুর মা ঠাকুর দাদা আমাদিগকে তাড়িয়ে দিবেন। তোমার গল্প শুনাও হ'বে না।"

সুর। না পিসী মা, আমি কারো কাছে বলব না। মা, খুড়ী মা, দিদি মা, কেউ ভাল মানুষ না। কেউ আমাকে ভালবাসে না। কেউ আমাকে উপকথা শুনায় না। আমাকে পুতুল গ'ড়ে দেয় না। আমার ফুলের মালা গেঁথে দেয় না। ফুল তুলে দেয় না। উঁচু গাছ হইতে ফুল পেড়েও দেয় না। আমি তোমাদিগকে ছাড়ব না, কোথায়ও যেতে দিব না। আর একটা কথাও পিসীমা মনে পড়েছে। তোমরা ঘোমটা দিয়ে থাকো, তোমাদের কানের পিঠের রংও বেশ সুন্দর।

বরদা। তা আমরা ঘোমটা দিয়েই থাকব, তোমাকে আমরা বাড়ী যাওয়ার সময় নিয়ে যাব। আরও কত ভাল পুতুল ও পুতুলের কাপড় দিব। এক বাক্স গয়না দিয়ে তোমার সকল গা সাজিয়ে দিব। দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল রাজা বর এনে দিয়ে দেব। রাঙ্গা, কালো, হলুদে, সবুজ, বেগুনে, সাদা রঙ্গের তিন বাক্স কাপড় দিব। বাড়ীতে দালান কোঠা ক'রে দিব।

সুরধুনী এই সকল কথা শুনিয়া যার-পর-নাই সুখী হইল। সে হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার গলায় কি কি গয়না দিবে? আমার দালান কোঠা-আওলা বাড়ীতে তোমরা, ঠাকুর মা, মা, খুড়ীমা সকলে যাবে ত?"

সারদা। তোমার গলায় চিক, কণ্ঠমালা, পাঁচনহরী, হেলেহার, দড়াহার দিব। হাতে বালা, চুড়ী, লবঙ্গ ফুল, নারিকেল ফুল, অনন্ত, তাবিজ, বাজুও দিব। তোমার সর্ব্বাঙ্গে সোনা রূপা দিয়া মুড়ে দিব।

সুর। আমি সে সকল গওনা গায় দিয়ে, পাছা কাপড় প'রে তোমাদের কোলে উঠে পাকড়াসী-বাড়ী, সা-বাড়ী, বাঁড়ুয্যে-বাড়ী বেড়াতে যাব।

বরদা। তা যাইও। গহনার কথায় সুরধুনীর এত আহ্লাদ হইল যে, সে ছুটিয়া দিদি, মাতা ও খুড়ীমাতাকে এই সব জানাইতে দৌড়িল। সারদা বরদা গা টিপিয়া বলিলেন, "সুর খুব ধরেছে। এখনই সাবধান হওয়া উচিত।"

বরদা। এখনই সারছি। কেশুরের গাছ, হাঁড়ির কালী আর কাগজি লেবু, এ বাড়ীতেই আছে। আজ রাত্রেই সারতে হবে।

সারদা। কি ভাগে কি দিতে হয় জানত?

বরদা। কাল কেশুরের রসে লেবু গুলিলেই হ'ল। লেবুর রস অম্ল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নলডাঙ্গায়।

রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন ও নীলমাধব সেন ভজন সর্দ্দারকে সেনাপতি, নানটু পেনটু কালু ও মালুকে সেনানায়ক করিয়া ছয় সহস্র সৈন্যসহ আসিয়া নলডাঙ্গা রাজধানী অবরোধ করিয়াছে। রামদেব দুই সহস্র সৈন্য রাজধানী রক্ষার জন্য রাখিয়া, বহু সহস্র সৈন্যসহ সীতারাম ও শচীপতির সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন। রামদেবও যোদ্ধা কম নহেন, তাঁহার সৈন্যসংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। কৌশলে ও কূট মন্ত্রণায় রামদেব সীতারাম ও শচীপতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। তাঁহার পায়রার দল প্রতিদিন রাজধানী হইতে গোপালপুরে ভ্রমণ করে এবং গোপালপুর হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই পারাবত

দলই পত্রবাহক। রাজা রামদেব প্রতিদিন দুইবার রাজধানীর সংবাদ পাইতেছেন।

সীতারাম ও শচীপতি নলডাঙ্গার অনেক রাজ্য জয় করিয়া লইয়াছেন। সেই গ্রাম সকল দুই পরগণায় বিভক্ত করা হইয়াছে এবং পরগণা দুইটির নাম হইয়াছে ভড়কতে জঙ্গপুর ও নান্দুয়ালী। ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী নবগঙ্গা নদীতীরে শচীপতির রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিবার স্থান মনোনীত করা হইয়াছে। অনেক তৃণগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। কয়েক লক্ষ ইষ্টক ও টালী প্রস্তুত ও দগ্ধ করা হইয়াছে। দীর্ঘিকা পুষ্করিণী খনন জন্য খনক সংগৃহীত হইয়াছে। সীতারাম ও শচীপতি অট্টালিকা নির্ম্মাণ, স্তম্ভ রোপণ ও দীর্ঘিকাপুষ্করিণীর স্থান নির্ণয় করিবার জন্য নান্দুয়ালীতে আসিয়াছেন। সীতারামের সেনাপতি রামরূপ ঘোষ ও সেনানায়ক রূপচাঁদ ঢালী গোপালপুরে নবগঙ্গা নদীতীরে অবস্থান করিতেছেন। রাজা রামদেবের সৈন্যদল গোপালপুরের প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছে।

ভজন একবারে নলডাঙ্গা রাজপ্রাসাদে উপস্থিত।

রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন অনুসন্ধানে জানিয়াছেন, শচীপতি সীতারামের সহায়তা লইয়া বহু গ্রাম জয় করতঃ গোপালপুরে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা রামদেব তাঁহাদিগের গতিরোধ করিবার জন্য গোপালপুরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন। সম্মুখযুদ্ধ এখনও হয় নাই। পাগলিনী যোগিনীর দণ্ড হইবার উপক্রমে নানা বিঘ্ন হইয়াছে। যোগিনী পলায়ন করিয়াছে এবং সে নিরুদ্দেশ। যে রাত্রে প্রহরিগণ ও কারাধ্যক্ষ ভূগর্ভ হইতে উত্থিত দুইখানি হস্ত দর্শন করে এবং তন্নিকটে প্রজ্বলিত অগ্নিসম্মুখে যোগিনীকে দেখে, সেই দিনই কারাগার হইতে শচীপতি পলায়ন করেন। রাণী ভুবনেশ্বরীর ও হরিমতীর কোন সন্ধান এ পর্য্যন্ত হয় নাই। রমানাথ যোগিনীর আগমন ও ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হস্তদ্বয়ের উপাখ্যান শুনিয়াই বুঝিয়াছেন, কোন অসাধারণ দৈবী শক্তি শচীপতির সহায় হইয়াছেন।

রমানাথ রহস্য করিবার ও ভজন সর্দ্দারের মন পরীক্ষার নিমিত্ত বলিলেন, "নীলমাধব ভায়া! তুমি আর শচীপতি ত হ'লে গৃহশূন্য। তোমার আমার ও সর্দ্দারের প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রে এস না আমরা রাজা রামদেবের রাজধানী ভাগ করি। রাজপ্রাসাদের ইটগুলি বেগবতী নদীতে ফেলে দেই। রাজকোষ লুণ্ঠন করি। যোগিনার প্রতি দণ্ড বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে, আমরা রাজললনাগণকে সমুচিত দণ্ড দিই।" নীলমাধব উত্তর করিলেন, "আমি গৃহশূন্য হই নাই। শচীপতিরও স্ত্রী-বিয়োগ হয় নাই, ভুবনেশ্বরী ও হরিমতি যেমন বুদ্ধিমতী তেমনই শুদ্ধাচারিণী। তাঁহাদের কেশাগ্র স্পর্শ করে এমন লোক জগতে নাই।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চন্দ্রমুখী রমানাথের সঙ্গে আসিবার জিদ ধরিয়াছিলেন এবং সঙ্গে আসিয়াছেন। শিবির-সম্মুখে কথা হইতেছিল। চন্দ্রমুখী শিবিরে বস্ত্রান্তরালে থাকিয়া রমানাথকে বলিলেন, "ছি, কি কথা বল। রাগে তোমার হিতাহিত জ্ঞান নাই। রাজা নাই, রাজবাড়ী নাই, রাণী ও রাজপুরীর স্ত্রীলোকদের কোন দোষ নাই। রাজবাড়ীর ইট নদীর জলে ফেলবে, রাজকোষ লুঠবে, স্ত্রীলোকদিগকে শাস্তি দিবে, এ কথা তোমার মত পণ্ডিতের মুখে শোভা পায় না।"

র। তুমি চুপ কর, দেখি কে কি বলে। আমি কি সত্যি সত্যিই এ সব করতে যাচ্ছি।

ভজন সর্দ্দার কহিল, "আরে পণ্ডিত জি, তুই কি মোরে ভীরু কাপুরুষ পেয়েছিস, আমি তেমন আদমি আছি না। আমি জেনানা লোককে কিছু বলি না। মায়ে-মানুষ আমার মা'র জাতি, তারা আমার মা। আমার রাজা ডাকাত তাড়াইতে শিখাইয়াছে, ডাকাতি করিতে শিখায় নাই। আমরা ইট পাথরে ঘর গড়তে পারি। ঘর ভাঙ্গতে জানি না ; মানুষে অনেক দিন খেটে যে বাড়ী করেছে, মিত্রের হউক আর মুদ্দয়ের হউক, তাহা ভাঙ্গা মানুষের কাম নয়। অমানুষের কাম আছে। একটা মানুষের পরাণ দেওয়া যায় না, এরা মানুষকে খুনী করা যায় না। আমি মানুষ মারব না। মেয়েমানুষ কি পুরুষমানুষকে দুঃখ দিব না।" কালু সর্দ্দার কহিল, "রাণী মা ও পিসীমার উপর যদি কোন জুলুম হয়ে থাকে, তারা যদি পরাণে ম'রে থাকেন, তবে সর্দ্দার ভাইয়া, আমি ও সকল ধর্ম্মের কথা শুনব না।" পেন্টু, নান্টু ও মালু সমস্বরে বলিল, "হাঁ হাঁ তা শুনব না, শুনব না। মায়ে-পুরুষ সব মারব। রাজবাড়ীতে দীঘি কাটব। গ্রামের পর গ্রাম পুড়াব। আমাদের সোনার মা, সোনার পিসী ; আমাদের লক্ষ্মী সরস্বতী না মিলিলে আমরা পাগল হ'ব, ক্ষেপে উঠব। বুনার রাগ না বাঘের রাগ হ'বে। আমরা ধরতে পারব—ছাড়তে পারব না।"

এই সময় শচীপতির স্বহস্ত-লিখিত সাঙ্কেতিক চিহ্নযুক্ত দুইখানি পত্র রমানাথ ও নীলমাধবের নিকট আসিল। পত্রে শচীপতি রমানাথকে সসৈন্যে গোপালপুরে যাত্রা করিতে লিখিয়াছেন। শিবির উঠাও

হইয়াছে লিখিয়াছেন। শেষাংশে আরও লিখিয়াছেন, সকলের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। পুরুষমহলে বহুবার পঠিত হইল। বস্ত্রগৃহের অভ্যন্তরে রমানাথও বহুবার পত্র পাঠ করিলেন। সকলের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল, এই পত্রাংশের অর্থ করা লইয়া গোল বাধিল। রমানাথের দুই ব্যাখ্যা, দুই রাজা ও রাজ-সৈন্যগণ কুশলে আছেন। চন্দ্রমুখীর ব্যাখ্যা, রাজা রাণী ও ভগ্নীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। রাণী ও রাজভগ্নী নিরাপদে রাজার নিকটে গমন করিয়াছেন। আমরা দেখিব, রমানাথ বড় পণ্ডিত না চন্দ্রমুখী শ্রেষ্ঠতর বিদুষী।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নব রাজধানী।

শচীপতির নব নান্দুয়ালী রাজধানীর স্তম্ভ রোপণ হইয়াছে। নির্ম্মাণকার্য্য ত্বরিত ভাবে হইতেছে। দীঘি, পুষ্করিণী খনন আরম্ভ হইয়াছে। শচীপতি ও সীতারাম কল্য প্রত্যুষে গোপালপুরে যাইবেন স্থির হইয়াছে। এখন সম্মুখযুদ্ধ অনিবার্য্য। বৈশাখের প্রথম ভাগ। কাল বৈশাখী আরম্ভ হইয়াছে। প্রবল বায়ুতে প্রস্ফুটিত পুষ্পকোরক সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় নষ্টপ্রায় হইতেছে। বকুল উড়িতেছে, করবী দুলিতেছে। পূর্ব্বসুন্দরীগণের মহা বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। রসাল টুপ টুপ করিয়া পড়িতেছে, পনস দোল খাইতেছে, নারিকেল-কান্দি দুলিয়া দুলিয়া বৃক্ষসংঘর্ষে ঠং ঠং শব্দ করিতেছে। জম্বু-পত্রের মধ্য হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। জম্বু মনে মনে বলিতেছে, "বড় হওয়ার মজা ঠিক পাও।" আনারস নিম্নে থাকিয়া হাসিয়া হাসিয়া কহিতেছে, "উপরেও যাই না, ঘা গুঁতাও খাই না।" পেয়ারা সকলের সকল গোল মিটাইয়া বলিতেছেন, "উপরে উঠতে পারলে, কি বড় হ'তে পারলে, কি ছাড়তিস্? বড় হ'তে হ'লেই বড় বিপদ মাথায় ক'রে লইতে হয়।" তাল গর্ব্বভরে বলিতেছেন, "উপরে উঠতে হলেই কি ঘা গুঁত খেতে হয়, উঠতে জানা চাই।"

এমন সময়ে রাজা শচীপতি এক তৃণনির্ম্মিত বৈঠকখানায় আসিয়া কি কি কৌশলে সম্মুখযুদ্ধ করিবেন, সীতারামের সহিত তাহার পরামর্শ করিতেছেন। একটি সুবেশ সুদৃপ্ত বালিকা নির্ভয়ে তাঁহাদিগের নিকটে আসিয়া যুগপৎ উভয়ের হস্ত আকর্ষণপূর্ব্বক বলিল, "পিছু মশায়রা আসুন, পিছি মারা ডাকছেন। তোমরা কথা কচ্ছ, কথা কচ্ছ, কথা কচ্ছ। তোমাদের কথা আর ফুরায় না, কিছু জল খাওয়া নাই, মুখে-চোখে জল দেওয়া নাই, কপাট কচ্ছ।"

সীতারাম বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "মা, তুমি কে?"

বালিকা চোখ-মুখ ঘুরাইয়া হাসিমাখা মুখে বলিল, "আমায় চিন্‌তেই পাল্লে না, আমি পিছিমা-দের ছঙ্গে এসেছি। পিছিমারা আমার নিয়ে এসেছেন।"

শচীপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার নাম কি?"

বালিকা আবার চোখ-মুখ ঘুরাইয়া নির্ভীক্ হাসি হাসি মুখে বলিল, "হুঁ হুঁ আমার নাম কি! পিছিমারা ডাক্‌ছেন—এছো এছো এলেই ছুনতে পাবে। পিছিমাদের কাছে বুঝি আমার নাম ছুন নাই?"

শচীপতি। না, মা! তোমার নামটা বল। তা না হ'লে আমরা তোমার পিসীমাদের কাছে যাব না।

বালিকা। ইছ্, ইছ্, পিছিমাদের কাছে বুঝি আমার নাম ছোন নি? তোমরা বড় হয়েছ, তাও মায়ের নাম জান না? আমি ছোট, আমার মা'র নাম জানি। আমার মা'র নাম ছরছতী।

সীতারাম। তোমার নামটি কি বল না মা? আমরা নয় মা'র নাম নাই জান্‌লেম্।

বালিকা। হো হো হো, এরা এরা কেমন লোক, জানে না আমার নাম ছুর—ছুরধ্বনী—ধুনী, আহ্লাদী, ছোয়াগী কত নাম আমার।

সীতারাম। চল না ভাই, ব্যাপারটি দেখেই আসি।

এই বলিয়া সীতারাম শচীপতির হস্তধারণপূর্ব্বক অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন। বালিকা সীতারামের হস্তধারণপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে চলিল। সে অন্তঃপুরে পদার্পণ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "পিছিমা, বড় পিছিমা! ছোট পিছিমা! এনেছি, এনেছি, ধ'রে এনেছি। কথা—কথা—কথা—কথাই ফুরায় না। নাম—নাম—নাম আমার নামই জানেন না। একেবারে মা বলেন, নামই জানেন না। পিছেমছায়েরা পাগল, কিছুই বুঝেন না।"

রাজদ্বয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বরদা মস্তকের উপর অবগুণ্ঠন বস্ত্র তুলিয়া নিকটে আসিয়া শচীপতিকে প্রণাম করিলেন। সারদা অবগুণ্ঠনবতী

হইয়া শচীপতির পদে প্রণতা হইলেন। তাঁহারা রাজদ্বয়কে বসিবার জন্ত আসন দিলেন। রাজগণ বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রমণীদ্বয়কে চিনিতে পারিলেন না। বরদা সম্মুখের দুইটি দন্তের উপরিস্থিত গজদন্ত-নির্ম্মিত আবরণ দুইটি সরাইয়া সহাস্য মুখে বলিলেন, "দাদা, আমায় চিন্‌তে পার্‌লে না ?"

শচীপতি সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুই, তুই হরিমতী ! কোথায় ছিলি ? কেমন ক'রে পালালি ? ভাল ছিলি ত ? তোর বৌদিদি কোথায় ?" হরিমতী সহাস্যে সারদাকে দেখাইয়া বলিল, "ঐ ত। সে পোড়ারমুখী ঐ কালোটি।"

শচী। তোদের উঁচু দাঁত, কালো রং কি ক'রে দূর হ'ল ?

সুরধুনী। পিছে মছছায় ওদের সকল গার রং কালো না, হাঁটু হ'তে মাজা পর্য্যন্ত রং বেশ সুন্দর পিছিমাদের। আমি আর আমার ঠাকুর দাদা নিয়ে এয়েছি।

শচীপতি। এস মা, এস। বলিয়া বলিকাকে কোলে তুলিয়া লইলেন, তুমি বড় লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি ভাল কাজ করেছ।

সুরধুনা। আমার অনেক গহনা, ভাল কাপড় আর রাজা বর দিবেন ত ? আমি কিন্তু ঠাকুর দাদা বর নিব না, সে রাঙ্গা নয়।

শচীপতি ও সীতারাম। দিব দিব, নিশ্চয় দিব।

বরদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, আপনার সঙ্গে ইনি কে ? প্রণাম করিতে পারি কি ?"

শচী। ইচ্ছা করিলে পার। ইনি আমার পরম বন্ধু রাজা সীতারাম রায়।

সারদা ও বরদা সীতারামকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন। সীতারাম প্রণাম করিতে নিষেধ করিলেন। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন, এই সারদা, রাণী ভুবনেশ্বরী ও বরদা, রাজভগ্নী হরিমতী। হরিমতী অপরিচিত রাজার সম্মুখে তাঁহাদের পলায়ন, বৃত্তান্ত বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, তিনি ভ্রাতার অনুমতি পাইয়া সবিস্তারে সকল কথা বলিতে লাগিলেন। "যে দিন আপনি রামদেব কর্ত্তৃক বন্দী হন, সেই দিন আপনি পাল্কী ক'রে রাজসভায় যাওয়া মাত্র এক ভিক্ষুক বৈরাগী আমাদের বাটীতে আসে। ভিক্ষুক অতি প্রাচীন, তাহার এক পা একেবারে শুকনো, খোঁড়া এবং অন্য পায়েও বল কম। ডান হাতখানিও ডান পায়ের মত শুকনো। তার বাঁ চোখ কানা ও সকল গায়ে আচীল। প্রাচীন ভিক্ষুক ভিক্ষা লইতে আসিয়া একখানি ইটে হোঁচট লাগিয়া পড়িয়া গেল, পড়িয়াই অজ্ঞান হইল। আমি ও বউদিদি তাকে যত্ন করতে নিকটে গেলাম। ঝিরা জল ও পাখা আন্‌তে গেল, আমরা দু'জন ভিন্ন আর কেহ ভিক্ষুকের নিকট না থাকায় ভিক্ষুক চোখ মেলিয়া, তাহার বুকের কাপড় সরাইয়া, তাহার বুকের উপর লেখা দশমহাবিদ্যার নাম দেখাইয়া বলিল, হরি, আমায় চিনেছিস ত ? আমি বাসুদেব রায় চট্টোপাধ্যায়। শচীর অধ্যাপক। আমি কানাও না, খোঁড়াও না, আমার গায়ে আচীলও নাই। আমি তোদের উদ্ধার করতে এসেছি। আজি শচীপতি বন্দী হবে, তোদের বিপদ না হ'লে কলঙ্ক হওয়ার সম্ভব। তোরা আমার ঝোলার কৌটার রঙ্গে গা কালো কর্। দুখানা ময়লা কাপড় আছে পর। ঐ ময়লা কাপড়ের মুড়ায় দুইটা করিয়া গজদন্তের দুইটা বড় দাঁত আছে, তাই দাঁতে বাধাইয়া দিয়া বড় উঁচু দাঁত কর। আমার এই ঝোলার মধ্যে দুটি ঝোলা আছে, তাই কাঁধে কর। ভিখারিণী সেজে নদীর ঘাটে যা। নদীর ঘাটে এক বুড়া ঠাকুরের ধান বোঝাই নৌকা আছে। সেই নৌকায় উঠে পড়। সেই নৌকায় গেলে আর তোদের ভয় নাই। সেই বুড়া ঠাকুরের নাম দয়ালচাঁদ ভট্টাচার্য্য, তার বাড়ীতে থাক্‌বি। শচীর সন্ধান পেলে দয়ালকে সঙ্গে ক'রে শচীর নিকটে যাবি। সেই বাসুদেব পণ্ডিত সেই কালো রং নষ্ট করার কথাও শিখায়ে দিলেন। আমরা ঠাকুরের আদেশ মত কাজ কর্‌লেম। এতদিন দয়ালচাঁদ ঠাকুরের বাড়ীতে ছিলাম। তুমি নান্দুয়ালীতে রাজা হয়েছ। মহম্মদপুরের দাদা রাজা তোমার সহায় হয়েছেন। নান্দুয়ালীতে রাজধানী নির্ম্মিত হচ্ছে, এই কথা শুনে দয়াল ঠাকুর আমাদিগকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছেন। তিনি এখনও নৌকায় আছেন।"

কথা আরম্ভ হইলে সুরধুনী চুপে চুপে দালান গাঁথা দেখিতে চলিয়া গিয়াছে। শচীপতি ও সীতারাম হরিমতীর কথা শুনিয়া যার-পর-নাই আহ্লাদিত হইলেন। শচীপতি বহুদিন পরে নিরুদ্দিষ্টা, বনিতা ও ভগ্নী পাইয়া যার-পর-নাই আহ্লাদিত হইলেন। সুরধুনী অঞ্চলে খানিকটা লাল শুরকী বান্ধিয়া আবার হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। শচীপতি সুরধুনীকে বলিলেন, "সুর ! এই ত্যাখ, তোর ছোট পিসীর উঁচু দাঁত, ছুরিদে কেটে ছোট ক'রে দিয়েছি। তোমার বড় পিসীর দাঁতও ঐরূপ কর। ওদের গায়ের রং পরিষ্কার ক'রে দাও।"

সুরধুনী বড় বড় দুট দাঁত খোলা রহিয়াছে দেখিল, তাহার ছোট পিসীর দাঁত বেশ ছোট হইয়াছে। সে চমৎকৃত হইল, কিন্তু প্রকাশ্যে বলিল, "ছুরি দাও, আমি বড় পিসীমার দাঁত কেটে ছোট ক'রে দিচ্ছি। থোইল গোবর দিয়ে গা ধুয়ে তেল হলদি মাখলেই পিসীমারা বেশ সুন্দর হবেন।"

শচীপতি। মা, সুর, তুমি এ বাড়ীর কর্ত্তা, যাতে যা হ'লে ভাল হয় কর। আমরা নৌকা হ'তে তোমার ঠাকুরদাদাকে নিয়ে আসি।

কৌশলে শচীপতি ভুবনেশ্বরী ও হরিমতীকে কৃত্রিম দাঁত ফেলিয়া কালো রং ধুইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইতে বলিলেন। ভৃত্যগণকে ডাকিয়া রাণী ও রাজ-ভগিনীর আগমন বিজ্ঞাপন করিলেন, তিনি তাঁহাদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য ভৃত্যদিগকে উপদেশ দিলেন। দুই রাজা কৃতজ্ঞচিত্তে দয়ালচাঁদের নিকট চলিলেন, তাঁহার অধ্যাপক বাসুদেবের যোগবল ও দৈবশক্তির প্রশংসা করিলেন। বিপন্ন হইলে তিনি যে দুই প্রিয় ছাত্রকে দর্শন দিবেন বলিয়াছিলেন, সে কথা অতি সত্য বলিয়া বুঝিলেন।

আজ শচীপতি, সীতারাম, রাণী ভুবনেশ্বরী ও হরিমতির আনন্দের সামা নাই। রাজভৃত্যগণ ও রাণীকে পাইয়া যার-পর-নাই পুলকিত হইয়াছে। সুরধুনী তাহার পিসীমাদিগের বর্ণ পরিষ্কার হইতে দেখিয়া ও বসন-ভূষণে সজ্জিত হইতে দেখিয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইয়াছে। সে পিসীমাদিগের দুই-চার খানি বড় বড় গহনা গলায় মাজায় পরিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া করতালি দিয়া বলিতেছে, "বড় মজা, বড় মজা বড় মজা! হায়রে মজা, হায়রে মজা!" শচীপতি ও সীতারাম দয়ালচাঁদকে লইয়া পুনরায় সভাগৃহে উপবেশন করিলেন। সুরধুনী হি হি হো হো হা হা করিয়া হাসিতে হাসিতে যাইয়া বলিল,—"পিছে মশায়রা, দাদা মছায় হি হি, হো হো হো, হা হা হা, বড় মজা বড় মজা, হায় রে মজা।"

শচী। কি সুরধুনী! কি ব্যাপারটা কি? হি হি হি, হো হো হো, বড় মজা বড় মজা বড় মজা!

সুরধুনী বহুক্ষণ ঐরূপ হাসিয়া বলিল, "পিছে-মছায়রা, ঠাকুর দাদা! এছো এছো দেখছে! পিছি-মারা আজ লক্ষ্মীপ্রতিমা হয়েছে! কত গয়না-কাপড় পরেছে। এই যে আমি কথানা গয়না পরেছি।"

সুরধুনী শুদ্ধমতী সরলা বালিকা, সে হাসিয়া ও কথা বলিয়া তাহার হর্ষ প্রকাশ করিতেছে। রাজগণ, রমণীগণ ও রাজভৃত্যগণ প্রফুল্লমুখে উজ্জ্বল চক্ষে মনের আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। সুরধনীর আনন্দ-প্রবাহ আষাঢ়ের ব্রহ্মপুত্রের স্রোতঃ। অন্য সকলের আনন্দপ্রবাহ অন্তঃসলিলা ফল্গুর প্রবাহের তুল্য। সুরধুনীর আনন্দ পরিমেয়, শচীপতির আনন্দ অপরিমেয়। তিনি তাঁহার পতিব্রতা সাধ্বী সতী স্ত্রী ও যত্নশীলা বুদ্ধিমতী ভগ্নীকে সুস্থমনে স্বচ্ছন্দশরীরে পাইয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন দূরে থাকুক, তাঁহাদের ছায়াও কেউ দেখিতে পায় নাই। তাঁহাদের জাতিপাত ধর্ম্মনাশ দূরে থাকুক, বিপদপাতের পূর্ব্বেই তাঁহারা নিরাপদ স্থান ও বিশ্বস্ত লোকের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাণী ভুবনেশ্বরীর হৃদয়ের আনন্দ-উচ্ছ্বাস চিত্রকরের তুলি দ্বারায় অঙ্কিত বা লেখকের লেখনীতে বর্ণিত হইবার যোগ্য নহে। অগাধ জলধির পূর্ণিমায় উচ্ছ্বসিত জলরাশি। এ জলরাশি বিশাল সমুদ্রবক্ষেও স্থানের সঙ্কীর্ণতা হেতু স্থান না পাইয়া স্রোতস্বতী বৃহৎ নদীও খালমুখে প্রবেশ করিতেছে। সুরধুনীর মুখের হাসিটুকু সেই খাল-মুখের 'কুল-কুল-ধ্বনি। পতির সহিত মিলনে—পতির অভ্যুদয়, পতির মান-সম্ভ্রম পরিরক্ষিত হওয়ায় ও পতির মর্য্যাদা ও প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ থাকায়, সতীর মনের সুখ পুরুষের অনুমানে বুঝিবার নহে। এ সুখ সীতারামের লঙ্কা-বিজয়ে এক দিন ও এ সুখ দ্রৌপদী ভীমার্জ্জুন কর্ত্তৃক লক্ষ্যভেদের পর ক্ষত্রিয়-বিজয়ে এক দিন, ভীমের হাতে জয়দ্রথের লাঞ্ছিত হওয়ায় দ্বিতীয় দিন, ভীমার্জ্জুন কর্ত্তৃক চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব-জয়ে ও শত্রু দুর্যোধন কর্ণকে উদ্ধারে তৃতীয় দিন, ভীম কর্ত্তৃক কীচকবধে চতুর্থ দিন, ভীমার্জ্জুন কর্ত্তৃক বিরাটের গোধন কুরুসৈন্যের হাত হইতে উদ্ধারে পঞ্চম দিন, ও পাণ্ডবগণের কুরুযুদ্ধের জয়ের পর ষষ্ঠ দিন লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাণী শচী ইন্দ্রের বৃত্রাদি অসুরজয়ে বহুবার লাভ করিয়াছিলেন। সতী ও লক্ষ্মী এ সুখ, দু এক বার পাইয়াছেন, বহু রমণীর ভাগ্যে এ সুখ লাভ করা প্রায়ই ঘটে না।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

তোমরা রাঁধুনী রাখ্‌বে গা?

সীতারাম ও শচীপতি পুনরায় গোপালপুরে যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন। দয়ালচাঁদ শচীপতির রাজধানীতে কর্ত্তা ও রমণীগণের অভিভাবক হইয়া রহিয়াছেন। দয়ালের ব্রাহ্মণী ও তাঁহার কনিষ্ঠা পুত্রবধূ পুত্রকন্যাগণ

সহ নান্দুয়ালীর রাজধানীতে আনীত হইয়াছেন। লক্ষীর সহচর পরিচারক-পরিচারিকা, নিরাশ্রয় বিধবা, নিরন্ন দরিদ্র-কন্যা প্রভৃতি বহুজন আসিয়া শচীপতির অন্তঃপুরের শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছেন। দুরন্ত নির্ভীক কন্যা সুরধুনী কখনও অনিমেষনয়নে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ দেখিতেছে এবং সুরকির ঢিল শুভ্রবস্ত্রাঞ্চলে বান্ধিয়া আনিতেছে, কখনও বা পিসীমাতাদিগের চুল ছিঁড়িয়া, ঠাকুরমার বস্ত্র কাড়িয়া ও খুড়ী মাতার পিঠে কিলাইয়া নূতন নূতন আবদার করিতেছে। আজ সে নূতন জেদ ধরিয়াছে। জটাধরের কনিষ্ঠ পুত্রটি কালো। চোনায় তেঁতুল ভিজাইয়া তাহার গায়ে মাখাইয়া খোকাকে সুন্দর করিয়া দিতে হইবে। তাহার পিসীমারা চোনায় তেঁতুল গুলিয়া সেই তেঁতুল গায়ে মাজিয়া সুন্দর হইয়াছিলেন। বালিকার আবদারে কেহ হাসিতেছিল।

আজকাল নান্দুয়ালীর রাজ-অন্তঃপুরের কোন গৃহে বসিয়া দুই পরিচারিকা কলহ করিতেছে। কোন গৃহে দুই নিরাশ্রয়া বিধবা পূর্ব্ব-দুঃখ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কোন গৃহে দুই বিধবা স্ত্রীলোক হাস্য-পরিহাসে মগ্ন রহিয়াছে। রাণী ভুবনেশ্বরী ও হরিমতি অন্তঃপুরে প্রধান গৃহে বসিয়া এতক্ষণ গল্প করিতেছিলেন। সুরধুনীর আবদার হইতে সকলকে রক্ষা করিবার জন্য রাণী বলিলেন,"ও সুরধুনী, এ দিকে আয়, একখানা নূতন কাপড় দিব, একখানা নূতন গহনা দিব।"

সুর মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "যাও, আমি আর নূতন কাপড়, গয়না নিব না। আমায় রাঙ্গা বর, ছেলে-মেয়ে দিলে না, আমি আর তোমাদের কথা শুনব না।" রাণী একগাছা নূতন হাঁসুলি দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখ, তোর নূতন হাঁসুলি গড়িয়ে এনেছি।"

সুরধুনী আড় চোখে আড় চোখে গয়না দেখিয়া বলিল, "আমি হাঁসুলি নিব না। আমার ছেলে নাই, মেয়ে নাই, রাঙ্গা বর নাই। আমার গয়না পরা সাধ মিটেছে।" হরিমতি বলিলেন, "দেখ সুর, তুই যে রাঙ্গা বর রাঙ্গা বর করিস্, সে রাঙ্গা বর এলে তোর ঘাড়টি ধ'রে নিয়ে যাবে। ননদ বাঘিনী তোর বুকের রক্ত চুষে খাবে। শাশুড়ী রাক্ষসী তোকে গিলে ফেলার চেষ্টা করবে। রাঙ্গা বরে কাজ কি?"

সুরধুনীর ভয় হইল। তথাপি সে আপন মত অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত সাহস করিয়া বলিল, "কেন, বিনোর ত বেশ রাঙ্গা বর হয়েছে তাকে কত গয়না দিয়েছে। দুর্গার বর কালো, কিন্তু সেও ত দুর্গার ঘাড় কামড়াইয়া লয় নাই।"

হরিমতি। সকলের ভাগ্যে ত সমান বর জোটে না। ভূত, প্রেত, রাক্ষস, সিংহ, ব্যাঘ্র, কত রকম প্রকৃতির বর আছে। কার ভাগ্যে কি জোটে, তা ত বলা যায় না।"

এবার সুরর সত্য সত্য ভয় হইল। সে প্রকাশ্যে বলিল, "বর কি সিঙ্গি, বাঘ, ভালুক, ভূত এ সবও হয় না কি বড় পিসীমা?"

রাণী। তা হয় বৈ কি মা! কারো ভাগ্যে তাও হয়।

এবার সুরধুনী জড়সড় হইয়া রাণীর নিকটে বসিল এবং মুখ ভার, চক্ষু জলপূর্ণ করিয়া বলিল, "পিসীমা! আমি আর বর চাই না। ও বাবা! বর বাঘ-সিঙ্গি হবে? ননদ বাঘিনী হবে? শাশুড়ী হবে রাক্ষসী? আমি মোটেই বর চাই না। ছোট পিসীমা, তুমিও বর চেও না। ঠাকুরমা, তুমি বুড়ো মানুষ, তুমি বরের কথা মুখেও এনো না। আমিও আর আনব না।" রাণী সুরধুনীর শান্ত ভাব দেখিয়া তাহার কেশবন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। সুরধুনী অশ্রু-প্লাবিত মুখে বলিল, "বড় পিসীমা, আমাদের বিনো আর দুর্গা বুঝি নাই। তাদের বর এসে তাহাদিগকে কাঁদিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তারা অনেক দিন আসে না। তাদের শাশুড়ী কি ননদে তাহাদিগকে খেয়ে ফেলেছে। আমি আর বর চাই না। আমাকে চারিটা ছেলে-মেয়ে দেও, আমি তাই ল'য়ে খেলা করবো।"

যৎকালে সুরধুনী আপন মনে এইরূপ বহুবিধ অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করিতেছিল, তৎকালে একটি বৃহৎ বোঁচ্কা হস্তে করিয়া এক কৃষ্ণবর্ণা ঈষৎ স্থূলাঙ্গী, রমণী একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "তোমরা বামনী রাখবে গা?" রাণী ও হরিমতি সেই কামিনীকে নিকটে ডাকিলেন। তাহার নাম ধাম পরিচয় লইলেন। পরিচয়ে জানিলেন, আগন্তুক রমণীর নাম গিরিবালা। তাহার পিতৃ-মাতৃ উভয়কুল কুলীন। তাহার স্বামীর বহুবিবাহ। দশ বৎসরেও স্বামীর সহিত দেখা হয় না। ভ্রাতৃবধূগণ বড় দুরন্ত। ভ্রাতৃগণ বধূদিগের বাধ্য। ভরণপোষণের জন্য গিরিবালাকে পাচিকাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইতেছে। রাণী ও হরিমতি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে গিরিবালাকে দেখিলেন, গিরিবালার কৃষ্ণ বর্ণ। তাহার দুটি দন্ত গজদন্ত অর্থাৎ তাহার দুটি দন্ত হস্তিদন্তের মত উচ্চ। তাহার বাম চিবুকে একটি বৃহৎ ব্রণের বৃহৎ চিহ্ন। রাণী ও হরিমতি পরস্পর পরস্পরের গাত্র টিপিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। রাণী

মনোযোগের সহিত সুন্দর চুল বাঁধিতে লাগিলেন ও তাহার সহিত কথায় প্রবৃত্ত হইলেন। হরিমতি স্থানান্তরে গমন করিয়া আবার প্রত্যাগমন করতঃ গিরিবালা ঠাকুরাণীর সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। হরিমতি বলিলেন, "আচ্ছা গিরিবালা, তুমি কি বেতন চাও?" গিরিবালা বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আপনারা আমার শাক খেয়ে যে মাহিনা ঠিক ক'রে দেবেন, তাহাই নিব।"

হরিমতি। আমরা যদি তিনকড়া কানাকড়ি ঠিক করি?

গিরি। আমি গরীব লোক, আমাকে ঠাট্টা করবেন না। আচ্ছা, আপনারা যদি তিনকড়া কানাকড়ি দিয়ে সন্তুষ্ট হন, আমি তাই নিব।

হরি। তুমি থাক্‌বে কোথায়?

গিরি। এই রাজবাড়ীর যে ঘরে থাক্‌তে বলেন, সেইখানে থাকব।

রাণীর ও আপন উত্তম শয্যা দেখাইয়া হরিমতি বলিলেন, "এই ঘরের এই খাটে অথবা ঐ ঘরের ঐ খাটে যদি আমরা থাক্‌তে বলি?"

গিরি। আমি আবার বলি। আমি গরীব লোক, আমায় ঠাট্টা করবেন না। আপনারা অনুমতি করলে এ সকল খাটেও শুতে পারি, আমি ত বামুনের মেয়ে।

হরি। আমাদের বর ঘরে এলে?

গিরি। তা কি আপনাদের সইবে?

হরি। আচ্ছা, তোমার কাঁথা বালিশ কোথা?

গিরি। তা বাড়ী রেখে এসেছি।

হরি। বাড়ী, না পথে? কাঁথা বালিশ পাবে কোথা?

গিরি। আবার কাঁথা বালিশ ক'রে নেব।

হরি। পুরাণ কাঁথা ছেড়ে আবার এ বয়সে আর একখানা কাঁথা করবে?

গিরি। দরকার হ'লেই করতে হয়।

হরি। আর ক'খানা কাঁথা তোমার লাগ্‌বে?

গিরি। তা দুখান পাঁচখান লাগতে পারে। আমি ভাল কাঁথা করতে পারি। আমার কাঁথা দেখলে আপনারাও তা ধ'রে টান পাড়াপাড়ি করবেন।

হরি। পুরাণ কাঁথা আর ব্যবহার করবে না?

গিরি। আমার পুরাণ কাঁথাখানা বড় ভাল, সেখান যদি আন্‌তে পারি, আপনাকে দিব।

হরি। আমার লেপ আছে। কাঁথা চাই না।

গিরি। তা বড় শীতে লেপ ব্যবহার করবেন। শরৎ আর বসন্তে অল্প শীতে সেই সুন্দর কাঁথাখানি আপনি ব্যবহার করবেন।

হরি। আচ্ছা, তুমি দু'খানা কাঁথা কর। তার পরে দেখা যাবে। তোমার চোয়ালে কি হয়েছিল? তোমার দাঁত দুটো উঁচু কেন?

গিরি। আমার চোয়ালে বড় একটা ফোড়া হয়েছিল। আর এ দুটিকে গজদন্ত বলে।

হরিমতি, "কেমন গজদন্ত দেখি" বলিয়া সবেগে গিরিবালার গজদন্ত আকর্ষণ করিলেন এবং গজদন্ত খসিয়া আসিল। গোমূত্রে গোলা তেঁতুল হরিমতির হাতে মাখান ছিল। তাহা মুখে ঘর্ষণ করিয়া তিনি হাত কালো করিলেন। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "ও গিরিবালা ঠাকরুণ, এ ত বিধির সৃষ্টি দাঁত না? এ দেখি তোমার নিজের সৃষ্টি, আর তোমার মিস্‌মিসে কালো রং দেখছি, গ'লে এই যে আমার হাত কালো হয়ে গিয়েছে। তুমি ঘামলে তোমার রং গলে। তাই তোমায় বিদায় দিয়েছে।" রাণী ভুবনেশ্বরী তখন গিরিবালাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "সখী, আমরা যেন দায়ে ঠেকে সং সেজেছিলাম। তুমি সং সেজেছ কেন? তুমি কি ভেবেছিলে, আমরা তোমায় চিন্‌তে পারবো না? তুমি আসামাত্র আমরা তোমায় চিনেছি।"

গিরি। তোরা সং সেজেছিলি, আমিও এ দেশে আসার সময় যদি কোন বিপদে পড়ি, এই ভয়ে সং সাজার উপকরণ এনেছিলেম। পাল্কী চ'ড়ে তোদের কাছে আসার সময়ে তোদের পরীক্ষা করার জন্য সং সাজতে সাধ হ'ল।

হরি। তুমি ব'স, আমি এখন তোমার রাত্রির শয়নের কাঁথার চেষ্টায় যাই।

গিরি। ব'স্, হরি, ব'স্, নিজের কাঁথা ছেড়ে দিয়ে পরের কাঁথার চেষ্টায় যেয়ে কাজ নাই।

পাঠক চিনিয়াছেন, এই আগন্তুক রমণী আমাদের রমানাথ ন্যায়পঞ্চাননের সহধর্ম্মিণী চন্দ্রমুখী দেবী। রমানাথ গোপালপুরে আসিয়াছেন, চন্দ্রমুখী নান্দুরাণীর রাজধানীতে প্রেরিত হইয়াছেন। বহুদিন পরে তিন সখীর মিলন হইল। সকল সুখ-দুখের কথা হইল। রাজবাটীর সকল ললনাগণ সমবেত হইলেন। আমোদ-আহ্লাদের সীমা রহিল না। বিদ্রূপ রহস্যের ইয়ত্তা থাকিল না। আজ রাজধানীতে নূতন উৎসব। সুরধুনীর খুল্লতাত-পত্নী সহাস্য মুখে বলিলেন, "আজ হ'তে বাঁচলেম। আমাদের হাতের হাতা বেড়ী নামলো। তিন কড়ায় কেনা বামুন ঠাকুরাণী আজ হ'তে রাঁধবেন।" চন্দ্রমুখী সহাস্যে বলিলেন,

"আমার বাঁধা খেলে স্বামীগুলো অবাধ্য হ'য়ে যায়।"

সুরধনীর খুড়ী। তোমার বাধ্য হবে ত?

চন্দ্রমুখী। তোমাদের উপায়? তুমিও ঐ দলে মিশলে নাকি?

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধি।

রাজা সীতারাম ও শচীপতির অনুপস্থিত-কালে রাজা রামদেবের দূত তাঁহাদের শিবিরে আসিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছে। সীতারামের বুদ্ধিমান্ সেনাপতি রামরূপ ঘোষ ওরফে মেনা হাতি দুই রাজাই শিবিরে নাই, এ কথা প্রকাশ না করিয়া পদাতিক সৈনিকের নায়ক রূপচাঁদের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর দিয়াছেন যে, বিবেচনা করিয়া সে প্রস্তাবের উত্তর এক সপ্তাহ মধ্যে দেওয়া হইবে। এক সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। সীতারাম ও শচীপতি শিবিরে আসিয়াছেন। আজ প্রাতে দলে দলে কুলীন ও পণ্ডিত-ব্রাহ্মণগণ সীতারামের শিবিরে আসিতেছেন। সীতারাম সযত্নে কুলীন ও পণ্ডিত-ব্রাহ্মণগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগের নিমিত্ত উপযুক্ত আসনাদি দান করিতেছেন। সীতারাম ও শচীপতি ভক্তিভাবে সকল ব্রাহ্মণের চরণ বন্দনা করিতেছেন। দ্বিজগণ রাজগণের বিনয়, নম্রতা ও শিষ্টাচারে যার-পর-নাই প্রীত হইলেন।

আগন্তুক ব্রাহ্মণদলের মধ্যে বয়সে প্রবীণ, পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন বলিলেন, "আমি চমৎকৃত হচ্ছি, আপনাদিগের ন্যায় শিষ্ট, বিনীত ও নম্র রাজদ্বয়ের সহিত আমাদের পরম ধার্ম্মিক সমাজপতি রাজা রামদেবের কেন বিরোধ উপস্থিত হইল? আমরা রাজা রামদেবের দূতস্বরূপ আপনাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। এ দেশে রাজা রামদেব এক মাত্র ব্রাহ্মণ নরপতি। তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠানের সীমা নাই। তিনি অকাতরে সকল জাতীয় ধার্ম্মিক, পণ্ডিত, গুণী, জ্ঞানী লোকদিগকে নিষ্কর ভূমি দান করিতেছেন। বহু দেবালয় নির্ম্মাণ ও দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। রাস্তা নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খননেও তাঁহার বহু অর্থব্যয় হইতেছে। প্রজাদিগের সন্তানগণের শিক্ষার জন্য তিনি বহু পাঠশালা মোক্তার ও চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিতেছেন। আপনারা দুই রাজাও বঙ্গের দুই বীরচূড়ামণি, আপনাদিগেরও ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও বীরত্বের পরিসীমা নাই। আপনারা উভয়ে দস্যু দমন করিয়াছেন। রাজা সীতারাম পোর্ত্তুগীজ ও মগ এবং রাজা শচীপতি বর্গী ও মগের সহিত বহুযুদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের বিনীত প্রার্থনা—আপনাদিগের মধ্যে সখ্য স্থাপন্ন ও আপনারা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হ'ন।" রাজা সীতারাম বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, "আপনারা দেশের শান্তি ও সুখপ্রার্থী দ্বিজগণ। আপনাদের প্রস্তাব সৎ ও মহান্। মন্দে মন্দে দ্বন্দ্ব হয়। মন্দে ভালতেও দ্বন্দ্ব হয়, এ কথা ধ্রুব সত্য। ভাল লোকে ভাল লোকেও দ্বন্দ্ব হয়। ভাল লোক মন্দ হ'তে বেশী সময় লাগে না। আমাদের দেহগুলি ছয়টি দুরন্ত রিপুর বাস-ভবন। ইহারা কখন্ কাহাকে কোন্ দুস্তর পাপসাগরে মগ্ন করে, তাহার ঠিক নাই। রাজা রামদেব ভাল লোক আমি জানি। সৎকর্ম্মও অনেক আছে সত্য। লোকে কথায় বলে, মুনিদেরও ভ্রম হইয়া থাকে। কেবল শিবের ভুল হয় না, এই কথাই সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু সেই শিবের নাম ভোলানাথ। শিবের ত পদে পদে ভুল দেখি। শিব হরির মোহিনী বেশ দেখিয়া ভ্রমে পড়িয়া পাগল হইলেন। শিব জীব-হিতাকাঙ্ক্ষী দেবকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ রতিপতিকে ভ্রমে পড়িয়া ভস্ম করিলেন। শিব ভ্রমে পড়িয়া সতীর অনুরোধে সতীকে দক্ষযজ্ঞে পাঠাইয়া স্বয়ং সতীবধের কারণ হইলেন। শিব ভ্রমে পড়িয়া অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক বিবরদ্বারাঘাতে কর্ত্তব্য ভুলিয়া পঞ্চপাণ্ডবের পঞ্চ পুত্র বধের পথ মুক্ত করিয়া দিলেন। অভ্রান্ত শিবের এইরূপ ভুল। রাজা রামদেবের ভুল হবে, তাহাতে ত আর আশ্চর্য্যের কিছুই নাই।"

রাজা শচীপতি সসম্ভ্রমে বিনীতভাবে বলিলেন, "আমাকে সুদূর রাঢ়দেশ হ'তে বহু সৈন্যসহ রাজা রামদেব এ দেশে লইয়া আসেন। আমিও তাঁহাকে নলডাঙ্গায় রাজা করিতে আসি। আমার রাজকোষে তখন কিছুমাত্র অর্থ ছিল না। আমি সম্পূর্ণ ঋণ করিয়া সেই প্রবলবাহিনী গঠনপূর্ব্বক এ দেশে আসি। আমি মগদিগের সহিত যুদ্ধ করলেম এবং রামদেব ফৌজদারের সহায়তা লইয়া নলডাঙ্গা রাজ্যের রাজা হলেন। আমি দেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে রামদেব রাজকোষে অর্থ না থাকাতে আমাকে রাজ্যের পূর্ব্বার্দ্ধ দিবেন, অঙ্গীকার করিলেন। আমি নিরাপদে দেশে চ'লে গেলাম, কিন্তু আমার সৈনিক ও সেনানায়কগণ দুঃখিত হলেন। আমি দেশে যেয়েই বর্গী-যুদ্ধে প্রচুর অর্থ পেলাম। বর্গীগণ লুণ্ঠন ক'রে যে অর্থ পেত, তা তারা সঙ্গেই রাখত, আমার সুযোগ্য দেওয়ানও আমার অনুপস্থিতকালে আমার বহু ঋণ পরিশোধ করেছিলেন। আমার যুদ্ধ-ঋণ সহজে শোধ হয়ে গেল। বর্গীযুদ্ধে আমার এক জন অতি প্রিয়, বিশ্বস্ত

সেনানায়ক বল্টু সর্দ্দারের মৃত্যু হ'ল। আমি শোকে অধীর হ'য়ে পড়লেম। বন্ধু রামদেব পুনঃ পুনঃ আমাকে নলডাঙ্গা রাজ্যে আস্‌তে লিখ্‌লেন। আমি কেবল মনটি ভাল করার জন্য এ দেশে এলাম। আমি রাজ্যার্দ্ধ ল'ব অথবা যুদ্ধের ব্যয় আদায় করব, আমার আগমনের এ উদ্দেশ্য ছিল না। রামদেব আমাকে সাদরে গ্রহণ কর্‌লেন, কিন্তু পরে আমাকে পদে পদে অপমানিত ও নজরবন্দী ভাবে বন্দী কর্‌লেন। আমি প্রকাশ্যে বন্দী হওয়ার জন্য, প্রতিশ্রুত রাজ্যার্দ্ধ চাইলেম। আমাকে যার-পর-নাই কটূক্তি ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নির্জ্জন কারাবাসে রাখলেন। আমার স্ত্রী-ভগিনীকে পর্য্যন্ত অপমান করতে উদ্যোগী। ভগবানের কৃপায় আমরা রামদেবের গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করলেম। সেই দয়াময়ের কৃপায় আমি বন্ধু রাজা সীতারামের সহায়তা পেলাম। আমার অতি প্রিয় বিশ্বস্ত সৈন্যগণও আমার বিপদাশঙ্কা ক'রে, ত্বরিত-গমনে এ দেশে এসে উপস্থিত হ'ল। সেই সর্ব্বশক্তিময়ের শক্তি পেয়ে আমি এখন তৃণখণ্ডবৎ রাজা রামদেবকে ফুৎকারে উড়াতে পারি। আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেছেন, তাহাতে সহসা ক্ষমা করতে প্রবৃত্তি হয় না। সকলেই রক্তমাংসের শরীর। এই মাত্র আমার বন্ধু রাজা বলেছেন, দুর্দ্দান্ত ষড়রিপু দেহে বাস করে। ক্ষমা মানবের ভূষণ। স্বার্থত্যাগ নরজীবনের দেবদুর্ল্লভ গুণ। আমার রাজ্যলিপ্সা ছিল না। পৈতৃক জমীদারী আমি বিক্রয় ক'রে ফেলেছিলাম। আমি ভূসম্পত্তিকে আকর্ষণ করি না, সম্পত্তি আমাকে আকর্ষণ ক'রে তাহাতে ডুবাতে চায়। আমি দেশের রাজ্যার্দ্ধে রাজা হ'ব, এ আশা আমারও মনে কখন ছিল না, এখনও নাই। মগ-পর্ত্তুগীজের অমানুষিক অত্যাচারে তাহাদের প্রতি আমার বদ্ধমূল ঘৃণা হয়েছে। আমি মানবজাতির অহিতাকাঙ্ক্ষী অত্যাচারীকে দেখতে পারি না। মগপর্ত্তুগীজ দমনের প্রবল বাসনা আমার মনে আছে।

"আমার প্রতিহিংসা লইবারও ইচ্ছা নাই। রামদেব আমার প্রতি যতদূর অত্যাচার করুন, আমি তাহার প্রতিহিংসা লইব না। প্রতিহিংসা লইব না বলিয়া আমি আত্মাদর ও আত্মসম্মান ভুলিব না। প্রতিহিংসা লওয়া, আর আত্মাদর ও আত্মসম্মান রক্ষা করা এক কথা নহে। প্রতিহিংসায় রাজা রামদেব পদচ্যুত ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইতে পারেন। আত্মাদর ও আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার অনেক বিধান আছে। আপনারা দেশের মান্তগণ্য বিজ্ঞ ও পণ্ডিত লোক, আপনারা আমার অপমানের প্রতিবিধান করুন। আমার অপমানের প্রতিবিধান হ'লে আমি রাজা রামদেবের নিকট যুদ্ধব্যয় কপর্দ্দক চাহিব না। তাঁহার রাজ্যার্দ্ধ চাহি না। আমি প্রফুল্লচিত্তে আমার সৈন্যগণ ল'য়ে স্বদেশে ফিরে যেতে পারি।"

ব্রাহ্মণগণ রাজা সীতারাম ও রাজা শচীপতিকে "সাধু সাধু" বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ, রাজা সীতারাম ও উভয় দলের সেনানায়কগণ ক্ষমা প্রার্থনাই রামদেবের উপযুক্ত দণ্ড মনে করিলেন। রাজা রামদেব কুমন্ত্রীর কুমন্ত্রণায় ভ্রমে পতিত হইয়া এই অসাধু কর্ম্ম করিয়াছেন, স্বীকার করিলেন। অবিলম্বে রাজা রামদেবকে শচীপতির শিবিরে আনয়ন করা হইল। তিনি সবিনয়ে কাতরতার সহিত অশ্রুবিমোচন করিতে করিতে স্বয়ং পাষণ্ড ও কৃতঘ্ন বলিয়া আত্ম-তিরস্কার করিলেন। তিনি আন্তরিক দুঃখ মনস্তাপ প্রকাশ করিলেন। তিনি কাতরে করযোড়ে তাঁহার কৃত অপমানের জন্য শচীপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এরূপ উদ্যোগ-আয়োজন ছিল যে, তিনি তন্মুহূর্ত্তেই স্বদেশে যাত্রা করিবার আয়োজন করিলেন। তিনি আর কোন সন্ধি করা শ্রেয়ঃ মনে করিলেন না। রাজা রামদেব, রাজা সীতারাম ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই শচীপতিকে এই মগ-পর্ত্তুগীজ সঙ্কুল দেশে বাস করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। রামদেবের রাঢ়ের যে অংশ শচীপতি জয় করিয়াছিলেন, রামদেব সেই অংশ ও নগদ এক লক্ষ টাকা শচীপতিকে দিয়া সন্ধি করিতে কহিলেন। শচীপতি প্রথমে এ দেশে থাকিবেন না, এইরূপ আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। যখন সকলে মগ পর্ত্তুগীজের অত্যাচার নিবারণার্থে শচীপতির ন্যায় বীর পুরুষের এ দেশে অবস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বুঝাইয়া দিলেন, তখন শচীপতি এ দেশে বাস করিতে সম্মত হইলেন। শচীপতি তাঁহার জয় করা সকল গ্রাম লইলেন না। তিনি ক্ষুদ্র পরগণা ভড়ফতে জংপুর ও কয়েকখানা গ্রাম পং নান্দুয়ালীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া বার্ষিক বিংশতি সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি ও তাঁহার স্বদেশীয় ভজন প্রমুখ কয়েক সহস্র সৈনিকের বাস-গৃহ নির্ম্মাণ ও কৃষিকার্য্যোপকরণ সংগ্রহ জন্য পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা লইয়া রাজা রামদেবের সহিত সন্ধি করিলেন। তিন রাজার মধ্যে পুনরায় মিত্রতা সংস্থাপিত হইল। তিন রাজা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া শিবির ভঙ্গ করতঃ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও সুরধুনীর বিবাহ।

শচীপতির রাঢ়দেশীয় কর্ম্মচারিগণ তাঁহার স্বদেশীয় জমীদারীর রাজকার্য্য শাসন ও পালন করিতে লাগিলেন; তিনি স্বয়ং কতিপয় কর্ম্মচারী নিয়োগপূর্ব্বক নব রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। নান্দুয়ালী গ্রামে তাঁহার ক্ষুদ্র অথচ সুরম্য রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। তিনি রমানাথ ন্যায়পঞ্চাননের বাসগৃহ ও চতুষ্পাঠী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। নীলমাধব কবিরাজ মহাশয়ের বাসভবন ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। চন্দ্রমুখী ও হরিমতি ভুবনেশ্বরীকে ছাড়িয়া আর স্বদেশে গমন করিলেন না। শচীপতির প্রজাগণ তাঁহার সদাচার ও সুবিচারে তাঁহার অতিশয় অনুরক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তিসুখ বিরাজ করিতে লাগিল। শচীপতি প্রজাগণের শিক্ষা, শিল্প, কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বহু অর্থব্যয় করিয়া বহু সুপন্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য অনেক বাজার, বন্দর ও হাট বসাইলেন।

শচীপতির নবরাজ্যে ছয় বৎসর বাস করা হইয়াছে। দয়ালচাঁদ সপরিবারে নান্দুয়ালী গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। তিনি রাজদত্ত বহু নিষ্কর জমী ও রাজবৃত্তি পাইয়াছেন। তাঁহার পুত্রদ্বয় শচীপতির প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হইয়াছেন। ভজনপ্রমুখ শচীপতির সৈন্যগণ অল্প শ্রমে বহুশস্য পাইতেছে ও তাহারা এ দেশের প্রচুর মৎস্য ও দুগ্ধ খাইয়া সুখে বাস করিতেছে, এই কয়েক বৎসর দেশে মগ-পর্ত্তুগীজের উপদ্রব নাই।

শচীপতির একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মিয়াছে। পুত্রের নাম পশুপতি ও কন্যার নাম কাদম্বিনী হইয়াছে। তাহাদের বয়ঃক্রম যথাক্রমে পাঁচ বৎসর ও তিন বৎসর হইয়াছে। রাজা পুত্র-কন্যার জাতকর্ম্মে ও অন্নপ্রাশনাদিতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। হরিমতির কোন সন্তান জন্মে নাই।

সুরধুনী তাহার পিতামাতার গৃহে বাস করে না; সে রাজভবনেই বাস করে। সে রাণী ও হরিমতিকে পিসীমা বলিয়া ডাকে। সে আর এখন বর-পাগলা, পুত্র-কন্যার জন্য লালায়িতা দুরন্ত বালিকা নাই।

সুরধুনীর বয়ঃক্রম এক্ষণে একাদশ বৎসর। সেই চঞ্চলগতি বালিকার গতি এখন স্থির। সেই চঞ্চলদৃষ্টি বালিকার দৃষ্টি এখন অচঞ্চল। সেই ঊর্দ্ধ বালিকার দৃষ্টি এখন অবনত। সেই উজ্জ্বল নয়ন এখন উজ্জ্বলতর, সেই ধূলিমণ্ডিত রুক্ষ কেশপাশ এক্ষণে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ চিকুরদামে পরিণত হইয়াছে। সেই ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ এখন সৌন্দর্য্যের নিলয় হইয়াছে, সেই টিল-বাঁধা বা লাল শুরকীর গুঁড়া বাঁধা অঞ্চল এক্ষণে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। বরের সহিত বিবাহিতা হইলে বহু বস্ত্রলাভ হয়, এ আশা আর তার বড় নাই। বর ব্যাঘ্র, ননদিনী ব্যাঘ্রী ও শাশুড়ী রাক্ষসী, এ সব ভয়ে আর তাহার হৃদয় কম্পিত হয় না। সে বর কি বুঝিয়াছে। বিবাহ কি জানিয়াছে। পূর্ব্বে তাহার নিকট বিবাহের গল্প করিলে সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কত আহার করিত, এক্ষণে যে স্থানে বিবাহের কথা হয়, সে সে স্থান হইতে পলায়ন করে। বিজ্ঞতা! তুমি দুঃখের আকর। অজ্ঞতা! তুমি সুখের নিলয়। বিজ্ঞ স্থবির! তোমার মুখ ম্লান। অজ্ঞ বালক! তোমার মুখ প্রফুল্ল। বিজ্ঞ বাঙ্গালী! তোমার মুখকান্তি কালিমাময়। অজ্ঞ কুকী! তোমার মুখের বর্ণ কালো হইলেও তোমার মুখ প্রফুল্লতা-উদ্ভাসিত শরৎকমল। জ্ঞান সুখশান্তির বৈরী। অজ্ঞানতা শান্তি-সুখের বন্ধু। অর্থ অনর্থের মূল, দরিদ্রতা সুখের খনি, যশোকীর্ত্তি হিংসার আশ্রয়। যশোহীনতা ও কীর্ত্তিহীনতা সমবেদনা পাইবার আস্পদ। তাই বুঝি মুনিঋষিগণ দীনভাবে বনে থাকিয়া, যশের ডঙ্কা না বাজাইয়া, কীর্ত্তির কেতু না উড়াইয়া, বিজ্ঞতার পরিচয় না দিয়া, বৃক্ষমূলে বসিয়া, কুটীরে বাস করিয়া পুস্তক লিখিয়া ও ছাত্র পড়াইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতেন? তাই বুদ্ধ, যীশু, নানক, চৈতন্য ধন ছাড়িয়া, অট্টালিকা ছাড়িয়া ষড়রিপু জিতিয়া নিজের বুকের ধর্ম্মধন জীবের বুকে প্রসারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সুরধুনীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, রাজবাটীতে রাজব্যয়ে সুরধুনীর বিবাহ হইবে, উপযুক্ত বর নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। বিবাহের সকলই করিবেন রাজা ও নীলমাধব, কেবল সম্প্রদাতা সুরধুনীর পিতা। কার্য্যে সুখ নাই। সুখ কার্য্যের কল্পনা-জল্পনায়। এই যে সহস্র সহস্র ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য নিশাযাপন করিয়া পাঠ করিতেছেন, তাঁহাদের সুখ পাশে নাই, সুখ পাশের চিন্তায়। এই যে শতশত যুবক বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, শত পাত্রী দেখিতেছেন, মনে মনে পাত্রীগণের রূপের তুলনা করিতেছেন। সুখ বিবাহে নাই, সুখ বিবাহের চিন্তায়। এই যে শতশত ধনলিপ্সু ব্যক্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম অগ্রাহ্য করিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া,স্বাস্থ্য-সুখ-শান্তি বলি দিয়া ইষ্টধন-লাভের জন্য লালায়িত হইতেছেন, সুখ সংগৃহীত অর্থে নাই, সুখ

অর্থসংগ্রহের চিন্তায়। এই যে শতশত ব্যক্তি ভূ-সম্পত্তির অভিলাষী হইয়া, পাপ-পুণ্য, সত্যাসত্য, জালজুয়াচুরী পৃথক না করিয়া, যে উপায়েই হউক, যেরূপ চেষ্টায়ই হউক, ক্লান্তভাবে মন ও শরীরকে পরিক্লান্ত করিয়া ভূসম্পত্তি লাভ করিতেছেন। সুখ ভূসম্পত্তি লাভে নাই, সুখ ভূসম্পত্তি লাভের চিন্তায়। স্বাদ গ্রহণের পূর্ব্বে সকল বস্তুই সুস্বাদু বলিয়া মনে হয় এবং আস্বাদনের জন্ত রসনা লালায়িত হইতে থাকে, কিন্তু স্বাদ গ্রহণ করিলে সকল দ্রব্যই সকলের ভাগ্যে সুখকর হয় না এবং স্বাদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সকল আশাই শেষ হয়। জলন্ত আশার উদ্দীপনা মনুষ্য-শরীরের উগুম, সাহস ও বল, আশার তৃপ্তিই নৈরাশ্ত ও অলসতা আগমনের সময়।

সুরধুনীর বিবাহের কল্পনা-জল্পনায় সকলেই সুখী। বহির্ব্বাটীতে সুরধুনীর বিবাহের বাজী বাজনা, নৃত্যগীত দধি, ক্ষীর, সন্দেশ, রসগোল্লা, বাড়ী সাজান, গ্রাম সাজান প্রভৃতির আড়ম্বর। অন্তঃপুরে চলেছে—পীঠি চিত্রণ, শ্রীগঠন, কুলা অরুন ও জামাতা বৈবাহিকের সহিত কি কি রসিকতা করিতে হইবে, তাহার কল্পনা-জল্পনা। আজ রাজ-অন্তঃপুরে সুরধুনীর পিতামহী, মাতামহী, খুল্লতাত-পত্নী, মাতুলানী, চন্দ্রমুখী, রাণী, হরিমতি, বান্টু সর্দ্দার, ভজন ও কালুর স্ত্রীগণকে লইয়া এক মহতী সভা বসিয়াছে। সর্ব্বাগ্রে কালু সর্দ্দারের স্ত্রী বলিল, "জামায়ের শাশুড়ী দিদি-শাশুড়ী বেশ আছে দেখছি। কথা কবার মত শালী নাই। এই সর্দ্দারণী জামাই বাবুর শালী হ'লে চলবে না ?"

চন্দ্রমুখী বলিলেন, "তা চল্‌বে বই কি! আরও শালী আছে, ঐ যে দুই বুড়ী আছেন। ওর একজনের চুল আজও পাকে নাই। উহার বড়জন দিদি-শাশুড়ী ও ছোটজন শালী হবে।" সুরধুনীর মাতামহী বলিলেন, "আমি কুটুম্বিনী। আমার দলবল কম। বিশেষ আমার মালিক আসেন নাই। আমাকে তোমরা যে পদে রাখ, সেই পদেই থাক্‌তে হবে।" সুরধুনীর পিতামহী বলিলেন, "না না, ওঁকে শালী করা হবে না। উনি এখন মালেকবিহীন নৌকা। উনি সুরর সতীন হয়ে বস্‌তে পারেন।"

সুরধুনীর মাতা বলিলেন, "সুরর বরের শাশুড়ী হবে কে ?"

এই সময়ে সুরধুনীর মাতামহ মাতামহী স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। রাণী হাসিয়া বলিলেন, "সুরর বরের প্রথমা শাশুড়ী হবেন, শ্রীমতী হরিমতি দেবী।"

হরি। একেবারে দেবী ক'রে ফেল্‌লে। আমার আর বেশী উন্নতি হ'ল না। ছিলাম হিঙ্‌, কজ্জলি পারা, গন্ধক প্রভৃতির গন্ধময় নাড়ীটেপা কবিরাজের গৃহিণী। আমাকে স'পে দিচ্ছিস্ এখন নস্তি-টানা নাক ফোঁৎ-ফোঁৎ করা বামুনের হাতে। রাজা-রাজড়ার হাতে কেহ স'পে দেয় না।

রা। বেশ, বেশ। এ সাধও মনে আছে ? ঘরেই তো তোর দাদা রাজা আছেন। তিনি তিন দেশের রাজা মজুমদার বীরবাহাদুর। তাঁকে গছলেই পারিস।

চন্দ্রমুখী, সুরধুনীর মাতা ও সুরধুনীর খুল্লতাত-পত্নী সমস্বরে কহিলেন, "হরিমতি, তুমি নিজের কথায় নিজে ঠক্‌লে।"

ভজনের স্ত্রী কহিলেন, "আরে পিসীমা, বোকা মেয়ে তুই কি কহিলি ? তুই যে আপনি আপনার মাথা কাটিলি।"

হরিমতি অপ্রতিভ হইবার নহে। তাঁহার অপ্রতিভ ভাব ঢাকিবার জন্ত অধিকতর প্রফুল্লভাবে উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "ও পোড়ারমুখী রাণী কথাটা বাঁকা ক'রে নিলে। বাঁকা করলে সব কথা বাঁকা করা যায়। দেশে কি আর রাজা নাই ? দেশে আরও কত ব্রাহ্মণ বৈগু রাজা আছেন।"

রা। যদি সে সাধই থাকে, আর তোমার দাদাকে না গছ, তবে আর ছোট ছোট রাজা-রাজড়ায় কাজ কি। একেবারে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর বেগম-মহলে অথবা সম্রাট্ বাহার শাহা আলমের বেগম-মহলে রেখে আসা যাবে। ছোট ছোট রাজা-রাজড়ায় ঘর দিয়ে কাজ কি ?

হরি। ওলো থাম্ লো থাম্। বেগম-মহলে যাওয়ার লোক আমরা না। আমাদের তত রূপই নাই। আমাদের—বলব না কি, পোড়ারমুখী বলব ?

রা। বল্ পোড়ারমুখী বল্, তাতে যদি তোর মান-সম্ভ্রম-গৌরব বাড়ে, তবে বল্।

ভজনের বুদ্ধিমতী সহধর্ম্মিণী কহিল, "আরে রাণী মা! আরে পিসীমা! আরে বামন মা! ক্যানে আর তোরা কথা কাটাকাটি করিস ? আমরা ছুকরী সাজায়ে নিয়ে গান-বাগ্ত করতে এসেছি, বল্ গান করি।"

চন্দ্রমুখী গতিক ভাল নয় বুঝিয়া বলিলেন, "বুড়োর মেয়ে, তুমি ভাল কথা বলেছ। তোমরা নাচ-গান কর।"

ভজন, লাণ্টু, পেণ্টু, কালুবালুর স্ত্রী দ্বাদশ হইতে দ্বাবিংশতি বর্ষবয়স্কা অনেকগুলি মেয়ে লইয়া আসিয়াছিল। মেয়েগুলি রঙিন বস্ত্র ও ফুলসাজে সাজিয়াছিল।

বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীগণ বসিয়া বসিয়া ও বালিকাগণ নাচিয়া নাচিয়া নানা গান করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা গাহিতে লাগিল :—

আরে দিদিমণির বিয়ে, আরে ছোট বহিনের বিয়ে,
মোরা সবে খেলব সুখে হলুদ রঙ্গ নিয়ে।
ব'র করবো লালে লাল, পা ফেলব তালে তাল,
আমরা ভেটবো সবে সুবর বরকে লাল ফুল নিয়ে।
মোরা অনেক মদ খাব, মোরা অনেক মজা পাব,
ঘুরে ঘুরে নাচব মোরা বরকে মাঝে দিয়ে।
আমরা গাঁথব ফুলের মালা, নিব পূরে ডালা,
ফুরাইব একে একে বরের গলে দিয়ে,
আমরা ছুড়ব কুমকুম, আমরা করবো বহু ধুম,
আরে লালে লাল না হইলে, কিসের বল বিয়ে?

চন্দ্রমুখী কহিলেন, "ও বুড়র মেয়ে ও কি গান করছ? দুটো লাল গান কর না?

ভজন-স্ত্রী। আরে বামন মা! এখন লাল গান করিতে সরম ক'রে, বুড়া হয়েছি।

চ। আচ্ছা, পুরো লাল না গেয়ে, মাঝামাঝি গাও।

ভজন-স্ত্রী। আরে চল্‌মন্‌। আরে ঝুমন্‌! আরে কামনা! দিদিমা পিসীমা লাল গান গাইতে কইছে। দে বাজিয়ে দেই, নাচ কর।

এই বলিয়া তাহারা আবার গাহিল :—

চাঁপা গাছের মাঝে, চাঁপার কোরক ধ'রে আছে,
দুষ্ট অলি হেসে হেসে যাচ্ছে তাহার কাছে।
ও ভাই ছুয়ো না ও ফল যাবে জাতি কুল,
গোলাপ মল্লিকা কত বনে ফুটে আছে।
অলি কহে হেসে, পাই না আমি দিশে
গরব ভ'রে গরবিণী গর্জ্জে উঠে পাছে।
আমি চাই না জাতিমান,
আমি চাই না আমার প্রাণ
না খাইলে উহার মধু পরাণ আমার মিছে।
অলি বীর দর্প করে অলি সামলে কাপড় পরে,
টোপকে প'ড়ে ছোকরা অলি
কোরকে ঢুকে গ্যাছে।

চারিদিক্ হ'তে বাহবা বাহবা পড়িল। তখন ভজনের স্ত্রী ও তাহার সঙ্গিনীগণ দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত ইত্যাকার বহু সঙ্গীত আরম্ভ করিল। পাঠক! মার্জ্জিত রুচি পাঠক! বিবাহ-সঙ্গীত যদি শুনিয়া থাকেন, তবে এ পুস্তক অশ্লীল বলিয়া দূরে ফেলিবেন না। এ ত ডোম বাগদী ইতর জাতীয়া রমণীদের গান, অনেক উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর গৃহে ইহার চেয়ে কদর্য্য লাল-সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মগযুদ্ধ।

মহা সমারোহে সুরধুনীর শুভ বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে। বরকন্যা গৃহে গমন করিয়াছে। নর্ত্তক-নর্ত্তকী গায়ক-বাদকদল এখনও বিদায় হয় নাই। নহবতের সুমধুর বাদ্য বাজিতেছে। এখন নান্দু-য়ালীর রাজভবন কুটুম্ব-কুটুম্বিনীতে পূর্ণ রহিয়াছে। বসন্তের মধ্যভাগে রাজবাটীর নিকটস্থ রসালকাননে রসালতরুমুকুলে মধুপগণ ঝঙ্কার করিয়া কানন মুখরিত করিতেছে। পিকগণ মধুপ-ঝঙ্কার ডুবাইয়া দিয়া পঞ্চমে তান ধরিয়াছে। রাজোদ্যানে বিবিধ বর্ণের বিবিধ কুসুম বিকসিত হইয়া পবনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। পবন কুসুমসুন্দরীগণের কুসুমকাননে প্রবেশ করিয়া কুসুমসুন্দরীগণের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়া রমণী জাতির পরম ধন সতীত্ব ধনের ন্যায় তাহাদিগের সুবাস হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। রাজা শচীপতি কুটুম্ব ও কর্ম্মচারিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এখনও সভামণ্ডপের শোভা-সম্বর্দ্ধন করিতেছেন। কত হাস্য-পরিহাসের তরঙ্গ উঠিতেছে। কত আমোদ-উল্লাসের ফোয়ারা ছুটিতেছে।

এমন সময় ক্ষিপ্রগতিতে সেই পাগলিনী যোগিনী সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া উচ্চরবে গাহিতে লাগিল :—

আমায় চিন্‌তে পার নি, আমি পাগলিনী।
বণ্টুর গৃহিণী আমি এখন রাজরাণী॥
নিজ চোখে দেখে এনু দাঁড়াইয়ে মাঠে।
এসেছে অনেক নৌকা বৈরয়ের ঘাটে॥
তীর ধনু অসি চর্ম্ম ল'য়ে মগগণ।
এসেছে নিরীহ প্রজা করিতে হনন॥
নিবে অর্থ, নিবে ধন, নিবে কুলনারী।
এমন ভীষণ দৃশ্য সহিতে না পারি॥
গড়িছে মশাল তারা ধূনো তেল দিয়ে।
প্রজার লইবে ধন তাহাই জালিয়ে॥
বড় বড় বহু তরী ঘুরে ঘুরে আছে।
আসিতে আসিতে সাজ হবে কাছে কাছে॥

ধর অসি লহ চর্ম্ম পর বীর-বেশ।
কাটিয়া শত্রুর শির রক্ষা কর দেশ॥
তুমি রাজা সদাশয় অগ্রগণ্য বীর।
রণক্ষেত্রে শুনি তুমি রাজা যুধিষ্ঠির॥
"সাজ সাজ" কর রব বাজাইয়া ডঙ্কা।
যাও চলি রণস্থলে ঘুচাইয়া শঙ্কা॥
আমায় চিন্‌তে পার নি আমি পাগলিনী।
ঝণ্টুর গৃহিণী আমি এখন রাজরাণী॥

পাগলিনীর গান শুনিয়া সকলেই ভয়ে ভীত হইলেন। শচীপতি জানিতেন, এ যোগিনী কখনও মিথ্যা কথা বলে না। তিনি জানিতেন, এ পাগলিনী হইলেও মানবজাতির হিতকারী। সত্য সত্য শচীপতির রাজধানীতে সাজ সাজ রব উঠিল। শচীপতির উচ্চ প্রাসাদশিখরে ঘন ঘন নাগরাধ্বনি হইতে লাগিল। সন্ধ্যা অতীত হইতে না হইতে পাঁচশত অশ্বারোহী ও তিন সহস্র পদাতিক সৈন্য সমবেত হইল। দুই সহস্র পদাতিক ও তিন সহস্র অশ্বারোহী লইয়া শচীপতি নবগঙ্গা নদীর উত্তর তীর দিয়া বড়ই গ্রামাভিমুখে চলিলেন। নবগঙ্গার দক্ষিণ দিক্ দিয়া ভজন এক সহস্র অশ্বারোহী ও দুই সহস্র পদাতিক লইয়া শ্রীকুন্তি গ্রাম পর্য্যন্ত গমন করিল। নীলমাধব হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভজনের অনুগমন করিলেন। বড়ই গ্রামের নিকটে নদীগর্ভে কিছু দূরে দূরে বঙ্গদেশীয় নৌকা দেখিতে পাইলেন। শচীপতির অনুচর যাইয়া দেখিয়া আসিল, নৌকাগুলি বঙ্গদেশীয় হইলেও তাহার আরোহিগণ মগ। শচীপতি নিঃশব্দে গ্রামের সন্নিকটে সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন। গ্রামের সাহসী লোকগণও তাঁহার সহিত যোগদান করিল। পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত ছিল, মগগণ যে পারেই নৌকা হইতে অবতরণ করুক, শচীপতির সৈন্যগণ পরপারে নদী পার হইয়া মগতরী হস্তগত করিয়া পরপারে সৈন্যগণকে সাহায্য করিবে।

রজনী দ্বিপ্রহর অতীত প্রায়। রজনী নিস্তব্ধ ও ঘনান্ধকারময়ী হইয়া উঠিল। বায়ুর শন্‌শন্, পতিত বৃক্ষপত্রের শড়্ শড়্, ঝিল্লীগণের ঝিঁ ঝিঁ, সারমেয়গণের কেঁউ কেঁউ, ফেরুপালগণের ক্যাহুয়া রব ভিন্ন জগতে আর কোন রব থাকিল না। এমন সময়ে চল্লিশখানি বৃহৎ নৌকা হইতে, প্রায় দুই সহস্র সশস্ত্র মগ মশালের আলোক জ্বালিয়া বড়ই গ্রামাভিমুখে ধাবিত হইল। শচীপতি সসৈন্যে তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। ঘনঘন সাঙ্কেতিক শিঙ্গাধ্বনি হইতে লাগিল। পরপার হইতে বিষাণধ্বনিতে সে ধ্বনির উত্তর করিতে লাগিল সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইল।

ভজন নদীপার হইয়া মগতরীগুলি হস্তগত করতঃ প্রভাতকালে মগসৈন্যের পশ্চাদ্দিক আক্রমণ করিল। এবার আততায়ী মগ রামদাস বড়ুয়া। রামদাস অস্ত্রশস্ত্রনিপুণ সুকৌশলী যোদ্ধা। এতক্ষণও যুদ্ধে রামদাসের জয়ের আশা ছিল। এতক্ষণ শচীপতিও রামদাসকে কেবল বাধা দিতেছিলেন, এতক্ষণও রামদাস ভাবিয়াছে, যুদ্ধে অশিক্ষিত গ্রামের লোকেরাই তাহাকে বাধা দিতেছে। এক্ষণে উভয় দিক্ হইতে শচীপতি ও ভজন সিংহবিক্রমে রামদাসকে আক্রমণ করিলেন। ঘূর্ণিবায়ু উপস্থিত হইলে কদলীতরু যেরূপ ভূতলশায়ী হইতে থাকে, রামদাসের সৈন্যগণও সেইরূপ ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। রামদাস দেখিলেন, তাঁহার জয়ের আশা তো নাই-ই; জীবনের আশাও তিরোহিত হইল।

অরুণদেব তাঁহার শ্বেতাশ্বরথে আরোহণপূর্ব্বক পূর্ব্বগগন লোহিতরাগে রঞ্জিত করিয়া এই ভীষণ দৃশ্য লোকচক্ষুর গোচর করিবার জন্য উদয়াচলে ধীরে ধীরে দর্শন দিলেন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বিহঙ্গমকুল এ দুর্দ্দিনেও অরুণের স্তুতি-গীত গাহিতে লাগিল। প্রাতঃকাল হইল। রামদাস বেণুধ্বনি করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া সন্ধির শ্বেতপতাকা উড়াইয়া দিলেন। তিনি শচীপতির চরণে লুণ্ঠিত হইয়া হতাবশেষ সহস্র সৈন্য লইয়া স্বদেশে যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। পরম দয়ালু শচীপতি রামদাসকে নিরস্ত্র করিয়া কুড়িখানি নৌকায় একমাসের আহারীয় দ্রব্য দিয়া তাহাদিগকে দেশে যাইবার অনুমতি দিলেন। রামদাস অবশ্যই প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি আর জীবনে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবেন না এবং নিরীহ বাঙ্গালী প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবেন না। এক প্রহর বেলার মধ্যে রামদাস মৃত মগসৈনিকগণকে সমাধিস্থ ও সৎকার করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন। যুদ্ধের বিজয়বার্ত্তা বহন করিয়া নীলমাধব হস্তিপৃষ্ঠে অগ্রেই নান্দুয়ালী রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন। শচীপতি প্রাতঃকালেই রামদাসের কুড়িখানি নৌকা, মগ-অস্ত্র-শস্ত্র ও ধনরাশি রাজধানীতে প্রেরণ করিয়াছেন। বিজয়ী শচীপতি সন্তুষ্টচিত্তে প্রফুল্লহৃদয়ে জয়োল্লাস করিতে করিতে রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

হরিষে বিষাদ।

শচীপতি রাজধানীতে আসিলেন। তিনি সৈন্যগণকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি যুদ্ধবেশ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার দক্ষিণবাহুমূলে একটি সূক্ষ্মাগ্র মগশরফলক বিদ্ধ হইয়াছে। তিনি আকর্ষণ করিয়া ফলক বাহির করিতে পারিলেন না। ফলক অধিকতর মাংসমধ্যে প্রবেশ করিল ও অসহ্য যন্ত্রণা হইল। এতক্ষণ যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত থাকায় শচীপতি শরফলক বিদ্ধ হইবার যন্ত্রণা অনুভব করেন নাই। নীলমাধব ক্ষতস্থান একটু কাটিয়া সূক্ষ্মাগ্র শোণ দ্বারা ফলক বাহির করিলেন। কিন্তু যন্ত্রণায় রাজার স্বর্ণবর্ণ দেহ নীলবর্ণ হইল, মুখ ফেনায়মান হইল এবং রক্তবর্ণ চক্ষুতে তন্দ্রার ভাব লক্ষিত হইল। নীলমাধব ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "বিষাক্ত শরফলকের বিষ রাজদেহে প্রবেশ করিয়াছে। বিষ ফলকের মুখে ছিল না, ফলকের গোড়ায় ছিল। ফলক আকর্ষণ করায় বিষ দেহে প্রবেশ করিয়াছে!"

ন্যায়পঞ্চানন ক্ষতস্থান চিরিয়া দিয়া জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। নীলমাধব বিষদোষাপহারী ঔষধ রাজাকে সেবন করাইলেন। গঙ্গাধর ও জটাধর পণ্ডিতদ্বয় রাজার মস্তকে ও বক্ষে ইষ্ট দেবতার নাম জপ করিতে লাগিল। ভজন বন্য নামক বৃক্ষের পত্র আনিয়া তাহার রস রাজার সর্ব্বশরীরে মাখাইল ও নাসারন্ধ্র দিয়া মস্তকে প্রবেশ করাইল। কালু সর্দ্দার কেলেগোড়ার পাতা, লতা ও মূল ছেঁচিয়া রাজাকে খাওয়াইল, রাজা অচেতন হইলেন। রাজবাড়ীতে হাহাকার রব উঠিল। সকলেই স্ব স্ব প্রয়োগ করা ঔষধের ফল দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নকালে রাজার জ্ঞান হইল। কিন্তু কম্প দিয়া জ্বর আসিল। রাজার দেহের বর্ণ ফিরিল না। নীলমাধব হতাশ হইয়া ঔষধ দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ভজন কালু এখনও আশা ছাড়ে নাই। কালু আবার কেলেগোড়ার রস খাওয়াইল। ভজন বন্য বৃক্ষের পাতার রস পুনরায় গায়ে মাখাইল। রাত্রে নীলমাধব আয়ুর্ব্বেদ খুলিয়া বসিলেন। ভজন ও কালু সকল বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, ডোম, বাগদী ডাকাইলেন। রজনী সমান ভাবে কাটিয়া গেল।

প্রাতে সকলেই দেখিলেন, রাজার দেহ নীলবর্ণই আছে। সর্ব্বশরীর ফুলিয়াছে। জ্বরের তাপ অত্যন্ত অধিক। রাণী ভুবনেশ্বরী শ্বেতপ্রস্তরময়ী দেবীর ন্যায় ও হরিমতি লক্ষ্মীপ্রতিমার ন্যায় রাজার উভয় পার্শ্বে বসিয়া রাজার শুশ্রূষা করিতেছেন। নীলমাধব বলিলেন, "শরফলকের বিষ সর্পবিষ নহে, তীব্র উদ্ভিজ্জজাতীয় বিষ। আমার ঔষধে কোন ফল হয় নাই। উদ্ভিজ্জ জাতীয় বিষ হইলেও সর্পবিষ অপেক্ষা শীঘ্র প্রাণনাশক। ভজন ও কালুর ঔষধে রাজার জীবন এতক্ষণ রক্ষা করিয়াছে। পরিণামে কি হয় বলিতে পারি না।"

এক প্রহর বেলার সময় রাজার আবার জ্ঞান হইল। কালু আবার ঔষধ খাওয়াইল। রাজা বলিলেন, "ভজন ও কালু! আর ঔষধ কেন? আমায় বিদায় দাও। শরীরে বড় যন্ত্রণা—বড় বিষ। তোমাদের অনুগ্রহে তোমাদের সহায়তায় সব আশা পূর্ণ হয়েছে, শেষ এক আশা, এক ইচ্ছা (ক্ষীণকণ্ঠে) একবার সেই বাল্যগুরুর চরণদর্শন।"

রাণী ও হরিমতি উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিলেন। রাজা আবার অচৈতন্য হইলেন। চন্দ্রমুখী ও ন্যায়পঞ্চানন, গঙ্গাধর ও জটাধর তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণীগণ অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ!

মধ্যাহ্নকাল আসিল। রাজার আবার জ্ঞান হইল। এক শীর্ণকায় জটাজুটধারী গৈরিক-বসন-পরিহিত, বিভূতিমণ্ডিত-দেহ, সিন্দুর অনুলিপ্ত ললাট, ত্রিশূলপাণি সন্ন্যাসী আসিয়া স্বীয় ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তার করতঃ রাজার মস্তকসন্নিকটে উপবেশন করিলেন। তিনি রাণীর হস্তে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ গুঁড়া অর্পণ করিয়া বলিলেন, "এই শেষ ঔষধ। ঈষদুষ্ণ একপোয়া দুধের সহিত সেবন করাও। যদি শচী রক্ষা পায়, তবে ইহাতেই পাইবে।"

রাণী ধীরভাবে অথচ ক্ষিপ্রতার সহিত রাজাকে ঔষধমিশ্রিত দুগ্ধ খাওয়াইলেন। দুই দণ্ড পরে রাজার আবার জ্ঞান হইল। রাজা সন্ন্যাসীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "প্রভো! আপনি কে, আমি চিনিতে পারিলাম না।"

"শচী! যাকে মনে করেছ, আমি সেই তোমার বাল্যগুরু।"

শ। গুরো! পদরজ দিয়া বিদায় দিন।

গুরু পদরজ দিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "শচী! প্রাণের শচী! গুণবান্ শচী! বঙ্গমাতার সাধু পুত্র শচী! তোমাকে অনেক কথা বলবার আছে। যখন তুমি ও সীতারাম আমার চতুষ্পাঠীতে পড়, তখন তোমাদের একাগ্রতা, মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি, গুরুভক্তি প্রভৃতি গুণ দেখে মুগ্ধ হই। আমি তোমাদের ভাগ্যগণনা করি, গণনায় দেখি,

তুমি তিন রাজ্যের রাজা এবং সীতারাম স্বাধীন রাজা হইবে। আমার স্ত্রীপুত্রাদি কিছুই ছিল না, আমি তোমাদিগকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতাম ও করি। গণনার ফলে আমি জানিয়াছিলাম, সীতারাম একচ্ছত্র ভারতবর্ষের দিল্লীতে রাজা হ'বে এবং তুমি সুবা বাঙ্গালা অর্থাৎ বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা তিন রাজ্যের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হ'বে। স্নেহবশতঃ গণনার ফল জানিবার জন্য আমি সর্ব্বদা তোমাদের দুই জন ও কুসুমের প্রতি দৃষ্টি রাখিতাম। তোমাদের স্নেহে আমি যোগপথে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। কুসুমকে যোগিনী করিতে চেষ্টা করিলাম, সে পাগল হইল। কিন্তু সে পাগল হইলেও তাহার দুর্ব্বল হৃদয়ের প্রতি আমার এখনও অধিকার আছে। তুমি যে রামদেব কর্ত্তৃক বন্দী হও, তাহার পূর্ব্বদিন আমাকে মনে করেছিলে। আমি বন্দী হওয়ার দিন প্রত্যূষে তোমার দ্বারে আসি। আমি ভবিষ্যৎ জানিয়া ভুবন ও হরিকে ছদ্মবেশে দয়ালচাঁদের বাটীতে পাঠাইয়া দেই। দয়াল আমার প্রিয় শিষ্য। যোগবলে পাগলিনীকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত ক'রে আমি সেই অশ্বথমূলে তাহার দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করি। আমি একখানি উচ্চ প্রশস্ত শিকড়ের মূলের নিম্নে শয়ন করিয়া, বাহুদ্বয় বিস্তৃত করতঃ কতকটা কম্বলাবৃত করিয়া বাহিরে রাখি। কারাধ্যক্ষ ও প্রহরিগণকে উগ্র গঞ্জিকা সেবন করাইয়া মত্ত করি। অনন্তর যোগিনী দ্বারা কারাধ্যক্ষের কটিদেশ হইতে কারাগৃহের চাবী লই ও যোগিনীকে কারাগৃহে পাঠাইয়া দেই। তার পর যাহা হয় তাহা তুমি জান। যোগিনী আমার শিক্ষায় লৌহশৃঙ্খল ছিঁড়িতে শিখিয়াছে। এখন দেখিতেছি, আমার গণনার মূলে বিশ্বাস ভ্রান্ত। তুমি ক্ষুদ্র তিন রাজ্যের অধীশ্বর হইলেও সীতারাম এক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা হইল। বাপ, আমার বিশ্বাস ভ্রান্ত হইলেও আমার আক্ষেপের কিছু নাই। তোমরা বড় রাজা হ'লে কার্য্যের অবসর পেতে না। তোমরা সামান্য সামান্য ভূখণ্ডের অধিকারী হয়ে বাঙ্গালী জাতির তদপেক্ষা অনেক বেশী উপকার করেছ।

শচী। গুরুদেব! অনেক অজ্ঞাত রহস্য জানলেম, জীবনে কিছুই করতে পারলেম না। সব আশা অপূর্ণ রহিল। বুঝিলাম, বাঙ্গালীজাতির মধ্যে লোক নাই। বাঙ্গালার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে। নিঃস্বার্থপরতা, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরতা, একতা ও স্বার্থত্যাগ যত দিন এ জাতি না শিখিবে, যতদিন এ জাতি হিংসার ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করিতে না পারিবে, তত দিন এ জাতির কল্যাণ নাই। দেব! আপনি জানেন, আমি রাঢ়দেশে একঘরে ও আমার সতীপত্নী কলঙ্কিনী।

গুরু-শিষ্যের মধ্যাহ্নকাল হইতে রজনীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত অনেক কথা হইল। রজনীর শেষভাগে শচীপতি কহিলেন, "গুরো! বিষের বড় জ্বালা, আর বাঁচি না। নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হ'য়ে আসছে।"

গুরু বাসুদেব রায়, যিনি যোগধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর কৃষ্ণানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছেন, ধীরে ধীরে শচীপতির চক্ষু-জিহ্বা ও হৃৎকম্পন পরীক্ষা করিলেন। তিনি শচীপতির ললাটে লাল বর্ণের একটি ফোঁটা দিয়া সজলনয়নে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

শচীপতি অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে বলিলেন, "ভুবনেশ্বরী ও হরি, এখানে আছ কি?"

তাঁহারা উভয়ে সমস্বরে কহিলেন, "আছি আছি।"

শচী। আমি চলিলাম, তোমরা—

রাণী ভুবনেশ্বরী বাধা দিয়া বলিলেন, "তোমরা নয়। হরি থাকিল। বিবাহের পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা মনে কর। আমায় সঙ্গে নিতে হ'বে, আমি বিবাহের দিন হ'তে প্রস্তুত হয়ে ব'সে আছি।

রাজা রাণীর কথায় কোন উত্তর করিলেন না। তিনি পুনরায় অতি কাতরকণ্ঠে থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগিনী হরি! ভাই নীল—মা —ধব—ভ—জন—যাই, এ—দে—শে—থা—কি—ও—না। ছে—ছে—ছে।" আর রাজার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। তাঁহার নিশ্বাস বড় হইয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অস্বাভাবিক বৃহৎ হইল। হরিমতি, চন্দ্রমুখী, সুরধুনীর মাতা, খুড়ী মাতা ও স্বজনের স্ত্রী প্রভৃতি উচ্চরবে কাঁদিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সব শেষ।

বাসন্তী উষা আসিল। অংশুমালী সহস্র সহস্র লোহিতরাগে রঞ্জিত অংশুমালায় কর্ত্তব্যানুরোধে পূর্ব্ব-গগন লোহিতরাগে রঞ্জিত করিয়া উদয়াচলাভিমুখী হইলেন। তাঁহার ভট্টগণ বিহঙ্গমজাতি স্ব স্ব আবাসে বসিয়া উচ্চরবে তাঁহার স্তুতিগান আরম্ভ করিল। প্রণয়ি-প্রণয়িনী বৃক্ষলতাগণ নিশাবসানে

প্রেম-আলাপনে বিঘ্ন জানিয়া যেন সক্রোধে শিশির-মুক্তমালা ও পুষ্পভূষণ দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অসময়ের তস্করের ন্যায় মারুত হস্তপ্রসারণ করিয়া সেগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া কি ভয়ে কি ভাবিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক সহাস্যে প্রণয়ি-প্রণয়িনীগণের পৃষ্ঠে উৎসাহের চপেটাঘাত করিলেন এবং এক এক চপেটাঘাতে যেন বুঝাইয়া দিলেন, "ভয় কি, আবার ত যামিনী আসিল!" কুসুমসুন্দরীগণ অবগুণ্ঠন ফেলিয়া সম্পূর্ণ মুখ বাহির করিয়া যে া করযোড়ে দিনদেব তপনকে প্রণাম করিলেন। নদী-সমুদ্র কল্লোল-গানে দিবসরাজ্যের অভিনন্দন করিলেন।

এমন সময়ে শচীপতির গৃহদ্বারে বৃহৎ অশ্বক্ষুর-ধ্বনি শ্রুত হইল। অবিলম্বে রাজা সীতারাম গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি শচীপতির মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়াই উচ্চরবে বলিলেন,—"হায় হায়! কি দেখিতে আসিয়াছিলাম! কি দেখিলাম! শশী রাহুর পূর্ণ গ্রাসে পতিত। নীলমাধব, ন্যায়পঞ্চানন, জটাধর, ভজন, আর কেন? তোমাদের স্নেহের রাজা, প্রাণের বন্ধু, পরহিতব্রত, স্বার্থশূন্য, বীরবরের শেষ সময় উপস্থিত। সৎকার—সৎকার—সৎকার!"

আর কি লিখিব? অশ্রুসিক্ত লেখনী আর চলে না! সব শেষ হইল!

মুহূর্ত্তমধ্যে বীর শচীপতির জীবনবায়ু হরিনামের সহিত মিশিয়া বহির্গত হইল। সীতারাম, নীল-মাধব, ন্যায়পঞ্চানন, হরিমতি, চন্দ্রমুখী, কর্ম্মবীর ভজন আজ ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া রোদন ও পরিতাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজা সীতারাম উন্মত্তের ন্যায় উচ্চরবে কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই শচী! বাল্যবন্ধু শচী! আমার অসময়ের সহায় শচী! আমার দক্ষিণ বাহু-স্বরূপ শচী! আমাকে এই বিপৎসঙ্কুল দেশে ফেলে কোথায় চ'লে গেলে? তুমি ত সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক। তোমার অঙ্গীকার রক্ষা কর্‌লে কই ভাই? আজ মগের ভয়, কাল পর্ত্তুগীজের ভয়, পরশ্ব নবাবের ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে। কে আমার দক্ষিণ দিকে থেকে শত্রুসাগরে, ভীমবিক্রমে অব্যর্থসন্ধানে যুদ্ধ কর্‌বে? কে তোমার মত বিপদবন্ধু স্বজাতির সুহৃদ্ হ'য়ে নিরীহ বাঙ্গালী প্রজাগণকে রক্ষা কর্‌বে? তুমি বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার নরাকার অবতার হয়ে দেশের লোকের আশাস্থল, আমার আশাস্থল, এই নব রাজ্যের আশাস্থল হয়েছিলে। তোমার শিশু পুত্রকন্যার, প্রিয় স্ত্রীর, তোমার নীলমাধবের, তোমার প্রিয় বিশ্বস্ত ভজনের, তোমার প্রিয় সুহৃদ্ রমানাথের চক্ষুজল আজ কে মুছাবে? তুমি চলিলে, সতী রাণী ভুবনেশ্বরী তোমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য সেজে ব'সে আছেন। কাকে কে বুঝাবে? কাকে কে সান্ত্বনা দিবে? যাও ভাই যাও। তুমি বেশ সুসময়ে চলিলে। পরাজয় কাহাকে বলে, ভাই, জীবনে জানিলে না। জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া, কীর্ত্তিধ্বজা উড়াইয়া যশের অবিশুদ্ধ কুসুমমালা গলে পরিয়া অমরধামে চলিলে। তোমার মৃত্যু—গৌরবের মৃত্যু। কয় জন তোমার মত দেশের কাজ ক'রে, দেশীয় লোকের সুখ্যাতি শুন্‌তে শুন্‌তে ভবসাগরের পরপারে যেতে পারে? জন্মিলেই মৃত্যু ধ্রুব সত্য; গৌরবময় মৃত্যুই সুখময় মৃত্যু! বেশ গিয়াছ—ভাই, বেশ গিয়াছ।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সীতারাম লম্ফপ্রদানে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং উচ্চরবে বলিলেন, "রাজস্বজনগণ! রাজকর্ম্মচারিগণ, রাজভৃত্যগণ, রাজা দেশের কার্য্যে প্রাণত্যাগ করেছেন। আর ক্ষোভ পরিতাপ কেন? রাজার অন্তিমসৎকারের জন্য নানাবিধ দ্রব্যাদি সংগ্রহ কর এবং প্রাণভরে রাজার পারলৌকিক সুখের কামনায় বল হরি হরিবোল! বল হরি হরিবোল! বল হরি হরিবোল!!!"

ভৃত্য ভজন বণ্টুর মৃত্যুতেও কাঁদে নাই। আজ সে ভূলুণ্ঠিত হইয়া বাতাহত তরুর ন্যায় পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আরে রাজা, তুই কোথায় গেলি রে! তুই কোথায় গেলি। তোর চাঁদমুখের পানে চাহিয়ে, তোর দুঃখ বিপদের কথা ভাবিয়ে, সেই রাঢ়ভূমের পাহাড়-বাদ ছাড়িয়ে এই জলে ডোবা দেছে এছেছি। এখন কাহার মুখ দেখে বাঁচব রাজা, এখন কাহার মুখ দেখে বাঁচব? তুই করম-পুরুষ ছিলি, তোর সঙ্গে সঙ্গে করম ফুরাইল। ধরম ফুরাইল। আজ হ'তে জনম অকর-মন্ন হ'লো! বুড্ডাকে ফেলে রে রাজা, তুই যুবা বয়ছে চলিয়া গেলি? তোর কি এ বুড্ডার কথা একবার মনে হইল না রে, তোর ছঙ্গে ছঙ্গে বাঘ-ভালুক মেরেছি। বাঘ-ভালুক অপেক্ষা ভয়ঙ্কর পাঠান দস্যুর ছঙ্গে জুঝেছি। সর্ব্বাপেক্ষা দুরন্ত বর্গীর তরোয়ালের নিম্নে মাথা পেতে দিয়েছি। মঘের তীর বুক পেতে নিয়েছি। তুই আজ এ ছব কথা কিছুই মনে করলি নে রে রাজা, কিছুই মনে করলি নে? তুই তেমন ছেলে নহিছ রে রাজা, তুই তেমন ছেলে নহিছ। তুই ইচ্ছা ক'রে যাইছ নাই! দুরন্ত কাল তোরে বেঁধে নিয়েছে। যা যা, তুই ছরগে চ'লে যা। তোর করম ফুরাইল, তুই যাইলি, আমার করম-ভোগ—এখন আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভুগিব।"

হরিমতি ও চন্দ্রমুখীর এখন বিলাপ করিবার উপায় নাই। রমানাথ নীলমাধব প্রভৃতিরও সেই দশা। শচীর পুত্র হরিমতিকে ও কন্যা চন্দ্রমুখীকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। ভদ্রলোকের মধ্যে কেহ কাঁদিলে তাহারা কাঁদে। কেহ অশ্রুমোচন করিলে তাহারা চক্ষুজল বিসর্জ্জন ক'রে, সকলে শোক-তুষানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

রাজার সংকারের সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইল। ভুবনেশ্বরী কিংশুক বসন পরিয়া সর্ব্বরত্নালঙ্কার অঙ্গে ধারণ করিয়া ফুল-সাজে সাজিয়া, ললাটে সিন্দুর ও সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি দ্রব্য মাখিয়া রাজার অনুমৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহার চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল এবং তাঁহার মুখশ্রী অপার্থিব জ্যোতির্ম্ময়ী। তিনি শ্মশানে গমনকালে বলিলেন,—

"শুন সব সখীগণ, যাইতেছি এইক্ষণ,
করেছি জীবনে কত দোষ অপরাধ।
জীবনের ধ্রুবতারা, হইয়াছি সবে হারা,
সেধেছে অকালে বিধি বড় বিসংবাদ॥
মুখে না সরিছে কথা, মনে র'লো বড় ব্যথা,
শিশু-পুত্রকন্যা হরি দিয়ে গেনু তোরে।
যাহাদের কেহ নাই, চ'লে যাব নিজ ঠাঁই,
বাপের পৈতৃক দেশ দিস্ খোকাটারে।
আমার বাপের ধন, ভূসম্পত্তি নিকেতন,
দিস্ মোর খুকী যবে হইবেক বড়।
হইতে কুলীন ঘর, আনিয়ে সুন্দর বর,
বিষয়-করমে তারে ক'রে দিস্ দড়॥
খাও মোর খাও মাথা, রেখ রেখ মোর কথা,
আমাদের তরে নাহি ফেল অশ্রুজল।
তোমরা কাঁদিলে সবে, খোকা-খুকী দুঃখ পাবে,
তাহারাও কেঁদে কেঁদে হইবে বিহ্বল॥
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণ, প্রণাম কর গ্রহণ,
জনমের মত মোরে কর গো বিদায়।
পতিসঙ্গে যাই চলি, তোমাদের সবে ফেলি,
পতির বিহনে হেথা টেঁকা মোর দায়॥
ক্ষমা কর সখীগণ, ক্ষমা কর সর্ব্বজন,
করেছি অকর্ম্ম কত বলিতে না পারি।
কর্ত্তব্য কঠিন দায়, পারি নাই কিছু হায়,
হারির জীবন এই চলিলাম হারি॥
রাজীঘর পুষ্পবন, হাতী-ঘোড়া অগণন,
তোরাও আমার দোষ করিবি না মনে।
ভাবি মোরে অতি হীন, দীনের চেয়েও দীন,
বিদায় করহ সবে হতভাগ্য জনে॥
যে কিছু বলেছি মন্দ, করেছি অনেক দ্বন্দ্ব,
সব ভুলে যাও আজ বিদায় সময়ে।
যুক্ত করি দুই কর, ডাক সবে চক্রধর,
পতিপদ যেন ভাবি সতত হৃদয়ে॥
পতিসেবা নারীধর্ম্ম, পতিহিত নারীকর্ম্ম,
মরিলেও সঙ্গে মরা পরম মঙ্গল।
তাই আমি যাই চ'লে, সংক্ষেপে সকলে ব'লে,
ফেল না মোদের তরে কেহ নেত্রজল॥"

স্রোতস্বতী কুলকুলনাদিনী নবগঙ্গা নদীতটে কালিকাতলা নামক মহাশ্মশানে চিতা সজ্জিত হইল। রাণী ভুবনেশ্বরী রত্নাদিখচিত আভরণসমূহ দীন-দুঃখীগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। তিনি পতি-শব আলিঙ্গন করিয়া মুদিত নয়নে পতিপদ চিন্তা করিতে করিতে পতিপার্শ্বে চিতায় শয়ন করিলেন। ঘৃত ধূপ ধুনাসিক্ত শাল ও চন্দনকাষ্ঠের চিতা গর্জ্জন করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে অগ্নি-শিখা গগন-স্পর্শী হইল। সুখ বা দুঃখের কোন শব্দ ভুবনেশ্বরীর মুখ হইতে কেহ শুনিতে পাইলেন না। কেহ কেহ অনুমান করিলেন, চিতায় আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে ভুবনেশ্বরীর প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর ছাড়িয়াছিল। দাহক ও সংকারকগণের হরিবোল হরিবোল রবে দিগন্ত কম্পিত হইতে লাগিল।

এমন সময়ে কুসুম-আভরণে বিভূষিতা, অক্ষমালা গলদেশে প্রলম্বিতা, ললাটে সিন্দুর অনুলিপ্তা, যোগিনী মুক্তকেশা, গৈরিক-বসনপরিহিতা পাগলিনী "হরিবোল হরিবোল" বলিতে বলিতে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মুখ ও নয়নযুগল অনৈসর্গিক তেজোময় ও উজ্জ্বল। সে চিতার চতুর্দ্দিকে নাচিতে নাচিতে গাহিতে লাগিল।

আমায় চিন্‌তে পার নি আমি পাগলিনী,
ঝণ্টুর গৃহিণী আমি এখন রাজরাণী।
জীবনের খেলা-ধুলা সব হ'ল শেষ,
এখন হরিষে আমি যাই নিজ দেশ।
মনে মনে ছিনু আমি শচীর গৃহিণী,
মনে মনে হয়েছিনু আমি রাজরাণী।
ঝণ্টুর করেছি ঘর করি ব্যভিচার,
করেছি এ হেন পাপ দণ্ড নাহি যার।
গুরু যোগশক্তি বলে ভুলায়ে আমায়,
দু'দিনের তরে দিল পূজিতে তাহায়।
তাহার মরণে পুন আসিল বিকার,
পরিনু গলায় পুন কুসুমের হার।

শচী শচী ভাবি আমি হইনু পাগল,
শচীর কল্যাণ হেতু ভ্রমি সর্ব্বস্থল।
গিয়েছেন পতি মোর করি বহু ধর্ম্ম,
ফুরাল জীবনে আজ মোর সব কর্ম্ম।
পশিব পশিব ত্বরা চিতার ভিতরে,
দেখিব দেখিব কভু পাই কি না তাঁরে।

এই বলিয়া যোগিনী প্রদীপ্ত গগনস্পর্শী অগ্নিশিখায় লম্ফ প্রদান করিল। চতুর্দ্দিকে হরিবোল রব একটু থামিয়াছিল। চতুর্দ্দিকে সেই "হরিবোল" রব দ্বিগুণতর শব্দে উচ্চারিত হইতে লাগিল। সব শেষ হইল। সব ফুরাইল। মনুষ্যজীবনের পরিণাম যাহা হয়, তাহাই হইল।

উপসংহার

সীতারাম, হরিমতি ও নীলমাধবকে এ দেশে থাকিবার জন্ম বিশেষ অনুরোধ করিলেন না। সীতারাম যথাসময়ে যথানিয়মে মহাসমারোহে শচীপতির শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। শ্রাদ্ধ অন্তেই নীলমাধব ও রমানাথ শচীপতির রাজ্য, রাজধানী ও রাজবিভব রাজা রামদেবকে দিয়া শচীপতির পুত্র-কন্যা দুইটিকে ও ভজনপ্রমুখ অধিকাংশ অনুচরবর্গকে লইয়া বীরভূম চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণানন্দ স্বামী তাহাদিগকে বীরভূমে রাখিয়াই একেবারে বদরিকাশ্রমে যাত্রা করিলেন। শচীপতির নান্দুয়ালী রাজ্যের ছয় বৎসরেই অভ্যুত্থান ও পতন হইল।

কালের সর্ব্ববিধ্বংসিনী শক্তিতে নান্দুয়ালী রাজধানীর সকল চিহ্নই প্রায় লোপ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার ক্ষুদ্র নবগঙ্গা নদীর পরপারে শচীপতির দীঘি-পুষ্করিণীর চিহ্ন ও একটা উচ্চস্থান মাত্র দৃষ্ট হয়, কিন্তু এখনও রাজার পুষ্করিণী, রাজার ঘাট, রাজার বাড়ীর নাম শ্রুত হইয়া থাকে। শচীপতির মৃত্যু ও রাণী ভুবনেশ্বরীর সহমরণের কথা রাঢ়দেশে প্রচারিত হইলে সর্ব্বত্র হাহাকার রব উঠিল। শচীপতির বিরুদ্ধদলের নেতৃগণের পার-পর-নাই অনুশোচনা উপস্থিত হইল। তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের বিষম ভ্রম বুঝিতে পারিলেন।

তাঁহারা সকলেই শচীপতির সৎসাহসের জন্ম তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, শচীপতি নররূপী দেবতা ছিলেন, তাঁহার সৎসাহস প্রশংসনীয় ও দেব-দুর্ল্লভ। রাঢ়ের দলাদলি মিটিল। শচীপতির শিশু-পুত্রকন্যা সকলের সহানুভূতি ও আদর-যত্ন পাইল। হিংসা-দ্বেষ ইহজগতে—পরজগতে নয়। পরলোকগত শচীপতিকে আর কে হিংসাদ্বেষ করিবে! ভুবনেশ্বরীর মাতা বহুদিন হইল স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। শচীপতির জন্য সমগ্র রাঢ়দেশ কাঁদিল। অনুতপ্ত ব্যক্তিগণের বহুগুণ সহানুভূতি ও যত্ন-আদর নিয়ত পিতৃমাতৃহীন পুত্রকন্যা লাভ করিতে লাগিল। রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন ও চন্দ্রমুখী দেবী এবং নীলমাধব ও হরিমতি কৃতজ্ঞ ও কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া সসম্মানে ও সমাদরে গৃহীত হইলেন।

স্ত্রী

(সামাজিক উপন্যাস)

যদুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ভূমিকা

মাতা, কন্যা, ভগ্নী বা জায়ারূপে স্ত্রী সকল গৃহে শোভমানা। চিত্রকর তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি তুলিলে তাহার নাম হয়—প্রতিকৃতি বা ছবি। গ্রন্থকার তাঁহাদের ভিতর বাহির অঙ্কন করিলে নাম হয়—গ্রন্থ। স্ত্রীতে নূতনত্ব কিছুই নাই। যাহা প্রতি গৃহে আছে, তাহারই ভিতর বাহিরের কতকটা ছবি অঙ্কনের চেষ্টা করা হইয়াছে। গ্রন্থে দ্বাদশ স্ত্রী মূর্ত্তি বাহির করা হইয়াছে, পাঠকগণ সচরাচর এই কয়েক শ্রেণীর স্ত্রীলোকই দেখিতে পান। স্ত্রীলোকে গুণগরিমা কাহারও বাড়াইবার বা কমাইবার সাধ্য নাই, চিত্রকর বা গ্রন্থকার অঙ্কনে বাহবা লইতে পারেন। গ্রন্থকারের চেষ্টা-সাফল্য পাঠকগণের বিচারাধীন।

স্ত্রী

প্রথম পরিচ্ছেদ

পীড়াশেষে।

"একেবারে পাগল—একেবারে উন্মাদ! জ্ঞান, বুদ্ধি ও আত্মহারা যারে বলে, ঠিক তাই! তন্ময়ত্ব কথাটা শুনা ছিল, এত দিন বিশ্বাস করতেম না; এখন সে বিশ্বাস আমার হ'লো। এত ব্যাকুলতা, এত উন্মত্ততা, এত ভয়বিহ্বলতা আর কোথাও কখনও দেখি নাই!"—পীড়িত যুবক ক্ষীণ-কণ্ঠে এই কথাগুলি বলিলেন। "এ কি? কি? আবার প্রলাপ বক্‌ছেন না কি? জ্বর হলো না কি? কৈ—কৈ—মাথা ত গরম বোধ হয় না।—বুকও ত ঠাণ্ডা—কি জানি, আমি বুঝি বুঝতে পারছি না! ডাকি ডাকি—মাসীকে ডাকি—গাঙ্গুলী মহাশয়কে ডাকি!"—এক যুবতী ব্যগ্রভাবে এই কথাগুলি বলিলেন।

যুবক বলিলেন—"তোমার মাথা ডাক, তোমার মুণ্ডু ডাক! একেবারে ক্ষেপে উঠেছ! তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি কিছুই নাই?"

যুবতী পুনরপি বলিলেন,—"তুমি যে কি বক্‌ছ? জ্বর হয় নি তো? প্রলাপ বকছো না তো? শীত-টিত করছে না তো? মাথা ধরে নি তো? পিপাসা পায় নি ত?

যুবক ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিলেন,—"তোমার শত প্রশ্নের উত্তর আমার দিবার সাধ্য নাই! তিন দিন জ্বর হয় না। আজ অন্ন পথ্য ক'রে একটু ঘুমিয়েছি। মনোকে রেখে আধ ঘণ্টা তুমি এ স্থান ছেড়েছ। এসেই মাথা দেখছ, বুক দেখছ, পা দেখছ ও হাতের নাড়ী টিপছ।"

যুবতী। তুমি যে কি বক্‌ছিলে?

যুবক। তুমি যে শরীরের তাপ ও হাতের নাড়ী পরীক্ষা করছিলে?

যুবতী। তবে তুমি কি বকছিলে?

যুবক। তোমার কথাই বকছিলাম, আমি পীড়িত হ'লে তুমি পাগল হও। জ্ঞান-বুদ্ধি—চিন্তা-শক্তি একেবারে থাকে না। বল দেখি, এই সামান্য জ্বরে কত টাকা মাটী করলে।

যুবতী। সামান্য জ্বর! ১০৫ ডিগ্রী জ্বর—তিন দিন অজ্ঞান—কত প্রলাপ বকুনী—এ কি সামান্য জ্বর! টাকার মধ্যে কি আছে? তোমার প্রাণ পেলে, তুমি বেঁচে থাকলে কত টাকা পাব। টাকা না পেলেই কি? মনে শান্তি—সুখ থাক্‌লে ভিক্ষা করেও খাওয়া যায়।

যুবক। বল না, কত টাকা গেল?

যুবতী। তা বেশী যায় নি?

যুবক। বেশী যাউক আর কম যাউক, কত গিয়েছে বল না?

যুবতী। পাঁচশ দশ কি পনেরো।

যুবক। কে কত নিলে?

যুবতী। সিবিল সারজন তিনশ, আসিষ্টাণ্ট সারজন একশ পঁচিশ আর কিশোরী বাবু ডাক্তারকে ঔষধের দাম সমেত একশ পাঁচ কি একশ পঁচিশ টাকা দিয়েছি।

যুবক। তুমি আমাকে ব্যারাম হ'তে বাঁচাও বটে, কিন্তু প্রাণে মার। কিশোরী ডাক্তার কি তোমাকে আসিষ্টাণ্ট সারজন—সিবিল সারজন আন্‌তে বলেছিলেন? কোন খারাপ জ্বর বলেছিলেন?

যুবতী। তা কিছু বলেন নি। একশ পাঁচ ডিগ্রী জ্বর দেখলাম, প্রলাপ বক্‌তে লাগলে—হরিবাবু আসিষ্টাণ্ট সারজন আসার পরও জ্বর কমলো না, কাজেই সিবিল সারজনকে আনতে হ'লো।

যুবক। তবে এ টাকার শ্রাদ্ধটা তুমি নিজের বুদ্ধিতেই করেছ?

যুবতী। তা করেছি করেছি, তুমি রাগ করো না। আমি সাত বৎসরের মধ্যে তোমার কাছে কোন কাপড় চাইব না। আমি কোন গহনা চাইনে। আর আমি কৃষিকার্য্য ক'রে অর্থাৎ তোমার বাড়ীর উপর তরিতরকারী শাকশবজী ক'রে বৎসরে একশ টাকা ক'রে দিব।

যুবক একটু হাসিলেন। যুবকের হাসি দেখিয়া যুবতীও একটু হাসিলেন। তখন যুবক পুনরপি বলিলেন,—"এ ঘোর মেঘে ত বিজলীর খেলা দেখি নাই। আজ সহসা পথের আলোক দেখলাম?"

যুবতী। তুমি ভাল আছ, ভালভাবে কথা

বল্‌ছ। টাকার হিসাব নিচ্ছ, তাই হাসলাম তুমি হাসলে, তাতেও একটু হাসলাম।

যুবক। এত দিন হাস নি কেন?

যুবতী। তুমি কি হাসার যো রেখেছিলে?

যুবক। আর দেব উদ্দেশ্যে খরচ করতে হবে কত?

যুবতী। তা কিছু বেশী না। তোমাকে ওজন ক'রে হরির লুট দিতে হবে। ষোড়শোপচারে সত্য-নারায়ণ পূজা করতে হবে, জোড়া কালী গ'ড়ে পূজা করতে হবে। এ টাকা তোমায় দিতে হবে না। আমি দিব। ধার শোধ করব। সামনের শনি-বারেই দেবতার ধার শুধে ফেলব, দেবতার ধার রাখতে নাই।

যুবক মৌনী হইয়া রহিলেন।

যুবতী বলিলেন,—"রাগ কর্‌লে না কি?"

যুবক। রাগ করি নাই, ভাবছি।

যুবতী। কি ভাবছ?

যুবক। তোমার উৎকণ্ঠতা, ব্যাকুলতা ও উন্মত্ততা।

যুবতী। তুমি ভাবতে পার, আমি ভাবার কিছু দেখিনে। যদি স্ত্রী-হৃদয় নিয়ে নারীকুলে জন্ম নিতে, তা হ'লে বুঝতে পার্‌তে—স্ত্রীর নিকট স্বামী কি ধন! স্বামীর পীড়া স্ত্রীর কি বিপদ্‌। স্ত্রীর স্বামী ভিন্ন এ জগতে আর কে আছে? স্বামীই স্ত্রীর ধর্ম্ম,—স্বামীই স্ত্রীর কর্ম্ম, -স্বামীই স্ত্রীর উপাস্য দেবতা,—স্বামীই স্ত্রীর হৃদয়, মন, জ্ঞান ও বুদ্ধি। স্বামীই স্ত্রীর সুখের আকর—স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র চিন্তনীয় বিষয়—স্বামীই স্ত্রীর ক্রীড়ার পুতুল। স্বামীর সুখ শান্তি স্ত্রী-জীবনের লক্ষ্য। স্বামীর উন্নতি, সম্মান স্ত্রীর একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয়। স্বামীর মানই স্ত্রীর মান, স্বামীর যশই স্ত্রীর যশ। এরূপ অপূর্ব্ব সম্বন্ধ, এরূপ অর্দ্ধাঙ্গ ভাব বিশ্ব-স্রষ্টার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। গার্হস্থ্যধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ মূর্ত্তি—দু'য়ে এক, একে দুই।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তার-সংবাদে।

গদাই পাইক জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, তবে আটটা দাঁড়ি আর একটা মাঝি?"

মনোমোহন উত্তর করিলেন, "হাঁ হাঁ! ভাল ভাল আটটা দাঁড়ি ও একটা মাঝি। এখনই চাই—সন্ধ্যার মধ্যে চাই। লোকগুলো যেন ভাল কাজের হয়, রোগা বুড়া না হয়।"

গদাই পাইক প্রভুর এই কথা শুনিয়া হৃষ্টমনে হস্তের যষ্টি ঘুরাইতে ঘুরাইতে পূর্ব্বাভিমুখে চলিল এবং মনে মনে বলিল, "হাঁ, মনিব—ভাল মুনিব পেয়েছি, আমি যা বল্‌ব তাই করবে, যে দিকে চালাব, সেই দিকে চলবে। নয়টা লোক, দুগণ্ডা ক'রে স্বীকার করেছে তা পাঁচ গণ্ডায়ও পেতে পারি, সাড়ে চার গণ্ডায়ও পেতে পারি! বাকী আমার।"

মনোমোহন গলায় ও পায়ের চটি জুতার শব্দ করিতে করিতে সোপানাবলী অধিরোহণ করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন, সহধর্ম্মিণী মুক্তকেশী অনেক সময়েই সমবয়স্কা রমণীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ অদ্য গৃহে কয়েকটি বন্ধুর ভোজের আয়োজন হইতেছে। কার্য্যোপলক্ষেও অনেক মহিলা মুক্তকেশীর নিকটে থাকিতে পারেন। পক্ষান্তরে দ্বিতলের প্রধান প্রকোষ্ঠমধ্যে মুক্তকেশী বাক্স খুলিয়া ফুলকুমারী, সেজো বউ ও চাঁপাকে পানের মস্‌লা দিতেছিলেন এবং পোলোয়ার জাফরান তিন রকমের মধ্যে কোন্ রকমের ভাল পছন্দ করাইতেছিলেন। মনোমোহনের আগমন বুঝিতে পারিয়া অপরা তিন রমণী কক্ষান্তরে গমন করিলেন এবং মনোমোহন কক্ষে আগমন করিলেন। গৃহে আসিবা-মাত্র মুক্তকেশী উৎফুল্ল মুখে বলিলেন, "কি? কি? আবার দাঁড়িমাঝির সন্ধান হচ্ছে কেন?"

মনোমোহন। আমাকে এখনই যেতে হবে।

মুক্ত। কিছুতেই না। যজ্ঞেশ্বর বিনা কি যজ্ঞ হয়? যজ্ঞের আয়োজন ক'রে এখন পালাবে, তা কিছুতেই হবে না। আমি বেঁধে রাখলেও রাখব। খেতে বল্লেই অমনই খাওয়া, যেতে বল্লেই অমনই যাওয়া? আমরা কি কেহই নহি? আমাদের কি কোন কথাই থাকবে না?

মনোমোহন। আগে এই তারের সংবাদটি শুন্‌লে তুমিই এখন যেতে বলবে, মুনিবের কাজ।

তারের সংবাদ শুনিয়া মুক্তকেশীর মুখ গম্ভীর হইল। তথাপি তিনি বলিলেন, "রাখ গে তোমার মুনিবের কাজ। ফেলে দাও তোমার তারের সংবাদ! তিন দিনের বেশী ত বাড়ী এস নাই। এ মুনিবের চাকুরী দিয়ে আমাদের কাজ নাই।"

মনো। আজ যে বড় কড়া হাকিম! বড় বড়লোক হয়ে বসলে।

মুক্ত। কড়া হাকিম কাজেই হ'তে হয়। বড় লোক আমি চিরকালই আছি। কোন দিন আমি

তোমাকে চাক্‌রী করতে বলি নাই। আমি বরাবর চাক্‌রীর বিরোধী। আমি বরাবর ব'লে আস্‌ছি চুপ ক'রে থাকতে না পার, আমার ফুলের বাগান—ফলের বাগানের মালী হও। চুপ ক'রে থাকতে না পার, আমি একটা ব্যবসা খুলি তার গোমস্তা হও।

মনো। আমি কি—

মু। চুপ, আর কথা বল্‌তে পারবে না।

মনো। এত কেন কড়া হুকুম। আমার কথা বলা বন্ধ হ'ল কিসে?

মু। মুনিবের ইচ্ছা। মুনিবের সাক্ষাতে যে সে কথা বল্‌বে! মালেকের সম্মুখে তার অপমানসূচক কথা বল্‌বে!

মনো। তা আমার মালেক মুনিব হাকিম হুজুর একটু বে-রায় ও কড়ায় হয়েছে, আমিও একটু বেয়াদপিই কচ্ছিলাম। ও সব কথা এখন যাক, তারের সংবাদটা শুন।

মু। আমি ও ছাই শুন্‌তে চাই না।

মনো। তবে ঘটনাটা বুঝ।

মু। আমার সে সময় নাই। আজকে যাওয়ার হুকুম পাবে না।

মনো। আচ্ছা, আমার আরজিটাই একবার পেশ হ'ক।

মু। তা কর, অতি সংক্ষেপে, আমার সময় নাই।

মনো। তুমি ত জান, প্রমদারঞ্জন ও রাধিকারঞ্জন বাবুতে মোটেই বনে না। এই বিবাদের জন্যই প্রমদাবাবু আমাকে নিয়েছেন। কাল এক প্রহরের মধ্যে ফুলবাগানের বৈঠকখানার বাড়ী নিয়ে তুমুল কাজিয়া হবে, রাধিকাবাবুর সাতশ' লাঠিয়াল মজুত। এই ফুলবাগান ও বৈঠকখানা বাড়ী দখল জন্য রাধিকাবাবু অনেক দিন চেষ্টা কচ্ছেন। আমি না গেলে কিছুই হবে না।

মু। আমি কোনমতেই যেতে দেব না। তুমি কাজ এস্তফা দাও!—কাজ ছেড়ে দাও!

মনো। আমি তিন বৎসর তাঁর মাহিনা খাচ্ছি। এখন তাঁর বিপদ—এখন তাঁর বড় সখের ফুলবাগান ও বৈঠকখানাটি যায়। এক্ষণে কি ঘরে ব'সে থাকা উচিত? এলেমই বা তিন দিন বাড়ী।

মু। শুধু শুধু তাঁর তিন বৎসর মাহিনা খাও নাই। তাঁর সকল জমীদারী দখল ক'রে দিয়েছ। তাঁর দেনা প্রায় শোধ হয়েছে। তাঁর ভূমিকম্পে ভাঙ্গা বাড়ী মেরামত হয়েছে। কৈ, একটি পয়সাও মাহিনা বাড়ে নাই? একটি পয়সাও ত পুরস্কার ব'লে মুনিবে হাতে ক'রে দেয় নাই?

মনো। পুরস্কার আমি লই না। দেনা শোধ হ'লে মাইনে আপনিই বাড়বে।

মু। তাঁর কি আর লোক নাই, লেঠেলি ক'রতেও তোমায় যেতে হ'বে? আমি ও কেজে-দাঙ্গার মধ্যে যেতে দিব না।

মনো। জমীদারের কাজই কেজে-দাঙ্গা। আমি কি লেঠেলি করব, না কেজে দাঙ্গা করব? প্রমদা-রাধিকা দুই-ই ভীরু। জনকয়েক লেঠেল দাঁড় করিয়ে দিতে পারলেই ভয়ে এগুবে না।

মু। এই জন্যই আজ প্রাতঃকাল হ'তে আমার প্রাণটা কেমন কেমন করছে। তোমার ছুটীর ত কোন মূল্য নেই। কিসের দশ দিনের ছুটী।

এই কথা বলিতে বলিতে মুক্তকেশী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার দুই আয়তলোচন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। মনোমোহন সাদরে চক্ষু-জল মুছিয়া বলিলেন, "দেখ মুক্ত! তুমি চিরকাল সমান ছেলেমানুষ থাক্‌লে। দশ বছর হ'তে এই আঠার বৎসর পর্য্যন্ত তুমি আমার বাড়ী হ'তে যাওয়ার কথা শুন্‌লেই কাঁদ। এখন বড় হয়েছ, সকল বিষয় বুঝ্‌তে পার; এখন এরূপ ছেলেমি কর্‌লে চল্‌বে কেন?"

মু। তোমাদের পুরুষের কাজ তোমরা পুরুষে বুঝ। খাওয়া দাওয়ার আগে কিছুতেই যেতে পারবে না। না হয়, নৌকায় আর দুটা দাঁড় বসাও।

মনোমোহন বুঝিলেন, মুক্তকেশীর শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতেই হইবে। তিনি মৌনী হইয়া প্রকারান্তরে মুক্তকেশীর কথায় সম্মতি জানাইয়া বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। মুক্তকেশীও গম্ভীর-মুখে পাকশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রন্ধনাদি একটু ক্ষিপ্রতার সহিত হইতে লাগিল।

ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী চন্দনা নদীতীরস্থিত আড়পাড়া গ্রামে মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবন ছিল। মুক্তকেশী তাঁহার একমাত্র গুণবতী ভার্য্যা। মনোমোহনের সংসারে অধিক লোক নাই। মনোমোহনের একমাত্র ভগিনী মনোমোহিনী ও ভগিনীপতি ভগবানচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার সংসারভুক্ত ছিলেন। মনোমোহনের পিতামাতা দীর্ঘকাল হইল মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার পিসীমাতা তাঁহাকে ও তাঁহার ভগিনীকে লালনপালন করিয়াছিলেন। দেড় বৎসর হইল পিসীমাতাও আর ইহলোকে নাই। মনোমোহিনীর গৃহিণী হইবার ক্ষমতা নাই। মনোমোহিনী পিসীমার আদরে লালিত-পালিত হওয়ায় সে সংসারের কোন কর্ম্মই শিখে নাই। বরং বিষয়

কর্ম্ম একটু বুঝে। সে জানে, কোন্ মাঠে কতগুলি খামার জমী আছে, কোন্ চাষা কোন জমী চাষ করে, কোন্ জমীতে কি ফসল ভাল জন্মে, কোন্ প্রজার নিকটে বৎসরে কত কর পাওয়া যায় এবং কোন্ প্রজা পূজার সময় কি কাজ করিয়া থাকে। মনোমোহনের সম্পত্তির বার্ষিক আয় দুই হাজার টাকা। মনোমোহন যশোহর জেলার এক ব্রাহ্মণ জমীদারের দেওয়ান হইয়াছেন। তিনি বি, এ, পাশ করিয়া কয়েক বৎসর কার্য্য করার পর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদ পাইবার জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন। জমীদার প্রমদারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁহার সতীর্থ ও বাল্যবন্ধু। তিনি মনোমোহনকে আড়াই শত টাকা বেতনে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছেন। জমীদার তাঁহাকে দেওয়ান নিয়োগকালে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সত্বর তাঁহার মাহিয়ানা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।

এই সময়ে মনোমোহনের বয়ঃক্রম অষ্টাবিংশ বৎসর। এই সময়ে মুক্তকেশীর বয়সও অষ্টাদশ বৎসরের বেশী নহে। মুক্তকেশীরও পিতৃকুলে একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভিন্ন আর কেহ নাই। ভ্রাতার নাম ব্যোমকেশ। ব্যোমকেশ এই বৎসর এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজসাহীতে এফ্, এ, পড়িতেছে। ব্যোমকেশের সম্পত্তির আয়ও দেড় সহস্র টাকা। সে সম্পত্তিও মনোমোহনকে দেখিতে হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পথে।

শ্রাবণ মাসের মধ্যভাগ। আকাশে মেঘ—মেঘের পর মেঘ, তার পর মেঘ, কখনও প্রবল বায়ুর সহিত মূষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, কখন কেবল মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে—কখন অল্প অল্প বৃষ্টির সহিত অল্প অল্প বাতাস বহিতেছে। নদী সকল যৌবনমদমত্তা সুরাপানে বিকলচিত্তা বারবিলাসিনীগণের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খলভাবে তারস্বরে উচ্চগীত গাহিতে গাহিতে যেন পলায়নপর প্রেমিকের দিকে ধাবিত হইতেছে এবং সম্মুখে যাহা কিছু বাধিতেছে, তাহা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া লইয়া যাইতেছে। ভেকগণ যেন ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে মক্ মক্ রব করিতেছে। ঝিল্লিগণ ভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। ফেরুপাল ও সারমেয় যেন আজ কাল-নিদ্রায় নিদ্রিত। খদ্যোতিকাপুঞ্জ আজ কোথায় লুকায়িত। দামিনী সুন্দরী নীল ঘনাম্বর ছাড়িয়া কোথায় কোন অট্টালিকার আশ্রয় লইয়াছে। আজ নদী-খাল দিয়াও নৌকা চলিতেছে না। তরণীসমূহ নদীর নিরাপদ্ স্থানে দৃঢ়বদ্ধ রহিয়াছে।

মধ্যরজনী অতীত। বিপুলকায় মধুমতী নদীবক্ষে একখানি বৃহৎ তরী দশ জন বহিত্র-বাহক ও এক-জন কর্ণধার স্রোতের অনুকূল দিকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছে। বহিত্র-বাহক ও কর্ণধার সকলের শিরেই তালপত্রনির্ম্মিত মাথাল। নৌকাচালকদিগের কাহারও মুখে কোন কথা নাই। নৌকার মধ্যে আরোহী দুই জন মাত্র। নৌকার সম্মুখে দুইটি হ্যারি-কেনের আলোক দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। নৌকার মধ্যে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় এক যুবক উপাধানে দক্ষিণ কর বিন্যস্ত করত তাহাতে দক্ষিণ কপোল রক্ষা করিয়া বিষণ্ণমুখে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তাঁহার সম্মুখে এক অপেক্ষাকৃত মলিন শয্যায় এক প্রৌঢ় পুরুষ এতক্ষণ নিদ্রিত ছিল। উভয়ের অবস্থা দর্শনে সহজেই অনুমিত হয়, এক জন প্রভু, অন্য ভৃত্য। ভৃত্য জাগরিত হইয়া বলিল, "কর্ত্তাবাবু ঘুমোন নি? তামাক দেব কি?"

বাবু অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "তা দিতে পার।"

ভৃত্য মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিল,"মাঝি, ডান পাশে কোন্ গ্রাম?"

মাঝি উত্তর করিল,—"পুখরে।"

বাবু বলিলেন, "এখানে খোনাই সর্দ্দারের বাড়ী না?"

ভৃত্য। আজ্ঞে হাঁ।

বা। খোনাইকে কি এখন ডাকা যায়?

ভৃ। তা যাবে না কেন? তা যায়।

বা। তবে তাকে একবার ডাক ত।

ভৃত্য নৌকার সম্মুখের আবরণ উঠাইয়া নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে দৃষ্টি করিয়া বলিল, "সরিতুল্লা মাঝি, বড় একটা বট গাছ দেখা যায় না?"

মাঝি। যায় ত।

ভৃ। ওখানে একটু নৌকা ভিড়াও ত।

মাঝি সেই বটগাছের নিকটে নৌকা তীরসংলগ্ন করিল। ভৃত্য একটি ছাতা মাথায় দিয়া নৌকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গ্রামের দিকে মুখ রাখিয়া আ—আ শব্দ করিতে লাগিল এবং ঘন ঘন দক্ষিণ করতল অধরোষ্ঠে স্পর্শ করিতে লাগিল। সেই বিকট রব নৈশ গগন্ ভেদ করিয়া উচ্চাকাশে উঠিল এবং সেই রবে গ্রাম প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সেই রব হইবার দুই মিনিট পরে গ্রামের মধ্য হইতে তদপেক্ষা

বিকটতর রব উথিত হইতে লাগিল। সেই রব উথিত হইবার দুই মিনিট পরে এক দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ মাথায় তালপত্রনির্ম্মিত মাথাল দিয়া বাম করে এক লণ্ঠন, দক্ষিণ হস্তে এক বৃহৎ বংশনির্ম্মিত যষ্টি লইয়া নৌকার নিকটে দাঁড়াইল। আগন্তুক কহিল, "আমায় কে ডাক্‌লে?"

তরীর মধ্য হইতে উত্তর হইল, "আমি গদাই।"

আগ। নৌকায় আর কে?

ভৃ। দেওয়ান বাবু।

আগ। নায় আস্‌ব কি?

বাবু। এস।

সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ নৌকায় উঠিয়া নৌকার সম্মুখের আবরণ উঠাইয়া বাবুর সম্মুখে আসিয়া সেলাম করিয়া বসিল। বাবু বলিলেন, "ধোনাই সর্দ্দার! এই রাত্রের মধ্যে তুমি কত লোক যোগাড় কর্ত্তে পার?"

ধো। তা কর্ত্তার আশীর্ব্বাদে তিন চারশ পারি।

বাবু। তাদের হাতিয়ার আছে?

ধোনাই হাসিয়া বলিল, "হাতিয়ার নাই, তবে থায় কিসের বলে?"

বাবু। কাল কখন 'তা' গ্রামে যেতে পার?

ধো। হুজুর যখন বলেন।

বা। প্রাতে পার?

ধো। তাও পারি।

বা। তাই যোগাড় ক'রে যাও। ভাল বক্‌শীস পাবে। বোধ হয় পথেই আবার আমার সঙ্গে দেখা হবে। আমি 'মো' গ্রামের কালুমাল ও 'ল' গ্রামের রামসর্দ্দাকে সংবাদ দিয়ে যাব।

ধো। হুজুর বলুন না, আপনার কয় মণ সন্দেশ চাই। হুজুরের কষ্ট পেতে হবে না, আমিই সব সন্দেশ নিয়ে প্রাতে উপস্থিত হব। তবে হুজুর বর্ষাকাল, ধান কাটার সময়—সের টাকা টাকা পড়বে।

বাবু। পড়ুক। তুমি আট মণ সন্দেশ নিয়ে প্রাতে 'তা' গ্রামে উপস্থিত হবে। কালু ও রামচাঁদের সন্দেশ যেন থাকে।

"আর ঘুমাতে পারব না। আমাকে এখনই ছুট্‌তে হবে। সেলাম হুজুর! আমি এখন আসি।" এই বলিয়া ধোনাই সর্দ্দার বিদায় হইল। বাবু বলিলেন, "ধোনাই, বিনে বায়নায় কোন কাজ হয় না। আমি বাড়ী হ'তে যাচ্ছি, সঙ্গে এক শত টাকা আছে, লও।"

ধোনাই হাস্যপ্রফুল্লিত মুখে বলিল, "হুজুরের কাজ, বায়না না লইলেই বা ক্ষতি কি?"

লাঠিয়ালের ভাষায় সন্দেশ লাঠিয়াল। এক মণ সন্দেশ অর্থে একশত লাঠিয়াল। সেরের মূল্য একটাকা অর্থে লাঠিয়াল প্রতি একটাকা দিতে হবে বুঝিতে হইবে। ভাল লাঠিয়াল সন্দেশ, ও যেরূপ সেরূপ লাঠিয়ালকে পাটালি বলে।

পাঠক বুঝিয়াছেন, এই নৌকায় আমাদের মনোমোহন ও গদাই 'তা' গ্রামে যাইতেছেন, মনোমোহনের, এক চিন্তা দূরীভূত হইল। অন্য চিন্তা তরঙ্গাকারে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। গদাই আবার নিদ্রিত হইয়া পড়িল। মনোমোহনের চক্ষে ঘুম আসিল না। শান্তিদায়িনী শ্রমাপনোদনকারিণী নিদ্রাদেবীও পক্ষপাতশূন্য নহেন। যাঁহার সবল শরীর, সুস্থকায়, শ্রান্ত দেহ, শান্তিময় মস্তিষ্ক—তাঁহার প্রতি করুণাময়ী নিদ্রার অসীম দয়া। যাহার দুর্ব্বল দেহ, রুগ্ন শরীর, চিন্তায় বিঘূর্ণিত মস্তক, শোক-তাপে ভগ্ন হৃদয়—দয়াময়ী নিদ্রার তাহার প্রতি দয়ার লেশমাত্রও নাই। মানব ও দেব-প্রকৃতিতে বিশেষ পার্থক্য নাই। ধনীর ধন বৃদ্ধি পায়, নির্ধনের জীর্ণ কুটীর অগ্নিসাৎ হইয়া যায়। ধনীর আদর-সম্মান যত্ন-ভক্তি—অনেক লাভ হয়, নির্ধনের ভাগ্যে সর্ব্বদা অনাদর, অযত্ন, তাচ্ছল্য, উপেক্ষা—অনেকই লাভ হইয়া থাকে। ধনীর পার্শ্বচর, সহচর, অনুচর, স্তাবক, চাটুকার ও স্বজনের অভাব নাই; নির্ধনের সহিত কথা বলে, এমন একটি লোকও এই জনপূর্ণ সংসারে জুটিয়া উঠে না। ধনীর গতির সঙ্গে সঙ্গে উৎসব, উল্লাস, আমোদ গমন করিতে থাকে, আর দরিদ্রের সঙ্গে সঙ্গে লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনা, ক্লেশ, দুঃখ নৃত্য করিতে করিতে ধাবিত হয়।

মনোমোহন চিন্তাকুল, নিদ্রার তাঁহার প্রতি দয়া নাই। মনোমোহন এক চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। ধোনাই সর্দ্দার লাঠিয়াল সংগ্রহের ভার লইল। সে প্রাতে আটশত লাঠিয়াল সহ 'তা' গ্রামে মুনিবের বাড়ীতে উপস্থিত হইবে। ভাল ভাল আটশত লাঠিয়াল সংগ্রহ হইল, বিবাদে জয়ী হইব, প্রভুর সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিব। মামলা বাধিলে পরে তাহার চেষ্টা দেখা যাইবে। যাউক! সে চিন্তা যাউক! রাত্রি অধিক নাই, এখন নিদ্রিত হওয়াই শ্রেয়ঃ। এই বলিয়া মনোমোহন নিদ্রা যাইবার চেষ্টা পাইলেন। তিনি পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলেন। তিনি আলোকের দিক্ হইতে অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার দর্শন-ইন্দ্রিয়ের কার্য্য রোধ হইল, কিন্তু তাঁহার মানস-চক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি মানসপটে একখানি বিষণ্ণ অশ্রুপ্লাবিত অতি সুন্দর

মুখ দেখিতে পাইলেন। মুখখানি অশ্রুপ্রবাহে অধিকতর সুন্দর হইয়াছে। এ মুখ বহুবার অশ্রুপ্লাবিত দেখিয়াছেন এবং ইহার সৌন্দর্য্য যেন দিন দিন বাড়িতেছে। এই ত সেই মুক্তকেশীর মুখ। মুক্ত কি অতি সুন্দরী? তাই তার মুখ এত সুন্দর। মুক্তকেশী অপেক্ষা শত সহস্র সুন্দরী আছে। কই, তাহাদের মুখ ত এত সুন্দর দেখি না! সৌন্দর্য্য—বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে, গঠনের পারিপাট্যে ইন্দ্রিয়াদির পূর্ণবিকাশে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নির্দ্দোষ গঠনে অবস্থিতি করে না। সৌন্দর্য্য মনে বিরাজিত—সৌন্দর্য্য তন্ময়ত্বে জড়িত। তাই কাল বালক কৃষ্ণের রূপে গোপাঙ্গনাকুল উন্মাদিনী। তাই মুক্তকেশীর রূপে আমি পাগল—আমার জন্য মুক্তকেশী পাগল। তাই মুক্তকেশী আমার ভয়-বিশ্বাস চিন্তাবিলুপ্তময় শান্তি! অধিকতর মনোহর! সে বলে, আমি তার ফুল বাগান—আমি তার ফল-বাগান—আমি তার পুষ্করিণী বাড়ী—আমি তার বসন-ভূষণ কথাটি বড় ঠিক; তাহার অশ্রুজল তাহার নির্ব্বাক্ মুখাকৃতি দেখে বেশ বোধ হয়, যেন তাহার মন-প্রাণ আমার সঙ্গে সঙ্গে চ'লে আসে। সে কথায় কিছু বলে না, কিন্তু সে আকারে সব ব'লে দেয়।

পবন-প্রবাহ, সলিলের তরঙ্গ, কার্য্যের ধারা যেমন একের পর অপর আসে, চিন্তার তরঙ্গও সেইরূপ একের পর অন্য উদয় হইতে থাকে। মনোমোহনের মুক্তর মুখের চিন্তা দূর হইল, চিন্তার অন্য তরঙ্গ সমুপস্থিত। তিনি ভাবিলেন, তুমুল বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছি। আজ রাধিকারঞ্জন তাহার সকল শক্তি প্রয়োগ করিবে, আমাকেও সকল শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। অন্তকার জয়ই জয়। অন্ত জয়লাভ করিতে পারিলে, আমার প্রভুসেবা-ব্রতের উদ্‌যাপন হয়। বিবাদ অসভ্য লাঠিয়াল লইয়া; লাঠিয়াল উত্তেজিত হইলে আর রক্ষা নাই, কত খুন-জখম হইতে পারে। ইংরাজ-রাজ্যে কাহাকেও দোষ করিয়া নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। এই বিবাদে আমাকে হয় ত বন্দুক পর্য্যন্ত ধরিতে হইবে। যদি খুনের আসামী হই, যদি ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় পড়ি, যদি আমার—এই পর্য্যন্ত ভাবিতে ভাবিতে প্রায় কুড়ি খানি ছিপ আসিয়া মনোমোহনের নৌকার নিকটে উপস্থিত হইল। রজনীও প্রভাত হইয়াছে, বিন্দুবিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। এক্ষণে তরু-লতাসকল ধীর-স্থির-নিষ্কম্প, আজ পুষ্পকোরক প্রবল বৃষ্টি-বায়ুতে ভগ্ন! আজ পক্ষীর কূজন নাই, কেবল বায়সের বিকট রব আছে; আজ কৃষকের সঙ্গীত নাই, রাখালের গো-তাড়নের বীভৎস চীৎকার আছে; আজ অবগুণ্ঠনবতী কুলবধূগণের ভূষণ-সিঞ্জনের সহিত কলসীকক্ষে মরাল-গতিতে জল-সংগ্রহের ঘটা নাই, আছে গৃহিণীর কর্কশকণ্ঠে বধূর আহ্বান, আজ নদী খালের ঘাটে মুখপ্রক্ষালনাভিলাষী নর-নারীগণের রহস্যময় কথায় স্রোতঃ প্রবাহিত বৃহতী সভা নাই, আছে দুই এক জন নরনারীর বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে ত্রস্ত গতি। উপস্থিত কুড়িখানি ছিপের মধ্যে অগ্রগামী ছিপের কর্ণধার আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ধোনাই সর্দ্দার। ধোনাই উচ্চ-কণ্ঠে কহিল, "বাবু! ডাকর দিব কি?"

ধোনায়ের উচ্চ রবে মনোমোহনের চিন্তা ভঙ্গ হইল; তিনি উত্তর করিলেন, "না ধোনাই, ডাকর দিও না। এই খালের মধ্যে দূরে দূরে তোমাদের নৌকাগুলি রাখ। প্রত্যেক নৌকায় দুই এক জন প্রহরী রেখে তোমরা হাতিয়ারবন্দী হয়ে নিঃশব্দে বাবুর বাড়ীর পশ্চাৎ দিকে যে ফলের বাগান আছে, উহার মধ্যে যেয়ে দাঁড়াও। আমিও এখান হ'তে নেমে যাচ্ছি।"

বলা বাহুল্য, এই সময়ে নৌকাগুলি আসিয়া 'ডা' গ্রামের খালের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। মনোমোহন গদাইকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে প্রভুর ভবনাভিমুখে চলিলেন। লাঠিয়ালগণ সসজ্জ হইয়া নৌকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক জমীদার বাবুর ফলোদ্যানে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল। নৌকাগুলি খালের মধ্যে দূরে দূরে রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিব-পূজায়।

একটু বেলায় শয্যা পরিত্যাগ করিয়া মনোমোহিনী পূর্ব্ব-অট্টালিকার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, "বউ দিদি, বউ দিদি, বউ দিদি।"

ইতিমধ্যে আহ্লাদমণি ওরফে রঘুর মা এক কলসী জল লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

মনোমোহিনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বউ দিদি কোথায়?

আহ্লাদমণি উত্তর করিল, "আজ বউদিদি কোথায় তাও কি আবার ব'লে দিতে হবে? দাদাবাবু বাড়ী হ'তে গেলে যা ক'রে থাকেন, তাই কচ্ছেন। আজ উঠেছেন রাত থাকতে, ফুল তুলেছেন

তিন সাজি; বিল্বপত্র তুলেছেন গুণে গুণে সাজি চার-পাঁচ, তুলসী একমুঠ, দুর্ব্বা এক আঁটি। আজ যে কি একটা ব্যাপার হবে, তা বুঝতে পাচ্ছি না।”

মনোমোহিনী। বউদি এখন কোথায়?

আহ্লাদি। এখন খিড়কির ঘাটে। কালো এঁটেল মাটী তাই একটু একটু ক'রে টিপে ঝিল আখালী বেছে গাদাখানেক আনছেন।”

মনো। তোর ঠাকুর-জামাই কোথায়?

আ। দিদি, আজ কি কোন নূতন রাজ্যি হ'তে এলে না কি? ঠাকুর-জামাই রোজ রোজ যেখানে —নিত্য নিত্য যেখানে, আজও সেখানে। সেই বৈঠকখানার ঘরে দুই পা এক সঙ্গে ক'রে ব'সে বাঁ হাতে ডাবা হুঁকা ধ'রে ফুড়ুত ফুড়ুত টানছেন, আর যাকে পাচ্ছেন তার সঙ্গে গল্প কচ্ছেন। কুঞ্জ সা, বিহারী পরামাণিক, হৃদে দাস, এদের সঙ্গে এক এক পালা গল্প হয়ে গিয়েছে। এখন বসেছেন লোকনাথ ঠাকুরকে নিয়ে। পোলোয়ার গুণ, কালিয়ার নুন, তেলের ঝাল, চচ্চড়ির ঝাল, এ সব নিয়ে গভীর তত্ত্বের আলোচনা কচ্ছেন।

মনো। বউদিদিকে ডাক না, জলে এত ভিজলে জ্বর হবে।

আ। ইস্! ডাক শুনে আর কি? দাদা বাবু বাড়ী হ'তে গেলে কেবল পূজো, কেবল পূজো, কেবল পূজো।

মনো। চুপ কর দিদি, চুপ কর! এই যে মাটীর তাল হাতে ক'রে ভিজে কাপড়ে আসছেন।

ঠাকুরগৃহে এই সময় মুক্তকেশী এক তাল মৃত্তিকা একখানি কদলীপত্রে রাখিয়া মনোমোহিনী ও আহ্লাদমণির নিকটে আসিলেন। মনোমোহিনী মুক্তকেশীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আ পোড়াকপাল! কেবল রাত্রি-জাগরণ নয়, কান্নাও হয়েছে! পদ্মপলাশ চোখ দুটো জাগরণে লাল ও কান্নায় ফুলে পড়েছে। তুই কি পাগল নাকি বউ! বেটাছেলে, পরের চাকুরী করেন, বারমাস তোর আঁচলের তলে থাকবেন, এ কি তুই আশা করতে পারিস্? তার পর মূর্খ নয়, বোকা হাবা নয়—একটা মানুষের মত মানুষ, দশ জনে জানে, দশ জনে ডাকে।”

মুক্তকেশী উত্তর করিলেন, “পরের বেলায় অনেকেই অনেক কথা বলতে পারে, নিজের গায়ে ব্যথা লাগলে বুঝা যায়। ঠাকুর-জামাই বারমাস বাড়ী থাকেন কি না? তাই আমার উপর লম্বা লম্বা বক্তৃতা করতে পাচ্ছ। এই বৈশাখ মাসের কথা মনে নাই? ঠাকুর-জামাই চার দিনে ফিরবেন ব'লে ন'লে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। চার দিনের স্থলে সাত দিন হয়েছিল। সেই তিন দিন বোন্ তুমি কেমন ঠাণ্ডা জল-ঘটটি হয়ে ব'সে ছিলে? ডাক গদাইকে, ডাক শম্ভুকে, ডাক জনার্দ্দনকে, লেখ পত্র—পাঠাও লোক। ডাক দৈবজ্ঞিগণে, বল হ'ল কি? আন হনুমান্ চরিত্রের পুঁথি, গণে দেখি কি হ'ল। নীচে উপর, উপর নীচে, বড় পুকুরের পাড় আর ন'লের পথ এই ল'য়ে ছিল কে?”

মনো। তাতে ব্যামো-পীড়ার আশঙ্কা ছিল।

মু। আর কেজে-দাঙ্গায় আছে শান্তি-সুখের সম্ভাবনা, আছে খাটে শুয়ে নিদ্রা যাবার সম্ভাবনা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এখনকার কথা।

রাধিকারঞ্জন বাবু তাঁহার সুবৃহৎ বৈঠকখানায় পাদচারণ করিতেছেন। তাঁহার মুখ প্রফুল্ল ও তাঁহার বৃহৎ নয়নযুগল হইতে যেন আহ্লাদের তাড়িৎ প্রবাহিত হইতেছিল। তিনি হাত নাড়িতেছিলেন, চক্ষু ঘুরাইতেছিলেন—অভিসন্ধি সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে, প্রমদাটা একেবারে পলাতক, মনোমোহনটাকে আট্‌কাতে না পার্‌লে সব মিছে! ঐ বেটাই সকল নষ্টের মূল। ঐ ব্যাটা না জুটলে প্রমাকে অন্নদাস ক'রে রাখতেম ও তার স্ত্রীটাকে দাসীর অধম করতেম। যা হোক, কেজের খুব আড়ম্বর হয়েছে। পুলিসও সময়েই এসেছে। মনোমোহনও ধরা পড়েছে, লাস দুটোও অকু-স্থানেই পাওয়া গিয়েছে। এই ফাঁকে এই কাজ না ক'ল্লে কি হ'ত? মনা আমার সব অভিসন্ধি বুঝে ফেলত?

রাধিকারঞ্জন এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার ভৃত্য আসিয়া বলিল—“হুজুর গড়গড়া এখানে দেব না বৈঠকখানার মধ্যে দেব?” রাধিকারঞ্জনবাবু উত্তর করিলেন, “রাখ রাখ, বৈঠকখানার মধ্যেই রাখ।”

রাধিকারঞ্জন বৈঠকখানা-গৃহে আসিয়া বৃহৎ উপাধানে ঠেস দিয়া বসিলেন। গড়গড়ার নল মুখে তুলিয়া দিলেন, সর্ব্বসন্তাপনাশিনী আলবোলা দেবীর সেবা করিয়া তাঁহার বুদ্ধি আরও খুলিয়া গেল। তিনি ভৃত্য রামাকে বলিলেন, “ওরে রামা, তুই দেওয়ানজীকে, অভয় মিত্রকে ও জয় সিংহকে একবার ডাক ত।”

রামা "যে আজ্ঞে" বলিয়া প্রস্থান করিল। দুই জন ছাত্র সহ দুই জন অধ্যাপক ও তিন জন প্রজা বাবুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবু সাদরে পণ্ডিত ও প্রজাগণকে বসিতে বলিলেন। পণ্ডিত ও ছাত্রগণ স্ব স্ব প্রণীত আশীর্ব্বাদের বচন ও জমীদার মহাশয়ের কীর্ত্তিবিষয়ক শ্লোক পাঠ করিলেন। জমীদার তাঁহাদিগকে আরও নিকটে আসিয়া বসিতে বলিলেন। অনন্তর কথোপকথন আরম্ভ হইল।

জমীদার মহাশয় পণ্ডিত মহাশয়দিগের পরিচয় লইলেন। পণ্ডিত মহাশয়দিগের মধ্যে এক জনের নাম অমরনাথ তর্কপঞ্চানন; ইনি ন্যায়শাস্ত্র-ব্যবসায়ী। অন্য পণ্ডিত মহাশয়ের নাম বিনয়ভূষণ কাব্যবিনোদ। উভয়ের ছাত্র দুইটিও বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছেন। জমীদার বাবু বলিলেন, "আপনাদিগের আগমনের উদ্দেশ্য কি? কিছু কিছু বিদায় গ্রহণ, না অন্য আর কিছু আছে?" তর্কপঞ্চানন মহাশয় তাঁহার চতুষ্পাঠীর জন্য কিঞ্চিৎ বৃত্তির প্রার্থনা করিলেন এবং কাব্যবিনোদ মহাশয় জমীদার মহাশয়ের এক স্কুলের পণ্ডিতের কার্য্য প্রার্থনা করিলেন। জমীদার মহাশয় উভয়ের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া উভয়কেই বিদায় করিলেন।

অনন্তর প্রজাগণের প্রার্থনা আরম্ভ হইল। প্রজাগণ জানাইলেন, তাঁহাদের গ্রামে কিম্বা তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে স্কুল নাই। ছেলেদের শিক্ষার কোন উপায় নাই। তাঁহারা বহু কষ্টে একটি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এক জন ব্রাহ্মণের দত্ত দুই বিঘা জমীর উপর একখানি সুন্দর গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ছাত্রসংখ্যাও প্রায় আশী। গৃহোপকরণের জন্য কিঞ্চিৎ সাহায্য ও মাসিক পাঁচ টাকা চাঁদা দিলে স্কুল নিরাপদে চলিতে পারে। জমীদার বাবু স্কুলের উপকরণ ক্রয়ার্থ পঁচিশ টাকা সাহায্য দান করিলেন, এবং মাসিক পাঁচ টাকা চাঁদা দিবার জন্য আগন্তুক গ্রামের প্রজাদিগের নায়েবের নিকটে পত্র দিলেন।

এই সময়ে জমীদার বাবুর বৈঠকখানার অধিকাংশ কর্ম্মচারী এবং রামচরণকে যে কয়েক ব্যক্তিকে ডাকিতে বলিয়াছিলেন তাহারাও আসিয়াছিল।

এমন সময়ে নিতায়ের মাতা চীৎকার করিতে করিতে আলুলায়িত কেশে ধূলিধূসরিত দেহে রাধিকারঞ্জন বাবুর বৈঠকখানা গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বাবু হয় বিচার কর, নয় বল রাজ্য ছেড়ে আমি পালাই।"

রাধিকারঞ্জন বাবু হাস্য-প্রফুল্লিত মুখে বলিলেন, "কি হয়েছে নিতায়ের মা! বল, তবে ত বিচার করব।"

নিতায়ের মাতা সক্রোধে বলিল, "সেই বাঁদীর বাঁদী আর সেই নরকখেকোর বেটী আর আমার সেই হারামজাদা, কথা নেই, বার্ত্তা নেই আমায় ধ'রে মেরেছে। এও বুঝলেন না?"

রা। আরে বাছা নাম কর। কারা মেরেছে এতে বুঝব কি?

নি—মা। আরে বুঝতেই পারলে না? ঐ সেই সতীনের সতীন, আর সেই পোড়াকপালীর পোড়াকপালী আর সেই গোলামের বেটা। দুষমনের নাম কি কেউ করে? দুষমনের নাম কি মুখে আনতে পারে?

রা। বেশ, বাবা নালিশ! আমি ধরিই বা কাকে, শাস্তি বা দেই কাকে?

নি মা। আরে ছাই বুঝলেই না। সেই আঁটকুড়ী, যার মেয়ে ঐ গোলামের ব্যাটা বে' করেছে, তারাই তিন জনে মিছি মিছি শুধু শুধু আমায় ধ'রে মেরেছে।

এই সময়ে বাবুর এক জন, পুরাতন পাইক বিশ্বনাথ সর্দ্দার সসম্ভ্রমে বাবুকে নমস্কার করিয়া বলিল, "বাবু, আমি বুঝেছি। ওকে মেরেছে ওর ছেলে, ওর শাশুড়ী আর ওর পুত্রবধু।"

রা। যাও, তিন জন বরকন্দাজ যাও, এখনই তাহাদিগকে ধ'রে নিয়ে এস। আর বাছা নিতায়ের মা, তুমি বাড়ীর মধ্যে যাও। একখানা ভাল কাপড় প'রে এসগে। ওরে রামা! (রাধিকাবাবুর ভৃত্যের নাম) নিতায়ের মাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যা ত।

অনন্তর বাবু একটু অবসর পাইলেন। তিনি তাঁহার কর্ম্মচারিগণকে বলিলেন, "সে মাথা দুটো বেশ ক'রে সেরে ফেলেছ ত? লাস দুটো বেশ ক'রে শড়কি দিয়ে ফুটো ক'রেছ? খুব রক্তের চিহ্ন করেছ? রক্ত ত রাসায়নিক পরীক্ষায় টিকবে?"

দেওয়ান। সব ঠিক হয়েছে। রক্ত রাসায়নিক পরীক্ষায় মানুষের রক্ত ব'লেই ঠিক হবে। রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য তুলায় ক'রে যে রক্ত দেওয়া হ'য়েছে, সে সত্যই মানুষের রক্ত। তবে অকু-স্থলে যে রক্ত ফেলা হয়েছে তা পায়রা এবং হাঁসের রক্ত। সব ঠিক হয়েছে, কোন আশঙ্কা নাই।

রা। তবে এ জালে দুষ্ট বাঁধবে?

দেও। নিশ্চয়।

রা। আমার বড় ভয় হয়েছিল। পুলিস সময়ে না আসলে সব উদ্যোগ-আয়োজন মিছে হ'ত।

দেও। তা কি না এসে পারে? হউক সে শক্র-পক্ষের কর্ম্মচারী, তার মত বিশ্বাসী, শ্রমশীল, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান্ লোক পাওয়া কঠিন। খালি হাতে ব'সে প্রায় জমীদারী বুঝে নিয়েছে আর কি। একা, ও ঠেটে আর লোক নাই। ও-তরপের বাবুর ত কোন বুদ্ধিই নাই।

রা। তা ঠিক। ওর বলেই ত প্রমদা দাদা আমার সঙ্গে লড়ছে, নইলে চিরকাল আমার অন্নদাস হয়ে থাকত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সংবাদে।

শ্রাবণ মাসের প্রাতঃকাল। একটু বৃষ্টির পর বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। বৃক্ষ-লতাগুলি এতক্ষণ বহু বিলাপ-রোদন করিয়া এখন ফোঁটা ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিতেছে। লতিকা-বধূর অঙ্গের ফুল-ভূষণ আলু-থালু হয়ে পড়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পতরুর ফুলভূষাও ছিন্নভিন্ন ও শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতি সুন্দরী যেন কি গুরু শোকে কাঁদিতেছেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার রৌদ্রহাসি, যেন মনের সুখের হাসি নহে। প্রকৃতির বৈতালিক দল সুকণ্ঠ বিহঙ্গমকুল যেন প্রকৃতির শোকে নীরব। বিপদের ক্রমতরঙ্গের ন্যায় আকাশে মেঘের অভাব নাই, কিন্তু সূর্য্যের মুখও দেখা গিয়াছে। শোকসন্তপ্ত নির্জ্জন পরিবারের দুর্দ্দশায় সময়ের কলহ-প্রিয় ভৃত্য-পরিচারিকার ন্যায় বায়সগুলা মিছা চেঁচা-মেচি করিতেছে। রজ্জুবদ্ধ গোকুল ভয়ে বিকলচিত্ত হইয়া যেন হাম্বা রবে বৎসগণকে ডাকিতেছে। ছাগ-মেষ ভয়ে গৃহের বাহির হইতেছে না।

দুঃসময়ে অশুভ চিহ্নের ন্যায় অথবা দেববৈরী সয়তানের ন্যায় মহিষগুলা জলে নামিয়া ভোঁস ভোঁস শব্দ করিতেছে। দুঃসময়ের অযথা কলহের ন্যায় এক অশ্ব অন্য অশ্বের প্রতি ধাবিত হইয়া ছুটাছুটি ডাকা-ডাকি করিয়া দুঃসময়ের অশুভ চিহ্নগুলিকে যেন অধিকতর ভীষণ করিতেছে। এমন সময়ে মুক্তকেশী পূর্ব্ব-অট্টালিকার পশ্চিম বারান্দায় বসিয়া মনো-মোহিনীকে বলিলেন, "কই বোন্ আজও ত পিয়ন আসে না? আজ চারিদিন কোন সংবাদ এল না! গদাইও ফিরে এল না! কেজে করতে গিয়েছেন, কি সর্ব্বনাশ হ'ল বুঝতে পাচ্ছি না।"

মনোমোহিনী উত্তর করিবার অগ্রে আহ্লাদমণি বলিল, "বউদিদি তুমি পাগল! তুমি কি জান না পুরুষ মানুষ সম্মুখে যেমন, তফাতে তেমন নয়। তাঁর এক কাজ নয়, তোমাকে পত্র লেখা তাঁর সুখ ও অবসরের কাজ। ভেব না দিদি, ভেব না। পত্র আজ না আসে, কাল আসবে।"

মনোমোহিনী মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "আমারও ত ভয় হচ্ছে বউদিদি!"

আহ্লাদমণির ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ অন্নপূর্ণা। সকলে তাহাকে অন্ন বলিয়া ডাকে। অন্ন শৈশবে বিবাহিতা হইয়া এই গ্রামে আসিয়াছে। অন্নের স্বামীর নাম কালীচরণ। অন্ন রূপসী, অন্নের গতিতে চাঞ্চল্য এবং নয়ন-যুগলে যেন অগ্নিশিখা। অন্নের স্বামী জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু ব্যবসায় কৃষক। অন্ন অনেক সময়ে তাহার স্বামীর পিসীমাতা আহ্লাদমণির সহিত এই বাড়ীতেই থাকে। মনোমহন চট্টোপাধ্যায়ের বাটীর অদূরেই কালীচরণের গৃহ ছিল। অন্ন বলিল, "বউ মা! মা! আপনি এত ভাবেন কেন? ভাবনা কিসের? আমি কখনও কারও জন্যি ভাবি না। ভাবনা কারে বলে, তাও জানি না। বাবুর পুণ্যের সংসার, বাবুর কোন আপদ্-বিপদ্ হবে না। এই জলহীন গ্রামে বাবু দুটো পুকুর কেটেছেন,—একটা মেয়েদের জন্যি, একটা পুরুষদের জন্যি। বাবু কি পূজা না করেন? গরীবকে খাওয়াতে, গরীবকে দিতে বাবুর মত আর কেউ না। সেই রূপের কার্ত্তিক, সেই গুণের শিব, সেই পুণ্যের দেবতা, সেই বুদ্ধির রাজা ও সেই জ্ঞানের বৃহস্পতির কখনও কোনও বিপদ্ হবে না, তা আমি বেশ জানি। যদি হয়, তবে শরতের মেঘের মত এক দিন একটু অন্ধকার ক'রে আবার তখনই পুণ্যের বাতাসে তা উড়িয়ে নিয়ে যাবে। আবার আকাশ পৃথিবী হাসতে থাকবে।"

মনোমোহিনী অন্নকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে বিষণ্ণমুখে অগ্রে ভগবান, তৎপশ্চাৎ লোক-নাথ, তৎপশ্চাৎ হারুবিহারী, সর্ব্বশেষে মহেশ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুক্তকেশী ও মনোমোহিনী অব-গুণ্ঠন টানিয়া সকলকে বসিতে দিলেন। মুক্তকেশী ও মনোমোহিনী সকলের আগমনে অধিকতর ভীত হইলেন। মনোমোহিনী লোকনাথকে বলিলেন, "কি জন্যে কাকা, আপনারা সকলে কি জন্যে?" লোক-নাথ কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "তাই ত মা তাই!"

মনোমোহিনী অধিকতর কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "কি কাকা? বলুন না কাকা?"

লোকনাথ। কি বলব মা, কি বলব? বলার কথা নয় যে মা।

মনোমোহিনী অধিকতর ব্যস্তভাবে বলিলেন,

"বলুন বলুন, শীঘ্র বলুন, দাদার কি কোন বিপদ্ ?"

লোকনাথ কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "তবে মা এক-খানা পত্র শুনুন।"

এই বলিয়া লোকনাথ চশমা বাহির করিয়া চোখে চশমা আঁটিয়া একখানি পত্র বাহির করিয়া এইরূপ পাঠ করিলেন :—

শ্রীশ্রীদুর্গা—

যশোহর।
১৩ই শ্রাবণ,
৩টা।

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু—

শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আদেশক্রমে আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। তিনি ঘোর বিপদে পড়িয়াছেন, তাঁহার মুনিব প্রমদারঞ্জন বাবুর সন্ধান নাই। মনোমোহন বাবুর বিরুদ্ধে অভি-যোগ এই—গত মঙ্গলবার প্রাতে ৭॥টার সময় জমীদার রাধিকারঞ্জন বাবুর স্বত্বদখলি বৈঠকখানার বাড়ী মনো-মোহন বাবু তাঁহার মুনিবের পক্ষ হইতে অনুমান এক হাজার লাঠিয়ালের সহায়তায় বলপূর্ব্বক দখল করিয়া লইয়াছেন। এই বাড়ী দখল করা উপলক্ষে তাঁহার হুকুম মতে রাধিকারঞ্জন বাবুর দুইটা জমাদার খুন ও বিশটা বরকন্দাজ জখম হইয়াছে। মোকর্দ্দমার অনুসন্ধান চলিতেছে। মনোমোহন বাবু সহ আর চারিটি লোক চালান হইয়া আসিয়াছে। জামীন হইল না। তাঁহারা সকলে হাজতে গিয়াছেন, মোকর্দ্দ-মার তদ্বির কিছুই হইতেছে না। প্রমদা বাবু অথবা তাঁহার পক্ষের কোন লোক তদন্তের নিকট উপস্থিত হইতেছেন না। বাবুর পক্ষ হইতে এক জন উপযুক্ত লোক তদন্তের সঙ্গে থাকা উচিত। প্রয়োজন মত অর্থ ব্যয় করাও আবশ্যক। অধিক লেখা বাহুল্য। বুঝিয়া সত্বর কার্য্য করিবেন। ইতি।

বশংবদ
শ্রীনীলকমল মুখোপাধ্যায়
মোক্তার।

লোকনাথ পত্র পাঠ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মন, বউ মা! পত্র শুনলে, এখন কি করা কর্ত্তব্য ?"

বিপদ্‌পাতের পূর্ব্বেই লোকের ভয় হয়। কেহ বিপদে অধীর হইয়া পড়ে। কোন কোন লোক বিপদে দ্বিগুণতর সাহসী ও উৎসাহী হইয়া উঠে। সংসারে মনুষ্যপ্রকৃতি বহুবিধ। কোন শিশু জুজুর ভয়ে উপাধানে মুখ লুকাইয়া রাখে এবং কোন শিশু জুজু ধরিবার জন্য উৎফুল্লতা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। বিপদে ধীর, স্থির, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যুৎপন্নমতি লোকই প্রকৃত মনুষ্য। বিপদে ব্যাকুলচিত্ত লোক মনুষ্য নামের অযোগ্য। মুক্তকেশী সকল কথা ধীর-চিত্তে শুনিলেন। বিপদের আশঙ্কায় তিনি ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন, এক্ষণে বিপদ্‌পাতে তিনি ধীর, স্থির ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিসম্পন্ন। মুক্তকেশী দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "কাকা, আপনি চলুন, আমিও যাচ্ছি, আহ্লাদীও সঙ্গে যাউক।"

এই কথা হইতে না হইতে গদাই দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে পত্রের অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করিল। সকলে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। তখনই রওনা হইতে হইবে। লোক নৌকার সন্ধান লইতে লাগিল। মুক্তকেশী গদাইকে লইয়া বসিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া ঘটনা বিশদরূপে বুঝিয়া লইতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভগিনীপতি ও শ্যালিকা।

খালিয়া ফরিদপুর জেলার মধ্যে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রাম। হরিনাথ মুখোপাধ্যায় এই গ্রামের এক জন মধ্যশ্রেণীর জমীদার। জয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ও বিজয়া তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা। পূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা; রাজমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা। ঢাকা জেলার অন্তঃপাতি বিক্রমপুরে তাঁহার বাড়ী। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা নানা কার্য্য করিয়া সামান্য ভূসম্পত্তি ও কিছু নগদ অর্থ করিয়া গিয়াছিলেন। রাজমোহনের পিতা ভাগ্য-বান্ পুরুষ এবং রাজমোহন তদপেক্ষাও ভাগ্যবান্। বঙ্গদেশের উর্ব্বর মৃত্তিকায় পাট নামে যে রজতখনির আবিষ্কার হইয়াছে, সেই পাটের ব্যবসায়ে রাজমোহনের পিতা ভাগ্যলক্ষ্মীকে সুপ্রসন্ন করিয়াছিলেন। ত্রিংশদ্বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম হইবার পূর্ব্বেই রাজমোহন এই অমল-ধবল-রজতকায় পাটের ব্যবসায়ে বিলক্ষণ ধনী হইয়াছেন। তাঁহাকে কেহ বিশকোটি, কেহ শত-কোটিপতি বলে। নূতন ধনশালী লোকের ধনাগম ও ধনের ব্যয়সম্বন্ধে যেমন সচরাচর কিংবদন্তী প্রচলিত হইয়া থাকে, রাজমোহন সম্বন্ধেও সেইরূপ অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। নূতন বড় লোকের বাড়ীর বিড়াল-কুকুর হইতে বড়কর্ত্তা পর্য্যন্ত ধনগর্ব্বিত হইয়া থাকেন। সেই সময়োচিত প্রবল বায়ু যে

রাজমোহনের সংসারে না লাগিয়াছে, তাহা নহে। জয়া সেই সংসারের বধূ এবং তিনিই সেই গৃহের গৃহিণী; সুতরাং তাঁহার অঙ্গে যে সেই বায়ু উত্তর-রূপে লাগিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কনিষ্ঠ জামাতা পূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর ও শশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য্যের ভাগিনেয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা কুমারানিবাসী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। পূর্ণচন্দ্র মাতুল-অন্নে পালিত। কুলীন ভাগিনেয়; পূর্ণচন্দ্র মাতুলদিগের অপত্যাধিক স্নেহে পালিত হইলেও তিনি বারবার মাতুলানীদিগের বিদ্বেষের পাত্র ছিলেন। শশাঙ্কশেখর ব্রাহ্মণপণ্ডিত হইলেও তাঁহার অর্থলালসা বিলক্ষণ ছিল। পূর্ণচন্দ্র এণ্ট্রান্স ও এফ-এ পরীক্ষায় বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হইয়া শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। বৃত্তির টাকায় তাঁহার অধ্যয়নের ব্যয়-সঙ্কুলন হয় না বলিয়া, কনিষ্ঠ মাতুল মহাশয় তাঁহাকে আড়পাড়া-নিবাসী বিশ্বেশ্বর রায় মহাশয়ের কন্যার সহিত প্রথম বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিবাহে যৎকিঞ্চিৎ দুই হাজার টাকার বুক, যাহা মাতুল মহাশয় পাইয়াছিলেন, তাহার দুই এক শত টাকা যে পূর্ণচন্দ্রের কল্যাণে ব্যয় না হইয়াছে, এমত নহে। পূর্ণচন্দ্রের শিবপুর কলেজে তৃতীয় বর্ষে আবার অর্থের ঘোর অনাটন হইল। আবার শশাঙ্কশেখর তাঁহাকে খালিয়া-নিবাসী হরিনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। এ বিবাহে পূর্ণচন্দ্রের মত ছিল না বটে, কিন্তু একেবারে পড়া বন্ধ হয়, কাজেই বাধ্য হইয়া পূর্ণচন্দ্রকে এ বিবাহও করিতে হইয়াছিল। পূর্ণচন্দ্র যে সমাজে যেরূপ ভাবে শিক্ষিত হইয়াছেন, তাহাতে তরুণ যুবক পূর্ণচন্দ্র বহু বিবাহ যে বেশী দোষের,তাহা বুঝিয়াই উঠিতে পারেন নাই। তিনি বিবাহকালে এক একবার ভাবিয়াছেন যে, শিক্ষিত দল এক বিবাহের অধিক বিবাহ করিতে চায় না, তাহার উদ্দেশ্য শিক্ষিত দলের একটা জেদ রক্ষা। বিবাহকালে পূর্ণচন্দ্রের মনে অনেক যুক্তিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এক বৃক্ষে কি দুই লতা আশ্রয় করে না? এক তরুতে কি দুই ফুল ফুটে না? এক সমুদ্রে কি বহু নদী পড়ে না? এক চন্দ্রমা কি বহু তারায় বেষ্টিত নয়? এই সব ভাবিয়া-চিন্তিয়া পূর্ণচন্দ্র শিক্ষিতের জেদ ছাড়িয়া দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার উপর অভি-ভাবক পিতা ও মাতুলে অনেক প্রভেদ। পিতার নিকটে যে মনোভাব নির্ভয়ে প্রকাশ করা যায়, মাতুলের নিকটে তাহা প্রকাশ করিতে ভয় হয়। পূর্ণচন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য অধ্যয়ন, তাহার বিঘ্ন হইবে আশঙ্কায় মাতুলের নিকটে দুই বিবাহ সম্বন্ধে কোন আপত্তিই করিতে পারেন নাই।

পূর্ণচন্দ্রের প্রথমা স্ত্রীর নাম ভবতারিণী। ভব-তারিণীর পিতার অবস্থা ভাল ছিল, কিন্তু ভবতারি-ণীর পিতৃবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের অবস্থা অতি হীন হইয়াছে। যত দিন ভবতারিণীর পিতার অবস্থা ভাল ছিল, যত দিন ভবতারিণীর স্বামিগৃহে যাইবার কালে নগদে ও দ্রব্যসামগ্রীতে বহু অর্থ লইয়া যাইত, তত দিন ভবতারিণীর শ্বশুরবাড়ীতে বেশ গমনাগমন ছিল। পূর্ণচন্দ্র ভবতারিণীকে আন্তরিক ভালবাসি-তেন; কিন্তু ভবতারিণীর শ্বশুরবাড়ী যাইবার পক্ষে বাধা হইয়াছে দুইটি—প্রথম বাধা ভবতারিণীর মাতা, ভ্রাতা এখন নিঃস্ব, সুতরাং পূর্ণচন্দ্রের মাতুলেরা আর তাহাকে যত্ন করিয়া গৃহে লয়েন না। দ্বিতীয়তঃ পূর্ণচন্দ্র ভবতারিণীর নিকটে বড় লজ্জিতা হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি কোন সময়ে কথায় কথায় দম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন—শিক্ষিত কুলীনেরা বহু বিবাহ করে না। তিনি এই দম্ভবাক্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি ভবতারিণীর অগাধ প্রেমপ্রবাহের সম্মুখে এক শক্ত বাঁধ দিয়া ফেলিয়াছেন। এই সকল কারণে ভবতারিণীর চিন্তায় ব্যাকুল হইলেও পূর্ণচন্দ্র মুখে তাহার নামও করিতে পারেন না।

বিজয়া শ্বশুরালয়ে অথবা মামাশ্বশুরালয়ে একবার মাত্র আসিয়াছিলেন। পূর্ণচন্দ্রের মাতা নাই। বড় লোকের কন্যা মধ্যবিত্ত বা গরীব গৃহস্থের ঘরে আসিলে অনেক বিষয়ে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। জল আনিতে বাসন মাজিতে, রন্ধন করিতে চাউল-ডাউল প্রস্তুত করিতে দরিদ্রঘরে সর্ব্বদাই স্ত্রীলোক-দিগকে ব্যস্ত থাকিতে হয়। অতিথি-কুটুম্বের আধিক্যে কখনও সঙ্কীর্ণ স্থানে, কখনও উপাধানহীন শয্যায়, কখনও বা বিনা শয্যায় শয়ন করিতে হয়। বিজয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া এই সব অসুবিধা যে কিছু কিছু ভোগ করিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। এই সকল অসুবিধায় যে বিজয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিল, এমন নহে, সে জমীদার-কন্যা হইলেও সে কুলীনের কন্যা। দরিদ্র কুলীনের সহিত তাহার বিবাহ হইবে, সে তাহা জানিত। সে এ সকল কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। সে শ্বশুর বাড়ীতে এ সব বিষয়ে অসন্তুষ্ট না হইলেও অন্য একটি গুরুতর কারণে তাহার হৃদয়কে বড়ই ব্যথিত করিয়াছিল এবং সেই সব খুটিনাটি সে বড় গুরুক্লেশের কারণ মনে করিয়া-ছিল। যে স্নেহ-মমতা, দুঃখকে সুখ, অসুবিধাকে সুবিধা, বিপদকে সম্পদ, অভাবকে স্বচ্ছলতা,

ভগ্ন গৃহকে অট্টালিকা মনে করাইয়া দেয়, বিজয়া শ্বশুর বাড়ীতে তাহার পূর্ণ অভাব দেখিয়াছে। তিনি দুদিনের জন্য পূর্ণচন্দ্রের নিকটে আদর স্নেহ ভালবাসা পাইয়াছিলেন মাত্র। পূর্ণ কলেজে চলিয়া গেলে তিনি শ্বশ্রূমাতাগণের নিকটে স্নেহ-বাৎসল্যও পান নাই। স্নেহ-মমতা দৃশ্যমান বস্তু ত নহে। তাহা কেহ দেখেও না। শক্তি ও কাজে স্নেহ-মমতা পরিব্যক্ত হয়। স্নেহ-মমতা পরকে আপন করে, চিন্তাকুলকে চিন্তাহীন করে, শোকাতুরকে প্রকৃতিস্থ করে; এমন কি, ব্যাধিনিপীড়িতের ব্যাধিযন্ত্রণাও লঘু করিয়া দেয়। স্নেহ-মমতার কোমল শক্তিধর হস্ত যে স্থানে সঞ্চালিত ও প্রসারিত হয়, সেই স্থান সুখময়, শান্তিময় প্রেমময় ও পবিত্র হইয়া উঠে। স্নেহ-মমতার অভাবে বিজয়া শ্বশুরালয় মরুভূমি মনে করিয়াছে এবং তত্রত্য সামান্য খুঁটিনাটি তাহার বিশেষ ক্লেশকর মনে হইয়াছে। সর্ব্বংসহা বসুন্ধরা আপন হৃদয়ের বেগ আপনি সহিতে পারেন না। তাই সময়ে সময়ে প্রবল ভূমিকম্পে আপন হৃদয়ের বেগ প্রকাশ করিয়া ফেলেন। ক্ষুদ্র বালিকা বিজয়া আপন হৃদয়ের বেগ আপনি গোপন করিতে পারে নাই। সে তাহার সমবয়স্কাদিগের নিকটে আপনার হৃদয়ের বেগ প্রকাশ করিয়াছে এবং কথাটা ফিরিয়া ঘুরিয়া মাতা-ভগিনীর কর্ণে উঠিয়াছে। বিজয়া জানিত, শ্বশুর-বাড়ীর দুঃখ-ক্লেশের কথা পিতৃগৃহে প্রকাশ করিতে নাই। পিতৃগৃহে সে কথা প্রকাশ করিলে, সে যে আপন বিপদ আপনি টানিয়া আনিবে, সে তাহাও বুঝিত। কিন্তু বয়স্যাগণের মিষ্ট কথার প্রলোভনে তাহার হৃদয়-কবাট সময় সময় এরূপ ভাবে মুক্ত হইয়া যাইত যে তাহার হৃদয়ে আর একটি কথাও থাকিত না। এ কি বিজয়ার দোষ? এ মানবপ্রকৃতির দুর্ব্বলতা। এ পাঁচ জনে এক সঙ্গে কথোপকথনের বিষময় ফল।

জয়া আজ এক সপ্তাহ হইল, শ্বশুরালয় হইতে পিতৃগৃহে আসিয়াছে। তাহার কর্ণে পঞ্চাশ লাখ, ষাট লাখ, কোটিশব্দ এখনও বাজিতেছে। লৌহসিন্ধুকপূর্ণ শুভ্র রজতমূর্ত্তি ও গাদায় গাদায় নোট সে এখনও নয়ন-সম্মুখে দেখিতে পাইতেছে। রামী ঝিকে দণ্ড দেওয়া, হ'রে চাকরকে ছাড়ান ঐ উমেদারকে একটা মুহুরী-গিরি দেওয়া—এই সকল কর্ত্তৃত্ব এখনও তাহার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। জয়া পিতামাতার সংসারে আসিলেও এখনও তাহার হৃদয় হইতে কর্ত্তৃত্ব করিবার ও প্রাধান্য দেখাইবার লালসাটুকু দূর হয় নাই। পূর্ণচন্দ্র এবার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়া গৃহে আসিতেছিলেন; মাতুল মহাশয় তাঁহাকে শ্বশুরালয়ে পত্নীকে লইতে পাঠাইয়াছেন। মাতুল যে বধূমাতার প্রতি স্নেহ-মমতাকৃষ্ট হইয়া পূর্ণচন্দ্রকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়াছেন তাহা নহে। বধূমাতার সহিত বহু অর্থ ও বহু অর্থের সামগ্রী আসিবে, তাহার মমতাই পূর্ণচন্দ্রের শ্বশুরবাড়ী আসিবার কারণ। পূর্ণচন্দ্র এই অপরাহ্নেই শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছেন। তাঁহার জলযোগের আয়োজন হইয়াছে। শ্যালিকা জয়াই অবশ্য জলযোগের আয়োজন করিয়াছে। পূর্ণচন্দ্র জলযোগে বসিয়াছেন। সম্মুখে জয়া বৃহৎ পিঁড়িতে উপবিষ্ট। তাহার অঙ্গে বহুমূল্য হীরক-খচিত সুবর্ণভূষণ। তাহার পরিধানে মূল্যবান্ বসন। তাহার কেশে সুগন্ধি তৈলের গন্ধ। সে হাস্যপ্রফুল্লিত মুখে তালবৃন্ত ব্যজন করিতে করিতে বলিল,—"গাঙ্গুলী! পরীক্ষা দিলে কেমন?"

পূর্ণচন্দ্র অবনত মস্তকে উত্তর করিলেন,—"মন্দ নয়।"

জয়া। পাশ ক'রে চাকুরী পাবে?

পূর্ণ। তা কি বলা যায়?

জয়া। পরীক্ষা ত অনেক দিন হয়েছে, এত দিন ব্রজগোপাল কুব্জার মন্দিরে ছিলেন না কি?

পূর্ণ। রুক্মিণী যে কুব্জার মন্দিরের পথে কাঁটা দিয়েছেন।

জয়া। রুক্মিণী কুব্জার মন্দিরের পথে কাঁটা দিয়েছেন? না কুব্জাই রুক্মিণীর মন্দিরের পথে কাঁটা দিয়েছেন?

পূর্ণ। আমি যা জানি তাই বল্লেম। এখন আপনি যা জানেন।

জয়া। এখন শুভাগমনের কারণ কি?

পূর্ণ। দেখাশুনা ও লওয়া।

জয়া উত্তেজিত ভাবে বলিল—"লওয়া! কাকে লওয়া? কোথায় লওয়া? কি জন্য লওয়া?"

পূর্ণচন্দ্র সমান উত্তেজিত ভাবে উত্তর করিলেন, "যাকে ল'তে এসেছি, তাকে লওয়া! বাড়ী লওয়া! সকলে যে জন্যে লয়, সেই জন্য

জয়া। বাড়ী কোথায়?

পূর্ণ। যেখানে বাড়ী সেইখানে। না হয় গাছ-তলায়।

জয়া। গাছ-তলায় যাওয়ার জন্যে আর একটি আছে। গাছ-তলায় কুব্জা যেতে পারে, রুক্মিণী নয়।

পূর্ণ। যাবে ত বিজয়াই যাবে। জেনে শুনেই গাছ-তলায় যাওয়া স্থির হয়েছে।

জয়ার বিশ্বাস ছিল যে, পূর্ণচন্দ্র তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য ও তাহার দুই লাখ টাকার ভূষণের কথা শুনিয়া তাহার নিকট একটু নরম হইয়া চলিবেন। পূর্ণচন্দ্র কিছুমাত্র নরম হইলেন না, বরং উপেক্ষার স্বরেই কথা বলিলেন। সে ভাব জয়ার মনে বড় লাগিলেও সে অনুতপ্ত স্বরে বলিল—"কোথায় বাড়ী? আছে কে? কোথায় দাঁড়াবে? বাড়ী-ঘর কর, চাকুরী-বাকুরী কর, অবস্থা ফিরাও! তার পরে তোমার বস্তু তুমিই ত নেবে।"

পূর্ণ। তত দিন কি নয়?

জয়া। তা পাঠানর কর্ত্তা ত আমি নই। মা-বাপ আছেন, তাঁরাই জানেন। আমাদের স্নেহের পাত্র, দুঃখের কথা শুনলে দুঃখ হয়।

পূর্ণ। সে কি! এতক্ষণ দেখি আপনিই সাড়েষোল আনার কর্ত্তা ছিলেন। আমরা গরীব লোক। আমাদের ঘরে অনেক দুঃখকষ্ট। দুই-কুল মেয়েদের সমান হবে এ আশা করা বৃথা।

জয়া পূর্ণচন্দ্রের কথায় আর কোন উত্তর করিল না। সে অন্তরে অন্তরে রোষে ও অপমানে গর্জ্জন করিতে লাগিল। পূর্ণচন্দ্রও যে অহঙ্কার-আস্পর্দ্ধায় ব্যথিত হইয়া ছিলেন না এমন নহে। ভগিনীপতি ও শ্যালিকার প্রথম কথোপকথন বড় সুখকর হইল না। উভয়ই উভয়ের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। কক্ষান্তরে থাকিয়া বিজয়াও কথোপকথন শ্রবণ করিলেন এবং তিনিও তাহা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শয়নগৃহে।

রজনী দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে। ধরণী প্রায় নিঃশব্দ হইয়া আসিল। কচিৎ কোন বাড়ীতে একটি আলোক জ্বলিতেছে। গৃহিণী ও বধূ ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছেন। কোন বাড়ীর বাতায়ন-পথে সামান্য আলোক দেখা যাইতেছে। পতির পার্শ্বে পুত্র ঘুমাইতেছে, পুত্রের অযত্ন হইয়াছে, এই ব্যপদেশে পত্নী পতির উপর গর্জ্জন করিয়া পতিকে জাগাইতেছেন। কোন বাড়ীর বড়া ঠানদিদি খোকা-খুকীর অত্যাচারে এখনও দুয়োরাণীর সুয়োরাণীর উপকথা বলিতেছেন। কিন্তু খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। খুকী দুইটি খোকার অনুপস্থিত কালেই গল্পটি সারিয়া ফেলিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। মদন খুড়ার বৈঠকখানায় এতক্ষণ ভূত-প্রেতিনীর গল্প চলিতেছিল, এখন রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম-নীতি, সমরনীতি প্রভৃতির কথা আরম্ভ হইল। প্রকৃত সাধক ঝিল্লীগণ অবনীর নিস্তব্ধতার সুযোগ লইয়া উচ্চরবে বিভুগুণ গান আরম্ভ করিল। সারমেয়গণ কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া যশোলিপ্সু হইয়া বিশ্বস্ত প্রহরীর ন্যায় মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব রবে ডাকিতে লাগিল। কুলবধূগণ অবগুণ্ঠন ফেলিয়া মধুর হাসি হাসিয়া সৌরভগুণের পরিচয় দিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। বকুল বিরহব্যাকুল বালিকা বধূর ন্যায় ছুটা-ছুটি করিতে লাগিল, টগর মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া হাসিতে লাগিল, করবী অবসর পাইয়া মনের সুখে দোল খাইতে লাগিল, গোলাপ-মল্লিকা-মালতী-গন্ধরাজ সগর্ব্বে স্ব স্ব আসনে অবগুণ্ঠন ফেলিয়া বসিয়া থাকিল।

এক সুবৃহৎ দ্বিতল চকের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণের একটি সুধাধবলিত বৃহৎ-প্রকোষ্ঠে দক্ষিণ দিকে জানালার নিকটে একখানি বৃহৎ পর্য্যঙ্ক রহিয়াছে। তদুপরি দুগ্ধফেননিভ শয্যা। শয্যার উপর চারিদিকে চারিটি বালিস। শয্যার উপরে রঙ্গিন সূক্ষ্ম বসনের সুন্দর মশারি দোলায়মান। গৃহমধ্যে একখানি মর্ম্মরপ্রস্তরের টেবিলে নানাবিধ ফুল ও ফুলের তোড়া। গৃহপ্রাচীরে অনেকগুলি চিত্রপট প্রলম্বিত। এই গৃহের পর্য্যঙ্কের শয্যার উপর পূর্ণচন্দ্র উপবিষ্ট। এই গৃহে দুই যুবতী রমণী প্রবেশ করিলেন; এক জন অবগুণ্ঠনবতী, অন্যার অবগুণ্ঠন নাই। এক জন অন্যের হস্ত ধারণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। অবগুণ্ঠনবতী রমণী এক কোণে একখানি চেয়ারের উপর উপবেশন করিলেন। অপরা রমণী একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া পূর্ণচন্দ্রের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। এই দুই রমণীর এক জন জয়া, অপরা বিজয়া। জয়া পূর্ণচন্দ্রের সহিত অপরাহ্ণে যে কথোপকথন করিয়াছেন, সেই কথোপকথন পরিচারিকাগণের মুখে ঘুরিয়া ফিরিয়া একটু বড় হইয়া গৃহিণীর কর্ণে উপস্থিত হইয়াছে। জয়ার দাম্ভিক ব্যবহার কোন পরিচারিকাই ভালবাসিত না। কথাটা এইভাবে গৃহিণীর কর্ণে উপস্থিত হইয়াছে যে, বড়দিদি ঠাকুরাণী জামায়ের সহিত তুমুল কলহ করিয়াছেন এবং কত কটূক্তি করিয়াছেন। জয়ার মাতা গৃহিণী—জয়াকে একটু তিরস্কার করিয়াছেন। জয়া তিরস্কারে দমিবার পাত্রী ছিল না, একটি কথায় জয়ার মন একটু নরম হইয়াছে। জয়ার সন্তান না

হওয়ায় জয়ার স্বামীর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের কথা হইতেছিল। জয়ার মাতা বলিয়াছেন, পূর্ণ পাশকরা কুলীন জামাই. দুটি বিবাহ করিয়াছে; কটু মন্দ বলিলে আরও একটি বিবাহ করিতে পারে। জয়া হাসিহাসিমুখে বলিলেন, "গাঙ্গুলী. তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ? আমি বড় মন্দলোক, আমি মনের কথা চেপে রাখতে পারি না। মেয়েদের স্বামীর নিকট স্বামিগৃহে থাকাই সুখের। তোমার মা-বাপ নাই। মামার বাড়ীতে তোমার বাস। তোমার মামাদের দয়া-মমতা বড় কম। বিজয়া এখনও ছেলে মানুষ, সে কাজকর্ম্ম সব জানে না, পরিশ্রমেও তার আলস্য নাই, একটু মিঠা কথা ব'লে কাজ দিলে সে মনের সুখে তা কর্‌তে পারে। কাজে ভুল-চুক সকলেরই হয়। সদয়ভাবে ভুল-চুক সারতে বল্‌লে মনে কোন ক্ষোভ থাকে না।" পূর্ণচন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"না, আমি রাগ করি নাই। সত্য কথা বলায় বাধা কি?"

জয়া। আচ্ছা, তবে তোমরা শোও, আমি আসি। আর কথা কাল হবে। রাত্রি অনেক হয়েছে।

জয়া নিঃশব্দে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বিজয়া খট্ খট্ করিয়া দরজার পর দরজা ফেলিয়া দরজায় খিল আঁটিল। সে এ পাশ ও পাশ ব্যস্ততার সহিত টানিয়া মশারি ফেলিয়া দিল। সে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া শয্যায় টান টান হইয়া শুইয়া পড়িল।

পূর্ণচন্দ্র বলিলেন,—"মান হ'ল না কি?"

বিজয়া কোন উত্তর করিল না, পূর্ণচন্দ্র পুনরপি বলিলেন, "মান যদি হ'য়ে থাকে, তবে মানের কারণ বল্‌তে হয়, তবে ত কোন্ পথে চল্‌তে হবে বুঝতে পারি।"

এবারও বিজয়া কথা বলিল না। পূর্ণচন্দ্র বলিলেন, "মানের কারণ বুঝেছি। আমার আসাতেই তোমরা বিরক্ত হয়েছ। বড়লোকের বাড়ীতে গরীবের আসতেই নাই। কাল সকালেই যাব। তোমাকে ও তোমার দিদিকে আর ক্লেশ দিব না। আমার আসার ইচ্ছা ছিলও না, আসতেমও না। মামা-মামীর অনুরোধ রক্ষা করতে এসেছিলাম, তা রক্ষা করা হ'ল, সকালেই চ'লে যাব। কটু শুনতে ও অপমান হ'তে কেহ কোথায়ও ইচ্ছায় যায় না।"

এইবার বিজয়া কথা বলিল, সে বলিল, "একটা ছুতা ক'রে চ'লে যাওয়া, একটা দোষ দিয়ে চ'লে যাওয়া। আর একটা সম্বন্ধ হয়েছে না কি? ছুটীর বার আনা সেই কুজা রাণীর ঘরে কাটিয়ে একটা অপবাদ দিতে এসেছ?"

পূর্ণ। সেখানে গেল কে? এ বে'র পরে তাকে কি আর মুখ দেখাবার যো আছে; পিতামাতার মত শ্বশুরশাশুড়ী পেয়েছিলাম, সতী সাবিত্রী স্ত্রী পেয়েছিলাম, স্নেহশীল দয়ামমতাপূর্ণ শালা-শালী পেয়েছিলাম. তার উপর মামা-মামী আমায় আর একটা বে' দিলেন।

বিজয়া। তবে যাও, সেখানেই যাও, এখানে আসা কেন?

পূর্ণ। আমার কিছু মনুষ্যত্ব থাকলে আমি আর বিয়ে করতাম না। আমার কিছু স্বাধীনতা থাক্‌লে আর বে'র নাম মুখে আন্‌তেম না। আমার মুখ থাক্‌লে—আমার কথা বল্‌বার পথ থাকলে আমি অবশ্য সেখানে যেতাম। সেই গরীবের গৃহ নন্দনকানন। এই দম্ভ-পূর্ণ বড়লোকের ঘর রৌরব নরক। তুমি হাতে খেদাতে হবে না, রাত্রি নইলে এখনই চ'লে যেতাম।

বিজয়া পূর্ণচন্দ্রের চরিত্র জানিতেন। পূর্ণচন্দ্রের যে ভীষণ ক্রোধ ও অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তাহা তিনি জানিতেন। তিনি মনে মনে পূর্ণচন্দ্রকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। তিনি কখনও পূর্ণচন্দ্রের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট বা রুষ্ট হন নাই। আর বাড়াবাড়ি করা ভাল নয় বুঝিয়া, বিজয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া প্রেম-গদ-গদ কণ্ঠে বলিলেন,—"মনে হয় না বুঝি! বৈশাখের শেষে বাড়ী এসেছ, আর এখানে এলে জ্যৈষ্ঠের শেষে? পত্রে লিখেছিলে কি ভেবে দেখ? আমি ত সেখানে যেতে তোমাকে মানা করি নি। দিদিও ত আমার চেয়ে বেশী কষ্ট পাচ্ছেন। যা ক'রে ফেলেছ তা ফেলেছ। মুখ না দেখিয়ে আর কতকাল থাক্‌বে। সত্যি সত্যি সেখানে গেলেও ত আমি সুখী হতাম, সেখানে না যেয়েও ত ভাল কর নাই। শুনেছি, দিদির নাকি বাবা মারা গিয়াছেন, এখন সেখানে না যাওয়া কি ভাল? একে বাপের শোক, তার উপর তোমার অযত্ন—পুরা দুটা বৎসরের মধ্যে তাঁকে একবার দেখাও দিলে না! পুরুষ মানুষের হৃদয় কি কঠিন?"

বিজয়ার এই কথায় পূর্ণচন্দ্রের মন গলিয়া গেল, তিনি প্রফুল্লমুখে বিজয়ার দিকে সরিয়া বসিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি যদি বল্লে, তবে আমি বলি। আমারই কি সেখানে যেতে ইচ্ছা করে না? তুমি যে ভাল নও তা আমি বলছি না, তুমি এখনও ছেলে

মানুষ, সে আমি ভিন্ন জানে না। আমার স্বকৃত একটা পাপের জন্তই আমি সেখানে যেতে পাচ্ছি না। একটা কেন, দুটা পাপই বলতে পারি। আমি বড় স্পর্দ্ধার সঙ্গে বড় অহঙ্কার ক'রে বলেছিলেম—দুটা বিয়ে করব না। তাই যেতে লজ্জা।" স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে মানের যবনিকা অপসারিত হইল। প্রেমনাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল। বিবাদস্থলে এখন প্রেমের অমৃতধারা প্রবাহিত হইল। এক বার মধুর বাক্যে বিজয়া স্বামীর হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বরী হইবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন অন্তবার পূর্ণচন্দ্র প্রেমের সোহাগে ঢলিয়া বিজয়ার হৃদয়সিংহাসনে আধিপত্য লাভ করিতে লাগিলেন। প্রেমাভিনয়ের অমৃতময় আনন্দে পীযমমাখা কথোপকথনে রহস্ত-আমোদের মৃদুহাস্তে গ্রীষ্মের ক্ষুদ্র রজনী মুহূর্ত্ত-মধ্যে অতীত হইয়া গেল! দুর্ব্বৃত্ত অরুণদেব আসিয়া উদয়াচলে উঁকি মারিলেন। মলয়-মারুত তাঁহার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতে বাহির হইলেন। পিকদম্পতি অন্তান্ত সকল পাখিকুলের সহিত সুমধুর সঙ্গীতে দিবাকরের স্তোত্র-গান আরম্ভ করিল। কুসুমফুল কুসুম-গন্ধ ছড়াইয়া তাঁহার পথ পবিত্র করিল। গোবৎস হাম্বা রব করিয়া, কুক্কুট উচ্চ চীৎকার করিয়া, শিশুগণ ক্রন্দন করিয়া, বালক-বালিকাগণ চেঁচামিচি করিয়া সুখকর দিবাকরের আগমন প্রতিগৃহে ঘোষণা করিয়া দিল। নবদম্পতি অরুণের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

জামাতা ও শ্বশ্রূমাতা।

জয়া জননীর কথায় স্বভাব একটু কোমল করিয়াছেন; বিজয়া পতির সোহাগে ফুল্লকমলের ন্তায় প্রফুল্ল হইয়া প্রেমপীযূষধারায় পতির হৃদয় প্লাবিত করিতেছেন। শ্বশুর মিষ্ট সম্ভাষণে জামাতৃহৃদয় সন্তুষ্ট করিতেছেন, শ্বশ্রূমাতা আদরযত্নে জামাতাকে পুলকিত করিতেছেন। শ্যালকগণ বিদ্রূপ-রহস্তে ভগিনীপতিকে সন্তুষ্ট রাখিতেছেন। গ্রামের প্রতিবেশিনীগণ প্রিয়সম্ভাষণে জামাতাকে সুখী করিতেছেন। পূর্ণচন্দ্র এক দিন দুই দিন করিয়া সাত দিন শ্বশুরবাড়ীতে অতীত করিয়াছেন, আর শ্বশুরবাড়ীতে থাকা চলে না। মাতুলাগারে অনেক কার্য্য আছে, দুই মাতুলই শ্বশুরগৃহে এক সপ্তাহের অধিক থাকিতে অনুমতি করেন নাই। পূর্ণচন্দ্র গৃহে যাইবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

মধ্যাহ্নে পূর্ণচন্দ্র স্নান করিয়াছেন। তিনি শ্যালকগণের সহিত জলযোগে বসিয়াছেন, শ্বশ্রূমাতা ও জয়া জলযোগের দ্রব্যাদি বিতরণ করিতেছেন। পূর্ণচন্দ্র শ্বশ্রূমাতাকে কিছু বলিবেন মনে করিয়া তিনবার মস্তক উত্তোলন করিলেন। চতুর্থবারে তিনি সাহসে ভর করিয়া বলিলেন,—"মা, আমার ত আর দেরী করিবার উপায় নাই। কাল সারাদিন যাত্রার ভাল দিন আছে। কালই সকলকে নিয়ে যেতে হয়। আপনি সব উদ্যোগ আয়োজন ক'রে দিউন।"

শ্বশ্রূমাতা উত্তর করিলেন—"বাবা, বিজয়া বড় ছোট; তুমি ত দুদিন পরেই বাড়ী হ'তে চ'লে যাবে। পর—একেবারে পর—সম্পূর্ণ নিপ্পরের উপর রাখিয়া যাওয়া, পরে কি পরের মায়া-দয়া বুঝে? বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ব্যারামে ওষুধ নাই, মুখে একটা ভাল কথা নাই, অবিশ্রাম দুঃখ—দুঃখের টানা স্রোত, তার মধ্যে কি ঐ ছোট মেয়ে থাকতে পারে?"

পূর্ণ। কে পর মা? আমাদের কুলীনের বাপ ত কখন আপন হয় না। আমাদের মা থাকেন বটে, তিনিও পিতৃ বা ভ্রাতৃ-অন্নে পালিত হওয়ায় তাঁহারও কোন স্বাধীনতা থাকে না। আমিও ত সেই মামা-মামীর সংসারে এত বড়টি হ'লেম। মামা-মামীই-আমাকে মানুষ করেছেন, মামা-মামীই আমাকে এতকাল পড়ালেন। সেই ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের ব্যয়ও কম নয়। যার যারা থাকে তারাই আপন।

শ্বশ্রূমাতা হাসিয়া বলিলেন—"খুব পড়াচ্ছেন বাবা! লোয়ার প্রাইমারীতে ২৲ টাকা বৃত্তি পেয়ে আপার প্রাইমারী পড়লে আপার প্রাইমারীতে বৃত্তি পেয়ে মধ্য-বাঙ্গালা পড়লে, মধ্য-বাঙ্গলায় বৃত্তি পেয়ে এণ্ট্রাস পড়লে, এণ্ট্রান্সে বৃত্তি পেয়ে এফ-এর বৃত্তিতে ও ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের বৃত্তিতেই সেখানকার পড়া, দুটা বিয়ের টাকার গাদা ও জিনিষপত্রগুলি ত তাঁরা ঘরেই উঠিয়েছেন।"

পূর্ণ। খাওয়ালে পরালে কে? সেই লোয়ার প্রাইমারী পর্য্যন্তই বা পড়ালে কে? ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বিয়েরও অনেক টাকা লেগেছে।

শ্বশ্রূমা। মানুষ করেছেন ছাই, রাখালপাখালের মত দুটো খেতে পরতে দিয়েছেন। কুকুর-বেড়াল পোষার মত পুষেছেন!

পূর্ণচন্দ্রের মাতুল ও মাতুল-পত্নীদিগের উপর প্রগাঢ় ভক্তি ও অসীম বিশ্বাস। পূর্ণচন্দ্রের নিকটে তাঁহাদের নিন্দা অসহ্য! অন্ত দিকে পূর্ণচন্দ্রের শ্বশ্রূমাতার নিকট তাঁহারা নিতান্ত ঘৃণিত। জয়ারও

বিলক্ষণ রোষ ছিল। জয়া আসিয়া এই সময় মাতার সহিত যোগ দিলেন।

পূর্ণচন্দ্র বলিলেন—"আমার মামা-মামীর মত লোক হয় না! তাঁহাদের বাৎসল্য পিতামাতার বাৎসল্য অপেক্ষা অধিক. তাঁহাদের যত্ন-আদর পিতা-মাতার যত্ন-আদর অপেক্ষা অধিক এবং তাঁহাদের মত দয়া-মমতা অতি কম লোকেরই আছে।

শ্বশ্রূমা। ছাই! ছাই! তাহারা নিষ্ঠুর নির্ম্মম নির্দ্দয়! সে বাড়ীতে আবার মানুষ টিক্‌তে পারে? সে রাক্ষসের পুরী, সেখানে পিশাচের ব্যবহার!

পূর্ণ। সে আমার পক্ষে বৈকুণ্ঠধাম। সেখানে দেবতার আচরণ, দেবতার ব্যবহার। দেবলোকে পাপের লেশমাত্র নাই। সেখানে দম্ভ-অহঙ্কার নাই, স্পর্দ্ধা নাই; সে স্থান সরলতা অমায়িকতা ও দয়া-শীলতায় পূর্ণ।

শ্বশ্রূমা। সে নরক! সে রাক্ষসের পুরী! সেখানে পিশাচের আচরণ! সেখানে ভূতের খেলা! তাদের নাম শুন্‌লে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। আমার স্নেহের লতা--ননীর পুতুল—বুকের রক্তকে—সে নরকে পাঠাব না। সে রাক্ষসীদের মুখে, সেই দানবী-দের পীড়নে ছেড়ে দেব না। তুমি এখানে থাক, মাথায় ক'রে রাখব। না থাক, যেখানে ইচ্ছা সেখানে চ'লে যাও। আমার মে'য়কে পাঠাব না - পাঠাব না—পাঠাব না।

পূর্ণচন্দ্রের শ্বশুর, শাশুড়ী জামাতার কলহ অল-ক্ষিতে থাকিয়া শুনিয়া হাসিতেছিলেন।

তিনি জামাতার অনুকূলে একটি কথা বলিলে সব গোল মিটিত। তিনি ভ্রম করিয়া একটি রহস্য করিতে গিয়া সর্ব্বনাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "ওগো কি ঝগড়া কচ্ছ? মেয়ে পাঠাবে না, তবে তুমিই জামায়ের সঙ্গে যাও, তুমিই জামায়ের ঘরকন্না করগে!"

ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গিনীর শিরে দণ্ডাঘাত করিলে সে যেমন গর্জ্জিয়া উঠে, তেমনই হরিনাথের পত্নী এই রহস্যে গর্জ্জিয়া বলিলেন, "পোড়ার মুখ' মিনসে! ড্যাক্‌রা! অল্‌পেয়ে! আমার ননীর পুতুল নরকে ডুবিয়ে ছেড়েছে।" এইরূপ আরও অনেক কথা উচ্চারণ করিয়া গৃহিণী উচ্চরবে রোদন করিয়া উঠিলেন। হরিনাথ ধরিয়া গৃহিণীকে সান্ত্বনা করি-বার জন্য বলিলেন, "তোমার মামা-মামীও বড় ভাল নয় বাবা।" পূর্ণ ঈদৃশ ব্যবহারে যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "তাঁরা ভাল হবেন কিসে, তাঁহাদের এত দম্ভ অহঙ্কার আস্পর্দ্ধা নাই। তাঁহাদের এরূপ ইতরের মত মুখ নাই। তাঁহাদের এরূপ চাষার মত ব্যবহার নয়! কথাগুলি হরি-নাথের গায়ে বড় লাগিল। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, "চোপ রহ ব্যাকুপ!"

পূ। বুঝে কথা বলবেন মহাশয়! আমি আপনার ইতর প্রজা নই? · ব্যবহারে আপনারা সকলেই সমান দেখছি।

হরিনাথ। নেকালো, হিঁয়াছে নেকালো! বেরো হারামজাদা পাজী আমার বাড়ী হ'তে বেরো! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

পূ। বেরুচ্ছি, এই এখনই যাচ্ছি! এ থাক-বার মত স্থান নয়? যদি কখনও আপনাদের মেয়ে মাথায় ক'রে আমার পায় ফেলে আসেন, তবে গ্রহণ করব, নচেৎ নয়।

পূর্ণচন্দ্র ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ সে বাটী হইতে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে কুঞ্জলাল গঙ্গো-পাধ্যায়ের সহিত দেখা হইল। সে দিন ভয়ঙ্কর রৌদ্র পড়িয়াছিল। কুঞ্জলালের অনুরোধে পূর্ণ সে মধ্যাহ্নে তাহার গৃহে আহার করিলেন। অপরাহ্ণে তিনি সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এই কলহের কথা পূর্ণ কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না।

দশম পরিচ্ছেদ

মাতুলালয়।

পূর্ণচন্দ্র মাতুলালয়ে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মাতুলগণ ও মাতুলানীগণ বধূ না আসায় যে বেশী দুঃখিত হইয়াছেন তাহা নহে, তবে অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী যাহা বধূর সঙ্গে আসিত, তাহা না আসায় সত্য সত্যই দুঃখিত হইয়াছেন। তাঁহারা দোষটি আংশিক ভাবে পূর্ণের উপর ও আংশিক হরিনাথের ও হরি-নাথের সহধর্ম্মিণীর উপর চাপাইয়াছেন। তাঁহারা পূর্ণকে ভাবিয়াছেন, অসার অপদার্থ এবং হরিনাথ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে ভাবিয়াছেন, অভদ্র ও অসামাজিক। তাঁহারা যে কৃপণ এবং ভালরূপ দেওয়া থোওয়া যে একেবারেই বুঝেন না, তাহা মাতুলানীগণ মুক্ত-কণ্ঠে বলিয়াছেন। পূর্ণচন্দ্র কলহের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা ও হৃদয়ের ক্ষত কেহ জানিতে ও দেখিতে পায় নাই। বিনা ঔষধে রোগবৃদ্ধির ন্যায় পূর্ণচন্দ্রের হৃদয়ের জ্বালা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এ রোগের উত্তম ঔষধ ছিল। পূর্ণচন্দ্র তাহার সন্ধান করিলেন না এবং মাতুলেরাও তাহা দিবার চেষ্টা

করিলেন না। মাতুলেরা যদি দ্বিতীয়া বধূ বিজয়ার পিতৃকুলের উপর প্রতিহিংসা লইবার জন্য পূর্ণকে প্রথমা স্ত্রী ভবতারিণীকে আনিতে বলিতেন, তাহা হইলে এ পীড়ার উপশম হইত। মাতুলেরা জানিতেন, ভবতারিণীর পিতার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পিতৃ-সংসারের অবস্থা এখন শোচনীয়, তাঁহাকে আনিলে এখন লাভ নাই, ষোল আনা লোকসান। তাঁহারা ভবতারিণীর নামও করিলেন না।

পূর্ণচন্দ্রের মাতুলেরা গৃহস্থলোক, তাঁহারা সর্ব্বদাই কর্ম্মে রত; তাঁহারা নিষ্ক্রিয় লোক দেখিতে পারেন না। তাঁহারা পূর্ণকে কর্ম্ম দিতে লাগিলেন, পূর্ণ তিন বার জেলায় মোকর্দ্দমার তদ্বির করিতে গেলেন। তিনি আট বার জমীদারের কর দিতে তাঁহাদের কাছারীতে গমন করিলেন। তিনি ৫টি সীমানার গোল মিটাইলেন। তিনি ১০ বিঘা পতিত জমী চাষ করাইলেন। তিনি ব্যথিত-হৃদয়ে এই সকল অনভ্যস্ত কর্ম্ম করায় তাঁহার হৃদয় অধিকতর ব্যথিত হইয়া পড়িল। পরীক্ষার সংবাদ না জানায় তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এক দিন অপরাহ্ণে পূর্ণ আপন গৃহে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন, এমন সময় এমন একটি ঘটনা হইল, যাহাতে পূর্ণচন্দ্রকে অবিলম্বে সংসার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিল।

সেই দিন অপরাহ্ণে পূর্ণচন্দ্রের বড় মাতুল চন্দ্রশেখর পাশা খেলিয়া আসিয়া হুকায় তামাক সাজিয়া ফুড়ুত ফুড়ুত টানিতেছেন, তাঁহার গৃহিণী অবগুণ্ঠন টানিয়া অঙ্গের বস্ত্র ঠিক করিয়া দিয়া পতিকে বসিবার আসন দিলেন। তিনি গৃহের মধ্যে কবাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "এতকাল ত পড়াশুনা করাইয়া টাকার শ্রাদ্ধ হইল। এখন পূর্ণবাবু কি চাকুরী-বাকুরীর চেষ্টা করিবেন না?"

চন্দ্রশেখর উত্তর করিলেন, "তা কি জানি!"

গৃহিণী। লোকে বলে, 'যম, জামাই, ভাগিনা তিন নয় আপনা।' এই সময় পূর্ণবাবুকে দিশাবিশে ক'রে দিলেই ত হয়। তোমার বাপ, ওর মাকে দশ বিঘা জমী—আর মুখুজ্যের বড়ীখানা দিয়েছিলেন। তাই দিয়ে বিদেয় করো না কেন! দুটা বৌ, কত ছেলে মেয়ে হবে, বৌ দুটি ত আরমানী বিবি। সে সব এ সংসারে মিশ খাবে না। এখন হ'তে পথ দেখ।

চন্দ্রশেখর। জমী দেব—বাড়ী দেব, সে কি! বাবা মুখে বলতে পারেন, দলিল ত দেন নাই। তা হবে না। লেখা-পড়ার জন্য আজ বিশ বৎসর টাকা ঢালছি। আরও বিষয়?

গৃ। তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর্ত্তে পার। তোমাদের ভাগিনা তোমরাই জান। আমরা গরীবের মেয়ে গরীবের হাতে পড়েছি। আমাদের সেই সব আরমানী বিবি, পোষাকের বাহার, গহনার সপিণ্ডীকরণ দেখেই ভয় হয়।

চ। ও ত দূর বল্লেই নাই। এত ক'রে লেখা-পড়া শিখালেম, ইচ্ছা ছিল, দুই দশ বৎসর রোজগার ক'রে খাওয়াবে।

গৃ। আঃ, আমার পোড়া কপাল! ও আবার রোজগার ক'রে খাওয়াবে! চাকরী-বাকরী হ'লেই বৌ নিয়ে বিদেশে চ'লে যাবে। কাণাকড়িও সংসারে দিবে না। মধ্যে মধ্যে সদলবলে আসবে। তোমরা বেচারারা ঠাকুর-ঠাকুরাণীর বা সাহেব-বিবির পূজা করবে। তোমরা হবে সাহেবের মজুর, আমরা হব বিবির আয়া। তা মিলেছে বেশ। আমরাও দুইটি, বিবিও দুইটি।

চ। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) তুমি যা বলছ তা ঠিক। অধুনা ছেলেরা এইরূপই বটে। এই সে দিন শুনলাম, গোরাই দত্তের মেঝো ছেলে অবনী দত্ত এম্‌-এ পাশ ক'রে কেরাণী হয়েছে। সে বাড়ী এসে বড় ভাই কাঙ্গালী দত্তকে দিয়ে তামাক সেজে খায়। অবনীর খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত পৃথক্ ও তাহার ভাইদের পৃথক। এক জায়গায় ব'সে অবনী সরু চালের ভাত, ঘি, দুধ, মাছ, মাংস, লুচি, মোহনভোগ খায়। আর তার ভাই বেচারীরা খায় মোটা চালের ভাত আর মসূরের ডাল।

গৃ। তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমরাই এ সব ভাল জান।

চ। আমি শীঘ্রই পথ কর্‌ছি? শশাঙ্ক এ সব কথা আমাকে বলেছে।

গৃ। ঠাকুরপোর তোমার চেয়ে বুদ্ধি আছে। তার আপন পর জ্ঞান আছে।

পূর্ণচন্দ্রের পরের কথায় কর্ণপাত করার অভ্যাস ছিল না। তাঁহার নাম শুনিয়া তিনি উৎকর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি এই কথোপকথনটি আদ্যন্ত শুনিলেন। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার শ্বশুর-শাশুড়ীর কথা মিথ্যা নয়। তিনি বুঝিলেন, জয়ার কথাও অতি সত্য। তাঁহার এ বিশ্বাস হইলেও শ্বশুরকুলের উপর তাঁহার ক্রোধ হ্রাস হইল না।

তিনি ভাবিলেন—এ সব কথা তাঁহাদিগের মিষ্ট কথায় বুঝান উচিত ছিল। তিনি ভাবিলেন—

এ সংসার মরুভূমি। তিনি চিন্তা করিলেন—এ সংসারে তাঁহার কেহ নাই। তিনি সংকল্প করিলেন, এ সংসারে আর থাকিব না। তিনি সেই গৃহ হইতে নিঃশব্দে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। তার পর তিন-দিনের মধ্যে বড় মাতুলের দ্বারা যাত্রার শুভদিন দেখাইয়া লইয়া তিনি চাকুরীর চেষ্টায় নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ভবতারিণী।

ভবতারিণী পূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথমা স্ত্রী। তাঁহার পিত্রালয়ও মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়ের গ্রামে। তিনি সম্পর্কে মনোমোহনের ভগিনী। ভবতারিণীর পিতৃকুলই বনিয়াদী প্রাচীন অধিবাসী। ভবতারিণীর পিতার পূর্ব্বপুরুষ হরিহর রায় রাজা সংগ্রামসিংহের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র দয়ারাম রায় সীতারাম রায়ের দেওয়ান ছিলেন। ভবতারিণীর পিতা রামচন্দ্র রায়ও নড়াল জমীদারদিগের একটা বড় ডিহির নায়েব ছিলেন। ভবতারিণীর ভ্রাতা নাবালক, আজ তাঁহার পিতৃকুলের দৈন্য অবস্থা। মনোমোহনের পূর্ব্বপুরুষ রায়বংশ কর্ত্তৃক এই গ্রামে আনীত ও স্থাপিত। রায় মহাশয়েরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। মুক্তকেশী যৎকালে 'ভা' গ্রামে যাইবার জন্য উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছেন, তৎকালে ভব-তারিণী ধীরে ধীরে মুক্তকেশীর নিকট আসিলেন। ভবতারিণী বলিলেন, "বৌদিদি, তুমি একা যাচ্ছ?" মুক্তকেশী উত্তর করিলেন "না না, আমি একা যাচ্ছি না। লোকনাথ কাকা, গদাই শ্বশুর ও আহ্লাদ ঠাকুরঝি সঙ্গে যাচ্ছে।"

ভব। আমাকেও সঙ্গে লও না কেন?

মু। ঠাকুরজামাই যদি এর মধ্যে আসেন?

ভব। ঠাট্টা নাকি? তিন বৎসরের মধ্যে সন্ধান নাই, আর তিনি কাল আসবেন!

মু। তুমি সত্যই যাবে?

ভব। হাঁ, আমি সত্যই যাব। আমার জীবন যে এখন আমার পক্ষে ভারস্বরূপ, আমি যে এখন নাবালক ভাইয়ের গলগ্রহস্বরূপ। মনোমোহন দাদা মাস মাস পাঁচটি টাকা দেন, খেয়ে বাঁচি। জীবনে কোন কাজ কর্লেম না, কারও কোন উপকারে এলেম না। নারী-জীবনে স্বামীই সর্ব্বস্ব, আমি সে স্বামীর পরিত্যক্তা। স্বামী দু' বে' করুন, দশ বে' করুন, তাতে আমি দুঃখিত নই। যে দিন কুলীনের সঙ্গে বে' হয়েছে, সেই দিন সেই জন্য মন গ'ড়ে রেখেছি। আমি একবার দর্শনের অভিলাষী, এক-বার পূজার প্রার্থী। তাও জীবনে হ'ল না। আমি যদি একটা কথা ব'লেও তোমাকে সান্ত্বনা কর্ত্তে পারি, তবে আমি কত সুখী হই। কাকা দুই জন, তোমার শ্বশুর, আহ্লাদমণি দিদি তোমার চেয়ে অনেক বড়। আমি তোমার সমান বয়সী, আমার মনের অবস্থা আজ তিন বৎসর যা হয়ে রয়েছে, তোমার মন আজ তদপেক্ষাও খারাপ হয়েছে। আমি যেমন তোমার মন বুঝব, তেমন আর কেহ বুঝবে না। স্বামীর বিপদে স্ত্রীর বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে না। হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, শত্রু-মিত্র চেনা যায় না; পতির উদ্ধার, পতির মঙ্গল একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র দ্রষ্টব্য ধ্রুবতারা হয়ে পড়ে।

মু। আচ্ছা দিদি, তুমি চল।

মুক্তকেশীর উদ্যোগ আয়োজনের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। তিনি টাকা, গিনি ও নোটে দুই তিন হাজার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিলেন। তিনি খুব জাঁক-জমকের কাপড় ও গহনা লইলেন না, আবার দীনের মত পরিচ্ছদও ধারণ করিলেন না। তিনি বহুমূল্য ভূষণও লইলেন না, আবার একেবারে নিরাভরণাও হইলেন না। স্বামীর দীনতাও প্রকাশ করিতে অভি-লাষী নহেন এবং স্বামীর বিপদে বহুমূল্য বসন-ভূষণে সজ্জিত হইতেও ইচ্ছা করেন না। আজ তাঁহার মূর্ত্তি ম্লান, দৃষ্টি উদাস। মস্তকের কেশ আলুথালু, তাঁহার মন নৈরাশ্যপূর্ণ এবং তাঁহার হৃদয় নানা আবেগপূর্ণ। মুক্তকেশী আরও লইলেন, তাঁহার পরমারাধ্য বাণলিঙ্গ শিবের কৌটা; দুই ঝাঁকা বিল্বপত্র এবং শিবপূজার অন্যান্য উপকরণ। ভবতারিণীও মুক্তকেশীর ন্যায় বসন-ভূষণ লইলেন। ভবতারিণীর মূর্ত্তি গাম্ভীর্য্যের সহিত ম্লান, তাঁহার গতি ধীর স্থির। তাঁহার হৃদয় সহানুভূতিতে ও তাঁহার মন কর্ম্ম করিবার সঙ্কল্পে পূর্ণ।

লোকনাথ লইলেন মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকের পরিচ্ছদ—সামান্য অথচ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তিনি আর লইলেন একখানা মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, তালপত্রে লিখা ও একটি নারায়ণশিলা। গদাই লইল তাহার হাতিয়ার একটি বন্দুক ও তাহার উপকরণ, একখানি তরবারি, দুটি সড়কি ও এক খানি ঢাল।

আহ্লাদমণি লইল, তাহার তামাকের গুঁড়ার কৌটা এবং তাম্বূলাধার। সে কিছু গুবাক ও চূর্ণ সংগ্রহ করিল। আহ্লাদমণি দুই চার বেলার মত

চাউল, ডাইল, কড়া, হাতা প্রভৃতি লইতেও ভুলিল না। যাইবার যান হইল নৌকা, নৌকাখানি বৃহৎ; নৌকার কর্ণধার ও বহিত্রবাহক সকলেই হিন্দুজাতীয় ও বিশ্বাসী; তাহারা নৌকা চালাইতেও সক্ষম। তাহারা ভালমন্দ জল চিনে, তাহারা সকলেই ধীবর জাতীয়। নৌকাখানির ছই-ছাপ্পর ভাল এবং ছ'য়ের অগ্র পশ্চাৎ ঢাকিবার আবরণও ভাল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বাসায়।

শ্রাবণের সন্ধ্যা আকাশে খুব মেঘ; শুক্লপক্ষ, কি কৃষ্ণপক্ষ কাহারও নিরূপণ করিবার শক্তি নাই। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে, মধ্যে মধ্যে প্রবল বায়ু বহিতেছে। বিষাদ-মলিন প্রকৃতি দেবী আজ সকল ভূষণ খুলিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার নক্ষত্র-চন্দ্রমা-খচিত নীলাম্বরীর অবগুণ্ঠন আজ তাঁহার শিরে নাই। আজ তাঁহার চরণভূষণ কুসুমফুল অদৃশ্য। আজ যেন প্রকৃতি-দেবী ভেকগর্জ্জনে, ঝিল্লীরবে, মধ্যে মধ্যে ফেরুপালের ডাকে আপন দুঃখের ঘোষণা করিতেছেন। আজ ধরণী নিস্তব্ধ; জীবকুল নীরব। মুক্তকেশী জানিতেন মনোমোহনের একটি সুন্দর বাসা আছে, বাসার অন্তঃপুর প্রাচীরবেষ্টিত। এক বাসায় স্ত্রী-পুরুষ এক সঙ্গে বাস করার অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ আছে। বাসায় ভৃত্য ঘরের মেজেই বসিয়া গম্ভীরভাবে ধূমপান করিতেছে। বাসার পাচক ব্রাহ্মণ কলিকা পাইবার প্রত্যাশায় গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছে। একটি মৃণ্ময় প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। পাচক ব্রাহ্মণ মৃদুকণ্ঠে ভৃত্যকে বলিলেন, —"ওরে যেদো, আজ পাক-শাকের কিছু বন্দোবস্ত করবি নে?"

ভৃত্য যাদব কাতরকণ্ঠে বলিল, "আর ঠাকুর দা খাওয়াই বা কি? পরাই বা কি? এমন মুনিব হাজতে—দুই দুটা খুনের দায়। চাকুরী অনেক পাব বটে, কিন্তু এমন মনিব পাব না, পাবেনও না।"

এমন সময় গদাই একটা মোট মাথায় করিয়া ডাকিল, "ও যাদব দা! বাসায় আছ কি? মা ঠাকরুণ এয়েছেন।"

যাদব গদায়ের ডাকে কোন উত্তর না করিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুরের দিকে চাহিল। ব্রাহ্মণ ঠাকুর মৃদু-কণ্ঠে বলিলেন, "বোধ হয় দেওয়ান বাবুর পরিবার। আমাদের মা ঠাকরুণ।" তখন যাদব উত্তর করিল, "আছি, গদাই দা আছি, এই দিকে এস, এই দিকে এস।"

ঠাকুর ও চাকর দুই জনে ধরিয়া গদায়ের মাথার মোট নামাইল। তিন জনে খালের ঘাটে দৌড়াইল। তাহারা সকলে সাদরে সকলকে বাসায় উঠাইল। মুক্তকেশী বাসায় আসিবামাত্র যাদব ও ঠাকুর গগন হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যাদব বলিল, "মা সর্ব্বনাশ হয়েছে, বাবু হাজতে। বাবুর শিরে দুটো খুনের দায়। বড় বাবু বাড়ী ছিলেন না, তদন্ত সব ছোট বাবুর স্বপক্ষে হয়ে গিয়েছে। বড় বাবু বাড়ী এসে কিছুই কচ্ছেন না। ঐ শুনুন বৈঠকখানায় নাচ-গান হচ্ছে।"

মুক্তকেশী স্থিরভাবে বলিলেন, "তোমরা কেঁদ না কেঁদ না, ভয় নাই, দেখা যাউক কি হয়। আমাদের জন্য তোমরা ব্যস্ত হইও না। যাদব, তুমি আহ্লাদ ঠাকুর-ঝিকে সঙ্গে ক'রে জমীদার বাবুর বাড়ীতে যাও। আমি এই রাত্রেই গিন্নী ঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমাদের আহারাদির জন্য ব্যস্ত হ'তে হবে না; আমাদের সঙ্গে সব আছে।"

মুক্তকেশীর অনুজ্ঞা পাইবা মাত্র যাদব আহ্লাদমণিকে সঙ্গে করিয়া হ্যারিকেন অলো হাতে লইয়া জমীদার-গৃহে ছুটিল। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে তাহারা ফিরিয়া আসিল। জমীদার-পত্নী তাহাদের সহিত তখনই সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। মনোমোহনের জমীদার বাড়ী তাঁহার বাসার অতি নিকটেই ছিল। যাদব পূর্ব্ববৎ হ্যারিকেন হস্তে দণ্ডায়মান হইল। মুক্তকেশী ভবতারিণী ও আহ্লাদমণি তখনই যাদবের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। মনোমোহনের বাসা হইতে জমীদার-অন্তঃপুরে যাইতে হইলে, জমীদার বাবুর ফুলবাগানের বৈঠকখানা বামে রাখিয়া যাইতে হয়। মুক্তকেশী জমীদার-অন্তঃপুরে গমনকালে শুনিতে পাইলেন, জমীদার বাবুর দ্বিতল বৈঠকখানায় বামাকণ্ঠে সঙ্গীত হইতেছে। তিনি নর্ত্তকীগণের চরণভূষণের শিঞ্জনও শুনিতে পাইলেন। এই নৃত্য-গীত আজ তাঁহার কর্ণে বিষ বর্ষণ করিল। অবিলম্বে তাঁহারা অন্তঃপুরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। যাদব আহ্লাদমণির হস্তে হ্যারিকেনটি দিয়া বলিল, "আমি নিকটেই থাকিলাম, ডাকিলেই পাইবেন।"

আহ্লাদমণি আলোক হস্তে অগ্রে অগ্রে চলিল, মুক্তকেশী ও ভবতারিণী তাহার অনুগমন করিলেন। জমীদারের বিস্তীর্ণ অন্তঃপুরে বৃহৎ বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা। জমীদার-পত্নী উত্তরের অট্টালিকার দ্বিতলে

অবস্থিতি করেন। তাঁহারা সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া নিঃসঙ্কোচে একটি পুরুষ নামিয়া গেল। মুক্তকেশী মুহূর্ত্তের জন্য সেই হ্যারিকেন-আলোকে দেখিলেন, সেই ব্যক্তি যুবা-পুরুষ, তাহার মস্তকে টেড়ি, মুখে পান, গায়ে মূল্যবান্ কোট ও তাহাতে ঘড়ি-বড়ির চেন, পরিধানে কাল ফিতে পেড়ে মূল্যবান্ ধুতি। পায়ে উৎকৃষ্ট চটি জুতা ও অঙ্গে নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যের গন্ধ, তাঁহারা সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইলেন। যুবক নামিয়া গেলে তাঁহারা ধীরে ধীরে সুবিস্তৃত সুসজ্জিত জমীদার-পত্নীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। জমীদার-পত্নী যুবতী, সুন্দরী ও বহুমূল্য বসন-ভূষণে সজ্জিতা। তিনি সমাদরে মুক্তকেশী ও তাঁহার সহচরীদিগকে বসিবার আসন দিলেন। তিনি জলযোগ ও তাম্বুলাদির বিশেষ আড়ম্বর করিবেন এরূপ ভাব দেখাইলেন। মুক্তকেশী বলিলেন, "আপনি আমাদের কাছে একটু স্থির হয়ে বসুন, আমাদের কথা শুনুন। আমরা জলপান খেতে আসি নাই।"

ভবতারিণী বলিলেন,—"আপনারা বড় লোক, গরীব-ঘরের দুঃখ হয় ত বুঝতে পারেন না। যার স্বামীর শিরে দুটো খুনের দায়, তার কি আর আহার-নিদ্রা আছে! জমীদার বাবু মনোমোহন দার উদ্ধারের জন্য কি কচ্ছেন? জামীনের চেষ্টা কি হয়েছে?" জমীদার-পত্নী উত্তর করিলেন,—"সকল বিষয়েরই চেষ্টা হচ্ছে। কেহ কি আপনার লোককে জেলে দিতে দেয়? খুন-টুন মিথ্যা কথা। ওটা ছোট তরপের একটা কৌশল। বাবু বাড়ী ছিলেন না। কাল এসেছেন, চেষ্টা খুব হচ্ছে।"

মুক্তকেশী। আপনি কি জানেন, কে কে আপনাদের দেওয়ানের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে? দারোগা কি রিপোর্ট দিয়েছেন? আপনাদের পক্ষ হ'তে ছোট তরপের বিরুদ্ধে কোন মোকর্দ্দমা হয়েছে কি না? সে মোকর্দ্দমার ফল কি?

কেহ আপনার ক্ষমতাহীনতা প্রকাশ করিতে চাহে না। জমীদার-পত্নী বাস্তবিক এ মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। তিনি যাহা বলিলেন, সকলই ভাসা কথা। মুক্তকেশী তাঁহার উত্তরেই তাহা বুঝিতে পারিলেন। মুক্তকেশী পুনরপি বলিলেন,—"আপনি এ মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে কোন কিছু জানেন এরূপ আমার বোধ হচ্ছে না। আমি এসেছি তা জমীদার বাবুকে জানাবেন। কে আসামী, কে কে সাক্ষী, দারোগার রিপোর্ট কি, এ সব কথা আপনি ভাল ক'রে শুনে নেবেন।"

তব। আমরা জমীদার বাবুর সঙ্গেও দেখা কর্ত্তে চাই। তাঁর সঙ্গে কোন্ সময়ে এই অন্তঃপুরে দেখার সুবিধা হবে তাও আপনি জানবেন।

জমীদার-পত্নী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—"শুনছেন ত বৈঠকখানার ধূম! আজ যে আমি দেখা পাব সে বিষয়ে সন্দেহ। যদি দেখা পাই তবে সব জানতে শুনতে চেষ্টা করব। এ গৃহস্থের ঘর নয় দিদি, এ গৃহস্থের ঘর নয়। সাত জন্মের পোড়া কপাল তার—যে জমীদারের ঘরে আসে। দেওয়ান বাবু এখানে থাকলে যত রাত্রেই হউক এক বার এখানে আসা হয়, আজকাল দেওয়ান বাবু এখানে নাই, আজ কাল ত ছাড়া গরু।"

জমীদার-পত্নীর এই উত্তরে মুক্তকেশী ভবতারিণীর ও ভবতারিণী মুক্তকেশীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, জমীদার-পত্নীর নিকট আসা বিফল। জমীদার-পত্নীর কোন ক্ষমতা নাই। তাহার অদৃষ্টে পতিদর্শনলাভও সকল দিন ঘটে না। তাঁহারা বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া সসম্ভ্রমে জমীদার-পত্নীর নিকটে বিদায় লইয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সে রজনীতে আর কোন চেষ্টাই করা হইল না। বাসায় আসিয়া মুক্তকেশী ও ভবতারিণী দেখিলেন, ছোট তরপের একটি দাসী ও একটি ভৃত্য তাঁহাদের সুবিধার বিষয় জানিতে আসিয়াছে। বড় তরপের বাবু—মনোমোহন যাঁহার দেওয়ান, তিনি কোন সন্ধানই লইলেন না। তাঁহারা ছোট তরপের ব্যবহারে বিস্মিত হইলেন।

তাঁহারা বুঝিলেন, এ বিদ্রূপ ও রহস্য নহে। ভবতারিণী মুক্তকেশীকে বলিলেন,—"বৌদিদি, দাদাকে গোখরো সাপে কামড়িয়েছে। বিষ হলাহল। ছোট তরপের জমীদার বাবু বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ ও তাঁহার সকল দিকে দৃষ্টি। বড় তরপের বাবু অপদার্থ।" মুক্তকেশী শিরে করাঘাত করিয়া বলিলেন—"তা বুঝেছি বোন্, তা বুঝেছি। সহসা ছোট তরপের বাবুকে ধরতেও পারব না। বড় তরপ শেষ ক'রে তবে অন্যদিকে যাওয়া। বড় তরপে যে কিছু হবে না, তা আমি বেশ বুঝেছি। যার বিরুদ্ধে খুনের মামলা সে আজ বিলাসে মগ্ন, সে কি মানুষ?"

ভৃত্য যাদব ও ঠাকুর গগন বড় সুখী হইয়াছে। তাহারা ভাবিয়াছে, যখন মা আসিয়াছেন, তখন আর বিপদ্ নাই। যাঁর কথায় মধুমাখা, যাঁহার প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন অমৃত, যিনি আদর-যত্নে কুটুম্বিনী, যিনি দয়ায় করুণাময়ী দেবী, তাঁহার চেষ্টায় বাবু নিশ্চয় খালাস হবেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নায়েব-ভবনে।

রাধিকারঞ্জন বাবুর সদর নায়েব মহাশয়ের নাম নীলমণি বিশ্বাস। নীলমণি বিশ্বাস কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যামাকৃতি ও বিশাল উদর। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ক্ষুদ্র, নাসিকা স্থূল, ওষ্ঠাধর পুরু ও মস্তকে টাক। তিনি অতি অল্পভাষী এবং অধিকাংশ কথাই মুখভঙ্গীর দ্বারা সম্পাদন করিয়া থাকেন।

শ্রাবণের প্রাতঃকাল, বৃক্ষের পত্রটি পর্য্যন্ত নড়িতেছে না। আকাশে মেঘ কিন্তু বর্ষণোন্মুখ নহে। সূর্য্যমুখও দেখা যাইতেছিল না এবং বৃষ্টিও হইতেছে না। অথচ সাতিশয় গ্রীষ্মে মানবকুল অস্থির হইয়া উঠিতেছে।

বিশ্বাস মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ভাঙ্গা মোড়ায় বসিয়া ডাবা হুকায় সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ধূমপান করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে এক এক জন করিয়া রাধিকা বাবুর সকল কর্ম্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নায়েব মহাশয় চক্ষুর ইঙ্গিতে, অধরোষ্ঠের ভঙ্গীতে ও হস্তসঙ্কেতে কাহাকেও ছিন্ন মাদুরিতে, কাহাকেও সিক্ত ও ছিন্ন কম্বলে এবং কাহাকেও ভগ্ন জল-চৌকিতে উপবেশন করিতে বলিলেন। নায়েব মহাশয়ের উপবেশনের বংশনির্ম্মিত মোড়াটি ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছিল ও শলাকাগুলি বক্র হইয়া পড়িতেছিল। নায়েব মহাশয় গম্ভীর অথচ বিকটস্বরে বলিলেন—"ওরে বলা—বলা রে! একটু তামাক দে, আর এক কল্‌কে তামাক দে।"

বলা উত্তর করিল "আজ্ঞে দিচ্ছি।"

আগন্তুক লোকদিগের মধ্যে মীর মুন্সী মহাশয় বলিলেন—"নায়েব মহাশয় শুনেছেন কি, দেওয়ান-বাবুর পরিবার এসেছেন।"

নীলমণি মস্তক অবনত করিয়া জানাইলেন যে, তিনি সে সংবাদ অবগত আছেন।

মীর মুন্সী পুনরপি বলিলেন,—"তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য বুঝেছেন?"

নায়েব মহাশয় পুনরপি মস্তক হেলাইয়া তাহাও যে বুঝিতে পারিয়াছেন তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন।

অনন্তর পেস্‌কার মহাশয় বলিলেন,—"ঠাকুরুণ যদি তদ্‌বির-তাগাদা ক'রে, খরচ-পত্র ক'রে, দেওয়ান মহাশয়কে উদ্ধার করেন তবে উপায়, ব্যাটা পরের উপকার কর্ত্তে এসেছে, নিজেও একটা পয়সা উপরি নেবে না, আমাদিগকেও নিতে দেবে না। আমরা এসেছি কি কেবল কলম ঠেলতে।"

নায়েব মহাশয় ইতস্ততঃ মস্তক আন্দোলন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, দেওয়ানজী খালাস হইতেছেন না।

পেস্‌কার আবার বলিলেন,—"শুনিছি, দেওয়ানের স্ত্রী পরমা সুন্দরী, সে লেখা-পড়াও জানে, সে অতিশয় বুদ্ধিমতী। দেওয়ানের পয়সা-কড়ি কিছু আছে। টাকা ও রূপের অসাধ্য কি আছে? খুন দুটা ত দিছে, কেজে ত নামে, সাক্ষী ও দারোগাকে যদি বাধ্য ক'রে ফেলে এবং সে দুটা লেঠেলকে হাজির ক'রে দেয়, তা হ'লেই ত মোকর্দ্দমা ফেঁসে যাবে।" এইবার নায়েব মহাশয় মুখভঙ্গী করিয়া 'হুঁ' বলিলেন। হুঁর অর্থ—তাহা কিছুতেই হইতেছে না। মীর মুন্সী বলিলেন, "আপনি কিসে বুঝলে খালাস হবে না? টাকা ও রূপের অসাধ্য কি আছে?"

এইবার নায়েব মহাশয়কে কথা বলিতে হইল। অন্যের অবোধ্য অথচ কর্ম্মচারীদিগের বোধগম্য ভাষায় মৃদুকণ্ঠে নায়েব মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—"বড় বাবু ছোট বাবুতে মিটে যাবার কথা হচ্ছে। ছোট বাবু যে সে লোক নন। মোকর্দ্দমা ফেঁসে গেলে তাঁর বিপদ্ আছে। দারোগাকে যেরূপে চটিয়েছি, তা ত। সে আর কখনও আমাদের পক্ষ হবে না। সাক্ষী-গুলিও সব ছোট বাবুর লোক। যে নেশায় বড় বাবুকে ডুবিয়েছি, তাতেই তিনি এখন মত্ত থাকবেন, তিনি মামার কোন সংবাদ লবেন না। দেওয়ানের পরিবার হাজার হ'লেও মেয়েমানুষ, সে এ গোলক-ধাঁধায় ঢুকতেও পারবে না। দেওয়ান এবার গেছে, কোন ভয় নাই।"

নায়েব মহাশয়ের অগাধ বুদ্ধি ও অসাধারণ কূটনীতিতে সকলের প্রগাঢ় বিশ্বাস।

বড় তরপে এই নায়েব মহাশয় একমাত্র বটচ্ছায়া। দেওয়ান মনোমোহনের প্রতি প্রজা ভিন্ন কর্ম্মচারিগণ কেহ সন্তুষ্ট নহে। তিনি কর্ম্মচারিগণের বেতন-বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন এবং উৎকোচের পথ একবারে রোধ করিয়াছেন। এখন জমার-নবিশ ও সুমার-নবিশ মহাশয় জামা পরিয়া উত্তরীয় উড়ানী ভাল-ভাবে গায়ে দিয়া বলিলেন,—

"ওহে, তোমরা সকলে নায়েব মহাশয়ের কথায় বিশ্বাস কর। নায়েব মহাশয়ের ন্যায় বিচক্ষণ কর্ম্মকুশল বুদ্ধিমান্ দূরদর্শী অভিজ্ঞ বিদ্বান্ ও কৌশলী বক্তা লোক এ দেশে ক'জন আছে? দুই তরফে বিবাদ মিটলে মোকর্দ্দমা ফেঁসে গেল ধর, বাবু ৩০০ টাকা বেতনে দেওয়ান রাখবেন না। বড় বাবুরই কি অসুবিধা হচ্ছে না? এতদিনে তিনি

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। দেওয়ান বড় বাবুকে যেন মুঠোর পুরে ছিল, এই মামলার পর নায়েব মহাশয়ই দেওয়ান হবেন, আর সকলেরই সঙ্গে সঙ্গে পদোন্নতি হবে।" তখন সকলে সমস্বরে "হাঁ, হাঁ—ঠিক ঠিক" বলিয়া আসন ত্যাগ করিলেন। নায়েবের ভৃত্য বলরাম কিন্তু আর এক কল্কি তামাক দিয়া যায় নাই। সে চুপে চুপে মীর মুন্সীকে বলিয়া গিয়াছে, আধ পয়সার তামাকে কত চলে। নায়েবও যে সে কথা না শুনিয়াছিলেন এমত নহে। সকলে জমীদার বাবুর কাছারী-বাড়ীতে গমন করিলেন। নায়েব তখন তাঁহার জানুচুম্বিত ক্ষুদ্র মলিন বসন ত্যাগ করিয়া কোচান কাল ফিতাপেড়ে ধুতি পরিধান করিলেন। জামায় সেই বৃহৎ উদর আচ্ছাদন করিলেন, স্কন্ধের উপর উড়ানি ফেলিলেন এবং ময়ূরের ফড়ের কলম কানে দিয়া চটী পায়ে মৃদুমন্দ গমনে জমীদার মহাশয়ের বাটী অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

এ কি মানুষ ?

যে রাত্রে মুক্তকেশী ও ভবতারিণী 'তা' গ্রামে আসিয়াছেন, তাহার পর দিন প্রত্যুষে তাঁহারা শয্যা-ত্যাগ করিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা জমীদার প্রমদা-রঞ্জনের সহিত দেখা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহারা প্রাতঃকাল হইতে ১১টা পর্য্যন্ত প্রমদারঞ্জনের সংবাদ লইতেছেন। তাঁহারা বেলা ১১টা বাজিয়া গেলে শুনিলেন—এই প্রমদারঞ্জন শয্যাতাগ করিলেন। তাঁহারা ১টা বাজে বাজে এমন সময় শুনিলেন—এই জমীদার বাবু বৈঠকখানায় বসিলেন। আহ্লাদমণি জমীদার বাবুর নিকট প্রেরিত হইল। সে জমীদার-বাবুর নিকটে উপস্থিত হইয়া ভূমিতে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিল। জমীদার বাবু স্ত্রী-জাতির প্রকৃত সম্মান জানিতেন, তিনি কোন রমণীর প্রতি বিহিত সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিতেন না। তিনি আহ্লাদমণিকে দেখিয়া বলিলেন, "বাছা, তুমি কে ?"

আহ্লাদমণি অনেক দিন ব্রাহ্মণ বাড়ীতে আছে, সে ভদ্রলোকের সহিত কথা বলিয়া থাকে ; সে বিনীত ভাবে বলিল, "হুজুর, আমি আপনার দেওয়ানবাবুর পরিবারের সঙ্গে এসেছি। দাদাঠাকুরের বিপদে দিদিঠাকরুণ একেবারে পাগল হয়ে উঠেছেন। তিনি আর কিছুতেই ঘরে থাকতে চাইলেন না। তাই আমরা ক'জন তাঁকে সঙ্গে ক'রে হুজুরের এখানে নিয়ে এসেছি। তিনি একবার হুজুরের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চান। হাজার হ'লেও স্ত্রীর মন, তারপর দিদি-ঠাকরুণের মা-বাপ নেই। মোকর্দ্দমায় যা কিছু তদ্বির তা হুজুরই করছেন, হুজুরই করবেন। তথাপি মোকর্দ্দমাটি কি তিনি একটু জানতে চান। হুজুরের কখন সময় হবে এবং কখন তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন, তাই আমাকে জানতে পাঠালেন।"

প্রমদাবাবু, বলিলেন, "তোমার নাম কি বাছা, তোমরা কি জাত ?"

আহ্লাদ। আমরা মেয়ে মানুষ, নাম শুনে হুজুর কি করবেন ? আমি জাতিতে কায়েতের মেয়ে, আপনার দেওয়ানবাবুকে দাদা বলি। আমার একটি ভাইএর বেটা আছে, আমাকে গ্রামের লোকে তারই পিসী ব'লে ডাকে।

প্রম। তোমার ভাইএর বেটাটির বয়স কত ? কি করে ? বুদ্ধি-শুদ্ধি কেমন ? গায়ে বল আছে কেমন ?

আ। আমার ভাইএর বেটার বয়স ২৫।৩০ ; কিছুই করে না, বাড়ীতেই থাকে। কয়েক বিঘা জমী আছে, তারই চায আবাদ দেখে। বুদ্ধি-শুদ্ধি মন্দ নয়। আমাকে সে মা'র চেয়েও অধিক ভক্তি করে। ছেলেটির বে' দিয়েছি। বৌটির নামও অন্ন-পূর্ণা, রূপেও অন্নপূর্ণা। খোকা আমার দেখতে শুনতে বেশ লম্বা মোটা-সোটা এবং মা-ষষ্ঠীর দয়ায় গায়েও বেশ বল আছে। বাছার আমার গায়ে এত বল যে, সে দিন একটা দো আষাঢ়ে এঁড়ে ছুটাছুটি করছিল, বাছা আমার বাঁ হাত দিয়ে তার পা ধ'রে ঠেকিয়ে ফেল্লে।

প্র। সে চাকুরী বাকুরী কত্তে কোথায় যেতে পারে না ?

আ। তা পারবে না কেন ?

প্র। আমার 'রা' কাছারীর জমাদারের পদ খালি আছে। ৮৲ টাকা মাইনে, দুপয়সা আছে। সে যদি চাকুরী করে, তাকে আমি সে পদ দিতে পারি।

আ। তা হুজুর যদি দয়া ক'রে গরীবকে প্রতি-পালন করেন, তবে সে চাকুরী মাথায় ক'রে নেবে।

এই কথায় আহ্লাদমণি আহ্লাদে গলিয়া গেল। জমীদার বাবুকে দেবতা মনে করিল। আলবোলার কলিকায় আগুন না থাকিলে এবং ঘরের মধ্যে পাখা টানা না হইলে, সে তৎক্ষণাৎ বাবুকে তামাক সাজিয়া দিয়া তালবৃন্ত ব্যজন করিত। আহ্লাদ আবার বলিল,

—"তা হুজুর, দিদিঠাকরুণ কখন দেখা করতে পারবেন ?"

প্র। আমি বাড়ীতে ছিলাম না। মোকর্দ্দমার তদ্‌বির তাগাদা সম্বন্ধে এখনও সব কথা আমি জানতে পারি নাই। তদ্‌বির খুব ভালরূপই হচ্ছে। অতি উপযুক্ত লোকের উপর তদ্‌বিরের ভার আছে, কোন ভয় নাই। আমি সব বিষয় তন্ন তন্ন ক'রে জানি। যাকে যে ভাবে বাধ্য করতে হয় করি। মোকর্দ্দমাটা বড় গুরুতর। ছোট তরপের কৌশল। কিছু হবে না, কিছু হবে না। সব ফাঁসিয়ে দেব, আমি এখনই সে সব বিষয় জান্‌ছি। সন্ধ্যার পর তুমি তোমার দিদিঠাকুরাণীকে সঙ্গে ক'রে আস্‌বে, আর কেহ যেন সঙ্গে আসে না। গুরুতর বিষয়। অতি গুহ্য, অতি গোপনীয় অনেক সংবাদ তাঁকে না বল্‌লে তিনি আশ্বস্ত হবেন না। সে কথা অন্য কর্ণে আমি দিতে পারি না। মনোমোহন বাবুকে খালাস কর্ত্তেই হবে—দেওয়ানকে খালাস কর্ত্তেই হবে। আমি বাড়ী ছিলেম না, তাই রেখো একটি বড় বন্দী এঁটেছে। সব ফন্দী নষ্ট ক'রে দেব, সব বেটাকে জব্দ ক'রে দেব। মনে থাকে যেন, আর কেহ যেন সঙ্গে আসে না। আমার ফন্দীগুলাও তাকে বল্‌তে হবে।"

অনন্তর বাবু নানা পারিবারিক প্রসঙ্গের আলোচনা আরম্ভ করিলেন। আহ্লাদমণি বাবুকে সরল ও অমায়িক ভাবিয়া সকল কথার উত্তর দিল। সে বাবু কর্ত্তৃক দুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মে আদিষ্ট হইয়া, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিল। সে ভাবিল, বাবু যে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে চাকুরী দিতে চাহিয়াছেন, সে বাবুর মহত্ত্বের পরিচয়। তাহারা মনোমোহন বাবুর আশ্রিত লোক। মনোমোহন বাবুর বিপদে তাঁহার আশ্রিত লোকদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন বাবুর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আহ্লাদমণি এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া জমীদার বাবুকে অতি ভাল মানুষ মনে করিয়াই মুক্তকেশীর নিকট ফিরিয়া আসিল। তাহার যেরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল, সে মুক্তকেশীর নিকট জমীদার বাবুর সম্বন্ধে তাহাই বলিল।

সন্ধ্যার পর মুক্তকেশী বাবুর নিকট যাইবেন স্থির হইল। বাবুর প্রশংসায় আহ্লাদমণি ভুলিয়া গেল যে, মুক্তকেশীর সঙ্গে আহ্লাদমণি ভিন্ন আর কেহই যাইতে পারিবে না। ভবতারিণী ভাবিলেন, তিনি মুক্তকেশীর সঙ্গে বাবুর কাছে যাইবেন। মুক্তকেশীও ভাবিলেন, তাঁহারা সকলেই বাবুর নিকট যাইবেন। লোকনাথ মনোমোহনকে আন্তরিক ভালবাসিতেন। সেই দিন অপরাহ্ণে লোকনাথ নানা দুশ্চিন্তায় প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। গদাই মধ্যাহ্নের পরই 'তা' গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। সে এবার আসিয়া, কিরূপ মোকর্দ্দমা বাবুর বিরুদ্ধে স্থাপিত হইয়াছে, তাহার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, সে তাহার লাঠিখেলার সতীর্থ বা বন্ধু ও লাঠিখেলার সাগিরাত বা শিষ্যগণের নিকট এই মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারে, তাহা জানিতে বাহির হইয়াছিল। সে সন্ধ্যার মধ্যে বাসায় ফিরিতে পারিল না।

রাত্রি চারি দণ্ড অতীত হইতে না হইতে জমীদার প্রমদাবাবুর নিকট হইতে লোক আসিয়া সংবাদ দিল—জমীদার তাঁহাদিগের সহিত দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। মুক্তকেশী, ভবতারিণী ও আহ্লাদমণি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আহ্লাদমণির তখন প্রাতঃকালের কথা মনে পড়িল। সে একটা ভুল করিয়াছে, তাহা সে স্বীকার করিতে ইচ্ছা করিল না। আরও ভাবিল, বাবুর কথামত ভবকে বাসায় রাখিয়া গেলে, ভবকে পর বলিয়া সন্দেহ করা হয়। ভব নিঃস্বার্থ পরোপকারে আসিয়াছে, তাহার উপর এ সন্দেহ করা উচিত নহে। আহ্লাদমণি প্রকাশ্যে বলিল, "ভব না গেলেও চলে। এ ক'দিন কিছুই খাওয়া দাওয়া হয় নাই, শরীর ত রক্ষা করতে হবে, ভব নয় একটু পাকশাকই দেখুন।"

ভব ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত হইল না। সে ভাবিল, আহ্লাদমণি ভাল কথাই বলিয়াছে। সে ভাবিল, স্বাস্থ্য ও শরীরের দিকে দৃষ্টি করাও তাহার একটা কর্ম্ম। ভব সন্তুষ্টচিত্তে রন্ধনের যোগাড় করিতে গমন করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পশু কা'কে বলে ?

আলোকহস্তে অগ্রে প্রমদাবাবুর দাসী, তৎপশ্চাতে মুক্তকেশী ও সর্ব্বশেষে আহ্লাদমণি জমীদার বাড়ী অভিমুখে চলিলেন। দাসী একেবারে জমীদার বাবুর বৈঠকখানায় চলিল। মুক্তকেশী বৈঠকখানার ফুলবাগানের দ্বারে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন,—"এখানে কেন ? অন্তঃপুরে চল।"

দাসী হাসিয়া বলিল, "এখানেই অন্তঃপুর আছে, এখানেই মেয়েদের বসবার বেশ জায়গা আছে।"

বিপদে পতিতা মুক্তকেশীর মতি স্থির নাই। পতির বিরুদ্ধে কি মোকর্দ্দমা ও তাহা কিরূপ গুরুতর

তাঁহার মস্তকে কেবল সেই চিন্তাই জাগিতেছিল। অন্য বিষয়ে তাঁহার মন দিবার সাধ্য ছিল না। তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া দাসীর অনুগমন করিলেন।

একটি সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষের একপার্শ্বে একখানি টেবিল ও কয়েকখানি চেয়ার। কক্ষের অন্য পার্শ্বে একখানি সতরঞ্চ ও একটি পরিষ্কার বিছানার চাদর। টেবিল সম্মুখে করিয়া প্রমদাবাবু একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে নিরাসনে কয়েকটি গ্রাম্য স্ত্রীলোক, বোধ হয় তাহারা কোন বিচারের প্রার্থী। এমন ঘুরাফিরা সিঁড়ি দিয়া দাসী মুক্তকেশীকে সেই গৃহে লইয়া গেল যে, মুক্তকেশী বুঝিতেও পারিলেন না যে, তিনি বৈঠকখানায় কি অন্তঃপুরের কোন গৃহে। তাঁহারা সেই ঘরে উপনীত হইলে প্রমদাবাবু তাঁহাদিগকে সাদরে বসিতে বলিলেন। তিনি অন্য স্ত্রীলোকদিগকে কক্ষান্তরে যাইতে বলিলেন। মুক্তকেশী সেই সতরঞ্চ পাতা শয্যার এক পার্শ্বে বসিলেন। আহ্লাদমণিও তাঁহার সম্মুখে নিরাসনে বসিল।

অনন্তর জমীদার প্রমদারঞ্জন বাবু মধুর-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"আপনি এখানে আসায় আমি বড় সুখী হয়েছি। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এরূপ যত্ন হওয়াই উচিত। আপনাকে কিছুই করতে হবে না। এসেছেন ভালই। আমি সব করছি এবং সব করব। মোকর্দ্দমাটা কি শুনুন,—আমরা এখানে দুই সরিক। এই বড় সরিকের সহিত ছোট সরিকের সর্ব্বদা বিবাদ। ছোট সরিক বড় সরিকের সঙ্গে কখন কোন বিবাদে জয়ী হ'তে পারে না। এবার কথা উঠল, ছোট তরপে সাত শত লাঠিয়াল মজুত। আমার এই বৈঠকখানা বলপূর্ব্বক দখল করবে। আমি কোন গুরুতর কার্য্যে কলিকাতায় চ'লে গেলাম। যাবার সময় মনোমোহন বাবুকে একটা টেলিগ্রাফ ক'রে গেলাম। তিনি বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ লোক। তিনি আট শত লাঠিয়াল সহ সময়ে এসে উপস্থিত হ'লেন। ছোট তরপের লোকরা ভেবেছিল যে, আমাদের কোন জোগাড় নাই। তারা যখন সাত শত লাঠিয়াল ঐ সম্মুখের রাস্তার উপরে বের করলে, তখন ঐ আমবাগান, ঐ খালের ধার হ'তে আট শত লাঠিয়াল এসে ডাক ছেড়ে আমার এই বৈঠকখানা ঘিরে দাঁড়াল। ওদের লাঠিয়াল আর এগুতেই সাহস করলে না। তারা ও সব পলাল। ওদের বাড়ীর সদর দরজার নিকটে কোথা হ'তে দুটো মাথাকাটা লাস এনে ফেল্লে। মনোমোহন বাবু সে লাস দুটোও সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছিলেন। ও পক্ষের যোগাড় মতে ঠিক সেই সময়ে পুলিস এসে উপস্থিত হ'ল, সে লাস আর সরান হ'ল না। এখন ওরা কেস করেছে এইরূপ :—

দুই তরপে বহুকাল বিবাদ, ও-তরপের দেওয়ান মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় বড় দাঙ্গাবাজ ও লাঠিয়ালের সর্দ্দার। সামান্য সামান্য কয়েকটি বিষয় ল'য়ে বিবাদ হয়—পুকুরের মাছ ধরা, এজমালী বাগানের নারিকেল পাড়া এই উপলক্ষে বড় তরপের দেওয়ান ছোট তরপের বাড়ী লুঠবেন সংকল্প করেন। আট শত লাঠিয়াল ল'য়ে বাড়ী লুঠতে যান। হরি মাল ও শুরু সর্দ্দার প্রাণপণে লড়াই করে। বড় তরপের দেওয়ানের হুকুমে তারাই খুন হয়। বড় তরপের দেওয়ান দুটো খুন হওয়ায় বাড়ী আর লুঠতে পারলেন না, দেওয়ান তখন লাস সরাতে চেষ্টা করে। লাস সরাতে না পারায় তাহাদের মাথা কাটিয়া লইয়া যায়। এই সময়ে পুলিস আসে। পুলিস লাঠিয়াল পলাইতে দেখিয়াছে। তাহারা ছয় জন লাঠিয়াল, দুই জন জমাদার ও আমার দেওয়ানকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিয়াছে।

"আমি বাড়ী থাকলে এতদূর গড়াত না। আমার কর্ম্মচারীগুলা অকর্ম্মণ্য। আমি বাড়ী থাকলে পুলিস বাধ্য ক'রে মোকর্দ্দমা উড়িয়ে দিতাম। এখনও পুলিস ও সাক্ষী বাধ্য করতে চেষ্টায় আছি।"

এই পর্য্যন্ত কথা হইলে মুক্তকেশী আহ্লাদির দ্বারা তদন্তকারী সাবইন্‌স্পেক্টরের নাম ও সাক্ষিগণের নাম ধাম জানিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। অন্য ভৃত্য নিকটে না থাকায় জমীদারবাবু অন্য প্রকোষ্ঠে টেবিলের উপরিস্থিত একখানি লাল বহি আনিতে আহ্লাদমণিকে প্রেরণ করিলেন। জমীদার প্রকাশ করিলেন, সেই লাল বহিতে সকলের নাম লেখা আছে। আহ্লাদমণি দ্রুতপদে সেই বই আনিতে ছুটিল। আহ্লাদমণির আসিতে বিলম্ব হইল। মুক্তকেশী, গৃহে জমীদার ভিন্ন অন্য পুরুষ বা স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলেন না। তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন।

জমীদার মানুষ না পশু? প্রমদারঞ্জন তুমি প্রভু—তুমি মুনিব। অবলা সরলা রমণী পতির বিপদ্-বার্ত্তা শ্রবণে পাগলিনীপ্রায় হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছে। তাহার মতি স্থির নাই—তাহার হিতাহিত দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই। এই কি তোমার মনুষ্যত্ব? এই কি তোমার পুরুষত্ব? এই কি তোমার কৃতিত্ব? তুমি কি এইরূপ বিশ্বাসের পাত্র? ছিছি! মূঢ় বিশ্বাসঘাতক! তোমার রসনা কর্ত্তন কর। তোমার মস্তক মুণ্ডন কর। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

ধর্ম্মশীলার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে এমন সাধ্য কার

আছে? পতিব্রতার পবিত্র প্রেমে—অপূর্ব্ব স্ত্রীধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে এমন সাধ্য কার আছে? যে সতীর সতীত্বমহিমায় ধর্ম্মরাজ ভীত, যে সতীত্বপ্রভা যমের অসহ্য, যে সতীর অভিশাপে লঙ্কেশ্বর সবংশে নির্ম্মূল, যে সতীর নিকটে পতির নিন্দা করিয়া পিতা দক্ষও নিষ্কৃতি পান নাই, সেই সতীর কেশ স্পর্শ করে এমন সাধ্য কার?

বিপদ্‌ভঞ্জন হরি, পার্থসখা হরি, দ্রৌপদীর বন্ধু হরি, ধ্রুবের হরি, প্রহ্লাদের হরি, বিফলচিত্ত মুক্তকেশীর মস্তকে প্রত্যুৎপন্নমতি আনিয়া দিলেন, তিনি সেই জমীদারপশুর নিকট হইতে বিশ হস্ত দূরে সরিয়া যাইয়া দুই হাত উঠাইয়া বলিলেন,—"আমি অস্পৃশ্য, আমি অস্পৃশ্য, আমি অশুচি, আমি অশুচি, আমি স্ত্রীধর্ম্মবশতঃ অস্পৃশ্য।"

জমীদারপশু নিরস্ত হইয়া নিয়াসনে উপবেশন করিলেন। আহ্লাদমণি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিল এবং বলিল,—"বড় লোকের বাড়ী আর আস্‌ব না। লাল বই খুঁজে খুঁজে যেই পেলাম, সেই দেখি, যে পথে গিয়াছিলাম সে পথ বন্ধ। তাড়াতাড়ি সেই সিঁড়ি দিয়ে নামলেম, ইচ্ছা ছিল, সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে আবার এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসি, তা কি আর পারি? এ জমাদার আটকায় ও দরোয়ান বাধা দেয়, বড় লোকের বাড়ী চলা-ফেরা দায়।"

মুক্তকেশী আহ্লাদমণিকে বলিলেন—"চল, এখন যাওয়া যাক্‌।"

আহ্লাদমণি বলিল—"কি নাম নিবে, তা নিলে না?"

জমীদার কতকগুলি নাম বলিলেন, মুক্তকেশী শুনিয়া গেলেন, তিনি একটা নামও লিখিলেন না। তিনি আহ্লাদমণির দ্বারা জানাইলেন যে, তিনি আগামী পরশ্ব আবার আসিবেন। অনন্তর তাঁহারা জমীদার মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

—

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অপরিচিতা কে?

মুক্তকেশী আহ্লাদমণিকে বেশ জানিতেন। তাঁহার আহ্লাদমণির প্রতি কিছুমাত্র সন্দেহ হয় নাই এবং অবিশ্বাসের কোন কারণ পান নাই। তিনি বুঝিয়াছেন, আহ্লাদমণি বিশেষ চক্রান্তে পড়িয়া আসিতে পারেন নাই। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে কত কি ভাবিতে ভাবিতে, ঈশ্বরকে কত ধন্যবাদ দিতে দিতে, অনন্ত বিস্তৃত আকাশের দিকে চাহিতে চাহিতে, অগণিত নক্ষত্রপরিশোভিত চন্দ্রমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বিশ্বেশ্বরের অসীম বিশ্বের রচনা-কৌশল হৃদয়ঙ্গম করিতে করিতে তাঁহার মহত্ব তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহার গুরুত্ব অনুভব করিতে করিতে আসিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয় বিশ্বেশ্বরের অপার করুণারসে আপ্লুত হইতেছিল। যে মহাপুরুষের অদৃশ্য হস্ত তাঁহাকে আজ এই ঘোর বিপদে রক্ষা করিয়াছে, অসীম শক্তিধরের করুণাময় কোমল হস্ত বিকশিত কুসুমে ও কুসুম-কোরকে শ্যামল কুসুমপত্রে, ফুলপত্রসজ্জিত সতেজ লতিকায়, অভ্রভেদী শাখাপ্রশাখাসমুন্নত তরুতে ও পদতলস্থিত শিশির-মরকত-শোভমান শ্যামল দূর্ব্বাদল প্রভৃতিতে দেখিতে দেখিতে, তিনি প্রেমভক্তিপরিপ্লুত হৃদয়ে সেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বনিয়ন্তার অভয়চরণকমলে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া তাঁহারই শরণ লইতেছেন। তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন—হে ভগবান্‌, আমি যে ধনে ধনী হইয়া স্বামিধনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি, তুমি যখন আমার সেই ধন অনায়াসে রক্ষা করিয়াছ, তখন তুমিই আমার স্বামিধন রক্ষা করিবে। আমি আর কাহারও নিকট যাইব না এবং আমি আর কাহারও করুণা চাহিব না। এ কি? বিশ্বেশ্বর, তোমার এ কি আদেশ? "কর্ম্মও চাই—আমার উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্ম কর" এই কি তোমার আদেশ? তবে যে তুমি বলিয়া রাখিয়াছ—সকলই তোমার করা রহিয়াছে? তোমার মহিমা, তোমার উক্তি কিছুই বুঝি না। তোমার হাতের খেল্‌না তোমার হাতের লাটিম—যে ভাবে খেলাও সেই ভাবে খেল্‌ব এবং যে ভাবে ঘুরাও সেই ভাবে ঘুর্‌ব। কার্য্য করাও তুমি, করও তুমি। আমরা উপলক্ষ। বিপদ্‌ তোমার, সম্পদ্‌ও তোমার; আমরা মধ্যস্থ মাত্র। ঝড়ও তুমি, তরীও তুমি, তরীর চালকও তুমি, আরোহীও তুমি, উত্তাল তরঙ্গময় নদীও তুমি; শান্তিও তুমি, অনুকূল বায়ুও তুমি, শুভ্র পালও তুমি এবং মৃদু কম্পনে তরণীর গতিও তুমি। তুমি মা কি বাপ, পুরুষ কি প্রকৃতি, পতি কি পুত্র, মাতা কি কন্যা বুঝি না। তবে এই আমার স্থির—তুমিই বরেণ্য, তুমিই শরণ্য। হে বিপদবন্ধু! হে করুণাসিন্ধু! হে অধমের গতি! হে বিপদ্‌ভঞ্জন! আজ তোমায় চারিদিকে দেখিতেছি। প্রাণ ভ'রে তোমায় ডাকতে পারি না, আজ দেখা দিলে তাই দেখিলাম,

আজ ধরা দিলে, তাই কোটি কোটি প্রণাম ক'রে নিলাম।

আমি আমার বিপদ গ্রাহ্য করি না। আমি যাঁর, তাঁর পার্শ্বে যাও; যাঁর বস্তু রক্ষা করলে, তাঁকে রক্ষা কর। হে শান্তিময়! তাঁহার বিপদ-সংক্ষুব্ধ-হৃদয়ে শান্তি দান কর। আমায় পথ দেখাইয়া দাও,—নিষ্কণ্টক পথ দেখাইয়া দাও। আমাকে চক্ষু দাও, যেন আমি আমার পথ দেখিতে পারি, আর যেন অন্ধনয়নে কণ্টকাকীর্ণ পথে না চলি। বড় শিক্ষা দিলে প্রভু, বড় শিক্ষা দিলে, আজ আমার চক্ষুদান হ'ল। পথ কিন্তু এখনও চিনতে পারি নাই। প্রভু! তুমি কোটি চক্ষু মেলিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছ। ইঙ্গিতে পথ প্রদর্শন করিতেছ, আমি অবোধ, দেখিতে পাইতেছি না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মুক্তকেশী বাসায় আসিলেন। বাসায় আসিয়া দেখিলেন, ভবতারিণী অপরা তিন রমণীর সহিত কথা বলিতেছেন। তিনি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র সেই তিন রমণীর মধ্যে প্রধানা বলিলেন,—"ইনিই বুঝি দেওয়ানবাবুর পরিবার?"

তিনি আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আবার মুক্তকেশীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—"নিশ্চয় আপনি আমাকে চিন্‌তে পারেন নাই। পরিচয় দিলেও হয় ত আপনি বিস্মিত হবেন, অথবা রাগ করিয়া আমার সঙ্গে কথাই বল্‌বেন না। শত্রুপক্ষের লোকের সঙ্গে কেহ কথা বলে না। তা ভাই, পুরুষে পুরুষে বিবাদ, মেয়েমানুষের কি? এখন বোধ হয় আমায় চিন্‌তে পেরেছেন? আমি কিন্তু শত্রু নই দিদি! আমি তোমার ছোট বোন্‌। এখন বোধ হয় আমাকে চিনেছেন?"

মুক্তকেশী উত্তর করিলেন—"আপনি কি ছোট তরপের গিন্নী?"

প্রধানা উত্তর করিলেন,—"গিন্নী-বিন্নি আমি বুঝি না। আমি ঐ ছোট তরপের বাটীতেই থাকি। আপনি যেমন একটি ঠাকুরের জন্য পাগল হয়ে এসেছেন, ওই বাড়ীতে আমার সেইরূপ একটি ঠাকুর আছেন। আমি সেই ঠাকুরের পূজা করি। পূজা জানি কি না বলতে পারি না, তবে পূজা করার চেষ্টা করি। ওই বাড়ীতে একটি প্রভু আছেন, আমি তাঁর দাসী। আমি ঠাকুরের পূজা করি, ভোগ দেই, বাতাস করি, আরতি করি, ইত্যাদি ইত্যাদি। দিদি, এ সব হয় কি না বলতে পারি না, করার চেষ্টা করি। ঠাকুর সদয়, তাই তিনি দয়া ক'রে আমার সামান্য পূজাই গ্রহণ করেন ব'লে বোধ হয়।

মুক্ত। আপনি ত খুব লোক দেখতে পাচ্ছি।

প্রধানা। খুবটুব নয় দিদি, অতি ক্ষুদ্র। পরের দাসী ব'লেও আস্পর্দ্ধা করতে পারি না।

মু। আপনি যে দেখছি খুব বড়।

প্রধানা কামিনীর এ কথা সহ্য হইল না, তিনি লাফ দিয়া উঠিয়া মুক্তকেশীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া অবগুণ্ঠন সরাইয়া কোলে লইয়া বসিলেন এবং চুল ছাড়াইতে ছাড়াইতে বলিলেন, "দুই দিনে মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখের কোণে কালি পড়েছে, চুলে জটা ধরেছে, বুকের হাড় বেরিয়ে পড়েছে, এত কি ভাবতে আছে?"

রমণী আর কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার পদ্মপলাশনয়ন-যুগল হইতে ঝর্‌-ঝর্‌ জল পড়িতে লাগিল। ক্ষণকাল সকলেই নিস্তব্ধ থাকিয়া প্রধানা রমণী চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, "আমি যাঁদের সঙ্গে এসেছি, তাঁহাদের পরিচয় দিচ্ছি। আমি ইঁহাদের বাড়ীতেই থাকি। ইনি আমার প্রভুর পিস্‌তুত ও ইনি আমার প্রভুর সহোদরা ভগ্নী। এইটা দুষ্ট, এইটা শঠ।"

অনন্তর সরল ভাষায় পরিচয় ও কথোপকথন আরম্ভ হইল। মুক্তকেশী রাধিকারঞ্জন বাবুর পত্নীর আগমনে চমৎকৃত ও বিস্মিত হইলেন। অনেক কথার পর মুক্তকেশী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট তরপের বাবুর মামাবাড়ী কোথায়?" প্রধানা উত্তর করিলেন,—"আ' গ্রামে।

মু। মামার নাম কি?

প্র। ও নাম যে আমি বলতে পারব না, ভট্চায্যি বাড়ী।

মু। হরেকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কি?

প্র। হাঁ হাঁ, ঐ নাম।

মু। এত নিকট সম্পর্ক—তাও জানি না। আপনি তা হ'লে রাধু দাদার পরিবার? আপনি যে একটা প্রণাম পাবেন। তোরা দুইজন বুঝি তিন কড়ি বা বুঁচি আর ষষ্ঠী, তোরা আমার চিন্‌বি কি ক'রে? তোদের চার পাঁচ বৎসরের সময় আমি দেখেছি।

অনন্তর একটা প্রণাম-বিনিময়ের পালা পড়িয়া গেল। মুক্তকেশী সেই প্রধানা রমণীকে এক প্রণাম করিলেন; বুঁচি ও ষষ্ঠী দুইজনে দুই প্রণাম করিল। মুক্তকেশী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোদের ভাল নাম হয়েছে কি?" বুঁচি উত্তর করিল, "ষষ্ঠী দিদির

আর নাম বদলায় নাই। এই বছর তিনেক হ'ল দাদা দায়ে ঠেকে একটা জাঁকাল নাম রেখেছেন কুসুমবাসিনী। আমাদের বৌর নাম কি জানেন? বড় জাঁকাল নাম, শুনলেই নাকে কাপড় দিতে হয়, গন্ধটা যেন একবারে নাকে এসে লাগে। ওঁর নাম শ্রীমতী আদাড়ি দেবী।

মুক্তকেশী উত্তর করিলেন, "তা নামে কি করবে, গুণ থাকলেই হয়। বৌর ত দেখছি বেশ গুণ আছে। বিপন্নের প্রতি—গরীবের প্রতি দয়া করাই ত কাজ। বৌর ভাল নামটা কি বুঁচি?"

বুঁচি উত্তর করিল, "বৌয়ের ভাল নাম সতী-সুন্দরী।"

মু। বৌয়ের ব্যবহারে বোধ হয়, বৌ নামের মর্য্যাদা রেখে যেতে পারবেন।

বধূ সতী কহিলেন, "আমাকে অধঃপাতে দেওয়ার আর একটি জুটল। একেই ঐ রুক্মিণী সত্য-ভামার জ্বালায় বাঁচিনে, আবার একটি কুব্জা কুড়িয়ে পেলাম।" বুচি কহিল, "দেখ, দিদির সামনে যদি ওরূপ কর্ব্বে, তবে কিলিয়ে তোমার দাঁত কটা ভেঙ্গে দেব।"

সতী। তা তো দিবেই। তুমি ভাঙ্গ দাঁত, আর উনি কাটুন চুল, আর এই কুব্জারাণী কাটুন নাক। তা হ'লেই তোমরা নিরুপদ্রব হবে। রাসে বল, ঝুলনে বল, দোলে বল তোমাদেরই একাধিপত্য।

বুঁচি। দিদির সাক্ষাতেও তোর লজ্জা নেই। তোর সব জায়গায় এক ভাব। তুই মান-সম্ভ্রম বুঝে কথা বলিতে পারিস্ না। তুই বিপদ-আপদ বুঝিস্ না।

সতী। সকলেই যখন একদলে, তখন আর মান-সম্ভ্রম কি? (মুক্তকেশীর দিকে চাহিয়া বলিলেন) তবে রাসেশ্বরী কুব্জারাণী আর নিভৃত কাননে কেন? চল যাই, একেবারে রাসমঞ্চে বসিয়ে দেই গে।

বুঁচি। দিদির সঙ্গে কোন দিন পরিচয় নাই, এই নূতন দেখা; পরিচয় হওয়া মাত্র বাঁদরাম কচ্ছিস্! দিদির বিপদ্। দাদাকে ব'লে ক'য়ে এলি এই বিপন্না স্ত্রীলোককে সান্ত্বনা দিতে। পরিচয় হওয়া মাত্র বেহায়া বেয়াড়া ব্যবহার করতে আরম্ভ করলি।

মু। বৌ দেখছি খুব ভাল; উনি আমাদিগকে গাল দিতে পারেন, তাই দিচ্ছেন। ওঁর ভাইকে কি আমরা কোন দিন পাব না? সে দিন ওঁকেও আমরা তাঁর গলায় গেঁথে দিব। উনি ঠাট্টা কচ্ছেন করুন, এও ত আমাকে অন্যমনস্ক করার উপায়।

বুঁচি, ষষ্ঠী ও সতী সমস্বরে বলিলেন, "তবে আর এখানে কেন, ঐ বাড়ীই চল।"

মু। সম্পর্কের কথা এখন গোপন থাক, এখন আর আমি যাব না। তোমরা দাদাকে বলগে, আমি তাঁর মুক্ত বোন। এ বিপদে দাদাকে ধরতেই হবে। দাদা যা পরামর্শ দেন, তাই করব।

বধূ সতীসুন্দরী মুক্তকেশীর গলদেশ দুই বাহুবল্লীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া বলিলেন, "এ বিরহবিধুরা কুব্জাকে এ নিভৃত কাননে আমার একেবারেই ফেলে যেতে ইচ্ছা কচ্ছে না। (মৃদুস্বরে বলিলেন) কোন ভয় নাই ভাই, কোন ভয় নাই। মিছে মামলা—মিছে খুন, তোমার দাদার একটা ফন্দি। তোমার পরি-চয় জানলে কখনও তোমার স্বামীকে তিনি জেলে দিতে পারবেন না। মনোমোহনবাবু কি মূর্খ! শালা-ভগ্নীপতে একখানে থেকে এত কালে পরিচয় হয় নি।"

মু। দোষ কারও না ভাই, দোষ আমার কপা-লের। দাদার সঙ্গে আজ দশ বৎসর দেখা নেই, দাদা বড় হয়ে ত আর বাড়ী থাকেন নাই। আমার কোথায় বে' হয়েছে, তার সংবাদও হয় ত জানেন না। হয় ত শুনেছেন, ফরিদপুরে একটা বাঙ্গালের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে।

সতী। বাঙ্গালটির উপর হয় ত একটু হিংসাও হয়েছে।

বুঁচি। দূর পোড়ার মুখী, আর ঠাট্টা জান না! শুধু একই ঠাট্টা।

সতী। চল্ চল্, বাড়ী যেয়ে আর পাঁচ রকম ঠাট্টা করব।

অনন্তর আগন্তুক দল বৈদেশিক দলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। ভব-তারিণী ও আহ্লাদমণির সহিতও তাঁহাদিগের অনেক কথা হইল। মুক্তকেশীর দল ভাবিলেন—ছোট তরপের কন্যাগুলি বড় ভাল। সতীসুন্দরীর দলের বামাকুলেরও মুক্তকেশীর দলের উপর সেইরূপ বিশ্বাস জন্মিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ভ্রাতা-ভগ্নী।

শ্রাবণ মাস হইলেও আজ আর আকাশে মেঘ নাই। পঞ্চমীর চন্দ্র আকাশে ঝিকিমিকি করিতেছে, তারাদল যেন বিপন্মুক্ত মনে করিয়া পরস্পর পরস্পরের

দিকে চাহিয়া হাসিতেছে, বসুন্ধরা আজ কৌমুদী-বসন পরিধান করিয়া ফুলের আভরণে অঙ্গ সাজাইয়া স্বগর্ব্বে স্বীয় সিংহাসনে বসিয়া আছেন। পবন নিয়াপত্তিতে অনুগত ভৃত্যের ন্যায় দুই হস্তে বায়ু-সঞ্চালন করিতেছেন। সে বাতাসে ধরিত্রীর ফুলভূষণ নাড়িতেছে এবং লোম-তৃণ দুলিতেছে। আজ প্রকৃতির মুখে হাস্য—জীবকুলের হৃদয়ে আজ আনন্দ—জননার সুখে সন্তান সুখী।

এমন সুখের দিনে রাধিকারঞ্জন বাবু একটি সুসজ্জিত বৃহৎ প্রকোষ্ঠে একখানি বড় সুন্দর চেয়ারে অতি চিন্তাকুল হইয়া বসিয়া আছেন। গৃহ সুন্দর ও সুসজ্জিত, তাহার এক পার্শ্বে বৃহৎ ও মূল্যবান্ শয্যা, গৃহতলে ম্যাটিং, গৃহের অন্য পার্শ্বে চেয়ার টেবিল এবং টেবিলের উপর ফুল ও ফুলের তোড়া। পর্য্যঙ্কের নিকট আর একখানি তক্তপোষে একখানি শতরঞ্চ ও চাদর পাতা রহিয়াছে, ঐ শয্যায় বড় বড় দুই তিনটি উপাধান। সেই গৃহে ধীরপদবিক্ষেপে সতী-সুন্দরী আসিয়া দুই হাতে রাধিকারঞ্জনের মুখ ধরিয়া মধুর-কণ্ঠে বলিলেন, "এখন চিন্তা—শ্যাম রাখি কি কুল রাখি? গরীবের কথা ত শুন্‌বে না? আমি ত পূর্ব্বেই বলেছিলাম, বিষ দান বিষয়া দান হ'তে পারে, ঠিক তাই হয়েছে! এখন আপনার ভগ্নীপতি জেলে থাক। বৌটি যেন পূর্ণলক্ষ্মী, এই বিপদে যেন সে গ'লে গেছে! কি করবে, কারে ধরবে—কোন পথ পাচ্ছে না। পরামর্শ শুনেই ত আমি বলেছিলাম, পরের ছেলেকে বিপন্ন করতে যেও না। সে তার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কচ্ছে। সে তার মুনিবের স্বার্থ দেখছে। স্বার্থান্ধ হয়ে পরকে অকারণ শাস্তি দিলে ঈশ্বর সইবে না। যার যে ন্যায্য পাওনা গণ্ডা, তা ফেলে দিলে কোন বাতাস গায় লাগে না। তুমি যে কি বুঝেছ,—ও তরপের বিষয় থাকবে না, তোমার দাদা লোক ভাল নয়, তাঁর পক্ষে জমীদারী বানরের গলায় সোনার ঘণ্টা হয়েছে। কেন? তুমি তোমার জমীদারী রাখতে পারবে আর তিনি পারবেন না, দুই-ই খুড়তুত জ্যেঠাত ভাই। দুই জনে সমান ভাগ পাবে, তা নিয়ে গোলই বা কেন, বিবাদই বা কেন?"

স্বামীর অনুতপ্ত ভাব দেখিয়া সতীসুন্দরী আর তাঁহার স্বামীকে ভৎর্সনা করিতে পারিলেন না। তিনি বিষয়ান্তরে কথা লইবার জন্য বলিলেন, "সে দিন ডাকে যে তিনখানা বই এল, তার একখানাও কি আমি পাব না?"

রাধিকারঞ্জন উত্তর করিলেন, "পাবে না কেন? তোমাকে ত প্রভাতচিন্তাখানা দিয়েছি!"

সতী। ও ছাই বই! ওখানা আমি চাই না।

রা। বুঝলে ত!

সতী। আমার অত বিদ্যাবুদ্ধিতে কাজ নাই। যে বই পড়লে একটু হাসি পায়, কান্না আসে, সে বই আমার ভাল।

রা। আচ্ছা, তবে দেব এখন উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম।

সতী। ও বইও আমি বুঝি না, ও বই তোমাদের পক্ষে ভাল। ও বই পড়লে রাগ হয়, হিংসা হয়।

রা। কেন, রাগ হিংসে হয় কেন?

সতী। ও পুথিতে মেয়েমানুষদের একেবারে খেলার পুতুল করেছে। তার পর সেই গ্রন্থকার পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম মানে না! মেয়েমানুষ কি কেবল খেলার সামগ্রী? যে আমিত্ব ডুবিয়ে দিয়ে তুমিত্ব বুকে ক'রে সর্ব্বদা ব'সে থাকে, সে কি খেলার দ্রব্য? এই মনোমোহন বাবুর বৌটার দিকে চাইলে বোধ হয় যেন, তুমিত্বে মন প্রাণ শরীরটা ভাসিয়ে দিয়েছে। আর পরজন্ম নাই, তা হ'লে পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, ধনি-নির্ধন কিছুই থাকৃত না, সব একাকার হ'ত।

রা। ও বিচার থাক, হিংসা হয় কেন?

সতী। বলব না।

রা। বল না শুনি।

সতী। অত মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ আমার ভাল লাগে না। তার মুখ, তার ঘর, তার গল্প, তার কাজ, তার পোড়ার জায়গা, তার বেড়ানোর জায়গা ভেবেই পাগল। আমাদের জন্য কেউ কি তেমন করে? আমাদের কথা কেউ কি শুনে? তাই হিংসা হয়।

রা। তবে তুমি—

সতী। থাক্, আর কিছু বল্‌তে হবে না। আমি গালি খেতে আসি নি। আমি কাজের কথা বলি। কুব্জা, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি সকলে সজ্জিত। জ্যোৎস্না উঠেছে, ফুলও ফুটেছে, রাসের সময় ব'য়ে যায়, এখন তাহাদিগকে নিয়ে আসি?

রা। মুক্ত এসেছে?

সতী। হাঁ, এসেছে।

রা। হাঁ হাঁ, তাহাদিগকে নিয়ে এস।

অবিলম্বে সতী, মুক্তকেশী, ভবতারিণী, কুসুম-কামিনী, ষষ্ঠী ও আহ্লাদমণিকে আনিয়া রাধিকা-রঞ্জনের গৃহদ্বার দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—"যাও সখীগণ, যাও; এখন রাসে মত্ত হও গে।"

কুসুম একটি কিল দেখাইল। সতী সরিয়া গেল। তাঁহারা সেই গৃহে প্রবেশ করিল, আহ্লা

সতী দরজা ভেজাইয়া দিয়া পা-পোষের উপর স্থির হইয়া বসিলেন।

মুক্তকেশী, ভবতারিণী ও আহ্লাদমণি রাধিকারঞ্জনবাবুকে প্রণাম করিলেন। দেখাদেখি কুসুম ও ষষ্ঠী প্রণাম করিল।—রাধিকারঞ্জন বলিলেন, "তুই মুক্ত? তুই এখন বেশ বড়-সড় হয়েছিস্, তোর আমাদের কথা বুঝি মনেই ছিল না?"

মুক্ত উত্তর করিল, "সে দাদা, তোমার না আমার?"

রা। তুই কি আমাদের বাসের গ্রামটার নাম-টাও জানিস্ না?

মু। আমি কি 'তা' গ্রাম জানি? আমি জানি তোমাদের বাড়ী, "নো-সমাজে"। আর আমি জানি, তোমার নাম খোকা, এককড়ি, খুদিরাম। তুমি যে এখন জমীদার রাধিকারঞ্জন মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুর হ'য়ে পড়েছ, তা আমি কি ক'রে জানব?"

সতী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনি দ্বারের নিকট হইতে বলিলেন, "নন্দদুলাল ব্রজগোপালই মথুরায় কুব্জার হৃদয়বল্লভ যদুপতি।"

ষষ্ঠী কহিল, "পোড়ারমুখী কি এ ঘর ছেড়ে যেতে পারে?"

মুক্তকেশী পুনরপি বলিলেন, "তা দাদা, আমি ত চিন্‌তে পারিই নাই। তুমি ত বড় লোক, তোমার এত ঐশ্বর্য্য, তুমিই ত এত কালের মধ্যে আমার সন্ধানটা লও নাই। আমার মা নাই, বাপ নাই, কেবল দুটি ভাই-বোন আছি। তার পর এই বিপদ্।"

রা। এ সব খবর আমি রাখি। আমি মামার বাড়ী যেয়ে থাকি। আমি শুনেছি, এদানি মেসোমশায় মাসীমাকে নিয়ে তাঁহার অন্য শ্বশুরবাড়ী 'হ' গ্রামে রাখেন। সেখানে মাসীমা একটু ভাল বিষয়ও পেয়েছিলেন। পূর্ব্বদেশী একটি বি এ বরের সঙ্গে তোমার বে' হয়েছে। আর তোমার ভাই বমু পড়া-শুনা কচ্চে। এই সেই দিন মামা বলিলেন, বমু এবার এনট্রান্স পাশ ক'রে এল এ পড়ছে? দিদি, সংবাদ খুবই নিয়ে থাকি। সংসার যে কেমন স্থান, তা বল্‌তে পারি না। এখানে কেহ যেন কাহারও দিকে চাইতে পারে না।

আমি আজ ছয় বৎসর বিপদের সঙ্গে লড়াই কচ্ছি। জ্যেঠা মশায় বাবাকে তাঁর বৃত্তিভোগী ক'রে রেখেছিলেন, বাবা জমীদারী ছুঁতেও পারতেন না। বাবা ম'লেন, তাঁর শ্রাদ্ধ ল'য়ে গোল বাধলো। জ্যেঠা মহাশয় বাবার গরীবের মত শ্রাদ্ধের আয়োজন কল্লেন। আমি তাতে সম্মত হলেম না। গঙ্গাতীরে সামান্যরূপে বাবার আদ্যশ্রাদ্ধ করলেম। বাবার মৃত্যুর এক মাসমধ্যে 'স'কাছারী 'র'কাছারী ও 'প'কাছারী দখল ক'রে নিলাম। টাকাও লাক দুই হাতে পেলাম। এখানে খানকয়েক খড়ো ঘর, তাইতে বাস করতে করতে এই বাড়া আরম্ভ ক'রে দিলাম। জ্যেঠা মহাশয় থাক্‌তে থাক্‌তেই পাঁচ আনা রকম জমীদারী দখল ক'রে ফেল্‌লাম। তাঁর মৃত্যুর পর আর দেড় আনা। মনোমোহনবাবু দেওয়ান থাকা সময়ে কিছুই দখল ক'রতে পারি নাই। এবার আমি ঠিক অর্দ্ধেক জমীদারী পেয়েছি। এই নূতন বাড়ীর ব্যয় আদায় করেছি। নগদ টাকার শোধ পূর্ব্বেই লয়েছি।

মু। তোমার ত সব ভাল হ'ল, আমার যে মৃত্যু।

রা। তুই যে ছোট কালে আমার বই সেরে রাখতিস্। আমি এখন তোর বর সেরে রেখে তোকে কষ্ট দিচ্ছি।

মুক্তকেশী লজ্জিত হইলেন, কিন্তু উত্তর দিতে ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন, "সে খেলা, আর এ মৃত্যু। এখন কাজের কথা বল। উদ্ধারের পথ বল।"

রা। কাল রাত হ'তে ভাবছি। আপাততঃ উদ্ধারের কোন পথ দেখি না। মনোমোহনবাবুকে উদ্ধার করতে গেলে আমার মামলা যায়। আমি সম্পত্তির মায়া একটুও করি না। যদি এখন আমার মোট সম্পত্তি যেয়েও মনোমোহনবাবুকে উদ্ধার করতে পারতাম, তবে তাও করতাম। মোকর্দ্দমাও মিছে, খুনও মিছে; তা ত আর আমার প্রকাশ করার যো নাই। আমার কথায় আমার পরামর্শে আমাকে বিশ্বাস ক'রে আমার কর্ম্মচারীরা এই মিথ্যার জাল পেতেছে। ডেপুটীর কোর্টে পর্য্যন্তও সাক্ষী হ'য়ে গিয়েছে। এখন দায়রা বাকি; এখন জেরা বাকি। এখন যদি মনোমোহনবাবুকে উদ্ধার করি—হরে গুরো হাজির হয়, তবে আমার আমলাগুলি সব জেলে যাবে। এ কাজ করলে আমি ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা পাপে লিপ্ত হব। আমার মান নষ্ট হবে। আর কেহ কখনও আমাকে বিশ্বাস ক'রে আর কোন কাজ করবে না!

মুক্ত। যা হউক, তোমার মুখে এ কথা শুনে আমি বুঝলাম, তিনি নরঘাতক নন। এখন হ'তে ভাই-বুনে আড়ি। তুমি তোমার ধর্ম্ম রক্ষা কর, আমি আমার ধর্ম্ম রক্ষা করি। তুমি দয়া ক'রে দারোগা, সাক্ষী, মরালোক দুটার নাম ও দায়রার দিন ব'লে দাও।

রা। কিছু করতে পারবে না বোন, কিছু করতে পারবে না; কেবল টাকা নষ্ট করবে।

মুক্ত আর এবার রোষে-ক্ষোভে চিত্তবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না, তিনি কাঁদিয়া বলিয়া ফেলিলেন—"এসেছিলেন একটা পশুর কাজ করতে, সেটা কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন জানোয়ার, অক্ষম—অপদার্থ। তুমি তার বিপরীত—শঠ, ধূর্ত্ত। তুমি তাঁকে ফাঁসীকাঠে ঝুলাবে আর আমি চুপ ক'রে ব'সে থাকব ? তা কিছুতেই হবে না, কিছুতেই হবে না।"

রা। না পাগ্‌লি, স্থির হ। আমি ফাঁসীকাঠে ঝুলাব না। কিছু দিনের জেল হবে। এক বৎসর কি নয় মাস পরে আমি তাঁকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ সাব্যস্ত ক'রে খালাস ক'রে দেব।

মু। আমি বুঝেছি, আমার কিছুই বুঝ্‌তে বাকি নাই। তুমি ফাঁকি দিয়ে—আমাকে স্তোক বাক্যি দিয়ে নিশ্চেষ্ট রেখে তাঁকে ফাঁসীকাঠে ঝুলাবে, আর না হয় জেলে দিবে—এই তোমার ইচ্ছা। বৌকে পাঠান আমাকে ভুলানোর জন্য। আমি সব বুঝেছি, সব বুঝেছি।

রাধিকারঞ্জন বুঝিলেন, মুক্তকেশী বড় অধীর হইয়াছেন। সতী আর নিস্তব্ধ থাকিতে পারিলেন না। তিনি সজলনয়নে দৌড়াইয়া আসিয়া মুক্তকেশীর দুই হাত ধরিয়া বলিলেন,—"না দিদি, আমি কারও সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যাই নাই। আমি তোমার ক্লেশ ভেবে গিয়েছি। আমায় বিশ্বাস কর; —ওঁর কথায় বিশ্বাস কর।"

মুক্তকেশী কহিলেন, "আমি আর কিছুই বিশ্বাস করব না। যে সম্পত্তির জন্য এত মিথ্যা কত্তে পারে, তার অকরণীয় কাজ নাই।"

রাধিকারঞ্জন দারোগা, মৃতব্যক্তি ও সাক্ষিগণের নাম এবং মোকর্দ্দমার তারিখ স্বহস্তে লিখিয়া মুক্তকেশীকে দিয়া বলিলেন, "বোন, তোমার মন এরূপ হ'তে পারে। সংসার এইরূপ ভীষণ স্থান বটে! এ সংসারে ন্যায্য স্বত্ব উদ্ধার কত্তে মিথ্যার অবতারণা কত্তে হয়। তুমি আমায় এখন বিশ্বাস করবে না। আচ্ছা, তুমি যা পার কর, তবে ও বাসায় আর থাকতে পারবে না। আমার এখানে থাক, আর যাবার সময় আমি নৌকা দিয়ে পাঠিয়ে দেব। যেখানে যাও, আমার দুটি লোক সঙ্গে ক'রে যেও; এইটুকু বিশ্বাস করো—তোমার জাতি, তোমার ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আমি তোমার ভাই-ই আছি। আর কাহাকেও কিন্তু এখানে বিশ্বাস ক'র না।"

মুক্তকেশী নিস্তব্ধ রহিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, দাদা কিছু জানেন নাকি ? তিনি লজ্জায় মরিয়া গেলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ডাকাইতী।

মুক্তকেশী তিন দিন রাধিকারঞ্জনের ভবনে অবস্থিতি করিলেন। তিনি যে টাকা লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা সকলই ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। লোকনাথ আরোগ্য হইলেন। মুক্তকেশী জেলায় ও কলিকাতায় ভাল উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিতে বলিলেন। পূজার পূর্ব্বের 'সেসনেই' মনোমোহনের বিচারের দিন। তিনি রাধিকারঞ্জনের ভাড়াটে নৌকায় বাড়ী আসিয়াছেন। তিনি প্রাণপণে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। দায়রার বিচারের সময় বহু অর্থের প্রয়োজন হইবে।

দিন মাস পক্ষ কাহারও অপেক্ষা করে না। শ্রাবণমাস চলিয়া গিয়াছে—ভাদ্র মাস আসিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ ভাদ্রের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী। আকাশে খুব মেঘ, বৃষ্টিরও আর বিরাম নাই। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মুক্তকেশী, মনোমোহিনী ও ভগবান্ প্রজাদিগের নিকট টাকা আদায়ের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছেন। আজ কয়েকদিনের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় চব্বিশ শত টাকা আদায় হইয়াছে। এখনও ছত্রিশ শত টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। সকল প্রজা, সকল খাতক চট্টোপাধ্যায়-পরিবারের দুঃখে গলিয়া গিয়াছে। সকলেই অঙ্গীকার করিয়াছে, এক পক্ষের মধ্যে অর্থাৎ দায়রার পূর্ব্বে যে যত দূর পারে, টাকা দিবে। আজ মুক্তকেশীর আশা হইয়াছে, ছয় হাজার টাকা সংগ্রহ হইবে।

মনোমোহিনী সকলকে আহার করিতে ডাকিলেন। মুক্তকেশী বলিলেন—"আর কি ছাই খাব, হাজতে যে কষ্ট দেখে এলাম।" মনোমোহিনী উত্তর করিলেন,—"এত যে পয়সা ব্যয় ক'রে এলে, তাতে কি দাদা একটুও সুখে থাকবেন না ?"

মু। বিশ্বাস করি না। তিনি টাকা ব্যয় করতে নিষেধই করেছিলেন।

এই সময়ে ভগবানচন্দ্র তথায় আসিলেন। তিনি বলিলেন,—"রাধিকারঞ্জনবাবুকে অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখি না; সকলেই বলছে, তাঁর কথা ঠিক। তিনি আমারে একখানা পত্রও লিখেছেন।

তিনি টাকা নষ্ট করতে বার বার নিষেধ করেছেন। তা' আমি কিছু বলি না, যা' আপনার ইচ্ছা।" মুক্তকেশী উত্তর করিলেন—"আমি কারও কথা বিশ্বাস করি না।"

আজ অহ্লাদমণি এ বাড়ীতে নাই। অন্ত অপরাহ্নে অন্নপূর্ণা তাহার স্বামীর সহিত কলহ করিয়া কোথায় পলাইয়াছে। সে মধ্যে মধ্যে এইরূপ করিত। আবার আপনিই বাড়ীতে আসিত। আজ অনেকক্ষণ তাহাকে পাওয়া যায় নাই। মুক্তকেশী বলিলেন, "সে পোড়ারমুখী ত এখনও এল না, তার ভাতের উপায় কি হবে?" এক প্রকোষ্ঠ হইতে হাসিতে হাসিতে অন্নপূর্ণা আসিয়া বলিল, "সে পোড়ারমুখী আর তার ভাই-পো বেশ ক'রে রেধে-বেড়ে খেয়ে নাক-ডেকে ঘুমুচ্ছে। তার ভাতগুলি আমাকে দাও, আমি তা বেশ ক'রে খেয়ে তোমাদের পায়ের কাছে নাক ডেকে ঘুমাই!" অন্নপূর্ণাকেল ইয়া সকলে আহারে বসিলেন। আহার করিতে করিতে মনোমোহিনী বলিলেন.—"দেখ অন্ন, তুই প্রায় প্রতিদিন ঝগড়া করিস্ কেন?" অন্ন উত্তর করিল—"আমার তার সঙ্গে ঝগড়া কত্তে ইচ্ছে করে।"

মনো। কেন?

অ। তাকে দেখলেই আমার রাগ হয়।

মনো। সে কি?

অ। তা ঈশ্বর জানেন। তার সেই লম্বা মুখ, বড় বড় দাঁত, বিশ্রী চুল, নাক, হাত পা দেখলেই যেন আমার রাগ হয়—ইচ্ছা করে, দুই ঘা বসিয়ে দেই।

মুক্ত। সে কি অন্ন! তোমার বাপ-মা ভাই কেউ নাই, এক পিসী মানুষ করেছিল, সেও ত নাই। পাঁচ বৎসর বয়সে তোমাকে বে' ক'রে নিয়ে এসেছে। তোমাকে কত ভালবাসে, কত আদর করে। স্বামী দেবতা, স্বামী গুরু। স্বামীর দিকে মন্দ দৃষ্টি করতে নাই। স্বামীকে সেবা, ভক্তি, পূজা করতে শেখ, সংসারে সুখী হইবে।

অন্ন। ও সব কিছু আসে না।

মুক্ত। তবে তোমার অদৃষ্টে বড় দুঃখ।

মনো। ও কি সত্যি সত্যি বলছে বৌ। ঐ এক রকম প্রশংসা। রাগ ক'রে এসেছে—তাই বলছে। আমরা যদি ওর স্বামীর নিন্দা করতাম, তবে রেগে টং হ'ত। হিন্দুর মেয়ে কি স্বামীর নিন্দা করতে পারে? যেমন স্বামীই হউক, সেই দেবতা, সেই রূপে কার্ত্তিক, তুমি ওর পাগ্‌লামির প্রশ্রয় দিও না।

অনেক রাত্রে সকলে আহার করিয়া শয়ন করিলেন। গদাই একটা শড়কি ও একখানি তরবারি নিকটে রাখিয়া হুকা, কলকি ও তামাক লইয়া বসিল। গদাই মধ্যরাত্রির পরে আর ঘুমায় না। চোর ডাকাতের ভয় থাকুক আর নাই থাকুক, গদাইয়ের কেমন একটা আশঙ্কা হইয়াছিল।

রজনী সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। গদাই বড় পুকুরের পূর্ব্ব পাড়ের আম্রবাগানে ফিস ফিস শব্দ শুনিতে পাইল। সে নিঃশব্দে ঘুরিয়া যাইয়া একটি বৃহৎ আম্রবৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইল। সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল "নে নে, বার জনেই পারব। মুখস প'রে, কাপড় এঁটে, লাঠী শড়কি হাতে নে। আলো জ্বাল। মুহূর্ত্তের মধ্যে কাজ সেরে ফেল্‌ব। যা নিতে এসেছি, তাই নিয়ে যাব। দেরী করলে চলবে না। আবার এই রাত থাক্‌তে থাক্‌তে পৌছান চাই। নৌকায় একেবারে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে। একটা লোক পাহারায় থাকে। সে ওই গদাই গো ওই গদাই। খেলোয়াড়টা ভাল বটে, এখন বুড়ো, একেবারে তার মাথা জুড়ে একটা ঘা দিতে হবে, যেন শব্দ করতে না পারে।"

এই কথা শুনিয়া গদাই দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া গিয়া গুপ্ত দ্বার দিয়া উপরে উঠিল। মুক্তকেশীর ভাল নিদ্রা হইত না। সে, চব্বিশ শত টাকা এবং মুক্তকেশী, মনোমোহিনী ও ভগবানকে সঙ্গে লইয়া খিড়কীর পুষ্করিণীর দিকে গমন করিল। মুক্তকেশী, ভগবান্ ও মনোমোহিনীকে ঘনবৃক্ষান্তরালে বসাইয়া রাখিয়া নিজে টাকার তোড়া লইয়া পুষ্করিণীর মধ্যে ডুবিয়া থাকিল। অন্নপূর্ণার কথা কাহারও মনেই হয় নাই।

অবিলম্বে দস্যুদল আলো জ্বালিয়া ডাক ছাড়িয়া লাঠী তলোয়ার ঘুরাইতে ঘুরাইতে সদর দরজায় আসিল। একটা ঢেঁকির তিন ঘায়ে সদর দরজা ভাঙ্গিল। ছয় জন সদর দ্বারে থাকিল। ছয় জন দ্বিতলে উঠিল। ডাকাতে শব্দে অন্নপূর্ণা জাগরিতা হইয়াছিল, সে অবগুণ্ঠন টানিয়া পলাইবার জন্য যেই বারান্দায় বাহির হইয়াছে, অমনি ছয় জন ডাকাত সেই বারান্দায় উঠিল। ডাকাতেরা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" অন্নপূর্ণা কোন উত্তর করিল না। আবার তাহারা জিজ্ঞাসিল—"তুমি কি গিন্নী?"

অন্নপূর্ণা পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধ। আবার তাহারা জিজ্ঞাসিল—"তুমি কি মনোমোহনবাবুর পরিবার?" অন্নপূর্ণা পূর্ব্ববৎ নিশ্চল। ইত্যবসরে ডাকাতেরা সব ঘর ঘুরিয়া আসিল, কোন ঘরে আর কাহাকেও দেখিল না। তাহারা ভাবিল—এই গৃহিণী, এই মুক্তকেশী। তাহারা অন্নপূর্ণাকে স্কন্ধে করিয়া পুনরায়

ডাক ছাড়িয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গেল। ডাকাতেরা পলায়ন করিবার পর গ্রামের লোকদিগের হাঁকাহাঁকি ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। সর্ব্বাগ্রে ভৈরব চৌকীদার বাড়ীর সদর দ্বারে আসিয়া পোড়া মশাল কুড়াইয়া আস্ফালন করিতে করিতে বলিতে লাগিল—"গাঙ্গুলি মহাশয় কোন্ দিকে আছেন? মা ঠাকুরুণরা কোন্ দিকে, কিছু নিতে থুতে পারে নি ত? আমি কেয়েত পাড়ায় গিস্‌'ছিলাম, আমি যেই ডাক ছেড়ে এসে পড়েছি, অমনি ডাকাতেরা পালিয়েছে। হবে না কেন, সরকারী লোক ত! পুলিস ত! গদাই দা আর আমি যদি লাঠী নিয়ে দাঁড়াই, তবে পঞ্চাশজন ডাকাতের মুহুড়া নিতে পারি।"

ক্রমে গৃহস্থপাড়ার লোক সকলেই সমবেত হইলেন। এক এক জনে এক এক কথা বলিলেন। ডাকাতেরা কিছু লইতে পারে নাই দেখিয়া সকলেই সুখী হইলেন। লোকনাথ চুপে চুপে ভগবানের নিকট জানিলেন, টাকা কয়েকটা আছে কি নাই। কেহ কেহ বিশ্বাসও করিল, ভৈরব চৌকীদার আসায় ডাকাইতীটা পুরাপুরি নাই। গদাই কিন্তু ভৈরবের কথায় একবিন্দুও বিশ্বাস করিল না, তখন কেহই অন্নপূর্ণার সন্ধান করিল না। অন্নপূর্ণা গিয়াছে কি আছে, এ কথা কাহারও মনে হইল না। এ কথা মুক্তকেশীর একবার মনে হইয়াছিল সত্য, তিনি ভাবিলেন—তার মত দুষ্ট মেয়ে নিশ্চয়ই কোথাও পালিয়ে আছে। কাল সকালে নিশ্চয় পাওয়া যাইবে। তাকে ডাকাতেরা লইবে কেন?

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

তুমি কে?

ডাকাইতীর পরদিন প্রত্যূষে আহ্লাদমণি বিষণ্ণ মুখে মনোমোহনের বাটীতে আসিল। তাহার বিষণ্ণতার দুইটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ, অন্নপূর্ণাকে কাল বৈকাল হইতে পায় নাই। দ্বিতীয় কারণ, মনোমোহনের বাটীতে ডাকাইতী হইয়াছে। ডাকাইতীর পরেও সে আসিয়াছিল, তখন অন্য কোন বিষয়ে কথা হয় নাই। এখন কথায় কথায় সে জানিতে পারিল, অন্নপূর্ণা রজনীতে এই বাড়ীতেই ছিল। তখন আহ্লাদমণির প্রথম ও প্রধান উৎকণ্ঠা দূর হইল, সে একবার দৌড়াইয়া যাইয়া কালীচরণকেও এ সংবাদ দিয়া আসিল। কালীচরণও নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের কার্য্যে চলিয়া গেল।

অবশ্যই এ ডাকাইতীর সংবাদ থানায় প্রেরিত হইল, ভৈরব চৌকীদার ও লোকনাথ খুড়াই এ সংবাদ থানায় দিতে চলিলেন। নানা কথা হইতে লাগিল। মনোমোহনের অনেক বাধ্য অনুগত লোক, প্রজা ও খাতক তাঁহার বাটীতে আসিতে লাগিল। ডাকাইতেরা কোন্ পথে আসিয়াছিল, কিসে আসিয়াছিল, কত জন আসিয়াছিল, কি কি হাতিয়ার ছিল, সন্ধ্যা রাত্রে কোথায় ছিল, ইত্যাদি অনেক কথা হইল; পরে সিদ্ধান্ত হইল, ডাকাতেরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ হইতে আসিয়াছিল, তাহারা একখানা বড় নৌকায় আসিয়াছিল, তাহারা সংখ্যায় প্রায় ৩০ জন, তাহারা সন্ধ্যাকালে কাহারখালি ছিল, যাইবার সময় তাহারা এক জন স্ত্রীলোক লইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকটি যাইবার সময় কাঁদিয়াছে। এ দিকে এক এক দণ্ড করিয়া বেলা ক্রমে দুই প্রহর হইল। অন্নের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। অন্ন যতই রাগ করুক, সে দুই প্রহর কোথাও থাকিত না এবং রাত্রিও দুই প্রহরের মধ্যে হয় চট্টোপাধ্যায়-বাড়ী, না হয় নিজ বাড়ী উদয় হইত। তখন সকলেই সিদ্ধান্ত করিল, ডাকাইতেরা কেবল অন্নপূর্ণাকে অপহরণ করিয়াছে। আহ্লাদমণি উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিল, কালীচরণও ফোঁটা কয়েক চক্ষুর জল ফেলিল।

পুলিস সদলবলে আসিলেন। যাহা করিতে হয়, তাহাই করিলেন। তাঁহারা প্রথমে বাড়ীর লোক, তাহার পর প্রতিবেশী, তাহার পর খাতক, তাহার পর প্রজা, তাহার পর নিকটস্থ সন্দেহযুক্ত গরীব লোক প্রভৃতির উপর সন্দেহ করিলেন। কাহারও কাহারও উপর যে একটু অত্যাচার হইল, তাহারও সন্দেহ নাই। পুলিস কানাই সাহার লবণের ধামার লবণটুকু ছড়াইয়া ফেলিলেন, বিনোদ বাগ্‌দীর নধর কুমড়ার গাছটি ছিঁড়িলেন, রামধন মাঝির তিন দিন পরে ধরা দুটি ইলিশমাছ কাড়িয়া লইলেন, হরি ঘোষের একখানি ভাল দধি বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিলেন এবং বিশুর মার আট দিনের দুগ্ধের মূল্য যাইবার সময় দিতে ভুলিয়াই গেলেন। পুলিসের হাতে চড়টা চাপড়টা অনেকেই খাইল। কনেষ্টবল হুজুরদের পকেটে একটা আধটা করিয়া কয়েকটি টাকাও পড়িল। তার পর "এ আথে আর রস নাই" সাব্যস্ত করিয়া পুলিস সে স্থানত্যাগ করিলেন ও দীর্ঘ রিপোর্ট দিয়া তদন্ত শেষ করিলেন। রিপোর্টের মর্ম্ম লিখিলেন, "এই ডাকাইতের দল

দূরদেশ হইতে আসিয়াছিল। তাহারা এদেশী নহে।"

তদন্ত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালীচরণ কয়েকটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল এবং পিসীকে বলিল "পিসী-মা, আর দেশে থাকা উচিত নয়। হালের গরু, মাঠের জমী, পাতার ঘর, ও সিন্দুকের তৈজস পত্র বেচিয়া চল বৃন্দাবন যাই।"

পিসী উত্তর করিলেন "সে কি বাপ! আবার বে' দিব। বয়স ত' বেশী হয় নি; এক কুড়ি তিন গণ্ডা বই ত নয়। সে ব'তপালানে জেদী বউ গেছে গেছে।" কালীচরণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "যদি আপদের হাত হ'তে একবার উদ্ধার হয়েছি, তবে আর আপদে ডুবিব না।"

ডাকাইতীর পাঁচ দিন পরে 'ভা' গ্রামে জমীদার প্রমদারঞ্জনের বৈঠকখানার এক প্রকোষ্ঠে বহুমূল্য পর্য্যঙ্কে উৎকৃষ্ট শয্যায় একটি পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী পড়িয়া কাঁদিতেছে। প্রমদারঞ্জনবাবু সেই গৃহের অন্য দিকে এক চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "তুমি কে বল না। বল্লেই ছেড়ে দিব।" যুবতী উত্তর কবিল, "ছেড়ে দিতেই ত আমাকে ডাকাতি ক'রে এনেছেন। ছোট লোক ডাকাত শুনেছি, জমীদার যে ডাকাত হয়, তা শুনি নাই। ডাকাতে ধন-সম্পত্তিই লয় শুনেছি, ডাকাতে যে মেয়েমানুষ চুরি করে, তা শুনি নাই।"

প্র। তুমি পরিচয় দাও, তা হ'লেই ছেড়ে দিব।

যুবতী। ছেড়ে দিতেই ত এনেছেন। পরিচয় পেতে কি বাকী আছে!

প্র। বল না তোমার নাম কি?

যু। আমার নাম শুনে কি ফল হবে?

প্র। তবু বল না।

এই স্থানে অন্নপূর্ণা একটু চাতুরী খেলিল। এই যুবতী যে অন্নপূর্ণা, তাহারা কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। যুবতী বলিল, "তবে আমার পরিচয় শুনুন। আমার নাম এলোকেশী। আমার দিদির নাম মুক্ত-কেশী। আমি মনোমোহন বাবুর শালী। আমার একটি দাদাও আছেন, তিনি রাজসাহীতে পড়েন। রাখুন, আমাকে ধরে রাখুন। কত দিন রাখবেন! পুলিস এ দেশেও আছে, সে দেশেও আছে। এক দিন না এক দিন পুলিসের দেখা পাব। এরূপ ক'রে লোকের জাত মারতে নাই। এরূপ করে লোককে আটকিয়ে রাখতে নাই।

প্র। আমি ত ডাকাতির কিছু জানি না। আমি তোমাকে ডাকাতের হাত হ'তে উদ্ধার করেছি। যথাসাধ্য যত্নে রেখেছি। তোমার রূপের উপযুক্ত মর্য্যাদা কর্চ্ছি, আমার কথায় সম্মত হও ভাল, নচেৎ আমি তোমাকে তোমার দিদির কাছে পাঠিয়ে দেব।

যু। আপনি এরূপ কথা মুখেও আন্‌বেন না। আপনি যেরূপ বড় লোক, আপনার সেইরূপ প্রবৃত্তি হওয়া উচিত।

প্র। আমি তোমাকে এখানে এ দশায় রাখব? আমি তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছি। ভাল বাড়ী ক'রে দেব। দশ হাজার টাকার গহনা দেব। আর যাতে তোমার চিরকাল চলে, এমন সম্পত্তি ক'রে দেব।

যু। এ সকল কথা ভদ্র-কন্যার শোন্‌বার সম্পূর্ণ অযোগ্য, আর এ সকল কথা যে বলে—

প্র। আর গাল দিতে হবে না, আমরা পাপী, আমাদের পাপসংসর্গে এসেছ—কলকাতায় ত গঙ্গাস্নান করতেও যেতে পাব?

যু। পাপসংসর্গে গঙ্গাস্নানে ফল নাই।

প্র। তুমি বুঝতে পাচ্ছ না, তোমার কি দশা হয়েছে। তোমার এমনিও জাতি ধর্ম্ম নষ্ট, অমনিও জাতি ধর্ম্ম নষ্ট।

যু। তব আমি নিজে জানি, আমার জাতি-ধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই। আমি এখনও যে দেবতার ফুল, সেই দেবতার পায়েরই যোগ্য, অন্য কারও নয়। জগৎ আমাকে কলঙ্কিনী ভাবুক, আমি এখনও আমাকে নিষ্কলঙ্ক ভাবতে পাচ্ছি।

প্র। আজ রাত্রেই আমরা কলকাতায় রওনা হব।

যু। আমিও হয় ত মুক্তি পাব?

প্র। আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

যু। আমারও ঘাটে-পথে লোককে ডেকে বলবার সুবিধা হবে।

প্র। দেখ এলোকেশী, এরূপ পাগলাম ক'র না, নিজের সুখের পথে নিজে কাঁটা দিও না।

ক্রোধেই হউক, আর কি ভাবিয়াই হউক, অন্নপূর্ণা কোন উত্তর করিল না। পাপীর মন পাপপথেই চলে, প্রমদারঞ্জন ভাবিলেন, যুবতী তাঁহার প্রস্তাবেই সম্মত হইয়াছে। সে দিনের মত কথোপকথন এই পর্য্যন্ত শেষ হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

অনুতাপ।

হরিনাথ বাবুর জামাতা পূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় আজ তিন বৎসর হইল রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। পূর্ণচন্দ্র শ্বশুরবাড়ী আসেন না, কিংবা একখানা পত্রও লিখেন না। হরিনাথবাবু বিশেষ অনুসন্ধানে জানিয়াছেন, পূর্ণচন্দ্রের কোন উদ্দেশ্যই পাওয়া যায় না। হরিনাথের অনুতাপ আরম্ভ হইয়াছে। হরিনাথের পত্নীরও জামাতার সহিত কলহের সঙ্গে সঙ্গেই অনুতাপ আরম্ভ হইয়াছিল, সংপ্রতি অনুতাপানলে নূতন ইন্ধন আসিয়া পড়িল।

এক দিন অপরাহ্ণে হরিনাথ বিষণ্ন-মুখে একখানি পত্র হাতে করিয়া অন্তঃপুরে আসিলেন। তিনি পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই পত্রখানা শুন।" এই বলিয়া হরিনাথ একখানি পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীদুর্গা—

ইছাপুর।
৮ই বৈশাখ।
১২৮৭ সাল।

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

অসংখ্য প্রণামপূর্ব্বক নিবেদনমিদং—লক্ষ্মীর নাম যে চপলা, এ কথা বড় ঠিক। আজ চারি বৎসর ধরিয়া আমার ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল না। বিপদ্-তরঙ্গের আঘাতে আমার ব্যবসায় সম্পত্তি বাড়ীঘর, বসনভূষণ, তৈজসপত্র সকলই গিয়াছে। আমি ইছাপুরে ২।৩ খানি কুঁড়ে করিয়া মাতা ভগিনী ভাগিনেয় প্রভৃতিকে রাখিলাম। ভগিনীপতি রাজেন্দ্র পাটের আফিসে সামান্য একটি কাজ পাইয়াছে। আমার এ দেশে কাজ করিবার উপায় নাই। বড় হয়ে ছোট হওয়া বড় কষ্ট। আমি সপরিবারে আপনার ওস্থানে আসিতেছি। আমি দেশান্তরে কার্য্যের চেষ্টায় যাইব। আপনার নিকট পাঁচ সাতশ টাকারও প্রার্থী হইতে পারি। আপনার কন্যা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর ভার যে কত দিন আপনাকে বহন করিতে হইবে, জানি না। নিবেদন ইতি—সেবক—

শ্রীরাজমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

পত্র শ্রবণান্তে গৃহিণী বলিলেন,—"মেয়ে দুটোর দশাই এক হ'ল। আমি মেয়েমানুষ, না বুঝে মেয়ে পাঠাতে চাই নাই। জামাইর কোন দোষ ছিল না, মামী-শাশুড়ী, তাদের মায়া-দয়া হবে কেন? আমিও বুঝতে পারলেম না। মেয়ে যত কষ্টেই থাকুক, শ্বশুরবাড়ীতেই থাকা ভাল। জামাই ভাল পাশ ত হয়েছিল, এত দিন চাকুরী-বাকুরী কর্‌ত, মেয়েও বাসায় নিয়ে যেত। তুমি পুরুষমানুষ, তুমি যদি আমাকে থামিয়ে দিতে, তা হ'লে আর এ সর্ব্বনাশ হ'ত না। সেই হ'তে মেয়ে চুল বাঁধে না, গোপ কাপড় পরে না, গহনা গায় দেয় না, পরের বাড়ী যায় না। আমার পূর্ণচন্দ্র যেন রাহুতে গ্রাস ক'রে ফেলেছে, দিবারাত্রে সংসারের কাজ করে, একটু সময় পেলে রামায়ণ, মহাভারত পড়ে।"

হরিনাথ উত্তর করিলেন—"দোষ তোমার আমার দুয়েরই আছে। মেয়ের সামান্য কষ্টে দু'জনেই পাগল হলেম, তার ভবিষ্যৎ ভাবনা ভাবলাম না, ছোট মেয়েটার মাথা তুমি আর আমিই খেয়েছি। সে রাগের মাথায় যে বলেছিল, মেয়ে মাথায় ক'রে তার পায় দিয়ে এলে নেবে, তা হ'লেও বাঁচতাম।" এমন সময়ে রুক্ষকেশা মলিনবেশা, কক্ষে ও হস্তে দুই কলসী জল লইয়া বিজয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিনাথ বলিলেন,—"মা, জল আনার কি আর কেহই নাই? জল আন্‌বে ত এক এক কলসী ক'রেও ত আন্‌তে পার।" বিজয়া উত্তর করিল—"না বাবা, আমি বেশী জল আনি না। আমি দেখলাম, দুটো কলসী আন্‌তে পারি কি না।"

হরি। জয়াও শীঘ্র এখানে আস্‌ছে।

বিজয়া। তা আমি জানি।

হরি। তুমিও কি কোন পত্র পেয়েছ?

বিজয়া। পেয়েছি, দিদি বড় দুঃখ ক'রে লিখেছে, তাদের আর কেহই নাই।

হরিনাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। গৃহিণীর নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। বিজয়া দ্রুতপদে আপন গৃহে যাইয়া রামায়ণ খুলিয়া বসিল। ঘটনাক্রমে সীতার বনবাস অংশই বাহির হইয়া পড়িল। বিজয়া মনে মনে বলিল—সীতা যে কষ্ট পেয়েছেন, আমার ক্লেশ তার শতভাগের একভাগও নয়। মেয়ের জন্মটাই ক্লেশের। আমাকে দেখে বাপ-মা ক্লেশ পান। স্বামী আমার দোষে নিরুদ্দেশ—আছেন কি নাই, তাই বা কে জানে? থাকলেও যে কত ক্লেশ পাচ্ছেন, তার সীমা নাই। যদি বেঁচে থাকেন, তবে কোন পাহাড়-পর্ব্বতে সন্ন্যাসী হয়ে আছেন। আমি কি সর্ব্বনাশ করেছি, কেন আমি মামী-শাশুড়ীদিগের ব্যবহার দুই এক জন সমবয়স্কার নিকট বলেছিলাম। সে ত আমারই দোষ। পরে

পরকে স্নেহ করে না, স্নেহ পরের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে হয়। খনন করিয়া শীতল জলপূর্ণ পুষ্করিণী করিতে হয়। জল সেচিয়া বেড় বেড় দিয়া রক্ষা করিলেই গাছ, লতার ফল ধরে। আমি পরের মেয়ে, পরের বধূ! আমাতে কি গুণ ছিল যে, স্বামী-শাশুড়ীরা আমাকে স্নেহ করিবেন। আমি যদি অকাতরে পরিশ্রম করতাম, আমি যদি স্বামী-শাশুড়ীদিগের সুখ-দুঃখের দিকে দৃষ্টি করতাম, আমি যদি তাঁহাদিগের সন্তানদিগকে আপন-ভ্রাতা-ভগিনীর ন্যায় যত্ন-আদর করতাম, আমি যদি সংসারের সকল কাজ করিয়া সংসার আপন হাতে তুলিয়া লইতে পারিতাম, তবে অবশ্যই তাঁহারা আমাকে স্নেহ করিতেন। স্বামীও আমার দোষে আমায় ছাড়িয়া গিয়াছেন। আমি যদি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে পারিতাম, তবে তিনি অবশ্যই তাঁর পাদপদ্মে স্থান দিতেন। পিতা-মাতার কলহ একটা উপলক্ষ মাত্র। আমার গর্ব্ব, আমার কপটতা, আমার অভিমান আমার সর্ব্বনাশের মূল। আমি তাঁকে যেটুকু ভালবাসিতাম, সেটুকু যদি আমি প্রকাশ করিতে পারিতাম, তবে আর আমার এ সর্ব্বনাশ হ'ত না। তখন বুঝিতাম না, এখন বুঝিয়াছি—স্ত্রীলোকের পক্ষে পতিই সংসার, পতিই কর্ম্ম, পতিই ধর্ম্ম, পতিই সুখ, পতিই শান্তি, পতিই দেবতা, পতিই মুক্তি, পতিই গতি। এই জ্ঞান পূর্ব্বে থাকলে এ দুর্দ্দশা হ'ত না। অভাব না হ'লে কিছু বোঝা যায় না। ক্ষুধায় কষ্ট না পেলে অন্নের মহিমা, পিপাসায় ছট্‌ফট না করলে জলের শৈত্য, গ্রীষ্মে না পুড়লে বায়ুর উপকারিতা কেহ বুঝে না।

পূর্ব্বে সপত্নী নামে আমার গায়ে জ্বর আসিত, এখন মনে মনে সপত্নীকে কত ভালবাসি। কেন ভালবাসি? তিনি আমার মত ক্লেশ পাচ্ছেন। আমিও তাঁর ক্লেশের কারণ। তাঁকে শান্তি দিলে তবে আমার শান্তি হবে। আর লজ্জা করব না। আমি দিদিকে একখানা পত্র লিখবই লিখব। এক দিন না এক দিন তিনি আমার পত্রের উত্তর দিবেন। একবার তাঁকে দেখতে পেলে আমার অনেক ক্লেশ দূর হ'বে। আহা! তাঁর হয় ত অন্নবস্ত্রেরও ক্লেশ হচ্ছে, তাঁর পিতা নাই, ভাই ছেলেমানুষ, দিদি যদি দয়া ক'রে এখানে আসেন, তা হ'লে দু'জনে এখানে বেশ থাকতে পারি। সে সব কথা পরে, আগে একখানা পত্র লিখেই দেই। তার পর আমার আপন দিদি আস্‌ছেন। তিনি এলে আমি সুখী হ'তে পারব না, তাঁর মনের সঙ্গে আমার মন মোটেই মিলে না। ভাগ্য-বিপ্লবে সুবাতাসে যদি তাঁর মন একটু ভাল হয়ে থাকে, তবেই ভাল, নচেৎ নয়। অত দম্ভ, অত অহঙ্কার সহ্য হয় না, তাই দিদির বোধ হয় ভাগ্যবিপ্লব ঘটেছে; দিদি এখানে এলে চাকর চাকরাণীগুলো পর্য্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠত। বাবা-মাও যেন দিদিকে ভয় করতেন। সৌভাগ্য উদয়ে লোকের কি এমনি হয়! লজ্জা-সম্ভ্রমও থাকে না। দিদি নির্লজ্জভাবে বাবার সাক্ষাতে শ্বশুরবাড়ীর পূজার ঘটা—যাত্রার ধূম প্রভৃতির গল্প করতেন। মাকে তাঁর গহনা দেখিয়ে বল্‌তেন—এখানার দাম দশ হাজার, ওখানার দাম বিশ হাজার, সেখানার দাম ত্রিশ হাজার। মা বিস্ময়ের চক্ষে দিদির গহনা দেখতেন ও দিদিকে বড় ভাগ্যবতী মনে করতেন। হায় হায়! দু'দিনেই দিদির সব গেল। সুখের বসন্তে প্রাতঃকালেই ঝটিকা-বৃষ্টির সহিত বজ্রপাত!

বিজয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার মাতা ডাকিলেন—"বিজয়া! বিজয়া! বিজয়া!" বিজয়া মাতার নিকট চলিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বিচার।

যে দায়রায় মনোমোহনের বিচার হইবে, তাহার দিন নিকটে আসিয়াছে। জমীদার রাধিকারঞ্জনবাবুর বৃহৎ ভাওয়ালিয়া নৌকা মাঝি-মাল্লা, বরকন্দাজ ও তাহাদের খোরাকী সহ মনোমোহনের ঘাটে আসিয়াছে। মুক্তকেশী, ভবতারিণী, আহ্লাদমণি, লোকনাথ ও গদাই সাড়ে ছয় হাজার টাকা লইয়া সেই নৌকায় আরোহণ করিয়াছেন। রাধিকারঞ্জন এখন মুক্তকেশীর চক্ষে বিষ। মুক্তকেশী মনে মনে ভাবেন—দাদা গোড়া কাটিয়া মাথায় জল ঢালিতেছেন। তিনি মনে মনে রাধিকারঞ্জনের প্রতি রুষ্ট হইয়াও সে নৌকাখানি ছাড়িতে পারিতেছেন না। সেই রাত্রের ঘটনার সহিত রাধিকারঞ্জনের জাতি-ধর্ম্ম কথাটি তাঁহার কানের নিকট যেন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন, হাজার হ'লেও দাদা। তিনি সাপ হয়ে কামড়াচ্ছেন আর সে বিষ উঠাতে পারেন না। আমার জাতি-ধর্ম্ম তিনি অবশ্যই রক্ষা করবেন। এই সব কারণে তিনি রাধিকারঞ্জনের নৌকাখানি ছাড়িতে পারেন নাই।

এবারেও মুক্তকেশী পূর্ব্বের ন্যায় সেই শিব, বিল্বপত্র ও পূজোপকরণ এবং লোকনাথ নারায়ণ শীলা ও মার্কণ্ডেয় চণ্ডী সঙ্গে লইতে ভুলেন নাই। তাঁহারা

যথা সময়ে যশোহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যশোহরে কালীবাড়ীর ঘাটে নৌকা রহিয়াছে। যশোহরের ভৈরব নদের দক্ষিণ তীরে কালীবাড়ী, উত্তর তীরে জেল। মুক্তকেশী উকীল মোক্তার ব্যারিষ্টার সকলের সহিত দেখা করিয়া যথাসাধ্য মোকর্দ্দমা বুঝাইয়া ফিসের টাকা দিয়াছেন। তিনি নানা যত্নে নানা উপায়ে বহুব্যয়ে মনোমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। মনোমোহন মুক্তকেশীর দিকে চাহিয়া বলিয়াছেন—"আমি ত চলিলাম, তুমি ত মরিলে। হবিষ্যান্নের সংস্থানও বুঝি আর থাকিল না!" মুক্তকেশী কৃত্রিম হাস্যের সহিত বলিয়াছেন,—"কোন ভয় নাই, নিশ্চয় খালাস করব। টাকা-কড়ি বেশী লাগছে না। তোমার অভাবে আর হবিষ্যান্ন কি।"

মুক্তকেশীর কথায় মনোমোহন গম্ভীর হইয়া কোন উত্তর করেন নাই। মুক্তকেশী সংসার ও মামলার সকল কথা মনোমোহনকে বলিয়াছেন, কেবল বলেন নাই—বৈঠকখানার ব্যাপার, বাটীতে ডাকাতি এবং অন্নপূর্ণার অপহরণ।

শেসনে চারিদিন মোকর্দ্দমা হইল। যশোহরের প্রধান প্রধান উকীল মোক্তার ও কলিকাতার ব্যারিষ্টারগণ প্রাণপণ যত্ন করিলেন। মুক্তকেশী সারাদিন উপবাসী থাকিয়া শিবপূজা করিলেন, লোকনাথ চণ্ডীপাঠ ও নারায়ণকে তুলসী দান করিলেন। রাধিকারঞ্জন সন্ধ্যাকালে এক একবার করিয়া আসিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে মুক্তকেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে লাগিলেন। রাধিকারঞ্জনের পত্নী ও ভগিনীদ্বয় এক একবার সন্ধ্যাকালে আসিয়া বলপূর্ব্বক মুক্তকেশীকে আহার করাইয়া যাইতে লাগিলেন। পঞ্চম দিন অপরাহ্ণে 'রায়' বাহির হইল। মনোমোহন ও আর দুই জন বরকন্দাজের সপরিশ্রমে পাঁচ বৎসরের ও অপর কয়েকজনের দুই বৎসরের সপরিশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল। মুক্তকেশী—এই সংবাদ নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির মত বসিয়া থাকিয়া শ্রবণ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার অর্থব্যয়ের ফলে ফাঁসী হইল না। ভবতারিণী তাহাকে ধরিয়া বসিয়া ছিলেন। কিন্তু ধরিবার কোন প্রয়োজন হইল না। সন্ধ্যাকালে কলিকাতার সাহেব ব্যারিষ্টার আসিয়া জানাইলেন, তিনি মনোমোহনের দ্বারা আপীলের কাগজপত্র স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছেন। সাক্ষীর জবানবন্দী ও রায়ের নকল লইবার জন্ত দরখাস্ত করা হইয়াছে। সাহেব তিন দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপীল দাখিল করিবেন। হাইকোর্টে আপীলে নিশ্চয়ই দণ্ড কমিবে। আপাততঃ ব্যয়ের কোন টাকা দিতে হইবে না, হাইকোর্টে আপীলের দিন স্থির হইলে খরচের টাকা ডাকে পাঠাইয়া দিলেই চলিবে। সাহেব সাহস ভরসাও খুব দিলেন। মুক্তকেশী সাহেবকে আন্তরিক ধন্তবাদ জানাইলেন। সাহেব পুনরায় জানাইলেন—টাকা-কড়ির জন্ত ব্যস্ত হইতে হইবে না, খরচের টাকা আগে না দিলে কাজের কোনই ক্ষতি হইবে না। আসামীকে খালাস করায় তাঁহার বিলক্ষণ জিদ আছে। জুরীরা ও জজ সাহেব আসামীকে অন্যায় দণ্ড দিয়াছেন। সাহেব চলিয়া যাইবার পর রাধিকারঞ্জনের স্ত্রী ও ভগিনীদ্বয় মুক্তকেশীর নিকট আসিলেন। আজ আর রাধিকারঞ্জন আসিলেন না। রাধিকারঞ্জন জানিতেন, আজ তিনি মুক্তকেশীর সম্মুখে পরম শত্রু। আজ মুক্তকেশীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে পারে; আজ ভ্রাতা-ভগিনীতে তুমুল কলহ বাধিতে পারে। এই ভীষণ দণ্ডে রাধিকারঞ্জনের মনও ভীষণ ব্যথিত হইয়াছিল। তিনি মুক্তকেশীকে সহোদরাধিক স্নেহ করিতেন। চারি বৎসরের ছোট-বড় হইলেও মাতুলালয়ে একসঙ্গে প্রতিপালিত হইয়াছেন। রাধিকারঞ্জন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, স্বার্থ কি বিষম বিষ!—আজ তিনি স্বার্থের মোহে কয়েকজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে ও একজন আত্মীয়কে জেলে পুরিলেন। স্বার্থ—কর্ত্তব্যজ্ঞান, সম্পর্কের নিকট অতি লঘু হইয়া পড়িল। মুক্তকেশীর মৃতকল্প দেহ ও ম্লান মুখের নিকট স্বীয় কর্ম্মচারিগণ যাহারা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া এই ভয়ঙ্কর মিথ্যা ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন, তাহাদের বিপদ্ তিনি অধিকতর ক্লেশকর মনে করিলেন। তিনি আপনাকেই আপনি ধিক্কার দিলেন। তিনি আপনাকে ঘোর পাপী মনে করিলেন। তিনি মনঃকষ্টে আর বাহির হইতে পারিলেন না।

ষষ্ঠী, কুসুমকামিনী ও রাধিকারঞ্জনের স্ত্রী মুক্তকেশীর নিকট আসিয়া কিছুকাল নিস্তব্ধ রহিলেন; তাঁহারা কোনও কথা বলিতে সাহস করিলেন না। মুক্তকেশী অগ্রেই বলিলেন,—"তোমাদের এত লজ্জা কিসের? দাদা অম্লান বদনে সকলকে জেলে পুরলেন। আর তোমরা লজ্জায় মরছ! বেশ হয়েছে—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। আমি মাথা কুটে মানা করেছিলাম,—সরকারী চাকুরী ছেড়ে জমীদারের চাকুরীতে যেও না। হুজুরের মজুরও ভাল। বিশ্বস্ত ভাবে ইংরাজরাজের কাজ করলে বিপদ্ কাছেও ঘেঁসিতে পারে না। আজ জমীদারের মনিবত্ব কুটুম্বের কুটুম্বত্ব সব দেখা গেল। পাষণ্ড প্রমদারঞ্জন—যার জন্তে এই সর্ব্বনাশ, সে একটা লোক পাঠায়েও সংবাদ নিল না। কিংবা দুটা টাকা দিয়ে একটা

মোক্তার নিযুক্ত কর্‌লে না। নরপিশাচ! নররাক্ষস! নরাকার পশু! আমার নিশ্বাসে তার দো-মহলা তে-মহলা বাড়ী ও বাগান ধূলিকণায় পরিণত হবে। তাহার জমীদারী আমার হৃদয়ের তাপে পুড়ে ছারখার হবে—অচিরাৎ হবে, অচিরাৎ হবে, তোমরা দেখতে পাবে। দেখতে পাবে, আমি কেমন বামুনের মেয়ে, দেখতে পাবে, আমার হৃদয়ের আগুনের কেমন দাহিকা শক্তি!" ষষ্ঠী কাতর-কণ্ঠে বলিলেন,—"আপনার আর ত থাকবার প্রয়োজন দেখি না, আপীলের সব সুবন্দোবস্ত হয়েছে শুন্‌লেম, দাদার ও অন্য কয়েদীদের যাহাতে জেলে কোনও কষ্ট না হয়, তারও সুবিধা করা হয়েছে। আপনি এখন জেলের ঘাটে নৌকা নিলে তাঁহার সহিত দেখা হয়। তিনি নৌকায় এসে দেখা কর্‌তে পার্‌বেন।" মুক্তকেশীর নয়নদ্বয় যেন জলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"এ বুঝি দাদার কাজ! আমি তার উপকার চাই না। গাছের গোড়া কেটে মাথায় জল ঢালা। যেমন দাদা তেমনি ভাইটি।"

রাধিকাবাবুর স্ত্রী, মুক্তকেশীর হাত ধরিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন,—"দিদি! অভিশাপ ক'র না। তোমার অভিশাপে সর্ব্বনাশ হবে। যেই করুক, তুমি দেখা ক'রে বাড়ী চ'লে যাও। আপীলের টাকা তো আবার সংগ্রহ কর্ত্তে হবে?"

হাস্যময়ী রহস্যময়ী বধূর অতি ম্লানমুখ দেখিয়া তাহার হৃদয়ের বেগ কথঞ্চিৎ উপশমিত হইল। তিনি বলিলেন,—"না বৌ! অভিশাপ করব না। তোর মুখ দেখে কর্‌ব না। তার গুণে না। আমার সব রাগ গেছে।" কুসুম বলিল,—"বড়দার সর্ব্বনাশ হ'তে আর বাকী নাই। তিনি কোথা হ'তে একটা ডাকাতি করা মেয়েমানুষ পেয়েছেন। তাকে নিয়ে কলকাতায় ছুটেছেন। এই মেয়েমানুষ নিয়েই তাঁর সর্ব্বনাশ হবে। ষষ্ঠী বলিল,—"না, শুনেছি এলোকেশী বামুনের মেয়ে।"

মুক্ত। কবে পেয়েছেন?

ষষ্ঠী। ভাদ্রমাসের অমাবস্যার দিনে।

মু। বুঝেছি। বামুন নয়, কায়েতের মেয়ে। নাম এলোকেশী নয়, অন্নপূর্ণা। আমার বোন-টোন বলিয়া বোধ হয় পরিচয় দিয়েছে? ডাকাত! পাষণ্ড! পশু!

ষষ্ঠী। তাই দিয়েছে।

মুক্ত। আমার কোন দিনও বোন নাই।

ষষ্ঠী। এ কথা দাদা শুনেন নি। দাদা শুন্‌লে একটি তুমুলকাণ্ড বাধত।

মু। শোনার আগেই বুঝি সে পশু কলকাতায় পালিয়েছে?

এ সময়ে আহ্লাদমণি নৌকায় ছিল না। সে এই দুঃসংবাদে কালীবাড়ী মাথা কুটিতে গিয়াছিল। সে কাঁদিয়া চোক ফুলাইয়া নৌকায় আসিল। মুক্তকেশী তাহাকে বলিলেন,—"কালীবাড়ী যেয়ে বুঝি কাঁদতে বসেছ? কান্না কেন? দাদার কাজ দাদা করেছে। এখন কাজ কর, কাজ কর। পোতায় একখানি ইট থাকতে, মাঠে এক ছটাক জমী থাকতে, গোলায় একটি ধান থাকতে চেষ্টা ছাড়ব না। হাইকোর্টে আপীল করব, তাতে ফল না হয়, বিলাতে আপীল করব। তাতেও ফল না হয়, জাতি-ধর্ম্ম খোয়ায়ে সাহেবের জাহাজে চ'ড়ে মহারাণীর পায়ের উপর কেঁদে পড়ব। দাদা পাঁচ বৎসরের জেল দিলেন, দাদা দেখবেন, বোন খালাস করতে পারে কি না?"

রাধিকারঞ্জনের স্ত্রী ও ভগিনীদ্বয় অপরাধীর ন্যায় বলিলেন,—"দিদি, আমরা তবে আসি। আপনি গিয়ে একবার দেখা করুন।" মুক্তকেশী তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া বলিলেন,—"বোলো, দাদাকে বোলো আমি যা বললাম, বোলো।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

দর্শনে।

জেলখানার ঘাটে নৌকা যাইতে না যাইতেই দুইটি জেলখানার কনেষ্টবল চুপে চুপে বলিল—"মায়ীজীকা তাওয়ালিয়া হ্যায়?"

ভবতারিণী সেইরূপ চুপে চুপে বলিল,—"হুঁ।" মুক্তকেশী এখনও রাগে গরগর্ করিতেছিলেন, নয়নযুগল হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হইতেছিল। বাহিরের কোন কথা তাঁহার কর্ণে যাইতেছিল না। কনেষ্টবলেরা পুনরায় বলিল,—"বাবু সাহেবকো সাত আভি মোলাকাত করনেকো ওয়াস্তে আয়া?" ভবতারিণী পূর্ব্ববৎ উত্তর করিলেন, "হুঁ।"

দশমিনিট অতীত হইতে না হইতে কয়েদীর বেশে মনোমোহন আসিয়া নৌকায় উপস্থিত হইলেন।

মুক্তকেশী শূন্যহৃদয়ে দুই তিনবার মনোমোহনের দিকে দৃষ্টি করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। ভবতারিণী ও আহ্লাদমণির বিশেষ চেষ্টায় তাঁহার চৈতন্য হইল। তখন মনোমোহন ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"দেখ মুক্ত, তুমি এত অধীর হ'লে চলবে না।

এত উকীল ব্যারিষ্টার দেওয়া ঠিক হয় নাই। আমার সামান্য আয়, সামান্য সম্পত্তি; এক দিন না এক দিন জেল হ'তে বেরুব। তার পরেও ত খাওয়া-পরা আছে। জেলে যে আমার জামায়ের আদর হচ্ছে, সেও তোমার টাকাবৃষ্টির ফল। আমার ক্ষুদ্র সম্পত্তিতে এত ব্যয় অধিক দিন কুলাবে না। যে পাষণ্ডের চাকুরী করতাম, যে সকল কুকুর আমার অধীনে আমার পদলেহন কর্‌ত, তারা কেহই এ মামলার কাছে এল না। তুমি বাড়ী যাও, গাঙ্গুলী মহাশয় বিষয়কর্ম্ম বুঝেন না। তুমি বিষয়-আশয় দেখগে। আমার পৈতৃক ক্রিয়া-কর্ম্মগুলি বজায় রেখ। আমার মাসিক বৃত্তিগুলি বন্ধ ক'র না। আর হাইকোর্ট আপীলের যে আয়োজন কচ্ছ, তাতে যে কোন ফল হবে বুঝি না; তাতে আর বৃথা টাকা নষ্ট ক'র না। তবে এও জেন মুক্ত, তোমার স্বামী নরহন্তা নয়। যে মোকর্দ্দমায় আমার শাস্তি হ'ল, সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।" মুক্তকেশী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"আমি হাইকোর্টে আপীল করব, বিলাতে আপীল করব, তাতেও ফল না হয়, আমি জাতিধর্ম্ম নষ্ট ক'রে সাহেবের জাহাজে উঠে বিলাতে যেয়ে মহারাণীর পায়ের উপর কেঁদে প'ড়ে তোমাকে খালাস করব।"

মনো। পাগল! পাগল! ভব, তুমি ত সব বুঝ; তুমিই একে সব বুঝিয়ে দেবে। লোকনাথ কাকা, আপনি সব বুঝাইয়া দিবেন; এ পাগল আপনাদের দু'জনার নিকট থাকলো।

মু। তুমি জান, ছোটতরপের বাবু আমার কে? না না, সে পরিচয় আর দিব না। রাধিকাবাবুর সহিত আমার জিদ—তিনি জেলে পুরেছেন, আমি খালাস করবই করব। আমি জেলের কষ্ট কিছুতেই পেতে দেব না। আমি কলকাতায় যেয়ে আপীলের সময় তোমার সঙ্গে দেখা করব। সে জেলেও তোমার ভাল থাকার বন্দোবস্ত করব, তোমার ক্রিয়াকর্ম্ম ক'রে ও মাসিক বৃত্তিও দিয়ে আমি সব চালাতে পারব। ভগবান্ আমায় টাকা দিবেন। তিনি আমায় রক্ষা করবেন। তিনি আমায় রক্ষা করছেন, রক্ষা করবেন।

মনো। মেয়েমানুষের পথে-ঘাটেও বিপদ, পুরুষে যা দুই টাকায় পারে, মেয়েতে তা বিশ টাকায় পারে না।

মু। বিপদ্ বটে; তুমি যে আমার সঙ্গে থাকবে। সঙ্গে থাক্‌বে বলি কেন, হৃদয়ে থাক্‌বে—মাথায় থাক্‌বে। আমি সকল কাজই অল্প টাকাতে করতে পারব।

মনো। যা হউক, বুঝে সুঝে কাজ করবে। নটা বাজে, আমি আর থাক্‌তে পারি না। ভব, কাকা, আহ্লাদ দিদি, তোমাদিগকে আবার বলি, এই পাগলকে দেখো। এ যেন সত্যি সত্যি পাগল না হয়। যথাসর্ব্বস্ব উড়িয়ে না দেয়।

এই বলিয়া মনোমোহন বিদায় হইলেন। জেলের কনেষ্টবলবর অধীর হইতেছিল। সকলে মনোমোহনের পায়ে ঢিপ ঢিপ করিয়া প্রণাম করিলেন। মনোমোহন সজলনয়নে নৌকা হইতে উঠিয়া গেলেন। মুক্তকেশী সজলনয়নে শয্যায় আশ্রয় লইলেন, ভবতারিণী পার্শ্বে বসিয়া একহস্তে মুক্তকেশীর চুলের জটা ছাড়াইতে লাগিলেন, অন্য হস্তে মুক্তকেশীকে বাতাস করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতায়।

মহানগরী কলিকাতায় বিডন ষ্ট্রীটের নিকটস্থ একটি গলির মধ্যে একখানি নূতন বাড়ী। বাড়ীটি সুন্দর, পরিষ্কার ও সুসজ্জিত। উপর-নীচে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ, প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে এক এক জন অধিবাসিনী। বাটীর মধ্যের উত্তর দিকের দ্বিতলের একটি প্রকোষ্ঠ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই প্রকোষ্ঠে পর্য্যঙ্ক, কোচ, টেবিল, চেয়ার, ইজিচেয়ার, মর্ম্মর-প্রস্তরমূর্ত্তি, কৃষ্ণ-প্রস্তরের মূর্ত্তি মৃন্ময় মূর্ত্তি ও অনেক মূল্যবান্ চিত্রপট আছে। গৃহের তলদেশজোড়া ম্যাটিং এবং ম্যাটিং-এর উপর চাদরমোড়া সতরঞ্চ। গৃহের সম্মুখের বারান্দা মর্ম্মরপ্রস্তরে নির্ম্মিত ও তাহার উপর চীনের টবে ফুল ও পাতাবাহারের গাছ। গৃহের মধ্যে এক ইজিচেয়ারে মণিময়স্বর্ণালঙ্কারে সর্ব্ব-অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া, অঙ্গে বহুমূল্য পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক চরণতল জরির কামদার পাদুকায় সুশোভিত করিয়া এক সুন্দর রমণীমূর্ত্তি উপবিষ্টা। পার্শ্বে মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত টেবিলের উপর আলবোলায় সুগন্ধি তামাকের গন্ধে ঘর পূর্ণ হইয়াছে। রমণী সেই রৌপ্যনির্ম্মিত আলবোলার নলে সোনার তার বাঁধাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে টানিতেছেন এবং নানাভঙ্গীতে মুখ হইতে ধূম নির্গত করিতেছেন। অপরাহ্নের সূর্য্যকিরণ কাঁচের জানালার মধ্য দিয়া গৃহের মধ্যে পতিত হইয়াছে, তাহাতে রমণীর অঙ্গের ভূষণের রত্নরাজি অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতেছে। রমণীর নিকটে দাঁড়াইয়া এক পরিচারিকা তালবৃন্ত ব্যজন করিতেছে। ঘরের মধ্যের

কিংখাপজড়িত টানাপাখাগুলি এখন কিছুকালের জন্য বিরামলাভ করিতেছে। রমণী সেই চেয়ারে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন,—সেই কালীচরণের জীর্ণকুটীর আর এই অট্টালিকা। সেই কাচের চুড়ী আর এই হীরকময় ভূষণ, সেই ছিন্ন কন্থা আর এই স্প্রিংয়ের গদি, সেই কদর্য্য অন্ন আর এই রাজভোগ, নরক আর স্বর্গ। ভালই বুঝেছি, ভালই করেছি, আর সেই লম্বা মুখো, উচো দেঁতো, ছোট চোখো, আলুথালু চুলো, হাত-পা শক্ত এক কালীচরণ, আর এখানে উজ্জ্বলকান্তি, শুভ্রদশন, বৃহৎনয়ন, টেড়িবিন্যস্ত কেশ, সূক্ষ্মবসনপরিহিত বহু প্রেমিকের দল। তাহাদের উপহার, তাহাদের প্রেম আমি চরণে ঠেলিতেছি, চরণে দলিতেছি। স্বর্গ এখানে—স্বর্গ এখানে, আর কোথাও নয়।

এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে সেই রমণীর গৃহে জমীদার বন্ধু বারাণসী সাড়ী ও ওড়না লইয়া, মহাজন বন্ধু ক্রেপের শাড়ী লইয়া, ডাক্তার বন্ধু হীরকফলিত নোলক লইয়া, উকীল বন্ধু হীরকখচিত দুল লইয়া, দালাল বন্ধু রুবিখচিত মল লইয়া, মুচ্ছুদ্দি বন্ধু নানারত্নখচিত চন্দ্রহার লইয়া, ছাত্রবন্ধু কাচে ঢাকা ফটো লইয়া, মোক্তার বন্ধু ভাল ভাল নবেল লইয়া আসিয়া ক্রমে ক্রমে গৃহের শোভা সংবর্দ্ধন করিলেন।

সন্ধ্যা সমাগত হইল। গৃহমধ্যে নানারঙ্গের কাচের পাত্রে নানারঙ্গের বাতির আলোক জ্বলিতে লাগিল। বেলফুলের মালাওয়ালা ভীত-ধীরপদবিক্ষেপে টেবিলের উপর পাঁচ গণ্ডা মালা রাখিতেছিল। রমণী উচ্চকণ্ঠে বলিল,—"ওরে রাখাল, পাঁচ গণ্ডা মালায় হবে না রে, আজ দশ গণ্ডা দিয়ে যা।"

তাহার পশ্চাতেই জমীদার বাবুর বাগানের মালি জটাধারী পাঁচটি ফুলের তোড়া রাখিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। তার পর একটি বেশ আঁটা দেবদারুর বাক্স আসিল এবং জমীদার বাবুর কর্ম্মচারী হরিদাস বাবু বাক্স রাখিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন। জমীদার বাবু বলিলেন,—"সব রকম আছে ত?" জমীদার বাবুর কর্ম্মচারী উত্তর করিলেন—"আছে। ব্রাণ্ডি হুইস্কি রম বিয়ার ইত্যাদি।" জমীদার বাবু বলিলেন,—"বেশ! বেশ! তবে বাক্সটি খুলিয়া দিয়া যাও।" অবিলম্বে এক চাটওয়ালার দোকান হইতে দুইখানা চপ আসিল, তাহাতে জলচর স্থলচর অনেক রকম জীবের ভাজা পোড়া রাঁধা পিয়াজ রসুনের গন্ধময় মাংস-অস্থি অনেক আসিল। বোতল সকল খোলা হইল। কেহ ব্রাণ্ডি, কেহ রম, কেহ বা হুইস্কির স্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সকলেরই মুখ রক্তিম, চক্ষু রক্তবর্ণ, হস্তপদাদি কম্পমান্ হইয়া উঠিল। কেহ গান ধরিলেন, কেহ ডুগি-তবলা পিটিতে লাগিলেন, কেহ হারমোনিয়ম ধরিলেন। কেহ ফুলট মুখে দিলেন। অন্য অন্য গৃহ হইতে বিনোদিনী, নিতম্বিনী, গজগামিনী, দামিনী, ভামিনী, গোলাপ, চাঁপা, মল্লিকা প্রভৃতি সেই গৃহে শুভাগমন করিয়া কেহ তিলোত্তমা, কেহ মেনকা, কেহ উর্ব্বশীর স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। টানাপাখাগুলি এখন কপিকলের উপর দিয়া হড় হড় করিয়া চলিতে লাগিল। এমন সময়ে আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত জমীদার প্রমদারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বেতের ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া অসভ্যতার সহিত দপ্ দপ করিয়া পা ফেলিয়া গৃহস্বামিনীর নিকট আগমনপূর্ব্বক মৃদুস্বরে বলিলেন,—"এলোকেশী, এ কি হচ্ছে? এই এক মাসের মধ্যে তুমি এত বেহায়া হয়েছ, তোমাকে এত ভূতে ধরেছে?"

এলোকেশী নিশ্চলভাবে উত্তর করিলেন,—"ভালমানুষের মত বসতে হয় ব'স। পাঁচজনেও বসেছে, তুমিও ব'স, অসভ্যতা ক'র না। বাঙ্গালের রাগ দেখাইও না। বিরক্ত কর ত গলা ধাক্কা দিয়া বের ক'রে দেব।"

প্রমদা। কি, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা! তোকে বাড়ীর বাহির করেছে কে? তোকে কল্‌কাতায় এনেছে কে? এ বাড়ী ক'রে দিয়েছে কে? তোর এমন ভূষণ ও গৃহোপকরণ কে দিয়েছে? তোর নামে তিরিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ কে ক'রে দিয়েছে?

এলোকেশী পুনরপি সহাস্যে বলিলেন—"আপনারা সবে সাক্ষী রইলেন, এই বাঙ্গালটি আমার জাতধর্ম্ম নষ্ট ক'রে বের ক'রে কল্‌কাতায় নিয়ে এসেছে! হো! হো! হো! এই বাড়ী, এই ফারনিচার আর এই গহনার আবার বড়াই! ত্রিশ হাজার টাকা আবার টাকা? আমার জাতধর্ম্মের মূল্য ত কোটী টাকা।

প্র। দেখ্, ছোট লোক, আমি বেত মেরে তোকে ভূতছাড়া করব।

এলো। কি ক্ষমতা! পুরুষ লম্পট শঠ বেইমান অধার্ম্মিক!

প্রমদা ক্রোধে অধীর হইয়া এলোকেশীর দিকে ধাবমান হইলেন। এলোকেশী নিশ্চেষ্টভাবে ইজিচেয়ারেই বসিয়া রহিল। বিনোদিনী আসিয়া প্রমদার

দুই হাত ধরিয়া বলিল,—"ছোটলোকের মত ব্যবহার কেন বাবু! এ ত আর আপনার ঘরের পরিবার নয় যে, বেত মারবেন! এর জাতধর্ম্ম নষ্ট করেছেন, না হয় এক্‌খানা বাড়ীই দিয়েছেন, যেমন দিয়েছেন, তেমনি এর বাড়ীতেও এসে-ছেন। দিতে পারেন আস্‌বেন, না পারেন পথ দেখুন।"

নিতম্বিনী আসিয়া বাবুর জামা ধরিয়া বলিল,—"বড়ই ছোটলোক দেখছি, কি একটু টাট্টাক-নাট্টিকি দিয়েছে তা আবার মুখে আনে।"

গজগামিনী আসিয়া বলিল,—"মার মার, ওই হতভাগার মুখে দুটো চড় মার।"

সকলে সমস্বরে বলিল,—"পাজি বেটাকে জুতো মেরে বের ক'রে দে।"

প্রমদারঞ্জন সক্রোধে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বেত উত্তোলন করিলেন। এলোকেশীর দালাল ও ছাত্র-বন্ধু,—"মার শালাকে মার, মার শালাকে মার" বলিতে বলিতে আসিয়া দুইদিক্ হইতে প্রমদারঞ্জনকে ঘুসাইতে লাগিল, ঘুসির চোটে বাবু দ্বিতলে টিঁকিতে না পারিয়া নিম্নতলে নামিলেন, তথায় ঘুসির চোটে রাস্তায় বাহির হইলেন, রাস্তায়ও পরিত্রাণ নাই। ঘুসি—ঘুসির পর ঘুসি—নাকে ঘুসি মুখে ঘুসি। প্রমদা নিরুপায় হইয়া চীৎকার করিলেন,—"পাহারা-ওয়ালা পাহারাওয়ালা!" দালাল ও ছাত্র উত্তর করিল,—"চোর চোর—শালা বদ্‌মায়েস চোর।" দীর্ঘাকার হিন্দুস্থানী পাহারাওয়ালা আসিয়া প্রমদা-রঞ্জনের গলা টিপিয়া ধরিয়া রুলের ঘা দিতে দিতে বলিল,—"চল্ শালালোক, চল্—থানামে চল্। বাবু সাহেব, চোরাই মাল কাঁহা।"

ছাত্রবন্ধু কহিল,—"কাল থানায় নিয়ে হাজির করব। রূপোর বাটি আর সোনার নল।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

শ্বশুরালয়।

বিজয়া ভবতারিণীকে তিনখানি পত্র লিখিয়া-ছেন। ভবতারিণী তিনখানি পত্রেরই উত্তর দিয়া-ছেন। বিজয়ার কাতর রোদনে ভবতারিণী অধিকতর কাতরস্বর মিলাইয়াছেন। ঝড়ে-জলে মিলিয়াছে, বৃষ্টির কল বন্যার জলে যোগ দিয়াছে, বানের প্রবাহে প্রবল বাত্যায় প্রবল আঘাত লাগিয়াছে। বিজয়ার মন ভবতারিণীর জন্য কাঁদিয়া উঠিয়াছে। ভবতারিণীর মন বিজয়ার জন্য গলিয়া গিয়াছে। বিজয়া ভবতারিণীকে গুরু উপদেষ্টা বা আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভবতারিণী বিজয়াকে এইরূপ এক খানি পত্র লিখিলেন :—

আরপাড়া.
তারিখ, ৩রা আশ্বিন।
সন—

পরম কল্যাণীয়াষু—

প্রাণাধিকা ভগিনি! তোমার পত্র পাইলাম, তোমাকে দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হয়,—ভাবিও না যে, হিংসার দেখা; ভাবিও না, গর্ব্ব-পরীক্ষার দেখা; এ কথাও একেবারে ভাবিও না যে, এ দেখা একে-বারে উদ্দেশ্যহীন। আমিই তোমার নিকটে যাই-তাম। আমার দৈন্য ইহার প্রতিবন্ধক। তুমি হাসিবে না; পাঁচজনে হাসিবে বলিয়া এ অবস্থায় মানুষ মানুষের কাছে যায় না। আমার উদ্দেশ্য—এক মহাতীর্থে যাইবার ইচ্ছা আছে। তুমিও সেই তীর্থদর্শনের জন্য ব্যাকুল। সমপ্রাণতা ও সহানুভূতি যে যে পান্থের একদিকে, তাহাদেরই সেই তীর্থে যাওয়া উচিত। তাই বোন, পার ত এস। এই পূজার পূর্ব্বেই সেই মামাশ্বশুরবাড়ী যেতে ইচ্ছা করি, একবার সেই ঘরখানা দেখে আসব। একবার সেই পায়ের জুতা খড়ম, পরিত্যক্ত বস্ত্র-শয্যা—যাহা পাই লয়ে আসব। যা পাব, তাই পূজার আধার ক'রে পূজা করব। যদি নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর, তবে শীঘ্র এস। বর্ষাকাল, নৌকাপথেই অনায়াসে সেখানে যেতে পারব। বাবা ও মাকে আমার প্রণাম জানা-ইবে। আমার মা ভাই কুশলে আছে। আশা করি, এই পত্রের উত্তরে তোমাকেই দেখিতে পাইব। তীর্থের সম্বল অবশ্যই আনিবার চেষ্টা করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা—
তোমারই দিদি।

বিজয়া এই পত্রপ্রাপ্তি অন্তে ভবতারিণীকে লিখিলেন,—"দিদি! আমারও সে মহাতীর্থে যাই-বার জন্য বাসনা আছে। আমার কেবল তীর্থ-দর্শন নয়, প্রায়শ্চিত্তও আছে। খালি হাতে ত তীর্থে যাওয়া যায় না, তীর্থে যাওয়ার কিছু সম্বলও চাই—কিরূপভাবে সজ্জিত হইব লিখিবে।"

উক্ত পত্রের উত্তরে ভবতারিণী লিখিলেন,"বোন, তুমি দেখছি অতিশয় বুদ্ধিমতী, তীর্থের আদর-যত্ন সম্বলের উপর নির্ভর করে। পাণ্ডাদিগকে যে অর্থ দান করিতে পারে, পাণ্ডারাও সেই যাত্রীর উপর তত

যত্ন করে। তোমার পদোচিত ভাবে সজ্জিত হইবে। আমিও প্রস্তুত হইতে থাকিলাম। পূজার পূর্ব্বেই ফেরা চাই, শীঘ্র আসিবে।”

এই পত্রের পাঁচ দিন পরে বিজয়া আসিয়া ভবতারিণীদিগের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে বৃহৎ নৌকা। সঙ্গে একটি বৃদ্ধা পরিচারিকা ও এক জন প্রাচীন ভৃত্য। নৌকায় জিনিস পত্র অনেক। বিজয়া আসিয়া ভবতারিণীকে একটি নমস্কার করিলেন। ভবতারিণী বিজয়াকে লইয়া এক নির্জ্জন গৃহে বসিলেন। বিজয়ার চক্ষুজলে গণ্ডদেশ প্লাবিত হইল। ভবও নয়নজলে বিজয়ার মস্তক সিক্ত করিলেন। সে সময়ের মত কথোপকথন চক্ষুজলেই হইল।

অপরাহ্নে ভবতারিণী বিজয়াকে সঙ্গে করিয়া মুক্তকেশীর নিকটে আসিলেন। বিজয়া মুক্তকেশীকে নমস্কার করিলেন। ভব জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বল দেখি বৌদিদি, এ কে ?”

মুক্তকেশী দুর্গাপূজার পুরাতন ফর্দ্দ দেখিয়া নূতন ফর্দ্দ করিতেছিলেন। তিনি দুইবার বিজয়ার মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন,—“বিজয়া !”

ভব। ঠিক বিজয়া ?

মু। ঠিক বিজয়া।

ভ। চিন্‌লে কিসে ?

মু। মুখ দেখে।

ভ। অপরিচিত লোক কি মুখ দেখে চিনা যায় ?

মু। যায়। গাছের ফোটা গোলাপ আর বোঁটাছেঁড়া গোলাপ দেখলেই চিনা যায়।

ভ। আমি বিদায় নিতে এসেছি।

মু। কোথায় যাবে ?

ভ। মহাতীর্থে।

মু। এখন তীর্থে যাওয়ার সময় হ’ল ?

ভ। তোমার যদি এত ব্যয়ে এখন ঠাকুর দর্শন হয়, তবে আমার তীর্থে যাওয়া হবে না কেন ?

মু। বুঝেছি। পূজার পূর্ব্বে ফিরবে ত ? পূজার সব তোমাকেই করতে হবে।

ভ। তীর্থস্থানে বাস ব্যয়সাপেক্ষ। বিশ্বেশ্বর তেরাত্রি বাস কর্ত্তে দেন কি না সন্দেহ।

মু। কবে যাবি ?

ভ। এখনি।

মু। আজ না—এ রাত্রে না। আজ রাত্রে তিন জনে এক সঙ্গে ব’সে কাঁদব।

ভ। অনেক কান্নাকাটি হয়ে গিয়েছে। তোমার নূতন, তাই তুমি কাঁদতে চাও।

মুক্তকেশী বিজয়ার গলা জড়াইয়া ধরিলেন ও মুখের অবগুণ্ঠন অপসারিত করিলেন। তিনি বামহস্তে বিজয়ার ও দক্ষিণহস্তে ভবর গলদেশ বেষ্টন করিয়া বলিলেন, “ঠিক লক্ষ্মী-সরস্বতী। পাপের ভোগ, শাপের ভোগ। কখনও দুঃখ পাবে না। ঠাকুর কোথায় কি অবতার হ’তে গিয়েছেন। ভগবান্ এমন সুন্দর মূর্ত্তি, এমন দেবদুর্ল্লভ মুখ, এমন সরল সুন্দর সীমন্ত, মিছামিছি সৃষ্টি করেন নাই। এ ফুল দেব-পূজায় লাগবে, লাগবে, লাগবে। তোদের দুঃখের দিন শেষ হ’য়ে এসেছে। কাল রাত্রের এক স্বপন ফললো, আর এক স্বপন ফলবে। বিজয়াকে আমি স্বপ্নে এমনটি দেখেছি।”

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

তীর্থে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের বাটী। ছোট বড় দশখানি ঘর। বাটীর মধ্যে উত্তর-পূর্ব্ব ও পশ্চিমের গৃহ বাসগৃহ। দক্ষিণের দক্ষিণদ্বারী গৃহ মণ্ডপ। উত্তর ও পশ্চিমের গৃহের পশ্চিমে আমিষ-নিরামিষ পাকশালা ও ঢেঁকিগৃহ। নিরামিষ পাকশালাই ঠাকুর-গৃহ। বহির্ব্বাটীর পূর্ব্বগৃহ কাছারী এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমের দুই ঘর গোশালা ও গরুর আহারগৃহ।

বেলা অপরাহ্ন। পূর্ণচন্দ্রের দুই মাতুল-পত্নী উত্তরের পোতার বারান্দায় বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছেন। বড় মাতুলের পুত্র কালু এতক্ষণ লালসূতা পরীক্ষা করিতেছিল। এক্ষণে লালায়িত রসনায় তাহার স্বাদগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। কনিষ্ঠ মাতুলের কন্যা পটু, এতক্ষণ কয়েকটা ফুল নাড়াচাড়া করিতেছিল। এক্ষণে তাহার বিনাশে প্রবৃত্ত হইল। ভট্টাচার্য্যদিগের দক্ষিণের ঘাটে একখানি বড় নৌকা আসিয়া লাগিল। এক জন মাঝি এক বস্তা চাউল, অন্য মাঝি এক বস্তা ডাইল, তৃতীয় মাঝি দুই কানেস্তারা ঘৃত ও তৈল এবং চতুর্থ মাঝি একটা কাপড়ের বড়বস্তা লইয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিল। দুইটি বধূ দুইটি বড় বড় হাঁড়ি কক্ষে লইয়া নৌকা হইতে নামিলেন। মাঝি চারিটি অগ্রে অগ্রে চলিল। বধূদ্বয় তাহাদিগের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। তাঁহারা সোজাসুজি একেবারে আসিয়া উত্তরের বারান্দায় উঠিলেন। এই সময়ে পূর্ণচন্দ্রের মাতুলদ্বয় কাছারী-ঘরে বসিয়া স্ব স্ব আদায়ী খাজনা জমাখরচে ওয়াশীল দিতেছেন।

বধূ দুইটি একেবারে আসিয়া উত্তরের বারান্দায় উঠিলেন। তাঁহারা দুই জনেই দুই মাতুলানীর চরণে প্রণত হইলেন। দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া দুই জনে দুই জনের পদরজ লইলেন। উভয়ের মস্তকে অবগুণ্ঠন ছিল, বড় মাতুলানী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমরা কারা ?"

ভবতারিণী অবগুণ্ঠন একটু সরাইয়া বলিলেন, "বড় মা! দুই দিনে আমায় চিনতে পারলেন না ? আমি আর ছোট বউ বিজয়া।" বড় মাতুলানী তখন উচ্চরবে রোদনস্বরে বলিলেন, "বাবা পূর্ণ, তুই রাগ ক'রে কোথায় গেলি রে বাপ, কোথায় গেলি ? আজ লক্ষ্মী-সরস্বতী এসে উপস্থিত রে বাপ, আজ লক্ষ্মী-সরস্বতী এসে উপস্থিত! তুইও বাড়ী আয় রে বাপ, তুইও বাড়ী আয়!" এই রোদনে ছোট মাতুলানীও যোগ দিলেন।

মাতুলদ্বয় কাছারীঘর হইতে দপ্তর বাঁধিয়া বাটীর মধ্যে আসিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "তোমরা কেন্দে কেটে বউমাদিগকে উতলা কচ্ছ কেন ? পূর্ণ কি আমাদের বোকা ছেলে, কি আমরা লেখাপড়া শিখাই নাই ? ব্যাটা ছেলে রেগে বাড়ী হ'তে বেরুলে বড় লোক হয়। মেয়ে-ছেলে বাড়ী হ'তে বেরুলে জাত যায়। বউমা, মাঝি-মাল্লাদিগের খাওয়া-লওয়ার যোগাড় কর, কান্না রাখ।"

দুই বধূ দুই মাতুলের সম্মুখে যাইয়া প্রণত হইলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে তাঁহাদের পায়ের নিকটে পঁচিশটি করিয়া টাকা রাখিলেন। ইতিমধ্যে বিকট রোদনে বাড়ীর ছেলে-মেয়ে—হরি, কালু, গুরু, কেষ্ট, পদ্ম, টেবা, টুনী প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। ভবতারিণী হাঁড়ির মুখ খুলিয়া সন্দেশ, রসগোল্লা, ক্ষীরসাজ, ক্ষীরের নাড়ু প্রভৃতি ছেলে-মেয়েদিগকে দিতে লাগিলেন। বিজয়া কাপড়ের বস্তা খুলিয়া সকলকে জোড়ায় জোড়ায় কাপড় ও জামা দিতে লাগিলেন। মাঝি-মাল্লাগণ এতক্ষণে বস্তাগুলি আনিয়া শেষ করিল। পরিশেষে বৃন্দাবন ভৃত্য ও গঙ্গা পরিচারিকা দুই ঝাঁকা ফল ও মাঝি-মাল্লাগণ চার ঝাঁকা তরকারী আনিয়া উপস্থিত করিল। বড় মামী রন্ধনে যাইবার উদ্যোগী হইতেছিলেন, ভব বলিলেন, "না বড় মা, রাঁধতে হবে না ; আমাদের সকলেরই খাওয়া হয়েছে। মাঝি-মাল্লারা এখন চলিয়া যাউক। বৃন্দাবন জ্যেঠাও যাও, গঙ্গা পিসী মেটে দ্রব্য খুব ভাল গড়ে, ও কয়েক দিন থাক। মামাদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন, নৌকা আবার কবে আসবে। দাদার বাড়ীও পূজা, বিজয়ার বাপের বাড়ীতেও পূজা ; আমাদের পূজার পূর্ব্বেই যেতে হবে।"

বড় মামী গলা টানিয়া স্বর পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "ওগো, তোমরা শুনছ, বউমারা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন, নৌকা আবার কবে আসবে ? বড় বউমার দাদার বাড়ী পূজা, ওকেই সব করতে হবে। ছোট বউমার ত বাপের বাড়ী পূজা, সে সময়ে ত তার এখানে থাকা হয় না। আমাদের বাড়ী ত আর পূজা নাই।"

মাতুলেরা দুই ভাই হিসাব করিয়া পঞ্জিকা দেখিয়া বলিয়া দিলেন,—"আট দিন পরে ত্রয়োদশী তিথি, নক্ষত্রও ভাল, বারও ভাল। তিথ্যমৃতযোগ আছে। বুঝলে, আট দিন পরে শুক্রবারে।"

মাঝি-মাল্লা ও বৃন্দাবন বিদায় হইয়া চলিয়া গেল। আট দিন পরে আসিতে হইবে, তাহা তাহারা বেশ করিয়া শুনিল। সেই রজনীতে ভব ও বিজয়া রন্ধনে ব্যাপৃত হইলেন। ছোট মাতুলানী তাঁহাদের সাহায্যার্থে গমন করিলেন। মাতুলানীকে একখানি বড় পীঁড়িতে বসাইয়া রাখিয়া ভবতারিণী রন্ধন করিতে লাগিলেন। বিজয়া তরকারী কুটিতে ও বাটনা বাটিতে লাগিলেন। সুখ-দুঃখের অনেক কথা হইল। ভব কথায় কথায় ছোট মাতুলানীর হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিলেন, তাঁহার চিত্ত বধূদিগের দুঃখে একেবারে দ্রবীভূত হইল। ভব জিজ্ঞাসা করিলেন, "পলায়নের কারণটা কি হ'ল ?" ছোট মাতুলানী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে পূর্ণ সম্বন্ধে বড় মাতুল ও মাতুলানীর কথা সবিস্তার বর্ণনা করিলেন। পূর্ণ পূর্ব্বে ঘরে বসিয়া যে সে কথা শুনিয়াছিল ও যাহা তাঁহারা পরে জানিয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন। সেই পূর্ণর পলায়নের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। ভব আবার স্থিরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, সেই যাওয়ার পর কি কোন পত্র কি কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই ?"

ছোট মাতুলানী বলিলেন, "যাওয়ার তিন মাস পর হ'তে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু টাকা রেজেষ্ট্রি পত্রে আসে। পূর্ণর ছোট মামা বলেন, এ টাকা পূর্ণ পাঠায়। পত্রে নাম-ঠিকানা কিছুই থাকে না। পত্রের উপরের ডাকঘরের ছাপায় এক একবার এক এক ডাকঘরের নাম লেখা থাকে।"

ভব। তাঁর একখানা চিঠি আমায় দিতে পারেন ছোট মা ?

মা। তল্লাস ক'রে বোধ হয় দিতে পারব।

ইতিমধ্যে রন্ধনব্যাপার সমাপ্ত হইল। ছেলে-মেয়েদের আহার শেষ হইল, পরে দুই মাতুল আহারে বসিলেন। বড় মাতুল আহার করিতে করিতে

বলিলেন, "বড় মা'র পাক অমৃত।" ছোট মাতুল কহিলেন, "চুপ কর, দাদা, চুপ কর, বড় বউ শুনলে প্রমাদ বাধবে।"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব স্মৃতি।

পূর্ব্বগৃহে দুই বধূর শয়নস্থান হইল। পূর্ণচন্দ্র যে খট্টাঙ্গে শয়ন করিতেন, দুই বধূরও সেই খট্টাঙ্গে শয়নস্থান হইল। গঙ্গামণি ঘরের মেজের মৃত্তিকায় শয্যা পাতিল। গঙ্গামণি কর্ণে কিছু কম শুনিত এবং রাত্রিতে চক্ষুতে ভাল দেখিতে পাইত না। গঙ্গামণিকে রাখার উদ্দেশ্য—দুই বধূর নিকটে শয়ন করে। খট্টাঙ্গে দুই বধূ বসিলেন। বিজয়া ভবতারিণীর গলা ধরিয়া কান্দিয়া ফেলিলেন। ভব বলিলেন,—"কান্দিস্ কেন বোন্, সন্ধান ত হইল, সে টাকা তিনিই পাঠান। এ বাড়ীতে মাসে মাসে টাকা পাঠায়, এমন আর কেহ নাই, আমি বেশ জানি। তিনি সাধু-সন্ন্যাসী হন নাই, তাও ঠিক।"

বিজয়া ভবর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "কেন?"

ভব। শোন, বুঝিয়ে দিচ্ছি। মাথা ধরলে কেউ পায়ে কাপড় বাঁধে না। গলায় বেদনা হ'লে কেহ হাঁটুতে চূণ মাখে না। মামা মামী, তিনি উপার্জ্জন করেন না বলেছেন। তাঁর চেষ্টা হয়েছে উপার্জ্জন করা। দুই বে' ক'রে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লজ্জা হ'ল। তোকে বাড়ীতে আনতে পারলেন না। মামা মামী অসাক্ষাতে নিন্দা করলেন। মা নাই, বাপ নাই, স্ত্রী দুটি থেকেও একটি নিকটে নাই, এ সংসার-মরুতে তাঁর বটচ্ছায়া নাই, শান্তি-সুখ দিবার কেহ নাই। তাই তিনি উপার্জ্জিত অর্থরাশির উপর মাথা রাখিয়া তাপদগ্ধ হৃদয় শীতল করতে গিয়াছেন। হায় হায়! তিনি বড়ই কষ্ট পাচ্ছেন। তিনি সত্য-বাদী, জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক, দেবতুল্য লোক।

বিজয়া ভবকে শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল, "দিদি! আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমি আর সহিতে পাচ্ছি না, ঐ বাক্স, ঐ ডেক্স, ঐ খাট, ঐ আলনা, ঐ কয়েকখানি ছবিতে যেন তাঁর হাত দেখতে পাচ্ছি। তিনি যেন এই ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং এক একবার আমার দিকে চোখ রাঙায়ে চাচ্ছেন।"

ভব। দূর পাগলি! তুই এখনও মনকে গড়তে পারিস্ নি। বুক ভাঙ্গে না যেন, তিনি ব্যথা পাবেন। আমি আজ বড় সুখী, তাঁর অর্দ্ধাঙ্গ তোরে বুকে ধরেছি। তাঁর ঘরে তাঁর দ্রব্য চারিদিকে দেখছি। মণিকর্ণিকায় হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মপরীক্ষার, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-মূর্ত্তি দর্শনে যেমন ব্রজলীলা, রামেশ্বর শিব দর্শনে যেমন রামের সেতুবন্ধন প্রভৃতি মনে করিয়া ভক্তগণের হৃদয় পূর্ব্বকীর্ত্তির স্মৃতিরসে আপ্লুত হয়, আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে থাকে, আমার আজ তাই হচ্ছে। আচ্ছা, বল দেখি বিজু, আশাই সুখ, না আশার সিদ্ধিতে সুখ? এই যে শরৎকালের মহাপূজার ধূম আসছে, সেই পূজা করায় সুখ, না পূজার কল্পনা-জল্পনায় সুখ? সম্মুখস্থিত পতির সেবা-শুশ্রূষায় সুখ? না হৃদয়পদ্মে আসীন পতির মানসোপচারে পূজায় সুখ?

বিজয়া। কিছুই বুঝি না দিদি, কিছুই বুঝি না।

ভব। তুই পতিকে এখন হৃদয়ে ধরতে পারিস না। প্রাণপণ যত্নে তাঁহাকে হৃৎপদ্মে বসা, মানসো-পচারে তাঁহার পূজা কর, আশায় বুক বাঁধ। কল্প-নায় তাঁর সেবা পূজা কর। ভাবিস্, তিনি আছেন, —নিকটেই আছেন,—হৃদয়ের মধ্যে আছেন। তিনি আমি এক, আমার সকল কাজ তাঁর কাজ। অথবা আমার সকল কাজ তাঁহার চরণে অর্পিত। ভাব দেখি, এই ভাবে দুঃখ-ক্লেশ কিছুই থাকবে না। আমি তাঁর মন জানি। তুই তাঁর জন্যে এমন করিস না। আতসী কাচ হ, মন আতসী কাচ কর। আতসী কাচ রৌদ্রে রেখে তার নীচে কাগজ রেখে দেখেছিস ত কাগজ জ্ব'লে উঠে। আমাদের হৃদয়-আতসীতে পতি-সূর্য্য চিন্তারৌদ্রে পতি আপনি এসে প্রতিভাত হবেন। তখন বিরহ-বিচ্ছেদ-যাতনা কষ্ট কিছুই থাকবে না।

বিজয়া। কিছু কিছু বুঝলাম দিদি, সব বুঝলাম না। তুমি দেখি স্ত্রীধর্ম্মে অনেক এগিয়ে পড়েছ? আমি তোমার শিষ্যা হয়ে তোমার পায়ের কাছেও দাঁড়াতে পারি না।

দুই জনের সম্পূর্ণ রজনী এইরূপ কথোপকথনে কাটিল। ভব একটি চাবি দিয়া পূর্ণচন্দ্রের একটি ডেক্স খুলিল। ডেক্সতে একখানি পূর্ণচন্দ্রের ফটো ও একখানি ভবর নিকট লিখিত পূর্ণচন্দ্রের পত্র পাওয়া গেল।

পত্রখানি পূর্ণের দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের পূর্ব্বে লিখিত, কিন্তু লজ্জায় ডাকঘরে দেওয়া হয় নাই। ফটোখানি বিজয়া ও পত্রখানি ভব লইলেন। একে লইলেন মূর্ত্তি, অন্যে লইলেন মন!

পরদিন প্রাতে দুই বধূ ঘাটে বাসন মাজিতে ও জল আনিতে গিয়াছেন। পাড়ার বধূ ও কন্যাগণ উপস্থিতা;

তাঁহারা বধূদিগকে দেখিতে আসিয়াছেন। বড় মাতুলানী আস্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছেন,—"আমি ত বলেছিলাম, মুখুয্যে-বাড়ীর ছোট বউ, আমার বউমাদের বাঁ পার নিকটেও দাঁড়াতে পারে না। বউ চিনেন এই বাড়ীর বড় কর্ত্তা। আমার বড় মা অন্নপূর্ণা, ধীর স্থির প্রশান্ত অথচ প্রফুল্ল মূর্ত্তি, মা যেন অন্নক্লিষ্ট বঙ্গে অন্নদান করতে এসেছেন। আমার ছোট মা জগদ্ধাত্রী, মা যেন জগৎ পালন করতে, পুণ্যের পুরস্কার দিতে, পাপীর শাস্তি দিতে হাস্যময়ী মূর্ত্তিতে ধরায় অবতীর্ণা হয়েছেন। তোমরা একটু দাঁড়াও, ঐ যে মা'রা আসছেন।"

সকলে বধূদ্বয়কে দেখিলেন। রূপসীদের রূপসী দেখিলে খুঁত বাহির করিবার অভ্যাস আছে। এই দুই বধূর মূর্ত্তিতে এমন প্রফুল্লতা, এমন কাতরতা, এমন করুণা, এমন চিত্তহারিণী শক্তি মাখান ছিল যে, সকলে সমস্বরে বলিলেন, "আপনি যা বলেছেন, তাই ঠিক।" গঙ্গামণি মাটীর পুতুল, সরা, মালসা, প্রদীপ, কল্কে, হাতী, ঘোড়া, ধুনচি হাতে গড়িতে গড়িতে কি যেন বলিতেছিল। ভব ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন এবং গঙ্গামণিও নিস্তব্ধ হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

মুক্তকেশীর দশা।

ভবতারিণী চলিয়া যাওয়ার পর মুক্তকেশীর স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ক্রোধ বাড়িয়াছে এবং তিনি শয্যায় পড়িয়া কেবলই কান্দিতেছেন। মনোমোহিনী ও ভগবান্ সাহস করিয়া নিকটেও আসিতে পারিতেছেন না। আহ্লাদমণি বলপূর্ব্বক তিরস্কার খাইয়া মুক্তকে স্নান করায় ও ঠাকুরঘরে বসায় ও ভাতের সম্মুখে রাখিয়া দেয়। মনোমোহনের শারদীয়া মহা পূজার কোন আয়োজন হয় নাই। বৃত্তিভোগী পাল আসিয়া কেবল একখানি প্রতিমা গড়িয়াছে মাত্র।

বাহিরবাটীর উঠানে হাঁটু সমান ঘাস গজাইয়াছে। বাহিরবাটীর কাছারী, মণ্ডপ ও অন্যান্য ঘরের মেজের কাঁচা মাটী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। দরমা ও ছেঁচা বাঁশের বেড়ায় উই ধরিয়াছে। খিড়কীর পুষ্করিণীতে যাইবার পথে ও ঘাটে মাজা সমান কচুর গাছ হইয়াছে। বাড়ীর মধ্যে চকের উঠানে ঘাস গজাইয়াছে। ঢেঁকিশালে ঢেঁকির গড় ছিদ্র হইয়া গিয়াছে। ধানের গোলায় ইন্দুর ধরিয়াছে। ভগবান্ 'যাক্ গে' বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কেবল দাবাখেলায় মন ডুবাইয়া দিয়াছেন। মনোমোহিনী মনঃকষ্টে গম্ভীর হইয়া দিবারাত্র কাঁথা সেলাই করিতেছেন। মুক্তকেশীর আর কোন চিন্তা নাই। তিনি দিবারাত্র শয্যায় পড়িয়া কান্দিতেছেন। তিনি মনোমোহনের কয়েদী বেশ সম্মুখে দেখিতে পাইতেছেন। তাঁহার হাতে কড়ি, পায়ে বেড়ী, পরিধানে হাফপেণ্ট ও গায়ে কয়েদীর জামা। তিনি কখনও চোখের সাম্‌নে মনোমোহনকে ঘানি ভাঙ্গিতে, শুর্‌কি ভাঙ্গিতে ও কোদাল কোপাইতে দেখিতেছেন। তিনি কখন কখন লোকনাথ কাকাকে ডাকিতেছেন এবং জিজ্ঞেসা করিতেছেন, "তাঁহার জেলে ভাল অবস্থায় থাকার ত বন্দোবস্ত করা হইয়াছে ?" লোকনাথ উত্তরে বলিতেছেন, "খুব ভাল বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তাঁর কোন কষ্ট হবে না। পাঁচশত টাকা খরচ ক'রে এসেছি। ডাক্তার ও জেলার তাঁকে কোন কঠিন কাজ করিতে দেবে না। তাঁকে রোগী ক'রে রাখবে ও সামান্য কাজ দিবে।" মুক্তকেশী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই পাঁচশ টাকা কার হাতে দিয়েছেন ?"

লোকনাথ। টাকাটা ডাক্তার ও জেলার দুই জনকে একসঙ্গে ক'রে দিয়াছি।

মুক্ত। আমার সর্ব্বদাই ভয় হয়, কঠিন পরিশ্রমে তিনি মারা না পড়েন।

লোকনাথ। কোন ভয় নাই মা, কোন ভয় নাই। আর একটা কথা বলি মা, প্রতিমা গড়া হ'ল, কোন আয়োজনই হ'ল না। তুমি এ ভাবে প'ড়ে থাকলে কিছুই হবে না। কাজ কর, কাজই সকল কষ্ট ভুলে থাকার উপায়।

মুক্ত। তা ঠিক কাকা, সময় সময় লোকের শরীর এরূপ ভাবে ভেঙ্গে পড়ে যে, আশ্রয় না হ'লে দাঁড়াতে পারে না। ভব আমার সেই আশ্রয়। ভব না আসিলে আমার কোন কাজ করার সাধ্য নাই।

লোকনাথ দুঃখিত-চিত্তে মুক্তকেশীর নিকট হইতে উঠিয়া গেলেন। আহ্লাদমণিরও মন ভাল নাই। তাহার কন্যাস্থানীয় অন্নপূর্ণা নিরুদ্দেশ।

গ্রামের লোকে বলিল,—"এবার চাটুয্যে-বাড়ীর পূজা হওয়া দায়।"

অমাবস্যার দিন দুই প্রহরের সময় ভবতারিণী বিজয়ার সহিত বাড়ীতে আসিল। লোকনাথের কথানুসারে বাটীতে আসিবামাত্র মুক্তকেশীর সহিত দেখা করিল। ভবর বহু ডাকেও মুক্তকেশী কোন উত্তর করিলেন না। ভব মুক্তকে হাত ধরিয়া বসাইলেন এবং বলিলেন, "মান না কি ?"

মুক্তকেশী সক্রোধে উত্তর করিলেন, "যান না? এবার আর পূজা হবে না। ঐ যে প্রতিমা প'ড়ে রইল।"

ভব। দাদা কি পূজা-পার্ব্বণ রক্ষা করতে ও বৃত্তি দিতে আমাকে ব'লে গেছেন? কাল প্রতিপদ—কল্পারম্ভ, তুমি শুয়েই আছ।

মুক্ত। আমার আর উঠার সাধ্য নাই।

ভব। কেন, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা গেলে ত আর সংসারের কাজ চলে না। পুরুষের দশ দশা; নিরুদ্দেশ নয়, ব্যামো-পীড়া নয়,—একটা মিথ্যা মোকর্দ্দমায় দুই দিনের জন্য জেলে গিয়াছেন, তারও ত আপীল হয়েছে, এতেই যদি তুমি সব ত্যাগ কর, তবে লোকে বলবে কি? উঠ, লোকজন ডাকাও, বড়ীঘর ঠিক কর। এবার পূজায় কোন ত্রুটী হ'লে তোমার নিন্দে।

মুক্ত। এবার সব তোমায় করতে হবে; পারি না, তার কি করব।

ভব। উঠ, আমার সঙ্গে এস, পার কি না পার, আমি দেখছি।

বিজয়া ভবর সঙ্গেই ছিল। মনোমোহিনী ও আহ্লাদমণি আসিয়া ভবর সঙ্গে যোগ দিলেন।

মুক্ত বাহিরে আসিলেন। চারিদিকে লোক ছুটিল। এক দল ঘরের পোতা বাঁধিতে, অন্য দল উঠান চাঁছিতে, তৃতীয় দল ঘরের বেড়া বান্ধিতে, চতুর্থ দল কাঠের চেলা করিতে আরম্ভ করিল। গোলা হইতে চাউল প্রস্তুত করিবার জন্য রাশি রাশি ধান্য বাহির করা হইল। মুগকলাই, মাষকলাই, মসূর, মটর, ছোলা, হরহড় প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া দাইল প্রস্তুত হইতে লাগিল। চিঁড়ার পাড়ে গ্রাম কম্পিত হইতে লাগিল, গৃহপার্শ্ব হইতে খৈ ভাজার শব্দ উঠিতে লাগিল। পাঁটা-মেড়ার ডাকে বাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিল। চট্টোপাধ্যায়-বাটীতে নবশক্তির আবির্ভাব হইল। বৈদ্যুতিক শক্তিতে যেন সকল কাজ হইতে লাগিল। নিরুৎসব গৃহে উৎসব আসিল। ভবর কথায় মুক্ত বুঝিলেন, পতির আদেশ-পালনই পত্নীর প্রধান কর্ম্ম। ক্লেশে কাতর হইয়া পড়া মনুষ্যের কর্ম্ম নহে। বিপদ্-তরঙ্গের মধ্যে যে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে, যে বাত্যাসংক্ষুব্ধ তরঙ্গায়িত নদীতে হাল ধরিতে পারে, সেই প্রকৃত কর্ণধার। সংসার বহু বিপদের রঙ্গালয়; যিনি বিপদ-ভ্রূকুটীতে পলায়নপর হন, বিপদ্ তাঁহাকে আরও সদর্পে আক্রমণ করে।

ভবর কথায় মুক্তর শক্তি-সামর্থ্য সকলই ফিরিয়া আসিল। বিজয়া এবার পূজোপলক্ষে মুক্তকেশীর বাটীতেই থাকিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

যাত্রা।

মনোমোহনের ফৌজদারী আপীলের দিন নিকট। মুক্তকেশী স্বয়ং কলিকাতায় যাইবেন, দিন স্থির হইয়াছে। মনোমোহন আলীপুর জেলে প্রেরিত হইয়াছেন। মুক্তকেশী যে আপীলের মোকর্দ্দমার জন্য কলিকাতায় যাইতেছেন, এমন নহে। তিনি আলীপুর জেলে যাহাতে মনোমোহনের কোন ক্লেশ না হয়, সে জন্যও কলিকাতায় যাইতেছেন। রাধিকারঞ্জন বাবুর সে ভাওয়ালে নৌকা অদ্যাপি আসিল না। মুক্তকেশী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি সক্রোধে ভবকে বলিলেন, "দেখেছ দাদার কাজ! এবার বুঝি নৌকাখানাও পাঠাবেন না?" ভব উত্তর করিল, "এখনও কয়েক দিন বাকী আছে।"

মুক্ত। দিন থাক আর নাই থাক, আমি তাঁর নৌকায় যাব না। যে এত বড় গর্হিত কাজ করলে, যে পরিচয় পেয়েও ভগ্নীপতিকে জেলে পূরলে, তার কোন সাহায্য নেব না।

ভব। তাঁর বেশী দোষ দিতে পারি না। দাদাকে বাঁচালে তাঁর কর্ম্মচারীগুলি জেলে যায়। তাঁর উভয়-সঙ্কট হয়ে পড়েছিল।

মুক্ত। যাই হোক, তাঁর ভাওয়ালে নৌকায় আর যাব না। লোকনাথ কাকাকে দিয়া একখানা নৌকা ঠিক কর।

লোকনাথ বহু চেষ্টায় একখানি বৃহৎ নৌকার যোগাড় করিলেন। মনোমোহনের জেল হওয়ার দিন হইতে গদাই পাইক বিদায় লইয়াছে। সে প্রমদারঞ্জন বাবুর কাজ আর করিবে না বলিয়া অন্য মনিবের সন্ধানে যশোহরেই রহিয়াছে। এবার কলিকাতায় চলিলেন মুক্ত, ভব, আহ্লাদমণি ও লোকনাথ। মুক্তকেশী আর একটি পুরুষ লোক সঙ্গে লইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এবার কালীচরণ মুক্তকেশীর সঙ্গে যাইবার জন্য বড় আগ্রহ প্রকাশ করিল, মুক্তকেশীও তাহাকে সঙ্গে লইলেন।

তিন দিন হইল নৌকা বাড়ী হইতে ছাড়িয়াছে; খুলনার জেলা ছাড়াইয়া নৌকা বাদার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। অদ্য তৃতীয় দিন, সন্ধ্যাকাল, নৌকায়

কাজেম মাঝি বলিল, "কর্ত্তা মহাশয়, এই খালের মধ্যে দুই চার রশি গেলেই আমাদের দেশী লোকের একটা আড্ডা আছে, সেখানে তাদের কাছে কিছু বাটার খরচ দিতে চাই।"

লোকনাথ সরল লোক, তিনি সরল বিশ্বাসে নৌকার মাঝির কথায় সম্মত হইলেন। একটা খালের মধ্যে নৌকা কতক দূর গমন করিল, মাঝিরা এক স্থানে নৌকা লাগাইল এবং নৌকার দুই দিক্ লগী পুঁতিয়া বাঁধিল। তার পর নৌকার সিঁড়ি ফেলিয়া চার জন মাঝি দপ দপ করিয়া নামিয়া গেল। প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হইল, তথাপি তাহারা ফিরিল না। কাজেম মাঝি ক্রোধে অধীর হইয়া "ও বছিরদ্দি, ও কছিমদ্দি, ও নাদের, ও কাদের" বলিয়া বহু ডাক ছাড়িল। কোন উত্তর না পাইয়া মাঝি ক্রোধে হত-জ্ঞান হইয়া অসংখ্য গালি বর্ষণ করিতে করিতে নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাদিগের সন্ধানে চলিল। আরও অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইল, মাঝি-মাল্লা কেহই ফিরিল না। ভব বলিলেন, গতিক ভাল নয়। মাঝিদের কি দুরভিসন্ধি আছে। মাঝিবেটার চাওনিও ভাল নয়।"

এই কথা শ্রবণে লোকনাথ ও কালীচরণ হতজ্ঞান হইলেন। আর বিলম্ব করা উচিত নয় বুঝিয়া ভব আহ্লাদমণিকে সঙ্গে করিয়া একটি আলো লইয়া তীরে উঠিলেন। তীরে উঠিয়া দেখিলেন, নিকটে লোকা-লয় নাই। একটি লোক একটি ভালুক সঙ্গে করিয়া একটি মশালের আলো লইয়া আসিতেছে। ভব তাহাকে বলিলেন "বাবা, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। আমাদের মাঝি-মাল্লা প্রায় দু ঘণ্টা আমাদের নৌকা হ'তে নেমে গেছে। তাহাদের কি মন্দ মত-লব আছে।"

ভালুকওয়ালা বলিল, "মা, বিপদের কথা বটে। এই খালে মধ্যে মধ্যে ডাকাইতি হয়। আমি এক দিক্ রক্ষা করতে পারব বটে, কিন্তু আমার ভালুকটি যাবে। এই ভালুকটির খেলা দেখিয়ে আমি রোজ-গার করি।"

ভব। বাবা, শীঘ্র নৌকায় চল। আমাদের সঙ্গে বন্দুক আছে। নৌকার অন্য দিক আমরা ঠেকাতে পারব। তোমার এক ভালুক যায়, আমরা দশ ভালুকের মূল্য তোমায় দিব।

সকলে নৌকায় উঠিলেন। ভালুকওয়ালা ভালুক ও তাহার মশাল লইয়া নৌকার সম্মুখে দাঁড়াইল। ভব ও মুক্ত হাঁটুগাড়া দিয়া বন্দুক ও টোটা লইয়া নৌকার পিছনদিকে বসিলেন।

অবিলম্বে বারটি সশস্ত্র লোক আসিয়া নৌকা আক্রমণ করিল। ছয় জন আসিয়া নৌকার সম্মুখ-দিকে উঠিতে উদ্যত হইল।

ভালুকওয়ালা বলিল, "খবরদার! নৌকায় উঠবি ত মরবি। আমি কালু ফকির। মাদিগকে অভয় দিয়াছি।"

দস্যুদল কথা বলিল না। তাহারা নৌকায় প্রবেশের উদ্যোগ করিতে লাগিল। কালু ভালুকের দড়ি খুলিয়া ভালুক ছাড়িয়া দিল। প্রথম ছয়টি লোককে ভালুক কামড়াইয়া আঁচড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল। নৌকার পশ্চাদ্দিকে আর ছয় জন লোক দণ্ডায়মান ছিল। দস্যুদলপতি বলিল, "আর কিছু না, কেবল ঐ খপসুরৎ ছুকরী দুটোকে নিয়ে

এই কথা বলিবামাত্র বন্দুকের দুম্ দুম্ শব্দ হইতে লাগিল। চার জন দস্যুর পায়ে গুলী বিদ্ধ হওয়ায় তাহারা পড়িয়া গেল। পুনরায় দুম্ দুম্ শব্দ হইলেই দস্যুদল পলায়ন করিল।

কালু বলিল, "এ দুটি পুরুষ দেখছি মেয়েরও অধম। নাও ছাড়, নাও ছাড়, আমি হালে যাই, আপনারা দাঁড়ে বসুন। ভাঁটার টান এবং নিকটেই খোল পাটুয়ার নদী, আর ভয় নাই।"

অবিলম্বে নৌকা ছাড়া হইল। কালুর কথামত কার্য্য করা হইল। শীঘ্র নদীর মধ্যে নৌকা আসিল। নদীর মধ্যে আসিয়াই তাঁহারা দেখিলেন, নদীর মধ্যে রাধিকা বাবুর বজরা। বজরার মাঝি জ্যোৎস্নায় লোকনাথকে দেখিয়া বলিল, "ঠাকুর মহাশয় ভাওয়া-লেই আসুন। ও নৌকা ছাড়ুন, ও নায়ের দাঁড়ীরা কোথায়? আর একটা বেলা দেরী কল্লে আর নাও ভাড়া কর্ত্তে হতো না। আসুন আসুন; আপনারা এই ভাওয়ালে না এলে আমাদের বাবু আমাদের জান রাখবে না।"

বিনা বাক্যব্যয়ে সকলে ভাওয়ালেই উঠিলেন। প্রথম নৌকা নদীর মধ্যে লগীতে বাঁধিয়া রাখিলেন। বজরা ভাঁটার টানে দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। কালু ফকির বলিল, "আমাকে ন-বেকীতে নামাইয়া দিন।" সুন্দর সুশ্রী বৃহৎ বজরা দেখিয়া কালুর ভয় হইয়া-ছিল। মুক্ত ও ভবর মুখ দেখিয়া কালু পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিল,—ইঁহারা কোন রাজার রাণী। কালু এখন পলাইতে পারিলেই বাঁচে। মুক্তকেশী বলি-লেন, "ন-বেকীতে নামলে তোমার কি সুবিধা হবে?"

কালু আজ্ঞে রাণী-মা, হবে।

মু। কি টাকা পেলে তোমার আর জীবনে ভালুকের খেলা দেখাতে হয় না ?

কা। আমার ওটা খেলাশেখা ভালুক। ছোট কাল ধ'রে খেলা শিখিয়েছি, ওর দাম ৩০৲ ৪০৲ টাকা। ৫০৲ টাকা পেলে আমি হাল খামার ক'রে এক রকম চালাতে পারি।

মুক্তকেশী নগদ ৫০০৲ টাকা গণিয়া কালুর হস্তে দিলেন। আর পাঁচ টাকা সেই রাত্রের খোরাকী ও বাড়ী যাইবার নৌকাভাড়া বলিয়া দিলেন।

মুক্তকেশী আরও বলিলেন,—"আমার সঙ্গে বেশী টাকা নাই। তুমি যে কাজ করলে বাবা, হাজার টাকা দিতে পারলে হতো। ফরিদপুর জেলার দেবী-গঞ্জের নিকট আরপাড়া গ্রামে চাটুয্যেবাড়ী যদি যেতে পার, তবে আরও কিছু দিব।"

কালুর হৃদয় আহ্লাদে পূর্ণ হইল। সে মুখে কোন কথাই বলিতে পারিল না। সে বার বার সেলাম করিয়া আহ্লাদে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল এবং টাকাগুলি শক্ত করিয়া কোঁচার খোঁটে বাঁধিয়া নৌকা হইতে অবতরণকালে বলিল,—"তা রাণীমা, যে রূপেই পারি, একবার রাজধানী দেখে আসব।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ।

পাঠক কলিকাতাস্থিত অন্নপূর্ণার বাসভবন দেখিয়াছেন। সেই গৃহে এক দিন আমোদ-উৎসবও দেখিয়াছেন। সেই গৃহ হইতে জমীদার বাবু প্রমদা-রঞ্জনকে বিতাড়িত হইতেও দেখিয়াছেন। প্রমদা-রঞ্জনের বিরুদ্ধে চুরি মোকর্দ্দমার সূত্রপাতও জানিয়াছেন। সত্য সত্যই তাঁহার বিরুদ্ধে চুরি মোকর্দ্দমা স্থাপিত হইয়াছিল। সে মোকর্দ্দমায় তাঁহার ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। গত চৈত্রমাসের লাটে তাঁহার বড় পরগণার অর্দ্ধাংশ বিক্রয় হইয়াছে। রাধিকা-রঞ্জন সেই অংশ ক্রয় করিয়াছেন। প্রমদা জেলে থাকিতে থাকিতে সেই টেড়িকাটা বাবুটি—যাঁহাকে পাঠক প্রমদার স্ত্রীর গৃহের সিঁড়ি অবতরণ করিতে দেখিয়াছিলেন, জেলে মূর্খ প্রমদার নিকটে আসিয়া চুরি মোকর্দ্দমার আপীল করিব বুঝাইয়া এবং নানা কারণে সম্পত্তি রক্ষা হয় না, স্তোক দিয়া, প্রমদার স্ত্রীর নামে দানপত্র করাইয়া লইয়াছেন। প্রমদার বাটীতে তাঁহার স্ত্রী কর্ত্রী এবং তাঁহার স্ত্রীর দূরসম্পর্কে ভ্রাতা—সেই টেড়িকাটা বাবু শ্যামসুন্দর সর্ব্বেসর্ব্বা। অন্ন-পূর্ণার সেই উল্লাসময় গৃহে এখন আর আমোদ-উল্লাস নাই। অল্পদিনের মধ্যে অন্নপূর্ণা নানা ঘৃণিত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। সেই সব ক্রীড়ার ফলে বাতে ধরিয়াছে। তাহার উত্থানশক্তি রহিত। সে শয্যায় পড়িয়া ছটফট্ করিতেছে। পিপাসায় শুষ্কতালু হইয়াছে। সে ক্ষীণ-কণ্ঠে ডাকিল, "রাই, রাই!" রাই তাহার পরিচারিকার নাম। রাই আসিল না। সে আবার ডাকিল, "বিনো, বিনো!"

বিনোদিনী সক্রোধে সেই গৃহে প্রবেশ করিল এবং উচ্চকণ্ঠে বলিল,—"দেখ বাছা, আমরা আর পেরে উঠি নি। তুমি আর দুই এক জন ঝি-চাকর রাখ। এক রাইতে চল্‌বে না। তারও ত নিজের কাজ আছে ? তুমি সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে এইরূপ ক'রে ডেকো না; আমরা আস্‌তে পারব না। কে কত পারে বাছা ?" বিনোদিনীর উচ্চকণ্ঠ শুনিয়া সেই গৃহে নিতম্বিনী আসিল; সে বলিল, "যে ব্যামো, চিকিৎ-সায় কিছু হচ্ছে না; একটা স্বাস্থ্যনিবাসে যাওয়া উচিত।"

পরে গজগামিনী আসিলেন; তিনি বলিলেন,—"এ ব্যামো যদি সারে, তবে বাবা বদ্দিনাথের কাছে গেলে সারবে। আমি জানি, সোনাগাছির হেমলতার এই ব্যামো বদ্দিনাথে গিয়ে সেরেছে।"

অনঙ্গমোহিনী আসিয়া বলিলেন,—"ওলো, না না; এ ব্যামো যদি সারে, তবে বৃন্দাবনে।"

গরবিণী সকলের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠা, তিনি বলি-লেন—ওলো, না না; এ ব্যামো শুধু তীর্থে গেলে সারবে না। প্রায়শ্চিত্ত করা চাই।"

এইরূপে কত কথা হইল। অন্নপূর্ণা মনঃকষ্টে আর কাহারও নিকট পিপাসার জল চাহিল না। যাহারা তাহার গৃহে সুরার সাপিণ্ডীকরণ ও নানা সুখাদ্য ও সুপেয় দ্রব্যের মধ্যে আসিয়া হাবুডুবু খাইত, তাহাদের এ উক্তি অন্নের কর্ণে বিষবর্ষণ করিতে লাগিল। অন্ন ভাবিল, আরপাড়ার বৌদিদি, মনো-দিদি ও ভবদিদি, গণেশের মা, উমার মাসী, পীড়া হ'লে আমার জন্যে কতই না কি করেছেন। এই সঙ্গে মনে পড়িল, কালীচরণের জীর্ণ গৃহখানি। সঙ্গে সঙ্গে একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পঞ্চচত্বারিংশদ্দিনব্যাপী অবিরাম ক্লেশকর জ্বর, সেই জ্বরের চিকিৎসা; সেই চিকিৎসার অর্থ-সংগ্রহকরণার্থ কালীচরণের চাষের গরু বিক্রয়। কালীচরণ ও আহ্লাদমণির রাত্রি-জাগরণ—অবিরাম যত্ন। পুনঃ পুনঃ ক্ষুৎপিপাসা সম্বন্ধে প্রশ্ন। আহ্লাদমণির মাতার অধিক স্নেহ-মমতা,

ভালবাসা এবং যত্ন, আদর ও সোহাগ। কালীচরণের গম্ভীর চিন্তামলিন মুখ, কবিরাজের জন্ম ছুটাছুটি, পথ্যের জন্ম দৌড়াদৌড়ি। কত গভীর ভালবাসা, কত আন্তরিক চেষ্টা।

তার পর মনে পড়িল, প্রমদাবাবুর কথা। তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্করণ, তাঁহার কলিকাতায় বাড়ী নির্ম্মাণ, গৃহোপকরণ ক্রয়, কোম্পানীর কাগজ ক্রয় ও পরিশেষে তাঁহার কারাদণ্ড। তাহার পর বোকা রাজার আগমন, অন্নের এক কক্ষে তামাক প্রস্তুত করার জন্ম দশ হাজার টাকা দান। তার পর রাজকুমারের দর্শন, অন্নের সুললিত কণ্ঠে তিনটি সঙ্গীত শ্রবণের জন্ম বার হাজার টাকা পুরস্কার। এখন আমার পঁচিশ হাজার টাকার বাড়ী, লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ, বিশ হাজার টাকার গৃহোপকরণ ;—কিছুতেই ত পিপাসার নিবারণ হয় না ? ঐ মূল্যবান্ তৈল-চিত্রপট তো এক গ্লাস জল আনে না ? ঐ মূল্যবান্ টেবিল তো বাতের যন্ত্রণাক্লিষ্ট স্থানে হাত বুলায় না ? সেই অসংখ্য বন্ধুর দল একবারও তো চোখের দেখাও দেখে না? আহ্লাদমণির সোহাগ কত মধুর, স্নেহ কত গভীর, যত্ন কত আন্তরিক ! তাহার পরে স্বামী কালীচরণ—তাঁহাকে আমি কখনও ভাল মুখে কথা বলি নাই। তাঁহার প্রেম কত গভীর ; গারমেণ্টের উপরের বাক্সটা ভাল না হইলেও মধ্যে যে হীরকখচিত সুবর্ণহার ? স্বামীর রূপ দিয়া কি হইবে ? তিনি রূপবান্ হউন আর না হউন, তাঁহার মধ্যে যে গাঢ় প্রেমময় ক্ষমাশীল যত্নশীল পরম রমণীয় সেই স্বামিমূর্ত্তি,—তিনি যে পরম পূজ্যপাদ দেবতা। হায়! আমি কি করিয়াছি! আমি ধর্ম্মহীনা, পতিতা, আমি মাথা কুটিলেও—আমি তাঁহার পায়ে মাথা ভাঙ্গিলেও সেই ধার্ম্মিক মহাত্মা আর আমায় গ্রহণ করবেন না। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই ! যদি এই ব্যাধি হ'তে মুক্তি পাই, তবে প্রায়শ্চিত্ত করব। এই পাপের অর্থ প্রায়শ্চিত্তে ব্যায় করব। যদি একবার সেই পিসীমা ও স্বামীর দেখা পাইতাম, তবে হৃদয়ভার লঘু করিবার অবসর হইত।

জল! জল! কে দিবে জল ? বেতনের ভৃত্য আর স্নেহের পাত্রে অনেক প্রভেদ ! ধর্ম্মশীল নর-নারী আর পাপাসক্ত নর-নারীতে অনেক প্রভেদ! সেই শ্বশুরগ্রামে বউদিদি, ভবদিদি, মনোদিদিরা আমাকে কত ভালবাসতেন। রাশি রাশি অর্থ এ সময়ে আমার নিকট বিষ। আমার জীর্ণগৃহ ও দরিদ্র প্রতিবাসী আমার পক্ষে রমণীয় স্বর্গ ছিল। আমি প্রমদা বাবুকে দোষ দেই না, দোষ আমার নিজের। আমার মতি ভাল ছিল না, আমি ইচ্ছা করলে প্রমদা বাবুর গ্রাস হইতে উদ্ধার হ'তে পারতাম। রাধিকা বাবু আমাকে উদ্ধার করতে যত্নবান্ ছিলেন। আমি মরিয়াছি, প্রমদাকে মারিয়াছি। ভ্রমর হইয়াছিলাম—ফুলে ফুলে মধুর চেষ্টায় ঘুরিয়াছি ; সম্মুখের অমৃত-প্রস্রবণ পায়ে ঠেলিয়া ছিটেফোঁটা মধুও কোথাও পাইলাম না। এখন আমার মৃত্যু ভাল! তাতেও ত ভয়—নরক-ভয়! আমি নরকে যাইব না তো নরকে যাইবে কে ?

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আপীলের ফল।

মনোমোহনের ফৌজদারী মোকর্দ্দমার আপীলের বিচার হইয়া গিয়াছে। মনোমোহন একেবারে মুক্তি পান নাই, তবে দণ্ড কমিয়া পাঁচ বৎসরের স্থানে তিন বৎসর হইয়াছে।

হাইকোর্টের বিচারপতির এই মোকর্দ্দমার প্রতি খুব সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু বিপক্ষের ব্যারিষ্টারের বিশেষ চেষ্টায় মোকর্দ্দমাটি একেবারে মিথ্যা সাব্যস্ত হয় নাই। মুক্তকেশী এ সংবাদে বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন নাই। এই মোকর্দ্দমার বিলাতে আপীল নাই শুনিয়া খুব দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি মনোমোহনের জেলকষ্ট নিবারণার্থ সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন।

অদ্য মুক্তকেশী মনোমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা করিয়াছেন। তিনি কালীঘাটের কালীমাতার প্রতি চটিয়া গিয়াছেন। কেন না, কালী মাতা তাঁহার স্বামীকে মিথ্যা মোকর্দ্দমার দায় হইতে নিষ্কৃতি দিলেন না। তিনি নিজের উপর চটিয়া গিয়াছেন। কেন না, তাঁহার ভক্তির অভাবে মা তাঁহার অনুকূল হন নাই। তিনি প্রকাশ্যে বলিয়াছেন, "দূর হ'ক গে যাউক। এবার কালীঘাটেও যাব না, কালীমার পূজাও দিব না। কি আহ্লাদে কোন্ মুখে কালীমার পূজা দিব ?"

অদ্য আহ্লাদমণি ও কালীচরণ কালীঘাটে কালীদর্শন ও কালীপূজা দিতে গিয়াছে। অদ্য মুক্তকেশী, ভবতারিণী ও লোকনাথ গাড়ী করিয়া জেলে মনোমোহনের সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। বন্দোবস্ত এত সুন্দর যে, নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে মনোমোহনের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। ভব ও লোকনাথ মনোমোহনের সহিত দুই এক কথা কহিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। মনোমোহনের সহিত মুক্তকেশীর নির্জ্জনে অনেক কথা হইল।

মনোমোহন বলিলেন,—"দেখ মুক্ত, তুমি এ ভাবে অর্থ নষ্ট ক'র না। আমি জেলে যেরূপ সুখে আছি, তাতে বোধ হয়, তুমি অনেক অর্থ নষ্ট করছ। আমি সকল সময় পীড়িতের মধ্যে থাকৃছি ও ভাল পথ্য পাচ্ছি। এরূপ অবস্থায় আমি হয় তো এক জেলে অধিক দিন থাকৃতে পারব না। প্রত্যেক জেলে এরূপ অর্থবৃষ্টি করলে বহু টাকা ঋণী হবে। ছয়মাস কেটে গেছে, আর আড়াই বৎসর কি দু বৎসরে আমার কি হবে ?"

মুক্তকেশী বলিলেন,—"তুমি জেলে কষ্ট পাবে, আর আমি সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরে ব'সে খাব ? তোমার জন্য কোন চেষ্টা করব না ? এই কি আমার কর্ত্তব্য ?"

মনো। এরূপ স্থলে ইহা কর্ত্তব্য বই কি। তুমি তো আমাকে অসৎ উপায়ে সুখে রাখছ।

মু। তুমি কি অন্যায় কাজ ক'রে জেলে এসেছ ?

মনো। আমার ভাগ্যফল।

মু। আমারও স্ত্রীর কর্ত্তব্য। তোমার তো মা, বাপ, ভাই কেহ নাই। বোন্ ও ভগ্নীপতি, তাহাদের বিষয় ও সংসারবুদ্ধি কম।

মনো। ভবিষ্যতের ভাবনা কি নাই ?

মু। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান—তুমিই আমার সকল। তুমি ফিরলেই সংসার। তুমি নিরাপদে ফিরলেই ভবিষ্যৎ ভাবনা। তোমাকে পেলে আমার কোন ভাবনা থাকৃবে না। স্বামী-স্ত্রীর মনের শান্তি, সুখ-সন্তোষের আধার, ধনের খনি, কর্ম্মের প্রবৃত্তি, বিলাসের রুচি, সংসারবাসের আসক্তি।

মনোমোহন বুঝিলেন, কথায় মুক্তকেশীকে নিরস্ত করিতে পারিবেন না। তিনি ভিন্ন বিষয়ে কথা আরম্ভ করিলেন। মোকর্দ্দমার ব্যয় ও সংসারের কথা উঠিল। মুক্তর হৃদয়-কবাট খুলিয়া গেল। তাঁহার 'তা' গ্রামে আগমন, প্রমদারঞ্জনের স্ত্রীর উদাসীন ভাব, প্রমদার ঘৃণিত প্রস্তাব, রাধিকার স্ত্রী, ভগ্নী ও নিজের সুব্যবহার, পথে দস্যুহস্তে পতন,—মুক্ত একে একে সব কথা পতির নিকট বর্ণনা করিলেন। তিনি কেবল বলিতে ভুলিলেন—রাধিকারঞ্জন যে তাঁহার মাসতুত ভাই হন। কেহ কেহ বলেন, এটি মুক্ত-কেশীর ভুল নহে। রাধিকার কার্য্য ভ্রাতার অযোগ্য, তাই ইচ্ছাপূর্ব্বক মুক্তকেশী সম্বন্ধ প্রকাশ করিলেন না।

মনোমোহন নিস্তব্ধে সকল কথা শুনিলেন। মুক্ত আরও বলিলেন, "ভবর স্বামীর সন্ধান আর হয় নাই। ভবর সপত্নী বিজয়া ভবর নিকটে আসিয়াছিল। দুই সতীনে খুব ভাব। দুই জনের এক আকাঙ্ক্ষা, এক চেষ্টা, এক সন্ধান, এক দুর্লভ বস্তুর জন্য ব্যাকুলতায় তাদের দুই মন এক হইয়াছে। তাহারা দুই জন যেন এক জন, অথবা ভবর গুণে বিজয়া তাহার ছায়া।

ভবর দশা দেখাইয়া মনোমোহন মুক্তকেশীকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে বলিলেন। তদুত্তরে মুক্ত বলিল, "ভব নিশ্চেষ্ট নহে, ভব ক্ষুদ্র ডিটেক্‌টিভ। সে পূর্ণকে ধরিবার জন্য জাল প্রস্তুত করিতেছে, শীকার কোথায় আছে, তাহাও ঠিক করিয়াছে। দুই চার-বার জাল ফেলিলেই বাধিয়া যাইবে। সে সন্ধান পাইলে তাহার অপেক্ষা দশগুণ চেষ্টা করিত। ভবকে ভাল শীকারী বুঝিয়াই বিজয়া তাহার ছায়া হইয়াছে।"

মনোমোহনের সহিত কথোপকথন শেষ করিয়া মুক্তকেশী ভাওয়ালে ফিরিলেন। জেলের নিকটে এক দ্রুতগামী শকটমধ্যে তাঁহারা রাধিকারঞ্জনকে দেখিয়াছিলেন। ভাওয়ালে আসিয়া দেখিলেন, কালীচরণ গম্ভীরভাবে ধূমপান করিতেছে এবং আহ্লাদমণি রোদন করিতেছে। তাঁহাদিগকে দেখিয়া আহ্লাদমণি আপনা আপনি বলিল, "আজ মা'র ওখানে সেই পোড়াকপালীকে দেখলাম। অন্ন অন্ন—সেই পোড়াকপালী! তার জাত নাই, সে বেশ্যা, সঙ্গে অনেক বেশ্যা, অনেক বাবু! পোড়াকপালীর কি যেন ব্যামো। দুই মাগী হাত ধ'রে তাকে গাড়ী হ'তে নামায়ে মন্দিরে নিল। সে আমাদের দিকে চেয়ে হাত যোড় ক'রে প্রণাম করলো, আর কাঁদতে লাগলো। তার পরে শুনলেম, মা'র মন্দির-মধ্যে একটা লোক অজ্ঞান হয়েছে। সব লোক বের ক'রে দিলে, তারা আর বেরোলো না এবং আমরাও তাদের কোন সন্ধান পেলাম না।"

মুক্তকেশী অন্নপূর্ণা সম্বন্ধে সকল কথা বুঝিয়া-ছিলেন। ভবও তাহার সম্বন্ধে কতক কতক বুঝিয়া-ছিল। তাঁহারা দুই জনেই বলিলেন, "তার কথা কয়ো না। সে সর্ব্বনাশীকে দেখলেও যা, না দেখলেও তা। তার দোষ কি, তার অদৃষ্টের দোষ, জানি না। সে তার ধর্ম্ম রাখলে তার ধর্ম্ম থাকৃত।"

অল্পভাষী কালীচরণও সংক্ষেপে বলিল,—"আমিও ত তাই বলি বৌমা, আমিও তাই বলি।" লোকনাথ বলিলেন,—"আহ্লাদ, তার নাম ভোল, তার সম্বন্ধ ভোল। সে নামে যে কেউ ছিল, তাও আর মনে ক'র না। আজ তোমাদের বড় দুর্দ্দিন ভাব। এক পাপ-মূর্ত্তি, এক নরককীট দেখে এলে,—তার চিন্তায় পাপ, তার ছায়া-দর্শনে পাপ এবং তার নিশ্বাসবায়ুতে

এই সংসার দগ্ধ হয়।" লোকনাথের কথায় আহ্লাদমণি নিরস্ত হইল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এ কি সংবাদ ?

মুক্তকেশী কলিকাতা হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিবার পর তিন মাস অতীত হইয়াছে। আলিপুর জেলে মনোমোহনের শরীর ভাল হইল না বলিয়া তিনি মেদিনীপুর জেলে প্রেরিত হইয়াছেন। মুক্তকেশীও ভব এবং লোকনাথের সহিত তথায় গমনপূর্ব্বক মনোমোহনের ভাল থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। রাধিকারঞ্জন স্বয়ং এ ভার লইয়াছিলেন। মুক্ত রাধিকার এ অনুগ্রহ লয়েন নাই ও তাঁহাকে বিশ্বাস করেন নাই। ফল এই হইয়াছে যে, মুক্তকেশী এবার রাধিকারঞ্জনের ভাওয়ালেতে না যাইয়া, রেলপথে গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতায় এবং কলিকাতা হইতে ষ্টীমারে মেদিনীপুর গিয়াছিলেন

দশ দিন হইল মুক্তকেশী মেদিনীপুর হইতে ফিরিয়াছেন। তাঁহার মনে সুখ নাই, কার্য্যে প্রবৃত্তি নাই এব শরীরও তত ভাল নাই। মাঘ মাস, অতিশয় শীত পড়িয়াছে। তপনদেবকে কুজ্ঝটিকার সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া দিবাকর নাম সার্থক করিতে হইতেছে। তাঁহার উষ্ণতেজা নাম লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। রজনীর রাজত্ব আমাদের কুইন ভিক্টোরিয়ার রাজ্যের মত খুব বড় হইয়া পড়িয়াছে এবং দিনের রাজ্য পারস্ত-রাজের রাজ্যের মত সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। উদ্যানে গাঁদা এবং মাঠে রাইসরিষা ও মটরের ফুল যেন সর্ব্বগ্রাসী রাজশক্তিবলে—গাঁদা ইয়োরোপ উদ্যানের সিজার এবং রাইসরিষার ফুল যেন পারস্ত-মাঠের জেরাক্সিম্ হইয়া বসিয়াছে। আমন ধান্তের পুরা বতর। উঠানে অনেক ধানের গাদা। বর্গাইত খাতক প্রজা আসিয়া মুক্তকেশীকে ডাকিতেছে,—"মা, ধান বুঝে লউন।"

মুক্তকেশী পূর্ব্ব-অট্টালিকার পশ্চিম বারান্দায় এক অগ্নিপাত্র নিকটে করিয়া বসিয়া আছেন, মনোমোহিনীও নিকটে উপবিষ্টা। ভবতারিণী আসিয়া বলিলেন, "বৌ, তোর হয়েছে কি ? ওরা সব দাঁড়িয়ে থাক্‌লো, ধান বুঝে নে না, ওরা কাজে যাবে।"

এমন সময় লোকনাথ একখানি পুরু পত্র আনিয়া মুক্তকেশীর হাতে দিলেন। বেলা চারি দণ্ডের অধিক হইয়াছে। পত্রখানি হাতে করিয়াই যেন মুক্তকেশীর শরীর কম্পিত হইল। পত্র পাঠ করিতে তাঁহার আশঙ্কা হইল। পত্রের শিরোনামায় তাঁহার অপরিচিত অক্ষর। পত্রের ছাপার মধ্যে মেদিনীপুর লেখা। তিনি সভয়ে পত্র খুলিলেন। মধ্যে দুইখানি পত্র। প্রথম পত্র এই—

"শ্রীশ্রীদুর্গা।

মেদিনীপুর জেল।
৩রা মাঘ।

প্রিয় দীনেশ !

আমার আজ চারদিন ভয়ঙ্কর জ্বর। অদ্য একটু জ্ঞান হইয়াছে। ডবল নিউমোনিয়া ফুস্‌ফুসের দুই পার্শ্ব আক্রান্ত, বুকে পিঠে অসহ্য বেদনা। আমার জীবনসংশয়। তুমি অনেক সময় মফঃস্বলে থাক, এই পত্র তোমার হাতে পড়িলে দেখা করিবে ও প্রয়োজনমত আমার সৎকার করিবে।

এই পত্র সময়ে যদি তোমার হাতে না পড়ে এবং আমি ইতিমধ্যে মরিয়া যাই, তবে আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, আমার দাহ করা হইবে না। তুমিও লিখিবে এবং আমার এই পত্র পাঠাইয়া দিয়া মুক্তকে উপদেশ দিবে যে, সে যেন কিছু দিনের মধ্যে আমার কুশ করিয়া শ্রাদ্ধ না করে এবং সে বিধবা না সাজে। আমার এই শেষ অনুরোধ তাহাকে রক্ষা করিতে বলিও। ইতি -

তোমার স্নেহের—
মনোমোহন।"

এই পত্র মুক্তকেশী কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িলেন। এ অক্ষর তাঁহার পরিচিত। সভয়ে দ্বিতীয় পত্র পড়িলেন।

"শ্রীশ্রীদুর্গা।

মেদিনীপুর—
কর্ণেলগোলা।
৬ই মাঘ।

পরমকল্যাণীয়াসু—

বৌমা ! সুখ-দুঃখের সকল কথাই লিখিতে হয়। আজ এক অসহনীয় শোকবার্ত্তা দিতে বসিয়াছি। আমাকে এই কাজ করিতে হইবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। বিধাতার বিধান কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। মনোমোহন ইহলোকে নাই। তাহাকে দাহ করা হয় নাই। আমি তমলুকে গিয়াছিলাম। ডাক্তারেরা তাহার হৃৎপিণ্ড কাটিয়া দেখিয়া মুদ্দাফরাসের দ্বারা কোথায় ফেলিয়াছেন, তাহার ঠিক নাই। আমার

সান্ত্বনা দিবার শক্তি নাই। গুরুশোকে সান্ত্বনা মানেও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

মুক্তকেশী এই পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া কম্পিত হস্তে ভবতারিণীর গায়ের উপর ফেলিয়া দিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

মনোমোহিনী পূর্ব্বেই পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া উচ্চরবে কাঁদিতে বসিয়াছিলেন। আহ্লাদমণি তাঁহার সহিত রোদনে যোগ দিয়াছিলেন। পাড়ার বহু নরনারী সমবেত হইয়াছিল। ভব মুক্তকেশীর চৈতন্যসম্পাদনে নিযুক্ত ছিলেন। মুক্তকেশী চৈতন্য লাভ করিয়া, একটি কথাও না বলিয়া,—এক ফোঁটা চোখের জলও না ফেলিয়া কেবল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। ভব দীর্ঘনিশ্বাসটিও ফেলিলেন না। মুহূর্ত্তমধ্যে গ্রামে প্রচার হইল, মনোমোহনের জেলে মৃত্যু হইয়াছে। মনোমোহনের সহাধ্যায়ী ও জ্ঞাতিভ্রাতা দীনেশ বাবু এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন। দীনেশ মেদিনীপুরের সম্ভ্রান্ত উকীল, মনোমোহনকে দাহ করা হয় নাই। মনোমোহনের গ্রামের নিকটে কোডকদি পণ্ডিতের বড় সমাজ। অবিলম্বে ব্যবস্থা আসিল—"দাহ করা না হইলে অশৌচ হয় না। কুশ করার পরে অশৌচ হয়। কুশ না করা পর্য্যন্ত সহধর্ম্মিণীকে বিধবার বেশ ধারণ করিতে হয় না।" ব্যবস্থার কথাও মুক্তকেশীর কর্ণে আসিল।

তিন দিন ভবতারিণী মুক্তকেশীর ছায়াস্বরূপ থাকিলেন। তিন দিন পরে এক দিন রাত্রে মুক্তকেশী ভবতারিণীকে বলিলেন, "বোন্, জীবনের সব আশা ফুরালো। মৃত্যু ত ইচ্ছাধীন নয়। বেণ্টিং সাহেব যে সহমরণ উঠাইয়াছেন, তিনি হিন্দুনারীর মন বুঝেন নাই। হৃদয়-মন ও সর্ব্বাঙ্গের তুষানল নিবাও, কর্ম্মের পথ দেখাইয়া দও। ধর্ম্মের পথ ধরাইয়া দাও। কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্ধারণ কর ও এ জীবনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দাও। তুমি বয়সে বড় কি ছোট, ঠিক নাই, জ্ঞানে তুমি আমার অপেক্ষা অনেক বড়। তোমার অগ্নি-পরীক্ষা হ'য়ে গিয়াছে।"

ভব বলিল,—"বউদিদি, বড় হই না হই, জ্ঞান কিছু নাই সত্য, কিন্তু ধৈর্য্য ধরতে শিখেছি। ধৈর্য্যই স্ত্রী-জীবনের অমূল্য ভূষণ। ধীরতাবলেই অন্তঃপুরবাসিনী রমণী সকল শোক, সকল তাপ, সকল দুঃখ সহনক্ষমা। নারী-জীবনে স্বামী স্ত্রীর অবলম্বন সন্দেহ নাই। স্বামীই স্ত্রীর ধর্ম্মকর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের সহায়। এ কিন্তু বিধির বিধান নয়, এ আমাদের দেশের সমাজের বিধান। নারীর বিবাহ আমাদের নারী-জীবনের পূর্ণতালাভ। বিদেশী বইতে পড়েছি, অনেক বিদেশী মহিলা বিবাহ না ক'রে দেশহিতে—লোকহিতে ধর্ম্মার্থে জীবনযাপন করছেন। আমাদের দেশেও জগন্নাথ, কামাখ্যা, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে অনেক নারী দেবনরের সেবায় জীবনপাত করছেন। এই পৃথিবী বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র। এ স্থানে অগণিত কর্ম্ম। কর্ম্মই ধর্ম্মের প্রথম সোপান। কর্ম্ম-সোপান অতিক্রম করিয়া ধর্ম্ম-সোপানে উঠিতে হয় এবং ধর্ম্ম-সোপান অতিক্রম করিয়া মুক্তি-সোপানের দিকে ধাবিত হইতে হয়। আমাদের শাস্ত্রে, আমাদের পুরাণে অবিবাহিতা রমণীর ধর্ম্মচর্চ্চার উপাখ্যান নাই বটে, কিন্তু আমাদের দেশে অবিবাহিত পুরুষ ধার্ম্মিক যোগীর সংখ্যা কম নহে। সশিষ্য দধীচি, দুর্ব্বাসা, মার্কণ্ডেয় প্রাচীনকালে বা অন্য যুগে এবং কলিকালেও শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, কবীর, সুকৃতদার মহাযোগী বিশ্বামিত্র, শাক্যসিংহ, গৌতম, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি স্ত্রী ত্যাগ করিয়া মহাযোগী। প্রথম দুই মহাপুরুষের রাজ্য, স্ত্রী ও পুত্রত্যাগকে মহাত্যাগ বলে। পুরুষ যদি সহধর্ম্মিণী ব্যতীত ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারেন, তবে স্ত্রী কেন পুরুষ ব্যতীত ধর্ম্মপথে অগ্রসর হ'তে পারবেন না? স্ত্রী দুর্ব্বল, পুরুষ সবল। স্ত্রীর পতনের সম্ভব অধিক, পুরুষের পতনের সম্ভব অল্প। স্ত্রীর মন কোমল, পুরুষের মন দৃঢ়। তাই শাস্ত্রকাররা স্ত্রীকে একাকী ধর্ম্মপথের পথিক হইতে উপদেশ দেন নাই। স্ত্রী যদি পুরুষ-প্রকৃতির হয়, তবে তাহার কর্ম্মক্ষেত্র পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র অপেক্ষা বড়। স্ত্রীর গতি অব্যাহত। স্ত্রী প্রসূতি, স্ত্রী ধাত্রী, স্ত্রী ভগ্নী। স্ত্রী কাহার উপকার না করিতে পারে? মাতার বাৎসল্য, ধাত্রীর স্নেহযত্ন ও ভগ্নীর ভালবাসা আদরে নারী জগৎকে মুগ্ধ করিতে পারে। নারী শিশুকে স্তন্য দান, বালককে স্নেহ-যত্ন দান, যুবককে ভগ্নীর ভালবাসা ও যত্ন দান এবং বৃদ্ধকে কন্যার ভক্তি ও সেবা দান করিয়া সংসারকে এক সূত্রে বাঁধিতে পারে।"

মুক্ত ও ভবতারিণীতে এইরূপ প্রসঙ্গের আলোচনা হইতে লাগিল। মুক্তকেশীর মন কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। তিনি ভাবিলেন, ভব যে আশায় সধবা সাজিয়া থাকে, আমার এ অবস্থায় সেই বেশ অসহ্য হইলেও তাঁহার পরলোকগত আত্মার সন্তোষার্থে ও তাঁহার অনুমতিপালনার্থে আমিও সধবা সাজিয়া থাকিব।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রায়শ্চিত্ত-সঙ্কল্প।

অন্নপূর্ণা—যে এলোকেশী নামে স্বীয় পরিচয় দিয়া কলিকাতায় ভ্রমর সাজিয়া ফুলে ফুলে মধু পান করিতেছিল, যাহার রূপানলে পতঙ্গরূপী কত রাজা, রাজকুমার, জমীদার, তালুকদার, ধনী মহাজন দগ্ধ হইতেছিলেন, যাহার হাতের প্রস্তুত এক কল্কি তামাকের ধূম পান করিয়া এক সময়ে কোন রাজা দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন, যাহার মধুর ললিতকণ্ঠের তিনটি সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কোন রাজকুমার দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া ক্ষোভের পরিবর্ত্তে পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন, শত শত ধনী যুবক যাহার অনুগ্রহপ্রার্থী, প্রেমপ্রার্থী, —প্রেমকটাক্ষপ্রার্থী হইয়া পদপ্রান্তে সমবেত হইয়াছিলেন, তাহার দশা আজ কি ভীষণ। পাপের দণ্ডস্বরূপ, কুক্রিয়ার পরিণামস্বরূপ, ইহজীবনে নরকের বীভৎস মূর্ত্তিস্বরূপ—সৌন্দর্য্যললামভূতা, স্থিরা বিদ্যুল্লতা, এখন রূপ-গুণ-হীনা বিকৃত মাংসপিণ্ড। ভীষণ রোগ-আক্রমণে অন্নপূর্ণা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে। ঘৃণিত রোগের পরিণামে বাত হইয়াছে, বাতের পরিণামে পক্ষাঘাত হইয়াছে,—অন্নপূর্ণার মাজা পর্য্যন্ত পক্ষাঘাতে অবশ হইয়া গিয়াছে, অন্নপূর্ণার বামহস্ত শুকাইয়াছে, বাম চক্ষু নষ্ট হইয়াছে, তাহার বাক্যের জড়তা জন্মিয়াছে,- তাহার কোকিলকণ্ঠে এখন তালরূপে বাক্যস্ফূর্ত্তিও হয় না।

জমীদার প্রমদারঞ্জনের অবস্থা কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জমীদার প্রমদারঞ্জনের বড় জমীদারীর অংশ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

তিনি জেলে থাকিয়াই অবশিষ্ট সম্পত্তি স্ত্রীর নামে দানপত্র লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী ও স্ত্রীর দূরসম্পর্কের সেই টেড়িকাটা ভ্রাতা এক্ষণে তাঁহার অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিক। প্রমদারঞ্জন জেল হইতে বাহির হইয়াছেন, তিনি ক্ষোভে, মনস্তাপে, অপমানে ও দরিদ্রতায় আর মহানগরী কলিকাতায় টিকিতে পারিলেন না। তিনি ভিক্ষায় সংগৃহীত সামান্য অর্থে গৃহেই গমন করিলেন। পত্নীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না; তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশের অনুমতিও পাইলেন না। তিনি বৈঠকখানার নিম্নতলে একটি কদর্য্য গৃহে অপকৃষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জন আহার পাইলেন। চতুর্থ দিন প্রাতে তিনি পত্নীর অনুমতি পাইলেন,—"বাবু কলিকাতায় তাঁহার প্রাণের এলোকেশীর বাড়ীতে যাউন।" যে দাসী এই সংবাদ আনিল, প্রমদা বাবু তাহার দ্বারা স্ত্রীর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি কি খোরপোষও পাইতে পারি না?" দাসী উত্তর আনিয়া দিল,—"না!"

প্রমদারঞ্জন আজ দীর্ঘকালের পরম বৈরী রাধিকারঞ্জনের শরণাগত হইলেন। রাধিকারঞ্জন তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। তাঁহার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যেরূপ আদর-যত্নে পরিচর্য্যা করিয়া থাকে, সেইরূপ ভাবে পরিচর্য্যা করিলেন। প্রমদা লজ্জায় তিন দিনের মধ্যে রাধিকার সহিত কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তিনি চতুর্থ দিন রাত্রে অবনত মস্তকে বলিলেন, "রাধু. আমার একটা উপায় করবি না?"

রাধিকা বাবু বিনীতভাবে বলিলেন, "কি উপায় করব দাদা?"

প্র। আমার সম্পত্তি আমায় উদ্ধার ক'রে দে।

রা। বিশ্বাস পাই না দাদা?

প্র। কিসের অবিশ্বাস?

রা। বড় দিদি ডাক্‌লে আর শালা বাবু মিঠে কথা বল্লে আপনি ঐ পক্ষ অবলম্বন করবেন এবং মামলায় আমার টাকা মাটী হবে।

প্র। আচ্ছা, যখন বিশ্বাস পাস্, তখন করিস্। আমায় সামান্য কিছু টাকা দে, আমি চ'লে যাই।

রাধিকা টাকা দিলেন এবং প্রমদা কলিকাতায় আসিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া একেবারে এলোকেশীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি এলোকেশীর দুর্গতি দেখিয়া কাঁদিলেন। এলোকেশী তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর, যেন শীঘ্র মরি।" প্রমদা কিছুক্ষণ কথা বলিতে পারিলেন না। পরে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "আমিই তোমার দুর্গতির কারণ। আমি তোমার সেবা করিব। আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমি তোমার পাচক, আমি তোমার চাকর ও আমি তোমার মেথর হইব। আমি তোমার মাতা, ভগ্নী ও কন্যার মত সেবা-শুশ্রূষা করিব। আমায় ক্ষমা কর এলোকেশী, আমায় ক্ষমা কর!"

এলোকেশী বলিল,—"আমায় ক্ষমা কর ঠাকুর, আমায় ক্ষমা কর। তোমার দোষ নয়, আমার কর্ম্মফল ও বুদ্ধির দোষ। আমি মুক্তকেশীর ভগ্নী এলোকেশী নহি, আমি ব্রাহ্মণপত্নী নহি,—আমি কায়স্থ কালীচরণ ভৌমিকের স্ত্রী। তোমার পায়ের ধূলা আমার মাথায় দাও।"

প্র। তুমি যেই হও, আমি আমৃত্যু তোমায়

সেবা করব। তোমার অর্থ না থাকে, আমি ভিক্ষা ক'রে তোমায় খাওয়াব।

অন্নপূর্ণা ওরফে এলোকেশী বলিল, "আমার অর্থ প্রচুর আছে, আমার অর্থ কিছুই যায় নাই। আমার পাপের ফল হাতে হাতে পেয়েছি। আমার এক লাক টাকার কোম্পানীর কাগজ আছে। আমার নিজের এক লাক টাকার গহনা আছে। দশ-বার হাজার টাকার বন্ধকী গহনাও আছে। আর আছে এই বাড়ী ও এই আসবাবপত্র। সর্ব্বসমেত আড়াই লাক টাকা হবে না ?"

প্র। তা হবে।

এলো। আমি এই সকল অর্থে প্রায়শ্চিত্ত করব সংকল্প করেছি। আমি তোমার অন্নবস্ত্র দিব। আমার অবস্থা অনুসারে তোমাকে ব্রাহ্মণ বিবেচনায় যতটুকু সাহায্য নিতে পারি, তা নিব, তোমার অর্থের প্রয়োজন হ'লে তাও কিছু দিব। আমি তোমাকে কখনও বিশ্বাস কর্ত্তে পারব না। যদি তুমি আমার উপকার করতে চাও, তবে তুমি আমার প্রায়শ্চিত্তের সহায়তা কর।

প্র। যা বলবে, তাই করব।

এলো। তুমি আমার পিসীমাকে একখানা পত্র লেখ।

এ সময়ে বেলা অধিক হইয়াছিল। কথা এই পর্য্যন্ত হইয়াই থাকিল। প্রমদারঞ্জন এলোকেশীর পাচক হইলেন। এলোকেশীর একটি পরিচারিকা পূর্ব্ব হইতেই ছিল, এখনও সেই থাকিল। অপরাহ্নে এলোকেশী বলিল,—"ঠাকুর, আমার প্রায়শ্চিত্ত-সংকল্প শুন। আমি আমার স্বামীর সংসার ভাঙ্গিয়াছি। আমি আমার প্রেমময় স্বামীকে পথের ফকীর করিয়াছি। আমি এক বৎসর আমার স্বামীর ও দয়াময়ী পিসীমাতার চরণামৃত পান করব। আমি বৃন্দাবনে আমার স্বামী কালীচরণের নামে একটি কালীচরণ-আশ্রম নির্ম্মাণ করব, তাহাতে পঞ্চাশটি লোক বাস করতে পারে, এরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করব ; সেই পঞ্চাশটি লোক, এবং আর পঞ্চাশটি লোক আহার পায়, এরূপ সত্র সংস্থাপন করব। কলিকাতার বাড়ী, গৃহোপকরণ, আমার ও আমার বন্ধকী গহনা বিক্রয় করব। বৃন্দাবনে একটি বাড়ী নির্ম্মাণ ক'রে যে টাকা থাকবে, তাহারও কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করব। কোম্পানীর কাগজের সুদে সত্রের কাজ চলবে। কৃষ্ণ, বলরাম ও রাধিকামূর্ত্তি স্থাপন করব। দেব-সেবা ও সত্রের কাজ চলিয়া যদি কিছু সুদের টাকা উদ্বৃত্ত হয়, তবে একটি অবৈতনিক স্কুল করব। তুমি পত্র লিখিয়া আমার স্বামী ও পিসীমাকে আনিয়া দাও।"

প্রমদা অন্নের এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি ঠিকানা জানিয়া লইয়া আহ্লাদমণির নিকট পত্র লিখিলেন। পত্র শুনিয়া অন্ন বড় সুখী হইল। সে কালীচরণ ও আহ্লাদমণির আগমনের পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

তীর্থ-যাত্রা।

মুক্তকেশীর মন আশ্বস্ত হইয়াছে। তিনি সংসারের কর্ম্মে মন দিয়াছেন। তিনি ভগবান ও মনোমোহিনীকে বিষয়কর্ম্ম ভাল করিয়া শিখাইতেছেন ও বুঝাইতেছেন।

মুক্তকেশী এক দিন অপরাহ্নে ভবতারিণীকে বলিলেন,—"দেখ ভব, চল না, আমরা চন্দ্রনাথ, আদিনাথ ও কামাখ্যাদর্শন ও ব্রহ্মপুত্র-স্নানে যাই ?"

ভব উত্তর করিল, "অর্থ কোথা পাব ?

মুক্ত। বিজয়াকে আসতে পত্র লেখ। তিন বোনে আহ্লাদমণি ও কালীচরণকে নিয়ে বেরুব। ভগবানের নামে অর্থের অভাব হবে না, বিজয়ার বাপ বড় লোক, সে কিছু অর্থ আনলেও আনতে পারে।

ভব এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বিজয়াকে পত্র লিখিলেন, দুই জনে তাহার উত্তরের অপেক্ষায় রহিলেন। কালীচরণ ও আহ্লাদমণি তীর্থযাত্রার নামে নাচিয়া উঠিল। মনোমোহিনী ও ভগবান এ কথায় মুখ গম্ভীর করিলেন। মনো মুক্তর সহিত কথা বলা বন্ধ করিলেন। এক দিন মধ্যাহ্নে মুক্তকেশী হাসিয়া মনোকে বলিলেন, "তোমার দাদা ছেড়ে গিয়াছেন, তুমিও কথা বন্ধ করলে ?"

এ কথায় মনোমোহিনীর হৃদয়ে বড় বেদনা লাগিল। তিনি গদগদশ্রুলোচনে রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "বউদিদি! আমার কথা বলার শক্তি নাই, আমি যে অভিমানে তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি না, তা নয়। তুমি আমার কেবল বউদিদি নও ; তোমার নিকট আমি মাতৃস্নেহ, ভগ্নীর যত্ন ও সমবয়স্কার প্রীতি পেয়ে থাকি : দাদা আমার শুধু দাদা নয় ; শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হয়েছি, দাদার নিকট পিতার বাৎসল্য,

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদরযত্ন ও শিক্ষকের উপদেশ পেয়ে আসছি। দাদা অকালে বহু ক্লেশ পেয়ে মরলেন। তুমিও ছেড়ে যেতে চাচ্ছ; তুমি দাদার প্রতিনিধি; তোমাতে দাদার গুণ, দিদির গুণ দুই-ই আছে। সংসারের কিছুই জানি না, তোমার অনুমতি পালন করি মাত্র। একটি গোবেচারি ধ'রে এনে বিয়ে দিয়েছ। তিনিও তোমাদের দিকে চেয়ে থাকেন। তিনি সংসারও বুঝেন না, কোন কাজ করতেও জানেন না। তোমরা দুই জনেই আমাদিগকে ফেলে চল্লে? তোমার কি আমার প্রতি একটুও দয়া হয় না যে, আমার মাথায় সংসারের ভারটা চাপাচ্ছ? আর সংসারই বা কাকে লয়ে? তোমাদেরই ত সংসার। তোমরা দেব-দেবী, আমরা সেবক-সেবিকা; অথবা তোমরা প্রতিপালক-প্রতিপালিকা, আমরা প্রতিপালিত ও প্রতিপাল্যা। দাদা কালধর্ম্মে আমাদিগকে ছেড়ে গিয়েছেন। তুমি যে ইচ্ছা ক'রে আমাদিগকে ডুবাতে চাও।"

মুক্তকেশী মনোমোহিনীর মনোভাব বুঝিয়াছিলেন। তিনি তাহার গলা ধরিয়া বলিলেন, "আমি কি তোমাদিগকে ডুবিয়ে যাচ্ছি, না ছেড়ে যাচ্ছি? তুমি জান, গরুর পিঠে ঘা হ'লে এবং তাকে খেতে না দিলে সে লাঙ্গল টানতে পারে না। আমি ঘা সেরে নূতন আহারে পুষ্ট হয়ে শীঘ্রই আবার তোমার লাঙ্গল টান্‌তে আসব।"

ভবতারিণী বলিলেন,—"তুমি কি দিদির ঘা দেখছ না? এ ঘা ঘরে থাক্‌লে সারবে না। দিদির উপোসটাও বড় লেগেছে। কিছু ভাল খাদ্যও চাই।"

মনো রাগিয়া বলিলেন,—"তুই-ই সকল নষ্টের গোড়া! তুই-ই এ সব পরামর্শ দিস্।"

ভব। আমি যদি এ পরামর্শ দিয়ে থাকি, তবে তোমার ভালই করেছি। তোমার পালের বড় লাঙ্গলের গরুটা পিঠের ঘায়ে মারা যাচ্ছে,—শুকিয়ে মরছে। একে যদি ভাল ক'রে দিতে পারি, তবে পরে মনে করবে। আজীবন তোমার লাঙ্গল অকাতরে টানবে!

ম। তুই বাড়ী থাক্, আমি গরু চরাতে যাব।

ভ। তোর যে পায়ে বেড়ী?

ম। বেড়ী পায়ে লয়েই যাব।

মু। ঘা সারান সকলের কাজ নয়। বন্দুক ধরা চাই। ডাকাত মারা চাই। ঝড়ে বালুকণা উড়িতে থাকে, প্রবল ঝড়ে বা ঘূর্ণিবায়ুতে হিমালয়ের কিছু হয় না। তুমি এখনও বালুকাকণা। ঠাকুরঝি আমার সর্ব্ববিষয়ে শক্ত পাথরের হিমালয় হয়েছে।

আহ্লাদমণি আসিয়া এই কথায় যোগ দিল। সে বলিল,—"কেন মনো, তুমি এত ভয় কচ্ছ? এ কোন কাজের সময় নয়। এই চৈত্রের লাটের খাজনা দেওয়া, তা ত সংগ্রহই হয়েছে। মনটা একটু ভাল ক'রে আসুন। কাজকর্ম্ম করার শক্তি হউক। শোকের জ্বালা আমি বুঝি। পরের মেয়ে অন্ন, ছোটকাল হ'তে তাকে মানুষ করেছি। সে অনায়াসে ছেড়ে যেয়ে বাজারের বেশ্যা হ'ল। কৈ, তার মমতাও ত কাটাতে পারি নাই? বৌএর কষ্টের সীমা নাই। স্বামীর অভাবে স্ত্রীলোকের থাকে কি? আমি কালীচরণের বিয়ে দিয়ে অনায়াসে আর একটা বউ আনতে পারি। বউমার আছে কি? তোমার যদি একটা ছেলে থাকত, তা হ'লেও হ'ত। তুমি বাধা দিও না।"

মুক্তকেশী ও ভবতারিণী বিজয়ার পত্রের আশা করিতেছিলেন। বিজয়া আর পত্র লিখিল না। সে শিবরাত্রের ১৫ দিন পূর্ব্বে এক দিন রাত্রে প্রাচীন ভৃত্য বৃন্দাবন ও প্রাচীনা পরিচারিকা গঙ্গামণি ও তাহার ভগ্নী জয়াকে লইয়া সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। জয়া পুত্রকন্যা মাতার নিকট রাখিয়া আসিয়াছিল। বিজয়ার পিতা-মাতা বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁহার তীর্থগমনের অনুমতি দিয়া প্রচুর অর্থ দিয়াছেন। জয়ার অনুমতি লইতে একটু ক্লেশ হইয়াছে। জয়া-বিজয়ার পিতামাতা, পূর্ণচন্দ্রের নিরুদ্দেশ হইবার পর সঙ্কল্প করিয়াছে যে, পুত্র-কন্যার মতের বিরুদ্ধে চলিবেন না। তাহারা যাহা বলে, শুনিবেন। জয়ার মাতা স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"এক ভুলে মেয়েটার সর্ব্বনাশ করেছি, আর ভুল করব না। জামাই পূজার পাত্র, জামাই ছেলে নয়। ভাল ছেলে হ'লে পিতা-মাতার অত্যাচার আবদার সহ্য করে। কুলীন জামাই শ্বশুরের নিকট কোন স্থলে কৃতজ্ঞ নহেন। শ্বশুরই জামায়ের নিকট কৃতজ্ঞ, কারণ, জামাতাই তাঁহার কন্যার ভার লইয়াছেন। ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুগমন করে; ধর্ম্ম ভাবিয়া, গুরুজন ভাবিয়া জামাই শ্বশুরের কোন উপকার করে না। তাঁহার উপর চোখ রাঙ্গালে চলে না। বিজয়ার বাপও গৃহিণীর কথায় দ্বিরুক্তি করেন নাই।"

মুক্তকেশী পূর্ব্ববর্ণিত কয়েক ব্যক্তি ও গ্রামের অন্য প্রতিবাসী সহ তীর্থযাত্রা করিলেন। তীর্থস্থানে তাঁহার কেবল তীর্থদর্শনই কর্ম্ম হইল না,—বিপন্নের উপকার, পীড়িতকে ঔষধদান ও শুশ্রূষা করা ও ঘুরিয়া-ফিরিয়া রুগ্নদিগের অভাব-অনাটন দেখিয়া শুনিয়া তাহা পূরণ করা মুক্তকেশী ও

ভবতারিণীর কার্য্য হইল। তীর্থস্থানেই কি পাপ নাই? তীর্থস্থানে কেহ যায় পুণ্য করিতে, কেহ যায় পাপ করিতে। তীর্থে কাহারও কামনা মুক্তিলাভ বা পুণ্যলাভ, কাহারও কামনা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি। মুক্তকেশী ও ভবতারিণী রূপসী, যুবতী ও নিরাভরণা মলিনবেশা নহেন। মনোমোহনের কথা রক্ষার জন্য মুক্তকেশী ও ভবতারিণী তীর্থস্থানেও ভদ্র সধবাবেশ-ধারিণী ছিলেন। কুদৃষ্টির হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ কেহই করিতে পারেন না। অকুতোভয়ে তীর্থস্থানে পর্য্যটন সুন্দরী যুবতী রমণীর পক্ষে সহজ নয়। ইহাতে কত বিপদ আছে। সাহস মনে ও কাজে। বিপদ-তরঙ্গের মধ্য দিয়া বিপদের পথে তুমুল সংগ্রাম করিতে করিতে সংসারপথে অগ্রসর হইবার জন্য ভব মনকে বেশ গঠন করিয়াছে। ভবর গঠিত মনটি মুক্ত পাইয়াছে। বিজয়া তাঁহাদিগের শিষ্যা হইয়াছে, অমার এখনও শিষ্যত্ব লাভ করিতে অনেক বাকী। ভব, মুক্ত ও বিজয়া তীর্থস্থানে নির্ভয়ে পর্য্যটন করিতেন। তাঁহারা কত বিপন্না রমণীকে উদ্ধার করিতেন। সকল পাপ তাঁহাদের হইতে বহু দূরে থাকিত।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নিরুত্তর।

দেখ ঠাকুর, তুমি ত রাঁধই, ঐ সঙ্গে আমার জন্যও দুটো রেঁধো। আমি মাসে দুটাকা মাহিনা দেব, ঐ সঙ্গে রাঁধবে আর আমার ঘরে দুটো ভাত দিয়ে আসবে। এই কথাগুলি নিতম্বিনী প্রমদা ঠাকুরকে বলিল।

সুরবালা বলিল,—"তোর ও পাকে চলবে কেমন ক'রে? ও নিরামিষ খায়, দ্বি-বৈষ্ণবের পাক খায়, পেঁয়াজ-রশুন ছোঁয় না। ওদের খাওয়া তোর চলবে কেমন ক'রে?"

নি। নিরামিষ যা হয়, তা দিবে। আর আমার জন্য কোন দিন একটু মাছ, কোন দিন বা একটু মাংস রেঁধে দিবে।

সুর। দেখ, অত বাবু হওয়া ভাল না। ছমাস পূর্ব্বে তোর অবস্থা আমি দেখেছি, এখন দুটো রেঁধেও খেতে পারবি নে? নগেন বাবু পঞ্চাশ টাকা মাহিনা দিচ্ছেন। এ দিকে ও দিকে আর দু দশ টাকা হয়। তা অসময়ের জন্য দু'পয়সা রাখা উচিত। এই দেখ, এলোকেশী দিদির দু পয়সা ছিল, তাই এ অবস্থায়ও বামুন চাকরাণী রেখে দুটো খাচ্ছে।

সুরবালার কথায় নিতম্বিনীর ক্রোধ হইয়াছিল। কারণ, পূর্ব্বকথা মনে করিয়া দেওয়া তাহার ভাল হয় নাই। নিতম্বিনীর আরও বিশ্বাস ছিল, তাহার প্রতি নগেন্দ্রের অনুগ্রহে সুরবালার যে একটু ঈর্ষ্যা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নিতম্বিনী সক্রোধে বলিল,—"দেখ সুরি, তুই যা-তা আমাকে বলিস না। আমি পূর্ব্বে পথের ফকীর ছিলাম না, এখনও রাজরাণী হই নি। আমার সময় অসময় তোর দেখতে হবে না। তুই-ই অসময়ে পড়।

সু। বটে, ভাল কথায় এত রাগ। দিন পেয়েছিস বুঝি? আমি তোর পূর্ব্বকথা কিছু জানি না বুঝি? ফকীরেরও অধম ছিলি তুই। দুর্ভিক্ষে খেতে না পেয়ে নর্দ্দমার ভাত কুড়িয়ে খেতিস্। তার পর মিত্র-বাড়ীর বড় গিন্নী তোকে পেটভাতায় ছেলে রাখার ঝি রাখেন। সেখান হ'তে গোবিন্দ ঠাকুরের সঙ্গে বেরিয়ে এসে জোড়াসাঁকো থাকিস। ব্যামো হ'লে গোবিন্দ ঠাকুর ফেলে গেলে, ভিক্ষে ক'রে খেতিস। আমি কিছু জানি না? এখন দুটো রেঁধেও খেতে পার না?

নি। জানি জানি, তোর অবস্থাও জানি। তুই না গোলাবাড়ীনি ছিলি? চরিত্রদোষে সেখান হ'তেও তাড়িয়ে দেয়।

সু। তা হোক, আমরা কেহই সীতা সাবিত্রী নই! তা হ'লে এ নরকে ডুবেবা কেন? নর্দ্দমার ভাত খুঁটে খাই নি। (সুরবালার ভঙ্গী করিয়া নর্দ্দমার ভাত খুঁটিয়া খাওয়া প্রদর্শন)

নি। দেখ পোড়ারমুখী, তোকে আমি ঝাঁটা-পেটে করব।

সু। কর না দেখি! আমি দুর্য্যোধনের উরু ভেঙ্গে দেবো।

এইরূপ ইতর কলহ চলিল। প্রমদারঞ্জন নির্ব্বাক! তিনি যে তরকারি কুটিতেছিলেন, তাহাই কুটিতে লাগিলেন। ক্রমে ঝগড়ার পালা শেষ হইল। অনেক শালিস মধ্যস্থ আসিল। এই ইতর কলহ মিটিলে নিতম্বিনী সক্রোধে আবার বলিল,—"কি ঠাকুর, আমার কথার উত্তর দিলে না?"

মাতব্বরী ধরণে বিনোদিনী বলিলেন,—"নিতু! তুমি বলছ কি? তুমি প্রমদা বাবুকে জান না, উনি এক জন বড় জমীদার। এলোর এ বাড়ীঘর, জিনিসপত্র সব উনিই ক'রে দিয়েছেন। উহার বড় ধর্ম্মের শরীর। তাই উনি এলোর এ দুঃসময়েও বাপের মত, মায়ের মত, বুনের মত, ভাইয়ের মত

শুশ্রূষা কর্‌ছেন। মানুষের সোয়ামীতেও এত করে না। ওঁকে ওরূপ কথা বলিস্ না।"

নিতম্বিনী ভূষণ-শিঞ্জন করিয়া সদর্পে স্বগৃহে গমন করিল। বিনোদিনী এখন প্রমদাকে আকর্ষণ করিবার সকল অস্ত্র ত্যাগ করিতেছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি প্রমদার পক্ষসমর্থন করিতেছিলেন। প্রমদারঞ্জন কোন বাক্যব্যয় করিলেন না।

কলহ মিটিল, সকলে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। অন্ন ধীরে ধীরে বলিল,—"বাবু, সে পত্রের ও উত্তর এলো না? তিনখানা পত্র লিখলে, একখানিও কি তাঁরা পান নি?"

প্রমদারঞ্জন উত্তর করিলেন,—"সে পত্রের যে উত্তর আস্‌বে, তা আমি বিশ্বাস করি না। তারা যে তোমার সঙ্গে দেখা করবে, সেও আমার বিশ্বাস হয় না।"

অন্ন। না না, তাঁরা তেমন লোক নন। অন্য সময় না আস্‌তে পারেন, আমার বিপদ শুনে—দুঃখ শুনে নিশ্চয় আস্‌বেন।

প্রমদারঞ্জন মুখ গম্ভীর করিয়া রন্ধন করিতে চলিয়া গেলেন। অন্নপূর্ণা একাকী থাকিল। তাহার মনে নানা চিন্তা উদয় হইল। সে ভাবিতে লাগিল,—সংসার কিছুই নয়। রূপ-ঐশ্বর্য্য জোয়ারের জল। সৎকর্ম্মের স্মৃতি সুখকর ও শান্তিপ্রদ। রূপটা একেবারেই কিছু না। লোকে যে রূপ রূপ করিয়া মরে, সেটা লোকের সম্পূর্ণ ভুল। যে রূপসীর হৃদয়ে বেশ্যা, যে সুন্দরীর হৃদয়ে নরঘাতিনী, যে সৌন্দর্য্যময়ীর হৃদয়ে তস্করী, যে রূপবতীর হৃদয়ে হিংসা-সর্পিণী, তাহার সৌন্দর্য্য কি সর্ব্বনাশের নহে? রূপ কিছুই নহে, গুণই সব। বুদ্ধের গুণ ছিল, জগতের এক-পঞ্চমাংশ লোক এখন তাঁহার চরণে প্রণত। খ্রীষ্টের গুণ ছিল, জগতের এক-পঞ্চমাংশ লোক এখনও তাঁহার উপাসক। শঙ্করের গুণ ছিল, কত লোক তাঁহার শিষ্য। কবীর জোলা হইলেও তাঁহার গুণ ছিল, আজও তাঁহার কত উপাসক। সতী ও সীতা গুণবতী, তাই সতী শঙ্করী ও সীতা লক্ষ্মী। গুণের সঙ্গে তুলনা করিলে রূপ কিছুই না। গুণে সংসার বাঁধা, গুণে সমাজ বাঁধা, গুণে জগৎ বাঁধা; গুণের আকর্ষণ দৃঢ় ও স্থায়ী। রূপের আকর্ষণ ভোজবাজী—চোখের ক্ষণিক প্রীতিমাত্র। মলাটখানা মন্দ হইলেও কিছু আসে যায় না, মধ্যের বহিখানি জ্ঞানগর্ভ হইলেই ভাল। খুব চাকচিক্যশালী বাঁধা বইখানিকে ভাল বই বলে না। খুব সুন্দর নর কি নারীকে ভাল মানুষ বলে না। জ্ঞানগর্ভ পুস্তককে ভাল পুস্তক এবং সদ্‌গুণসম্পন্ন লোককেই ভাল লোক বলে। লোকের কি ভুল যে, লোকে আসল ফেলিয়া ছায়া লইয়াই মরে। এই বিবাহাদি সম্বন্ধে লোকে মেয়ের রূপ দেখিয়াই মেয়ে পছন্দ করে। আজকাল ১২ হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত মেয়ে অবিবাহিতা থাকে। এত বয়সে চরিত্র একেবারে গড়া হয়ে যায়। এই সব বড় মেয়েদের রূপ দেখে বিয়ে করা কি ভুল নয়? ৮।১০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের মধ্যে যে সকল মেয়েদের বিয়ে হয়, এ সব মেয়েদের চরিত্র একেবারে গ'ড়ে লওয়া যেতে পারে। রূপে সর্ব্বনাশ হয়। আমার রূপে আমি মরিলাম। আমি রূপের আকাঙ্ক্ষায় আমার সর্ব্বনাশ করিলাম। আমার রূপ গিয়াছে, আমি বেঁচেছি। কি ছাই গান গেতাম, তাতেই লোকে পাগল হতো। সে আমার গানের গুণ নয়, সে আমার রূপের পক্ষপাতিতা। আমার স্বামী কি সুন্দর লোক—প্রেমশীল, ক্ষমাশীল, যত্নশীল,—তিনি ক্রোধ-হিংসা-বর্জ্জিত গাঢ়-প্রেমিক। তিনি ধর্ম্মভীরু ও ধার্ম্মিক। ভগবান্! আমি কি এত পাপী যে, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেও পারব না? একবার আমাকে সেই চরণ দেখতে দাও। একবার সেই চরণ আমার হৃদয়ে ও মস্তকে ধারণ করতে দাও। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অন্নপূর্ণার গণ্ডদেশ বাহিয়া খর অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দর্শনে।

মুক্তকেশীর দল চন্দ্রনাথ, আদিনাথ, ব্রহ্মপুত্র, কামাখ্যা প্রভৃতি তীর্থপর্য্যটন করিয়া আষাঢ় মাসের শেষ বাড়ী আসিয়াছেন। ভগবান্ ও মনোমোহিনী মুক্তর আগমনে যেন নবজীবন লাভ করিয়াছেন। মুক্তকেশী দেড়মাসকাল গৃহে থাকিয়া, আগামী শারদীয়া দুর্গাপূজার আয়োজন করিয়া দিয়া, আবার শ্রাবণমাসের দুই দিন থাকিতে এক বৃহৎ যাত্রিদলের সহিত পশ্চিমদেশীয় তীর্থে যাত্রা করিলেন। মুক্তকেশী, ভবতারিণী, জয়া, বিজয়া, আহ্লাদমণি, কালীচরণ ও লোকনাথ এ দলে আছেন। আরও অনেকে আছেন।

সকল তীর্থযাত্রীই কেবল তীর্থ করিতে যায় না। কাহার কাহার তীর্থদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্য অদ্ভুত দ্রব্য দেখিবার বাসনাও আছে। পূর্ব্ববঙ্গের ত্রিশ জন

তীর্থযাত্রীর এক দল এক রাত্রি কালীঘাটে অতীত করিয়া কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীটের উপর এক বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন। তীর্থযাত্রীর অবাধগতি! সেই বাড়ী হইতে দলে দলে তীর্থযাত্রী কেহ গঙ্গাস্নানে বাহির হইতেছেন, কেহ বা বাজার করিতে বাহির হইতেছেন এবং কেহ বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। মুক্তদ্বার বাতায়ন দিয়া পীড়িতা অন্নপূর্ণা এই যাত্রি-দল দেখিল। সে একে একে সারাদিন তাহার পরিচিত সকলকে দেখিল। তাহার এখন লজ্জা নাই, মান নাই, ভয় নাই, অহঙ্কার নাই। সে এখন ভগবানের চরণে দেহ-মন সমর্পণ করিয়াছে। সে এখন প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছে।

রজনী চারদণ্ড অতীত হইয়াছে। কলিকাতার প্রতি রাস্তায় গ্যাস-আলোক ও স্থানে স্থানে বৈদ্যুতিক আলোক প্রজ্বলিত হইতেছে। রাস্তার জনতা এখনও সমানই আছে। মহানগরী কলিকাতা প্রতিপন্ন করিতেছে, লীলাময়ী প্রকৃতির নিদ্রা নাই! কর্ম্ম-কুশলা ধ্বংস-সৃজননিপুণা বিশ্বেশ্বরী প্রকৃতিদেবী নিরন্তর সৃষ্টিসংহার করিতেছেন। এই মহানগরীতে যেন সেই সেই কার্য্য চলিতেছে। গাড়ীর ঘড়ঘড়ির বিরাম নাই, কিন্তু নৈশ বিরলতা আছে। এই বিরলতা সৃষ্টি অপেক্ষা সংহারের উপযোগী। এক এক নিশীথিনী লীলাময়ীর অপসারণে কত নর, কত নারী ও জীবের সংহার প্রকাশ পাইতেছে। মহা-নগরী যেন লোকচক্ষুর অগোচরে এই সংহারকার্য্য সম্পন্ন করিতে চাহে।

এই সময়ে একখানি ইজি-চেয়ারে উপবিষ্টা এক রমণীমূর্ত্তি দুই জন বাহক কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া যাত্রিভবনের রমণীদলের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। কামিনী ইজি-চেয়ার হইতে নামিয়া, ভূমে পড়িয়া অষ্টাঙ্গে সকলকেই প্রণামপূর্ব্বক গলদশ্রু লোচনে কাতর ও অপরাধী ভাবে রোদন করিতে বসিলেন। ভবতারিণী তাঁহাকে উঠাইয়া কোলে করিয়া বসিলেন। মুক্তকেশী সম্মুখে বসিয়া চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। আহ্লাদমণি ভূমে পড়িয়া গোড় আছাড়ী পাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, কালীচরণ দূর হইতে অশ্রুমোচন করিতে করিতে গৃহান্তরে চলিয়া গেল। আগন্তুকা রমণী অন্নপূর্ণার নির্ব্বাকে রোদন-অভিনয় কিছুকাল চলিল।

রোদন শেষ হইলে অন্নপূর্ণা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ভবদিদি, আমায় ছাড় ছাড়, আমি অপবিত্রা, পতিতা, নরকের কীট। আমার পাপের কথা বলি। পাপ প্রকাশ করিলে যদি কিছু পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তবে হউক। আমি স্বামীকে ভালবাসিতাম না। তাঁহাকে ভক্তিও করিতাম না। তাঁহার আহ্লাদ, আদর, সোহাগ, যত্ন, ভালবাসা, প্রেম যেন আমার গায়ে কাঁটা বিঁধিত। কাজে, অকাজে মিছামিছি মান-অভিমান ক'রে তাঁকে বিরক্ত করতাম। বাড়ী হ'তে এদিক ওদিক পালিয়ে থাক্‌তাম। সর্ব্বদাই তাঁকে জ্বালাতন করতে ইচ্ছা করত। তাঁকে জ্বালা-তন করেই আমি সুখ অনুভব করতেম। সেই ক্ষমা-শীল মহাপুরুষ আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করতেন। আমি স্বামীকে যতই বিরক্ত করি না কেন, পিসী-মাকে আমি মা'র চেয়ে বড় মনে করতাম। তাঁর আদরে আমি গ'লে যেতাম। তাঁকে দেখলে আমার সকল দুঃখ দূর হতো। ভবদিদি, মুক্তদিদি ও মনো-দিদিকে আমি বড় ভালবাসতেম। তাঁহারা ব্রাহ্মণ, আমরা কায়স্থ—এ কথা একবার মনে করতেম না। আমি স্বামীর প্রতি যতই অসন্তুষ্ট থাকি, আমি ঘর ছাড়িব, বাড়ী ছাড়িব, গ্রাম ছাড়িব, বাজারে বসিব —এ ইচ্ছা কখনও আমার মনে স্থান পায় নাই।

অশুভক্ষণে মুক্তদিদির বাটীতে ডাকাইত পড়িল। অশুভক্ষণে আমি রাগ করিয়া মুক্তদিদির বাড়ীতে ছিলাম। ডাকাইতেরা মুক্তদিদি ভেবে আমাকে চুরি করিল। ডাকাইতদলের নিকট আমি মুক্তদিদিই হইলাম। এই ডাকাইতি প্রমদা বাবুর কাজ। প্রমদার নিকট আমি মুক্তকেশীর ভগ্নী এলো-কেশী হইলাম। প্রমদা আমায় দেখে ক্ষেপে উঠল। আমিও বানর লইয়া শেষ খেলা খেলিতে বসিলাম।

প্রমদা আমাকে লয়ে কলিকাতায় আসিল। আমার বসন, ভূষণ, গৃহোপকরণ ও উত্তম গৃহ হইল। ওস্তাদ রাখিয়া গায়িকা হইলাম। প্রমদার অনুপস্থিতি-কালে দশ বিশ—ক্রমে শতজন ধরিলাম। প্রমদাকে চোর বলিয়া জেলে পুরিলাম। রোগে ধরিল—এই দুর্গতি হইল। এখন প্রায়শ্চিত্ত করিতে অভিলাষী। ধন দিয়া, প্রাণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত। আমার দুই তিন লাক টাকার মত বিষয় আছে। বৃন্দাবনে স্বামীর নামে একটি আশ্রম খুলিব। শত লোককে অন্ন ও পঞ্চাশটি লোককে আশ্রয় দিব। দেবমূর্ত্তি ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করিব। এক বৎসর স্বামী ও পিসীমার চরণামৃত পান করিব। এই আমার প্রায়শ্চিত্ত ও সংকল্প; এই সংকল্প স্থির ক'রে স্বামী ও পিসীমার নিকট কত পত্র লিখেছি। আজ দেবতা দর্শন মিলাইল।"

ভব চক্ষু মুদিয়া বলিলেন,—"তোমার সংকল্প সিদ্ধ হবে।"

মুক্ত বলিলেন,—"যা বল, তাই ক'রে দিব।"

লোকনাথ বলিলেন,—"উত্তম সংকল্প করেছ, আশীর্ব্বাদ করি, সংকল্প পূর্ণ হোক।"

আহ্লাদমণি বলিল,—"তুই পতিত হ, নরককীট হ, যদি তোকে পেয়েছি আর ছাড়্‌ব না।"

কালীচরণ কোন কথা বলিল না, সে নির্জ্জনগৃহে বসিয়া কেবল অশ্রুবর্ষণ করিল। অন্ন এ যাত্রিদল আর ছাড়িল না। সে সকল সম্পত্তি বিক্রয় করিল। সে মোট আড়াই লাক টাকার কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিল ও পঞ্চাশ হাজার টাকা নিজ হাতে নিল। এই যাত্রিদল ক্রমে তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী প্রভৃতি হইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রিয়-দর্শনে।

যশোহরে ভবেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক জন ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডার ও টরনি মোক্তার। যশোহরে তাঁহার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র তিনখানি পাকা বাড়ী আছে, একটি পুষ্করিণীর উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিমে তিনটি বাসা, পূর্ব্বদিকে একটি বৃহৎ ফলের বাগান। দুটি বাসা ভবেশ ভাড়া দেন এবং পশ্চিমের দিকের বাসাটিতে ভবেশ সপরিবারে বাস করেন। সংপ্রতি ভবেশের পরিবার বাটীতে গিয়াছেন। ভবেশ দুইটি পুত্রসহ বাসায় আছেন। ভবেশ ষ্ট্যাম্প কোর্ট-ফি বিক্রয় করেন। তিনি কয়েকটি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জমীদারের ঘরে টরনি মোক্তারী করেন, অর্থাৎ জমীদারের গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব কালেক্টরীতে দাখিল করেন ও জমীদারের পক্ষে মামলা-মোকর্দ্দমা তদ্‌বির করেন। তিনি অনেক লোকের আদালত হইতে দলিল ফেরৎ লয়েন ও দলিলের নকল লইয়া দেন। ভবেশের মাসিক আয় ১২৫৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা।

ভাদ্র মাস, মধ্যাহ্নকাল, রৌদ্র খাঁ-খাঁ করিতেছে ও বড় গরম পড়িয়াছে। আজ কি একটা ছুটীর দিন, ভবেশ বাড়ীর সদর দ্বার বন্ধ করিয়া বাড়ীর মধ্যের পূর্ব্ব পোতার গৃহের বারান্দায় পাশা খেলিতে বসিবার উপক্রম করিতেছেন। আর তিনটি লোক উপস্থিত। তাম্রকূট সুসজ্জিত। ভবেশ তামাকের হাত ধুইয়াই খেলিতে বসিবেন; এমন সময় আগন্তুক লোকদিগের মধ্যে মথুর বলিল, "কেমন ভবেশ দা, রাধিকারঞ্জন বাবু বড় সদাশয় লোক নন?"

ভবেশ বলিলেন,—"রাধিকা বাবু সদাশয় ন্যায়বাদী ও ধর্ম্মভীরু ঠিক। আজ মনোমোহন বেঁচে থাকলে এ সকলে আমরা পরম সুখী হতাম।" এই বলিয়া ভবেশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন। আগন্তুক কালী বলিল, "বল না মথুর দাদা, রাধিকা বাবু কেমন ক'রে মনোমোহনবাবুকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করলেন।"

মথুর। বল না সুরেন, তুমি বল; তুমি ত রাধিকা বাবুর ষ্টেটের মুহুরী।

সুরেন তখন অতি বিজ্ঞের মত তামাক টানিতে টানিতে বলিতে লাগিল, "এক আশ্চর্য্য মিথ্যা মোকোর্দ্দমায় মনোমোহন বাবু জেলে গিয়াছেন। রাধিকা বাবু বাড়ী থাক্‌লে এ সব হ'ত না। এ সব জয় পাঁড়ের কাজ। আপনারা জানেন, মনোমোহন বাবু, হরিমাল ও গুরু সর্দ্দারকে খুন করা অপরাধে জেলে যান। সেই হরি ও গুরু সশরীরে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করেছিল। দরখাস্তের মর্ম্ম এই—

আমরা খুন হই নাই। আমরা জয় পাঁড়ের ভয়ে কলিকাতায় পালিয়ে ছিলাম। রাধিকা বাবুর তরপে কিছু লাঠিয়াল সরকারী বাগানের নারিকেল পাড়ার জন্ত জড় হয়। প্রথমে প্রমদা বাবুর পক্ষে লাঠিয়াল ছিল না। দেওয়ান মনোমোহন বাবু বহু লেঠেল সঙ্গে ক'রে আসেন। দুই পক্ষে লেঠেল কেজের জন্ত প্রস্তত হ'লে, জয় পাঁড়ে আমাদের দুই জনকে বলে—প্রমদা বাবুর বৈঠকখানা লুঠতে ও মনোমোহন বাবুকে অপমান করতে হবে। আমরা এ কাজ পারব না ব'লে পাঁড়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে চ'লে যাই। আমরা চ'লে গেলাম ব'লে কোন কাজও হলো না। জয় পাঁড়ে ডাক্তারখানার দুটো মরা রোগীর মাথা কেটে এনে রাধিকা বাবুর সদর দ্বারে রেখে মিথ্যা মোকর্দ্দমা কল্লে। তার নিজের বাধ্য অনুগত দেশের লোক দ্বারা সাক্ষী দেওয়ালে, পুলিস এসেও লেঠেল পালাতে দেখলে, হাঁস কবুতর কেটে মরা রোগীর রক্ত করলে, মরা রোগী দুটো পরাণ মণ্ডল ও গগন কাহার; তাহারা মস্তিষ্ক-জ্বরে মরে। ডাক্তার সাহেব তাহাদের মাথা কেটে দেখেছিল। ডাক্তার সাহেবের কাছে মাথাকাটা পূর্ব্বের দুটো ও পরের দুটোর ফটো ছিল। পুলিসও মাথাকাটা দুটো লোকের ফটো নিয়েছিলো। ডাক্তার সাহেবের মাথাকাটা ফটো ও পুলিসের মাথাকাটা ফটো মিলবে এবং তাহাদের কথার সত্যতা প্রমাণ হবে। এই মোকর্দ্দমা সাজানের

পর জয় পাঁড়ে আমাদিগকে ভয় দেখায় যে, আমরা প্রকাশ হ'লে আমাদিগকে সত্য সত্য খুন করবে। এই কারণ আমরা এত দিন কলিকাতায় পালিয়ে ছিলাম। জয় পাঁড়ে পূর্ব্বে মনু বাবুর অধীনে প্রমদা বাবুর কাজ করত। মনু বাবু তাহার চরিত্রদোষে তাহাকে দণ্ড দেন ও কার্য্য হইতে বরখাস্ত করেন। এই ক্রোধে জয় পাঁড়ে মনু বাবুর বিরুদ্ধে এই মিথ্যা মোকর্দ্দমা করে।

কালী। জয় পাঁড়ে ও সাক্ষীদের শাস্তি হ'লো না কেন?

সু। ছাপরা, আরা ও পাটনা জেলায় জয় পাঁড়ে, কালী মিশ্র, দয়াল সিং, গোবিন্দ মহতা, রামকৃষ্ণ মহতা, চেচোর হালাইকর, হরিবোলা রুদ্র ব'লে কোন লোকই পাওয়া গেল না। বাঙ্গালী সাক্ষী যে যা দিয়েছিল, তা মিথ্যা ব'লে প্রমাণ হ'লো না। জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাক্ষী ফরিয়াদাকে বাঁধনের জন্য খুব চেষ্টা করেছিলেন, কিছু করতে পারলেন না। কেবল আসামীদিগকে নির্দ্দোষ ব'লে খালাস দিলেন।

ভবেশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনোমোহন বাবুর নাম উচ্চারণ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিলেন।

কালী জিজ্ঞাসা করিল, "মনোমোহন বাবু আপনার কিছু হন নাকি?"

ভবেশ। আমার জ্ঞাতি ভাই। মনুর কার্কা পাবনার বড় মোক্তার ছিলেন। তাঁর খেয়ে প'রে আমরা মানুষ। মনু, দীনেশ ও আমি এক সঙ্গে পাবনা স্কুলে প'ড়েছি, আমার বিদ্যা ফোর্থ ক্লাস পর্য্যন্ত। মনু আমার নীচে পড়তো।

যৎকালে বাড়ীর মধ্যে এইরূপ কথা হইতেছিল, তৎকালে একখানি গাড়ী আসিয়া ভবেশ বাবুর সদর দরজায় লাগিল। গাড়ী হইতে একটি বাবু বাহির হইয়া ভবেশের বারান্দায় চৌকীর উপর বসিলেন, অন্য একটি বাবু আসিয়া প্রথম বাবুর হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমার বাসায় চল।"

প্রথম বাবু। কি গুণে? কি সম্পর্কে?

দ্বিতীয় বাবু। সম্পর্ক আছে বৈ কি।

প্র-বা। দা কুমড়া।

দ্বি-বা। তুমি চল। সম্পর্ক বাসায় গিয়া বলব। সম্পর্ক জানা থাকলে কি এত দূর গড়াত?

প্র-বা। আর সম্পর্ক ক'রে কাজ নাই। আমি শঠ, ধূর্ত্ত, মিথ্যাবাদীর সহিত মিশি না। আমায় ঠাট্টা করতে এসেছ?

দ্বিতীয় বাবু একটু হাসিলেন।

প্রথম বাবু তাহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "ঠাট্টা! ঠাট্টা! আমার সঙ্গে ঠাট্টা! যখন বেরিয়েছি, তখন একবার দেখব তুমি কেমন রাধিকা বাবু। ধনগর্ব্বে ও ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারে ভদ্রতাও ভুলেছ? ভদ্র লোকের সঙ্গে কথা বলতেও জান না? তুমি আমি ক'রে সকলের সঙ্গেই কথা বল।"

এইরূপ উচ্চ কথা শুনিয়া, ভবেশ ও সঙ্গিগণ দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। "মনু মনু, তুই বেঁচে আছিস্ মনু" বলিয়া ভবেশ কাঁদিয়া মনোমোহনের গলা জড়াইয়া ধরিলেন। দুই ভ্রাতার চক্ষু-জলে দুই ভ্রাতা সিক্ত হইলেন। এ আনন্দমিলনে সকলেই কাঁদিলেন। সুরেন্দ্র মনোমোহনের মুক্তিবিবরণ পুনরাবৃত্তি করিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি রাধিকারঞ্জন-বাবু। রাধিকারঞ্জন বলিলেন, "মনোমোহন, তুমি জান না, তুমি সম্পর্কে আমার ভগ্নাপতি। তুমি আমার মেজ মাসীর মেয়ে মুক্তকে বে' করেছ। মুক্তই তোমার পরিচয় আমার কাছে দিয়েছে।"

মনোমোহন ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া রাধিকাবাবুকে প্রণাম করিলেন। রাধিকা বলিলেন, "মনোমোহন, আমি নির্দ্দোষ নই, আমি সম্পূর্ণ দোষী। সব কথা পরে বলব। আমি নিজের অস্ত্রে নিজের মাথা কেটেছি। ভগবান্ দিন দিলে এক দিন আমি তোমার হাত ধ'রে ক্ষমা চাইব।"

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনে।

নানা তীর্থপর্য্যটন করিয়া মুক্তকেশীর সেই বৃহৎ তীর্থযাত্রীর দলটা অবশেষে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যেমন সংসারে কর্ত্তৃত্ব, মন্ত্রিত্ব, গৃহিণীত্ব, দাসীত্ব, এক এক জনে এক এক কাজের ভার বুঝিয়া লয়; এ যাত্রিদলেও কর্ত্তৃত্বভার মুক্তকেশী লইয়াছেন। অন্য যাত্রিগণ যে যাহা করিতেছে, তাঁহার পরামর্শ-ক্রমেই করিতেছে। যাহার যেরূপ অর্থ, মুক্তকেশী তাহার দ্বারা সেইরূপ কার্য্য করাইতেছেন। যাঁহার সঙ্গে অল্প অর্থ, তিনি তারকেশ্বর বৈদ্যনাথে অল্প অর্থে বাবার পূজা দিয়াছেন; গয়াতে এক দিন মাত্র পিতৃ-শ্রাদ্ধ করিয়াছেন; কাশীতে একটি মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছেন; প্রয়াগে যে যে স্থানে নিতান্ত না যাইলে নয়, সেই সেই স্থানে গিয়াছেন এবং বৃন্দাবনে আসিয়া দরিদ্র যাত্রী সাজিয়াছেন। যাঁহার

সঙ্গে কিছু বেশী অর্থ আছে, তিনি বাবার ষোড়শোপচারে পূজা করিয়াছেন; গয়ায় খাপর করিয়াছেন। কাশীতে ষোড়শ দান, ও দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন দেওয়াইয়াছেন। প্রয়াগের সর্ব্বস্থানে বেড়াইয়া লুপ্তপ্রায় কাম্যকূপ ও শ্যামবটের পর্য্যন্ত সন্ধান লইয়াছেন এবং বৃন্দাবনে আসিয়া দলযাত্রী হইয়াছেন। ভবতারিণী এই দলের মন্ত্রী ও গৃহিণীর পদ লইয়াছেন। ভবতারিণীর অনুমতি ব্যতীত মুক্তকেশীর কোন কাজ করিবার ক্ষমতা নাই। মন্ত্রণা পাইলে কার্য্য করিতে তিনি আর বিলম্ব করিতেছেন না। জয়া, বিজয়া, এ দলের পাচিকা হইয়াছেন। আহ্লাদমণি, লোকনাথ ও কালীচরণ এই দলের দাসত্ব ও দাসীত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। গঙ্গামণি ও অন্য কামিনীরা এই দলে কলহ করিবার ভার লইয়াছেন। মুক্তকেশী স্থানান্তর হইতে আসিলেই কলহ থামিয়া যায়, তিনি গঙ্গামণিকে তাহার দোষ বুঝাইয়া দেন। অন্য কামিনী যে উচ্চকলহ করে, সে মুক্তকেশীর আগমনেই স্থানান্তরে পলায়নপর হয়।

এই যাত্রীর দল বৃন্দাবনে আসিয়া তিন মাস প্রায় অবস্থিতি করিতেছেন। অন্নপূর্ণা মুক্তকেশীর পায় ধরিয়া অনুরোধ করিয়াছিল যে, তাহার আশ্রম, দেবালয় ও স্কুল মুক্তকেশী স্থাপন করিয়া দিয়া যান। মুক্তকেশী দশ হাজার টাকায় এমন একটি সুন্দর বাড়ী কিনিয়াছেন, যাহাতে সত্তর আশীটি লোক সর্ব্বদা বাস করিতে পারে ও শত লোক বসিয়া আহার করিতে পারে। সেই বাড়ী-সংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে অন্নপূর্ণার দেবালয় হইয়াছে। এই বাড়ীর অনতিদূরে নাতিবিস্তীর্ণ স্থানে অন্নপূর্ণার মধ্যশ্রেণীর স্কুল হইয়াছে। পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যে অন্নপূর্ণার আশ্রম দেবালয় ও স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। দেবালয়ে ব্রাহ্মণ-পাচকের বন্দোবস্ত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে। কালীচরণ নিজ নামে আশ্রম স্থাপন করিতে দেয় নাই, মুক্তকেশী আপন ইচ্ছামতে এই আশ্রমের নাম "অন্নপূর্ণা আশ্রম" ও বিদ্যালয়ের নাম "অন্নপূর্ণা বিদ্যালয়" রাখিয়াছেন। আশ্রম ও স্কুল সংস্থাপনের পর অন্নপূর্ণার নগদ পঁচিশ হাজার টাকা ও আড়াই লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ আছে। সেই আড়াই লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজের সুদে আশ্রম, দেবালয় ও স্কুলের কার্য্য চলিবে। অন্নপূর্ণার মৃত্যু পর্য্যন্ত অন্নপূর্ণাই এই সকলের কর্ত্রী থাকিবে। সে নিজেও এ টাকা অন্য কার্য্যে ব্যয় করিতে পারিবে না। বৃন্দাবনের সম্ভ্রান্ত পাঁচটি লোক আশ্রম, দেবালয় ও বিদ্যালয়ের সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা দেখিবেন। নগদ পঁচিশ হাজার টাকা অন্নপূর্ণার নিজ সম্বল থাকিল। আহ্লাদমণি অন্নকে ছাড়িয়া মুহূর্ত্ত কালের জন্য অন্যত্র থাকে না। কালীচরণ আহ্লাদমণির বিশেষ অনুরোধে ও পীড়াপীড়িতে প্রাতে একবার মাত্র অন্নপূর্ণাকে পাদোদক দিয়া যায়। কালীচরণ দূরে থাকিতে পারিলে কখন অন্নপূর্ণার নিকট আসে না। অন্নপূর্ণা-আশ্রম নির্ম্মিত হইবার পর, মুক্ত, ভব ও কালীচরণ প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ ভিন্ন বাসায় এবং অন্নপূর্ণা ও আহ্লাদমণি প্রভৃতি আশ্রমে বাস করিতেছে।

কল্য প্রাতে মুক্তকেশী অযোধ্যা কুরুক্ষেত্র প্রভাস জ্বালামুখী কনখল সোমনাথ প্রভৃতি তীর্থে যাত্রা করিবেন। আজ রাত্রে বৃন্দাবনের কাজ শেষ করিবেন। মুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। যাত্রীর দল এখন হইতে চার ভাগ হইবে। অন্নের দল বৃন্দাবনে থাকিবে, এক দল বৃন্দাবন হইতে গৃহাভিমুখী হইবে। ক্ষুদ্র এক দল অযোধ্যা হইয়া দেশে ফিরিবে। কেবল মুক্তকেশী, ভবতারিণী, জয়া, বিজয়া, গঙ্গামণি, বৃন্দাবন, লোকনাথ ও কালীচরণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের অধিকাংশ তীর্থপর্য্যটন করিবেন।

সর্ব্বাগ্রে অশক্তা অন্নপূর্ণা আহ্লাদমণির সহিত আসিয়া বিদায় লইলেন। অন্ন ও আহ্লাদ অনেক অশ্রুপাত করিল। তাহারা দুজনে তীর্থ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাহাদিগের সহিত দেখা করিবার জন্য মুক্তকেশীকে বিশেষ অনুরোধ করিল। কালীচরণ আহ্লাদমণিকে বলিল, "পিসি! আমার সঙ্গে সম্বন্ধ এই পর্য্যন্ত শেষ। তুমি নূতন সংসার পাতলে, এই নিয়েই থাক। যদি এখন হতেও ধর্ম্মপথে থাক, তবে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিও।" আহ্লাদমণি কাঁদিয়া বলিল, "বাবা কালীচরণ, কি করি? অন্ন যে আমার অচল। তুমি বে' কর, আমি টাকা দিচ্ছি; তুমি বাড়ী বিষয় কর, আমি ক'রে দিচ্ছি। বে' কর্‌লে আমি দেশে যেতে পারি।"

কালীচরণ। ও লোক আমাদের কে? পরম শত্রু —কুল-কলঙ্কিনী বই ত নয়?

আহ্লাদ। যা বলেছিস্ বাবা ঠিক; যদি হীরা মতি মুক্তা আঁস্তাকুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, তবে সে স্থানকে অপবিত্র মনে না ক'রে, সে স্থান হ'তেই তা কুড়িয়ে নিতে হয়। আমার বাৎসল্য ভালবাসা সব যে অন্নের উপর ছড়ায়ে পড়েছিল। সে অপবিত্র হ'লেও তাকে ছাড়তে পারি না।

কা। সে কি আমা হ'তেও আপন?

আ। আপন নয়—বিপন্ন, অচল যে' কয় বাবা, আমি তোর পিসী হয়ে তোর ঘরে যাব।

কা। তোমার যেরূপ অভিরুচি তাই কর; কিন্তু বে' শব্দ আর আমার কানে দিও না।

অন্নপূর্ণা নিঃশব্দে কালীচরণের চরণ বক্ষে ও মস্তকে ধারণ করিয়া বিদায় লইল। অম্ব অস্ফুট ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "শেষ দিনে যেন এই চরণ এই ভাবে পাই।"

কালীচরণ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিল। কালীচরণ এ সকলের মধ্যে সহজে আসিতে চাহিত না। আহ্লাদমণির অনুরোধও সে গ্রাহ্য করিত না। কেবল মুক্তকেশীর কথায় সে নরম হইত। মুক্তকেশী বলিতেন, "পাপীর উদ্ধার কর, রোগের ঔষধ দাও।"

মুক্তকেশী একে একে পাণ্ডা, বাড়ীওয়ালা, ভারি, চাকর, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী প্রভৃতি অনেককে যাহার যাহা প্রাপ্য, যাহার যাহা প্রার্থনা—তাহা যত দূর পারেন দিয়া বিদায় করিলেন। অবশেষে এক শিক্ষাভি-মানিনী বৈষ্ণবী আসিলেন। ইনি আরও কয়েকবার মুক্তকেশীর নিকট আসিয়াছেন। ইঁহাকে হরি-প্রেমবিহ্বলা পরমধার্ম্মিকা বৈষ্ণবী বলিয়া বোধ হয়। ইঁহার বেশবিন্যাসে যেন ভক্তি গড়াইয়া পড়িতেছে।

মুক্ত, ভব, জয়া ও বিজয়া এই বৈষ্ণবীকে লইয়া নির্জ্জনগৃহে বসিলেন। মুক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি দয়া ক'রে আমাদিগকে বলুন, শান্তির উপায় কি? মুক্তিলাভের পথ কি? ঈশ্বর-প্রেমে মাতোয়ারা হওয়ার উপায় কি? আমি বিধবা, বহুতীর্থ বেড়িয়ে এলেম; বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, ভাল-বাসা ঢালিয়া দিয়া কেবল শান্তি চাহিলাম, চারিদিকে নৈরাশ্যের হু-হু বাতাস, হৃদয়ে অনলের উচ্চ শিখা, মস্তকে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও দুর্দ্দমনীয় লালসার অবি-রাম প্রবল প্রবাহ। এইগুলি হ'তে নিষ্কৃতি পেতে চাইলাম, ভূতভাবন ভগবান্ তাহাও আমাকে দিলেন না।"

বৈষ্ণবী ঈষৎ হাসিলেন, তিনি ধীরে ধীরে গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন, "বোন, বিষয় হইতে বিষয়া-ন্তরে মন ফিরান সহজ নহে। অপকৃষ্ট প্রেম হইতে উৎকৃষ্ট প্রেমে মনের গতিকে লওয়া সময়-সাপেক্ষ। ধর্ম্মের বিবিধ সোপান; নিম্ন সোপান হইতে ক্রমে উচ্চ—উচ্চতর সোপানে উঠিতে হয়। বৃক্ষে আরো-হণ করিতে হইলে মূলে দাঁড়াইয়া কাণ্ড ধরিতে হয়। কাণ্ডে উঠিয়া শাখা ধরিতে হয়, শাখা হইতে ক্ষুদ্র শাখায় যাইতে হয় এবং ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর শাখায় যাইয়া সুমধুর ফল পাড়িতে হয়। তুমি মূলে দাঁড়াইয়া একেবারে বিশ্বেশ্বরের প্রেমরূপ ফল চাহিলে, তাহা কি প্রকারে পাইবে? আমি বিশ্বাস করি, তুমি কাশীতে অনেক ভৈরব-ভৈরবী দেখিয়াছ এবং এখানেও তুমি বহু বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী দেখিতেছ। ইহারা একেবারে ভগবৎ-প্রেম-ফলের আকাঙ্ক্ষা করে না। প্রত্যেক ভৈরবী এক একটি মানুষ ভৈরবে ও প্রত্যেক বৈষ্ণবী এক একটি মানুষ বিষ্ণুতে ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। ভৈরবী পঞ্চমকার সহ মানুষ ভৈরবের অর্চ্চনা করে, তাঁহার লিঙ্গ পূজা করে এবং প্রথমে মদ্যরূপ কারণে মানবরূপ ভৈরবে তদ্গত হইতে চায়। ভৈরবও ভৈরবীকে পঞ্চমকার সহ পূজা করেন, তাঁহার যন্ত্র পূজা করেন এবং তিনিও মদ্যরূপ কারণে ভৈরবীগতপ্রাণ হইতে চাহেন। এখানে বৈষ্ণবী মানব বিষ্ণুতে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া ব্রজলীলা, বস্ত্রহরণ, রাসলীলা প্রভৃতি কর্ম্মের অধিষ্ঠান করিতে করিতে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হন। এইভাবে ধর্ম্মের প্রথম সোপানে দাঁড়াইতে পারিলে, পরে ধর্ম্মের দ্বিতীয় সোপান ধরিবার চেষ্টা করিতে হয়। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি, লালসার তৃপ্তি, ভোগবাসনার পরিসমাপ্তিতে শ্রান্ত, ক্লান্ত হইয়া ষড়রিপুর বলিদান করতে পারলেই ধর্ম্মের দ্বিতীয় সোপান ধরিবার চেষ্টা করা যায়। "শনৈঃ পন্থাঃ, শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্ব্বত-লঙ্ঘনম্" এই গেল কর্ম্মযোগ। ইহার পরেই ধর্ম্ম-যোগ, তার পর জ্ঞানযোগ। জ্ঞানযোগ হ'লেই মুক্তি হাতে হাতে বোন! যদি শান্তি পেতে চাও, তবে অগ্রে কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর, আমি সব উপায় ক'রে দিচ্ছি।" বৈষ্ণবীর এই কথা শ্রবণে মুক্তকেশী ঘৃণায় মস্তক অবনত করিলেন। তিনি বুঝিলেন, বৈষ্ণবীর প্রতি অন্যায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। ধার্ম্মিকের বেশ দেখিয়া ধার্ম্মিক স্থির করা ভ্রম। তিনি বাক্য-ব্যয় না করিয়া বৈষ্ণবীকে যৎসামান্য কিছু দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

বৈষ্ণবী ভাবিলেন, 'আমার শিকার জুটিয়াছে।' তিনি পুনরপি বলিলেন, "বোন, ভাল ক'রে বুঝেছ ত কর্ম্মযোগটা কি? আমি আর এক দিন এসে বেশ ক'রে বুঝাতে পারি। কর্ম্মযোগের সম্বন্ধে আয়োজন ক'রে দিতে পারি।" মুক্তকেশী বলিলেন, "আর আস্তে হবে না, আমরা কাল সকালে চ'লে যাব।"

বৈষ্ণবী। আবার ফিরে আস্বে না?

মু। এলেও কর্ম্মযোগ শিক্ষার প্রয়োজন হবে না।

বৈষ্ণবী। হবে হবে, মন স্থির কর। আর এরূপ ভেসে বেড়াইও না, নূতন নূতন কিছুদিন মনটা ঐ রূপই থাকে।

বৈষ্ণবী চলিয়া গেলে জয়া বলিল, "ও বৈষ্ণবীর মুখে মারতে হয় ঝাঁটা।"

বিজয়া বলিল—"কেন, বৈষ্ণবী ত বেশ ধর্ম্মকথা বলছিল। জলের মত বুঝায়ে যাচ্ছিল।"

মুক্তকেশী বলিলেন, "তোর ভব দিদিকে একটা মানুষ ভৈরব ক'রে দেব। মদিরা কারণে সেই ভৈরবে তদ্গত প্রাণ হবার চেষ্টা ক'রবে। অর্থাৎ ভব মদ খেয়ে একটা পরপুরুষ নিয়ে খুব আমোদে মত্ত হবে।"

বিজয়া। বৈষ্ণবী কি এই বুঝালে?

মুক্ত। এই বুঝালে না, তবে কি তোর মাথা বুঝালে?

বিজয়া। দুর দুর! ও পোড়ারমুখীর মুখে মারতে হয় বিশ ঝাঁটা।

ভবতারিণী মৃদু হাস্য করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনতে গেলেন একজনে; আর ধর্ম্ম করার ভারটা বুঝি অপরের উপর? ব্যবস্থা মন্দ নয়।"

মু। চুপ চুপ, এখন বোচকা বেন্ধে কি করব না কর তার পরামর্শ দে।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পিতাপুত্রে।

গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটী হইয়াছে। কলেজ স্কুল সব বন্ধ হইয়াছে। দলে দলে ছাত্র সব বাড়ী আসিতেছে ও আসিয়াছে। গ্রাম সকল মুখরিত হইয়াছে। কন্যা-বধূগণ নূতন নূতন বহি পাইয়াছেন এবং পরস্পর পরস্পরের বহি তুলনা করিতেছেন।

কেহ বলিতেছেন—স্বর্ণলতা খুব ভাল বই। কেহ বলিতেছেন—চন্দ্রশেখরের মত বই নাই। কেহ বলিতেছেন—উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের মত বই নাই। কেহ প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন—নিশীথচিন্তার পায়ের কাছেও দাঁড়াতে পারে না। কেহ বলিতেছেন—সদ্ভাবশতক ভাল। কেহ হাসিয়া উত্তর দিতেছেন—দূর ক্ষেপী, ও বই কি কেহ এখন পড়ে? ও পাগল কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের পাগলামি। পদ্য পড়িস্ ত পড়—বিদ্যাসুন্দর ও বীরাঙ্গনা। পলাসীর যুদ্ধ, আশাকানন আর রবি ঠাকুরের যা পড়িস্ তাই ভাল।

পাড়াগাঁয়ে ফুটবলের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। এ ক্লাবে সে ক্লাবে ম্যাচ খেলা চলিতেছে এবং ক্যাপ্‌টেনেরা বাঁশী বাজাইতেছেন। গাছে পাকা আম দুলিতেছে, ছেলের দল গাছতলায় জুটিয়াছে, বায়স ক্রোধে অধীর হইয়া চীৎকার করিতেছে। গৃহিণী উচ্চ গলায় ডাকিতেছেন—ওরে হরে, ওরে বলা, পাকা আম কয়টা পাড়বি না? আমাদের জয়া-বিজয়ার ভ্রাতা বিধুভূষণ কলিকাতায় কলেজে প'ড়ে বাড়ী আসিয়াছে। আজ তাহাদের ক্লাবে ম্যাচের খেলা হইবে। সে একটা ছেঁড়া বল মেরামত করিয়া ফুলাইয়া বড় করিতেছে। বিধুর পিতা নিকটে আসিয়া বলিলেন, "ওরে বিধে, ওটা কি বিস্তার গোদা না কি রে, যে কলিকাতা থেকে নিয়ে এসেছিস্" বিধু লজ্জিত ভাবে উত্তর করিল, "না বাবা, বিস্তার গোদা নয়, ওটা ফুটবল খেলার বল। ফুটবল খেলিলে শরীর ভাল হয়। শিক্ষা যেমন চাই, স্বাস্থ্যও তেমন চাই। তাই ছেলেরা এ খেলা খেলে; এ খেলা একবারে নূতন।"

পিতা। তা বুঝেছি রে বাবা, তা বুঝেছি। তোমার মনোযোগ দেখে একটু ঠাট্টা করলেম।

বিধু। আচ্ছা বাবা, দিদিরা যে তীর্থে তীর্থে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের পত্র পেয়ে থাকেন? তাঁদের কি তীর্থের বয়স হয়েছে? বড়দিদির ছেলে মেয়েটা আমাকে পেয়ে বড় সুখী হয়েছে। ছেলেটা আমাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করে, মা আসবে কবে? আমি তার কথা শুনে না কেঁদে থাকতে পারি না।

পিতা। তারা পত্র লেখে। তীর্থের বয়স হয় নাই বটে, তাদের মনে বড় ক্লেশ। বড় মেয়েটার অতুল ঐশ্বর্য্য তুলারাশির মত উড়ে গেল। ছোট জামাই পূর্ণের সংবাদ নাই।

বিধু। পূর্ণ বাবুর সন্ধান আমিও খুব ক'রে থাকি। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম নানা-স্থানের ছাত্র আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে। উড়িষ্যা দেশের হরিচরণ মিশ্র নামে একটি ছেলের সঙ্গে আমার খুব ভাব। কোন ছেলে কিছু বলতে পারে না। সে বলে, তাদের দেশে পাবলিক ওয়ার্কে পূর্ণ বাবুর চেহারার একটি লোক আছে। সে নাম জানে না। এবার ছুটীতে গিয়া নাম জেনে আসবে।

পি। তুমি আজই হরিচরণকে সেই বাবুর নাম-ধাম জেনে আসতে একখানা পত্র লিখে দাও না?

পু। আচ্ছা বাবা, আজই ডাকের আগে দিব। আর বাবা, একটা বড় ভাল কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। ঐ সে মুক্ত দিদি—যিনি দিদিদের সঙ্গে তীর্থে তীর্থে বেড়াচ্ছেন, যিনি কামাখ্যা হ'য়ে আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। যিনি কাজে-কর্ম্মে কথায় বেশ ভাল। আমাদের কত কি তৈয়ারী ক'রে খাইয়েছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম কি আপনি জানেন?

পি। জানি, মনোমোহন চট্টোপধ্যায়। পাবনার

বড় মোক্তার জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র। কৃষ্ণ চাটুয্যে এই সকল কুঠির মুচ্ছুদ্দি ছিলেন।

পু। বাবা, বোধ হয় আপনি শুনেছেন, মনোমোহনবাবুর জেলে মৃত্যু হইয়াছে?

পি। তা তো শুনেছি, সে মেয়েটাও বলেছিল, ভবও বল্লে।

পু। না বাবা, তাঁর মৃত্যু হয় নাই, আমি তাঁকে সশরীরে দেখেছি। তিনি আমাদের হিন্দু হোষ্টেলে এসেছিলেন।

পি। বলিস্ কি ক্ষেপা, তাও কি হয়? মরা মানুষ কি ফিরে? মনোমোহন আমাদের স্বঘরের ছেলে, তার সঙ্গে জয়ার সম্বন্ধ হ'য়েছিল; তাকে আমি চিনি, ছেলেটা খুব কাজের—খুব ভাল।

পু। তিনিও আপনাকে চিনেন। তিনি বল্লেন, তিনি আমাদের বাড়ীতে এসেছেন।

পি। ওরে না, সে আর কোন মনোমোহন হবে। মুক্ত বোকা মেয়ে নয়। মুক্ত যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি ধৈর্য্যশীল।

পু। বাবা, রহস্য শুনুন;—মনোমোহনবাবু নিজ মুখেই বলেছেন, মিথ্যা মোকর্দ্দমায় তাঁর জেল হ'ল। মুক্তদিদি ভবদিদিকে সঙ্গে ক'রে টাকা বৃষ্টি করতে লাগ্লেন। যশোহরে কোন ফল হ'ল না, হাইকোর্টে সামান্য ফল হ'ল। মুক্তদিদির টাকা ব্যয়ে মনু বাবু জেলে ভালই থাক্‌তে লাগ্লেন। এক এক জেলে দেড় হাজার দু হাজার ক'রে টাকা ঢাল্‌তে লাগ্লেন, ডাক্তারেরা মনুবাবুকে পীড়িত ব'লে রাখতে লাগ্লেন। ভয়, পাছে কাজে যেতে হয়। অল্প দিনের মধ্যে যশোহর ও আলীপুর এই দুই জেল ও মেদিনীপুরের জেল ঘোরা হ'ল। মুক্তদিদির পথে অনেকবার এমন বিপদ হয়েছিল যে, জাতিধর্ম্ম যায় যায় হয়েছিল—এই সব ভেবে মনুবাবু তাঁর জ্ঞাতিভাই ও মেদিনীপুরের উকীল দীনেশ বাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে পত্র লিখে দিলেন—তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু পোড়ান হয় নাই, উদ্দেশ্য—জেলে টাকা নষ্ট না হয়, আর মুক্তদিদি বিপদে না পড়েন। তাই পত্রে লিখে দিলেন,—কুশ ক'রে শীঘ্র শ্রাদ্ধ করা না হয় এবং মুক্তদিদি বিধবা না সাজেন। মনু বাবু গদাই ব'লে একটা চাকরকে সঙ্গে ক'রে মুক্ত দিদি ও ভবদিদি প্রভৃতিকে তীর্থ হ'তে ফিরায়ে আন্‌তে গিয়েছেন। বোধ হয়, দিদিরাও সেই সঙ্গে ফিরে আসবেন। মনু বাবু জেল হ'তে বেরিয়ে বাড়ীও যান নাই।

পি। বেশ হয়েছে। হিতে বিপরীত হয়েছে, তীর্থে টাকার শ্রাদ্ধ হ'চ্ছে। পথে বিপদও কত হ'তে পারে, তবে ওরা বিপদে পড়ার মেয়ে নয়। মুক্ত, ভব ভারি চালাক। বোকা আমার মেয়ে দুটো—কোন বোধশোধ নাই।

পু। দিদিরাও এবার চালাক হয়ে আস্‌বে। শুনেছি, মুক্ত ও ভবদিদি বিষয়কর্ম্ম বুঝে, মামলা মোকর্দ্দমা বুঝে। জেলে কয়েদীর থাকার সুবন্দোবস্ত করা যে সে মেয়েমানুষের কাজ নয়। তাঁদের সাহস আছে, চরিত্রে বল আছে। আত্মসম্মান জ্ঞান আছে—তাঁরা বেশ কাজ-কর্ম্ম ক'রে বেড়াচ্ছেন।

পি। মেয়েমানুষ এইরূপই ত হওয়া চাই। যেখানে লাগাবে—সেখানেই লাগবে।

পু। মুক্ত দিদির সব বিষয়ে ভাল দেখেছি, কিন্তু শোক সহ্য করবার শক্তি নাই। স্বামী ম'লই বা, সংসার ফেলে কি তীর্থে যাওয়া উচিত?

পি। ওরে পাগল, তুই এখন এ সব বুঝবি না। মুক্ত কিছুই অন্যায় করে নাই। মেয়েমানুষের স্বামীই সংসার। শুনিস্ নাই কি, কাহারো স্ত্রী মলে লোকে বলে, অমুক গৃহশূন্য হয়েছে। বাস্তবিক স্ত্রী মরে গেলে পুরুষের কি ঘর-বাড়ী থাকে না? তা নয়। স্ত্রীবিয়োগে পুরুষের পক্ষে গৃহটা সংসারশূন্য বোধ হয়। যে প্রকৃত স্ত্রী, পতিবিয়োগে সংসার আর তার থাকে না। সে স্থির হয়ে সংসারে মাথা রাখতে পারে না। মুক্ত তাই এরূপ ঘুরে বেড়াচ্ছে, মনোমোহন ফিরে না এলে মুক্ত কুশ ক'রে স্বামীর শ্রাদ্ধ করার পরেই অল্প দিনের মধ্যে ম'রে যেত।

বিধু বাষ্প-রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "পূর্ণ বাবুকে না পাওয়া গেলে ছোটদিদি কি মরে যাবে?"

পি। আশ্চর্য্য নয়! মুক্তের প্রকৃতি পেলে এবং পূর্ণকে সত্য সত্য না পাওয়া গেলে বিজয়া নিশ্চয় ম'রে যাবে। যত দিন আশা, তত দিন তার জীবন। তার আশাটা কোন রকমে রাখতে হবে।

এই কথা বলিয়া পিতা নীরবে রহিলেন এবং পুত্রও চক্ষুর জল সংবরণ করিতে পারিলেন না।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

পথে।

এবার পুরীতে পুরুষোত্তম তীর্থে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছে। কেহ বলে পঁচিশ, কেহ বলে তিরিশ লক্ষ যাত্রী সমবেত হইয়াছিল। রথযাত্রা শেষ হইয়াছে, শ্রীরথে বামন দর্শন হইয়াছে, দলে দলে যাত্রী গৃহাভিমুখী হইয়াছে। বিসূচিকার ভীষণ প্রাদুর্ভাব। জগন্নাথদেবের পচা গলিত প্রসাদের মহিমা সহস্রমুখে ঘোষিত হইতেছে। ঘাটে পথে মাঠে বৃক্ষমূলে ঝোড়-জঙ্গলে অসংখ্য শব, কে কার সৎকার করে? কেহ মরিয়াছে, কেহ মর মর হইয়াছে; কেহ দুই বার একবার ভেদ-বমি করিয়াছে ও তাহার সহযাত্রিগণ তাহাকে ফেলিয়া পলাইয়াছে। শৃগাল কুক্কুর শকুনি গৃধিনী জীবিত মৃত সকল লোকের মাংস ভক্ষণ করিতেছে। বিসূচিকার যন্ত্রণায় রোগী মৃত্তিকায় পড়িয়া হোয়া হোয়া করিতেছে। শৃগালে আসিয়া এরূপ রোগীর পা ও কুক্কুরে আসিয়া এরূপ রোগীর হাত কামড়াইয়া ধরিল এবং শকুনি গৃধিনী ঊর্দ্ধ আকাশ হইতে তাহার নাড়ী বা চক্ষু লইবার জন্য উপক্রম করিল। কি ভীষণ দৃশ্য! কি লোমহর্ষণ ব্যাপার!

মহাতীর্থ পুরী হইতে বঙ্গের গ্রাম্যপথ পর্য্যন্ত এই দৃশ্য বিস্তৃত হইয়াছে। মেদিনীপুর পর্য্যন্ত এ দৃশ্যের ভীষণতা অধিক। তাহার উত্তর পূর্ব্বে তদপেক্ষা দৃশ্য কম ভীষণ। কোথাও অর্দ্ধমৃত পতি লইয়া পত্নী, কোথায়ও ঐরূপ পত্নী লইয়া পতি; কোথাও মাতা লইয়া পুত্র, পুত্র লইয়া মাতা; কোথায়ও ভ্রাতা লইয়া ভগ্নী, কোথায়ও ভগ্নী লইয়া ভ্রাতা, বিপন্ন হইয়া ভগবানে বিশ্বাস করিয়া রাস্তার পাশে বসিয়া আছে। দলে দলে যাত্রী হাঁটিয়া, কোন কোন যাত্রী শিবিকায়, কোন কোন যাত্রী গোযানে এবং কোন কোন যাত্রী অশ্বপৃষ্ঠেও যাইতেছেন। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য, তাহার উপর মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি। রাস্তার স্থানে স্থানে গভীর কর্দ্দম, স্থানে স্থানে স্রোতস্বতী নদী, নদীপার হওয়া এক বিষম ব্যাপার। কেহ হাঁচড়াইয়া, কেহ কামড়াইয়া, কেহ সহযাত্রীর হাত ধরিয়া, কেহ পিষ্ট হইয়া, কেহ হাঁচড় খাইয়া খেয়া নৌকায় উঠিতেছে। কেহ তীরে পড়িয়া থাকিতেছে, কেহ জলে পড়িয়া যাইতেছে। জীবনের যেন মূল্য নাই। মনুষ্য-জীবন যেন হেলা-খেলার সামগ্রী, তাহার উপর পাটনী ভায়ার অত্যাচার! সে যাহাকে লাথি মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, পরপারে আসিয়া সে তাহার হাত ধরিয়া নৌকায় উঠাইয়াছে বলিয়া পারের কড়ি এক টাকা হাঁকিল। উড়িষ্যা নির্ম্মমতার রঙ্গালয়। নিকৃষ্ট উৎকলবাসী মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য, অত্যাচারের আকর। হিন্দুগণ কি ধর্ম্মপ্রাণ! হিন্দুগণের ধর্ম্মবিশ্বাস কি দৃঢ়!

কটক হইতে বালেশ্বর জেলার পথে কাঁ্যক্ কাঁ্যক্ করিতে করিতে অনেক গরুর গাড়ী আসিতেছে। আশেপাশে যাত্রী। মধ্যে মধ্যে উড়ে বাহকের হু হু শব্দে বাহিত শিবিকা। একখানি গোযানে মুক্ত, ভব, জয়া, বিজয়া ও গঙ্গামণি বালেশ্বর অভিমুখে যাইতেছেন। গোযানের অগ্রে কালীচরণ এবং পশ্চাতে লোকনাথ ও বৃন্দাবন। মুক্তকেশী ভারতের প্রায় যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। এখন শ্রীক্ষেত্র হইতে গৃহাভিমুখী হইয়াছেন। তখনও এ পথে রেলগাড়ী চলে নাই। রেলরাস্তা নির্ম্মিত হইতেছে মাত্র। রেলকর্ম্মচারিগণের নিকট যাত্রিগণ আগ্রহে শুনিতেছেন, কত দিনে রেল খুলিবে। রেলের কোন হুজুর কোন উত্তরই দিতেছেন না। কোন কোন ছ্যাবলা হুজুর, এক বৎসরে খুলিবে আশা দিতেছেন।

গাড়ীর মধ্যে গঙ্গামণি বলিল, "আহ্লাদি বেশ করেছে, স্বস্থানে প'ড়ে আছে, কোন ক্লেশ নাই। এত মরা, এত মানুষ খাওয়া-খাই, এত কান্নাকাটি আর তার দেখতে হচ্ছে না।"

বিজয়া বলিল, "সত্যি দিদি, সত্যি।"

গঙ্গা। তীর্থের যে মহিমা আছে, তা ঠিক। আমরা বৃন্দাবন ছেড়ে যাওয়ার সময় দেখলাম—অন্ন নড়তেও পারে না। আবার রামেশ্বর হ'তে ফিরে এসে দেখি, অন্ন বেশ বস্‌তে পারে, লাঠি ভর দিয়ে পথ চল্‌তে পারে। কেবল বাঁ হাতটা আর বাঁ পাটা ঠিক হয় নাই। আর কিছু দিন থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার রূপ যৌবন ফিরে আস্‌বে।

বিজয়া। তা আসবে বৈ কি দিদি, আসবে। হাত পা ভাল হউক, নিজের কাজ নিজে ক'রে খাউক, রূপ যৌবন নাই বা এল, না এলেই বা ক্ষতি কি?

গঙ্গা। আস্‌বে না কেন, বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল। দেখলে না, লীলাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলায় বৈষ্ণবীগণ সকলেই যুবতী, সকলেই রূপসী।

বিজয়া একটু রহস্যের লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। গঙ্গামণিকে বিজয়ার মাতা পিসী বলিতেন, সেই সম্পর্কে গঙ্গামণি বিজয়ার ঠানদিদি; সংক্ষেপে দিদি বলিয়া ডাকিত। বিজয়া বলিল, "বড় ভুল হ'য়েছে দিদি, তোমাকে বৃন্দাবনে রেখে এলে প্রভুর দয়ায় তুমি এত দিন ষোড়শী যুবতী ও সুন্দরী

হ'তে এবং বৃন্দাবনে একটি কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ ক'রে রাসলীলা, বস্ত্রহরণ, গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি কত লীলা করতে পারতে।"

গঙ্গা। লীলা করতে পারতাম, না পারতাম জানি না; তত পুণ্যি আমার আছে কি না জানি না। বুড়ী বুড়ী করার দায় হ'তে ত বাঁচতাম! বুড়ী ত আর কেহ বলতে পারত না।

বিজয়া। তোমায় কে বুড়ী বলে? তুমি যে তিন মাসের জন্য বৃন্দাবনে ছিলে, তাতেই তোমার বয়স অর্দ্ধেক কমে গেছে।

গঙ্গা। সত্যি না কি লো? পাড়ার পোড়া-মুখীরা আমায় বুড়ী ভিন্ন বলে না। যদি তাই হয়ে থাকে, তবে এবার কোমর বেঁধে কোঁদল করব।

যৎকালে বিজয়া ও গঙ্গামণি এইরূপ রহস্যে ব্যাপৃতা, তৎকালে জয়া গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিতা। মুক্ত ও ভব এক বিষম প্রশ্নের মীমাংসায় ব্যস্ত। ভবর মুখ রক্তবর্ণ হইয়াছে ও চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়াছে। মুক্ত ভবর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভয় নাই। বিধি-ব্যবস্থা শীঘ্রই করছি।"

এই বলিয়া মুক্ত গাড়ীর সম্মুখের কাপড় সম্পূর্ণ সরাইয়া গাড়োয়ানকে বলিলেন, "গাড়ী ঐ আম-বাগানের কাছে নিয়ে যাও।" কালীচরণ, লোক-নাথ ও বৃন্দাবনকে সেই আমবাগানের দিকে যাইতে বলিলেন, লোকনাথ ও গাড়োয়ান বলিল, "চটী আর এক ক্রোশ দূরে, এখানে গাড়ী রাখলে খাওয়া লওয়া কি হবে মা?"

মুক্ত বলিলেন, "তা হবে এখন, আগে চল।"

গাড়ী আম্রকাননের নিকট আসিল। গরুর স্কন্ধ হইতে গাড়ী নামান হইল। মুক্ত গাড়ীর দুই দিক্ ঢাকিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। গাড়োয়ান গরুকে খড় খাইতে দিল। লোকনাথকে দূরে লইয়া মুক্ত চুপে চুপে কি বলিলেন। লোকনাথ দ্রুতপদে পশ্চাৎ দিকে চলিয়া গেল অর্থাৎ যে দিক্ হইতে আসিয়াছে, সেই দিকে ফিরিয়া গেল। মুক্ত বৃক্ষ-ছায়ায় তৃণাসনে বসিলেন। গাড়োয়ান তামাক সাজিয়া টানিতে বসিল। কালীচরণ ও বৃন্দাবন আর এক কলিকা তামাক সাজিয়া লইল। গাড়ীর মধ্য হইতে কেহই নড়িল না। সকলেই পরস্পর পর-স্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

প্রায় পনর মিনিট পরে লোকনাথ এক ইংরাজ-বেশধারী অশ্বারূঢ় বাঙ্গালী যুবককে লইয়া তথায় আসিলেন। মুক্ত তাঁহাকে আসিতে দেখিয়াই দণ্ডায়-মান হইলেন। বাবু নিকটে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। মুক্তকেশী যুক্তকরে তাঁহার নিকট বলিলেন, "হুজুর! আপনি বাঙ্গালী, বোধ হয় ব্রাহ্মণসন্তান?"

বাবু বলিলেন, "এ সব কেন?"

মু। বোধ হয় বঙ্গদেশে আপনার বাড়ী? গলায় যজ্ঞোপবীত আছে।

বা। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ হ'লে তা ত হবেই।

মু। বাড়ীতে মা, ভগ্নী, স্ত্রী, পিসী, মাসী এ সব স্ত্রীলোক আছেন?

বা। তা ত কারো কারো থাকে, আপনার কথা কি বলুন না?

মু। আপনি মাতাকে ভক্তি, স্ত্রীকে সোহাগ আদর ও আর সকলকে প্রতিপালন করেন?

বা। আপনি কি জন্য ডেকেছেন বলুন না? বাজে কথা কেন?

মু। আলাপটা ক'রে নি। যার স্ত্রী, কন্যা, মাতা আছেন, সেই মাতার জাতির, স্ত্রীর জাতির প্রতি যত্ন করে। অপাত্রে গুরুভার দিতে পারি না, তাই বাজে কথা।

বা। আপনি যা বল্‌বার বলুন, আমার সময় নাই।

মু। হুজুর, সময় নাই বলেন কি? আপনার সময় আছে। অল্প বয়স, দিব্যরূপ, খাসা ঘোড়া,—উত্তম পোষাক!

বা। (বাধা দিয়া) আপনি পাগল না কি?

মু। না না, আমি পাগল না! বিপদে লোকের মতি স্থির থাকে না। আমি আপনার ধৈর্য্য পরীক্ষা করছিলাম। আপনি যদি ধৈর্য্য ধ'রে আমার কথা শুনতে না পারেন, তবে আমার কাজের ভার ত লইলেন না।

বা। যত দূর পারি লইব। আপনি বলুন।

মু। আমাদের বাড়ী বঙ্গদেশে—ফরিদপুর জেলায়। আমার দুটি মাসতুত বুন, খুব বড় ঘরের মেয়ে। তারা বড় সুখী, বড় আদুরে। তাদের একটির আজ কয়েক দিন জ্বর। আজ সকাল হ'তে ভেদ বমি হ'চ্ছে, গাড়ীর বা পাল্কীর ঝাঁকি সইবে না, চটীতে দোকানের অবস্থাও ত দেখতে পাচ্ছেন। লোকে লোকারণ্য,—ভেদ, বমি আর মড়ায় চটী পূর্ণ। আপনি বাঙ্গালী, তাই প্রার্থনা করি, দয়া ক'রে বাঙ্গালী মেয়ে দুটিকে পদছায়া দিয়ে দু' চার দিনের জন্য একটু থাকার স্থান দিয়ে আমার বুন দুটিকে বাঁচান। আমি গরীব বিধবা, এই সঙ্গী তিনটিও গরীব। আমরা গাছতলায় থাকব,

গাছতলায় বাঁধব। কেবল বোন ছুটির জন্ম, একটু আশ্রয় চাচ্ছি। আর দয়া ক'রে একটি ডাক্তার বা কবিরাজের সন্ধান ব'লে দিন। আপনার চেহারাটিও আমার পূর্ণেন্দু দাদার মত! পথের কষ্ট, ঝাঁকির কষ্ট পেলে, আমার বুনটি নিশ্চয় মারা যাবে।

বাবুর এই রমণীর কথায় ও আলাপে প্রবল সন্দেহ হইল। স্বভাবতঃই বাবুটি একটু দয়ালু, তার পর বাঙ্গালী স্ত্রীলোক বিপন্ন—পীড়িত! এই সব ভাবিয়া বাবু বলিলেন,"তাই ত, আপনি দেখছি খুব বুদ্ধিমতী। কাজটি ভালই করতে চাচ্ছেন। বিশ্রামের ও ভাল স্থানের প্রয়োজন বটে। আপনার ভগ্নী এখন কি অবস্থায় আছেন?"

মু। এই একটু চুপ ক'রে আছে, বোধ হয় সামান্য একটু ঘুমিয়েছে।

বাবু। ওই যে উঁচু বাসাটা দেখছেন, ওই আমার বাসা ও আফিস। ওখানে স্ত্রীলোক থাকার মত স্থান নাই; আমরাই অনেক। আর ওই যে একটি ছোট বাসা দেখছেন, ওটি আমার কনট্রাক্‌টারের বাসা। কনট্রাক্‌টার বাসায় নাই। ওখানে থাকা হ'তে পারে। আসুন, ওখানেই একরকম বন্দোবস্ত করব।

মু। আপনার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মা, বোন বুঝি অনেক?

বাবু। না, সে সব নয়। সব আফিসের লোক। তবে আপনারা আসুন, ডাক্তারকে আমি খবর দিয়ে বাসায় চল্লাম।

মু। মহাশয়, ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন, আপনার পুত্র-পৌত্র হোক। আপনি স্ত্রী ল'য়ে সংসারে সুখী হন। আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য হউক। আপনার শত্রুদল আপনার পদানত হউক। আপনার ডুবা নৌকা ভেসে উঠুক; আপনার হারাধন ঘরে আসুক। হিন্দু বিধবার অন্তরের আশীর্ব্বাদে নিশ্চয় আপনার মঙ্গল হবে।

পূর্ব্বের কথোপকথন ও পরের আশীর্ব্বাদ শ্রবণে বাবুর মনে হইল, এ রমণী নূতন বিধবা হইয়াছে। ইহার মাথা বেশ ঠিক নাই। সজ্ঞানে অজ্ঞানে কথা বলে;—বেশী কথা বলে। এ দয়ার পাত্রী। এই রূপ বাবু কত কি ভাবিতে লাগিলেন। ইহাদিগের উপকার প্রাণপণ-যত্নে করিতে হইবে স্থির করিলেন। মুক্তকেশীর রূপে, চক্ষুর দৃষ্টিতে ও আবার লালিত্যে এমন একটা কর্ত্তৃত্বের ভাব—এমন একটা বৈদ্যুতিক শক্তি আছে যে, তাহার নিকট সকলেরই পরাজয় স্বীকার করিতে হয়।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

নিমন্ত্রণে।

মুক্তকেশী সদলে বাবুর প্রদর্শিত বাসায় গিয়া... বাবু ডাক্তার ডাকিয়া দিয়াছেন। বাবু বিশে... তল্লাস লইতেছেন। কনট্রাক্‌টরবাবুও জেলা ... ফিরিয়া আসিয়া বাবুর বাসায় আছেন। ... রোগিণী না দেখিয়া ঔষধ দেওয়াতেও পীড়া আরো... হইয়াছে। বাসা সর্ব্বদা বন্ধ থাকে। বাসা ... কেবল লোকনাথ, মুক্তকেশী ও কালীচরণ ... হন। তাঁহারা বিনা অর্থে বাবুর কোন দ্রব্য ... না। দশ দিন এই স্থানে অতীত হইয়াছে।

আশ্রয়দাতা বাবুর পরিচয় আবশ্যক। ইনি এ... জন পাবলিক ওয়ার্কের সবডিভিসনাল অফিসার। ... বাসায় মুক্তকেশীর দল আছে, তাহা একটি বাঙ্গা... ব্রাহ্মণ কনট্রাক্‌টরের বাসা। বাসাটি পরিষ্কা... পরিচ্ছন্ন এবং গৃহোপকরণগুলি উৎকৃষ্ট ও পরিষ্কা... উড়িষ্যা অঞ্চলে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টকে ... গড় কাণ্ডেন বিভাগ বলে এবং সাবডিভিসনাল ... অফিসারকে গড় কাণ্ডেনের বড় সাহেব বলে... আজ মুক্তকেশীদিগের বাসায় এ স্থানের সক... বাবুদিগের নিমন্ত্রণ। বলা বাহুল্য, ডাক্তার বাবুর... নিমন্ত্রণ হইয়াছে। মৎস্য মাংস প্রভৃতি নানা আহা... দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে। ভবতারিণী, জয়া ও বিজয়া... তিন জনে রন্ধনে ব্যস্ত। রাত্রিতে আহারের সম... নিরূপিত হইয়াছে। লোকনাথ সকলকে নিমন্ত্রণ... করিয়া আসিয়াছেন। এই গৃহস্বামী ঠিকাদার বাবুর... নিমন্ত্রণ হইয়াছে। নানাবিধ আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত... হইয়াছে। লোকনাথ ও কালীচরণ দুগ্ধ সংগ্রহে... গিয়াছেন। মুক্তকেশী বাটীর সদর দ্বার খো... করিয়া বহির্ভাগে দণ্ডায়মান আছেন। গড় কাণ্ডেনে... বড় সাহেব বাসার নিকট দিয়া অশ্বারোহণে যাইতে... ছিলেন। মুক্তকেশীকে দেখিয়া বলিলেন,—"আপ... নারা আবার এ নিমন্ত্রণের ঘটা কচ্ছেন কেন?"

মুক্ত উত্তর করিলেন—"ঘটা কিসের? ডাক্তার বাবু... রাজীর জীবন দান করলেন, তাঁকে দুটো খাওয়াতে... হয়। আপনি আশ্রয়দাতা, ঠিকাদার বাবু এ... গৃহস্বামী। এই তিন জনকে বল্‌লে আপনাদের... অধীনস্থ লোককেও বল্‌তে হয়।

বা। যা ভাল বোঝেন করুন।

মু। আপনার এখন কি বিশেষ কাজ আছে?

বা। না।

মু। ঘোড়া হ'তে নামুন না, ...

দুটো কথা বলি। আপনার সঙ্গে কথা কইতে আমার বড় ইচ্ছে হয়।

বাবু অশ্ব হ'তে নামিয়া বলিলেন, "আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমি করতে পারি নাই। সর্ব্বদা আমার দেখা শুনা করা উচিত ছিল। তা শুনলেম, ডাক্তারই আপনার ভগ্নীকে দেখে চিকিৎসা করতে পারেন নি। তাঁদের সংসারের মেয়েরা নাকি ডাক্তারের সামনেও বেরোয় না।

মু। আমাদের তত্ত্ব খুব নয়েছেন, প্রয়োজনের অভাব ব'লে দেখা দেন নাই। হাঁ, বাজীদের বাপের বাড়ীর নিয়ম ওরা পর পুরুষের সামনে বেরোয় না। ডাক্তার কবিরাজকে হাত দেখাতে হ'লে চিকের বাহিরে হাত বের ক'রে দেখায়।

বাবু। ওরা খুব বড় ঘরের মেয়ে না?

মু। হ্যাঁ, এক রকম বড় বৈ কি। ঐ যশোহর নলডাঙ্গার রাজার স্বগণ।

বাবু। আপনারা ক'জন তীর্থে গিয়েছিলেন?

মু। আমি, আমার তিন বোন, আমার খুড়-শ্বশুর, ঐ বুড়ো বামুন, একটি ঝি, আর দুটি চাকর।

বা। আমার একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে, আপনি মনে ব্যথা পাবেন ব'লে ভয়ও করে।

মু। আমার সুখ-দুঃখ কিছুই নাই, আপনি জিজ্ঞাসা করুন। আপনাকে আমার পূর্ণেন্দু দাদার মত দেখা যায়।

বা। আপনি কি অতি অল্পদিন বিধবা হয়েছেন?

মু। খুব বেশী দিন না, বছর ঘুরে গিয়েছে।

বা। আপনার স্বামী ও পূর্ণেন্দু দাদা কি করতেন?

মু। আমার স্বামী জমীদারের দেওয়ানী করতেন। পূর্ণেন্দু দাদা কলেজে পড়তে পড়তে কোথায় চ'লে গিয়েছেন। আহা হা! আমার বৌদিদির কি ক্লেশ। বাবু, আপনার নাম কি? আপনার বাড়ী কোথায়?

বা। আমার বাড়ী ঢাকা। আমরা বেগের গাঙ্গুলী।

মু। বটে! ও তো আমাদেরই পালটী ঘর। বেগের গাঙ্গুলী হরিরাম গাঙ্গুলীর সন্তান। আপনার নামটি কি?

বা। আমার নাম শুনে আপনার কি হবে?

মু। তবু শুনি, আপনি যদি আমার পূর্ণেন্দু দাদা হন?

বা। আমি আপনার পূর্ণেন্দু দাদা নই, আমার নাম পূর্ণ গাঙ্গুলী।

মু। বেশ, এই ত আমার সকল সন্দেহ মিটে গেল। আপনার ঠিকেদার বাবুর নাম কি?

বা। তারক গাঙ্গুলী।

মু। আপনারা কি দুই ভাই?

বা। দুই ভাই নয়, তবে দূর-জ্ঞাতি হ'তে পারি।

মু। আচ্ছা, তবে এখন যান। একটু বিশ্রাম করুন গে। সকলকে নিয়ে সকাল সকাল আসবেন।

মুক্ত বাবুকে বিদায় দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার পথের পার্শ্বেই দেখেন, ভব দাঁড়াইয়া আছেন। মুক্ত হাসিয়া বলিলেন, "নূতন খবরটা বুঝি আর দিতে দিলি নি?"

ভব বলিলেন, "নূতন কোনটা?"

মুক্ত। নামটা।

ভব। তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না।

মু। বিজয়াকে বিন্দুবিসর্গও জানান হবে না।

ভব। তা তোমার যা ইচ্ছে।

মু। জয়া কি কিছু বুঝেছে?

ভব। বোধ হয় কিছু বুঝে নাই।

মু। আঁধারে আছে, আঁধারেই থাক, একেবারে আলোকে নিয়ে দেবো। পূর্ণ বাবু যাহাকে তারকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বলিলেন, তিনি জয়ার স্বামী রাজমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। পূর্ণ রাজমোহনকে পূর্ব্বে দেখেন নাই, নাম মাত্র শুনিয়াছিলেন। রাজমোহনের অবস্থার পরিবর্ত্তনে তিনি নূতন নাম লইয়াছেন। রাজমোহন পূর্ণের নামটিও জানিতেন না, সুতরাং দুই জনের মধ্যে সম্বন্ধ এ কাল পর্য্যন্ত প্রকাশ হয় নাই।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

কুল-মর্য্যাদা দান।

মুক্তকেশীর বাসায় পূর্ণ বাবুর বাসার সকলের ও তারক বাবুর আহার হইয়াছে। আহারের সময় বিজয়া বড় অকর্ম্মণ্য সাব্যস্ত হইয়াছে। জয়া রন্ধন-গৃহ হইতে বহির্গত হয় নাই। ভবতারিণীও বহির্গত হইবার সময় পায় নাই। বিজয়া একবার এক থালা ভাত লইয়া বাহির হইয়াছিল। মুক্তকেশী না ধরিলে ভাতের থালা পড়িয়া যাইত। বিজয়া থর থর কাঁপিতে লাগিল এবং রন্ধনগৃহে গমন করিয়াও তাহার কম্পন থামিল না। ভবতারিণী

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল?" বিজয়া সরল ভাবে উত্তর করিল, "দিদি, গা কেমন করছে?"

পরিবেশন-ক্রিয়াটা একা মুক্তই সম্পন্ন করিলেন। আহারান্তে অনেকেই চলিয়া গেলেন। মুক্তকেশী অনুরোধ করিয়া তারকচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্রকে সেই স্থানে রাখিলেন। মুক্তকেশী বলিলেন, "দেখেছেন, আমার বোনদের রীতি? আমার ছোট বোনটাকে একথালা ভাত আন্‌তে বলেছিলাম, লোকের মধ্যে বেরোন্ অভ্যাস নাই, তাই মানুষ দেখে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল, ভাগ্যি আমি ধরেছিলেম, নয় ত পড়েই যেতো।"

পূর্ণ বলিলেন, "অভ্যাস না থাকলে পারবেন কি ক'রে।"

তারক বলিলেন, "তা তাঁকে আন্‌তে দেওয়াই বা কেন?

মু। তা বেশী লোক নাই, বিদেশ, এখানে পাঁচ জনের মধ্যে বেরলে কেই বা জানবে, তা হলো না দেখলেম। আপনারা দেশ ছাড়া কত দিন?

পূ। তারকবাবুর বুঝি বছর দেড়েক হ'ল।

মু। আপনার?

পূ। আমার বাড়ী-ঘর কিছু নাই।

মু। শ্বশুরবাড়ী স্ত্রী আছে বুঝি?

পূ। এ সব সন্ধান আপনার কেন?

মু। মনুষ্যের প্রকৃতিই এই। এই সব জিজ্ঞাসার নাম আলাপ-পরিচয়। আপনি বলতে সঙ্কুচিত হন, না বল্‌লেন। আমি আপনার বাড়ী-ঘর ক'রে দিব, স্ত্রী-পুত্র ধ'রে দিব, অর্দ্ধেক রাজত্ব দিব, অবিবাহিতা মেয়ে দিব, ঘোড়া দিব, গাড়ী দিব, সোহাগ দিব, যত্ন দিব, আদর দিব।

পূ। আপনি বল্‌চেন কি? মধ্যে মধ্যে আপনার মাথা বিগড়ে যায় না কি?

মু। অ্যাঁ! আমি কি বল্‌ছিলেম? হাঁ, আমি মধ্যে মধ্যে কি বল্‌তে কি বলি। কিন্তু যা বলি, তা খেটে যায়।

পূ। তবে এখন আমাদের বিদায় দিন, আমরা এখন যাই।

মু। তা হচ্ছে না। আপনারা কুলীন,—আমাদের পাল্‌টী ঘরের কুলীন। কিছু কুলমর্য্যাদা না দিয়া ছেড়ে দিব না।

পূ। বিদেশে আবার কি কুল-মর্য্যাদা দিবেন?

মু। কি দিতে না পারি? আমার বাবু টাবু বলা ভাল ঠেকে না। আমি গাঙ্গুলী মহাশয় বলতে ভালবাসি। ছোট গাঙ্গুলী আমাকে পাগল ঠাওরিয়েছেন। আসুন, বড় গাঙ্গুলী মহাশয়, আপনাকে আগে কুলমর্য্যাদা দিই, পরে গাঙ্গুলী মহাশয়কে দিব।

পাগলের পাগলামীর শেষ দেখিবার জন্য তারক উঠিলেন, পূর্ণ বসিয়া রহিলেন। পূর্ণ বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"এই স্ত্রীলোকটি কিরূপ বুঝিতে পারিলাম না।"

অন্য গৃহে তারককে লইয়া মুক্ত তাহাকে এক পর্য্যঙ্কে বসাইলেন। অবিলম্বে জয়ার হাত ধরিয়া আনিয়া গলবস্ত্র হইয়া যুক্তকরে বলিলেন, "আমার এই বোনটিকে আপনার কুলমর্য্যাদা দিলাম। এ অমূল্য ধন। এর চেয়ে মূল্যবান্ ধন আমার আর নাই।"

তারক ও জয়া দুই-ই বিরক্ত হইলেন। দুই জনেই ছুটিয়া পলাইতেছিলেন। এমন সময়ে মুক্ত ক্ষিপ্রহস্তে তারকের হাতের উপর জয়ার হাত দিয়া বলিলেন, "আরে পালিও পরে, আগে শুভদৃষ্টি হ'ক্।"

এই বলিয়া মুক্ত জয়ার অবগুণ্ঠন সরাইয়া দিলেন। তারক মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "জয়া!" জয়া স্বর শুনিয়া মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি!" ইতিমধ্যে মুক্তকেশী কপাট ভেজাইয়া দিয়া তথা হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়াছিলেন।

ভবতারিণী সবই জানিতেন। বিজয়াকে বেশ করিয়া সাজাইয়া রাখিয়া ছিলেন। মুক্ত বিজয়ার ডান হাত ও ভবতারিণী বিজয়ার বাম হাত ধরিয়া পূর্ণচন্দ্রের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিজয়ার হাতে রূপার বাটায় সাজা পান ছিল, মুক্তকেশী পূর্ব্ববৎ যুক্তকরে গলবস্ত্র হইয়া বলিলেন, "হে গড় কাপ্তেনের সাহেব, হে হুজুর, হে কুলদেবতা, হে ছোট গাঙ্গুলী মহাশয়, এই সাজা পান কয়টি আপনার কুলমর্য্যাদা। তার সঙ্গে এইরূপ বাটাখানি, তার সঙ্গে এই হাতখানি—যে হাতে এই পান সেজেছে, তার সঙ্গে আবার ফাউ এই মেয়েমানুষটি—যিনি প্রথমার বাম হাত ধ'রে আছেন।"

ভব মৃদু স্বরে বলিল, "কি দানের কল্পতরু রে!" বিজয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিয়া মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রম হইল। ভব সে ভাব বুঝিতে পারিয়া নিজের অবগুণ্ঠন সরাইয়া বিজয়ার অবগুণ্ঠন উঠাইয়া কৃত্রিম কোপভরে বলিল, "তুই এখন রঙ্গরস রাখ, বিজয়ার যে মূর্চ্ছা হওয়ার উপক্রম হ'ল।" পূর্ণচন্দ্র সম্মুখে, দুই পূর্ণচন্দ্র—ভবতারিণী ও বিজয়ার মুখ দেখিয়া বিস্মিত

হইলেন। পূর্ণ স্বয়ং তালবৃন্ত ব্যজন করিতে লাগিলেন।

মুক্ত তখন সহাস্য মুখে বলিলেন, "আমার কুল-মর্য্যাদা গ্রহণ করলেন?" ভবতারিণী বলিলেন, "বড় দাতা দেখচি।" পূর্ণচন্দ্র ভবতারিণীর দিকে চাহিলেন। ভব পূর্ণচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বিজয়ার কপাল ভাল, তবুও হাতের বাতাস পেলো।" পূর্ণ, ভবতারিণীর মুখের কাছে দুইবার পাখা ঘুরাইলেন। বিজয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া বসিল।

ভব পূর্ণের পাখার বাতাস খাইয়া বলিলেন, "শত্রুকে বুঝি পাখার বাতাসে উড়িয়ে দিচ্ছ, না পাখার বাতাসে দূর যা দূর যা বলছ?"

পূর্ণ হাসিয়া দক্ষিণহস্তে ভবতারিণীর দক্ষিণহস্ত ও বাম হস্তে বিজয়ার দক্ষিণহস্ত ধারণ করিয়া খাটের উপর দুই জনকে ডানি বামে করিয়া বসিলেন।

মুক্ত তখন বলিলেন, "বিষ্ণু, লক্ষ্মী-সরস্বতী লইয়া বসিলেন, পাপীর চক্ষু সফল হলো, জীবন সফল হলো, আমি এখন আসি।" পূর্ণ বাধা দিয়া বলিলেন, "যাবেন না, যাবেন না। আমাকে যা যা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তার অনেক দিতে বাকী। সকল দিয়ে যান, আর কৃতজ্ঞতার প্রণাম একটা নিয়ে যান।"

মু। যা দিলাম, তা হ'তে আর সব হবে। কৃতজ্ঞ হওয়ার মত কাজ কিছু করি নাই, প্রণামও চাই না। আমি যে আমার দুটো প্যানপেনে ভ্যান্‌ভেনে, কোণাকেঁদুনে বোন তোমাকে গছাইতে পারলেম, সেই আমার পরম লাভ।

ঐ কথা বলিয়া মুক্তকেশী দ্রুতবেগে আপন গৃহে গমন করিলেন। লোকনাথ কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। তিনি বুঝিলেন, নিরাপদে মিলন হইল। কালীচরণের কৌতূহল হইলেও সে কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। গঙ্গামণি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি মেয়ে তিনটিকে নিয়ে এ ঘর ও ঘর কচ্চেন কেন?"

মুক্তকেশী উত্তর করিল, "দিদি, কিছু বুঝ নাই কি? ঐ তারক বাবু জয়ার বর। পূর্ণ বাবু ভবতারিণী ও বিজয়ার বর। তাই মেয়েগুলোকে আপন আপন বরের ঘরে রেখে এলাম। কাল পর্য্যন্ত তোমাকেও তোমার বরের ঘরে রেখে আসতে পারব।" গঙ্গামণি সগর্ব্বে বলিল,—"বরের ঘরে যেতে হয় তুমি যাও, আমি তিন কুল খেয়েছি, শীঘ্র বরের ঘরে যাব না।"

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রাবণের প্রথম ভাগ, অপরাহ্ণ।

খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে আকাশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। দিবাকর সকল দিন বিষণ্ণ ভাবে কাটাইয়া এখন একটু সুখের হাসি হাসিলেন।

সূর্য্যদেব যেন ইংরাজ আফিসের কেরাণী, সাহেবের ধমক খাইয়া সারাদিন গম্ভীর ভাবে কলম চালাইয়াছেন। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে গৃহিণীর হাস্যভরা মুখ, পুত্রের সরল ব্যবহার ও মাতার গম্ভীর স্নেহ মনে করিয়া, সাহেবের ধমকটা হজম করিয়া, একটু সুখের হাসি হাসিয়া গৃহাভিমুখী হইলেন। চারিদিকে ভেকগর্জ্জন ও ঝিল্লীরব উত্থিত হইতেছে। রাধিকারঞ্জনবাবুর পুষ্পোদ্যানে নানা জাতীয় ফুল ফুটিয়াছে। রজনীগন্ধা ও নিশারাণী রূপগর্ব্বিতা রমণীর রূপপ্রদর্শনের ন্যায় পাল্লা দিয়া স্ব স্ব গন্ধ বিস্তার করিতেছে। গন্ধরাজ তরুশিরে মানিনীর ন্যায় বসিয়া আছে। জবা গৃহিণীর ন্যায় গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া যেন একটু বিশ্রাম করিতেছে। সূর্য্যমুখী ফুলেরা যেন গরীব ঘরের রূপহীনা বধূর ন্যায় লুকাইয়া থাকিতে চাহিতেছে। গোলাপ ও চম্পক যেন বারবিলাসিনীর ন্যায় সাজিয়া গুজিয়া রূপ দেখাইতে বসিয়াছে। অন্যান্য কুসুমকুল কর্ত্তব্যপরায়ণা বাঙ্গালী বধূর মত আপন আপন গৃহ আপন আপন রূপে উজ্জ্বল করিয়াছে। তাহার গন্ধ গুণ আপন শ্বশুর-শাশুড়ী স্বামী দেবরের নিকট প্রকাশিত হইতেছে। তাহারা সংবাদপত্রের বড় বড় স্তম্ভে তাহাদের গুণ প্রকাশ হওয়া ভালবাসে না; কেহ প্রশংসা করিলে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়। রাধিকারঞ্জন আপন পুষ্পোদ্যানে পদচারণা করিতেছেন। তাঁহার ভগ্নীর একটি পুত্র হইয়াছে। এক বালক ভৃত্য পুত্রকে কোলে করিয়া রাধিকারঞ্জনের নিকট আসিল। শিশু হস্ত প্রসারণ করিয়া হু হু বলিয়া রাধিকারঞ্জনের কোলে যাইবার ইচ্ছা জানাইল। রাধিকারঞ্জন একটি চাঁপা ও একটি গোলাপ ছিঁড়িয়া খোকার দুই কানের উপর গুজিয়া দিলেন। খোকা ফুল হাতে লইয়া মুখে দিবার আয়োজন করিল। রাধিকারঞ্জন বলিলেন, "আরে খোকা ব্যাটা, ফুল কি খায়?" রাধিকারঞ্জন একমনে শিশুর দিকে চাহিয়া আছেন। তিনি পশ্চাতে মনুষ্য-পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি চাহিয়া দেখিলেন—প্রমদারঞ্জন। তিনি সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা কোথা হ'তে?" প্রমদারঞ্জন উত্তর করিলেন, "অনেক

কথা, ব'স, বলছি।" রাধিকারঞ্জন বলিলেন, "হাত পা ধোন, বিশ্রাম করুন, পরে সব শুনব।"

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে, রাধিকারঞ্জনের সুবৃহৎ বৈঠকখানায় আলো জ্বলিয়াছে। গৃহে দুই চারিটি লোক আসিয়াছে, প্রমদারঞ্জন গৃহস্বামীর ন্যায় বড় তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়াছেন। রাধিকারঞ্জন সম্মুখে গরুড় পক্ষীর মত উপবিষ্ট।

প্রমদা বলিলেন, "ভাই রাধু, যে কয়দিন বাঁচি, তোমার এখানেই থাকব। বৃন্দাবনেও সে পাপ প্রবেশ করেছে, সে স্থানে টিকতে পারলাম না।"

রাধিকা। স্বচ্ছন্দে থাকুন, আপনার বাড়ী, আপনার ঘর, আপনি থাকবেন, সে ত আমার পরম সুখের কথা।

প্র। তুমি যেমন মহৎ, তেমনি কথা বলছ। এ পক্ষের ব্যবহার এত দিন সেরূপ হয় নাই। তুমি হ'লে ছোট ভাই, আজ অকপটে সকল পাপ প্রকাশ করব। মনোমোহনের স্ত্রী স্বামীর বিপদ শুনে এখানে আসেন। তিনি স্বামীর বিপদ শুনে পাগল হয়েছিলেন, আমি তাঁর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করতে অগ্রসর হই। তিনি বুদ্ধিমতী, আপন বুদ্ধিবলে স্বধর্ম্ম রক্ষা করলেন। সেই মনোমোহনের স্ত্রী মুক্তকেশীকে ডাকাতি ক'রে আনতে যেয়ে আনা হ'ল অন্নপূর্ণাকে, অমূল্য রত্নজ্ঞানে তাকে ক'রেই ভাসলেম। গেল টাকা কড়ি, হ'লেম দেনা। সেই অন্নের লোকেরাই চোর ব'লে ধরে দিয়ে দিল জেল। জেল হতে এলেম বাড়ী, গুণবতী স্ত্রী দিলেন বিদায়, জেল হতে শালা চাতুরী ক'রে, ক'রে আনলেন দানপত্র। গেলাম ফিরে অন্নের বাড়ী। রোগে প'ড়ে অন্নের ধর্ম্মবুদ্ধি হয়েছে। সে কলিকাতায় আশ্রয় দিল। সে বৃন্দাবনে গেল। গেলাম তার সঙ্গে। সে ছত্র প্রতিষ্ঠা করল, থাকলাম ছত্রে। গুণবতী ভার্য্যা ভ্রাতার সহিত সেই অন্নপূর্ণার আশ্রমে উপস্থিত হলেন। দীনবেশ মলিন ভাব। খুঁটে খেতে দানা নাই। আমি অন্নের নিকট হ'তে কিছু টাকা নিয়ে বাপ বাপ ক'রে তোমার নিকট পালালেম। যতই যা করেছি ভাই, সব ভুলে যাও, দুটো খেতে দাও, আর অন্য আশা নাই।

রা। স্বচ্ছন্দে থাকুন দাদা, আপনার সম্পত্তি আপনারই আছে। আপনার একচুল সম্পত্তিও যায় নাই। আপনার প্রজার কর আদায় ক'রে, আপনার কালেক্টরির প্রকৃত খাজনা লুটে নিয়ে আপনার সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন নামে কিনে রেখেছি। সেই দুষ্টা বউ বড় বাড়াবাড়ি করতে লাগলেন। ভাই-বউয়ের দুর্নাম অসহ্য হ'ল। অবশেষে ভয় দেখিয়ে বাড়ী হ'তে বের ক'রে দিতেও বাধ্য হলেম। সঙ্গের টাকা গয়নাগুলোও কৌশলে কেড়ে নিলাম। পাপী দমন করতে পাপ করা চাই। দুষ্টা বধূ বৃন্দাবনে ভিক্ষা ক'রে খাউক, সে কুলের কলঙ্ক—বংশের অরি। কেমন ভাই, কেমন বোন জানি না দাদা! তোমার ঘর, তোমার বাড়ী, তোমার গয়না, তোমার টাকা, তোমার জমীদারী এই মুহূর্ত্তে তোমায় দিয়ে দিচ্ছি। দুষ্টের দমন করেছি। যে দিন তোমায় বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে দেয় নাই, কয়েক বেলা বাহির বাটীতে ভাত দিয়ে বিদায় দিয়েছে, সেই দিনই আমি ওদের সর্ব্বনাশ করব সঙ্কল্প করেছিলাম, তা করেছি।

প্র। বেশ করেছ ভাই, বেশ করেছ, ভায়ের কাজ করেছ; বড় সুখী হয়েছি। সম্মুখের উপর পাপিষ্ঠা পাপের সাগরে ভাসবে, আর তুমি ভাই হয়ে দেখবে, তা কখন সহ্য হয় না।

রা। ভাল করেছি কি মন্দ করেছি, দাদা, জানি না। শত পাপ ক'রে এক পাপকে দূর করেছি।

প্র। পাপ দূর করবার জন্য পাপ করা চাই। পাপ কি ভাই জানি না। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনই পুণ্য, এই আমার বিশ্বাস।

রা। সে যাই হ'ক, তোমার বিষয় আশয় বুঝে নিয়ে আমায় ক্ষমা কর। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক। আবার বে' কর, সংসারী হও।

প্র। আর পাপ জড়াব না ভাই। বিষয়-সম্পত্তি দিতে হয় তোমার ভগ্নীকে দাও। আমি সেই খোকাকে দেখে স্থির করেছি, যদি আমার কিছু থাকে, সব ঐ খোকাকে দিব। গ্রামের লোক অনেকে অনেক কথা বললেন।

প্রমদারঞ্জনের প্রতিজ্ঞা দৃঢ়। দুই চারদিনে রাধিকা বুঝিলেন, সম্পত্তি তাঁহার ভগ্নীকেই দিতে হইবে। রাধিকারঞ্জন স্থির করিলেন, সম্পত্তি প্রমদারঞ্জনকেই দিবেন এবং প্রমদা সম্পত্তি রাধিকার ভগ্নীকে দিবেন। সকলে উঠিয়া গেলে প্রমদারঞ্জন রাধিকারঞ্জনকে বলিলেন, "শুনেছ ভাই শুনেছ, তোমার সেই গুণবতী ভ্রাতৃবধূ আর তার ভাই বৃন্দাবনে অন্নের নিকট পরিচয় দিয়াছেন।"

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শুভ আয়োজন।

মুক্তকেশী, পূর্ণচন্দ্র, রাজমোহন, ভবতারিণী, জয়া, বিজয়া, গঙ্গামণি, বৃন্দাবন ও কালীচরণকে লইয়া গৃহে আসিলেন।

মনোমোহনের কুশ করিয়া শ্রাদ্ধের আয়োজন হইতেছে। মনোমোহনের শ্রাদ্ধের তিন দিন পরেই মুক্তর ভ্রাতার বিবাহের শুভদিন ধার্য্য হইয়াছে। এই দুইটি কাজ হইলেই মুক্তর জীবনের সকল কাজ শেষ হয়।

জয়ার মাতা জয়ার পুত্র-কন্যা লইয়া মুক্তর বাটীতে আসিয়াছেন। পূর্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ মাতুল ও কনিষ্ঠ মাতুলানী মুক্তর বাটীতে উপস্থিত। পূর্ণচন্দ্রের দেশে আগমন সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। রাজমোহন ঠিকাদারি করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেছেন, তাহাও সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়াছে। রাজমোহন বুঝিয়াছেন, জয়া সৌভাগ্যে যেমন গর্ব্বিতা, দুর্ভাগ্যেও তেমনি শ্রমশীলা ও কষ্টসহিষ্ণু। সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়াছে যে, পূর্ণও কিছু ধন সঞ্চয় করিয়াছেন। পূর্ণচন্দ্র ভবতারিণীর গুণগ্রাম পূর্ব্বেই জ্ঞাত ছিলেন। তিনি এক্ষণে দেখিতেছেন, বিজয়াও কম ভক্তিশীলা ও পতিপরায়ণা নহে। তিনি দেখিতেছেন, ভব সখিত্বে, মন্ত্রিত্বে, গৃহিণীত্বে ও দাসীত্বে যেখানে লাগাও সেইখানেই লাগে। বিজয়া রহস্যে, আমোদে, রন্ধনে, শিল্পকার্য্যে, সোহাগে, আদরে, অভিমানে, রোষে, স্বামীকে বেশ ভুলাইয়া রাখিতে পারে। পূর্ণচন্দ্র দেখিতেছেন, তাঁহার দুই স্ত্রীর যেন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। তাঁহারা দুই জনে যেন এক হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা একের সুখে অন্যে সুখী, একের দুঃখে অন্যে দুঃখী; তাঁহারা একের অসম্পূর্ণ কর্ম্ম অন্যে সম্পূর্ণ করেন এবং একের সম্পূর্ণ কর্ম্ম অন্যে যত্ন করিয়া রক্ষা করেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে লজ্জা করেন না এবং তাঁহারা এক সঙ্গে পূর্ণর নিকটে আসিতেও লজ্জিত নহেন। ভব পূর্ণকে ছোট কিল মারিলে বিজয়া একটা বড় কিল মারেন, কিল অবশ্য রহস্যের। ভব পূর্ণকে একটা ছোট পান দিলে বিজয়া একটি বড় পান দেন, ভব পূর্ণর নিকট অল্প মান করিলে বিজয়া অধিকতর মান করেন।

পূর্ণচন্দ্রের শাশুড়ী ও মাতুল পূর্ণকে দেখিয়াই সুখী হইয়াছেন। জয়ার পুত্র-কন্যা, মাতা, মাসীমাতা, মুক্ত, ভব প্রভৃতিকে পাইয়া অন্তঃপুর ধরিয়া বহির্ব্বাটী ছাড়িয়াছে। তাহারা বৃদ্ধ মাতামহীর কেশ, কর্ণ, নাসিকাকে কিছু কালের জন্য শান্তিসুখ উপভোগ করিতে দিয়াছে।

তাহাদের অত্যাচার উৎপীড়ন ভব ও বিজয়ার উপর পড়িয়াছে। তাহারা মুক্তিতে তখনও সম্পূর্ণ দখল পায় নাই। মুক্তর বিষণ্ণভাবে তাহাদের আবার দখলের অন্তরায় হইয়াছে।

শ্রাবণের মধ্যভাগ অতীত হইয়াছে। আজ আকাশে খুব মেঘ, বৃষ্টি অল্প অল্প, বায়ুপ্রবাহ আদৌ নাই। প্রকৃতি সুন্দরী নিস্তব্ধে রোরুদ্যমানা। আমাদের মুক্তকেশীর অবস্থাও তাই। আজ মনোমোহনের কুশ হইতেছে! কুশ করিতে যে যে দ্রব্য প্রয়োজন, তাহা সংগৃহীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা কুশের মানুষ তৈয়ারী করিতেছেন; আচার্য্য আসিয়াছেন, তিনি কুশনির্ম্মিত ব্রাহ্মণ বধ করিয়া দিয়া চলিয়া যাইবেন। মুক্ত গম্ভীরভাবে দেখাইয়া শুনাইয়া দিয়া সকল কাজ করাইয়া লইতেছেন। বেলা আর অধিক নাই, কুশের ব্রাহ্মণ প্রস্তুত হইয়াছে।

আচার্য্য বলিতেছেন, "আমি দশটি টাকা, এক জোড়া কাপড় ও আধমণ চাউলের একটি সিধা পেয়ে ব্রাহ্মণবধের পাপ শিরে নিতে পারব না। আমাকে বাসন-কোশন কিছু দিতে হবে।"

অন্তঃপুরে এই কথা হইল, মনোমোহনের পূর্ব্ব অট্টালিকার পশ্চিম বারান্দায় কুশ হইয়াছিল। মুক্ত বলিলেন, "পিতল কাঁসা কি চাই?"

আচার্য্য। ঘড়া, গাড়ু, থালা।

এই পর্য্যন্ত বলা হইতে না হইতে বেশ একটি লম্বা চওড়া বাবু পিচের লাঠি হাতে করিয়া মস্‌মস্ করিয়া সেই বারান্দায় উঠিয়া বলিলেন,—"কি রে মুক্তি, তুই আমার উপর বড় রাগ করেছিস্? আমিই তোর সর্ব্বনাশের মূল ভাবছিস্, কেমন?"

মুক্ত টিপ করিয়া একটি প্রণাম করিয়া একখানি মাদুর আসন বসিতে দিয়া মুখ ফিরাইয়া কাঁদিতে বসিলেন।

বাবু বলিলেন,—"আমি ভেল্‌কি জানি, আমি ভোজবাজি জানি; জানিস্ মুক্তি, আমি তাজা মানুষ মারতে পারি, আবার মরা বাঁচাতেও পারি।"

মুক্ত রোষভরে বলিলেন, "আপনার জন মারতেই পার, বাঁচানের আর ক্ষমতা নাই।"

"বটে বটে! এখনই ভেল্‌কি লাগিয়ে দিচ্ছি। এখনই মরা বাঁচিয়ে দিচ্ছি, এখনই বাড়ী কুটুম্বিনীতে পুরে দিচ্ছি। লাগ্ লাগ্ লাগ ভেল্‌কী লাগ। আত্মারাম সরকারের দোহাই, সাত দোহাই—সাতশ দোহাই।" (এই বলিয়া মাটীতে সজোরে চপেটাঘাত।)

আগন্তুক বাবু রাধিকারঞ্জন। মুক্তকেশীর মুখ অন্য দিকে নত এবং বক্ষ জলে পূর্ণ। ইত্যবসরে ধীরে ধীরে রাধিকারঞ্জনের পার্শ্বে মনোমোহন আসিয়া বসিয়াছেন। অন্য কক্ষ হইতে অন্য দ্বার দিয়া রাধিকারঞ্জনের স্ত্রী ও ভগ্নীদ্বয় মুক্তকেশীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রাধিকা বাবু হাসিতে হাসিতে

বলিলেন—"লেগেছে, ভেল্‌কী লেগেছে, লেগেছে, আত্মারাম সরকারের দোহাই লেগেছে। মরা মানুষ ফিরে এসেছে, এসেছে, এসেছে! মুক্তি পোড়ার-মুখী ফিরবেও না, দেখ্‌তেও পাবে না।"

এই কথা শ্রবণে মুক্ত রোষে গর্জ্জিয়া উঠিয়া রাধিকার দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—"এই তোমার ঠাট্টা-তামাসার সময় দাদা? মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে এসেছ! মানুষ খুনের বাহাদুরীটা এই ভাবে—"

এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে মুক্তকেশীর দৃষ্টি মনোমোহনের উপর পড়িল, তিনি পাগলের ন্যায় দৃষ্টি করিতে করিতে অভ্যাসবশতঃ অবগুণ্ঠন টানিয়া থর থর কাঁপিতে লাগিলেন। রাধিকারঞ্জনের স্ত্রী পিঠের দিক্ হইতে ধরিয়া চুপে চুপে কানের নিকট মুখ লইয়া বলিলেন,—"মাগি, যার জন্তে পাগল, তাকে দেখে কাঁপছিস্ কেন? একি তোর ঠাট্টা না সত্যি কম্প?" কিছু কালের জন্য মুক্ত মূর্চ্ছিত হইয়া রাধিকারঞ্জনের স্ত্রীর গায়ের উপর রহিলেন। ষষ্ঠী চোখে মুখে জল দিল, অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তকেশীর চৈতন্য হইল।

রাধিকারঞ্জন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, —"দেখ, মুহূর্ত্তমধ্যে কেমন ভেল্‌কী লাগিয়ে দিয়েছি, মরা মানুষের সশরীরে আগমন, মুক্তির কম্পন, মূর্চ্ছা পতন, ছোট বধূর ধারণ, কর্ণে ফিস ফিস করণ, ষষ্ঠীর জল সিঞ্চন, তিনকড়ি ওরফে বুঁচির তালবৃন্ত সঞ্চালন ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।"

মুক্তকেশী অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া পলায়নের উপক্রম করিতেছিলেন। রাধিকার স্ত্রী মুক্তর হাত ধরিয়া মনোমোহনের হাতে ধরাইয়া দিয়া চুপে চুপে মুক্তকেশীর কর্ণে বলিলেন,—"পালাস্ কেন লো মাগি! যে অঞ্চলের নিধি হারিয়ে এত ভোগ, তাকে অঞ্চলে বেঁধে নিয়ে যা।"

এই বলিতে বলিতে রাধিকার স্ত্রী মুক্তর অঞ্চলে মনোমোহনের হাত বাঁধিতে বাঁধিতে উলু দিয়া উঠিলেন। আহ্লাদে ভব, জয়া, বিজয়া, ষষ্ঠী, তিনকড়ি উলু দিয়া উঠিল। জয়ার দুই ছেলে সবলে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল।

রাধিকারঞ্জন আবার বলিলেন, "একেবারে মূর্চ্ছা পতন। এতেই বন্দুক ধ'রে ডাকাত মারতে গিয়েছিলে! যা যা ষষ্ঠী, তিনকড়ি, তোরা মনোমোহন বাবু আর মুক্তকে নিয়ে ঘরে যা। সেখানে নিয়ে একবার ছোট বউয়ের হাতে দে,সে তার হাতের সুখ,মুখের সুখ ক'রে লউক। আমার সাক্ষাতে জিহ্বাটা একটু ছোট হয়ে আর হাতটা একটু নরমভাবে চলছে। আজ আমার বড় কষ্ট দূর হ'ল। আজ আমার বড় আশা পূর্ণ হ'ল, আজ আমার স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল।"

অবিলম্বে গ্রামের সকল লোকে মনোমোহনের বাড়ী পূর্ণ হইল। জনতার মধ্য দিয়া লোকনাথ লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া সকল মেয়ে পুরুষ ঠেলিয়া মনোমোহনকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "বাঁচলেম রে বাবা, বাঁচলেম! বুক শীতল হ'ল রে বাবা, বুক শীতল হ'ল। স্বপ্নের অতীত, ভাবনার অতীত আশার অতীত রে বাপ মনু, তোরে যে আজ ঘরে পাব।" রাধিকারঞ্জনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বাবু যদি কেহ থাকে, তবে সে রাধিকা বাবু! ঘরে বাহিরে সমান। যেমন বাবু, তেমনি স্ত্রী। মনুর জন্য অকাতরে অর্থব্যয়, জেলের সুবন্দোবস্ত, হাঁটাহাঁটি, ছুটাছুটি, ওরূপ বাবু হয় না—হবে না।" এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধ লোকনাথের আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। গৃহ জনতায় পূর্ণ হইল। আনন্দধ্বনিতে ভবন মুখরিত হইয়া উঠিল, গদাই নোটে টাকায় কতকগুলি আনিয়া এক পার্শ্বে নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া ছিল। জনতা শীঘ্র হ্রাস হইবে না বুঝিয়া, সে ভবকে দিয়া মুক্তকে ডাকাইল এবং বলিয়া পাঠাইল, "মাকে বল, তার বুড়ো ছেলে প্রণাম করতে এসেছে।" মুক্ত মুহূর্ত্তের জন্য গদাইয়ের নিকট আসিলেন। গদাই মুক্তকেশীকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া একটি টাকা ও নোটের তোড়া সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "মা, আমি বাবাকে ছেড়ে কোথাও যাই নাই, যেখানে বাবা, সেখানেই আমি। আমি এত দিন বাবার সেবাতেই নিযুক্ত ছিলাম। আর মা, এই টাকা নোটের তোড়াটা তুলে রাখুন। বাবার কল্যাণে আপনার এক পয়সাও খরচ হয় নাই। আপনার টাকা সব কুড়িয়ে রেখে সমস্ত টাকা ছোট বাবু নিজ হ'তে খরচ করেছেন।"

মুক্তকেশী কথা বলিতে পারিলেন না, তিনি গদাইয়ের মাথায় হাত দিয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। ছোটবাবু—রাধিকা বাবু, ছোট বউ—রাধিকাবাবুর স্ত্রী, পূর্ণচন্দ্রের শ্বশ্রূমাতা ভবতারিণীর মাতাকে লইয়া ভিন্ন কক্ষে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখ বেয়ান, এখানে আমি এত সুখী হব জানলে ঠাকুর-ঠাকুরাণী একসঙ্গে আসতাম। আমার আনন্দ আর ধরছে না। আজই নৌকা পাঠায়ে কাল দুপুরের মধ্যে বুড়ো মিনষেকে এখানে আনতেই

হচ্ছে। কি করব, পরলোকে টেলিগ্রাফ যায় না। তোমার সাধটা জামাতা বাবাকে দিয়াই পূর্ণ কর।” জয়ার মাতার কথার ভবতারিণীর মাতা কোন উত্তর না করিয়া এক মৃদু হাস্য করিয়াই বৈবাহিক রহস্যের উত্তর করিলেন।

মন, আহ্লাদে ছুটাছুটি করিতেছে। তাহার চোখে আনন্দাশ্রু, তাহার মুখে প্রফুল্লভাব হাসি ও অঙ্গে তাড়িতের শক্তি। ভগবান বহির্বাটীতে হুকা টানিতে টানিতে দাবা খেলায় পীল চক্র করিতে-ছিলেন। উলু ও শঙ্খধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। হারুর ভগ্নী আসিয়া বলিল, “গাঙ্গুলী ম’শায়, দাবাই খেলাচ্ছেন। মানুদা যে বাড়ী এসে-ছেন। তাঁহার মৃতসংবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা।” ভগবান্ এই কথা শুনিয়া প্রিয় দাবা খেলা ফেলিয়া খোলা কাছায় কাপড় মাটীতে গড়াইতে গড়াইতে ও অর্দ্ধ মুক্ত কোঁচার কাপড় জল কাদায় সিক্ত করিতে করিতে মেয়েদলের কাহাকেও মাড়াইয়া কাহাকেও ডিঙ্গাইয়া কাহারও বস্ত্র কাছার কাপড়ের জলে ভিজাইয়া, আনন্দাশ্রুতে রুদ্ধদৃষ্টি হইয়া মনোমোহন ভ্রমে মুক্ত-কেশীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, “মনু! প্রাণের মনু! প্রাণাধিক মনু! আমার মন-প্রাণ মনু! বাড়ী এলে? বাঁচলেম রে ভাই, বাঁচলেম। আজ আমার মত সুখী কেউ নয়? স্বর্গ ভাই, আজ আর কোথাও না, এখানে।” রাধিকা-রঞ্জনের ভগ্নী বুঁচি ওরফে কুসুমকুমারী বলিল,—“গাঙ্গুলী মশায়, লেজ দুটি গুটিয়ে বসলে ভাল হয় না!” ছোট বউ ওরফে রাধিকারঞ্জনের স্ত্রী বলিলেন, “তোর বুঝি ঈর্ষ্যা হচ্ছে। তোর দিদির গলা ধরায় বুঝি তোর ভাল ঠেকছে না, দে না নিজের গলা আগাইয়ে দে।”

অদ্য মনোমোহনের গৃহ পরমানন্দ ও রহস্যে পূর্ণ। বাঙ্গালী গৃহ এইরূপ আনন্দ রহস্যে পূর্ণ হউক। আমার পাঠক-পাঠিকাগণ এইরূপ আনন্দ সাগরের তরঙ্গমালায় সন্তরণ করিতে থাকুন।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, বঙ্গের সকল গৃহ এইরূপ সুখ-সন্তোষে পূর্ণ হউক।

সম্পূর্ণ